গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্মেলন সংখ্যা

বালুরঘাট সম্মেলনের পর (সম্পাদকীয়)

আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার :
(সভাপতির অভিভাষণ, দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বালুরঘাট ২৪-২৬ মে, ১৯৬৮)
—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অগ্রভূতির আলোকে গ্রন্থাগার
—নির্মলেন্দু মজুমদার

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৯)
—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ :
—কমলেন্দু চক্রবর্তী

শুভেচ্ছা বাণী : ২৯

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকদের তালিকা : ৩১

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণী : ৩৬

গ্রন্থাগার সংবাদ : ৫৩

সম্পাদক সমীপেষু : ৫৭

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ বৈশাখ, ১৩৭৫

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধারণ কার্যালয়ে (৩৩ রজবুলমল লেন, কলিঃ-১৪.) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রচ্ছদের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
প্রচ্ছদের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
প্রচ্ছদের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ১০৲ টাকা

গ্রন্থাগার

বার্ষিক সূচীপত্র

অষ্টাদশ খণ্ড : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৫

সম্পাদক

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
১৩৭৬

7/

গ্রন্থাগার ঃ নির্ঘণ্ট

অষ্টাদশ খণ্ড : ১৩৭৫

সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা

১ম সংখ্যা	বৈশাখ	১-৬০ পৃষ্ঠা
২য় ,,	জ্যৈষ্ঠ	৬১-৯৬ ,,
৩য় ,,	আষাঢ়	৯৭-১৩৮ ,,
৪র্থ	শ্রাবণ	১৩৯-১৭৮ ,,
৫ম	ভাদ্র	১৭৯-২১২ ,,
৬ষ্ঠ	আশ্বিন	২১৩-২৫৪ ,,
৭ম	কার্তিক	২৫৫-২৯২ ,,
৮ম	অগ্রহায়ণ	২৯৩-৩৩৪ ,,
৯ম	পৌষ	৩৩৫-৩৭২ ,,
১০ম ,,	মাঘ	৩৭৩-৪১৬ ,,
১১শ ,,	ফাল্গুন	৪১৭-৪৬২ ,,
১২শ ,,	চৈত্র	৪৬৩-৫১৮ ,,

নির্দেশিকা

১ম অংশ : লেখক—আখ্যাসূচী : বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা প্রভৃতি পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ নির্দেশিত। বিন্যাস আভিধানিক তালিকা পর্যায়ের।

২য় অংশ : বিষয়সূচী : নির্দিষ্ট বিষয়-শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : বিভাগসূচী : 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা, গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, চিত্রসূচী, পরিষদ কথা, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়।

নির্ঘণ্টটি সংকলন করেছেন শ্রীমতী শীলা গুপ্ত।

লেখক-আখ্যা সূচী

অগ্রগতির নিদর্শন। (সম্পাদকীয়)

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : উদীয়মান পাঠাগার দ্রঃ প্রণবকুমার মঙ্গল

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার। (সভাপতির অভিভাষণ দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বালুরঘাট ২৪-২৬ মে, ১৯৬৮)

অনিলবরণ পাল ও রাধারমণ দত্ত। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার : পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী : মানকর (বর্ধমান) ১১৮

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। দ্রঃ হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় ৮৭১

অমলেন্দু বসু। ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ, উত্তরপাড়া ৪-৬ এপ্রিল, ১৯৬৯ ৪৩৫

অবনীকান্ত ভলাপোত্র। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে ১৩০

আদিত্য কুমার ওহদেদার। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ১১৩

অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার। দ্রঃ নির্মলেন্দু যাত্রা ১২

অমিতা রায়। বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ৪২৫

বুখারেষ্টের যে সব লাইব্রেরীতে পড়েছি ৩৯৯

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। দ্রঃ কমলেন্দু চক্রবর্তী ২৯

অশ্লীল বই : Fanny Hill দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮১

ইন্দোরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলন। দ্রঃ ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায় ২৯৩

একই লক্ষ্যের অভিমুখে। (সম্পাদকীয়) ৩৭৩

একটি মনোজ্ঞ সেমিনার। দ্রঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩১০

এস আর রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ? ১৪১

এস আর রঙ্গনাথন। মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভব ২৯৫

এস আর রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন-হারের উন্নতিতে বিলম্ব ৩৩৭

এস আর রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন হারের উন্নতি (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চিন্তা ৫) ৪১৯

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার। (সম্পাদকীয়) ২৫৫

কমলেন্দু চক্রবর্তী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ (বালুরঘাট সম্মেলন) ২৯

কুঞ্জবিহারী পাল। পশ্চিম বাংলার শিল্প প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা ১৫৯

কুলদা সিংহ। পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা : চন্দননগর ফরাসী ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ। প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ : মুর্শিদাবাদ ২৭১
— বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার ২০১
— শিবপুর বটানিকুসের গ্রন্থাগার ৪২৯
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ২০, ৬৩, ১০৬, ১৮৭, ২১৫, ২৭৭, ৩০৬, ৩৪২
গীতা মিত্র। দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার : নৈনিতাল ২২৫
গ্রন্থ সমালোচনা ১৩৩, ১৬৯, ২৮৯, ৩৬২
গ্রন্থাগার সংবাদ ৪৯০
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ ৮৯, ২৪২, ৪০৬
গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ ৩৭১
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ ১৭৭, ২৪৫
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা (১৯৬৮) সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ৯৬
গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন হারের উন্নতি (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চিন্তা ৫)
দ্রঃ এস. আর. রঙ্গনাথন ৪১৯
গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ। (সম্পাদকীয়) ৬১
গ্রন্থাগার সংবাদ ৫৩, ৯৩, ১৩৬, ১৭৫, ২১১, ২৪৩, ২৯১, ৩৩৩, ৪০৯
গ্রন্থাগারিক ও তাঁর কর্মি গোষ্ঠী। দ্রঃ সুবলচন্দ্র চৌধুরী ২১৮
গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ? দ্রঃ এস আর রঙ্গনাথন ১৪১
গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন হারের উন্নতিতে বিলম্ব। দ্রঃ এস. আর রঙ্গনাথন ৩৩৭
গ্রন্থাগারে প্রচার। দ্রঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭
চঞ্চল কুমার সেন। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ) ৪৫৫
চিঠিপত্র ৫৭, ৭৭, ১৩০, ৪০৪
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার দিবস। (সম্পাদকীয়) ২৯৩
ঠিকানা বদল। দ্রঃ ভক্তপদানন্দ শর্মা ৩৬৭
ডি-আর-টি-সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮) দ্রঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৮১
তপন সেনগুপ্ত। সূচীকরণ প্রবেশিকা ২৫৭, ৩১৯, ৩৪৬, ৩৭৫
তারাকিঙ্কর বসু। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : তরুণ সংঘ পাঠাগার : শ্রীরামপুর (বর্ধমান) ১৭৩
ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। (সম্পাদকীয়) ৪১৭
ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী ৪০৪
ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। দ্রঃ অমলেন্দু বসু ৪৬৫
ত্রিনকড়ি দত্ত স্মরণে। (সম্পাদকীয়) ৯৫
দুয়ারকান্তি নিয়োগী। পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা ১৬০
দুয়ারকান্তি সান্যাল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন : একটি খসড়া ৪৩৪

দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার : মৈত্রিতলা। দ্রঃ গীতা মিত্র ২২৫
দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণী ৩৬
ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়। ইন্দোরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলন ৩৯৩
নির্মলেন্দু মান্না। অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার ১২
— সভ্যতা ও গ্রন্থাগার ৪৩২
পরিষদ কথা ৯২, ২৪১
পরিষদ ভবন সংবাদ ১৭৬
পরিষদের কর্মী সমস্যা। (সম্পাদকীয়) ১৩৯
পরিষদের গৃহ প্রবেশ উৎসব। (সম্পাদকীয়) ১৭৯
পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন। দ্রঃ সত্যব্রত সেন ২৮০
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে পুস্তকযান দ্বারকৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে দ্রঃ সত্যব্রত সেন ৭১
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ।
দ্রঃ চঞ্চল কুমার সেন ৪৫৫
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : তরুণ সংঘ পাঠাগার : তারাকিঙ্কর বসু ১৭৩
পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার : পল্লী মঙ্গল লাইব্রেরী : মানকর (বর্ধমান)।
দ্রঃ অনিলবরণ পাল ও রাধারমণ দত্ত
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : তরুণ সংঘ পাঠাগার : শ্রীরামপুর (বর্ধমান)।
দ্রঃ তারাকিঙ্কর বসু
পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা : চন্দননগর ফরাসী ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার ও
সংগ্রহশালা। দ্রঃ কুণাল সিংহ ৭৫
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন (সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ) ৪৪৯
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন : একটি খসড়া। দ্রঃ তুষারকান্তি সান্যাল ৪৩৪
পশ্চিমবাংলার শিল্প প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা। দ্রঃ কুঞ্জবিহারী পাল ১৫৪
পারিভাষিক শব্দাবলী। দ্রঃ তুষারকান্তি নিয়োগী ১৬০, ২৩১
প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের তালিকা ৪৭৫
প্রণবকুমার মঙ্গল। অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : উদীয়মান পাঠাগার ৩৫৭
প্রমীলচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বিশেষ প্রতিনিধি ২১২
প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ : মুর্শিদাবাদ। কুণাল সিংহ ২৭১
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন। দ্রঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০, ৬৩, ১০৬, ২১৫, ২৭৭, ৩০৬, ৩৪২
বাঙ্ময়াগার। দ্রঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৬
বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকার ক্রমবিকাশ। দ্রঃ বিমলকান্তি সেন ৪৭৯
বার্তা বিচিত্রা ৩২৮, ৪১৫, ৪৯৫
বার্ষিক সূচীপত্র। (ক্রোড়পত্র) ২১১

বিয়োগ পঞ্জী ১৬৯, ৩২৪
বিমলকান্তি সেন। বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার ক্রমবিকাশ ৪৭৯
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাস্তুহারার ১৯৬
বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার : দ্রঃ কুণাল সিংহ ২৩১
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা। দ্রঃ আদিত্য কুমার গুহঠাকুরতা ১১৩
বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে প্রচার ৯৭
বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। দ্রঃ অমিতা রায় ৪২৫
বুখারেষ্টের যে সব লাইব্রেরীতে পড়েছি। দ্রঃ অমিতা রায় ৩৯৯
ভগবানানন্দ শর্মা। ঠিকানা বদল ৩৬৭
ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস। (সম্পাদকীয়) ৩৩৫
ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। (সম্পাদকীয়) ২১৩
মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভব। দ্রঃ এস আর রঙ্গনাথন ২৯৫
মায়া ভট্টাচার্য। শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন ২৯৯
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। অশ্লীল বই ১৮১
শিবপুর বটানিক্সের গ্রন্থাগার। দ্রঃ কুণাল সিংহ ৪২৯
শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন। দ্রঃ মায়া ভট্টাচার্য ২৯৯
শুভেচ্ছা বাণী ২৯, ৪৭৪
সত্যব্রত সেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন ২৮০
— পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে ৭১
সম্মেলন প্রদক্ষিণ। স্বর্ণ সেন ৫০০
সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকের তালিকা ৩১
সভ্যতা ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ নির্মলেন্দু মায়া ৪৩২
সম্পাদক সমীপেষু ৫৭, ৭৭, ১৩০
সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক পুঁথি পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ। হরিপদ ভট্টাচার্য ২০৬
সুবলচন্দ্র চৌধুরী। গ্রন্থাগারিক ও তাঁর কর্মিগোষ্ঠি ২১৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি মনোজ্ঞ সেমিনার ৩১০
— ডি-আর-টি-সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮) ৩৮১
সূচীকরণ প্রবেশিকা। দ্রঃ তপন সেনগুপ্ত ২৫৭, ৩১৯, ৩৪৬, ৩৭৫
সোভিয়েট দেশে গ্রন্থাগার (তথ্য ও সংখ্যা) ১১৬
স্বর্ণ সেন। সম্মেলন প্রদক্ষিণ ৩১
হরিপদ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক পুঁথি পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ ২০৬
হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ ৪৭২

বিষয় সূচী

গ্রন্থাগার—ইতিহাস

নির্মলেন্দু মাল্লা। সভ্যতা ও গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার—উত্তর প্রদেশ

গীতা মিত্র। দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার : নৈনিতাল।

গ্রন্থাগার—পশ্চিমবঙ্গ

অনিলবরণ পাল ও রাধারমণ দত্ত। পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার : পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী : শানকর (বর্ধমান)। ১১৮

উত্তর বঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার। (সম্পাদকীয়) ২৫৫

কুণাল সিংহ। প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ : মুর্শিদাবাদ। ২৭৯

কুণাল সিংহ। বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার ২০১

তারাকিঙ্কর বসু। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : তরুণ সংঘ পাঠাগার : শ্রীরামপুর(বর্ধমান) ১৭৩

প্রণবকুমার মঙ্গল। অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : উদীয়মান পাঠাগার। ৩৫৭

গ্রন্থাগার—বুখারেষ্ট

অমিতা রায়। বুখারেষ্টের যে সব লাইব্রেরীতে পড়েছি ৩৯৯

গ্রন্থাগার—রাশিয়া

সোভিয়েট দেশে গ্রন্থাগার। (তথ্য ও সংখ্যা)

গ্রন্থাগার আইন পশ্চিমবঙ্গ

তুষারকান্তি সান্যাল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন : একটি খসড়া।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন (সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ)

সত্যব্রত সেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন—বাংলাদেশ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—দর্শন

নির্মলেন্দু মাল্লা। অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—সেমিনার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি মনোজ্ঞ সেমিনার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—শিক্ষণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা (১৯৬৮) সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—সূচীকরণ

তপন সেন গুপ্ত। সূচীকরণ প্রবেশিকা।

গ্রন্থাগার বৃত্তি ভারত

একই লক্ষ্যের অভিমুখে। (সম্পাদকীয়)

এস আর রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ?

এস. আর. রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন-হারের উন্নতিতে বিলম্ব।

এস. আর. রঙ্গনাথন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে বেতন হারের উন্নতি (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চিন্তা: ৫)

এস. আর. রঙ্গনাথন। মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভব

সুবলচন্দ্র চৌধুরী। গ্রন্থাগারিক ও তাঁর কর্মিগোষ্ঠী।

গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ। পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা : চন্দননগর ফরাসী ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা। ৭৫

কুঞ্জবিহারী পাল। পশ্চিমবাংলার শিল্প প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা। ১৫৪

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্য

গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ। (সম্পাদকীয়)

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের প্রচার।

সত্যব্রত সেন। পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে।

গ্রন্থাগার সম্মেলন—পশ্চিমবঙ্গ

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার : (সভাপতির অভিভাষণ, দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বালুরঘাট ২৪-২৬শে, ১৯৬৮) ৩

অমলেন্দু বসু। ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। ৪৬৫

কমলেন্দু চক্রবর্তী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। ২৭

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। (সম্পাদকীয়) ৪১৭

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী। ৫০৪

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণী। ৩৬

বালুরঘাট সম্মেলনের পর। (সম্পাদকীয়) ১

হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ। ৪৭২

গ্রন্থাগার সম্মেলন—ভারত

ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়। ইন্দোরে। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলন।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। (সম্পাদকীয়)

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র—ভারত

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ডি-আর-টি-সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮)।

তিনকড়ি দত্ত

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে। (সম্পাদকীয়)

প্রমীল চন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকার। বিশেষ প্রতিনিধি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অগ্রগতির নিদর্শন (সম্পাদকীয়) ৪৬৩

পরিষদের কর্মী সমস্যা। (সম্পাদকীয়) ১৩১

ভগবানন্দ শর্মা। ঠিকানা বদল। ৩৬৭

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। (সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ) ৪৫৬

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার - বুখারেষ্ট

অমিতা রায়। বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—ভারত

আদিত্যকুমার ওহদেদার। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা।

বিশেষ গ্রন্থাগার

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্ময়াগার

বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা—বাংলা

বিমলকান্তি সেন। বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার ক্রম বিকাশ।

ভারত—পাঠাভ্যাস

ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস। (সম্পাদকীয়)

ভারত—প্রকাশন

ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস। (সম্পাদকীয়) ৩৩৪

সংস্কৃত কাব্য—শ্রেণীবিভাগ

হরিপদ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক পুঁথি পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ। ২০৬

সামাজিক নৃ-বিদ্যা-পরিভাষা

তুষারকান্তি নিয়োগী। পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা। ১৬০, ২৩১

সারদা রঙ্গনাথন—জীবনী

মায়া ভট্টাচার্য। শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন।

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

কলিকাতা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভা ৩৭১

কোচবিহার

পি, ভি, এন, এন, লাইব্রেরী

২৪ পরগণা

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী ৪১০

পাতিহাল

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া ৪১৭

বর্ধমান

আসানসোল অপর জেলা গ্রন্থাগার ৪১১

আড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ৪১১

বীরভূম

কবিলপুর কালরুদ্র পাঠাগার

মালদহ

সজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

বালিয়া

চালিধাড়া সত্যাশ্রম পাঠাগার

নদীয়া

আদর্শ পাঠাগার

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার

শঙ্করপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী

সর্বোদয় গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার ১৭৫

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার ৪৯০

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার ৯৩

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট ৯৩, ৪৯০

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ৩৩৩

জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৩৩

দি বেঙ্গল ওমন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেনস ইনষ্টিটিউট ২১১

নজরুল পাঠাগার ৯৩

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার ৪৯০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬, ১৭৫

শিশির স্মৃতি পাঠাগার ১৩৭

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী

কোচবিহার

পি, ভি, এন, এন, লাইব্রেরী

দার্জিলিং

ব্রমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার ২১১, ৪২১

হুগলী

আইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ১৩৮, ২৫২

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার ৪১৩

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী ২৫২

তিলক সাধারণ পাঠাগার ৯৬

ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী
সুজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার

হাওড়া

জেলা পাঠাগার সংঘ ৪১৪
দক্ষরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ৪১৩
বালক সংঘ পাঠাগার ১৫
বালিটিকুরী সাধারণ পাঠাগার ১৫
বিবেকানন্দ পাঠাগার ৪১৩
রবীন্দ্র মণ্ডপ ৪১৩
রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী ২৪১
সবুজ গ্রন্থাগার ১৫, ২৪১, ২৯২, ৪১৪
সর্বোদয় গ্রন্থাগার ৪১৪
সারস্বত লাইব্রেরী ২৫২, ৩৩৪
হালিধাড়া সভাশ্রম পাঠাগার ৪১৪

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার
তমলুক জেলা গ্রন্থাগার
পল্লীজ্যোতি পাঠাগার
পল্লীশ্রী পাঠাগার

২৪ পরগণা

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার ৪৯০
অনন্দিকা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার ৪০৯
নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার ১৩৮, ২১১, ২৯১, ৪০৮
বান্ধব পাঠাগার ৯৩

পুরুলিয়া

গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ১৪
বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ৪৯১
হরিপদ সাহিত্য মন্দির ১৪

বীরভূম

কবিপুর কালকৃষ্ণ পাঠাগার
পল্লীশ্রী পাঠাগার
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন ৩৩৩, ৪৯২
বিবেকানন্দ পাঠাগার ১৪, ১৭৯, ২১২, ২৫১, ২৯২
রামনারায়ণ গ্রামীণ পাঠার ৪৯২

বর্ধমান

আড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার
ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার
বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২১২, ৪৯১
বৈদ্যনাথন পল্লী মঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার ২১২, ৩৩২
বাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ১৭৫, ২৯০
শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি ১৪ ২৯০
সুভাষ পাঠাগার ২১২, ৩৩৩, ৪৯১

নদীয়া

আদর্শ পাঠাগার
মাঝেরগ্রাম পল্লী মঙ্গল সমিতি

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী ১১, ৪২০

মালদহ

প্রগতি সঙ্ঘ, কবিপুর

মুর্শিদাবাদ

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার

পরিষদ কথা

কারিগরী পঠন-পাঠন ও গবেষণা সমিতি ২৫৬
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি ২৪৬
'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি ২৪৬
গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সমিতি ২৪৭
গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি ২৪৭
গৃহনির্মাণ সমিতি ২৬৬
পরিষদের প্রথম কাউন্সিল সভা
পরিষদের বেতন ও পদমর্য্যাদা উপসমিতি ৯২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন ২৪৭
৩৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা ২৪১
হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি ২৪৫
সংগঠন ও সংযোগ সমিতি ২৪৬

বিয়োগ পঞ্জী

অমলেন্দু দেব ৩২৬
মনোরঞ্জন রায় ৩২৬
কুমুদনাথ দত্ত ৩২৭
রঘুনাথ সত্যানন্দ পারকি ৩২৭
রুথ সি. ক্রুগার ১৭২

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : গ্রন্থাগারিক : গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার কর্মী
গ্রন্থ : গ্রন্থকার :: সাহিত্য : সংস্কৃতি
কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

গ্রন্থ সমালোচনা

কামিনীকুমার চক্রবর্তী। লৌকিক শব্দকোষ। সমাঃ তপনকুমার সেনগুপ্ত ২৮৯
পীযূষকান্তি মহাপাত্র। কোকলোর লাইব্রেরী। সমাঃ নচিকেতা ভরদ্বাজ ৩৬২
ভ্রমণকাব্য : ভ্রমণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সমাঃ জনৈক ১৩৩
দেবকুমার বসু। সম্পাঃ বিদ্যাসাগর রচনাবলী। সমাঃ ভোলানাথ ঘোষ ৩৬৫

চিঠিপত্র

অমলাংশু সেনগুপ্ত। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে ৮৩
অনিলকুমার দত্ত। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে ৮৪
চিত্তরঞ্জন দত্ত। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে ৮৭
তারা সাঁতরা। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা ৭৭
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে সম্পাদকের বক্তব্য ৮৬
নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী। গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে ৪০৫
বীথিকা ঘোষ। বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে ১৩২
সুচিত্রা ঘোষ। অমলাংশু সেনগুপ্তের পত্রের প্রতিবাদে ৮৪

॥ সম্পাদকীয় ॥

অগ্রগতির নিদর্শন ৪৬৩
একই লক্ষ্যের অভিমুখে ৩৭৩
উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ২৫৪
ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৪১৭
তিনকড়ি দত্ত স্মরণে ১৫
গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ ৬১
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার দিবস ২৯৩
পরিষদের কর্মী সমস্যা ১৩৯
পরিষদের নূতন প্রবেশ উৎসব ১৭১
ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস ৩৩৫
ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ২১৩
বালুরঘাট সম্মেলনের পর ১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটী বই

West Bengal Library Directory

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ।

মূল্য ২০৲ টাকা।

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২৲টাকা।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃষ্ট সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫৲ টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমল কুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক।

মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার-নামা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর এই গ্রন্থটিতে বর্ণানুক্রমে লেখকের নামানুযায়ী যে সংখ্যাগুলি নির্দেশ করা হয়েছে তা গ্রন্থাগারের পুস্তক বর্গীকরণে বিশেষ সহায়তা করে। সংখ্যাগুলি 'প্রমীল-সংখ্যা' বলে পরিচিত। অল্প কয়েকখানা বই অবশিষ্ট আছে। মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৩,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭৲ টাকা। সবগুলি বইয়েই পুস্তক বিক্রেতাদের ২৫% ও পরিষদ সদস্যদের ১৫% কমিশন দেওয়া হবে।

কর্মখালি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য একজন আংশিক সময়ের হিসাবরক্ষক তথা টাইপিষ্ট পদে অন্যূন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ টাইপ জানা ও হিসাব রক্ষণ-বেক্ষণে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। কার্যের সময় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা, প্রয়োজন বোধে অন্য কার্যকালীন দিবসের পরিবর্তে রবিবারও কার্য করিতে হইতে পারে।

বেতন প্রতি মাসে ৫০ টাকা। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ১২ই জুলাই, ১৯৬৯, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া পরিষদ সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

P-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং ৫২
কলিকাতা-১৪
সন্ধ্যা ৬-৩০—৯ ঘটিকা

সম্পাদক—
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

১৯৬৯ সনের পরীক্ষা সম্পর্কিত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা এ বছর পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁরা অবিলম্বে পরিষদভবনে এসে যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থবিদ্যা ও অনুলয় সেবার ব্যবহারিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে কাগজ জমা দিতে হবে। উক্ত পরীক্ষাদুটিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে নতুন করে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। অবশ্য পরীক্ষার্থী ইচ্ছুক হলে আবার পরীক্ষা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। অন্যথায় ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষার ফি ১৫৲ (পনের টাকা) জমা দিতে হবে।

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সনের পরীক্ষার্থীরা সূচীকরণ ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য A.L.A. Rules for Author and titles entries. 1949 অনুসরণ করতে পারেন।

পরিষদের সভ্যপদের চাঁদা বাকী থাকলে অবিলম্বে জমা দিতে হবে। নতুবা পরীক্ষার ফি গৃহীত হবে না।

কর্মসচিব,
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ডাকে

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য

৬ই আগষ্ট বুধবার

বিধান সভা অভিযান

আমাদের দাবী

17 JUL 1969

- গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- রাজ্যশিক্ষা বাজেটের ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়।
- বিদ্যালয় বাজেটের অন্তত ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ণের জন্য ব্যয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম ৩·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়।
- স্পনসর্ড প্রথার অবসান এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট।
- বেসংকারী সাধারণ গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার ও রাজ্য সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের জন্য অধিক আর্থিক বরাদ্দ।
- প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারকে গবেষণা তথা সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা।
- স্পনসর্ড সহ সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরূপ মহার্ঘ ও অন্যান্য ভাতাদি প্রদান।

সমাবেশ : রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (ওয়েলিংটন স্কোয়ার)

সময় : বেলা ২-৩০ ঘটিকা।

॥ দলে দলে এই অভিযানে সামিল হোন ॥

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১ | ১৩৭৫, বৈশাখ

॥ সম্পাদকীয় ॥

বালুরঘাট সম্মেলনের পর

ঈশ্বর থেকে বালুরঘাট। একবিংশ থেকে দ্বাবিংশ সম্মেলনে উত্তরণ নিতান্তই একটি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হতে পারে। গাণিতিক নিয়মে যেমন অনিবার্যভাবেই একের পর দুই আসে, তেমনি একবিংশের পর দ্বাবিংশ এবং দ্বাবিংশের পর ত্রয়োবিংশ তো আসবেই। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির বিচারে দেখা যায়, বালুরঘাট সম্মেলনে আমরা একই সঙ্গে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছি। গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলেই একথা বোঝা যাবে।

বালুরঘাট সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনে এবং ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। বাংলা দেশের দূর দূরান্তর প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এখানে এসে কিছু অসুবিধাও ভোগ করেছেন। দীর্ঘ পথশ্রম অপনোদনের অবকাশ সম্মেলনের তিনদিনে হয়নি। কেননা, সম্মেলনের কর্মসূচীতে কোন ফাঁক ছিল না। তদুপরি প্রচণ্ড গরম ও ধুলার আক্রমণে নিদ্রাহীন রজনী যাপন ক'রে দেহ ও মনে সম্পূর্ণ সুস্থ থেকে প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্মেলনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রতিনিধিরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই সম্মেলনে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। সুতরাং সম্মেলনের উদ্দেশ্য যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বালুরঘাট সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অর্থ, লোকবল এবং অভিজ্ঞতার অভাবেই বস্তুতঃ প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁরা ততটা নজর দিতে পারেন নি। বালুরঘাট শহরের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তথা জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা যে কোন কারণেই চোখ প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এবারের সম্মেলনের উদ্যোক্তা গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেরাই। নিজেদের সীমিত শক্তির ওপর নির্ভর করে তাঁরা সম্মেলনের ভার নিতে সাহসী হয়েছেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন; এজন্য পশ্চিম দিনাজপুরের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের আমরা সাধুবাদ

জানাই। প্রকৃতপক্ষে শ্রীখণ্ডের সম্মেলনে যে প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রন্থাগার কর্মীরাই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হতে পারেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল, বালুরঘাট সম্মেলনে সে সংশয় আমাদের কেটে গেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের ডাকে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হয়তো তেমনভাবে সাড়া দেননি ; কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও সম্মেলনের সংবাদ ছাপা হয়নি ; কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটেছে। কিন্তু যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে এঁরা এত বড় একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলেন তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। এমন দিন আসবে যখন কেউই এই শক্তিকে আর উপেক্ষা করতে পারবেন না।

অবশ্য আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, স্থানীয় জনসাধারণকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগারিকেরা সম্মেলন করবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থাগার কর্মীদেরই গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা যে তাঁদের এতকালের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ত্যাগ করে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এটাই মস্ত বড় আশার কথা। সম্মেলনের ব্যাপারে এতকাল তাঁরা বড় বেশী পরনির্ভরশীল ছিলেন।

গ্রন্থাগার পরিচালকদের মনে করা উচিত নয় যে, গ্রন্থাগার কর্মীরা কেবলমাত্র বেতনভুক কর্মী এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার অধিকার তাঁদের নেই। অন্যদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাঁরাও যেন নিজেদের কেবলমাত্র বেতনভুক কর্মী বলে মনে না করেন। সুখের বিষয়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ অনেকেই এখন গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। অন্ততঃ জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে এটা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মনোভাব আজও বিশেষ অনুকূল হয়েছে বলে মনে হয় না।

এবারের সম্মেলনে সভাপতির সারগর্ভ ভাষণ এবং আলোচ্য প্রবন্ধ দুটি বেশ সাড়া জাগিয়েছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের চেতনা একেবারেই নেই কিংবা এই চেতনা সুপ্তভাবে রয়েছে, সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তই আমরা করি না কেন, দেশজোড়া অবক্ষয়ের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে সুস্থ জীবন গঠন খুবই কঠিন। অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার ; মননশীলতার পরিবর্তে অহংকার ও দম্ভ ; ঈর্ষা ও অসূয়া এবং বিরোধ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আমরা যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সবদিকেই যখন দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ—অসংখ্য মানুষ যখন জীবনপণ সংগ্রাম করেও তাঁদের নিম্নতম প্রয়োজন খাদ্য ও আশ্রয়ের সমস্যা মেটাতে সক্ষম হয় না তখন যে কোন কল্যাণকর সাংস্কৃতিক প্রয়াস সফল করার স্বপ্ন দেখা দুঃসাহসের বই কি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আজ চাই পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য সমাজের অন্য সকলের মতই গ্রন্থাগারিকদেরও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

The Balurghat Conference and after. (Editorial)

আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

ছাব্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে
সভাপতির অভিভাষণ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সমাজ বলতে আমরা সাধারণতঃ সমষ্টিগত ভাবে অন্য সকলের সঙ্গে জীবনযাপনের ব্যবস্থাকেই বুঝি। সমাজ-ব্যবস্থা আবার সমকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট-ভূমিকায় পুষ্ট হয়, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ যা আমাদের পারস্পরিক আচরণ ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে।

আধুনিক সমাজ প্রগতিশীল বলে তার সমস্যাও অনেক যার সমাধান অসাধ্য নয়। যুগে যুগে সমাজের শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে নানা কারণে; কিন্তু সমাজ-চেতনা আবার তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে দৃঢ়তর ভিত্তিতে—কারণ সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল সংগঠনই হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপ। আধুনিক সমাজ গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে অনেক অস্বাভাবিক ও আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। দুটী বিশ্বযুদ্ধ বিপর্যস্ত করেছে তাকে; গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরও ঘটেছে কখনো; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সংঘাত তাকে সামলাতে হয়েছে; বিশ্ববিপ্লবের আবর্তনের মধ্যেও সে স্থিত হয়েছে এবং সাধারণ নাগরিকের সমাজচেতনা থেকে জাগ্রত, যেখানে শাসন-ব্যবস্থা জনস্বার্থের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেখানে সম্ভব হয়েছে সমাজের সুষ্ঠু নব-বিন্যাস।

আধুনিক সমাজের, বিশেষ করে আমাদের অব্যাহত সমাজের আরেকটি রূপান্তর দেখতে পাই, যেখানে সাধারণ নাগরিক তার জীবন-দর্শন থেকে বিচ্যুত হতে বসেছে এবং সমাজের অবক্ষয় যেখানে ক্রমবর্ধমান। নিয়ন্ত্রিত জীবনের যেমন নিরাপত্তা আছে, তেমনি দায়িত্ব আছে প্রতিটি নাগরিকের এবং ক্ষমতাভিত্তিক সংস্কারের সেই পরিবেশের সৃষ্টি করার। স্বেচ্ছাচার তা' যে পক্ষেরই হোক না কেন, এই নিরাপত্তার মূলে আঘাত করে, আর সমাজে সৃষ্টি হয় দুই স্তরের। সমাজের এই ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার নিরাময়ের সম্ভাবনা আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু যদি দেখি যে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা এবং সমাজ-সেবায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অনির্দেশ কারণে নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছেন আর সমাজ ধ্বংসকারী শক্তিগুলি ক্রমশঃ সক্রিয় হয়ে উঠছে—তাহলে দুশ্চিন্তার নিশ্চয়ই কারণ থাকবে। এই পরিস্থিতির জন্য আমাদের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট দায়িত্ব থাকলেও নাগরিক হিসাবে আমাদেরও যে কিছুটা দায়িত্ব আছে সে কথা

অস্বীকার করা যায় না। আমরা নিজেরা সুস্থ থাকলে তবে সমাজ সুস্থ থাকবে এ আত্ম-বিশ্বাস হারালে চলবে না। সমাজে এই আত্ম-বিশ্বাস কী ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা।

এ যুগে যোগাযোগের বিরাট উন্নতি সাধনের ফলে দূরত্বের ব্যবধান যেমন নিরর্থক হয়েছে, তেমনি জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষে মানুষে যোগাযোগও সহজ হয়ে এসেছে, যার ফলে আমরা বিশ্বের পটভূমিকায় স্বীয় সমাজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই—আর শুনতে পাই—ভবিষ্যৎ সমাজের জীবন-স্পন্দনের প্রতিধ্বনি। অথচ বিশ্বের অনেকাংশেই সমাজে অশান্তি ও অসাম্য আর প্রশাসনিক অনমনীয়তা সাধারণ মানুষকে যেন আতঙ্কিত করে তুলেছে। লোকহিতকামী রাষ্ট্র সার্বিক কল্যাণে একদিকে যেমন বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে, অপরদিকে তেমনি অন্যান্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার সংশয়ের সীমা নেই। তাই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ৭৫ শতাংশই ব্যয়িত হচ্ছে—সমাজ কল্যাণে নয়,—মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারের অন্তত প্রচেষ্টায়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অন্যান্য দেশগুলিও আজ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করছে—ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনায়। বিশ্ব বিবেক আজ বিকৃত হয়ে গেছে, তাইনা আজও পৃথিবীর শতকরা ৫০ জন মানুষ প্রাথমিক শিক্ষার কোনও সুযোগ পাইনা, অর্ধ-বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে মাথার ওপর আকাশকে আচ্ছাদন করে! উনবিংশ শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির যে অচিন্তনীয় প্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে প্রাচুর্য দেখা যায় তার কতোটা অংশ সাধারণ মানুষের উপকারে বা ভোগে এসেছে সেটা এখন ভেবে দেখা উচিত। বড় বড় গ্রন্থাগারে দেখি একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত, বহুব্যয়ে সংগ্রহ করা 'সেট্' এবং একটী নয় চারটি বিভিন্ন 'সেট্' একই শিরোনামে "Peaceful uses of Atomic Energy", অর্থাৎ 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার'। পরমাণুর শক্তিকে আয়ত্ত করে জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করাই যদি পারমাণবিক গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে তা'হলে Oppenheimer, Pauling, Bernal প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁদের মধ্যে অনেকে এ ক্ষেত্রে গবেষণায় একদিন সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা কেন আজ উক্ত গবেষণার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন? তাঁরা ভাবছেন হয়তো একদিন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সব গবেষণার বলি হিসাবে মানুষই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—থাকবে শুধু তার অপচ্ছায়া। বিংশ শতাব্দীর অতি-সভ্যতার সমাধি রচিত হবে এক জনশূন্য বিশ্বে—আর বিস্ফোরিত পারমাণবিক মারণাস্ত্রের দিগন্তব্যাপী ধোঁয়ার স্তরে থাকবে নিষ্প্রাণ পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষ! বিকৃত রাজনীতি, কূটনীতি আর শাসনব্যবস্থা প্রায় সকল রাষ্ট্র, সকল সমাজকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশেও যে এই জন-বিমুখতার, এই প্রবণতার ব্যতিক্রম হয়নি তা প্রমাণিত হয় প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধির

অন্ত দেখলে এবং শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে খাতে ব্যয়-সঙ্কোচনের তৎপরতা দেখলে। আধুনিক সমাজ যদি এর ফলে অধঃপতনের পথে পা বাড়িয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এর প্রতিকার কোথায়? কী ভাবে এই বিপথগামী গতিবেগের মোড় ঘোরানো যায় এটা চিন্তা করবার সময় এখন এসেছে। তাই ভাবি, জনসাধারণকে শুধু অবিদ্যমান সুখসম্পদের মরীচিকা না দেখিয়ে, যদি অন্ততঃপক্ষে তাদের জন্ত ন্যূনতম শিক্ষা, অন্ন বস্ত্র ও আবাসের ব্যবস্থা করা যায়, তাদের শান্তিপূর্ণ জীবন নির্বাহের সম্ভাবনাকে মূর্ত করা যায়, নাগরিকতা বোধের পুনরুজ্জীবন করা যায়, তা'হলেই সমাজ আবার সুস্থ হবে, পা বাড়াবে প্রগতির পথে। তাই আবার বলছি, এ দায়িত্ব আপনার, আমার ও সকলেরই এবং এই দায়িত্ব পালনের আশু কর্তব্যকে আর মুলতুবী রাখা যায় না।

পৃথিবীর সকল জাতিরই সমাজব্যবস্থা সাধারণতঃ রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার বিভিন্ন যুগে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে কখনও রাজা-উজীরের প্রাসাদে, কখনো বা মন্দিরে-গির্জায় এবং সেটা যুগোপযোগী সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্ম-প্রবণ রাষ্ট্রের প্রতিফলন মাত্র। জনসাধারণের জন্ত শিক্ষার বিস্তৃতি ও গ্রন্থাগারের প্রসার আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেই সম্ভবপর হয়েছে কারণ আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের সকল অধিকার স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত করার চেষ্টা চলেছে। এই রাষ্ট্র সকল নাগরিকের হিতসাধক এবং সমাজের একটী গুরুত্বপূর্ণ হিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারকে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, যার ফলে গ্রন্থাগার যে কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য বলে গণ্য হয়। তাই দেখতে পাই, অকৃত্রিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোনও অবহেলা নেই; সেখানে সার্বজনীন শিক্ষায় এবং সেই শিক্ষাকে সঞ্জীবিত রাখবার জন্ত সর্বসাধারণের জন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও কোনও ত্রুটি নেই। সমাজের মূল্যায়ন হয় শিক্ষা এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে। কোন্ সমাজ কতটা উন্নত তার বিচার করা হয়—শতকরা কতজন সে সমাজে শিক্ষিত এবং কী পরিমাণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন আদর্শের গ্রন্থাগার প্রভৃতি সে সমাজে বিদ্যমান তার পরিচিতির ওপর। যদি এই মাপকাঠিতে আমাদের নিজেদের সমাজকে বিচার করি—তাহলে দেখতে পাবো অসম্পূর্ণতা আমাদের অনেক। এই দুটী গুরুনীয়কের যথাযথ সম্প্রসারণ তো হয়নি বটেই—উপরন্তু যা আছে তাও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। স্বাধীনতা লাভের বিশ বছর পরেও কি আমরা নিখরচায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে পেরেছি? আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কয়েকমাস আগে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে যা বলেছেন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ সম্ভাবনা এখনও স্বপ্নলোকে। তিনি বলেছেন, "আমি সেই দিনের জন্ত অপেক্ষা করে আছি যেদিন প্রতিটি ভারতীয় স্বাস্থ্যবান, হাস্যোজ্জ্বল শিশু যাবে সাধারণ শিক্ষালয়ে, পরনে তাদের একই পোষাক, হাতে বইয়ের ঝুলি, কাঁধে ঝোলানো যন্ত্রপাতির ছোট্ট আধার, আর সেই শিক্ষালয়ে তারা যে শুধু ভালো অর্থাৎ

সংশিক্ষাই পাবে তা নয়, উপরন্তু সেখানে থাকবে সহপাঠীর সাথে এক পংক্তিতে বসে পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা।" এই উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কল্পনায় যা দেখি বাস্তবে তা কবে সম্ভব হবে, সেই হচ্ছে প্রশ্নোচিত প্রশ্ন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন কোন্ পর্যায়ে আছে তা' তো আমরা ভালো করেই জানি। তাই শুধু স্বপ্ন দেখে মনস্তুষ্ট হয় না। সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই স্বপ্নবিলাস হয়তো অবান্তর বলেই মনে হবে। ভেবে দেখুন, ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, রাজ্য সরকারকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাদের জন্য নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ ১৯৬৮ সাল। নির্দিষ্ট সময়সীমার ৮ বৎসর পরেও উচ্চ ক্ষমতা এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মুখে এখনও আশার বাণী শুনছি। কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে চলার এই সহজ প্রবৃত্তি, জাতি ও সমাজের পক্ষে স্বার্থহানিকর। ভালো করেই জানি, শিক্ষা প্রধানতঃ রাজ্যসরকারের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই? রাজ্যকে সংবিধানের নির্দেশ পালনে বাধ্য করানো, প্রয়োজন-বোধে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাদির অধিকার সবই তো কেন্দ্রের হাতে? আর্থিক অনগ্রসরতার অজুহাতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়েই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে এর চেয়ে পীড়াদায়ক পরিস্থিতি আর কি হতে পারে? আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জনসাধারণই হচ্ছে সরকারের রাজস্ব ও ক্ষমতার উৎসস্বরূপ। সুতরাং জন-কল্যাণের মূল সংবিধানিক নির্দেশটী এইভাবে অবহেলা করাও একপ্রকার সামাজিক অপরাধ।

কথাগুলি হয়তো কিছু অপ্রিয় ও কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই মনোভাব পোষণ করেন—তাই আমার বিশ্বাস। সত্যকে নির্ভিকচিত্তে অভিব্যক্ত করা গ্রন্থাগারিকের একটি নৈতিক কর্তব্য।

শিক্ষার প্রসার যদি না হয়, অজ্ঞতা দারিদ্র্যকে কায়েমী করবে, সমাজের সঞ্জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে; আর শিক্ষা প্রসারের অভাবে সার্বজনীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাও কোনদিনও কার্যকরী হবে না। গ্রন্থাগারিকের স্মরণ রাখা উচিত যে, সাধারণ নাগরিককে শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক সেবা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের মুখ্য কর্তব্য। সমাজ চায় প্রত্যেক নাগরিক হবে সত্য-সন্ধানী, সহিষ্ণু, উদার মনোভাবাপন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ, শ্রদ্ধাশীল এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি—স্বীয় সত্তা ও প্রগতির তাগিদে এবং নাগরিকের আত্মপ্রত্যয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সে স্বাধীন-ভাবে নিজেকে গড়ে তোলবার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। —এই বিশ্বাসকে আমাদের দৃঢ়তর করতে হবে। সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে গ্রন্থাগারের এ দায়িত্ব যদি আমরা আজও না বুঝি তা'হলে সমস্যাকীর্ণ জটিল এই আধুনিক সমাজের ব্যাধি নিরাময়ের কোনও ব্যবস্থাই করা যাবে না। রোগ নির্ণীত হলেও চিকিৎসার অব্যবস্থা থেকেই যাবে।

বিশ্বাস থাকলে আদর্শের অভাব হবে না, আর আদর্শ থাকলে কার্যসিদ্ধি অধিকতর সহজ হবে—মনোরম হবে—স্বতঃস্ফূর্ত হবে। দুঃখের বিষয়, সমাজের সকল স্তরে আজ এই বিশ্বাস ও আদর্শের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার জীবন-দর্শন। তাই গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অপরাপর নাগরিকদের চেয়ে। সমাজ যতোই জটিল হতে থাকে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে নাগরিকদের স্বার্থ ক্রমশঃ পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে; শুরু হয় মর্যাদার লড়াই আর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব—কোনও পরিস্থিতিই তখন আর সহজ থাকে না। তাই আজকের সমাজ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে শুধু দুরূহ প্রশ্ন—কোনও নিশ্চিত সত্যের সন্ধান আমরা পাই না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক হলেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা আমাদেরই কর্তব্য। যদি মনে হয়, কিসের ভরসায় আমরা এই কঠিন দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবো, তাহলে বলবো, আমাদের আয়ত্তে আছে পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার—যে জ্ঞান অন্বেষণে যুগে যুগে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেছে, প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে। আমি আরো বলবো যে, এই সঞ্চিত জ্ঞান শুধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেই আমাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়না; নিঃস্বার্থভাবে সেই সংগৃহীত জ্ঞানকে বিকীর্ণ করা ও সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করায় তার পরিপূরণ ও পরিতৃপ্তি। শতকরা নব্বইজন নাগরিক জানেনা আমাদের কাছে কী মহামূল্য সম্পদ আছে, জানেনা তারা এই সম্পদের সহ-অংশীদার, জানেনা তারা সেই জ্ঞান দাবী করতে। তাই আমাদেরই তুলে ধরতে হবে তাদের চোখের সামনে এই দুর্লভ বস্তুটিকে—তাদের হাতে তুলে দিতে হবে জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি কাঠি।

সমাজতাত্ত্বিকরা কেউ কেউ সমাজের ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, জ্ঞান ও তথ্যের উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবেই সমাজে বিদ্বেষ, বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক সম্প্রতি বলেছেন, মানুষ মরে শুধু তথ্যের অভাবে। আমরা বলে থাকি মৃত্যু ঘটেছে হার্টফেল্ করে না হয় থ্রম্বোসিস্ কি ক্যান্সারে, কিন্তু মৃত্যু ঘটে থাকে আসলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না জানার ফলে। প্রায় একই ভঙ্গিতে জনৈক গ্রন্থাগারিক বলেছেন যে, যে সমস্যা আজ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সামনে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, সেটা হলো মানুষের শূন্য-গর্ভ মনের সমস্যা। গ্রন্থাগারিকদের লড়তে হবে এই মনের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে তিনি জনৈক মার্কিন প্রমোদ-ভ্রমণকারীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দিল্লীর প্রখ্যাত হোটেলে পরিচয় তাঁর সঙ্গে। ধনী, ব্যবসায়ী লোক, হাতে সময় নেই তাই দিল্লী, আগ্রা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান। নৈশ ভোজনে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, দিল্লী দেখা হলো? চক্ষু বিস্ফারিত করে ভ্রমণকারী বললেন—"দিল্লী? আগ্রা পর্যন্ত সন্ধ্যার মধ্যে সেরে ফেলেছি!" কিছুটা নিরাশ হলেও আবার প্রশ্ন করলেন "আগ্রার 'তাজমহল' কেমন লাগলো?" জবাব এলো—"হ্যাঁ, বিরাট বটে, কিন্তু আমাদের দেশে তো তার

থেকে অনেক বড় বড় বাড়ী আছে? তা' ছাড়া বড় দুঃখের বিষয় যে 'তাজমহল'কে নিছক ফেলে রেখে দিয়েছে এরা—কোন কাজেই লাগায়নি। অন্ততঃপক্ষে একটা 'ইন্‌স্যুরেন্সে'র আফিসও তো ওখানে বসানো যেতো।" গ্রন্থাগারিক বন্ধুটি উঠে পড়লেন, আর যাবার পথে ভাবলেন—কী শূন্যগর্ভ মন! ভাবলেন, এর জন্য আমরাও তো কিছুটা দায়ী। যদি কোনও গ্রন্থাগারিক এই ভদ্রলোকের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে যে দেশ দেখতে যাবেন তার সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত করতেন, পথপঞ্জি মারফৎ জানিয়ে দিতেন দেশবিদেশের দর্শনীয় স্থানের ও স্মৃতিসৌধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, তাহলে বোধহয় এই হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। অজ্ঞানতা অশিক্ষারই প্রতিফল, আর এই অজ্ঞানতা দূরীকরণের দায়িত্ব আমাদেরই। সমাজ জীবনে শূন্যমনের বিভীষিকা তাই আরও গভীর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ যদি সবকিছু জানবার, বোঝবার সুযোগ পায় তা হলেই তার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হওয়া সম্ভব। এই সুযোগ দিতে গ্রন্থাগারই শুধু সক্ষম।

সমাজে বিভেদ, বিবাদ, অপরাধপ্রবণতা যখন বাড়তে থাকে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বীজ যখন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতা যখন নাগরিকের জীবন আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তখন নাগরিকের সুস্থ চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সমাজকে সংরক্ষিত করতে হলে জ্ঞানের বিকিরণ প্রশস্ত করাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা, যা সম্ভব একমাত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান ও শিক্ষাপ্রাপ্তকে জ্ঞান দান জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমান্তরাল প্রশস্ত পথ। এইখানে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিককে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। একজন চিন্তাশীল গ্রন্থাগারিক তাই বলেছেন, আমাদের থাকতে হবে এসব সঙ্কীর্ণতা ও মতবিরোধের বহু উর্দ্ধে; এবং যদি আমাদের ব্যক্তিগত রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিগত ব্যবহারে কোনও গোঁড়ামী না থাকে তবেই নিরপেক্ষভাবে আমরা সকল জ্ঞান ও সত্য তথ্যের পরিবেশনে সক্ষম হবো। আপাতদৃষ্টে যে কোনও সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসন করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে যদি আমরা উপরিউক্ত বক্তব্যকে বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী সমাজের অখণ্ডতাকে সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করি—গ্রন্থাগারের মাধ্যমে, জ্ঞানের সুষ্ঠু পরিবেশন করে। আমাদের বৃত্তিমূলক আদর্শের ও অন্তর্নিহিত সংহতি শক্তির সম্যক পরিচয় সেইখানে। গ্রন্থাগারিকতা শুধু একটা ব্যবহারিক প্রযুক্তি-বিদ্যাই নয়, তার মূল তত্ত্বের নীতিনিয়ম আছে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও মতবাদ আছে সমাজভিত্তিক আদর্শও আছে এবং তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরপেক্ষ সমাজ সেবা। রঙ্গনাথনের "পঞ্চসূত্র" গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিষ্ণুশর্মার "পঞ্চতন্ত্রে"র মতোই প্রখ্যাত, তার কারণ, এই সূত্রগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে—পাঠককে পুস্তক এবং অন্যান্য পাঠ-সামগ্রী যোগান

দিয়েই কি গ্রন্থাগারের সকল কর্তব্যের পরিসমাপ্তি, না আমাদের আরো কিছু করতে হবে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, গ্রন্থাগারিকের দায় অতো সহজে শেষ হয়না, পাঠককে 'শিক্ষিত' করার দায়িত্বও তার আছে। যে শিক্ষা তার বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল তাকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে পরিপূর্ণ করাই হলো গ্রন্থাগারিকের মুখ্য উদ্দেশ্য; কারণ শিক্ষার শেষ নেই, আর আজীবন শিক্ষার অনুশীলনে গ্রন্থাগারই একমাত্র সাহায্য করতে সক্ষম। এর সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন নিবিড়ভাবে যুক্ত—আমরা কি পূর্বাহ্নেই মেনে নেব যে দেশের সকল নাগরিকই পঠন-পটু? যেখানে শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর সেখানে একথা মেনে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ সমস্যার চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবো যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের যুগপৎ প্রয়াস যদি না থাকে, যে প্রয়াস একমাত্র ক্ষমতাধিষ্ঠিত সরকারের দ্বারাই সম্ভব—তা'হলে গ্রন্থাগার তার নির্দিষ্ট কর্তব্যপালন সীমিত হয়ে আসে। তাই শিক্ষাপ্রসারে সরকারের নিস্পৃহতার দেখে সত্যই চিন্তিত হই—কী করে আইনগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব রূপ দেখতে পাবো? পল্লী অঞ্চলে, শহরতলিতে, শহরে, নগরে, প্রতিটী শিক্ষালয়ে কবে যে প্রয়োজন মতো গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে সে ভবিষ্যৎ বাণী করার ক্ষমতা আমার নেই। আগে ইংরেজদের গালি দিয়েছি তারা জনসাধারণের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করেনি বলে, গ্রন্থাগারেরও সেজন্য কোনও প্রসার হয়নি; কিন্তু এখন নিজেরাই শাসন ব্যবস্থা হাতে নিয়ে এ বিষয়ে কতোটা অগ্রসর হয়েছি? এখন দোষী সাব্যস্ত করবো কাকে? কিন্তু 'নন্দ ঘোষে'র সন্ধান পেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? তা হবে না। অনেকেই আক্ষেপ করে থাকেন যে, সরকারের তো এ বিষয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, আশ্চর্যের বিষয় যে, শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও গ্রন্থাগারকে শিক্ষা ও সমাজের পরিপূরকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট কার্পণ্য দেখতে পাই। এখানে আজও মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রাধান্য! আমাদের সমাজে, গ্রন্থাগারের যে স্বরূপটি আমরা সযত্নে গড়ে তুলেছি—তার সামাজিক স্বীকৃতি আজও হয়নি। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে; একমাত্র শিক্ষার অবাধ প্রসার ও দেশজুড়ে গ্রন্থাগারের বিস্তারের মধ্যেই নিহিত আছে সামাজকল্যাণের সোনার কাঠি। আর কেউ এ বিশ্বাস না রাখলেও আমাদের তা রাখতে হবে, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপর; আর এর রূপায়ণের দায়িত্বও আমাদের কিছুটা আছে।

এখন আপনারা একটি সমীচীন প্রশ্ন করতে পারেন, 'তা হলো আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কী হবে'? সরকারের দায়িত্ব জ্ঞান যখন শিথিল হয়ে পড়ে তখন জনমতের চাপ সৃষ্টি করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। সমাজকে সুস্থ ও প্রগতিশীল করতে হলে সর্বাধিক প্রয়োজন জনগণসংক্রান্ত প্রেরণার—যে প্রেরণা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে অর্থ-নৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে; সাধারণ শিক্ষার মান বাড়াতে; শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সর্বসাধারণের আর্থে। এই সুগঠিত জনমতকে উপেক্ষা করা

কোনও রাষ্ট্র বা শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে সহজ হবেনা। জনমতের চাপে সরকারের দীর্ঘ-সূত্রতার জড়তা কেটে যাবে। এই জনমত হয়তো শুধু আন্দোলনের পথেই সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ আমরা দেখছি যে, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সরকারের দরবারে যতোই পৌঁছে দিই না কেন, তার পিছনে জনমতের দৃঢ় সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকলে সরকার সক্রিয় হন না। এই সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোনও অনুমোদিত বিধি বা সূত্র নেই; সমকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক গঠনে যদি ভাঙন ধরে, নিদিষ্ট নৈতিক মূল্যমান যদি অবলুপ্ত হয়, এবং বিকল্প মূল্যমান যদি না গড়ে ওঠে, তাহলে সক্রিয় আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর নেই—যে আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবেন শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য সমাজ-হিতৈষীরা। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের মূল দাবী হবে নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে। সাধারণতঃ, আইন সুনিশ্চিত না হলে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে তাকে অমান্য করা বা এড়ানো মোটেই দুরূহ হয় না। শুধু নিখরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই যে সবাই শিক্ষালাভে অগ্রসর হবে তার কোনও প্রমাণ নেই। এরূপ ব্যবস্থা অন্ধ্র, ওড়িষ্যা, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে করা হয়েছে, কিন্তু সে ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক না করার ফলে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন যদি সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত নাগরিক তার ৯।১০ বছরের ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিয়ে অর্থোপার্জনের কাজে লাগায়—খেত-খামারে, কলকারখানায় যদি আইনের নির্দেশ সত্ত্বেও পঞ্চায়েৎ, জেলাবোর্ড, ও পৌরসংস্থাগুলি প্রয়োজনমত বিনামূল্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় গাফিলতি করে, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা না থাকে—তাহলে বুঝতে হবে যে, এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব একমাত্র বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের বিস্তার আইনের নির্দেশই হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও যতদিন না বাধ্যতামূলক শর্ত আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছান যায়নি। তাই আমি আগেই বলেছি যে, সমাজকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীল করতে না পারলে, জাতীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা না হলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। নিখরচায় শিক্ষা আর বিনামাশুলের গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা গরীবের নাগালের বাইরে থেকে যাবে চিরদিন। সেইজন্য বাধ্যতামূলক আইনের সঙ্গে চাই যুগপৎ দারিদ্র্যের আর্থিক মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা। এইখানেই আমরা রাজনীতির পটভূমিকায় এসে দাঁড়াচ্ছি।

আজ আমাদের সমাজে রাজনীতিও নীতিভ্রষ্ট। যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের বাস্তব ও শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গী নেই বললে অত্যুক্তি করা হবেনা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে কোনও রাজনৈতিক দলেরই বাধেনা। নির্বাচক

মতনী অবহেলিত হয় নির্বাচনোত্তর মন্ত্রীসভা গঠনের প্রায় অব্যবহিত পরেই—বর্ণ-পরিবর্তনশীল সিয়ামিটির মতোই নেতাদের রূপ বদলায়।

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের এই নিয়ন্ত্রণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীকে ফলপ্রসূ করতে হলে আমাদেরই নামতে হবে অনবচ্ছিন্ন সক্রিয় আন্দোলনের পথে, যতদিন না জোরালো জনমত সৃষ্টি করা যায়, যার চাপে নতি স্বীকার করবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার, অবহিত হবে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ সম্প্রদায় হবে জাতীয় সম্পদ অপহরণকারী ধনকুবের। সে আন্দোলনের শুরু হয়ে গেছে,—তার গতিবেগও আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যদিও তাকে আরো বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে।

এই সামাজিক অভিযানের সংঘাতকে উপলব্ধি করতে হবে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রসঙ্গে। সুপ্ত জন-চেতনাকে জাগাতে হলে যা' করণীয় তা' করতে হবে। যেটুকু রাজনীতির ছোঁয়া এতে লাগবে সেটা আনুষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত; তা'তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে কিন্তু তাতে দ্বন্দ্ব নেই; বিরোধিতা থাকতে পারে কিন্তু বিদ্বেষ নেই; সমালোচনা থাকতে পারে কিন্তু নিন্দা নেই,—নেই কোনও অশৌকর্য, অপযশ। উচ্চ আদর্শপূর্ণ একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত করানো আজ তাই গ্রন্থাগারিকদের আশু কর্তব্য বলে আমার মনে হয়। তাই আজকের এই সামাজিক সমাবেশে সর্বসমক্ষে এই অনুরোধ জানাই যে, আপনারা সকলে আমাদের সাথে হাত মেলান যাতে ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি নিশ্চিন্তভাবে কার্যকরী করতে পারি—আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। নচেৎ এই সম্মেলনের স্থিতিপত্র সভাই বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে, আর আপনার, আমার, সকলেরই মনে হবে আসন্ন সঙ্কটের সঙ্কেত পেয়েও আমরা সতর্কানুসন্ধান করিনি। শিক্ষার স্বাধীনতা, জ্ঞান পরিবেশনের স্বাধীনতা ও শিক্ষাদানের স্বাধীনতা—মানুষের এই ত্রয়ী মৌলিক স্বাধীনতার পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তা সংরক্ষিত করাই হচ্ছে গ্রন্থাগারিকের জীবন-দর্শন।

Presidential Address : By Shri Ajit Kumar Mukhopadhyay—
(Reader & Head of the Department of Library Science, Jadavpur, University).

অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার

নির্মলেন্দু মান্না

স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ অন্তরে সৃষ্টি করে চলেছে নব নব রূপের গ্রন্থাগার আর বাইরে চাইছে সেই রূপের প্রতিষ্ঠা।

গ্রন্থাগারকে নিয়ে মানুষের চিন্তার অন্ত নেই।

আমরা যখন সে-সব চিন্তা-ভাবনার পরিচয় নিতে যাই তখন দু'টি বিভিন্ন রূপে তাদের পাই। একটি চিন্তাধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সন্ধান, সংগ্রহ, গবেষণা ও ন্যায়সূত্র অনুসারী সিদ্ধান্তের আলোকে উজ্জ্বল। এটি হল গ্রন্থাগার বিষয়ে বিজ্ঞানীর শ্রমসাধনা। গ্রন্থাগার সেখানে একটি বাস্তব বিষয়। গ্রন্থ সেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ও চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ। গ্রন্থাগারিক সেখানে একজন দক্ষ কর্মী যিনি গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা করছেন।

মানুষের গ্রন্থাগার-চিন্তা আরো একটি পথ ধরে চলেছে, সেই পথটি বোধের, উপলব্ধির। গ্রন্থাগারিক যেখানে বিজ্ঞানী সেখানে তিনি বুদ্ধিনির্ভর, গ্রন্থাগারিক যেখানে স্রষ্টা এবং ভাবুক সেখানে তিনি বোধনির্ভর; একদিকে মানুষ কর্মী অপর দিকে মানুষ কবি। একদিকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হিসাবের, আর একদিকে অনুভূতির। মানুষ কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার গড়েনি, কেবলমাত্র যুক্তি, বিচার, গবেষণা ও নিয়ম রচনার দ্বারা গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেনি, শত শত বৎসর ধরে এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক অপরূপ অনুভবের আলো মানুষের অন্তরে জ্বলে উঠেছে, জীবনকে ঘিরে বিচিত্র বোধ তার মনে সৃষ্টি হয়েছে, গভীর চিন্তার ফলে কখনো কখনো সেই বোধ হয়েছে বোধি, মননের ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জ্ঞান পরিণত হয়েছে প্রজ্ঞায়। তারই আলোয় সে গ্রন্থাগারকে নতুনরূপে দেখতে চেয়েছে। এক একটি চিন্তার আলোকে হঠাৎ সে গ্রন্থাগারের ভেতর দিয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছে, সে যেন দেশ, কাল ও সমাজকে অন্যভাবে বুঝতে চায়, কয়েকটি গভীর অর্থবহ বাক্যের মধ্য দিয়ে সে যেন কোন গভীরতর অর্থ অন্বেষণের চাবিকাঠি পেয়ে যাবে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগারকে দেখার ফলস্বরূপ বিচিত্র সাহিত্য রচিত হয়েছে, মনের ভাব কোথাও প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধে—যুক্তি ও বিচারের পথ ধরে, কোথাও রস রচনার মাধ্যমে, কোথাও আবেগ উৎসারিত হয়েছে কাব্যে, কোথাও বা মানুষ সংক্ষিপ্ত সূত্র বা প্রবাদের পথ ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে।

প্রবন্ধ, কাব্য, রম্যরচনা অথবা প্রবাদ—যার মাধ্যমেই মানুষ কথা বলুক না কেন সে সব কথার মধ্যে রয়ে গেছে তার ভাবনার বৈশিষ্ট্য। ধ্যানদৃষ্টিতে মানুষ দেখেছে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়, তার রূপ মহীয়ান, তার কর্মধারা কল্যাণপ্রসূ,

তার আয়ুষ্কাল অন্তহীন, তার সম্ভাবনা অসীম। তাই কথাগুলি বড় বেশি জীবন্ত হয়ে দেশ কাল অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে। এখানে মানুষ খুঁজে পায় গ্রন্থাগারের প্রতি তার গভীর আকর্ষণের অর্থ—তার মন্ত্র চৈতন্যের মধ্য থেকে মন্ত্রোচ্চারণের তাৎপর্য। মন্ত্রের দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, অলৌকিক রহস্যের আস্বাদ লাভ করে।

গ্রন্থাগারকে বৃহৎরূপে চিন্তা করার মধ্য দিয়ে, গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মানুষ তার অন্তরের মাধুর্যে এবং মহত্বে, সাহসে এবং সংকল্পে অচঞ্চলভাবে দীপ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী' নিবন্ধটি মানুষের অনুভূতিময় গ্রন্থাগার চিন্তার বিরল উদাহরণ।

বিশ্বচেতনা ও গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের মধ্যে রয়েছে এক বিচিত্র জগৎ। কেউ কেউ তা অনুভব করেছেন :

'এই আমার জগৎ!'

—পল হ্যামিল্টন হাইন।

কেউ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সারা দুনিয়াকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন :

'আমরা গ্রন্থাগারের মধ্যে অবস্থান করেই বিশ্বের
সকল স্থানে উপস্থিত হতে পারি।'

—আর এন যুবক।

একক মানুষের দিনলিপি হচ্ছে তার আত্মচেতনার বহিঃ প্রকাশ। প্রতিটি দিন যাপনের মধ্যে যা সে হয়ে উঠল বা হয়ে উঠতে চাইল তারই ছবি সে এখানে ধরে রাখে। এই বৃহৎ মানব সমাজের লক্ষ লক্ষ বৎসরের দিনলিপি রচিত হচ্ছে তার অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার জাগ্রত স্বপ্নের আশা ও বিশ্বাস, তার দুঃসাহসিক অভিযান, তার নির্মম আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে—এ যেন কোন অন্ধকার সমুদ্রে মরণজয়ী প্রাণের অভিসার।

'স্বপ্ন, বই, প্রত্যেকেই এক একটি জগৎ ;
এবং বই, আমরা জানি—
পরিশুদ্ধ, সৎ এবং সমৃদ্ধ সংসার :
একটি মহান গ্রন্থাগারে রয়েছে মানবজাতির দিনলিপি।'

—রেভারেণ্ড অর্জ ডনন।

কালচেতনা ও গ্রন্থাগার

বিজ্ঞানীর কাছে কাল বা সময় কোনো বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেধের মতই একটি পরিমাপ। গ্রন্থাগারে যখন মানুষ প্রবেশ করে তখন তার কালচেতনা তাকে এক অপ-

রূপ ইতিহাসের অন্তঃপুরে নিয়ে যায়, ক্রমে ইতিহাস পার হয়ে এক অসীম অনাদ্যন্ত সময়ের মুখোমুখি তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন তার চোখের সামনে অতীতের অপার রহস্যের যবনিকা কম্পমান।

'আমি গ্রন্থাগারে প্রবেশ করি আর সমগ্র ইতিহাস আমার সামনে দোলায়িত হতে থাকে। বিশ্বের উদ্যানের বাতাস আমি বুক ভরে গ্রহণ করি, তখনো সে বাতাসে ভাসছে স্বর্গীয় গোলাপের সুগন্ধ·····আমি পিরামিড নির্মিত হতে দেখতে পাই; আলেকজান্ডারের সৈন্যদলের হর্ষ-উল্লাস ধ্বনি আমি শুনতে পাই·····আমি যেন একটি রঙ্গালয়ে বসে আছি—রঙ্গমঞ্চ হল সময়, সেখানে অভিনীত হচ্ছে সারা বিশ্বের নাটক।

—আলেকজান্ডার স্মিথ, ড্রিমথর্প : বুকস অ্যাণ্ড গার্ডেনস।

আত্মচেতনা ও গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারচেতনা মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে আত্মচেতনা। গ্রন্থের মধ্যে সে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করেছে।

'গ্রন্থহীন গৃহ হল সেই দেহের মত যার আত্মা নেই।' —সিসেরো।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দর্শনের আলোয় পাশ্চাত্যের মানুষ নিজেকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাই গ্রন্থাগার সম্পর্কে অক্ষয় একটি উক্তি সে করতে পেরেছে :

'আত্মার আরোগ্যনিকেতন'

— ডায়োডোরাস সিকুলাস।

প্রাচীন মিশরের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়ায় এককালে ছিল সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এ কথাটি সেখানের দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে শোভা পেত।

এই কথাটিকেই অন্যভাবে পাওয়া গেছে প্রাচীন থিবস নগরীর গ্রন্থাগারের দরজার মাথায় উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে :

'আত্মার ঔষধ'

বার্লিনের রাজকীয় গ্রন্থশালায় উৎকীর্ণ কথাটিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

'আত্মার আহার্য' —অজ্ঞাতনামা

মানুষের আত্মচেতনা এবং কালচেতনা শেষ পর্যন্ত কবিদৃষ্টিতে এক হয়ে গেছে, অপরূপ মধুময় ভাষায় কবি গ্রন্থাগারের কথা বলেছেন :

'মৃত মনীষীর সঙ্গে আমার দিনগুলি অতিবাহিত হয়,
যেখানেই এই চঞ্চল চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে
সেই চারদিকেই আমি দেখতে পাই
অতীতের মহান মনীষা;
তারা আমার 'চিরকালের বন্ধু,
তাদের সঙ্গে আমার দিনরাত্রের আলাপ।'

—রবার্ট সাদে। দি লাইব্রেরি

গ্রন্থাগারের বিকাশ

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মধ্যে মানুষ প্রাণ খুঁজে পেয়েছে, তাই অগস্টিন বিয়েল বলতে পারলেন :

'গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায় না, তারা বড় হয়ে ওঠে।' কিসের মত? কোন সপ্রাণ দেহের মত, বৃক্ষের মত। আরো ভালো করে বলি : তারা ফুলের মত ফুটে ওঠে—বাইরে তার সৌন্দর্য, ভেতরে তার আত্মবিকাশের সংগ্রাম।

গ্রন্থালয়কে জানা

আত্মঅন্বেষণের গভীরে প্রবেশ করে গ্রীক দার্শনিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল :

'নিজেকে জানো'

ছার্ভার্ডের চিরায়ত গ্রন্থপাঠকের উদ্দেশ্যে এক অনামী ঐ কথার একটি আশ্চর্য প্রতিধ্বনি রচনা করেছেন :

'গ্রন্থাগারকে জানো'

ইংরাজীতে দুটি কথার ধ্বনি সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত :

'Know thy self'

'Know thy shelf'

কিন্তু কারা জানবে? কাদের জানা উচিত? কেউ কেউ চাইলেন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকুক কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা মানুষের।

'এখানে অপবিত্র ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ!'

—অজ্ঞাতনামা। (বার্গের প্রাচীন গ্রন্থাগারে ক্ষোদিত)

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দোর কথা : 'কু-অভ্যাস ও বিচারশক্তিহীন অযাচিত লোকের নরদেহের মত সুন্দর একটি যন্ত্র, এমন জটিল শারীরিক গঠন থাকার কোন অধিকার নেই।'

জ্ঞান ও গ্রন্থাগার

সব মানুষই তার নিজের ভালো চায়, কল্যাণ চায়। কিন্তু সে জানে না তার ভালো হবে কিসে। সে চায় তার কামনা-বাসনা, তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সম্ভোগ প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তুলতে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া কমিয়ে এনে তার মনে সৃষ্টি করতে হবে সকল মানুষের প্রতি প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা। একমাত্র জ্ঞানই পারে মানুষের মনে বিশ্বজনীন জীবনের রূপটি এঁকে দিতে। তাই অজ্ঞানতাই পাপ। জ্ঞানই পুণ্য।

ডায়োজেনিস লিখেছেন :

'সক্রেটিস বলতেন—কেবলমাত্র কল্যাণকর হচ্ছে একটি বিষয়—সেটি জ্ঞান, কেবল-মাত্র অকল্যাণকর হচ্ছে একটি বিষয়—সেটি অজ্ঞতা।'

মানুষের আত্মা চায় সত্যের জগতে ফিরে যেতে। কিন্তু মানুষের কামনা-বাসনা তার আত্মাকে নিম্নাভিমুখী করে রাখে। আত্মার মধ্যে দুটি বিরোধী শক্তি জেগে ওঠে—একটি চায় পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, অপরটি চায় সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনা। সক্রেটিসের ভাবশিষ্য দার্শনিক প্লেটো বললেন—মানুষের জ্ঞান তাকে জাগতিক সম্ভোগের তৃষ্ণা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় সত্যের জগতে। তাই মানুষের উচিত জ্ঞানের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া।

'জ্ঞান হল সর্বোত্তম সংগীত' —প্লেটো

জ্ঞানের সঙ্গে মানবকল্যাণ, জ্ঞানের সঙ্গে সংগীতের রূপটি মিলিয়ে নেবার পর যখন এ যুগের মানুষের মুখে শুনি এই কথা তখন নতুন বোধে রোমাঞ্চিত হই—'গ্রন্থাগারের গান যিনি শুনেছেন তিনি নিজের প্রকৃত পরিমাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য।'

—সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।

গ্রন্থাগারের রূপ

মুরিসনের মতে—'গ্রন্থাগার পুস্তক সংগ্রহের অতিরিক্ত কিছু।'

গ্রন্থাগার তাহলে কি? তার উত্তরও উপরোক্ত লেখক দিয়েছেন—'প্রায়শঃ গ্রন্থাগার হল পুস্তক নির্বাচন।'

সারি সারি বই, সারবান সব বই আমাদের চিত্ত গভীরভাবে অভিভূত করে ফেলে তাদের উপস্থিতি দিয়ে, আমরা বিরাটের স্পর্শ লাভ করি।

'সংগৃহীত গ্রন্থরাজি হচ্ছে আজকের দিনে সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়।'

—কার্লাইল।

ইংলণ্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে ইংরাজী রসসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় স্রষ্টা স্টিফেন লিককের কৌতুকময় দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে তার মধ্যে কি সত্য কিছুই নেই?

> 'আমাকে যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হত তাহলে প্রথমেই একটি ধূমপান কক্ষ নির্মাণ করতাম। তারপর হাতে কিছু টাকাকড়ি থাকলে একটা শয়নাগার তৈরি করতাম। তারপরে—বিংবা সম্ভবতঃ এই সঙ্গে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। তারপর উদ্বৃত্ত যদি কিছু টাকা হাতে থেকে যেত তাহলে আমি একজন অধ্যাপক নিয়োগ করতাম ও কিছু পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আসতাম।'

এই হল আমুদে লোকের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের রূপ। মনীষী কার্লাইলের কাছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য লিককের কাছে তা দিব্যি খোলামেলা পড়ার জায়গা, পাশেই শয়নাগার ও ধূমপান কক্ষ প্রস্তুত এবং এই তিনে মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের এক অনুষ্ঠানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যে কথা বলেছিলেন

তা স্মরণ করলে আমরা গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের আনন্দের দিক সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারি না :

'ইরাণীয় কবির মতে সুখী জীবনের জন্য চারটি উপকরণ প্রয়োজন। তরুকুঞ্জের ছায়া, হাতে একটি গ্রন্থ, পাশে প্রেমিকা এবং এক পেয়ালা সরাব। জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রথম তিনটি সুবিধা উপভোগ করতে কাউকে বাধা দেয়া হবে না ; শুধু চতুর্থ প্রয়োজনের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দিতে আমি অক্ষম।'

ভালবাসার আলোকে গ্রন্থাগার

কেমন হবে গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গী ? এ নিয়ে কথা উঠেছে। 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু লাইব্রেরিয়ানশিপ' গ্রন্থে শিয়ার্স বাটলার যা বলেছেন তার মর্ম সুন্দরভাবে শ্রীদেবেশ রায় তুলে ধরেছেন : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি নিছক ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতির জোয়ালে বাঁধা থাকলে চলবে না। সংকীর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী কোন সুদূরপ্রসারী ধ্যানধারণা বা চিন্তার উৎস হতে পারে না। গ্রন্থাগারিকদের একটা আত্মসচেতনমূলক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। গ্রন্থাগারবিদ্যার ধারণাকে সমাজচিন্তা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে শুধু বৈজ্ঞানিক করে তুললেই হবে না তাকে একটা প্রশস্ততর rational basis দেওয়া চাই। তার জন্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঐতিহাসিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংযোগ ও সমন্বয় ঘটা চাই।'

— গ্রন্থাগার বিদ্যার নতুন ভাবনা : গ্রন্থাগার বিদ্যার দর্শন
গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, ১৩৭৩

কাজের মূলে থাকা চাই অনুপ্রেরণা, থাকা চাই ঐতিহাসিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। তবেই মানুষের অনুভূতি শক্তি প্রখর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠবে, সে দেশকে, দেশের মানুষকে, দেশের প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসতে শিখবে।

বস্তুতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হৃদয়স্পর্শী : '...আপনারা সত্যই খুশি হবেন ও গ্রন্থাগার যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের খুশি করতে পারবেন যদি গ্রন্থকে, গ্রন্থ সরবরাহকে ভালবাসতে পারেন।'

পাঠকও গ্রন্থাগারকে ভালবাসবে গ্রন্থাগারিকের দ্বারা উপকৃত হয়ে। ক্রমশঃ সে অনুভব করবে :

'পাঠ হল আনন্দ, অলঙ্করণ এবং দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য।'　　—ফ্রান্সিস বেকন

শুধু তাই নয়, সে আরও অনুভব করবে :

'পদ্মরাগ মণিরও উর্ধ্বে জ্ঞানের মূল্য।'　　—ওল্ড টেস্টামেন্ট।

গ্রন্থ ও মানবিক সম্পর্ক

মানুষের গভীর ভাবনা বোধ করি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নিয়ে। এক মানুষের চিন্তা অপর মানুষের মনে কিভাবে সঞ্চারিত হয় সে কথা বলেছেন কার্লাইল :

> 'অন্তরের স্তব্ধ গভীরে স্বর্গ কিংবা স্বর্গের আলোক সঞ্জাত চিন্তার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ একই সুরে অপরের অন্তর জাগিয়ে তোলে এবং সম্মিলিত শিখায় সকলে জ্বলে ওঠে।'

মানব সভ্যতা এগিয়ে চলে একের ভাবধারা অন্যে বহনের মধ্য দিয়ে। ভাবী-কালের জন্যে গ্রন্থাগারে রইল মানুষের সঞ্চয়, এতো কেবল সংগ্রহ নয়, এ হল আলো এবং প্লেটোর কথায় :

> 'যাদের হাতে রয়েছে আলোক-বর্তিকা, তারা তা
> অন্যদের দিয়ে যাবে।'

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত যোসেফ অ্যাডিসনের বাণী শুনতে পাচ্ছি :

> 'এই হল মরণকালে উইল করা সেই সম্পত্তি যা মহামনীষী মানব সমাজকে দিয়ে যাচ্ছেন—যারা এখনো জন্মায়নি সেই উত্তরপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপহার হিসেবে যা এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষে প্রদত্ত হতে থাকবে।'

গ্রন্থ হল একটি প্রাণ, গ্রন্থাগারে তা নিঃশব্দে অপেক্ষমাণ—অপর একটি প্রাণকে জাগিয়ে তোলার জন্য। মহাকবি মিল্টনের কথাগুলি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত :

> 'ভাল বই হল একটি মহৎ আত্মার বহুমূল্য বুকের রক্ত, যা এই জীবনের পরে আর একটী জীবনের উদ্দেশ্যে ধ্বংসহীন অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে আছে।'

উপসংহৃতি

আমরা যেন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের এই ভাবমহিমা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি, কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হতে পারি। কঠিন সমস্যা আমাদের সম্মুখে, অজস্র বাধা-বিঘ্ন। আমাদের চেতনায় গ্রন্থাগার বিরাজ করুক অনন্ত জ্ঞানসমুদ্ররূপে।

এই সমস্যাজর্জর দেশের মানুষ সমাধান খুঁজছে কঠিন শ্রমের পথে, তাদের অন্তরে রয়েছে জ্ঞানলাভের তীব্র পিপাসা, পথ অন্বেষণের প্রচেষ্টা :

> আমি কেবলই সমুদ্র দেখতে চাইছি,
> হয়তো সে অনেক দূরে,
> আমার নাগালের বাইরে,
> কিন্তু তাতে আমার কিছুই আসে যায় না,
> আমি সমুদ্রে যাব।

আমি নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে
কেবলই সমুদ্র দেখি,
সাদা মেঘে মেঘে থেকে ভেসে আসা শিল্প সুষমার শিল্প,
পাখীর ডানায় সমুদ্রবায়ুর আহ্বান,
আলোকে তরঙ্গভঙ্গের রূপভঙ্গিমা,
সমুদ্র আমায় অহরহ ডাকছে,
আমি সমুদ্রে চললাম।

অনেক আশা আকাঙ্খায় আজ আমার দেশের মানুষ জেগে উঠেছে, কর্মী মানুষের কাছে তারা যেন নীরব আবেদনে বলতে চাইছে, 'আমরা দরিদ্র, আমরা শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, তোমরা সুযোগ পেয়েছ শিক্ষালাভের, দেখো, আমরা যেন বঞ্চিত না হই। শেষ পর্যন্ত তোমাদের কর্মের সার্থকতা নির্ভর করবে আমাদের জন্যে যতখানি নিজেদের দান করতে পেরেছ তার ওপর।'

আমাদের চেতনায় রইল কোটী কোটী মানুষের এই অবাক্ আবেদন, তাদের অন্তরের আকুলতা দিয়েই রচনা করি শেষের ভূমিকা :

না, এখনো আমার যাওয়া হয়নি।
যাবো তো বলেছিলাম—
কিন্তু পেছনের বাধা ছিঁড়ে ফেলে
বেরোতে পারলাম কই!
ভেবে ভেবে আমার বুকের ভেতরে যন্ত্রণা—
যদি কখনো যেতে না পারি,
যদি সঙ্কল্পের আগেই পাখের শেষ হয়ে যায়,
যদি শুধু বেঁচে থাকার অসহ্য ক্লান্তিতে
নিত্যদিনের গ্লানিতে নিঃশেষ হয়ে যাই—

তবে তোমরা যারা সমুদ্রে যাচ্ছো,
ফেরবার সময় আমার জন্যে—
আমার মত আরো অনেকের জন্যে—
আমাদের দরিদ্র কুটীরের সামনে
একটী বিরাট বিশাল সমুদ্র এনে দিয়ো।

[Library Through the Light of Perception.
By Nirmalendu Manna. Theme of an Exhibition.]

• দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পোঃ পাঁচিহাল, হাওড়া কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী 'অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার'-এর মূল বক্তব্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর নির্দেশনায় আছেন শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, সহযোগিতায় আছেন সর্বশ্রী বেচারাম ঘোষ, প্রসাদ চন্দ্র ষড়া, শিবেন্দু মান্না, বৈদ্যনাথ মাইতি, মনোরঞ্জন জানা এবং সবুজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মিবৃন্দ।
যে সকল গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে প্রবন্ধ ও প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ও চিত্রাবলী সংগৃহীত হয়েছে তার লেখক ও সম্পাদকের কাছে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৯)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন বসে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ বুধবার এবং ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট হলে। বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সংস্রব না থাকিলেও এখানকার একজন গ্রন্থাগারকর্মী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং এখানে গ্রন্থাগারচেতনা না থাকিলে এই সম্মেলন আহ্বান করা সহজ হইত না—এই বোধ লইয়াই উক্ত সম্মেলনের বিবরণও এই সঙ্গে উল্লেখ করিলাম। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন একজন প্রখ্যাতা ইংরেজ মহিলা এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ডঃ অ্যানি বেসান্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ইঁহারা দুইজনেই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার দরুণ আর অ্যানি বেসান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুণ। কারণ এই সময়ে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে লিখিত ভাষণ দেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার ভাষণটি পাঠ করেন। ভাষণের আলোচ্য বিষয় ছিল 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'।* ইহার প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হইল।

লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য

"গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্দুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা সংগ্রহই হ'ক বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক-সংগ্রহই হ'ক সেই সংগ্রহব্যসনের ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে- সভ্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় একথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহব্যাধিগ্রস্ত। ভার বয়ে আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো

* ভাষণটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। কোটিপতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্য ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় কতগুলি শব্দ আছে তার দু'রকমের আদর—এক অভিধানে, আর—এক সাহিত্যে। গণনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশির ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়, অথচ তাদের সঞ্চয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি একথা মানতেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয়-বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে-চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে তচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা, তত্রাহং ন তিষ্ঠামি।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য, সেই হ'ল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তাহলে বোঝা যাবে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। সেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হ'ল না, অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে, বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই কেবল ভাণ্ডারী হ'লে চলবে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হ'লে কোন লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেইজন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মূলতঃ ভাণ্ডার, ছোটো ছোটো লাইব্রেরি ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গগনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজেদের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, সেলফভর্তির অহঙ্কার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য-পালনের যোগ্যতা।

মনে করো কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে,—কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্তভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। নইলে এই সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিতভাবে স্তূপাকারে জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নতুন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে কোনো বিষয়ে কোনো ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে? বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভারূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ-স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ, অর্থাৎ তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ-পাঠকের, এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাঁদের সম্বন্ধেই লাই-ব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়; তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়ন-যোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরির উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে-কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হ'লে একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি

অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্ততঃ ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয় তবে সেই লাইব্রেরিগুলিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।"*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কলিকাতাকে গ্রন্থাগার নগরী আখ্যা দিয়া তিনি অভ্যাগতদিগকে সাদরে স্বাগত জানান। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কলিকাতাবাসীদের বদান্যতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে বিদিত প্রথম সার্বজনীন গ্রন্থাগার কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া সেনেট হলের সীমানার মধ্যে অবস্থিত আরও দুইটি বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে বলিয়াও কলিকাতা গর্ব করিতে পারে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গ্রন্থাগার এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের গ্রন্থাগার। বিদুষী সরলা দেবী চৌধুরানী, নির্বাচিত সভানেত্রী ডঃ অ্যানি বেসান্তের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণাণকে সম্মেলনের সভাপতিপদে বরণ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণাণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাধাকৃষ্ণাণ ইংরেজীতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল:

"আমাদের দেশ বর্তমানে এক সঙ্কটকালের মধ্য দিয়া চলিতেছে একথা সকলেই জানেন। দেশের মধ্যে নানাবিধ আন্দোলন চলিতেছে—শিল্পবিপ্লব, সমাজসংস্কার, ধর্মীয় জাগরণ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। আমরা একসঙ্গে সব কিছুরই সম্মুখীন হইতেছি। প্রতি কর্মক্ষেত্রেই আমরা নূতন জীবনের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি। বর্তমানে অধিকাংশ লোকই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ভাবিতেছে। আজ অপরাহ্নে এখানে আমাদের সভানেত্রীর যোগদানের ব্যাপারে অন্তরায় হইয়াছে এমনই

* গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত, ভাদ্র ১৩৫৮

একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহা সত্য যে, বিষয় নির্বাচনী সমিতি একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। ইহাও সত্য যে আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ—পূর্ণ স্বাধীনতা না ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—কি হইবে তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতেছি। ইহা আরও সত্য যে, বর্তমানে আমরা যাহা পাইতে যাইতেছি তাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

সাক্ষরতা এবং জ্ঞানার্জন সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। ইহা সত্য যে জনশিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার অনেকটা আমরা বর্তমানে পাইতেছি। বর্তমান যুগে আমরা জনশিক্ষার ধ্বনি তুলিয়াছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই জনশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হইতেছে তাহার ঠিক নাই। মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করার জন্য প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু সুশিক্ষা পাওয়া সহজ নয়। সত্য বটে, জীবনকে উন্নত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের মনকে এমন স্তরে উন্নীত করিতে হইবে যাহাতে তাহাকে সত্যকার শিক্ষিত লোক বলা যাইতে পারে। সেই মানসিক উন্নতির স্তরে পৌঁছাইবার ব্যাপারে যদি গ্রন্থাগারগুলিকে সহায়তা করিতে হয় তবে গ্রন্থাগারে আমরা কোন্ শ্রেণীর পুস্তক সংগ্রহ করি তাহা জানা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার হইতেছে জ্ঞানভাণ্ডার কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিতে যে ধরনের বই আছে তাহার ব্যবহারের বাছবিচারের জন্য কোন না কোন প্রকারের প্রহরী থাকা প্রয়োজন।"

দ্বিতীয়দিন দ্বিপ্রহরে সম্মেলন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার মন্ত্রী নসীপুরের মহারাজ বাহাদুর নারায়ণ সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে ইংরেজী ভাষায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল নীচে তাহাদের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :

১ দেশময় নিঃশুল্ক সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া, সহায়তা করা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনের জন্য এই সম্মেলন দেশের আইনসভাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

২ কোন সর্ত আরোপ না করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণে সহায়তা করিবার জন্য এই সম্মেলন দেশের প্রাদেশিক আইনসভাকে মুক্তহস্তে অর্থ মঞ্জুর করার জন্য আবেদন জানাইতেছে।

৩ এই সম্মেলন লোক্যাল বোর্ড ও পৌরসভাগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

৪ এই সম্মেলন দেশীয় রাজ্যের রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য ব্যক্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগারগুলিকে মুক্ত হস্তে অর্থসাহায্য দিয়া সংরক্ষণ করার জন্য আবেদন জানাইতেছে।

৫ চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণের দ্বারা সর্বজনীন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের জন্য জিলা, তালুক এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করিতে এই সম্মেলন দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছে।

৬ গ্রাম ও নগর অঞ্চলে যতটা সম্ভব অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৭ সাক্ষর ও নিরক্ষর সর্বপ্রকার জনগণকে সচেতন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার পক্ষে সহায়ক কার্যাবলী নিজ নিজ এলাকায় শুরু করিবার জন্য দেশের সর্বজনীন গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকমণ্ডলীকে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে।

৮ সুষ্ঠুভাবে এবং অধিকতর যোগ্যতার সহিত গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালাইবার জন্য যাহাতে যোগ্য এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষণধারার ব্যবস্থা করিয়া এইরূপ শিক্ষণপদ্ধতির উপযোগী পাঠ্যক্রম স্থিরীকরণের জন্য এই সম্মেলন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

৯ কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বর্তমান গ্রন্থাগারিকের আসন্ন অবসর-গ্রহণের কথা বিবেচনা করিয়া এই পদের উপযোগী প্রশাসনক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিশিষ্ট ভারতীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য এই সম্মেলন ভারত সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

১০ সরকারের পল্লীভুক্ত করণার্থ বর্তমানে দেয় পঞ্চাশ টাকা মাশুলদান হইতে সার্বজনীন গ্রন্থাগারকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এই সম্মেলন সাম্রাজ্যিক আইনসভাদ্বয়কে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের একুশ আইন (সমিতি পল্লীভুক্তকরণের আইন) সংশোধন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

১১ এই সম্মেলন ভারত সরকারকে এই অনুরোধ জানাইতেছে যে, ভারত সরকারের ১৮৬৭ খৃঃ আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে প্রকাশিত যে সকল আকরগ্রন্থ সরকার ব্যবস্থাধীন সেই সকল গ্রন্থ যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ অবাধে ব্যবহার করিবার সুযোগ পান তাহার ব্যবস্থা যেন ভারত সরকার করেন।

এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভার সভাপতি মহাশয়ের কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইলে সভা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত অপর একজনকে তিনি সভাপতি নিযুক্ত করিয়া যান। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'পথের দাবী' গ্রন্থের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার জন্য বঙ্গীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে। সম্মেলনের দুইদিন পূর্বে ৯ই পৌষ, (২৪শে ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ আর্কুহার্ট এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সম্মেলন ও প্রদর্শনী উভয়েরই স্থান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গর্ব

বোধ করিতেছে। সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিদিগকে মিলিত করিবার একটি উপলক্ষ মাত্র। দেশের মধ্যে শিক্ষার প্রসারই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। কাজেই প্রত্যেকেরই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সহায়তা করার জন্য আগাইয়া আসা প্রয়োজন।

প্রদর্শনী জনগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কৌতূহলোদ্দীপক প্রদর্শনীর জিনিসের সমাবেশ হইয়াছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কিত মূল্যবান পুস্তক এবং শিক্ষামূলক অন্যান্য পুস্তকও ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। অপরাপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :

ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডঃ সুশীলাল বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডঃ গুরুদাস রায়, শ্রীযতীন্দ্রলাল দাস, স্যার ডেভিড ও লেডি এজরা। ডঃ গুরুদাস রায় এই সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক ও প্রচারসচিব ছিলেন।

এই সম্মেলনে বরোদার গ্রন্থাগার বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীআমিন, বেঙ্গলুরের গ্রন্থাগারিক শ্রীচন্দ্রশেখরিয়া, ইণ্ডিয়ান রিভিউ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনটেসন, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীজোয়ান ভ্যান ম্যানেন, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীসবনিস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রীলাডুরাম সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এছাড়া আক্কর শ্রীনাইডু, ডঃ গুরুদাস রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং আরও অনেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সম্মেলনে ডঃ গুরুদাস রায় শ্রীসুশীল কুমার ঘোষের গ্রন্থাগার আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিচয় দিয়া যে মন্তব্য করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, শ্রীঘোষ একজন আইনব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইবার কাজ ব্যাহত হয় বলিয়া তিনি আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন কি, তিনি যাহা উপার্জন করেন তাহাও এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজে ব্যয় করিয়া থাকেন। একক চেষ্টায় তিনিই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই সংস্থার পরিকল্পনা করিয়া তিনি দেশের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। প্রথমাবধি আজ পর্যন্ত তিনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনিই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মদাতা।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর ডঃ গুরুদাস রায় ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক ও প্রচারসচিব।

Library movement in Bengal (9) By Gurudas Bandyopadhyay

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

"বন্দেমাতরম্"

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, প্রতিনিধিবৃন্দ ও অভ্যাগত সুধি সজ্জনবর্গ,— পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর বালুরঘাট শহরে আহূত দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আপনাদিগকে সাদর সংবর্ধনা, অভিবাদন ও আন্তরিক প্রীতি জানাইতেছি। আপনাদের সহৃদয় সংসর্গের সৌভাগ্যলাভে আমরা আনন্দিত। দূরপথের ক্লান্তি স্বীকার করিয়া আমাদের আহ্বানে সমবেত হইয়াছেন—আমাদের সীমিত শক্তির সেবা ও আতিথ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু হইবেই। নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবময় স্মৃতি-বিজড়িত বরেন্দ্রীর সুসন্তান কবি বাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে কীর্তিত 'বহুধার শিরস্থান' এই বরেন্দ্রভূমি, তার হৃদয়দেশে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে আজ প্রত্ন-কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই নাই। ত্রিস্রোতার দুইশাখা আত্রেয়ী-পুনর্ভবার গভীর-গর্ভ প্রবাহ আজ মন্দীভূত। শস্যশ্যামলা কোটিবর্ষবিষয়ের প্রধান নগর প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর, কোটিবর্ষনগর অন্তর্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র, গঙ্গারামপুরের অদূরে বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ এই নগরীর অবস্থানভূমি। বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ সহ পৌরাণিক রাজা বাণাসুর ও তাঁর কন্যা উষার কাহিনী জড়িত। আধুনিককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই গড়ের কিছুটা খননের ফলে মৌর্য-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল ও মুসলিমযুগে এই প্রসিদ্ধ নগরের সমৃদ্ধ অবস্থার নানা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র ছিল এই দেশ। দেবী কোটবিহার জগদ্দলবিহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, ভদ্রবাহু, গোদাস প্রভৃতি জৈন সাধুগণ ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একদা তাঁহাদের জ্ঞানের আলোকে এই দেশকে আলোকিত করিয়াছিলেন। শৌর্যে, বীর্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, শিক্ষায়, সভ্যতায় অগ্রগণ্য ছিল এই দেশ। গুপ্ত ও পালরাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গভীর গর্ভ সুবৃহৎ দীঘিকাসমূহ ও কুলাচলতুল্য সু-উচ্চ মন্দিরসমূহ, শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ কুলিকগণকে লইয়া গঠিত অধিকরণ, বীরচৈত্যবর্ত্মনায়ক দিব্যোক দ্বারা রাজা প্রতিষ্ঠা; প্রজাশক্তি, যাহা কখনও রাজা নির্বাচন করিয়া মাৎস্যন্যায় দূর করিত, কখনও বা অনীতিক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিত—এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য একটি অতি উন্নত সভ্যতা ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিতেছে। অদূর অতীত কালেও বালুরঘাট স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষেত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জনসাধারণের অপূর্ব বীরত্ব, ত্যাগ ও দুঃখবরণের গৌরবজনক লাভ করিয়াছে।

অতীত ঐতিহ্যের এই পলিক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ষণায় সোনার ফসল ফলিবে এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আপনাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি। আসুন আমরা এই জেলার

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত করি, যাহাতে নবভারত গঠনে এই মেলা যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের সামগ্রিক উন্নতির সাথে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই।

১৭২ মাইল দীর্ঘ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১৪।১৫ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে হালিকৈবর্ত বা মাহিষ্য, পলি-রাজবংশী বেশী বলিয়া পরিচিত তপশীলী জাতি এবং আদিবাসী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নানাবর্ণের হিন্দু ও অনেক মুসলমান আছেন। কিন্তু শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা আঠার। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষের এক চতুর্থাংশ মাত্র। জনসংখ্যার তুলনায় স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেশী নয়। তাছাড়া দেশ দরিদ্র, স্কুল-কলেজের ব্যয় বহনে বেশীর ভাগ লোকই অক্ষম। কাজেই লোকশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের বিশেষ দায়িত্ব আছে। আনন্দের সঙ্গে নানা মানবিক ও কৃষি-শিল্পবিজ্ঞান ও বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রেরণালাভ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সহজলভ্য।

শিক্ষিত চরিত্রবান সমাজ-সচেতন নাগরিক ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হইতে পারেনা।

গ্রন্থাগারকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে। সুন্দর পরিবেশ রচনা করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে আকর্ষণীয় করিতে হইবে। নানাশ্রেণীর ও রুচির উপযুক্ত বই সরবরাহ করিতে হইবে। সরকার অর্থ যোগাইবেন কিন্তু প্রভুত্বের মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে, জনসাধারণই গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবেন, সরকারী কর্মচারী বন্ধুর ন্যায় সৎপরামর্শ দিবেন ও টাকার অপচয় যাহাতে না হয় দেখিবেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষাক্ষেত্রে তথা গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে সরকার যে ব্যয়-বরাদ্দ করেন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। এ-অবস্থার অবসান শুধু বাঞ্ছনীয়ই নহে, অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার পরিষদ-পক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে তাই সরকারী অর্থ সাহায্যবৃদ্ধির আন্দোলন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

শুভান্তে সস্নেহ প্রধানঃ।

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
ষাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

শুভেচ্ছাবাণী

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া গেছে :

বিদেশ—

ডেভিড এইচ ক্লিফ্‌ট. একসিকিউটিভ ডাইরেক্টর. আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন. চিকাগো ।

এ পেরেজ ভিক্টোরিয়া. ডেপুটি ডাইরেক্টর. ডিপার্টমেন্ট অব ডকুমেণ্টেশন. লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড আর্কাইভস্. ইউনেস্‌কো ।

আলান চরটন. জেনারেল সেক্রেটারী. লাইব্রেরী এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া ।

এফ্. আব্রিকোসেভা. ডেপুটি ডাইরেক্টর. লেনিন ষ্টেট লাইব্রেরী. মস্কো ।

ডাইরেক্টর এ্যাসলিব. লণ্ডন ।

এফ. এ. ষ্টিরিদভ. সেক্রেটারী জেনারেল. এফ. আই. ডি ।

এণ্টনী টম্পসন. জেনারেল সেক্রেটারী. ইফলা

এল কুইনসি মানফোর্ড. লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ।

ওদয়ে. ডি. ই. এম. ডাইরক্টর অব লাইব্রেরী এসোসিয়েশন. ঘানা ।

মিসেস্ মারিয়ন সি উইলসন. একটিং একসিউটিভ ডাইরেক্টর. কানাডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ।

মিসেস পেট্রিসিয়া সিন্. প্রেসিডেন্ট. লাইব্রেরী এসোসিয়েশন. সিঙ্গাপুর ।

স্বদেশ—

পি. এন. পানিক্কার, জেনারেল সেক্রেটারী. কেরেলা গ্রন্থালয় সঙ্ঘন্. ত্রিবান্দ্রন্ ।

আবদুল রহমান, সেক্রেটারী, মহীশূর লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ।

পি, এন, দোশী. সেক্রেটারী. বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সঙ্ঘ ।

এস্. আর. রঙ্গনাথন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক. ডি. আর. টি. সি ।

পি. সি. মুখার্জী, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন, পশ্চিমবঙ্গ ।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য. রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

হেমচন্দ্র গুহ. উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক ।

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, নয়াদিল্লী।

প্রফেসর আর, কে, দাশগুপ্ত, আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের বিভাগীয় প্রধান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডাঃ এ, কে, রায়, অবৈতনিক সেক্রেটারী জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, কলিকাতা।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

মোহন সিং, প্রেসিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন।

সেক্রেটারী, মুম্বাই বিভাগ গ্রন্থাগার সঙ্ঘ, বোম্বাই।

Masseges

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের তালিকা

১। অজিতকুমার ঘোষ, কুমারগ্রাম ডুয়ার্স কেওড় ইউনিয়ন লাইব্রেরী, কুমারগ্রাম ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি। ২। অরুণ রায়, কলিকাতা-৩১। ৩। অজিতকুমার প্রামাণিক, অহস্কুরিকা গ্রন্থাগার, পোঃ পলাশী, নদীয়া। ৪। অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গ্রাম্য পাঠাগার, চাটগ্রাম, বাঁকুড়া। ৫। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, তালডাংরা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, তালডাংরা, বাঁকুড়া। ৬। অনাথশরণ মুখোপাধ্যায়, লোকপাড়া কল্যাণ লাইব্রেরী, পোঃ কুলিয়াড়া, বীরভূম। ৭। অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, মামুড়জোড় সাধারণ পাঠাগার, মামুড়জোড়, পুরুলিয়া। ৮। অনাথনাথ সেন, পুরন্দরপুর বান্ধব পাঠাগার, পোঃ পুরন্দরপুর, বীরভূম। ৯। অবধূত সরকার, ধয়রাশোল মিলনসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পোঃ ধয়রাশোল, বীরভূম। ১০। অনিলকুমার চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা-১২। ১১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সংঘ স্পনসরড গ্রন্থাগার, বাকলাড়া, হাওড়া। ১২। অশ্বিনীকুমার সেন, কলিকাতা-১২। ১৩। অবধূত রায়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কালিম্পং, দার্জিলিং। ১৪। অনিলকুমার দত্ত, হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চুঁচড়া, হুগলী। ১৫। অশ্বিনীকুমার বেরা, বান্ধব পাঠাগার সায়েস্তাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা। ১৬। অমলাংশু সেন গুপ্ত, ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, ২৪ পরগণা। ১৭। অবনী তলাপাত্র, জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট। ১৮। আদিত্যপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, মহীয়াড়ি সাধারণ পুস্তকালয়, আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া। ১৯। আশিসকুসুম ঘোষ, ইণ্ডালুমিন বেলুড় ওয়ার্কস লাইব্রেরী, হাওড়া। ২০। আকরাম আলী, গয়েশবাড়ী ইয়ং মেন্স লাইব্রেরী ও ক্লাব (গ্রামীণ), গয়েশবাড়ী, মালদহ। ২১। আবদুর রহিম, ফুলবাড়ী পাঠাগার ও ক্লাব, ফুলবাড়ী হাট, জলপাইগুড়ি। ২২। উপেন্দ্রনাথ দাস, করণদিঘী পল্লী পাঠাগার, করণদিঘী, পঃ দিনাজপুর। ২৩। কৌমুদী ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির (গ্রামীণ), শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। ২৪। কল্পনা চক্রবর্তী, নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার। ২৫। খগেন্দ্রমোহন সিংহ, সেবাগ্রাম পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, ভাটোলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর। ২৬। ক্ষৌণীশ বিশ্বাস, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া। ২৭। খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, গাজোল সাধারণ জ্ঞানাগার (গ্রামীণ), গাজোল, মালদহ। ২৮। গোপাল প্রসাদ গাঙ্গুলী, যুথিকা পল্লী পাঠাগার, রেজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর। ২৯। গোপালচন্দ্র পাল, বালসী, বাঁকুড়া। ৩০। গোবিন্দলাল মল্লিক, কানাই স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা। ৩১। গোপাল নারায়ণ চৌধুরী, জয়গঙ্গা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, ভদ্রকালী, হুগলী। ৩২। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-৯। ৩৩। গোলোকেন্দু ঘোষ, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯। ৩৪। চিত্তরঞ্জন দত্ত, জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। ৩৫। জহরলাল

বেল. মাজু পাবলিক লাইব্রেরী. মাজু. হাওড়া। ৩৫। জ্যোৎস্নাকুমার মিত্র, বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ. কলিকাতা-১০ (আঞ্চলিক গ্রন্থাগার)। ৩৬। ভূপন সেনগুপ্ত. বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলি-১৬। ৩৭। তরুণকুমার রায়. পল্লীসেবা নিকেতন গৌরীবালা স্মৃতি গ্রামা গ্রন্থাগার. পোঃ বেড়গ্রাম. বীরভূম। ৩৮। দুঃখহরণ কুমার. পুঁথিঘর পুকুড়া মুড়া. পুরুলিয়া। ৩৯। দাশরথি ভট্টাচার্য. আশুতোষ স্মৃতিমন্দির. গ্রামীণ পাঠাগার. পোঃ জীরাট. হুগলী। ৪০। দাশরথি জানা. গড়বালিয়া রাধালচন্দ্র মাল্লা ইনষ্টিটিউশন. পোঃ গড়বালিয়া. হাওড়া। ৪১। ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী. শ্রীরাম গ্রন্থাগার. পাথরমহড়া. পুরুলিয়া। ৪২। ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়. ভারতীয় সংগ্রহশালা. কলিকাতা-১৩ ৪৩। নিমাই মান্না. রসপুর বহুমুখী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার. হাওড়া। ৪৪। নিমাই চরণ কর. নতুনহাট. মিলন পাঠাগার পোঃ নতুনহাট. বর্ধমান। ৪৫। নিত্যরঞ্জন গুহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরী (মহকুমা). পোঃ শিলিগুড়ি. দার্জিলিং। ৪৬। নীতিশচন্দ্র বসু. মিলন সংঘ লাইব্রেরী. পোঃ নাথুয়াহাট. জলপাইগুড়ি। ৪৭। ননীগোপাল সেনগুপ্ত. এডোয়ার্ড লাইব্রেরী. আলিপুরদুয়ার. জলপাইগুড়ি। ৪৮। নিমাইচন্দ্র হরি. ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী. কার্শিয়াং দার্জিলিং। ৪৯। নিতাইচাঁদ ঘোষ. আরাপুর তরুণ লাইব্রেরী (গ্রামীন). আরাপুর. মালদহ। ৫০। নারায়ণ গোপাল দত্ত. বাচামারী কবি ভারতী ভবন সাধারণ পাঠাগার. পুরাতন মালদহ. মালদহ। ৫১। নিরঞ্জন অধিকারী. তালপুর কিশোর পাঠাগার, তালপুর, হুগলী। ৫২। নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী. কলিকাতা-১২। ৫৩। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়. জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন. কলি-১৪। ৫৪। নিতাই চাঁদ ঘোষ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার. কলিকাতা-১২। ৫৫। নিমাই চন্দ্র ঘোষ. কলিকাতা-৬। ৫৬। নিরঞ্জন বিকাশ দে. পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী. কলি-১। ৫৭। প্রণবকুমার কুণ্ডু. জঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার. জঙ্গী মুর্শিদাবাদ। ৫৮। প্রণতকুমার মুখোপাধ্যায়. গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরী, গোবিন্দপুর, পুরুলিয়া। ৫৯। প্রদীপ চৌধুরী, কলিকাতা-২৯। ৬০। পরেশনাথ কুণ্ডু. দাউলাপুর গ্রামীণ লাইব্রেরী. দৌলতপুর. পশ্চিম দিনাজপুর। ৬১। প্রবীর রায় চৌধুরী, কলিকাতা-১২। ৬২। প্রমীলচন্দ্র বসু, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা। ৬৩। প্রাণগোপাল দত্ত, কলিকাতা-৩৩। ৬৪। প্রভাত কিরণ ভট্টাচার্য. জেলা গ্রন্থাগার, হাওড়া। ৬৫। পল্লব সিংহ, জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ভারতীয় যাদুঘর, কলিকাতা। ৬৬। ফণীভূষণ দে, মণ্ডলকুলি বাণী গ্রন্থাগার. মণ্ডলকুলি, বাঁকুড়া। ৬৭। বাসুদেব লাহিড়ী. প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা. কলিকাতা। ৬৮। বিমলকুমার বৈদ্য. প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, কলিকাতা। ৬৯। বদন চন্দ্র ভাণ্ডারী, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্যমন্দির গড়জয়পুর, পুরুলিয়া। ৭০। বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়. সজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার. আইহো, মালদহ। ৭১। বীরেন্দ্র নাথ বর্মণ. বামনগোলা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বামনগোলা মালদহ। ৭২। বিশ্বনাথ কোলে, পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া। ৭৩। বিমল মাইতি, সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া. পাতিহাল,

ছাওড়া। ৭৪। বৈদ্যনাথ মাইতি, সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পাতিহাল, ছাওড়া। ৭৫। বিধান অধিকারী, জি. এল. আই. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-১৬। ৭৬। বাণী বসু, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা। ৭৭। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা। ৭৮। ব্রজদুলাল গোস্বামী, মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার (গ্রামীণ) নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ। ৭৯। বিশ্বনাথ ঘোষ, কলিকাতা-৯। ৮০। বি, ব্যানার্জী, ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউনটেনস অব ইণ্ডিয়া, কলি-১৬। ৮১। বিশ্বনাথ সিংহ, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৮২। বিজয় দস্তরাম, আলানসোল, কেন্দ্রা গ্রন্থাগার, বর্দ্ধমান। ৮৩। বীরেন্দ্র কুমার সাহা, জাগৃতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গোসাইরহাট বন্দর, কুচবিহার। ৮৪। বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২। ৮৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগণা। ৮৬। ভক্তেশ্বর মণ্ডল, বিদ্যাধরপুর বাণীশ্রী পল্লী পাঠাগার, বিদ্যাধরপুর গোপীকান্তপুর, বাঁকুড়া। ৮৭। ভক্তিরঞ্জন পতি, রবীন্দ্র পাঠচক্র, চন্দনপুর, পুরুলিয়া ৮৮। ভীমচন্দ্র বিশ্বাস, প্রদ্যোৎস্মৃতি পাঠাগার (গ্রাঃ), পলাশীপাড়া, নদীয়া। ৮৯। মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, কলিকাতা। ৯০। মদনগোপাল ঘোষ, ধ্রুব সংহতি, বালদী, বাঁকুড়া। ৯১। মনোরঞ্জন জানা, ত্রিপুরাপুর। ৯২। মৃত্যুঞ্জয় দে, কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৯৩। মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী, ২৪ পরগণা। ৯৪। মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কলি-৩২। ৯৫। মাধবিকা ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা। ৯৬। মির মোহাম্মদ হোসেন, এনাইতপুর পল্লী পাঠাগার, এনাইতপুর, মালদহ। ৯৭। কে বি, মোথে, দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার, দার্জিলিং। ৯৮। মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ। ৯৯। মুরলী মোহন সেন, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর। ১০০। মহাম্মদ হারুন অল রশিদ, ফুলবাড়ী পাঠাগার ও ক্লাব, ফুলবাড়ীহাট, জলপাইগুড়ি। ১০১। জুই জোসেফ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা-১৬। ১০২। রমেন্দ্র মোহন দে, পি. ভি. এল. এন. লাইব্রেরী, চলদিবাড়ী, কুচবিহার। ১০৩। রায় মোহন নাথ, এল. চাঁদ এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩। ১০৪। রামচন্দ্র বিশ্বাস, তরুণ পাঠাগার, আসাননগর (গ্রামীণ) নদীয়া। ১০৫। রতনকুমার পাল, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা-১২। ১০৬। রাধানাথ রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি-৩২। ১০৭। রাধাকৃষ্ণ চন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এরিয়া লাইব্রেরী, বরাহনগর, (কলিকাতা-৩৬), ২৪ পরগণা। ১০৮। রীণা ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-৬। ১০৯। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর। ১১০। শিবদাস চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ কুরাল লাইব্রেরী, মান্দারবনী, বাঁকুড়া। ১১১। শচীনন্দন কর্মকার, সড়িহা সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার, চিঙ্গুড়কলা, মেদিনীপুর। ১১২। শিবানী কুমার রাহা, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ১১৩। শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রুকুনপুর ইউ. বি. গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রুকুনপুর, মুর্শিদাবাদ। ১১৪। শিশির কুমার সেন, মাধাইপুর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগার (রু),

মাধাইপুর, বীরভূম। ১১৫। শান্তিকুমার রায়, বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ী, বীরভূম। ১১৬। শেখ আলী হোসেন, বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, বীরভূম। ১১৭। শক্তিপ্রসাদ মুখার্জী, (কলিকাতা-৫১) ২৪ পরগণা। ১১৮। শান্তিপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-১২। ১১৯। শশাঙ্কশেখর মাইতি, বান্ধব পাঠাগার, সারাঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা। ১২০। সুনীলভূষণ গুহ, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। ১২১। সত্যনারায়ণ উপাধ্যায়, কেন্দপুকুর গ্রামীণ পাঠাগার, কেন্দপুকুর, মালদহ। ১২২। সুভাষ শেঠ, যোগানন্দ সাধারণ পাঠাগার, রাঙ্গামাটী, পুরুলিয়া। ১২৩। সুধাংশু দে, জেলা গ্রন্থাগার, হাওড়া। ১২৪। সুধাংশু শেখর জানা, গোহালদহ জ্ঞান মন্দির (রু), গোহালদহ, পোঃ ওজারপুর, হাওড়া। ১২৫। সুনীল কুমার মৈত্র, তুলসীহাটী পল্লীমঙ্গল গ্রামীন পাঠাগার, মালদহ। ১২৬। সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৬। ১২৭। সুধীর ব্রহ্ম, কলিকাতা-১২। ১২৮। সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি গ্রামীন গ্রন্থাগার, বীরভূম। ১২৯। সুধাময় দাস, উচকরণ সাধারণ পাঠাগার (গ্রা), উচকরণ, বীরভূম। ১৩০। সুচিত্রা ঘোষ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা-৫৩। ১৩১। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২। ১৩২। সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইড রোড ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-৪৩। ১৩৩। সুশান্ত হাজরা, পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া। ১৩৪। সত্যব্রত সেন, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া, ২৪ পরগণা (উ)। ১৩৫। সুবলচন্দ্র চৌধুরী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্দ্ধমান। ১৩৬। সুনীলকুমার বাগচী, মালতীপুর, মালদহ। ১৩৭। হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, নড়রা পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, বাঁকুড়া। ১৩৮। হরপ্রসাদ মাইতি, গোহালদহ জ্ঞান মন্দির, গোহালদহ, পোঃ ওজারপুর, হাওড়া (গ্রা)। ১৩৯। হরেন্দ্রনাথ দাস, গাজিন নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার, গাজিন, মুর্শিদাবাদ। ১৪০। হরিপদ রায়, ভিঙ্গোল নেতাজী রিডিং ক্লাব কমরাল লাইব্রেরী, ভিঙ্গোল, মালদহ। ১৪১। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাইড রোড ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-৪৩, । ১৪২। হিরণকুমার দত্ত, কলিকাতা-১২।

সম্মেলনে উপস্থিত অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ :

সর্বশ্রী কমলেন্দু চক্রবর্তী, সুধীরকুমার করণ, ফণীন্দ্রনাথ সরকার, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সুবীর মুখোপাধ্যায়, মোঃ ফজলুর রহমান, বীণা দাশগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার গোস্বামী, নিশীথ রঞ্জন আচার্য, অরুণা দাস, নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, অধীর বিশ্বাস, শান্তিরঞ্জন গুহ, বাচ্চু চ্যাটার্জী, রাধামোহন মোহান্ত, রনজিৎ বোস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, সত্য চক্রবর্তী, ডাঃ শ্রীশচন্দ্র দাস, সরোজকুমার লাহা, ফণীন্দ্রনাথ সরকার, প্রভাস সমাজদার, নিশীথরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শোভা মজুমদার, তপতী রায় চৌধুরী, সন্তোষকুমার দে, গুরুপদ মণ্ডল, সনৎ সেন, প্রণব মুখার্জী, অরুণ দাস, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রবোধ সিংহ রায়, অঞ্জনা দাস।

জেলাভিত্তিক উপস্থিতির সংখ্যা :

২৪ পরগনা	১১	বাঁকুড়া	
কলিকাতা	৩৮	পুরুলিয়া	
হাওড়া	১২	মালদহ	
হুগলী	৯	পশ্চিম দিনাজপুর	
মেদিনীপুর	৪	জলপাইগুড়ি	
মুর্শিদাবাদ	৫	দার্জিলিং	
নদীয়া	৪	কুচবিহার	
বীরভূম	৯	বর্দ্ধমান	

গ্রামীণ, আঞ্চলিক ও মহকুমা গ্রন্থাগার কর্মী

জেলা গ্রন্থাগারিক

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মী

অন্যান্য গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠান কর্মী বা প্রতিনিধি

---

* পশ্চিম দিনাজপুরের ক্ষেত্রে, বালুরঘাটস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মী, আরো অনেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মী ও স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ, অনেকেই ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন নি।

List of delegates.

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বালুরঘাট : পশ্চিম দিনাজপুর ২৪-২৬ মে, ১৯৬৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও পশ্চিম দিনাজপুর স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ২৪-২৬ মে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তিনদিনব্যাপী দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি বালুরঘাটে সমবেত হন। এই সম্মেলনের জন্য শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন দত্ত ও অবনী তলাপাত্রকে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয় বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারে ২৪ মে সকাল থেকেই প্রতিনিধি ও দর্শকদের নাম তালিকাভুক্তিকরণের কাজ শুরু হয় এবং বেলা ৫টা পর্যন্ত ঐ কাজ চলে।

অপরাহ্ণ ৫·৩০ টায় জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সমাহর্তা শ্রীঅসিত রঞ্জন সাহা। সম্মেলন উপলক্ষে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ও নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার।

সন্ধ্যা ৬·৩০টায় নাট্যমন্দিরে উদ্বোধন অধিবেশন শুরু হয়।

রাত্রি ৯টায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকরাত্রি পর্যন্ত এই বৈঠক চলে।

২৫ মে সকাল ৭টায় প্রথম কার্যকরী অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। সম্মেলনে 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনা' বিষয়ক আলোচ্য মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বেলা ১টা পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩ টায় পুনরায় অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম' উপস্থাপিত করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। অধিবেশন চলে পৌনে ছটা অবধি।

এইদিন সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় ঐ নাট্যমন্দিরেই একটি জনসভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এদিন বালুরঘাট কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কর্মিবৃন্দ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সদস্যদের একটি চা-চক্রে আহ্বান করেছিলেন। রাত্রি দশটায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল-এর সভা অধিকরাত্রি অবধি চলে।

২৬ মে সকাল ৭টায় সমাপ্তি অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী ও যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅবনী তলাপাত্র বিদায়ী ভাষণ দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হবার পর তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

উদ্বোধন অধিবেশন

শ্রীমতী মীরা সেনের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্মেলনের নির্ধারিত সভাপতিকে সভাপতিপদে বরণের প্রস্তাব করেন শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীঅনিল দত্ত।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। [ভাষণটি ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] অতঃপর ২২টি প্রদীপ জেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শ্রীবসু বলেন, প্রথম দিকের সম্মেলনগুলিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু ভাববিলাসী লোক সম্মিলিত হতেন, তাঁদের চিন্তাধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবমুখী ছিল না। পরে পরিষদের কার্যধারা নানামুখী হতে আরম্ভ করল, ক্রমশঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। এই দ্বাবিংশ সম্মেলনে পৌঁছে আন্দোলনের অবস্থা কী এবং আমরা সে পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। দুরকমভাবে আন্দোলনের প্রসার হতে পারে—horizontal এবং সমান্তরালভাবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম দিকটাই বিস্তৃতিলাভ করেছে দ্বিতীয়টা দৃঢ়ভাবে বিস্তৃত হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্য গ্রন্থাগার প্রচারের জন্য নানাভাবেই চেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল তলদেশে শিকড় গেড়ে বসেনি। আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে চলছে। পাশ্চাত্য ভাবধারা বলেই যে এটা ত্যাজ্য একথা আমি বলি না। কিন্তু কোন আন্দোলনের সঙ্গে যদি দেশের জনসাধারণের যোগ না থাকে—সর্বজনীন রাস্তা, জলের কল প্রভৃতির মত যদি সাধারণ গ্রন্থাগারও না হয়ে উঠতে পারে তবে তা জনমনে দাগ কাটতে পারে না। আমরা যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারা এর আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু এখনো জনমনে তেমন করে এ জিনিষটা পৌঁছে দিতে পারিনি।

শ্রীবসু আশা করেন যে, সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা করবেন।

এরপর সম্মেলন উপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণীগুলি পাঠ করেন শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

এই সম্মেলনে তরুণ কবি-ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা এখানে নিজেদের সমস্যা আলোচনা করতে এসেছেন—এখানে কথা বলার আমি অনধিকারী—তাছাড়া আপনাদের আলোচনায় কোন ভাববিলাসের স্থান নেই। তবুও এক জায়গায় সাহিত্যিকরাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। কারণ সাহিত্যিক তার পাঠক পান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারিকদের অর্থাভাবের কথা, সরকারী ঔদাসীন্যের কথা গ্রন্থাগারের প্রচার ইত্যাদি প্রশ্ন যেমন ভাবতে হবে তাছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ক্রেতা কমে গেছে—কিনে বই পড়ার স্বভাব অনেকেরই নেই। বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের—যোগ্য বই তাঁদের পৌঁছে দিতে হবে পাঠকদের—সাহিত্যের নামে অসাহিত্য ও কুরুচিপূর্ণ বই যেন না চলে এটা তাঁদের দেখতে হবে। পাঠক যে বই চান কেবলমাত্র সেগুলোই গ্রন্থাগারে রাখা হবে কিনা এ বিষয়ে তাঁদের স্থির করতে হবে। কেবলমাত্র সাময়িক জনপ্রিয়তার বিচারে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেলের বইও একসময় কাটতনা—অথচ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে একজন লেখকের বই প্রচুর বিক্রি হত—এখন তাঁর নামও লোকে ভুলে গেছে।'

সর্বশেষে সভাপতি তাঁর ভাষণ পাঠ করেন এবং উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে আলোচিত মূলপ্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনা বিষয়ক প্রবন্ধটি উত্থাপন করেন শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। অধিবেশন পরিচালনা করেন শ্রীপ্রবীলচন্দ্র বসু। এই আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হল :

নিমাই মাল্লা—জনচেতনা জাগ্রত না হলে গ্রন্থাগারের উন্নতি নাই। পাঠকের রুচির মান উন্নত করাও গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য। কেবলমাত্র পাঠকের রুচিমত বই কিনলে হবে না। যদি দেখা যায় তাঁদের মনোনীত বই কুরুচিপূর্ণ, তাহলে গ্রন্থাগারিকদের চেষ্টা করতে হবে তাঁদের রুচির মান আস্তে আস্তে উন্নত করার। এইভাবে পাঠক তৈরী করতে হবে। স্কুল লাইব্রেরিতেও পাঠকের রুচিকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভালো পাঠক তৈরী করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের যেমন তেমনি বাড়ির অভিভাবকেরও সেদিকে নজর রাখতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের উপর গ্রন্থাগার-পরিচালকদের ব্যবহার যথোচিত নয়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন তাঁদের অর্থাৎ জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত নিশ্চয় করতে হবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার থেকে অন্ততঃ ৫জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে হবে। যদিও Social Education Centre একাজ করছে তবু

গ্রন্থাগারকেও দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ সাক্ষর ব্যক্তিরাই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। রুশদেশে সমস্ত কম্যুনিষ্ট কর্মীরা নিরক্ষর লোকদের সাক্ষর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং সাফল্যলাভ করেছেন। বিলেতের সমাজসেবকরাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা একটা কঠিন কাজ। এই কাজের দায়িত্ব সরকার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের নিতে হবে।

বিমান গোবিন্দ অধিকারী—মূল প্রবন্ধে কিছু সাধু বক্তব্যের গতানুগতিক রীতি-নীতির উল্লেখ আছে এবং তা সকলই প্রায় নেতিবাচক। কিন্তু জনচেতনা কেন নেই, কীভাবে জনচেতনা জাগ্রত করা যায় তার বিশেষ আলোচনা নেই। শিক্ষার বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগারকে সবার উপযোগী করার ব্যবস্থা করতে হবে। জনচেতনা জাগ্রত করতে হলে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারকে একাই দায়িত্ব নিলে চলবে না—এই সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক, সামাজিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

বিশ্বনাথ কোলে—মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন আছে। মানুষ যদি দেখে কোন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রয়োজন মিটছে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা নিশ্চয় বাড়বে। শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগারে যেমন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে তেমনি যুব-সম্প্রদায়ের জন্যও গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকেরও বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। পুস্তক নির্বাচনও একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকমণ্ডলী পুস্তকের যে তালিকা করেন, অনেক সময় দেখা যায় সরকারপক্ষ সে তালিকা বাদ দিয়ে অন্য বই পাঠিয়ে দেন। হয়তো প্রেরিত বইগুলোর সেই গ্রন্থাগারে কোন প্রয়োজন নেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সরকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে যে আর্থিক অনুদান করেন তাও নিয়মিত নয়। এ বছর একটি গ্রন্থাগারকে দিলে পরের বছর অন্য একটি গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করেন। ফলে দুটো গ্রন্থাগারই অর্থের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়!

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—জনচেতনার অভাববোধ নেতিবাচক কিছুতেই হতে পারে না। ধরা যাক, সরকারী তরফ থেকে লাইব্রেরি বন্ধ করে দেওয়া হলো। জনচেতনা যদি জাগ্রত থাকে তাহলে জনসাধারণ আন্দোলন করে লাইব্রেরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এই জনচেতনার প্রয়োজন আছে। তবে একটা প্রশ্ন হতে পারে—গ্রন্থাগার-কর্মীদের সমাজের সমস্ত দায়িত্বই কি নিতে হবে। নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। গ্রন্থাগার কর্মীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কিছু কিছু সামাজিক কর্তব্যও পালন করতে হবে।

আলী হোসেন—গতকাল (২৪।৫।৭৮) মালদহে জেলা গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে মুখ্য সমাজ-শিক্ষা পরিদর্শক বলেন, গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা বাড়াতে হলে জনচেতনা জাগ্রত করতে হবে। কেবলমাত্র 'বেতন ও পদমর্যাদা চাই' বলে চিৎকার করলেই তা পাওয়া যাবে না। স্কুল-কলেজ লাইব্রেরির তুলনায় জনসাধারণের সঙ্গে জেলা-গ্রন্থাগার, গ্রামীণ-গ্রন্থাগার ইত্যাদির সম্পর্ক অনেক বেশি। তবুও জেলা-গ্রন্থাগারিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক-

দের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রচার করা উচিত, তাঁদের গ্রন্থাগার ছাত্রদের কতটা উপকারে আসতে পারে। প্রচার নেই বলে পাঠকের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়ছে না অন্ততঃ বর্তমান শিক্ষিতের হারের অনুপাতেও পাঠক তৈরী হচ্ছে না। গ্রন্থাগারে dynamic cultural activities গড়ে তুলতে হবে।

বাণী বসু—মূল প্রবন্ধে শব্দের ব্যবহার আমার খারাপ লেগেছে। যেমন 'রুদ্ধতাক' 'পাঠস্পৃহা' ইত্যাদি। এতগুলি বিষয় নিয়ে যে আলোচনার উপস্থাপনা করা হয়েছে তা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। আমার মনে হয়, পরিষদের মুখপত্রে এগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সাহিত্যিকদের বেঁচে থাকা নির্ভরশীল যে গ্রন্থাগারিকদের উপর সেটা আমরা তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারছি। এটা আমাদের গর্বের কথা। সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়েও নানাকারণে সময়মতো বই কিনতে পারছি না। অনেক সময় দেখা যায় বইতে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকদের একটা কাজ হলো লেখকদের এ বিষয়ে সচেতন করে দেওয়া। আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় ভালো শিশুসাহিত্য নেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ—নিরক্ষররা যখন সাক্ষর হন, দেখা যায় তাঁরা অনেকেই গ্রন্থাগারে আসেন না। কারণ সদ্য সাক্ষরদের যে ধরনের বই প্রয়োজন সেই ধরনের বই গ্রন্থাগারে থাকে না। গ্রন্থাগারে সদ্য সাক্ষরদের জন্যও বই রাখতে হবে এবং এই ধরনের বই যে আছে তা সদ্যসাক্ষরদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। লোকশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ করার পরবর্তী কার্যক্রম লাইব্রেরিকে করতে হবে। সদ্য-সাক্ষরদের নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞানকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের পাঠক্রমটি চালু করার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে উক্ত সংসদের কেন্দ্র হওয়া প্রয়োজন। জীবিকা অনুযায়ী পাঠকদের তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা উৎসাহী করতে হবে এবং সেই ধরনের বই তাঁদের পড়াতে হবে। চাষীদের কাছে তাঁদের প্রয়োজনীয় বস্তু পৌঁছনোর খবরও গ্রন্থাগারিকদের পৌঁছে দিতে হবে। গ্রন্থাগারে চাষ, পশুপালন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তিকা সরকার বিনামূল্যে পাঠিয়ে থাকেন। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারিকরা চাষী ও পশুপালকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। গ্রন্থাগারিকদের এটাও একটা কর্তব্য। গ্রন্থাগারের Information Centerকে আরও সক্রিয় হতে হবে। এছাড়া গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার-কর্মীদের গ্রন্থাগারগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অর্থ দেওয়া উচিত। বর্তমানে বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রবীর রায় চৌধুরী—জনচেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে কিছু বাধা আছে। এই বাধাগুলো দূর করতে হলে রাজনৈতিক ও সমাজের বিশিষ্ট লোকদের সচেতন করতে

হবে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত করার গুরু দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের যে স্লোগান আমরা দিয়ে থাকি তা হলো : যে রাজনৈতিক মতবাদেই আপনি বিশ্বাসী হোন-না-কেন, তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য নেওয়া আপনার প্রয়োজন। গ্রন্থাগার মানুষের মনে জ্ঞানের জানালা খুলে দেয়। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক্—বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আইন চালু করা হোক্। পাঠকের সংখ্যা আশানুরূপ নয়—হয়ত কিছুটা proper reading materials-এর অভাব হেতু; তবে আমার মনে হয় এটাই একমাত্র কারণ নয় —গ্রন্থাগার-কর্মীদের এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় হতে হবে। জনচাপ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের শিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আরও ব্যাপক করতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দরকার। এ ব্যাপারে আমি ডঃ অমিয় সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমাজ-শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কতখানি তা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কারও মত, গ্রন্থাগার কর্মীরা সরাসরি নিরক্ষরতা দূরীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হবে আবার কারও মতে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে গ্রন্থাগার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। আমাদের দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। তা দূর করতে হলে জনচাপের দ্বারাই সম্ভব।

পল্লব সিন্‌হা—জনচেতনার অভাব প্রবন্ধে লেখা হয়েছে বটে তবে আমার মনে হয় এই অভাব আছে কিনা ঠিকমতো survey করা হয়নি। গ্রন্থাগারকে তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র এবং মানুষের বাঁচার আন্দোলনে সহায়তা করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের বেতন অত্যন্ত কম। গ্রন্থাগারকর্মীরা যাতে যোগ্যতানুযায়ী বেতন পান তার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই পেশায় যাতে বেকার সমস্যা দেখা না দেয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্র ভর্তি করা উচিত।

প্রমীলচন্দ্র বসু—ছাত্রসংখ্যা সীমিত করার জন্য পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন। তাঁর উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আমি বলতে পারি। সেখানে আমরা সাধারণতঃ যাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত তাঁদেরই ভর্তি করি, যাতে তাঁরা শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক হয়ে গ্রন্থাগারের মান উন্নত করতে পারেন। তারপর অন্যান্যদের ভর্তি করা হয়। গ্রন্থাগারের কাজ সরকারের অন্যান্য কাজের মতো সংকুচিত করার দরুণ বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রচুর ভালো ছাত্রছাত্রী আসে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি তাদের ভালো গ্রন্থাগারিক তৈরী করার। এটা ভাবা উচিত নয় যে, যেহেতু চাকরী পাওয়া যাচ্ছে না সেইহেতু লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন নেই। যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকরী করা হয় তাহলেই অবশ্য অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। আমার যতদূর জানা আছে, কিছু

কিছু জায়গায় এখনো কতকগুলো পদে গ্রন্থাগারিক কিংবা গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ করা হয়নি। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারেই এখনো ২৭।৩০টা পদ খালি পড়ে আছে। যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থাগার কিংবা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সুযোগ পেলে বিনা মাইনেও কাজ করেন. তা-না-হ'লে যা শিখেছেন সবই ভুলে যাবেন। সমস্ত কিছুর দৃষ্টিভঙ্গি আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে একদিন গ্রন্থাগারিকরাও তাঁদের পদমর্যাদা নিশ্চয় পাবেন।

তপন সেনগুপ্ত—গ্রন্থাগারের উন্নয়ন জনচেতনার অভাবহেতু হচ্ছেনা—এই মতে আমি বিশ্বাস করি না। অন্যান্য দেশেও জনচেতনার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে. তা নয়। গ্রেটবৃটেনে যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে তা কি জনচাপে হয়েছে? তা বোধহয় নয়। আমাদের দেশের দু'একটা জায়গায় যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে. তা-ও জনচাপে হয়নি। গ্রন্থাগার আইন একান্ত প্রয়োজন। এবং আমার মনে হয় এই আইন সরকারই করবেন—কারও চাপে নয়. নিজে থেকেই করবেন। কোন আন্দোলনে এই আইন হতে পারে না। শিক্ষিতেরাও গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহশীল নয়। পাঠকের বইয়ের অভাবে আগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। দেখা যায় সভ্যরা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তার কারণ চাহিদানুযায়ী বই পায় না। টাকা পয়সার অভাবে গ্রন্থাগারিক পাঠকের চাহিদা মিটাতে পারে না।

সমীর চট্টোপাধ্যায়—জনচেতনা বাড়াতে হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার reflection নিশ্চয়ই আসবে। কেবলমাত্র নিরক্ষরতাই দায়ী নয়। মানুষকে বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয় বলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের দিয়ে নজর দেওয়া হয়ত সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সুনীল ভূষণ গুহ—আমি পাঠক হিসেবেই এখানে বলবো। অনেক গ্রন্থাগারে দেখা যায় গ্রন্থসূচী থাকে না. ফলে পাঠকেরা গ্রন্থাগারে কী কী বই আছে জানতে পারেন না। বই মনোনয়নও একটা সমস্যা। শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আমি গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রত নিয়েছিলাম। দেখেছি. রাতে অনেক পুরুষ বাড়িতে মেয়েদের একা রেখে লেখাপড়া শিখতে আসার সাহস পায় না। হয়ত সংগত কারণেই তা হয়। এতে বোঝা যায় আমাদের দেশের লোকের নৈতিক অবনতি কতটা ঘটেছে। এই নৈতিক অবনতি দূরীকরণেরও চেষ্টা করতে হবে।

প্রদীপ চৌধুরী—জনচেতনার অভাব নেই। কিন্তু তা সুপ্তভাবে আছে। এই সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা করতে হলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। যেমন করে রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎদের নিয়ে জনসভা ও

পথনাটার মাধ্যমে জনগণের চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। শুধুমাত্র বছরে দু'একটা সম্মেলন করলেই কিছু হবে না। গ্রন্থাগারকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য সমবেতভাবে আন্দোলন করতে হবে। আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

নিরঞ্জন অধিকারী—গ্রন্থাগারের মর্যাদা কেন জনসাধারণ দিচ্ছেন না সেটা আমাদের ভাবতে হবে। গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্র করে তুললেই চলবে না। সাধারণ পাঠকের সাথে গ্রন্থাগারের সরাসরি যোগাযোগ থাকা দরকার। আমার মনে হয়, মহিলা সমিতির সাথে গ্রন্থাগারের সরাসরি যোগাযোগ থাকা দরকার। কারণ মহিলাদের সাথে আসে শিশুরা। এইভাবে শিশুরাও গ্রন্থাগারে আসতে অভ্যস্থ হয়।

বিজয়া জন্তরায়—গ্রন্থাগার নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে তা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, পাঠকেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই সম্মেলনে পাঠকেরও উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।

সত্যব্রত সেন—জনচেতনা নেই, যেমন জোরের সঙ্গে বলা যায় না, তেমনি জনচেতনা আছে তা-ও বলা যায় না। সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাও অনেকেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসুক নন। তাঁদের মতে যে লোক যত তাড়াতাড়ি তাঁর প্রয়োজনীয় বইটি এনে দিতে পারেন তিনিই নিপুণ গ্রন্থাগারিক। এটা কি ঠিক? আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যও জনচেতনা জাগ্রত হচ্ছে না। এটা প্রবন্ধের সুপারিশে ছুড়ে দিলে ভালো হয়। জেলা গ্রন্থাগার আরও ভালো service দিতে পারে যদি গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়।

ডঃ অমিয়কুমার সেন—সরকারী কর্মচারী হিসাবে এখানে আমি যোগদান করিনি। গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। বিদেশেও গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; বিশ্বভারতীতে Curator থাকাকালে অনেক কিছু শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ থাকার প্রয়োজন আছে কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনে সরকারকে প্রতিপক্ষ মনে করা উচিত নয়। সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছার কোন অভাব নেই। আপনারা যে গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার কথা বলেছেন, আমি জানি এ বিষয়ে সরকার আরও একধাপ এগিয়েছেন। তা হলো, গ্রন্থাগারে যদি কোন পাঠকই না আসে তা হলে গ্রন্থাগারকে প্রতিটি ঘরে বই পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিচালক এমন অভিযোগও করেছেন যে গ্রন্থাগারিকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বই কেনেন। পরস্পর দোষারোপ করে লাভ নেই, সহযোগিতার প্রয়োজন। এবং কীভাবে সমস্যার সমাধান হয় তা ভাবতে হবে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অনেকেই equipment কেনার টাকা পান না তা বোধ হয় ঠিক নয়, হয়ত তা যথেষ্ট পরিমাণে নয়। তাঁরা আমাকে জানালে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। জেলা-গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যে বইগুলো থাকে তাতে নাকি শিক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এ বিষয়ে আমি আপনাদের ভার দিতে চাই। Basic বই কি

কি থাকা দরকার যাতে একজন শিক্ষিতের চাহিদা মেটে তার চেষ্টা করবো। এই বিষয়ে আপনারা অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য নিতে পারেন। আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো। সরকারের পক্ষ থেকে যে সব তথ্যমূলক বই প্রকাশিত হয় সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। চাষ-আবাদ ইত্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য এগুলো আপনাদের জোগাড় করতে হবে। Exibition-এর প্রয়োজন বিশেষ করে নিরক্ষর লোকদের জন্য। আমি মনে করি নিরক্ষর হলেই অশিক্ষিত হয় না। আমার মনে হয়, নিরক্ষরতার সাক্ষর করার জন্য গ্রন্থাগারের সরাসরি ভূমিকা নেওয়া উচিত নয়। তার জন্য Social Education Centre আছে। কিন্তু যারা একটুখানি শিখে এসেছে তাদের আরও শিক্ষিত করার জন্য আপনারা দায়িত্ব নিয়েছেন। লোকশিক্ষা সংসদের যে প্রয়োজন আছে সেটার বিশেষ প্রচার নেই। শিক্ষাপ্রসারের জন্য লোকশিক্ষা সংসদের যদি সাহায্য চান তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবেন। যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক সরকার দিতে পারছেন না, সরকার সে বিষয়ে সচেতন। সামাজিক মর্যাদা সরকারের কাছে চাইবেন না। সামাজিক মর্যাদা বাড়লেই পারিশ্রমিকও যথোপযুক্ত হবে।

পল্লব সিনহা—অজিতবাবুর মতে টাকাটা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব নয়। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে দেখা যায়, টাকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। অর্থই পদমর্যাদা বাড়ায়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রবীর রায়চৌধুরী—তপনবাবুর ধারণা, গ্রেটবৃটেনে যে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে তার জন্য কোন গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন হয়নি। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আন্দোলন ছাড়া কোন কিছুরই উন্নতি হয় না। গ্রন্থাগার আইনের জন্য রাজনৈতিক নেতারাও (সরকারী ও বেসরকারী) জনচাপ সৃষ্টির জন্য বলেন। গ্রন্থাগার আইন ইত্যাদি যাই বলুন না কেন কোন দেশেই তা সহজে হয় না যদি না সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে আন্দোলনই চান-না-কেন, সমস্ত বিপ্লবের সচেতনতার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিনাচাঁদায় গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও—আমার মনে হয় পরিষদের এই স্লোগানটি যথোপযুক্ত। গ্রন্থাগার আন্দোলন হবে রাজনীতি নিরপেক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন।

সৌরেন্দ্রমোহন গাংগোপাধ্যায়—বিধানবাবুর মতে আমার প্রবন্ধটি নেতিবাচক। তবে আমার মনে হয়, নেতিবাচক তো নয়ই বরং positively positive।

সমীরবাবুর মতে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয় না। আমার মনে হয়, এই পরিবর্তন আনার জন্যও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজন। এই আন্দোলন Co-operative basis-এ হবে। গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা যে খুবই কম সেটা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থাগারও এক ধরনের Social investment, কিন্তু এই investment-এর পরিবর্তে সমাজ খুব একটা আশাপ্রদভাবে

পায় না। মানুষ মাত্রেরই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাঠস্পৃহার survey করা হয়েছে। আমরা আমাদের পরিষদের পক্ষ থেকেও survey করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যথোপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায়নি। আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। বিক্ষোভ-মিছিল হলেই শুধু আন্দোলন হয় না, নিঃশব্দ আন্দোলনও হতে পারে। সার্থকতার কথা অনেকে বলেছেন, কিন্তু সার্থকতার প্রশ্ন তুলে বসে থাকলেই কী সার্থকতা আসবে।

প্রবীলচন্দ্র বসু—মূল আলোচ্য প্রবন্ধ নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, এটা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হলে খুবই ভালো হতো। Demand ও supply একটা কথা আছে। চাহিদা সৃষ্টির প্রয়োজন আছে এবং সেইমতো supply করার প্রয়োজনও আছে।

পাঠকের রুচির কথা অনেকে তুলেছেন। সব পাঠকের এক ধরনের রুচির কথা ভাবা উচিত নয়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে রুচির উন্নতি করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে সুপ্তচেতনা নিশ্চয় রয়েছে। এই চেতনাকে জাগ্রত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের। কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনার অভাব প্রায়ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। পরিচালকদের চেতনাকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় সেটা আমাদের ভাবতে হবে। রাষ্ট্রপরিচালকদেরও চেতনা জাগ্রত করা প্রয়োজন। গ্রেটব্রিটেনে গ্রন্থাগার আইন করার সময়, এমনকি, Oxford University কর্তৃপক্ষও প্রথমে এর বিরোধিতা করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা গ্রন্থাগার আইন সমর্থন করেছিলেন। গ্রন্থাগারকে কোন বিশেষ দলীয় নীতির মধ্যে ধরলে চলবে না। গ্রন্থাগার সর্বজনীন। সামনে অন্তবর্তী নির্বাচন। আমার মনে হয়, গ্রন্থাগার আইন চালু করার কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক নির্বাচনী ইস্তাহারে রাখার প্রয়োজন আছে। তবে অন্যান্য মূল বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখেই এগুলো করে যেতে হবে।

দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ :—"আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম" প্রবন্ধটি উত্থাপন করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং অধিবেশন পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলেরই বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হলো :—

মিহাই মাল্লা—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা কাজে সফল করা যাবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। গ্রন্থাগারে যে ধরনের কাজের চাপ তা সম্পন্ন করে এই ধরনের গ্রন্থসূচী করা যাবে কিনা সন্দেহ। আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতা গ্রামে কতদূর সফল হবে বলা শক্ত। আমার মনে হয়, এগুলো special library-র ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। এই প্রস্তাবে সাধুবাদ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলতে পারছি না।

বাণী বসু—জাতীয় গ্রন্থাগারে এই ধরনের কাজ কিছুটা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ করেছে। অন্ততঃ তিন মাসের কাজ এগিয়েছে। এটা শুধু তথ্য হিসেবে রাখছি। পুরোনো

পত্রপত্রিকার গ্রন্থপঞ্জী প্রয়োজন। শুধুমাত্র শহর ভিত্তিতে নয়, গ্রামের গ্রন্থাগারেও কি আছে জানা দরকার। তাহলে প্রয়োজনবোধে এগুলোর microfilm করা যায়।

আলী হোসেন—বিষয়বস্তুটি খুবই ব্যাপক। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে আগে একটা যৌথসূচী করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। Scheme তৈরী করতে হলে কিছু টাকার প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, জেলা গ্রন্থাগারের পাঠকের যদি কলেজ গ্রন্থাগারের কোন বিশেষ বইয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে পাওয়া যায় না। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমি সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

বিশ্বনাথ কোলে—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বই কেনার অর্থাভাবের থেকেও অনুভব করা যায়।

সত্যব্রত সেন—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার চিন্তা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু এর objective condition কি জানানো প্রয়োজন।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। আমার মনে হয়, এই সভায় এই প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না। কোন বিশেষ বিষয়ের যৌথসূচী সবক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। এই সমস্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষদের নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য—কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রবন্ধটিকে সহর কেন্দ্রিক করা হয়েছে, কিন্তু এখানে গ্রামের কথাও বলা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ গাড়ী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যায়, কাজেই সেখানকার গ্রন্থাগার তার নিজের প্রয়োজনমতো বই নিতে পারে। তৎসত্ত্বেও তা সফল হয় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরস্পর আলোচনা করে যদি গ্রন্থ নির্বাচন ও গ্রন্থ ক্রয় করা হয় তাহলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে। দশটা লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে আঞ্চলিক ভিত্তিতে যদি তার একটা যৌথসূচী করে রাখা যায় তাহলে সকলেই উপকৃত হবে।

সৌরেন্দ্রমোহন গংগোপাধ্যায়—অঞ্চলভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার একসংগে কাজ করলে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধশালী হবে। এই প্রবন্ধে equipments সম্বন্ধেও আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সহযোগিতার অভাবহেতু Inter Library Loan System সফল হয়নি। তবে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

প্রবীর রায়চৌধুরী—প্রদীপ চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে বলছি, প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাব নয়। প্রবন্ধটি আমার লেখা। সত্যবাবুর উক্তি হলো, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হয় advanced, না হয় জেলা গ্রন্থাগারের থেকে বহুদূরে। প্রস্তাবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জেলা গ্রন্থাগার সচেষ্ট হতে পারেন না, যেমন অনেক গ্রন্থাগারে

হয়ত duplicate copy আছে সেটা "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ছাপা হলে যে সব গ্রন্থাগারে সে বই নেই, সে সব গ্রন্থাগার প্রয়োজনবোধে জোগাড় করবে। আমার মতে ৪টি ক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্বের প্রয়োজন আছে। বাকী সমস্ত প্রস্তাবই সদিচ্ছার উপর নির্ভর করছে। co-operative purchasing এর কথা ইচ্ছে করেই বলা হয়নি এই ভেবে যে, যেটুকু আমরা করতে পারি সেটুকুই প্রস্তাবে আছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—আজ থেকে ১০ বৎসর আগে রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ বইয়ের একটা চোরা-গ্রন্থাগার ছিল। প্রকাশ্য গ্রন্থাগারে এইসব বই রাখা সম্ভব ছিল না।

আমার মনে হয়, অন্ততঃ কলকাতায় এই Inter library loan system চালু করা যায়। কলকাতা ছাড়া অন্যান্য সহরেও সহযোগিতা স্থাপন করলে এটা সাফল্যমণ্ডিত নিশ্চয়ই হবে। তবে যৌথসূচী সফল করতে কিছুটা সময় লাগবে নিশ্চয়।

মূল প্রবন্ধের উপর গৃহীত প্রস্তাব

২৪-২৬শে মে, ১৯৬৮ সালে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত
দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবাবলী :

পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত বালুরঘাটে ২৪-২৬শে মে, ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনা" সংক্রান্ত মূল প্রবন্ধটি আলোচনাক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, সরকার, গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার পরিষদ জনসাধারণ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে :—

(১) এই সম্মেলন গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও জনচেতনা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে, গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালীকে কেবলমাত্র পুস্তক আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণের, সর্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়, উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। এই ব্যাপারে বিশেষ করিয়া স্থানীয় প্রয়োজনকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করিয়া সেইমত তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ করিয়া গ্রন্থাগারগুলিকে অবিলম্বে গড়িয়া তোলা বাঞ্ছনীয় এবং এই কার্যক্রমের রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত গ্রন্থাগারগুলিকে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

(২) এই সম্মেলন মনে করে যে, সদ্যসাক্ষরদের নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখার জন্য গ্রন্থাগারে তাঁহাদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারকে সদ্য সাক্ষরদের জন্য উন্নতমানের পর্যাপ্ত সংখ্যক পাঠ্য উপকরণ দ্বারা গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

(৩) এই সম্মেলন রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সর্বস্তরে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম সুপারিশ করিতেছে :—

(ক) স্থানীয় নিরক্ষর অধিবাসীদের নিকট নিয়মিত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া শোনানোর ব্যবস্থা :

(খ) স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা অনুযায়ী শিল্প, কারীগরিবিদ্যা, কৃষি, কুটিরশিল্প, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সরবরাহ :

(গ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয় যেমন সাধারণ নির্বাচন, পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, পরিবার পরিকল্পনা, গণপ্রথা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা :

(ঘ) প্রস্তাবিত কার্যক্রমকে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সংস্থার সাহায্যে ম্যাজিক লণ্ঠন-স্লাইড ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ছবি ও দেওয়ালপত্র প্রভৃতি সরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ এবং যাত্রা, পুতুলনাচ, কথকতা, অভিনয় ইত্যাদি প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা :

(ঙ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার সুবিধার্থে কর্মীদের মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হওয়া।

উপরোক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হইবে জনসাধারণকে আরও অধিক পরিমাণে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা।

(৪) এই সম্মেলন মনে করে যে, শিক্ষায় উন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের বিশেষ কর্মসূচী যেমন, পুস্তক সমালোচনা সভা, গ্রন্থ প্রদর্শনী, মুক্ত দ্বার (Open Access) পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৫) এই সম্মেলন সকল সাধারণ গ্রন্থাগারকে শিশু ও কিশোরদের জন্য স্বতন্ত্র ও উপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(৬) এই সম্মেলন রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরকে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব-সময়ের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(৭) এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে, সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয় বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যথোপযুক্ত না হওয়ায় পাঠকদের চাহিদা সন্তোষজনকরূপে পূর্ণ করা সম্ভব হইতেছে না। সেজন্য সম্মেলন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তক অনুদান বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতেছে : তবে এই অর্থ অনুদান এবং গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য আর্থিক বরাদ্দের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়।

(৮) এই সম্মেলন আরও মনে করে যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনার অভাবের অন্যতম কারণ হইল বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব। আইনানুগ সুসংবদ্ধ

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটিবে, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার সমাধান হইবে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থায়িত্ব আসিবে এবং সর্বোপরি সুপরিচালনার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক জনসাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এতদুদ্দেশ্যে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(৯) এই সম্মেলন আরও মনে করে যে, প্রথাগত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত বয়স্ক সাক্ষরদের নবলব্ধ জ্ঞানকে বজায় রাখার জন্য এবং তাঁহাদের শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা উৎসাহিত বোধ করেন সেইজন্য একদিকে যেমন গ্রন্থাগারগুলি হইতে তাঁহাদের উপযোগী পুস্তক ও তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে তাঁহাদের শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ব-ভারতী লোকশিক্ষা সংসদের পাঠক্রমটি কাজে লাগানো দরকার। এই পাঠক্রম যাহাতে অবিলম্বে চালু হয় তাহার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের একটি করিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রতিটি গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত ও বিন্যস্ত না হওয়ার জন্য জনসাধারণের অধিকতর সেবায় ঐ গ্রন্থাগারগুলিকে যেভাবে নিয়োগ করা যাইত তাহা সম্ভব হইতেছে না। অধিকন্তু যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারাও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নীতির অভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালিত করিতে পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় এই সম্মেলন মনে করে যে, একদিকে যেমন সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীরা যাহাতে তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাইয়া উন্নত ধরনের বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ অবিলম্বে দেওয়া হউক।

অন্যান্য গৃহীত প্রস্তাব

নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত :

(১) ডেলিভারি অব বুকস এ্যাক্ট অনুসারে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশানাল লাইব্রেরী, মাদ্রাসের কনেমারা পাবলিক লাইব্রেরী ও বোম্বাইয়ের সেনট্রাল লাইব্রেরী প্রভৃতি নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিতে প্রত্যেক প্রকাশকের প্রকাশিত পুস্তকের তিন খণ্ড করিয়া পাঠাইবার যে বিধান আছে, তাহা যথাযথভাবে যথা সময়ে পালিত না হওয়ার কারণগুলি

অনুসন্ধান করিবার জন্য এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভাকে অনুরোধ জানাইতেছে।

কলিকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরী নব প্রকাশিত পুস্তকগুলি লেখক অথবা প্রকাশকের নিকট হইতে সময় মতো না পাওয়ার ফলে তাহাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করায় বিলম্ব হইতেছে যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে প্রকাশকদের বিশেষ কোনও বক্তব্য থাকিলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাহা জানিতে ইচ্ছুক।

(২) বৃটিশ আমলে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত যে সকল পুস্তক পুস্তিকা, খণ্ডপত্র, ছবি ও শব্দযন্ত্রে তোলা গান রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া জনগণের নিকট নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেপাজতে তাহা রক্ষিত আছে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজ্য সরকার সেই সকল বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

যেহেতু বর্তমানে ঐ সকল গ্রন্থাদি জনগণের চক্ষুর অন্তরালে রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, যেহেতু উহাদের মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও তাহা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে ইঙ্গিত ও চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এবং যেহেতু ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট উহাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে, সেহেতু জনগণের পক্ষে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঐগুলি কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের উপর গৃহীত প্রস্তাব

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (বালুরঘাট ১৯৬৮) আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমকে অনুমোদন করিতেছে। এই কার্যক্রমকে রূপায়িত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবার ও আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে :

(ক) কলিকাতা অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক যে সব পত্রপত্রিকা আছে তাহার যৌথসূচী (union catalogue) নির্মাণের যে কর্মসূচী নিম্নলিখিত ইনসডক গ্রহণ করিয়াছে তাহা অবিলম্বে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, এই কাজকে সফল করিবার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে।

(খ) সমাজবিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পত্রপত্রিকার একটি যৌথসূচী তৈয়ারী করার কর্মসূচী গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানান প্রয়োজন। এই কর্মসূচীর আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(গ) বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার একটি যৌথসূচী তৈরীর কর্মসূচী গ্রহণ করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা জাতীয় গ্রন্থাগার অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে অনুরোধ জানান প্রয়োজন। এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান দরকার।

(ঘ) এই রাজ্যের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত পুঁথির একটি যৌথসূচী তৈয়ারী করিবার কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান প্রয়োজন।

(ঙ) রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট থিসিসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়জ্ঞাপক সূচী নির্মাণ করার এবং তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিনিময় করিবার অনুরোধ জানান প্রয়োজন। পরে ঐ সূচীগুলি হইতে একটি যৌথসূচী তৈয়ারী করিবার দায়িত্ব লইতে রাজ্যের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে অনুরোধ জানান প্রয়োজন।

(চ) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান সদস্যদের (current members) মধ্যে সভ্য কার্ড বিনিময়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভ্যদের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াই হইবে এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। সর্বব্যাপক না হইলেও নিম্নলিখিত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এই সহযোগিতার কার্যক্রম নেওয়া যাইতে পারে (অন্ততপক্ষে পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুযোগ) :

(১) জেলাভিত্তিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে

(২) জেলাভিত্তিক জেলা, সহর, মহকুমা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে

(৩) রাজ্যভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় এবং বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে

(ছ) জেলা ভিত্তিতে জেলায় যে সব দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহার সূচী নির্মাণের জন্য জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে এবং কলিকাতার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে অনুরোধ জানান প্রয়োজন। ইহার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তার দায়িত্ব লইতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান দরকার।

(জ) জেলা গ্রন্থাগারগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থযান মারফৎ যে সব পাঠ্যবস্তু ধার দিতে চায় তাহার তালিকা পূর্বেই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানান প্রয়োজন। ইহার ফলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রয়োজনমত পাঠ্যবস্তু নির্বাচন করিতে পারিবে।

(ঝ) যে সব গ্রন্থাগারপাঠকদের জন্য নূতন গ্রন্থ সংযুক্তি তালিকা, গ্রন্থসূচী, পত্র-পত্রিকার সূচী, বিষয় সূচী, প্রবন্ধ সূচী ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকে তা আগ্রহী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিতরণ করিবার কর্মসূচী লওয়া প্রয়োজন। এই সব গ্রন্থাগার ও সূচী-তালিকা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আগ্রহী গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ গ্রন্থাগারকে অনুরোধ জানাইতে পারে।

(ঞ) যে সব গ্রন্থাগার পুরানো, অতিরিক্ত অথবা অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা অন্য গ্রন্থাগারে বিতরণ করিতে আগ্রহী তাহার তালিকা তৈয়ারী করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন। ঐসব গ্রন্থাগার, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার তালিকা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায়ও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

(ট) রাজ্যভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক যে সহযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইতেছে তার নিয়মিত সংবাদ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, ইহার ফলে সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ উৎসাহ পাইবে।

(ঠ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সম্মেলন ও আলোচনাচক্রে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হওয়া উচিত, এই বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

(ড) এই রাজ্যের জন্য একটি আন্তঃগ্রন্থাগার লেন-দেনের নিয়মাবলী তৈয়ারীর দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঢ) আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনের জন্য বিনা ডাকমাশুলে পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হউক। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদক : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

Proceedings of the 22nd Bengal Library Conference (Balurghat), 24-26 May, 1968.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইন্‌স্টিট্যুট। ৪৩, কাশীপুর রোড, কলি-৩৬।

কাশীপুর ইনস্টিট্যুটের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন।

সর্বশ্রী পুলীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ মিত্র (সহঃ সভাপতি), চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), প্রতাপ বসু, হীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, প্রমোদ চক্রবর্তী (সহঃ সম্পাদক), তরুণ মজুমদার (গ্রন্থাগারিক), গৌর সামন্ত (কোষাধ্যক্ষ), বাদল চক্রবর্তী, সমর সেন, বলাই ভড়, সুশীল পাল ও তারানাথ ভট্টাচার্য (সদস্যবৃন্দ)।

খিদিরপুর মিতালী সংঘ। ৩২এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, কলি-২৩।

মিতালী সংঘের ১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, সংঘ নানারকম সমাজশিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে আলোচ্য বৎসরে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, সংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস ও মিলনোৎসব, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জয়ন্তী, প্রজাতন্ত্র দিবস অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সংঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারে মোট সদস্য হয়েছে ৬৯ জন এবং পুস্তক সংখ্যা ১৭৫৬টি। গত ৩রা ডিসেম্বর, '৬৭ 'সমাজ শিক্ষা সপ্তাহ' পালন করা হয়। ২০শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়।

বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরী অ্যাণ্ড রিডিং ক্লাব। ৩, বেনিয়াপুকুর রোড, কলি-১৪।

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫ গ্রন্থাগার ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি পালন করা হয়। প্রাক্তন মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য মহাশয়। নানা আলোচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীকিতীশচন্দ্র সরকার।

২৪ পরগণা

গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার। গাইঘাটা।

গত ৩রা থেকে ৫ই এপ্রিল, '৬৮ পর্যন্ত গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে একটি যুব-কিশোর শিবিরের আয়োজন করা হয়। চল্লিশজন কিশোর এবং যুবক এই শিবিরে

যোগদান করেন। কিশোর ও যুবসম্প্রদায়ের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে এই শিবিরের সূচনা। চরিত্র সংগঠন ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে নানা আলোচনায় যোগদান করেন স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষাবিদ।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পাঠাগার। পোঃ মডেল বেলগড়িয়া।

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী। আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় অনধিক ছয় পৃষ্ঠা হওয়া চাই। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় গ্রন্থাগারিক শ্রীসুশীলকুমার মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বর্ধমানে

কাশীরাম দাস পাঠাগার। সিজি।

কাশীদাস পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৫শে বৈশাখ, '৭৫ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১০৭ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রভাতফেরী, সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। গ্রন্থাগার সদস্য শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

গত ২৮শে এপ্রিল, '৬৮ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের ১৯৬৭-৬৮ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ আলোচ্য বর্ষে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩৩ জন, পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ১০,৪১৭ খানি এবং সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা ২৩৭ খানি। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী ছ'টি গ্রামে গ্রন্থাগারের শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন : সর্বশ্রী দেবলনাথ বসু ঠাকুর (সভাপতি), বীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত (সহঃ সভাপতি), শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), নিমাইচাঁদ ঘোষ (যুগ্ম-সম্পাদক), বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক), শক্তি আরাধ্য চট্টোপাধ্যায়, (কোষাধ্যক্ষ), অনন্তকুমার দে, সত্যনারায়ণ পণ্ডিত, কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম হোসেন, নলিনীকুমার দে ও কিষণলাল তা (সদস্য)।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। মানকর।

১০৭তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব গত ১২ই মে, '৬৮ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবৈদ্যনাথ গোস্বামী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। শ্রীশিবশংকর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅলকনাথ ঘোষের পরিচালনায় গীতি আলেখ্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। সাটিমন্দা।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২৪শে বৈশাখ কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সঙ্গীত, জীবনীপাঠ, আলোচনা এবং প্রার্থনা সভা এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে বৈশাখ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং হাস্যকৌতুক ও মূকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবাসুদেব অধিকারী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅনন্তকুমার পাত্র মহাশয়। ২৭শে বৈশাখ 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'বশীকরণ' এবং "মুকুট" এই তিনটি নাটিকা অভিনীত হয়।

সুভাষ পাঠাগার। ফটকবার, কালনা।

গত ১লা বৈশাখ, '৭৫ সুভাষ পাঠাগারের নবম বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় সর্বশ্রী নিত্যানন্দ দাস, শম্ভু লাহা, গৌর ভট্টাচার্য, দিলীপ মণ্ডল ও গোবিন্দ রায় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের আরো বেশী গ্রন্থাগারাভিমুখী করার প্রচেষ্টা চলেছে।

বীরভূম

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

গত ২৪শে মার্চ, '৬৮ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদের উদ্যোগে বীরভূম জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীকিতিশচন্দ্র ধর মহাশয়। পরিষদ পরিচালক শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সরকার মনোনীত সভাপতি ছিলেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী।

সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে গত ২৪শে বৈশাখ, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্র জীবনীকার ও প্রখ্যাত গ্রন্থাগারবিদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী।

সম্প্রতি শ্রীমতী আশালতা দেবী তার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে বই ও আলমারী কেনার জন্য ১০০০ টাকা দান করেছেন।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সংঘ (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। জলঙ্গী।

রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে 'ব্রজেন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'রবিচ্ছায়া' গীতি-আলেখ্য ও 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটিকাটি।

মেদিনীপুর

রবীন্দ্র পাঠাগার। মহিষাদল।

গ্রন্থাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক শ্রীঋষি দাস মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস এবং শ্রীশরৎচন্দ্র মেটিয়া রবীন্দ্র জীবন দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 'বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ' নামক গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জুলারসা শক্তি পাঠাগার। জুলারসা।

গত ২৮শে মে, '৬৮ শক্তি পাঠাগারের সাধারণ সভায় কার্যকরী সমিতির নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হন :

সর্বশ্রী মহানন্দ মান্না, প্রভাতকুমার পাত্র, দিলীপকুমার পাত্র, বাসুদেব মান্না, গুরুপদ হাজরা, আনাগুল পুরকাইত, শিশির ঘোষ, তরুণ কুমার হাজরা, স্বষ্টিধর হাজরা ও মানিক চন্দ্র অধিকারী।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার। গ্রাম: নাচক, পো: নাওপালা।

গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ, '৭১ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকীরূপে চিহ্নিত করা হয়। এইদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপান্নালাল মাইতি।

দ্বিতীয় দিন গ্রন্থাগার দিবসে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনল সিংহ ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

হুগলী

নিবেদিতা গ্রন্থাগার। ১০৩, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া।

নব প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া নিবেদিতা গ্রন্থাগারে একজন ছাত্র শ্রীঅভিজিৎ সরকার ১২৫টি বই প্রদান করে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বইগুলি গ্রন্থাগারে সাদরে গৃহীত হয়েছে এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনুরূপ সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

সংবাদ প্রদান ও সম্পাদনা :—শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত।

সম্পাদক সমীপেষু।

বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে

মহাশয়,

অনেক বছর পর সম্মেলন একটি দুর্গম ও দীর্ঘপথে পদক্ষেপ করল। যত অসুবিধাই ঘটে থাকুক না কেন রাজ্যের এই বিচ্ছিন্ন প্রান্তে সম্মেলনের আয়োজন খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

এবারের সম্মেলনে অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক প্রতিনিধি আসবেন বলে আশা করা হয়েছিল। দীর্ঘপথ, গ্রীষ্মের প্রখরতা, ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি কারণেই হয়তো প্রতিনিধি ও দর্শকদের সংখ্যা দুশো অতিক্রম করেনি। ব্যবস্থাপনার কথা তুলব না, কারণ তাতে অল্পবিস্তর ত্রুটি হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু সম্মেলনের দায়িত্ব যাঁরা কোনদিন নিয়েছেন, তাঁরাই জানেন সীমিত সঙ্গতির ফলে সম্মেলনের আয়োজন কত আয়াসসাধ্য। এবারের সম্মেলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেরাই। আদৌ সাধারণ নির্বাচনের অর্থবান কোনো প্রার্থীর আনুকূল্য ফুটে ওঠেনি।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে একদল প্রতিনিধি যথেষ্ট উৎসাহ ও গুরুত্বের সঙ্গেই যোগ দিতেন। আবার বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি শুধু ভ্রমণের তাগিদেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে থাকেন। প্রতিনিধিদের আহার-বাসস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থায় একদল যেখানে যথেষ্ট পরিমাণেই বিব্রত, সেখানে মনে হয় নিছক ভ্রমণের সাধ পূরণে নেহাত ভীড় না বাড়ানই সুবিবেচনার লক্ষণ। তবে সম্মেলনের কার্যকাল আর একটু বর্ধিত করলে প্রতিনিধিদের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে। স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখারও অবকাশ থাকা ভাল। আর ভবিষ্যতে তাপের গতি ঊর্দ্ধগামী হওয়ার আগেই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা করতে অনুরোধ জানাই।

এবারের মূল আলোচ্য দুটি বিষয়ের প্রথম অধিবেশনটিতে আলোচনা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। তবে জনৈক প্রতিনিধির অসংলগ্ন উক্তির ফলে অহেতুক বাদপ্রতিবাদে বেশ কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। মূল প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যে তিনজন (তপন সেনগুপ্ত, বিধান অধিকারী, সমীর চ্যাটার্জী) অল্পবিস্তর বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি তপনবাবুর কথায় বেশ একটু উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। সম্মেলনে সবাইকে একবাক্যে কোনো একটা কথাকে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। সকলেরই মন খুলে কথা বলা ভাল। তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়েই চিন্তার উদ্দীপনা ও মূল বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবার সুযোগ পায়। সুরে সুর না মিলিয়ে নির্ভয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য উক্ত তিনজনকে এবং বিশেষ করে তপনবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। তবে তাঁরা তিনজন নিজেদের বক্তব্যকে শুধুমাত্র নঞর্থক না করে কিছুটা বিকল্প সুপারিশ রাখলে

ভাল হত। দীর্ঘকাল পূর্বে বিতরিত আলোচ্য প্রবন্ধগুলি অনেক প্রতিনিধিই যে পড়ে ওঠার সময় পান নি তার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। অধিবেশনগুলিতে সময় সীমিত জেনেও প্রতিনিধিরা বিষয়ান্তরে সহজেই যান ; প্রণালীবদ্ধ চিন্তার অভাব ও বক্তব্য পেশের অক্ষমতা বেশ পীড়াদায়ক। প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে নির্মল মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে তাঁর সুস্পষ্ট মতকে খুব সুন্দরভাবে রাখেন। এছাড়া মঙ্গলপ্রসাদ সিংহের বক্তব্য এবং পরে তার সমর্থনে ডক্টর অমিয় সেনের ভাষণে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন শুরু হল এক ঘণ্টা দেরী করে অর্থাৎ বেলা ৪টায়। উপস্থিতির সংখ্যা ক্ষীণ। মুদ্রিত কার্যসূচী অনুযায়ী অধিবেশন শেষ হবার কথা ছিল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। শোনা গেল স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিনিধিদের বিশিষ্ট একাংশকে (সকলকে নয়) বিকেল পাঁচটায় চা-চক্রে আমন্ত্রণ করেছেন। সেই আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য অধিবেশনে উপস্থিতি ক্রমে পাতলা হয়ে এল। কোনপ্রকারে তাড়াতাড়ি অধিবেশনের কাজ শেষ করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কোন অংশ নেন নি। অধিবেশন চলাকালীন সময়েই তিনি চা-চক্রের আয়োজন করেন। আর বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ সেই আমন্ত্রণে অধিবেশন ছেড়ে তাতে যোগ দেন। বৃত্তিগত দৃষ্টিতে এই ঘটনা আমার মনে আঘাত করে।

স্বভাবতই দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের আলোচনাটি বিশেষ জমে নি ; যদিও বিষয়টি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্টই জরুরী ছিল। আলোচনায় যোগদানকারীরাও অধৈর্যমনস্কভাবে নিজেদের বক্তব্য রাখেন। প্রবন্ধের উত্থাপক ও পরিষদ কর্মসচিবের প্রকাশ্য বাদানুবাদ একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

সমাপ্তি অধিবেশনের আগে থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা আর একটা বেলার কষ্ট স্বীকার করলে পারতেন।

সম্মেলনে আগত দুজন প্রতিনিধির কথোপকথন কানে আসে। বুঝলাম তাঁরা পেশাদার কর্মী নন। তাঁদের অভিযোগ যে সম্মেলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এখন কেবল গ্রন্থাগার পেশার প্রসঙ্গেই অধিক উৎসাহী। অপেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের চিন্তা ও সমস্যার বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু এবারের সম্মেলনে পেশাগত আলোচনা আদৌ ছিল না। যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা মূল কর্মসূচীর বহির্ভূত স্থান ও সময়ের অবকাশে। তা ছাড়া পেশাদার কর্মীর সংখ্যা ও দায়িত্ব এখন ক্রমেই বাড়ছে। তাদের সমস্যাদি কিঞ্চিৎ প্রাধান্য পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাঁরাই এখন উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

গ্রন্থাগারিকতা পেশায় বহুসংখ্যক মহিলা দেখা গেলেও সম্মেলনে তাঁদের উপস্থিতি প্রায় নগণ্য। আলোচনাদিতেও এতকাল একমাত্র বাণীদির কণ্ঠস্বর শোনা যেত। এবারের সম্মেলনে আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বিজয়া পত্তরায়ের অংশ-গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। কুচবিহার, মালদহ ও বালুরঘাটের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি হতে তিনজন

মহিলা কর্মী এসেছিলেন। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তের নিরলস সাহচর্য খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য কর্মীদের সহায় ব্যবস্থাপনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সম্মেলনকে সার্থক করে তোলে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের কণ্ঠস্বর ব্যাপকার্থে যে ক্ষীণ তা সবাই জানি। সেই কারণেই বোধহয় সমাপ্তিতে জাতীয় সংগীত ম্রিয়মান হয়ে ওঠে। সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার সাতদিন পর এই পত্রটি লিখছি, আজও পর্যন্ত কোন সংবাদপত্রে সম্মেলনের খবর বেরোয় নি। আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার উদাহরণ বলেই কি একে মেনে নেব। নিবেদনান্তে,

সুচিত্রা ঘোষ

৩।৬।৬৯

পরিষদ গ্রন্থাগার

আমাদের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারের শুভাকাঙ্খী বন্ধুজনের কাছে আমাদের আবেদন তাঁরা সাধ্যানুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই আমাদের গ্রন্থাগারে দান করুন।

বিনীত—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার উপসমিতি।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

Granthagar

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

CONFERENCE NUMBER

IN THIS ISSUE

- The Balurghat Conference & after (Editorial) 1
- Presidential Address : 22nd Bengal Library Conference—Ajit Kumar Mukherjee 3
- Library through the light of Perception Nirmalendu Manna 12
- Library movement in Bengal (9) —Gurudas Bandyopadhyay 20
- Address by the President Reception Committee —Kamalendu Chakraborty 27
- Messages 29
- List of delegates 31
- Proceedings of the 22nd Bengal Library Conference 36
- News from Libraries 53
- Letters to the Editor 57

VOLUME 10 : BAISAKH 1375 NUMBER 1

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ং খ্যা য়

গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ (সম্পাদকীয়)
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১০)
—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে
—সত্যব্রত সেন
পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা :
চন্দননগর ফরাসী ইন্‌স্টিটিউট গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা
—কুণাল সিংহ
সম্পাদক সমীপেষু
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ :
পরিষদ কথা
গ্রন্থাগার সংবাদ
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা (১৯৬৮)
সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

'গ্রন্থাগার'-এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ মজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৩৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৲ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫৲ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০৲ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫৲ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

॥ প্রকাশিত হইল ॥

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY

সঙ্কলক

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.

সংশোধক :

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ., পি-এইচ. ডি.

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক)

একটি ভাল পূর্ণাবয়ব বাঙলা-ইংরেজি অভিধানের অভাব লক্ষ্য করিয়া অশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত এই অভিধানটি সঙ্কলন করা হইয়াছে। সর্ববৃত্তিধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ-বিন্যাস করা হইয়াছে। শব্দার্থে প্রয়োগের উদাহরণ এবং বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টির ইংরেজি দেওয়া হইয়াছে। ১০৮০+৮ পৃষ্ঠা ; ক্রাউন অক্টেভো আকার, সুস্পষ্ট মুদ্রণ ; ভাল কাগজ, বোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই।

বাংলা-ইংরেজি চর্চাকারীর পক্ষে অপরিহার্য

দাম বার টাকা

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৭৬৬১

Granthagar

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

IN THIS ISSUE

- Libraries and Public Relations (Editorial) 61
- Library movement in Bengal (10) —Gurudas Bandyopadhyay 63
- Book Supply through Book Mobiles in West Bengal—Satyabrata Sen 71
- Libraries and Museums in West Bengal : The Chandernagore French Institute Library & Museum—Kunal Sinha 75
- Letters to the Editor 77
- Library Workers in the news 89
- Association notes 92
- News from Libraries 93
- Notice : Examination for the Certificate Course : 1968 96

VOLUME 18 : JYAISTHA 1375 NUMBER 2

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

CALCUTTA CENTRAL UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২ | ১৩৭৫, | জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ

গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত করার উপায় নিয়ে সম্প্রতি আমরা যে চিন্তা করছি তা নতুন কিছু নয়। এ প্রশ্ন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আর শুধু অস্তিত্ব রক্ষাই কেন, গ্রন্থাগারকে যদি গড়ে উঠতে হয়, তবে তাকে যে কোন সমাজের সমসাময়িক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখেই গড়ে উঠতে হবে। আজকের পৃথিবীতে সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত সমাজ গড়ে ওঠার মূলে যে গ্রন্থাগারের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থাগারের যদি সামাজিক চাহিদা না থাকে তবে যে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই শুধু বিপন্ন হয় তাই নয়, গ্রন্থাগারিক বৃত্তির লোকেদের পায়ের তলার মাটিও আর থাকে না। যে আশা ও বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার বিস্তার দর্শন, তার মূল ভিত্তিভূমিই নড়ে ওঠে।

আমরা কেন গ্রন্থাগারিক হয়েছি; দেশসেবা, দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে আমাদের ভূমিকাই বা কী; আমাদের কাজের সার্থকতাই বা কি এবং গ্রন্থাগার বিস্তার দর্শনই বা কি; গ্রন্থাগারের উন্নতিতে জনসাধারণেরই বা লাভ কি: সর্বসাধারণের জন্য কেনই বা গ্রন্থাগার চাই—গ্রন্থাগারিকদের মনে এ সকল চিন্তা খুব সঙ্গতভাবেই ওঠা উচিত। গ্রন্থাগার বৃত্তিটি প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজ সেবার কাজ; এ কাজে ধৈর্য হারালে চলবে না। ইউনেস্কো ১৯৬৮ সালকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বৎসর হিসেবে ঘোষণা করে দেশে দেশে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, জাতিগত বৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বলেছেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের সনদেও বলা হয়েছে—'as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance both among the peoples of Member states themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.'

একটু ভালোভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, মানবাধিকারের এই সনদ বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রের প্রসার ও মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি রয়েছে তার হাতে। গ্রন্থাগারের বার্তা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাই গ্রন্থাগারিকের পবিত্র কর্তব্য। সমাজের আবালবৃদ্ধ-বণিতা ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োজনে শুধু সরবরাহ করাই নয়, গ্রন্থাগারের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করাও গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্তব্য। বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সর্বত্রই গ্রন্থাগার জনসাধারণের সম্পত্তি—গ্রন্থাগারের কাছ থেকে কী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এটা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। আর জনসাধারণ যদি গ্রন্থাগারে না আসে তবে গ্রন্থাগারকেই জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বর্তমানে গ্রন্থযানের মারফৎ গ্রন্থ বিলি করা হচ্ছে—গ্রন্থাগারে বই ছাড়াও অন্যান্য সামগ্রী সংগৃহীত হচ্ছে—যেমন ফিল্ম, রেকর্ড টেপ, চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ, যাত্রা, কথকতা বক্তৃতা, প্রদর্শনী, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রচার। বলাই বাহুল্য, মুদ্রিত গ্রন্থের চেয়ে এগুলির আকর্ষণ সাধারণ লোকের কাছে বেশী।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এভাবে লোকেদের আকৃষ্ট করে লাভ কি। ফিল্ম শো বা টেলিভিশন ইত্যাদি দেখতে হয়তো ভীড় হল ঠিকই, গ্রন্থাগারের সঙ্গে যদি তারা যুক্ত না হয়? তাহলে তো সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে—আর গ্রন্থাগারিক হতাশ হয়ে পড়বেন এবং এ সকল কাজে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন।

গ্রন্থযান সম্পর্কেও অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। গ্রন্থযান মারফৎ বই সরবরাহ করে কখনো কাউকে সন্তুষ্ট করা যাবে না—নানারূপ অভাব অভিযোগ থাকবেই। কিন্তু এই অভাব অভিযোগে বিরক্ত হয়ে স্থানীয় লোকে যদি নিজেদের চেষ্টায় নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলে তবে তাতেও কাজ হবে বৈ কি। কেননা, গ্রন্থযানের মারফৎ বই পেয়ে বই পড়ার অভ্যাসটি তো তার তৈরী হয়েছে।

গ্রন্থাগার প্রচারের ধারার কোন ছক বেঁধে দেওয়া যায় না। স্থানীয় অবস্থা বুঝে গ্রন্থাগারিককে এই ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারিক যেমন গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তেমনি কাজ করতে এসে সামাজিক পটভূমিকা, স্থানীয় ইতিহাস, প্রভৃতি সম্পর্কে তাকে অবহিত হতে হবে। জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনটিও তাকে অনুধাবন করতে হবে। শুধু যে পাবলিক লাইব্রেরীর ক্ষেত্রেই জনসংযোগের প্রয়োজন তাই নয়, বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও প্রচারের নানারূপ বিজ্ঞানসম্মত কলা কৌশল রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিক যদি তার দৈনন্দিন রুটিন কাজ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কলা কৌশল নিয়েই শুধু নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কচ্যুত হন, তবে গ্রন্থাগার তার মহান আদর্শ থেকেই বিচ্যুত হয়।

Editorial : Libraries and Public relations.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১০)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর জিলায় জিলায় সংগঠনকার্য চলিতে থাকে বটে কিন্তু দুই বৎসর কোন সম্মেলন আহ্বান করা হয় নাই। তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২রা কার্তিক বুধবার ও ৩রা কার্তিক বৃহস্পতিবার, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন আহূত হয়। ইহাতে বরোদার রাজ্য গ্রন্থাগার-সমূহের অধ্যক্ষ শ্রীনিউটন মোহন দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজীতে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

"সম্মেলনের রীতি অনুসারী কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে এই শুভ উপলক্ষে আমাকে সভাপতিপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য উহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। নিজেদের বৃত্তিতে গর্ব বোধ করিয়া থাকে আমার মত এহেন ব্যক্তির নিকট সমবৃত্তিধারী এবং গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্বাচন অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। যে প্রতিষ্ঠান গত ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার গ্রন্থাগারের উন্নতি ও বিকাশসাধনের জন্য প্রভূত কাজ করিয়াছে তাহার সহিত জড়িত হওয়ার ছাড়পত্র পাইয়া আমি অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার নিজের কাছে এই সম্ভাব্য কথাটি গোপন নয় যে, আপনারা ব্যক্তিগত কারণে আমাকে নির্বাচন করিতে যতটা প্রণোদিত হইয়াছেন তাহার চেয়ে অধিক হইয়াছেন আমি মহানুভব মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান পদাধিকারী হওয়ার দরুন এবং আমাকে সম্মানিত করিতে গিয়া যে মহাপ্রভু নিয়োগকর্তার অধীনে আমি কাজ করিতেছি প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই আমার মাধ্যমে আপনারা সম্মানিত করিয়াছেন। বরোদা সরকার উহার রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি এই অব্যক্ত সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপই আমাকে রাজার গ্রাস প্রতিনিধিরূপে এখানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। রাজ্যের অস্থায়ী দেওয়ান মহাপ্রভু আয়েঙ্গাওকরের সম্মেলনের জন্য শুভেচ্ছা এবং তাঁহার আন্তরিক সম্ভাষণ আমি সানন্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছি।

এখানকার আলোচনার জন্য যে বিষয় আমি বাছিয়া লইয়াছি তাহা হইল, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাগার; কিন্তু এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা ছাড়া অধিক কিছু এই অল্প সময়ের মধ্যে করা যাইবে না। বিস্তারিত হইবার ইচ্ছা লইয়া যিনি একটি উপযুক্ত বিষয় বাছিয়া লইবার সন্ধানে আছেন এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের উপরই এই প্রসঙ্গে আলোচনার ভার ছাড়িয়া দিব।

আয়ারল্যাণ্ডের কোনও ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে 'আয়ারল্যাণ্ডের সাপ' এই

শিরোনামা রহিয়াছে। এই অধ্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং 'আমাদের জ্ঞানে কোন ফাঁক দেখা যায় না' এই একটি মাত্র বাক্যই এই অধ্যায়ে আছে। সেইরূপ সুদূর অতীতের দিকে তাকাইলে আমরা ইহাই মনে করিব যে প্রাচীন ভারতে কোন গ্রন্থাগার ছিল না। যে দেশে জ্ঞানচর্চা সকল সময়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা পাইত এবং নানা জাতি বিদ্যমান থাকিলেও বিদ্বান সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত সেই দেশে এই কথাটি বাস্তবিকই অদ্ভুত নয় কি? অতি প্রাচীন কালে লিখনপদ্ধতি এখানে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে মৌর্য রাজা অশোকের যে সকল শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি দেশের চারিদিকে ছড়ান দেখিতে পাই সেগুলিতে দুইটি লিপি দেখা যায়। তাহারা খুব সম্ভব তদপেক্ষা পাঁচ শত বৎসর আগেকার হইবে। এ ছাড়া সিন্ধু উপত্যকায় এবং বালুচীস্তানে খননকার্য চালাইবার সময় এমন কিছু কিছু মোহর পাওয়া গিয়াছে যাহাতে খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার লিখনপদ্ধতির নিদর্শনও মিলে। এই মোহরে লিখিত বর্ণমালা ব্যাবিলনে প্রাপ্ত কোন কোন মোহরের বর্ণমালার মত একই ধরনের এবং নিশ্চয়ই একই যুগের।

আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে রাজকীয় অনুশাসন, জমিজমার স্বত্বপত্র এবং সাধারণ ব্যবসায়ের কাজে লেখার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সেই যুগের প্রায় অধিকাংশ বিদ্যাই ছিল ন্যূনাধিক পরিমাণে ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত, ধর্মশাস্ত্রের অধিকর্তারা তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থরাজিকে জনগণের গোচরীভূত করার বড় একটা ধার ধারিতেন না। কাজেই বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়ারই রীতি ছিল। এইভাবে গুরুর মুখ হইতে চেলার মুখে এই শিক্ষা চলিত। এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির উপর বিশেষ চাপ পড়িত সন্দেহ নাই। অধিক বিষয় স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছাত্রদিগকে নানা কৌশলও শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠ্য বিষয় শুধু শিখান ও মুখস্থ করানই হইত না, প্রত্যয় যোগ না করিয়া প্রতিটি শব্দকে পৃথকভাবে শিখান হইত। অপর এক প্রণালী ছিল যে প্রত্যেকটি শব্দকে দুইবার উচ্চারণ করিতে হইত। প্রথম বার পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার পরবর্তী শব্দের সঙ্গে।

পাশ্চাত্যের প্রাচীন গ্রন্থাগারের সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক ডঃ রিচার্ডসন এই ধরনের গ্রন্থাগারকে স্মৃতিসহায়ক গ্রন্থাগার বলিয়া ঠিকই অভিহিত করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত গ্রন্থাগার ও চলন্ত গ্রন্থাগারই ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি অদ্যাপি সর্বজনবিদিত এবং প্রাচীন কালে যে সকল পণ্ডিত বেদ মুখস্থ বলিতে পারিতেন তাহাদিগের নামের শেষে দ্বিবেদী ও ত্রিবেদী কথাটা জুড়িয়া দেওয়া হইত। আজও গুজরাতের পণ্ডিতগণ এই কথার যথার্থতা প্রমাণ করিতেছেন।

ধর্মশাস্ত্রের অধিকর্তা ছাড়া প্রাচীনকালে চারণকবিও ছিলেন। তাঁহারা রাজদরবারে ও জনসমাবেশে পুরাকালের বীরদের বীরত্বের কাহিনী গাহিয়া শুনাইতেন। স্বতন্ত্রভাবে রচিত তাঁহাদের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়া মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

সেই মহাকাব্যই বর্তমানে আমাদের নিকট মহাভারত বলিয়া পরিচিত। আমরা জানিতে পারি যে, তক্ষশিলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মহাকাব্য প্রথম লোকসমক্ষে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। হোমারের প্রণীত ইলিয়াডও অনুরূপ একটি কাব্য। ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় গ্রীসীয় বীরদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলীর স্মরণে যে সকল কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি একত্রে গ্রথিত করার পরই ইলিয়াড কাব্য সৃষ্ট হয়।

মনে হয়, ব্রাহ্মণদের বেদ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যেমন অনাগ্রহ ছিল তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার উপদেশাবলী লিখিয়া গিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার উপদেশাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনটি ভাগে অর্থাৎ ত্রিপিটকে বিভক্ত করেন, যথা—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। সূত্রে শিষ্যদের প্রতি উপদেশাবলী, বিনয়ে শৃঙ্খলাবিধি এবং অভিধর্মে ধর্মের তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। চিরকাল স্মৃতিতে জাগরূক রাখার জন্য ত্রিপিটক শিষ্যদের সমাবেশে সুর করিয়া গাওয়া হইত। বহু বৎসর ধরিয়া সংঘবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টের জন্মের অষ্টাশী বৎসর পূর্বে তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন দেখিলেন যে আসল ধর্মতত্ত্ব বিকৃত বা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তখন তাঁহারা ইহা লিপিবদ্ধ করিবার কাজে হাত দিলেন। জৈনদের বেলায়ও এইরূপ হইয়াছিল। শেষ মহান জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মৃত্যুর পর নয়শত আশী বৎসর পার না হওয়া পর্যন্ত জৈন ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয় নাই।

পরবর্তী কালে লিখিত শব্দের বিরুদ্ধে কুসংস্কার তিরোহিত হইল এবং একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাহার ফলে সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা বই লিখিবার এবং উহাকে সংরক্ষণ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। প্রত্যেক মঠ মন্দিরেরই এই সকল সাহিত্যরত্ন সংগ্রহের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা গেল। তাহার ফলেই সূত্রপাত হইল ভারতের সর্বজনীন গ্রন্থাগারের। রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে হাতেলেখা পুঁথির সংখ্যা বাড়াইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। এই নির্দেশটি যে একটি কর্তব্য বলিয়া ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম ভারতের বল্লভী রাজাদের ৪৬৪ খৃষ্টাব্দের এক খোদিত লিপিতে। আজও অনুরক্ত জৈন মোহান্তরা কোন ধর্মশাস্ত্র নকল করার বরাত দিয়া সাহিত্য বিক্রয়ের উৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে যে পাঁচ শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে বুদ্ধের সময় হইতে যত নূতন ভাব ও মত দেখা দিয়াছিল তৎসহ ত্রিপিটক সম্পর্কে বিস্তৃত ভাষ্য সঙ্কলন করিবার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে বলা হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সকল ভাষ্য তাম্রফলকে বিস্তৃতভাবে খোদাই করিয়া কোন এক স্তূপের নীচে প্রোথিত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ভাষ্যের নাম ছিল বিভাষা এবং ইহা হইতেই বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় বৈভাষিক বলিয়া পরিচিত হন।

একেবারে প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারব্রতী ছিল এবং অতি শীঘ্রই ইহা তিব্বত, নেপাল ও চীনে বিস্তার লাভ করিল। এই দেশগুলি হইতে স্রোতধারার মত বহু তীর্থযাত্রী এদেশে আসিয়াছিল। বৌদ্ধ দর্শনরূপ প্রস্রবণের উৎসবস্থলের পবিত্র বারিধারা পান করিবার জন্য এই তীর্থযাত্রাজনিত কষ্ট ও বিপদের প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপই করিতেন না। এই সকল ভক্ত তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতেই আমরা প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করি। ফা হিয়ান, হিউয়েন সাঙ এবং ইৎসিং পঞ্চম ও সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারত পর্যটনে আসিয়াছিলেন। এই অনুৎসাহী পণ্ডিতেরা এদেশে বহুদিন কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, মঠ-মন্দির-ভরা ভারতের বহু মঠ-মন্দিরে তাঁহারা বাস করিয়াছেন, পাণ্ডুলিপি নকল করিয়াছেন এবং হিন্দু পুরোহিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা ও পণ্ডিতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই গর্ব করিবার মত পুস্তকসংগ্রহ ছিল। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতরা থাকিতেন। তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র, বারাণসী, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং এইরূপ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কথা আমরা চীনা পরিব্রাজকদের নিকট হইতেই পাই। তক্ষশিলায় এমন কয়েকজন বিশারদ ছিলেন যাঁহারা চৌদ্দটি বিভিন্ন প্রকার বিদ্যের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুরম্য গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারভবনের নয়টি তলা ও তিনশতটি কক্ষ। নিকটবর্তী ওদন্তপুরী বিহার নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর পুস্তকসংগ্রহের খ্যাতি ছিল এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সালেই বখতিয়ার খলজীর সেনাপতি মহম্মদ বিন সিরে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। এত পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ দেখিয়া আক্রমণকারী নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যে সকল গ্রামবাসীকে ইহাদের মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন তাহারা কেহই সমুচিত জবাব দিতে পারে নাই। কারণ তাহারা বলিল যে, যাঁহারা এই পাণ্ডুলিপি পড়িতে পারিতেন তাহাদের সকলকেই হত্যা করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া উদ্ধত সেনাপতি এই মন্তব্য করিলেন যে যেহেতু এই বইগুলি কাফেরের লেখা সেহেতু ইহারা হয় অপ্রয়োজনীয়, নয় মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর, কাজেই ইহাদিগকে ধ্বংসই করিয়া ফেলিতে হইবে। মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে অন্যান্য বিহার গ্রন্থাগারগুলিরও যে এই দশাই ঘটিয়াছিল অন্যান্য নগরে প্রাপ্ত স্তূপীকৃত দগ্ধ পাণ্ডুলিপি হইতেই তাহার প্রমাণ মিলে।

নালন্দার শ্রীবৃদ্ধির দিনে ভারত ও তিব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। তিব্বতীরা সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। স্থানীয় ভাষায় যাহাতে সংস্কৃত পুস্তক অনূদিত হইতে পারে তাহার জন্য তাহারা বরফের দেশে পণ্ডিতদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিয়া যাইত, এই অনূদিত পুস্তকই কাঙ্গিয়ুর ও তাঙ্গিয়ুর পুস্তক সংগ্রহ বলিয়া খ্যাত। মূল সংস্কৃতের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না সেগুলি তিব্বতী ভাষায় সঞ্চিত হইয়া বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

পৌষ্কর সংহিতা নামক পুস্তকে আমরা প্রাচীন গ্রন্থাগার পরিচালনার একটা তৎকালীন চিত্র পাই। এই গ্রন্থাগারটি একটি সুরম্য পাথরের দালানে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থিত লোহার সিন্দুকে সযত্নে খেরুয়ামোড়া ও সুতলিবাঁধা পাণ্ডুলিপিসমূহ রক্ষিত হইত। একজন গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধান করিতেন। জ্ঞানপিপাসুদিগকে বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। এই জ্ঞানপিপাসুদিগকে কিন্তু অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে হইত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ব্রিটিশ যাদুঘরের জনকাল পাঠাগারের নির্মাতা মহান গ্রন্থাগারিক স্যার অ্যান্টনি প্যানিৎসি ধাতব পুস্তকাধারের উদ্ভাবক বলিয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক যে অত প্রাচীনকালেও পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ধাতুর উপযোগিতার কথা অজানা ছিল না।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং হায়দরাবাদ প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণী সংস্করণের অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত কন্নড় খোদাইলিপিও সেকালের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু আভাস দেয়। ওয়াদির নিকটবর্তী গ্রাম নাগাইর বৃহৎ মন্দিরে এই লিপিটি রহিয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চালুক্যরাজ রায় নারায়ণের সেনাপতি ও মন্ত্রী মধুসূদনের প্রতিষ্ঠিত একটি মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ ইহাতে আছে। এখানে ২৪২ জন ছাত্রের, এবং মহাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানকারী ছয়জন অধ্যাপক ও ছয়জন গ্রন্থাগারিকের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের জন্য অত জন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন ছিল এবং অধ্যাপকদের বেতনের প্রায় সামিল বেতনের হার এই কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সত্য বটে, আমেরিকার ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাবিভাগের অধ্যক্ষের মর্যাদা এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা আর অধ্যাপকের মর্যাদা একই হওয়া উচিত। তাঁহারা আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে পৌরসভার গ্রন্থাগারিকের বেতন, মর্যাদা ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী, যথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মচারী এবং প্রধান স্থপতির বেতন ও মর্যাদা সমতুল্য হওয়া উচিত। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বদান্য প্রতিষ্ঠাতাদেরও যে আমেরিকায় বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থাগারিকের মর্যাদার অনুরূপ মর্যাদাদানে উদার ও সংশয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ইহা হইতে তাহাই প্রতীয়মান হয়। আধুনিক ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহের মর্যাদা সম্পর্কে কার্পণ্যপূর্ণ এবং হীন ধারণা হইতে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কত পার্থক্য!

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম উল্লিখিত রাজকীয় গ্রন্থাগার হইল ভোজরাজার গ্রন্থাগার। ধারানগরীতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করিতেন। এই রাজা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাকে বহু গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া আখ্যাত করা হয়। তন্মধ্যে একখানার নাম ছিল 'সমরাঙ্গন'। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে এই পুস্তকখানা গায়কোয়াড়ের প্রাচ্য পুস্তক সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে এই বইখানা প্রকাশ করার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। চালুক্যরাজ সিদ্ধরাজ তাঁহার রাজ্য জয় করিলে এই গ্রন্থাগার আনহিলওয়াড়ে অর্থাৎ মহাগুর্জর গায়কোয়াড় মহারাজের রাজ্যভুক্ত বিখ্যাত পাটন-

নগরীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার রাজকীয় চালুক্য গ্রন্থাগারের সহিত ইহা মিশিয়া যায়।

হিন্দু সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির দিন ঘুচিয়া যায় গজনীর সুলতান মাহমুদের আক্রমণে। তিনি স্থানীয় মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা যতটা সম্ভব এই সাহিত্যরত্নভাণ্ডার লইয়া তিব্বত ও নেপাল রাজ্যে, জয়শলমীড়ের মরুভূমিতে অবস্থিত সুরক্ষিত স্থানে এবং পশ্চিম ভারতের অন্যান্য আশ্রয়স্থলে পলাইয়া যান।

মুসলমান রাজারা দেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়িয়া বসিলে তাহারা দেশব্যাপী মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেন। পরবর্তী কালে সম্রাটরা 'কলিলঃ দমঃ' প্রভৃতি হিন্দু পুস্তকের প্রতি আগ্রহ দেখাইতে থাকেন। 'আনোয়ারী-ই-সুহেইলী' নামে ইহা পারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

দাসরাজগণের আমলে দিল্লী প্রাধান্য লাভ করিল। ইহার প্রাধান্যের মূলে যে শুধু ইহার মহাবিদ্যালয়গুলি ছিল তাহা নহে বহু সাহিত্যসভাও ছিল। এই সাহিত্যসভাগুলি গজাইয়া উঠিলে রাজপরিবারের লোকেরা ইহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। এইগুলিতে বাদশাহজাদা ও আমীরওমরাহেরা নূতন কবি ও পণ্ডিতদের লেখা শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। খলিজীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জলালউদ্দীনের সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই যে তিনি আমীর খসরু নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কবিকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পদের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত মাসহারা দেওয়া হইত আর তাঁহাকে কোরানরক্ষক বলিয়া একটি অতিরিক্ত খেতাবেও ভূষিত করা হইল।

একজন গ্রন্থাগারিক যে সম্ভ্রান্ত পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এখন সেই কথা বলিব। আমার মনে হয়, ইতিহাসে উল্লিখিত ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত। নয় বৎসর আগে অ্যাঞ্জেলো র‍্যাগি নামক রোমের বিখ্যাত ভ্যাটিকাননগরীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক একাদশ পায়াস নাম ধারণ করিয়া পোপ নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর আগে পূজ্যপাদ পোপ রোমে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের' সভ্যদের সঙ্গে যখন মিলিত হইয়াছিলেন তখন তিনি বিদ্বজ্জন বৃত্তির একজন ভূতপূর্ব বৃত্তিধারী হিসাবে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। অধিকন্তু মার্কিন গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শে জগতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ভ্যাটিকান গ্রন্থাগারের বাস্তবিক সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা প্রণয়নার্থ 'আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগী গচ্ছিত অর্থভাণ্ডার' হইতে তিনি আর্থিক সাহায্য চাহিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সম্ভবতঃ প্রাক-মোগল আমলের সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন ফিরোজ তুঘলক। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত এবং পণ্ডিতদের প্রতিপালক ছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে রাজী করাইয়া এবং আম্বুর প্রসাদ নামক প্রসাদটি তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি মহানন্দ পাইতেন। এই সংস্কারমুক্ত বাদশাহ

হিন্দুদিগকে তাঁহার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিতেন এবং হিন্দু সাহিত্যে স্বজাতিকে আগ্রহান্বিত করিয়া তোলার চেষ্টাও করিতেন। নগরকোটের মন্দিরে একটি ভাল সংস্কৃত গ্রন্থাগার দেখিয়া তিনি ইহার কিছু পুস্তক পারসীতে অনুবাদ করাইবার জন্য হিন্দু পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভীষণপ্রকৃতি তৈমুরের আক্রমণে ভারত আর একবার বিনাশের সম্মুখীন হইয়াছিল। তৈমুর দিল্লী দখল করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বড় বড় মোগল সম্রাটদের রাজত্বের কথা অবতারণা করিবার পূর্বে হিন্দুস্থানের ছোট ছোট রাজাদের প্রতি দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। আত্মশাসনপরে ভাল গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিবার জন্য বাহমনি বংশ নজরে পড়ার যোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত মহম্মদ গাওয়ানের সদাশয়তার রাজার বদান্যতা পর্যন্ত চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি গ্রন্থাগারে তাঁহার কিছু কিছু কবিতা আজও পাওয়া যায়। প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইলেও তাঁহার সদাশয়তা এমনই ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরে সামান্য অর্থই তাঁহার ধনাগারে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি নিজে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেন—উচ্চ চিন্তা ও সাদাসিধা জীবন উভয়ই তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত অর্থ পণ্ডিতদের উৎসাহদানে এবং সুরম্য মসজিদ ও গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতেই ব্যয়িত হইত। আদিল শাহী বাদশাহদের বিজাপুরে একটি ভাল গ্রন্থাগার ছিল। পরবর্তী কালে আওরঙ্গজেব ইহার অনেক বই সরাইয়া নিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ স্থপতি ডঃ ফারগুসন উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাঁহার যতদূর মনে হয় ইহার শ্রীবৃদ্ধির দিনে নিশ্চয়ই ইহা একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। মহাভারতের বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করার আদেশ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলার প্রাচীন বাদশাহদের মধ্যে নাসির শাহ (১২৮২-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে নজরে পড়িবার মত যোগ্য ব্যক্তি।*

মোগল বংশের অধিকাংশ বংশধরই—সম্রাট ও বাদশাহজাদা, নারীপুরুষ ন্যূনাধিক পরিমাণে পাণ্ডিত্য ও কলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজে গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ তৈমুর। তাঁহার আত্মজীবনী আজাদের নিকট আজও বিদ্যমান। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও গুণী বাদশাহ ছিলেন। বর্তমানে যে সকল আত্মজীবনী আছে তাহাদের মধ্যে বাবরনামায় তিনি একখানা সর্বাধিক মনোজ্ঞ আত্মজীবনী রাখিয়া গিয়াছেন। মোগল আমলের গৌরবের বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম ক্ষুদ্রোচিত্র এবং সচিত্র গ্রন্থের ক্রমোন্নতির জন্য আমরা বাবরের নিকট ঋণী, কারণ তিনিই সচিত্র গ্রন্থ রচনা করিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁহার পুত্র ও

---

* বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম মহাভারত যাঁর আদেশে লেখা হয় সম্ভবতঃ তিনি সুলতান হোসেন শাহের এক প্রধান সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ, নাসির শাহ নন।

—স. গ্র.

উত্তরাধিকারী হুমায়ুন তাঁহার বহু যুদ্ধাভিযানের সময় বাছাই-করা বইয়ের 'একটি গ্রন্থাগার সঙ্গে নিয়া যাইতেন। সম্ভবতঃ ইহাই সর্বপ্রথম চলন্ত গ্রন্থাগারের উল্লেখ। এই সম্পর্কে আমরা এই কথাও স্মরণ করিতে পারি যে অপর একজন পুস্তকপ্রেমিক মহাবীর নেপোলিয়ন এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই যাইবেন তাঁহার সঙ্গে নিয়া যাওয়ার জন্য যেন সুনির্বাচিত বিশেষভাবে মুদ্রিত ও বাঁধাই করা এক প্রস্থ ক্ষুদ্র সংস্করণের বই তৈয়ারী রাখা হয়।

পূজ্যপাদ ডিফিল্ড সাহেব 'গ্রন্থাগারের পক্ষে মারাত্মক বই' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি যদি সামান্য পরিবর্তন করিয়া 'গ্রন্থকারের পক্ষে মারাত্মক কাজ' নামটি তাহার বইয়ের জন্য রাখিতেন তবে তিনি অন্ততঃ একটি অধ্যায়ের এই সম্রাট হুমায়ুনের জন্য লিখিতে পারিতেন, কারণ যে প্রমোদপ্রাসাদকে তিনি তাঁহার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার নির্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুর মূলে ছিল। জ্যোতিষের অবস্থিতি লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি মোয়াজ্জেমের আজান শুনিয়া হঠাৎ প্রস্তুতির জন্য দাঁড়াইয়া পড়িলে তাঁহার পদস্খলন হয়। তিনি পিছল সিঁড়ি বাহিয়া নীচে ছিটকাইয়া পড়েন এবং তাহাতে যে গুরুতর আঘাত পান তাহার ফলেই তাঁহার শীঘ্র জীবনাবসান ঘটে।

মহামতি আকবর একজন উৎসাহী পুস্তক সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি শুধু যে এক গুজরাতী রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থাগার করায়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার নিজস্বও ফৈজীর গ্রন্থাগারও স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। এই বইগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—প্রথমটির মধ্যে ছিল কবিতা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্র—দ্বিতীয়টির মধ্যে ছিল ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সুফীবাদ, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতি—আর শেষটিতে ছিল ভাষ্য, বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, ভগবত্তত্ত্ব ও আইন। তাঁহার রাজত্বের সময় ছবি দিয়া বই সাজানর প্রথা বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সৌখীন বাঁধাইয়ের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া ও দৃষ্টি দেওয়া হইত।

মোগলেরা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করিতে খুবই গর্ব বোধ করিতেন, কিন্তু সবই বৃথা গেল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের আক্রমণকারী নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিলে এই পুস্তকসংগ্রহ তাঁহার হাতে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।

Library movement in Bengal (10)
by Gurudas Bandyopadhyay.

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে

সত্যব্রত সেন

বালুরঘাটে দ্বাবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানকালে প্রায় প্রত্যেক জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা যায় যে, জেলা গ্রন্থাগারগুলি থেকে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ যে পুস্তক সরবরাহ করা হয়, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কেননা, প্রায় পুস্তকই পুরাতন—অর্থাৎ ইতিপূর্বে পঠিত। পুস্তকগুলি ছেঁড়া—পাঠকের হাতে দেওয়ার অযোগ্য। নতুন পুস্তক পাওয়া যায় না—কেননা, যানের পুস্তকগুলো সম্ভবত পাল্টানোর যন্ত্র নেই। ইত্যাদি। তাঁরা এর প্রতিকার প্রত্যাশা করেছেন—অন্যথায় পাঠকের সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব রাখা অসম্ভব। আর পাঠকের সঙ্গে সদ্ভাব বা বন্ধুতা রক্ষা করা না গেলে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, বলা বাহুল্য, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা যে সচেতন সমাজকর্মী, একথা তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রসঙ্গটি এ'ভাবে উত্থাপন করে; এটি খুবই আনন্দের ও আশার কথা।

সেই সম্মেলনের সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চৌদ্দ পনেরজন জেলা গ্রন্থাগারিক বালুরঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও একটী সুস্পষ্ট উত্তর সময়াভাবে ও অন্যান্য কারণে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এবিষয়ে জেলা গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমি ব্যক্তিগত মতামত ও উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আমার জেলা গ্রন্থাগারিক সহকর্মী বন্ধুদের ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক সহকর্মী বন্ধুদের অনুধাবনের জন্য উপস্থিত করছি।

১। জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তকের অবস্থা :

বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারে কিছিদধিক পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক)	জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া	—২৩,৫০০	(ঞ)	জেলা গ্রন্থাগার,	বাঁকুড়া— ?
খ)		বিদ্যানগর—১৩,০০০	(ট)		সিউড়ী— ১১,৯০০
গ)		হাওড়া— ১৭,০০০	(ঠ)		মালদহ— ১৭,৮০০
ঘ)		চুঁচুড়া— ১৬,০০০	(ড)		বালুরঘাট—১৪,০০০
ঙ)		কৃষ্ণনগর— ২১,৩০০	(ঢ)		জলপাইগুড়ি—১৫,৬০০
চ)		বহরমপুর—১২,০০০	(ণ)		কুচবিহার— ?
ছ)		তমলুক— ১৮,৬০০	(ত)	,,	দার্জিলিং— ১৭,৪০০
জ)		মেদিনীপুর—১১,০০০	(থ)	,,	বর্ধমান— ১৭,৬০০
ঝ)		পুরুলিয়া— ১৪,৬০০	(দ)	,,	আসানসোল—?

এই পুস্তকের সাহায্যে যাঁদের মধ্যে পুস্তকসেবাকার্য দেওয়া হবে, তাঁদের সংখ্যা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বাদে ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা কিঞ্চিদধিক নিম্নরূপ :

ক)	রংড়া —	১৫০০	(ছ)	তমলুক—?		(চ)	কুচবিহার—?	
খ)	বিদ্যানগর—	৬০০	(জ)	মেদিনীপুর—৪০০		(ণ)	জলপাইগুড়ি—	৪০০
গ)	হাওড়া—	৯০০	(ঝ)	পুরুলিয়া—	৭০০	(ত)	দার্জিলিং—	৯৫০
ঘ)	চুঁচুড়া —	১৫০০	(ঞ)	বাঁকুড়া—?		(থ)	বর্ধমান—	৭০০
ঙ)	কৃষ্ণনগর—	৫০০	(ট)	শিউড়ী—	৪০০	(দ)	আসানসোল—?	
চ)	বহরমপুর—	৭০০	(ঠ)	মালদহ—	৫০০			

প্রতিষ্ঠান সদস্যসংখ্যাও ৫০ থেকে ১৫০ পর্যন্ত, প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে আছে।

(ক) অথচ অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ১০০০ এর মত পুস্তক অনুলয় সেবাবিভাগের জন্য রক্ষিত হবার পর অবশিষ্ট পুস্তকের মধ্যে প্রায় ৪০।৪৫ ভাগ **সীমিত বাঁধাই ক্ষমতার জন্য অকেজো হয়ে পড়ে আছে।** ফলে ব্যবহারের অযোগ্য **পুস্তকের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ভ্রাম্যমাণ যান মারফৎ সমস্ত** পুস্তক সরবরাহের পক্ষে একটি অন্যতম বাধা।

(খ) এ ছাড়া জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কেও উল্লেখ করতে চাই। জেলা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকক্রয়ের জন্য সরকারী অনুদান মাত্র ৩০০০ টাকা। এই অর্থ-বরাদ্দ স্থিরীকৃত হয় সম্ভবত ১৯৫৪-৫৫ সালে। তখন এ টাকা যথেষ্ট বলে মনে হলেও গত কয়েক বছরে পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধির ও পাঠক বৃদ্ধির তুলনায় এখন এই পরিমাণ অতি সামান্য। এ টাকা থেকে আবার দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়। অর্থাৎ পুস্তক ক্রয়ের জন্য ২০০০।২২০০ টাকার বেশী বছরে পুস্তক ক্রয়ের জন্য পাওয়া দুষ্কর। বড় জোর এখন এই টাকায় বছরে ২০০।২১০টি পুস্তক নতুনভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। এই নতুন পুস্তকের উপর ভাগীদার আছেন, দৈনন্দিন পাঠক, সরাসরি সদস্য পাঠক এবং প্রতিষ্ঠান সদস্যরা। ফলে ভ্রাম্যমাণ যান মারফৎ সন্তোষজনক সমস্ত পুস্তক সরবরাহের পথে সীমিত ক্রয় ক্ষমতাও অন্যতম বাধা।

২। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক সরবরাহ সংক্রান্ত অন্যান্য অবস্থা

(ক) পুস্তক তালিকা

অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের আকারে পুস্তক তালিকা নেই। ফলে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তক তালিকা সরবরাহ মারফৎ জানানো সম্ভব নয় যে জেলা গ্রন্থাগারে কি কি আছে এবং তাঁর গ্রন্থাগারের পাঠকরা চান এমন পুস্তকের চাহিদা জেলা গ্রন্থাগারকে আগাম জানাতে পারেন না।

তদুপরি গ্রামীণ গ্রন্থাগারেরও পুস্তক তালিকা জেলা গ্রন্থাগারে থাকে না। ফলে জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, কি কি পুস্তক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আছে, যা আর ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান মারফৎ না পাঠালেও চলে।

(খ) জেলা গ্রন্থাগারে ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন পদ্ধতিও অনুকূল নয়। পুস্তক নির্বাচনকালে অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগারই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক চাহিদার খবর নেন না। বড়জোর সরাসরি পাঠকের চাহিদা জানবার চেষ্টা হয়, এই পর্যন্ত। ফলে, একটা সুষ্ঠু পুস্তক সরবরাহ সংক্রান্ত যোগাযোগ গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যে গড়ে ওঠে নি।

(গ) ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান সংক্রান্ত সমস্যা : অবাঞ্ছিত ব্যবহার

পুস্তক সরবরাহের জন্য জেলা গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে এক একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকযান দেওয়া হয়েছে। এই যানটি আমার মতে অবশ্যই ভ্রাম্যযান নহে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার। অথচ এমন ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারটির দায়িত্ব কার তা' আজও স্থির হয়নি, এটি যান হিসাবেই জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক, জেলা শাসক, জেলা স্কুল পরিদর্শক প্রমুখ বিভিন্ন সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে ছাড়েন না। জেলা গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে এতটুকু পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ করেন না যে, এই যানটি গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া অন্য কাজে নেওয়া ঠিক হবে কিনা; ওটি যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারিকের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে যথেচ্ছ ব্যবহার যে আদৌ উচিত নয়, তা একবারও ভাবেন না, কাজেই জেলা গ্রন্থাগারিক ঐ গাড়ীর পুস্তকাদি শৃঙ্খলার সঙ্গে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে দেখবার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহিত হতে পারেন না, বইপত্রগুলির কোথায় কি কাও হবে তার যে ঠিক ঠিকানা নেই। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে ড্রাইভারকেও গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট আয়ত্বের মধ্যে রেখে গ্রন্থাগারের কাজ করানো যায় না।—এবং উক্তরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহারের জন্য পেট্রল খরচাও অনেক সময় জেলা গ্রন্থাগারের অর্থভাণ্ডার থেকে দিতে হয় বলে, ভ্রাম্যযান মারফৎ সন্তোষজনক পুস্তক সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে, এই যানটি না ঘরকা না ঘাটকা।

(ঘ) কর্মী সংস্থান

জেলা গ্রন্থাগারে যে কর্মীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা খুবই অপ্রচুর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একমাত্র বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর ছাড়া কোন জেলা গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক নেই। অথচ, রানীপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও টাকী সরকারী জেলাগ্রন্থাগার, এই দুইটি সম্পূর্ণ সরকারী গ্রন্থাগার, অন্যান্য জেলা-গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্মের সমপর্যায়ে আসার আগেই এক একজন উপযুক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা হয়েছে।

এমত অবস্থায় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও অর্থানুকূল্যে পরিচালিত, জেলা-গ্রন্থাগারগুলি, উন্নত পর্যায়ের কোন কাজে হাত দিতে পারছে না। দুজন মাত্র গ্রন্থাগার সহকারী, দু'জন গ্রন্থাগার সহায়ককর্মী, একজন পিয়নের ও একজন দারোয়ানের সহায়তায় যে কাজ করা হয় তা জেলা গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী করার ক্ষমতা ওঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

৩। আংশিক উন্নয়নের সীমিত উপায়

তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু উন্নয়ন ব্যবস্থা বোধহয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া যেতে পারে :

প্রথম পর্যায় : (ক) পুস্তকযানের পুস্তক প্রতি সপ্তাহে বা মাসে নিয়মিত পাল্টানো।

(খ) পুস্তক নির্বাচনের সময় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে পুস্তক চাহিদা জেনে নেওয়া।

(গ) জেলা গ্রন্থাগারিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার বৈঠক করা, পাঠকের পাঠস্পৃহার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা ও অন্যান্য সমস্যাদি নিয়ে আলোচনান্তে এ সম্পর্কে পরবর্তী কয়েকমাসের কার্যক্রম স্থির করা।

(ঘ) পুস্তক সরবরাহের জন্য ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান যাওয়ার অন্তত তিনদিন আগে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক পত্রমারফৎ তাঁর গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট পুস্তকাদির চাহিদা জেলাগ্রন্থাগারে জানানো।

(ঙ) নতুন পুস্তক এলে, তার সরবরাহের সময় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সমভাগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং ভাল পুস্তক মানে যে নতুন মলাটের পুস্তক নহে, সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা।

(চ) প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তক ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও বিশেষ যত্ন নেওয়া।

(ছ) ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযানটিকে জেলা গ্রন্থাগারিকের অধীন যথার্থ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য করে যথেচ্ছ অবাঞ্ছিত ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে (জ) গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের সহায়তায় এবং জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতায়, জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকের আকারে পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা এবং জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার এক কপি প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রাখা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা জেলা গ্রন্থাগারে রাখা, এই পুস্তক তালিকা প্রনয়নের খরচ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগার উভয়ে বহন করবে।

(ঝ) পুস্তক বাঁধাইএর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সরকার বা অন্য কোন পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা ও নিয়মিত অধিক সংখ্যক পুস্তক বাঁধাইএর ব্যবস্থা করা।

(ঞ) জেলা গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকক্রয় খাতে সরকারী অনুদান অবিলম্বে বাড়ানোর জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সেই অনুদান যেন প্রতি বছরই কিছু কিছু করে বাড়ে এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ট) অবিলম্বে, প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে অন্তত একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক, একজন হিসাব রক্ষক ও একজন পুস্তক গ্রন্থনকর্মীর সংস্থান করা।

তৃতীয় পর্যায়ে (ঠ) এ ছাড়া প্রত্যেক জেলার একই রকম কর্মসূচী অগ্রসরণের জন্য জেলা গ্রন্থাগার এসোসিয়েশনগুলিকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিভিন্ন দিক থেকে তৎপর হওয়া।

চন্দননগর ফরাসী ইন্‌ষ্টিটিউট গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ

চন্দননগর যখন ফরাসী অধিকৃত ছিল তখন স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসে একটি ফরাসী গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারটির নাম ছিল, Bibliotheque Municipal de Chandernagore। ১৯৪৭ সালে চন্দননগর স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পর একটি শাসন পরিষদ গঠিত হয়। ঐ পরিষদের তত্ত্বাবধানে পুস্তকাগারটি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। পরে চন্দননগর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হলে চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। হুগলীর জেলা শাসক তখন ঐ পুস্তকাগারটি তাঁর নিজ বাসভবনে স্থানান্তরিত করেন। পরে গ্রন্থাগারটিকে প্রাক্তন ফরাসী সরকারের শাসনকর্তার দপ্তর ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আনুমানিক ১৯৫০ সালের শেষের দিকে এই ভবনে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়। তারই একটি শাখা হিসাবে গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হ'ত। অবশেষে ১৯৬১ সালের ১৩ই জানুয়ারী গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও একটি আর্ট গ্যালারী নিয়ে চন্দননগরের "ফরাসী ইনষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সাংস্কৃতিক সৌহার্দ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় Treaty of cession of Chandernagare (9th June, 1952)-এর ৯ম ধারা অনুযায়ী এই ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এর পরিচালক গোষ্ঠীর সভাপতি মনোনীত হন কলা ও সাহিত্য বিভাগের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার উন্নতি-সাধনের জন্য এই সংস্থা ভারত সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছে। পরিকল্পনাটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। ফরাসী সরকারও এই গ্রন্থাগারটিকে কয়েকটি মূল্যবান ফরাসী পুস্তক দান করেছেন।

এই সংস্থার সহকারী পরিচালক শ্রীকালিচরণ কর্মকারের মতে এখানে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ইত্যাদির সংখ্যা হ'ল ছয় হাজার। এখানকার গ্রন্থাগারে ষোড়শ শতক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু ফরাসী লেখকের বই, ফরাসী সরকার প্রকাশিত পত্রপত্রিকা, আইনের বই, ফরাসী ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং Grand Larousse Encyclopedique জাতীয় কয়েকটি প্রামাণ্য Reference গ্রন্থও এখানে আছে। এ' ছাড়া Marcopolo, Chardin, Bernier, Tavernier ইত্যাদি পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী এখানে সংরক্ষিত আছে। ফরাসী পুস্তকের ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদও এখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে। চন্দননগর থেকে প্রকাশিত প্রথম ফরাসী পত্রিকা "Le Petit Bengali"

(১৮৭৯ সাল) এখানে পাওয়া যাবে। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ফরাসী আইন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এখানকার গ্রন্থাগারের এক মূল্যবান সম্পদ। এ' ছাড়া গ্রন্থাগারে বর্তমানে কিছু পুঁথিও আছে।

এই সংস্থার একটি উদ্দেশ্য হ'ল ফরাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করা। সেইজন্য এখানকার গ্রন্থাগারে ফরাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া সমস্ত প্রামাণ্য পুঁথি পুস্তকাদি microfilm করে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফরাসী সরকারের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এই ভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হ'লে চন্দননগরের ফরাসী ইনষ্টিটিউট ফরাসী অধিকৃত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

এই ইনষ্টিটিউটের সংগ্রহশালাতে চন্দননগরের প্রখ্যাত নাগরিক শ্রীহরিহর শেঠের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার বহু জিনিষ স্থান পেয়েছে। এ' ছাড়া এই সংগ্রহশালায় পুরাতন ছবি, চন্দননগর সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও পত্রপত্রিকা, টেরাকোটা ও পাথরের জিনিষ ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। একটি পৃথক কক্ষে ছুপ্লে ব্যবহৃত কিছু আসবাবপত্র, মানচিত্র, নক্সা ও ছবি প্রভৃতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আট গ্যালারীতে স্থানীয় ও ফরাসী দেশের চিত্রকরদের আঁকা ছবি স্থান পেয়েছে। কখনও কখনও এখানে বহু পুরাতন আসবাবপত্রে সজ্জিত এক সুপ্রশস্ত কক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এখানে ফরাসী ভাষা শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সে তুলনায় ফরাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। সে অভাব পূর্ণ করবে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এই ফরাসী ইনষ্টিটিউট।

Libraries & Museums in West Bengal :
The Chandernagore French Institute Library & Museum by Kunal Sinha.

সম্পাদক সমীপেষু

[মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দায়ী নন]

মহাশয়,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার 'সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার' বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করে যথেষ্ট আনন্দলাভ করেছি। আনন্দলাভ করেছি এই জন্যে যে, গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা উভয় প্রতিষ্ঠান একটি মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে, পাশাপাশি অগ্রসর হবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে দেখে। উভয় প্রতিষ্ঠানই সংগ্রহের প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করেছে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগার পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থাপনায় রত এবং সংগ্রহশালা মানবসৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার এবং প্রাকৃতিক জৈব ও অজৈব নিদর্শনের আহরণ ও সংরক্ষণে ব্রতী। তাই বহুদেশে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা চলেছে একই পথে, অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই দুই প্রতিষ্ঠানই সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটেছে, বিভিন্ন লেখকদের সারগর্ভ প্রবন্ধে—যা পাঠ করে মুগ্ধ হওয়া যায় এবং এই দুই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায়। আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ (ICOM) কর্তৃক আহূত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অভিযান (১৯৬৭-৬৮) উপলক্ষে, প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সাধুবাদ জানাই।

কিন্তু উক্ত সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'যাদুঘর থেকে গ্রন্থাগার' প্রবন্ধটিতে জনশিক্ষার কাজে সংগ্রহশালার ভূমিকাকে যেভাবে অপাংক্তেয় করে দেখানো হয়েছে—তাতে খুবই বিস্মিত হ'য়েছি এবং এ সম্পর্কে একজন সাধারণ সংগ্রহশালা-বিদ্ (Museologist) হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি।

উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিকে (পৃঃ ৩৯৯-৪০০) রাজকুমার বাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথমেই আমি আমার প্রতিবাদের ভূমিকা হিসেবে রাখতে চাই—যা রাজকুমার বাবুর অস্বচ্ছ বক্তব্যের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে একটি জোরালো প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মিউজিয়মের সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে রাজকুমারবাবুর সংশয় দূর করতে হলে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্।

'Oxford English Dictionary'-র মতে সংগ্রহশালা হোল,

I a. Hist.

The University building erected at Alexandria by Ptolemy Soter.

b. Gen.

A building or apartment dedicated to the pursuit of learning or the arts ; a 'home of the Museums' ; a scholar's 'study'.

2. A building or portion of a building used as a repository for the preservation and exhibition of objects illustrative of antiquities, natural history, fine and industrial art, or some particular branch of any of these subjects, either generally or with reference to a definite region or period. Also applied to the collection of objects it self. (VOL—VI—L—M).

'Encyclopaedia Britannica' এর মতে :

'The museum of today is an institution which exhibits and stores objects of history, art, science, industry and other more specialised categories and in addition may interpret or use these objects to explain trends and developments in the various fields of human knowledge. Terms such as 'gallery", "art institute", "hall of fame" etc., are after interchangable with the term "museum".

(VOL - 15, P p. 985, 1059 ed.)

'Encyclopaedia American'a-তে বলা হয়েছে :

'Museums are institutions for preservation, study and display of natural objects, or of those made by man, while as a sequence of study comes the publication of information thus derived."

(VOL— 19—P p. 619—1957 ed.)

UNESCO-এর সুপারিশ মতে মিউজিয়ম এর সংজ্ঞা হোল :

"the term 'museum' shall be taken to mean any permanent establishment administered in the general interest for the purpose of preserving, studying, enhancing by various means and, in particular, exhibiting to the public for its delectation and instruction, groups of objects and specimens of cultural value : artistic, historical, scientific and techonological collections, botanical and zoological gerdens and aquariums."

'International Council of Museums' এর গঠনতন্ত্রের ২ ধারার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

Article—3—ICOM shall recognise as a museum any permanent institution, which conserves and displays, for purposes of study, education and enjoyment, collections of objects of cultural or scientific significance.

Article—4—Within this definition fall :

(a) exhibition galleries permanently maintained by public libraries and collection of archives,

(b) historical monuments and parts of historical monuments..... etc., archaeological and natural sites, which are officially open to the public,

(c) botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, and other institutions which display living specimens.

(d) natural reserves

এখন উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হওয়া যাবে যে, 'যাদুঘরের সংজ্ঞার কোন পরিবর্তন হয়েছে' কিনা বা রাজকুমার বাবুর 'যাদুঘরের জনসেবার ক্ষেত্রে কোন কাজ নেই' এই ভ্রমাত্মক ও অমূলক উক্তির যথার্থতা কতখানি। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকই যে মিউজিয়মের অবদান ও কর্মধারাকে সমাজসেবার কাজে অস্বীকার করতে পারবেন না'—একথা বলাই বাহুল্য।

অতএব মিউজিয়ম শুধুমাত্র ইতিহাসের নয় বা 'পুরাতন ঐতিহ্যকে তার Coffin Box-এ সংগ্রহ করে রাখা' নয়। এক্ষেত্রে মিউজিয়মের সংজ্ঞাকে ধরে নিয়ে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, অতীতে প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ঔষধিতত্ত্ব এবং বিশেষ করে শারীরস্থান শাস্ত্র কোনদিনই মিউজিয়মকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-বিদ্যার (Technology) এবং জীবনী-মূলক বিষয়ের জন্য অনায়াসেই মিউজিয়ম সংগঠিত করা যেতে পারে এবং এই ধরনের মিউজিয়মের উদাহরণ ভূরি ভূরি মিলতে পারে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে রাজকুমারবাবুর স্মরণ করা কর্তব্য এই যে, মিউজিয়মকে বাদ দিয়ে গ্রন্থপঞ্জী ও বর্ণনামূলক গ্রন্থবিদ্যা ও ইতিহাস প্রণয়ন করা কি কোনদিন সম্ভব হোতে পারতো ?

আমাদের দেশের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ্য পুস্তকাদি রচনা করা হয়েছে, তার মূল উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়ামগুলির, যথা, Indian Museum – Calcutta, Government Museum – Madras, Central Museum—Nagpur, State Museum – Lucknow, Archaeological Museum—Mathura এবং Prince of Wales Museum of Western India—Bombay-র উদ্যোগে সংরক্ষিত বস্তুকে কেন্দ্র করেই। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কলিকাতাস্থ Indian Museum-এর সংগ্রহ না থাকলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং Watt কি কোনদিন ভারতীয় শিল্পবস্তু সম্পর্কিত রচনাদি এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বকোষ রচনা করতে সক্ষম হতেন ?

আমাদের দেশের উদাহরণ ছাড়াও, বিদেশের দু'একটি উদাহরণ প্রসঙ্গত তুলে ধরা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। আমষ্টারড্যামের Frederick Ruysch (1638—1731) শারীরস্থান ও উদ্ভিদতত্ত্বের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর এই খ্যাতির পিছনে ছিল তাঁর উক্ত বিষয়ক একটি মৌল সংগ্রহের অবদান—যা ব্যতিরেকে কোনদিনই এই বিষয়গুলির উন্নয়ন সম্ভব হোতো না। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ Linnaeusকে বলা হয় 'Father of Zoology'; ইনি প্রাণীতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেছিলেন মূলতঃ তাঁরই সংগৃহীত বস্তুর মিউজিয়ম থেকেই। এছাড়া British Museum এর মৌল প্রকাশন গ্রন্থগুলি (Basic Publication) এখনও Text বই হিসাবে সমস্ত

পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক হিসাবে রাজকুমারবাবু কি করে বিস্মৃত হলেন যে, ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম ও প্রাথমিক পুস্তকগুলি Roxburgh, Kyd, Blyth, Foote প্রভৃতি ঐ ঐ বিষয়ের সংগ্রহশালার কর্মীদের সংগ্রহ-ভিত্তিক গবেষণার ফল। সুতরাং মিউজিয়ম কি শুধুমাত্র সংরক্ষণের কেন্দ্র এবং এর কি Public Service হিসেবে কোন অবদান নেই? এ প্রশ্নের উত্তর আশা করি নিষ্প্রয়োজন।

অপরদিকে যদি মিউজিয়মকে শুধুমাত্র ইতিহাসের বা প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া যায়—তাহলেই বা আপত্তি কোথায়? দেখা যাক, সেক্ষেত্রে মিউজিয়মের ভূমিকায় রাজকুমার বাবুর কথায় জনসাধারণের লাভ কি? এক্ষেত্রে মিউজিয়মের সাহায্য ছাড়াই কি ইতিহাস রচনা করা বা রচিত ইতিহাসকে বাদ দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য বিষয়গুলির কি উন্নয়ন করা সম্ভব হোত? বলা বাহুল্য, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হোত না; আর এই জন্যেই Dewey প্রমুখ সকল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরাই গ্রন্থাগারের বর্গীকরণে ইতিহাসের গুরুত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারেন নি।

রাজকুমারবাবু, মিউজিয়ম সম্পর্কে কটাক্ষ করে লিখেছেন যে, যাদুঘরের পিছনে সামাজিকতা বলতে কিছু নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে মিউজিয়মের কাজে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি তা আলোচনা করা দরকার। বর্তমান সময়ে বলতে গেলে সংগ্রহশালাই জনশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের একটি ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। সুতরাং এই সব নিরক্ষরদের কাছে সমাজ শিক্ষা এবং বিধিবৎ শিক্ষা (Formal education) পৌঁছে দিতে গেলে সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করে শ্রুতি-দর্শন মূলক বৈজ্ঞানিক উপকরণের (Andio Visual aids) সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। আর এইভাবেই আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশেই সংগ্রহশালার দ্বারা জনশিক্ষা প্রসার লাভ করছে। সংগ্রহশালা শিক্ষার বাহন হিসেবে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, এ বিষয়ে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, '...the Museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and the lecture room', secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the culture of the people. A considerable measure of succesful work has been accomplished of these directions, within the limited means at our disposal: but these aims are matters of vital improtance for the promotion of which further determined efforts must be made." (An inaugural address delivered by Hon Justice Sir Asutosh Mookerjee, Kt. C. S. I. LLD. DSC,... .....Indian Museum, Pp 18)

সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে মিউজিয়মের মারফত শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা পরবর্তীকালে আদৃত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে সংগ্রহশালাগুলিতে ব্যাপকভাবে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধিতে মিউজিয়ম পরিকল্পনার বাস্তবতাই সূচিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম শতকে Mudaliar Commission এর রিপোর্টে প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে

মিউজিয়ম স্থাপন করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের স্কুল মিউজিয়ম সংগঠন করার জন্য Government Museum, Madras এর পক্ষ থেকে একটি Hand book ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের উন্নতিতে রাজকুমার বাবু যেমন UNESCO-র অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন নি, তেমনি আমরা সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানীরাও অনায়াসে মিউজিয়মের ক্ষেত্রে UNESCO-র অবদানকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবো না। তার কারণ জনগণের শিক্ষায় মিউজিয়মের ভূমিকাকে সুদূরপ্রসারী করার জন্যে UNESCO যে দুটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন তা অবগতির জন্যে তুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে (১) The Organization of Museums—Practical advise এবং (২) Museum Techniques in Fundamental Education—পুস্তক দুটিই প্রধান।

পুরাতন বস্তুর সংগ্রহকে রক্ষা করার জন্যে, ঐতিহ্যময় রীতিতে শিল্প প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্যে, গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনী সংগঠন করার জন্যে, পরিবর্তনশীল লোকশিল্পের একটা ইতিহাসানুগ তথ্য সংরক্ষণের জন্যে এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় সম্পর্কে নির্দেশদানের জন্যে সংগ্রহশালার যে এক অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে, তা নিয়ে UNESCO প্রকাশিত শেষোক্ত পুস্তকটিতে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় মিউজিয়মের মারফত নিউ মেক্সিকোর আদিম জাতির অবলুপ্ত শিল্পকলা এবং আমেরিকার 'নাভাহো' উপজাতির মৃতপ্রায় কম্বল বয়নের রীতি পদ্ধতি কীভাবে সংগ্রহশালার মারফৎ পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল—তা দেখানো হয়েছে। আমাদের দেশে গাছ ও ভূমি সংরক্ষণের উপায় এবং সব্জী উৎপাদনের জন্য বাগান নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কীভাবে সংগ্রহশালা প্রযুক্তি বিদ্যা (Museum Technique) মারফৎ সাধারণের কাছে তুলে ধরা যায়—তা মহীশূরে অনুষ্ঠিত সংগ্রহশালা শিবিরের রিপোর্ট ঐ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে রাজকুমারবাবু কি এর পরেও 'যাদুঘরের জনসেবার ক্ষেত্রে কোন কাজ নেই বলে' তাঁর মন্তব্যকে আঁকড়ে থাকবেন? তিনি মিউজিয়মের ভূমিকাকে যে ভাবে দেখেছেন তাহোল—বইকে সংরক্ষণ করা ছাড়া যাদুঘরের আর কোন কাজ বুঝি নেই। এই কটাক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি হোল এই যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরাও বইয়ের এই সংরক্ষণ ও দুষ্প্রাপ্যতাকে না মেনে নিয়ে থাকতে পারেন নি; Dewey-ও তার ব্যতিক্রম। কেননা অধিকাংশ গ্রন্থাগার বর্গীকরণে একটি বিশেষ স্থান বর্গীকৃত চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে এবং এই স্থানে বিষয় নির্বিশেষে দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপুস্তক সংরক্ষিত করা হয়। উদ্দেশ্য হোল এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের উক্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি একসঙ্গে থাকে এবং ভালভাবেই থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে যাদুঘরকে শুধুমাত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের কেন্দ্র বলে হেয় করা কী সমীচীন হয়েছে?

সংরক্ষণ: গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা—এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গবেষণাগার নিঃসন্দেহে এবং অবিসম্বাদীভাবে গ্রন্থাগার

জগতকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে। রাজকুমারবাবু আশা করি H. J. Plenderneith এর গবেষণালব্ধ গ্রন্থের কথা অবগত আছেন। ভারতেও প্রধান প্রধান সংগ্রহশালাগুলি এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানাকে সাহায্য করে। আশা করি রাজকুমারবাবুর সে সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ গত এক বছর ধরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাতায় হয়েছে।

মিউজিয়মের 'সামাজিক ভূমিকা' সম্পর্কে অনেক কিছুই বলার আছে: কিন্তু 'অধিক কহিব কত, পুঁথি বেড়ে যায়।' এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র বলা যেতে পারে যে, মিউজিয়মের জনকল্যাণমূলক ভূমিকার জন্যেই, পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মূলত সরকারই যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের দেশেও ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক, সরকারী ছাড়াও বে-সরকারী বহু মিউজিয়মকে অনুদান দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিলাতের Standing Commission on Museum & Art Gallery এবং অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ধরনের অধিকাংশ বহু সংস্থাই মিউজিয়মকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টায় রত রয়েছেন। আমাদের দেশেও ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায়, Central Advisory Board of Museums, মিউজিয়মের মারফত শিক্ষার কর্মসূচী প্রণয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এ কথা ঠিক যে, মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত নয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিলাতের Provincial Museum গুলি স্থানীয় Municipality এবং মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা যে একই সঙ্গে তাদের স্ব স্ব কার্যে ব্রতী রয়েছেন—এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী John L. Hobbs-এর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তিনি লিখেছেন : **'Libraries and Museums have always been closely linked, both administratively and in the public mind, and there are no signs that a divorce is iminent. The librarian and the museum curator should be the closet of the colleagues and in the sphere of local history at least there should be constant co-operation and consultation'.**

সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীরা মিউজিয়ম সম্পর্কে যে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এই গভীর বিশ্বাস নিয়ে একথা বলতে পারি রাজকুমারবাবুর 'যাদুঘরের দর্শক তার জীবন্ত অস্তিত্বকে ভুলে মৃতের রাজত্বে মৃতের মত ঘুরে বেড়ায়' —এই উক্তিটি মিউজিয়ম সচেতনতার ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এক হিসেবে আমাদের দেশে সংগ্রহশালার উপযোগিতা গ্রন্থাগারের চেয়ে বেশী।' ইতি—৩।৪।৬৮

তারা সাঁতরা
কিউরেটর, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা,
(নবাসন), বাগনান, হাওড়া।

বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গ্রন্থাগার বৈশাখ, ১৩৭৫ সংখ্যায় শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষের পত্রটি (পৃঃ ৫৭।৫৮) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পত্রটির কোন এক বিশেষ অংশে বালুরঘাটের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির চা-চক্র সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ বক্তব্যটি অসত্য, কুরুচিপূর্ণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বাভাবিক উদার দৃষ্টিভংগীর পরিপন্থী।

এ কথা ঠিক যে উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক এক চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। সামান্যই ব্যবস্থাপনা। সম্মেলনে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের নিয়ে চা-চক্রের আয়োজন করা সহজ নয়, তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির নেতাদের পরামর্শমত সামান্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সময় নির্ধারিত হয়েছিল ৫-৩০ মিঃ—যখন দ্বিতীয় অধিবেশন-এর বিরতি ঘটবে।

অতএব শ্রীমতী ঘোষের বক্তব্য মোটেই সঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, পত্রে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাবে লেখা হয়েছে— স্থানীয় উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কোন অংশ নেন নি'।

আর একজন গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে জানতে ইচ্ছে হয়, শ্রীমতী ঘোষ কি সাংবাদিক হিসাবে ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ? ভিতরের খবর উনি যখন নিতে চাইলেন—আর একটু গভীরে প্রবেশ করলেই পারতেন। এই প্রতিবাদ-পত্র লেখক সুদীর্ঘ চার বছর বালুর-ঘাটে জেলা গ্রন্থাগারিক ছিলেন। অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা স্বীকার করতে সংকোচ নেই উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মত গ্রন্থাগার দরদী লোক খুবই বিরল। উনি নিজে লেখক, উচ্চ শ্রেণীর পাঠক, শিক্ষাব্রতী এবং গ্রন্থাগার-প্রাণ। না জেনে-শুনে অমন ব্যক্তির সমালোচনা করা শ্রীমতী ঘোষের পক্ষে শোভনীয় হয়েছে কি না ভেবে দেখা দরকার। শ্রীমতী ঘোষ নিজেও চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন !

পরিশেষে, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। যে কোন পত্র পত্রিকায় ছাপান যেতে পারে। সাধারণতঃ পত্রিকা সম্পাদক এতে দায়ী থাকেন না'। যদিও 'গ্রন্থাগার'-সম্পাদক এ ধরনের কোন আইনের ফাঁক খুঁজে ধরেন নি। সুতরাং এ পত্রটি ছাপানোর দায়িত্ব সম্পাদকের আছে। আমি যতদূর জানি, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক চা-চক্র সম্পর্কিত সব ইতিহাস জানতেন। জেনেও পত্রটি ছাপলেন কেন ? তবে কি ধরে নেব শ্রীমতী ঘোষের বক্তব্য সম্পাদক মহাশয় সমর্থন করেন ? যদি সমর্থন করেন, শ্রীমতী ঘোষের বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো সমর্থন জানান। নয়তো অন্য পেশায় নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের অপরিণামদর্শিতা থেকে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাকে বাঁচান। ইতি—

অমলাংশু সেনগুপ্ত

২৪।৬।৬৮　　২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগারিক, বিদ্যানগর

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বৈশাখ (১৩৭৫) সংখ্যার 'বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে' সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার ও জানাবার আছে। এই সম্মেলন শুরু হবার কয়েকদিন আগে থেকেই আমি বালুরঘাটে ছিলাম, এবং সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্বন্ধে কিছুটা পূর্বাহ্নেই জানতে পেরেছিলাম। ৫৮ পৃষ্ঠার দ্বাদশ লাইনে যে ভদ্রলোকের কথা বলা হয়েছে—ঠিক না জেনে ঐ উক্তি করা ঠিক হয় নি। কারণ কখনও বা কোন সময়েই তাঁর কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কেউই অগ্রসর হন নি। বরং আমরা দেখেছি ২৪ তারিখের বৈকাল বেলায় কয়েকজন গ্রন্থাগারিক তাঁর কাছে আশ্রয়ের জন্য যান। তিনি তৎক্ষণাৎ কলেজের ৩টি ঘরে তাঁদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দেন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য—চা-চক্রে আহ্বান করেছিলেন কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ ৩৬ পৃঃ ২৭-২৯ লাইন) এ ছাড়া চা-চক্রে অনেকেই গিয়েছিলেন—লেখিকাও তাদের মধ্যে একজন।

অষ্টাদশ লাইনে 'প্রবন্ধের……ঠেকে', উক্তি সম্বন্ধে আমি লেখিকার নিজের মতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তিনি পূর্ব পৃষ্ঠায় (৫৭ পৃঃ) বলেছেন সম্মেলনে সবাইকে একবাক্যে কোনো একটা কথাকে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। সকলেরই মন খুলে কথা বলা ভাল। সুতরাং ঐ উক্তি অপ্রয়োজনীয়।

৫৮ পৃঃ শেষ লাইনে তিনজন মহিলা কর্মী নন. চার জন মহিলা কর্মী হবে। হাওড়ার ভট্টনগর প্রগতি সংঘ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বীথিকা ঘোষও ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

আশা করি এই ভুলগুলি ঠিক করে নেবেন।

শুভেচ্ছান্তে
অনিলকুমার দত্ত

২৫।৬।৬৮

পত্র-লেখিকার উত্তর

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার'-এর বিগত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার একটি পত্রের প্রতিবাদে অমলাংশু বাবুর পত্রটি পাঠের সময় পত্রিকার পাঠকদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন দুটি লেখা পড়ে বিচার করেন ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমায় কোনটি প্রকৃত রুচিকর। এ বাদানুবাদে প্রবেশ করার আদৌ কোন স্পৃহা আমার ছিল না। কিন্তু পাঠকমনে অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশঙ্কায় কয়েকটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আমার লেখায় নেই. বিশিষ্ট

ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাধারণত 'বিশেষ' সহযোগিতাই আশা করা হয়। বালুরঘাট সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সেটা পাওয়া যায় নি বলেই জেনেছি, বিস্তারিত তথ্য দিয়ে অনর্থক এ পত্রটিকে ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ যে আছে তা অভ্যর্থনা সমিতির পদস্থ ব্যক্তিদের তালিকা থেকে জানা যায়। কিন্তু তিন দিনের চারটি অধিবেশনে অত কাছ থেকেও স্বল্পক্ষণের জন্যও তিনি কোন অংশই গ্রহণ করতে পারলেন না এ আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য। অবশ্য অনেকের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত জনসভায় এসেছিলেন। চা-চক্র যে পাঁচটায় আয়োজিত হয়েছিল একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাস্থলেই সেকথা দরবে ব্যক্ত করেন। আর আমন্ত্রিত বিশিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও সেখানে আমার উপস্থিতির বিষয়ে জানাই যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক আমার সহপাঠী ছিলেন, সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মসূত্রেও আমাদের সুবাদ ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চা-চক্র শুরু হবার অনেক পরে অধিবেশন সমাপ্ত হলে আমি সেখানে যাই।

একটি সামাজিক আন্দোলনের ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি সকল সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক নিশ্চয় রাখা দরকার; কিন্তু নিজেদের পেশাগত মানমর্যাদা বজায় রেখেই, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোচিত পদমর্যাদা আমরা দাবি করে থাকি। মর্যাদা কি কেবল দাবি করেই অর্জিত হবে? সেইসঙ্গে চাই নিজেদের পেশাগত মর্যাদাবোধ ও তদনুরূপ আচরণ। অনেক জায়গাতেই সম্মেলনসূত্রে স্থানীয় বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রতিনিধিদের চা-চক্রে যে আপ্যায়িত করে থাকেন, সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানাবেন বা না জানাবেন সেটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রেও সেদিক থেকে তাই অসঙ্গত কিছু হয় নি। কিন্তু ভরসাযোর বিচ্যুতি ঘটেছিল, অনেকের কাছে অধিবেশনের চেয়ে চা-চক্র প্রাধান্য পাওয়ায় আমার পেশাগত অভিমানে আঘাত লাগে, আমি কোন ব্যক্তিকেই অসম্মান করে কিছু লিখি নি।

দিনাজপুরের সঙ্গে আমার আবাল্য সম্পর্ক এবং পূর্বতন জেলার উভয় অংশের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে এখনও আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে; তাই সম্মেলন বালুরঘাটে আয়োজিত হওয়ায় আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করি। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠকমহলেও আমি নিতান্ত অপরিচিত জন নই। সেজন্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎদের প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সমালোচিত এই পত্রটির জন্য অনেকের মৌখিক সমর্থন পেয়েছি। কাজেই আমার এই পত্রটি সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্তর বিরূপ মন্তব্যের বিচারভার পত্রিকা পাঠকগণই করবেন বলে আশা করি। সবশেষে তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে, পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধ ও বিশেষ করে পত্রের মতামতের জন্য লেখকরাই দায়ী থাকেন; পত্রিকা-সম্পাদক নন, এ কথা লিপিবদ্ধ না করলেও চলে।

২৬।৬।৬৮　　সুচিত্রা ঘোষ।

সম্পাদকের বক্তব্য

বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে এই বাদ-প্রতিবাদে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের আদৌ ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষের পত্রের প্রতিবাদে শ্রীঅমলাংশু সেন-গুপ্ত মহাশয় যে পত্রাঘাত করেছেন তাতে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের কথাও উল্লেখ করেছেন বলে এ প্রসঙ্গে একটু বলা প্রয়োজন। যদিও পত্রের শিরোনামে একথা ছাপা ছিল না যে, 'পত্র লেখিকার বক্তব্য নিজস্ব, সম্পাদক তাঁর মতামতের জন্য দায়ী নন', কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পত্রিকা সম্পাদককে এজন্য সাধারণতঃ দায়ী করা হয় না। কোন পত্র তাঁর পত্রিকায় ছাপলেই সেই পত্রের বক্তব্যকে সম্পাদক সমর্থন করেন বা করেন না এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত কি ?

অমলাংশু বাবুর কাছে শ্রীমতী ঘোষের পত্রটি যেরূপ 'অসত্য, কুরুচিপূর্ণ' বলে মনে হয়েছে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের কাছে অবশ্য তেমন মনে হয়নি। সম্মেলন প্রসঙ্গে এবং আত্মসমালোচনামূলক হওয়ায় বরং সম্পাদকের কাছে পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। পত্রের যেখানে তিনি এই চা'-চক্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা এবং সম্মেলনের অন্যান্য বিষয় বা যেমনটি ঘটেছিল পত্রলেখিকা যথাযথভাবেই তা বর্ণনা করেছেন। চা-চক্রের ব্যাপারটি নিয়ে এবং উল্লিখিত স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক সম্পর্কে হয়তো কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকতে পারে। তবে এই ভুল বোঝার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। প্রতিনিধিদের চা-চক্রে আমন্ত্রণ করে তিনি অবশ্য কিছু অন্যায় করেন নি। সকলকে আমন্ত্রণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। তাই প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিস্থানীয় একাংশকে আমন্ত্রণ করাতেও কোন অন্যায় দেখি না। আর চা'-চক্রের সময় তিনি নিশ্চয়ই ঠিক করেছিলেন যাঁদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই। সুতরাং এ ব্যাপারে আমন্ত্রণ যাঁরা স্বীকার করেছিলেন দায়িত্ব তাঁদেরই ; উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দোষ দেওয়া চলে না। 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক অবশ্য এই আমন্ত্রণের কথা প্রথম শোনেন পৌনে ছটায়—দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের শেষে বালুরঘাট কলেজের গ্রন্থাগারিক যখন তাঁকে চা-চক্রে যাবার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয়তঃ ঐ চা-চক্রের আসরেই উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অংশ নিতে পারেন নি এবং সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারছেন না। অমলাংশু বাবু হয়তো ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, শ্রীমতী সুচিত্রার আক্রমণের লক্ষ্য স্থানীয় এই বিশিষ্ট ভদ্রলোক নন, আমরা নিজেরাই, চা-চক্রে যোগদানকারী বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গোটা পত্রটিই আত্ম-সমালোচনামূলক। পত্রলেখিকা বা 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন উদ্দেশ্য নেই।

—সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'।

মহাশয়,

দ্বাবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট সহরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ দিনাজপুর গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম সহযোগিতায়। যেমন প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্মেলন হয়ে থাকে, তেমন এ বছর এখানেও হলো।

'বালুরঘাট' নামটি অনেকের কাছে নতুন লাগলেও যাঁরা খুঁটিয়ে কাগজ দেখেন বা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের খবর রাখেন তাঁদের কাছে এ নাম মোটেই নূতন নয়।

উত্তরবঙ্গ এর আগে এ ধরনের অধিবেশন খুব কম হয়েছে। বিশেষতঃ বালুরঘাটে, যেখানে বাইরে থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা অপ্রতুল ও অনভ্যস্তদের কাছে অপ্রীতিকর। এখানে অধিবেশনে যোগদানকারী বন্ধুবর্গের অনেকেই তাঁদের অপ্রসন্নতা চাপতে পারেননি; বরং এখানকার অব্যবস্থার নিন্দায় মুখরিত হয়েছেন।

বালুরঘাট একটি মফস্বল সহর। কলকাতা থেকে অনেক দূরে। স্বভাবতই এ রকম স্থানে সব রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দুষ্কর। নিখিলবঙ্গ সম্মেলনের মত বড় একটা সম্মেলনের পশ্চাতে অনেক পরিশ্রম, ক্ষতি ও অ-সম্ভাব্য ঘটনা নিহিত থাকে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না।

যোগদানকারীদের অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, এ রকম পাওববর্জিত স্থানে সম্মেলন আহ্বান করার কি প্রয়োজন ছিল? ছিল না একথা কি করে বলা যায়। যোগাযোগের দুরূহতার জন্য বা অন্যান্য কারণে এ স্থান হয়তো অনেক বিষয়ে পিছনে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকায় সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছনে। পঃ দিনাজপুরের মত স্থান যে তুলনামূলকভাবে আরও পিছনে হবে তা বাদানুবাদের অপেক্ষা রাখে না। এ রকম স্থানেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। প্রধানতঃ সেই কারণেই এখানে অধিবেশনের জন্য অনুরোধ জানাই। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা প্রচার করা গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যতম কাজ। সে কথাই এখানকার লোকদের জানাতে চেয়েছিলাম বলেই সহকর্মীদের চোখে অপরাধী হয়ে রইলাম।

দ্বিতীয়ত, এই দুর্বৎসরে অনেক জেলা এ রকমের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এখানে অধিবেশন হবার সম্ভাবনা আছে তাও আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আমাদের এখানে এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই আমরা পরে জেনেও সম্মেলন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম।

সমবেতদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের বহু অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে আমাদের অনভিজ্ঞতার দোষত্রুটি স্নেহ-সুন্দর চোখে দেখে আমাদের দায়মুক্ত করে মহৎ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তাঁদের কাছেও যাঁরা অধিবেশনে যোগ দিয়ে পঃ দিনাজপুরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথে সক্রিয় সহযোগিতা করে গেলেন।

আত্মকলহ নিরর্থক। ভুল বোঝাবুঝি, অসহিষ্ণুতা থাকেই; কিন্তু তাই নিয়ে পড়ে

থাকার অর্থ মহৎ আদর্শের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। যাই হোক, এটা অন্ততঃ দাবী করতে পারি যে কিছু বৈচিত্র্যের উপাদান আমরা যুগিয়েছি।

এসেছিলেন অনেকেই, অনেক আগন্তুকের পদচারণায় ছোট্ট সহর বালুরঘাট সচকিত, কোলাহল মুখরিত হয়ে উঠেছিল। পরিচয়, সমীক্ষা, নিরীক্ষা, অনেকদিন পর ভিন্ন প্রান্তে থাকা বন্ধুর সঙ্গে দেখা—পুরোনো কথা : কনফারেন্স—বক্তৃতা : বাদানুবাদ—সিদ্ধান্ত গ্রহণ : বিশ্রাম, সহর পরিক্রমা ইত্যাদি শেষ হতে না হতেই বাজলো ছুটির ঘণ্টা। হাট ভাঙ্গার পালা শুরু হলো, শেষও হলো।

আমাদের এখনও ছুটি হয়নি। সভাশেষে শতরঞ্চি গোটানোর কাজ বাকী।

এই সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনে আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেপথ্যের ব্যবস্থাপনায় মাত্র।

পরিশেষে একথা বলতে পারি যে, সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা উপকৃত হয়েছি : ভবিষ্যতের বৃহত্তর গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথে উৎসাহিতও হয়েছি।

চিত্তরঞ্জন দত্ত—গ্রন্থাগারিক,
জেলা গ্রন্থাগার : পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট।

৬।৬।৬৮

পরিষদ গ্রন্থাগার সংবাদ

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ১৯৬৮ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ গ্রন্থাগার প্রতি রবিবার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য ঐদিন বাড়ীর জন্য বই ইস্যু করা যাবেনা।

গ্রন্থাগারিক,
পরিষদ গ্রন্থাগার।

Letters to the Editor.

গ্রন্থাগারকর্মী সংবাদ

মালদহে জেলা গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলন, ২৪শে মে '৬৮

২৪শে মে '৬৮ মালদহ জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক ডঃ অমিয় কুমার সেন।

সভায় নিম্নলিখিত জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ উপস্থিত ছিলেন :

মালদহ, বহরমপুর (২৪-পরগণা [উঃ]), মেদিনীপুর, বিষ্ণুনগর (২৪-পরগণা [দঃ]), হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, তমলুক (মেদিনীপুর), দার্জিলিং, কৃষ্ণনগর (নদীয়া), চুঁচুড়া (হুগলী), আসানসোল (বর্দ্ধমান), সিউড়ী (বীরভূম), এবং কালিম্পং (দার্জিলিং)। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, মালদহের জেলা-স্কুল পরিদর্শক শ্রী এস, রায়, এবং জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রী এ, সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয় :

১ জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগারিকদের অধিক অংশ থাকা উচিত। সারা পশ্চিমবঙ্গের জন্য একইরকম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। জেলা গ্রন্থাগারিকদের জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করার প্রাথমিক ব্যবস্থা করা উচিত।

২ জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ভার ধীরে ধীরে সরকারের নিয়ে নেওয়া উচিত।

জেলাস্থ, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শন বিষয়ে জেলা গ্রন্থাগারিককে উপযুক্ত বিবেচনা করা উচিত।

[এই পরিদর্শনের কাজ অন্তত এক বছর যাবত বিনা ভ্রমণ ভাতায় সম্পাদন করতে প্রস্তুত বলে জেলা গ্রন্থাগারিকরা জানান ; অবশ্য এই ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারযান ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।]

৩ প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের মত একজন করে সহকারী গ্রন্থাগারিক থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে তৎপর হবার জন্য মুখ্য পরিদর্শককে অনুরোধ জানানো হয়।

এ ছাড়া প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে একটি বাইণ্ডারের ও একটি ক্যাশিয়ার হিসাব-রক্ষকের পদ সৃষ্টি খুবই প্রয়োজনীয় বলে জানানো হয়। মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক এই বিষয়ে শীঘ্রই চিন্তা করে দেখবেন বলে জানান।

৪ প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার সমিতিগুলির একই রকম সমিতিবদ্ধ হওয়ার নিয়মাবলী থাকা উচিত। জেলা গ্রন্থাগারিকরা মনে করেন, সমস্ত সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সংগঠন

গুলির পরিচালনভার সরকারের গ্রহণ করা উচিত এবং এ গুলিকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ্য করা উচিত।

[সভাপতি ডঃ সেন জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সমিতিবদ্ধ হওয়ার খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে দাখিল করার জন্য জেলা গ্রন্থাগারিকদের অনুরোধ করেন ; যাতে ঐ নিয়মাবলী প্রবর্তনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।]

৫ জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শককে ঐ সমস্ত জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি বা সহ-সভাপতি করা যেতে পারে।

৬ [ক] প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, শহর মহকুমা গ্রন্থাগারগুলি এই সমিতিগুলির নিয়মাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ মানতে সম্মত হয়ে প্রতিষ্ঠান সভ্য হবে।

অন্তত দুইজন প্রতিনিধি—একজন আঞ্চলিক,গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে, আরেকজন শহর মহকুমা গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে, জেলা গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী সভায় থাকবে।

[খ] আঞ্চলিক, গ্রামীণ, সহর,মহকুমা গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকরা স্ব স্ব গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করবেন।

৭ যাতে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে বেতন পান তার জন্য প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার সমিতিকে ব্যাঙ্ক থেকে সকল গ্রন্থাগার কর্মীর তিন মাসের বেতনের ও ভাতাদির সমপরিমাণ অর্থ ধার লওয়ার (overdraft) অনুমতি দেওয়া উচিত।

[সভাপতি এ বিষয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখবেন বলে জানান। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত জেলা গ্রন্থাগার সমিতির খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুতের সময়, তাতে এই ধরনের কোন ধারা যুক্ত করা যেতে পারে।]

৮ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাসগৃহ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়ার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়।

[সভাপতি : প্রত্যেক গ্রন্থাগারের নিজস্ব আয়ের অর্থ (১৫% ভাগের বেশী নহে) যদি কর্মচারীদের উক্ত ভাতাদি প্রদানের জন্য ব্যয়িত হয় তবে সরকারের কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবে সরকার উক্তরূপ ভাতাদি সরকারী স্পনসর্ড অন্য কোন সংস্থার কর্মীদেরও দিচ্ছেন না। তবে তিনি সরকারকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন।]

৯ [ক] গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি একই রকমের ছুটীর নিয়ম থাকা উচিত। পেন্সন, গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। [সভাপতি : যতদিন পর্যন্ত নতুন কোন একটি ছুটির নিয়ম চালু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুল (W B S R) অনুযায়ী ছুটির নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান যে, ছুটির নিয়ম, গ্র্যাচুইটির বন্দোবস্ত, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।]

[খ] প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর সন্তানসন্ততিদের পড়াশুনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া উচিত—(যেমন শিক্ষকদের সন্তানসন্ততিরা পেয়ে থাকে)।

[সভাপতি : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সমীপে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে এ বিষয়ে যে কথা হয়েছিল, তদনুযায়ী সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন।]

১০ সরকারের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক ক্রয় বাবদ ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ক্রমবর্দ্ধমান আনুপাতিক অনুদান দেওয়া উচিত।

[সভাপতি : অর্থাভাবের জন্য এ বিষয়ে খুব শীঘ্রই কিছু করা যাবে না। তবে তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগার গৃহ সারাবার খরচ বাবদ বাৎসরিক ১"৹ হিসাবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই পেতে পারেন।]

১১ জেলা গ্রন্থাগারিকরা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত পুস্তকটি (West Bengal Library Directory)র পরিবর্দ্ধন সাধনের কাজটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে করবার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন, যদি অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সে দায়িত্ব দেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

[সভাপতি উক্ত মর্মে কোন প্রস্তাব আনুমানিক আনুষঙ্গিক খরচ কত তার হিসাব সহ পেলে বিবেচনা করে দেখবার আশ্বাস দেন।]

১২ ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযানটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্কিত নহে এমন কোন কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। যদি আদৌ এ ধরনের কোন ব্যবহার সরকারী অন্য কোন দপ্তরের প্রয়োজন হয়, তবে তার জন্য পেট্রল খরচ, ড্রাইভারকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেই দিতে হবে। [কোন দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি কার এবং ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিই বা কি হবে সে সম্পর্কে মতামত পরে জানাবেন বলে সভাপতি বলেন।]

১৩ জেলা গ্রন্থাগারিকদের জেলা সমাজশিক্ষা পরামর্শদাতা কাউন্সিলে একজন যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে যোগদান করতে দেওয়া উচিত। [সভাপতি : এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে।]

১৪ জেলা গ্রন্থাগারিকদের পরবর্তী সম্মেলন আগামী ডিসেম্বর '৬৮ মাসে দীঘায় (মেদিনীপুর) হতে পারে। জেলা গ্রন্থাগারিকরা যাতে এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন সভাপতি সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য এবং এই সম্মেলনে (মালদহে) যোগদানের জন্য ভ্রমণ ভাতা দৈনিক ভাতাদি পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুল অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে।

সভাপতি ও উপস্থিত অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

সভাশেষ হবার সময় ডঃ সেন, সকল জেলা গ্রন্থাগারিকদেরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিবর্গকে এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান।

Library Workers in th news.

পরিষদ কথা

পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পত্রের মর্মার্থ ও তার উত্তর :—

গত ১৬ মে ১৯৬৮, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতনক্রম চালু করবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইএ প্রসংগে ২৮ মার্চ ১৯৬৮, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিদের নিকট যে আশ্বাস দেন তারও উল্লেখ করা হয়।

এই চিঠির উত্তরে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক গত ৪ জুন ১৯৬৮, তারিখের চিঠিতে জানান যে, নির্দিষ্ট বিষয়টি এখনও শিক্ষামন্ত্রকের বিবেচনাধীন রয়েছে।

(খ) গত ৮ জুন ১৯৬৮, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধিদল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সংগে সাক্ষাৎ করেন। অবিলম্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ, জি. দি স্কেল চালু করা, এম, লিব, এস্‌সি কোর্স চালু ও ডিপ, লিব, এসসি-কে বি, লিব, এস্‌সি'তে পরিবর্তিত করাবার জন্য প্রতিনিধিদল উপাচার্যের নিকট অনুরোধ জানান। এই প্রসংগে একটি স্মারকলিপিও উপাচার্যের নিকট পেশ করা হয়।

(গ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকটও এক পত্রে অবিলম্বে ইউ, জি, সি পে স্কেল ও এম, লিব, এসসি কোর্স চালু করা সম্পর্কে এক পত্র প্রেরণ করা হয়। এখন পর্যন্ত তার কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি।

(ঘ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবংগের বেতন কমিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়, সেই প্রসংগে কমিশনের পক্ষ থেকে পরিষদের বিবেচনার জন্য এক প্রস্থ প্রশ্নাবলী প্রেরণ করা হয়। এই প্রশ্নাবলীর উত্তর পরিষদের পক্ষ থেকে শীঘ্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(ঙ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ১১. ৬. ৬৮ তারিখের পত্রে বেতন কমিশনকে জানান হয় যে, পরিষদ শীঘ্রই প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রেরণ করছে; দ্বিতীয়তঃ পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়গুলি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

(চ) বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির ৭. ৬. ৬৮ ও ১১. ৬. ৬৮ তারিখের সভায় অন্যান্য বিষয়ের সংগে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় :

(১) বেতন কমিশনের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার প্রসংগে অন্যান্য সমতুল্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের উত্তরগুলির পর্যালোচনা করা হোক।

(২) পশ্চিমবংগ সরকারের শিক্ষাসচিবের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হোক। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের শ্রীচিৎকারার সংগেও যোগাযোগ করা হোক।

(৩) বেতন কমিশন প্রেরিত পত্রের দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হোক এবং প্রথম অংশের উত্তরের জন্য এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করা হোক।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার। ৩, খেলাৎ বাবু লেন, কলি-২।

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগারের সপ্তদশতম বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নোক্ত সদস্যগণ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :—

সর্বশ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), প্রভাসকুমার মিত্র (সম্পাদক), প্রভাত সিংহা, অমিতাভ বসু (সহঃ সম্পাদক), শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ (কোষাধ্যক্ষ), প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক)।

কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউট। ৪৩, কাশীপুর রোড, কলি-৩৬।

গত ২৭শে মে, '৬৮ কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুণ মজুমদারের ও অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নজরুল পাঠাগার। ৪৭ এ, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯।

নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে গত এপ্রিল মাসে এক ঘরোয়া পরিবেশে গোর্কী শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ গোর্কীর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীকমল গোস্বামী যথাক্রমে আলোচনা ও পাঠে অংশ গ্রহণ করেন।

২৪ পরগণা

বান্ধব পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। সারাজাবাদ, বজবজ।

বান্ধব পাঠাগারের উদ্যোগে যথাক্রমে গত ৯ই জুন ও ১৬ই জুন রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও এক সভানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন 'অরুণাভা' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী। মেটেলী।

গত ২৭শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুলের জন্মতিথি পালন করা হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী মহাশয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীঅমিয়ভূষণ গুহের সভাপতিত্বে বিদ্রোহী কবির কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশান্তি রায়, শ্রীরাধারমণ মালাকার ও শ্রীঅমিয়ভূষণ গুহ। গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থ পার্বন উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় দুই শতাধিক পুস্তক সংগ্রহ করা হয়।

পুরুলিয়া

গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির।

গত ৯ই এপ্রিল, '৬৮ বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের নতুন কার্যকরী সমিতি কার্যভার গ্রহণ করেছেন। নবনির্বাচিত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীভরতচন্দ্র ভাণ্ডারী। গত ২৪শে বৈশাখ, গ্রন্থাগারে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের (সাধারণ গ্রন্থাগার) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাদিবস গত ৩০শে এপ্রিল, '৬৮ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বর্ধমান

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি। শ্রীখণ্ড।

গত ১৬ই মে, '৬৮ শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতির পরিচালনায় সমিতি প্রাঙ্গণে অধ্যাপক শ্রীপবিত্রানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্রমানস সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শ্রীঅমিতাভ সেন, শ্রীমানিক রায় ও শ্রীপবিত্রানন্দ ঠাকুর। ১৭ই মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার পরিচালনায় তরজা গানের আয়োজন করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ পাঠাগার। বিবেকানন্দ রোড, সিউড়ী।

বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন ও প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ফুলরেণু গুহ মহোদয়া। মূর্তিটির যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেন সিউড়ীর শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী।

পাঠাগারে সম্প্রতি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে ২৫০ টাকা দানস্বরূপ গৃহীত হয়েছে। শ্রীমতী লীলারাণী কর ও শ্রীমতী মুক্তিরাণী কর ২৪টি বই বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

হাওড়া

বালক সংঘ পাঠাগার।

গত ২৬শে মে বালক সংঘ পাঠাগারে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উনসপ্ততিতম জন্ম জয়ন্তী এবং গ্রন্থাগারের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বনহরিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন আঃ সত্তার। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয় এবং বিভিন্ন বক্তা কবি নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

বালিটিকুরী সাধারণ পাঠাগার। জগাছা।

বালিটিকুরী গ্রামে ১৯৬৩ সালে স্থানীয় কয়েকজনের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় বালিটিকুরী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা হয়। গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০০ এবং পুস্তক সংখ্যা ১৪৫০। এ ছাড়া, বহুল প্রচলিত কয়েকটি সাময়িক পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত রাখা হয়। হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ গ্রন্থাগারটিকে তিনমাস অন্তর ত্রিশখানি পুস্তক লেনদেনের সুযোগসুবিধা দিয়ে আসছে।

আগামী নভেম্বর মাসে গ্রন্থাগারের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজতজয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। এই উৎসব দুইদিনব্যাপী প্রবন্ধ রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, পুস্তক সংগ্রহ, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি অভিযান এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হবে।

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া, পাঁড়িহাল।

স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়বালিয়া আর, সি, মাত্রা ইনস্টিটিউশনের দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্যার্থে সবুজ গ্রন্থাগারে একটি 'পাঠ্যপুস্তক বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভাগটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কলেজের ছাত্রদের জন্যও অনুরূপ একটি 'পাঠ্যপুস্তক বিভাগ' স্থাপন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

হুগলী

আইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার। আঁইয়া।

গত ২৫শে বৈশাখ, '৭৫ আঁইয়া বঙ্কিম পাঠাগার প্রাঙ্গণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। ডাঃ রেণুপ্রভা বসুমল্লিকের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উন্নয়ন-আধিকারিক শ্রীমোহনকুমার সিংহ রায়।

তিলক সাধারণ পাঠাগার। ভাণ্ডারহাটী।

তিলক সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ৯ই জুন, '৬৮ রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডল ও শ্রীবারীন ঘোষাল যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীউমাশংকর চৌধুরী "রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ : সেকালে ও একালে" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী। ৪২।৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

গত ৩১শে মার্চ, ৬৮ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যকরী সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্বাচিত হন :

সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রকুমার দাস (সভাপতি), সতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), প্রণবকুমার সিংহ (সাধারণ সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র চায়নী (সহঃ সাধারণ সম্পাদক), শ্যামল গুপ্ত (কোষাধ্যক্ষ), অরুণকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারীমোহন ভট্টাচার্য ও অসিতেন্দু রায় (গ্রন্থাগারিক) এবং আরো কয়েকজন সদস্য।

সংবাদ গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা, ১৯৬৮

১। (ক) ১৯৬৭ সালের পরীক্ষায় যাঁরা কৃতকার্য হননি বা পরীক্ষা দেননি এবং ১৯৬৮ সালে নন্‌কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হয়ে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁদের অস্থায়ী সেবা এবং গ্রন্থবিদ্যার ক্লাশ ওয়ার্ক অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।

(খ) যাঁরা ১৯৬৭ সালের পরীক্ষায় ক্লাশ ওয়ার্কে পাশ নম্বর পেয়েছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ঐচ্ছিক। যাঁরা পাশ নম্বর পাননি এবং যাঁরা পরীক্ষা দেননি উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্লাশ ওয়ার্ক জমা দেওয়া আবশ্যিক।

(গ) নন্‌-কলেজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক সকলকেই ১৫ই জুলাই ১৯৬৮ এই তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। ক্লাশ ওয়ার্কের প্রশ্নাবলী সংগ্রহ করে নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কাজ জমা দিতে হবে।

(ঘ) পুরাতন পাঠক্রম অনুযায়ী যাঁরা পরীক্ষা দেবেন তাঁদের ক্ষেত্রে ক্লাশ ওয়ার্ক জমা দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

২। নন্‌ কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হয়ে পরীক্ষা দেবার জন্য আবেদন করার এবং ফি জমা দেবার শেষ তারিখ ২০ জুলাই ১৯৬৮।

৩। পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যথা সময়ে ঘোষণা করা হবে।

সম্পাদক,
শিক্ষণ সমিতি

১লা জুলাই ১৯৬৮

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্

এ ই স ং খ্যা য়

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে (সম্পাদকীয়) ১৫

গ্রন্থাগারে প্রচার ১৭

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১১)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা

আদিত্যকুমার ওহ্‌দেদার

সোভিয়েট দেশে গ্রন্থাগার

(তথ্য ও সংখ্যা)

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার :

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী : মানকর (বর্ধমান)

অনিলবরণ পাল ও রাধারমণ দত্ত

শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিশেষ প্রতিনিধি

সম্পাদক সমীপেষু

গ্রন্থ সমালোচন

গ্রন্থাগার সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা ঃ আষাঢ় ১৩৭৫

Granthagar

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

IN THIS ISSUE

- In memoriam : T. C. Datta (Editorial) 95
- Publicity in libraries—Birendra Chandra Bandyopadhyay 97
- Library movement in Bengal (II) —Gurudas Bandyopadhyay 106
- The Problems of University libraries —Dr. A. K. Ohdedar 113
- Libraries in the Soviet Union 116
- Libraries in West Bengal : Pallimangal Library : Mankar (Burdwan) —Anil Baran Paul & Radha Raman Datta 118
- An Interview with Shri P. C. Bose 121
- Letters to the Editor 130
- Book review 133
- News from Libraries 136

VOLUME 18 : ASHAR 1375 NUMBER 3

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩ | ১৩৭৫, আষাঢ়

॥ সম্পাদকীয় ॥

তিনকড়ি দত্ত স্মরণে

তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি এই মানুষটির অসীম মমতা ছিল। পাঁচ বছর আগে ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই, আষাঢ়ের এমনই এক মেঘান্ধকার দিনে আমরা যখন তাঁকে হারালাম তখন তা সকলের কাছেই এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। যে সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায় সেই সময় থেকেই তিনকড়ি দত্ত মহাশয় এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। অথচ তিনি পেশায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন না। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে-কর্মে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর এই অনুরাগের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে শুনি। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাক্ষাৎভাবে তাঁকে দেখেছিও। তাঁর মত এমন পরিষদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, উৎসাহী কর্মী ও সংগঠক দুর্লভ। অদম্য উৎসাহী ও আশাবাদী বলেই তিনি নিদারুণ হতাশার মধ্যেও আমাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হতেন।

তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুতে পরিষদ হয়তো অচল হয়ে যায়নি ; কিন্তু এখনও আমরা পদে পদে তাঁর অভাব অনুভব করি। তাঁর কাজ লোক-দেখানো ছিল না। পরিষদের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত সম্পন্ন হল কিনা সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। আমাদের মধ্যে তাঁর এই স্বভাবের কি তিনি কোন প্রভাব রেখে গেছেন ? রেখে গেলে ভাল হত। পরিষদ তাতে উপকৃত হত। এ পর্যন্ত পরিষদে এসেছেন তো বহুজন, কিন্তু তাঁর মত এমন অনলসকর্মী মেলে হাজারে একজন, যিনি কর্মে প্রকৃত বেগ সঞ্চার করতে পারেন। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করতে পারি না।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, তিনকড়ি দত্ত যে আমাদের নিকট স্মরণীয় হয়েছেন তা তাঁর কর্মের মধ্য দিয়েই। যে আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে তিনি বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তিনকড়ি দত্ত মহাশয়েরও কি কখনো চিড় খায় নি ? কখনও কি তাঁর একথা একবারও মনে হয়নি—'কিজন্ত এসব করছি, এসব করা বৃথা ?'

এর উত্তর হয়তো একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন। তার মনের কথা জানা আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন মনে করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না যে, তিনি কখনো কোন বাধার সম্মুখীন হননি : এবং পরিষদের কাজে কখনো কোন তিক্ততা অর্জন করেন নি। তবে একথা খুবই ঠিক যে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি কখনো হাল ছাড়েন নি। তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই আমাদের স্মরণে আছে, কিন্তু সেজন্য তাঁকে যা মূল্য দিতে হয়েছে আজ তা হয়তো আমরা ভুলে গেছি।

আমাদের কাছে তাঁর চরিত্রের যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক বলে মনে হয়, সেটা হচ্ছে তাঁর এই অনবচ্ছিন্ন কর্মশক্তি এবং উৎসাহ ও উদ্যম বরাবর বজায় রাখা। জানিনা, কি করে তিনি এটা বরাবর বজায় রেখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হয়তো শেষ জীবনে সাংসারিক দায়দায়িত্ব ছিল না বলেই এতটা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যুবা বয়স থেকেই তো তিনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল এই কাজ করে এসেছেন। কাজ করবার এই প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেতেন ?

তিনকড়ি দত্ত নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। আর আমাদের মধ্যে যদি অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও নিষ্ঠা এসে থাকে তবে তা সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন তিনকড়ি দত্ত। এই জন্যই আমাদের হতাশ' ও দুঃখের দিনে তাঁর কথা বড় বেশী করে মনে হয়।

দ্রুত পরিবর্তিত আমাদের কালে গ্রন্থাগার পরিষদে এসেছেন একদল গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত নরনারী ; পুরাণো ধ্যান-ধারণা তাঁদের কাছে দ্রুত বিলীয়মান। কিন্তু সেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—তিনকড়ি দত্ত যার সেবা করে গেছেন, তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য আজও অপরিবর্তিতই রয়েছে। তিনকড়ি দত্ত ও অন্যান্য লোকান্তরিত কর্মী, যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই পরিষদ গড়ে উঠেছে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

Editorial : In Memoriam : T. C. Datta.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা

১৮ই আগস্ট ১৯৬৮ : বৈকাল ৫ ঘটিকা

স্থান : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

মনোনয়নপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভ্যদের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন কেবলমাত্র তাঁরাই ভোটাধিকারী হবেন।

গ্রন্থাগারে প্রচার

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচারের কী ও কেন :

প্রসঙ্গটা নামমাত্রেই কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিংবা বিস্ময়ের। গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে প্রচারের যোগ কিসের? জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগার। জ্ঞানের আবার প্রচার কি জন্যে প্রয়োজন? জ্ঞান কি পণ্যসামগ্রী যে বিজ্ঞাপন জাহির ক'রে খদ্দের ধ'রে আনতে হবে?

আসলে প্রচারটা তো জ্ঞানের নয়,—ভাণ্ডার সামগ্রীর। বিদ্যা আহরণের আধার, বই যা'র মাধ্যম। গ্রন্থাগার বইএর আড়ৎ। বই বেচাকেনার আড়ৎ নয়। সংগ্রহ। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য যা'তে লোকে এখানে আসে, পড়ে, জ্ঞান সঞ্চয় করে।

কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়ের আগ্রহ বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন যা'দের আছে তা'রা তো গ্রন্থাগারে আসবেই। আর যা'দের দরকার নেই তা'রা আসুক বা না আসুক তা'তে কী বা এসে যায়। একথা স্বভাবতই মনে হ'তে পারে। তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা সঙ্গত।

কোনো পণ্যসামগ্রী বিজ্ঞাপনের সহায়তায় প্রচার করার বেলায় যেমন কে কিনবে বা কিনবে না ভেবে লোককে জানানো এবং সম্ভাব্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করাই কাজ, গ্রন্থাগারের বেলাতেও ব্যাপারটা বলতে গেলে সেই রকমই।

যা'রা জানে কী পড়তে হবে, কোন বিষয়টি কোথায় মিলবে, গ্রন্থাগারের ধরণ-গড়ন কী রকম, তা'রা এমনিতেই আসে তা'তে সন্দেহ নেই। তবু তা'দের কাছেও গ্রন্থাগারের সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য বা নূতন সংযোজন ইত্যাদির বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে দিতে হয়। আর যা'রা জানেনা অথচ জানতে চায়, কিংবা হয়ত বা জানবার তেমন চাড় নেই অথচ প্রবৃত্তি আছে, কিংবা একেবারেই অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, তা'দেরও জ্ঞানের বা শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হয়। দায়িত্বটা এড়াবার নয়। এই জন্য কোনো এক ধরণের প্রয়াস প্রয়োজন। এই প্রয়াসকেই বলতে পারি প্রচার।

প্রশ্ন হ'তে পারে, তা'দের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসবার জন্যই বা মাথাব্যথা কিসের? উত্তরে বলা যায়, আজকের দিনে যেখানে সারা পৃথিবীতে মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত, গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, ব্যক্তি নির্বিশেষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই, সেখানে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেউ বঞ্চিত থাকবে একথা ভাবা যায়না। যে দেশের লোকসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশও অশিক্ষিত অবহেলিত থাকে সে দেশ সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে জীবনধারণের মানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। পিছিয়ে পড়ে থাকে। এই জন্যই অন্যান্য সামগ্রীর মতো শিক্ষার উপকরণও তাদের আওতায় এনে হাজির করা আবশ্যক।

গ্রন্থাগারের ধরণ মোটামুটিভাবে দুই রকম, সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার। বিশেষ গ্রন্থাগার আবার শিক্ষালয়, গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি নানান পর্যায়ের হয়ে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমকেন্দ্রিক পুস্তকের ব্যবস্থা থাকে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাঠক্রমের বহির্ভূত ও পরিপূরক গ্রন্থপাঠের আগ্রহে ও প্রয়োজনে একমাত্র গ্রন্থাগারই সহায়ক। গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষালয়ের ব্যাপ্তি,—শিক্ষাকে ব্যাপকতর ক'রে তোলা। তেমনি সাধারণের—সর্বসাধারণের চাহিদা মেটাবার এবং জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের কেন্দ্র সাধারণ গ্রন্থাগার। বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেসব গ্রন্থাগার যুক্ত থাকে সেগুলির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক হ'লেও জ্ঞানকেন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে কোনো না কোনোভাবে জনগণের সেবাধর্মী বলতে আপত্তি হবার কারণ নেই। সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে তো জনগণেরই সম্পর্ক—ছাত্র অ-ছাত্র নির্বিশেষে। তাই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নানান উপায়ের কথা সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারিককেই ভেবে দেখতে হয়। কী বলতে বা বোঝাতে হবে, এবং কেমন করে বলতে বা বোঝাতে হবে সেই প্রকল্পই জনসংযোগ (public re ation) এবং সেই যোগাযোগের উপকরণই প্রচার (publicity)।

প্রচারের ভিত্তি :

রঙ্গনাথন-কৃত পঞ্চনীতির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বলছে, পুস্তকমাত্রেই ব্যবহারের জন্য (Books are for use), প্রতিটি পাঠকের উপযোগী বই চাই (Every reader his book) এবং প্রতিটি পুস্তকের জন্য পাঠক (Every book its reader)। এই নীতিগুলির উপর, বিশেষ করে তৃতীয়টির উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থসম্পদের কথা প্রত্যেকের গোচরীভূত করতে হয়। প্রচারের সূত্রপাত এই থেকেই। কেউ এসে হয়ত বলতে পারে, আরে! আপনার গ্রন্থাগারে সংগীত সম্পর্কে এত সব ভাল ভাল বই আছে দেখছি! কিংবা, বটতলা সংস্করণ সব বই যে এখনো মেলে তা তো জানা ছিলনা! অথবা, আপনার গ্রন্থাগার ছুটির দিনেও খোলা থাকে জানতাম না তো! এই ধরণের প্রশ্ন যাতে কাউকে করতে না হয়, গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকলে যাতে অবহিত থাকে সেদিকে গ্রন্থাগারিককে নজর রাখতে হয়। এবং নানাবিধ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে গ্রন্থাগারকে সর্বসাধারণের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হয়।

প্রচারবিধি দু'রকমের হতে পারে। সাধারণ প্রচার ও বিশেষ প্রচার। সাধারণ বা সামান্যভাবে প্রচারের ধরণটা সোজাসুজি, ব্যাপক তার ক্ষেত্র। যেমন, 'আরও ফসল ফলাও', অথবা 'জনগণের সম্পত্তি তোমারই সম্পত্তি, নষ্ট করিয়োনা'। কিংবা সরকারী কোনো প্রকল্পের অথবা বেসরকারী কোনো আয়োজনের বিবরণ বা বিজ্ঞাপন। গ্রন্থপক্ষে তার ধরণ নিম্নোক্তরূপ হয়ে থাকে :—(১) বই পড়ার মূল্য ; বই কেন পড়া উচিত এবং কী এর উপকারিকতা। (২) গ্রন্থাগারই জনসাধারণের শিক্ষাকেন্দ্র ; গ্রন্থাগার কিভাবে শিক্ষার প্রসারে ও উপচারে সহায়তা করে। (৩) জনসেবায় গ্রন্থাগার ; যে কোনো

শ্রেণীর লোক এসে কিভাবে গ্রন্থাগার থেকে তথ্যাদি আহরণ করতে পারে. দৈনন্দিন এবং কর্ম-জীবনের সমস্যার সমাধানের খোরাক পেতে পারে। (৪) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানাবিধ ইতিবৃত্ত।

এ জাতীয় প্রচারের ধরণটা ব্যাপক, সর্বাগ্রাহী। এই সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে দেশবাসীকে গ্রন্থাগার-সচেতন এবং গ্রন্থপাঠে আগ্রহী করে তুলতে পারা যায়। সাক্ষরদের জন্য প্রবন্ধ রচনা. সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমাবেশ-বক্তৃতা, বেতার ভাষণ, দেওয়াল চিত্র বা আলোকচিত্রাদি প্রদর্শন. বিবিধ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কাজটা গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষাবিদ্. সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। শিক্ষাপ্রসারই এর উদ্দেশ্য।

বিশেষ প্রচার. অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থাগারের—বিশেষ কোনো গ্রন্থসংগ্রহের প্রচারকে দু'টি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। বহিরঙ্গ—গ্রন্থাগারের সীমানার বাইরে প্রচার এবং অন্তরঙ্গ—অর্থাৎ গ্রন্থাগারের ভিতরে প্রচার। বাইরের প্রচার নানাবিধ বিজ্ঞাপনে স্থানীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ও বিজ্ঞপ্তি ইস্তাহার প্রভৃতি (hand bill) বিলি করে, গ্রন্থাগারের প্রচারপত্র (bulletin) প্রকাশে. এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। কোনো গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে,—অথবা বলা ভাল, গ্রন্থাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত তার পরিবেশ বা আওতায় কোন কোন অংশে বা কী কী উপায়ে, গ্রন্থাগার সম্পদ কাজে লাগতে পারে তার বিশেষ প্রচারই এর উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপনে প্রচার :

স্থানীয় সংবাদপত্রাদির সঙ্গে নানা কারণেই গ্রন্থাগারের,—বিশেষ করে জনগ্রন্থাগারের যোগ বা যোঝাপড়া থাকলে ভাল। কেননা, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানাবিধ বিবৃতি. এবং বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়। সর্বসাধারণের কাছে খবরাখবর ও বক্তব্য বিষয় পৌঁছে দেবার এর চেয়ে ভাল মাধ্যম আর নেই। গ্রন্থাগারের প্রদর্শনী অথবা বিশিষ্ট কোনো সংগ্রহের সংবাদও এভাবে সকলের কাছে হাজির করা যায়। গ্রন্থাগারের সুনাম এবং দক্ষতার নজির হিসেবেও এই প্রচার প্রয়োজন। এ ছাড়া শহরের কোনো ক্লাব বা টাউন হল, সিনেমা হল. ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা সমিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গ্রন্থাগারের খবর বিজ্ঞপ্তিতে বা পুস্তিকার আকারে পৌঁছে দিতে হয়। এই সব কাজের সুবিধার জন্য জনসাধারণের গ্রন্থাগারিকের উচিত তাঁর গ্রন্থাগার-পরিমণ্ডলের,—অর্থাৎ যে অঞ্চলে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত সে অঞ্চলের এবং তার আওতার অন্তর্ভুক্ত এলাকার একটা জরীপ করে নেওয়া। এই জরীপে বিবিধ পরিসংখ্যান, —শিক্ষিতের হার, স্কুল-কলেজের হিসাব. শিল্প বা কুটিরশিল্পাদির হিসাব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এবং এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক তাঁর সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হবেন, স্থির করবেন প্রচার ও প্রসারের প্রকল্প। রেডিয়ো এজাতীয় প্রচারের এক উত্তম মাধ্যম। নানাবিধ বেতার

বক্তৃতাই শুধু নয়, গ্রন্থাগার পরিকল্পিত ও পরিচালিত নানাবিধ অনুষ্ঠানও বেতারে প্রচারিত হ'তে পারে। তবে আমাদের দেশের বেতারকর্তারা এ ব্যাপারে অবহিত বা সচেতন নন। মনে হয়, সরকার পক্ষীয় প্রচার ও পরিসংখ্যানে ভিত্তিক মামুলি কাহিনী আর ফিরিস্তি ছাড়া অন্যদিকে তাঁদের চিন্তা ধাবিত হয় না। গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতায় যদি এঁরা কিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন তা হলে কেবল যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থবিষয়ে সকলে উৎসুক-ওয়াকিবহাল হতে পারে তাই নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সমাজবিন্যাস ও দেশ বিষয়ক বহু দিকে তাদের চেতনা বিস্তৃত হতে পারে। স্কুল কলেজের স্তর থেকে শুরু করে সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেরই উপকারে লাগে।

কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে শহরের সর্বত্র বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। সিনেমাতে বিজ্ঞাপন দিয়েও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন ঘটতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো কিছু সকলকে জানাবার এটি ভাল উপায়। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং নূতন সংযোজন প্রচারের জন্য গ্রন্থাগারপত্রিকা (bulletin) প্রকাশ করা উচিত। এই পত্রিকা হয়ত মাসে একবার করে মাত্র বার করা সম্ভব। তাই অন্তবর্তী কালের জন্য উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই সব বিজ্ঞপ্তি কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা যায়। যেমন, কোনো মনীষীর জন্মবার্ষিকী বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের কথা জাহির করলেন। অথবা কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেই খবর সকলের কাছে পৌঁছে দিলেন। এভাবে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ :

গ্রন্থাগার যেহেতু সমাজশিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র সেহেতু গ্রন্থাগারিককে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। তাঁর পরিমণ্ডলের, অর্থাৎ সীমাভুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সব রকমের তথ্য তাঁর জেনে রাখা দরকার। এবং তারই ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে কোনো না কোনো ধরণের সংযোগ স্থাপন করে তাদের চাহিদা বা প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা পড়াশোনা ইত্যাদি ব্যাপারে যাতে সাহায্য হয় সেরকম ব্যবস্থা করা উচিত। উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে নানান শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে চলা ভাল। গ্রন্থাগারকর্মীর কাজ আসলে সর্ব-সাধারণের সাহায্যে এগিয়ে আসার কাজ। তাই কেবলমাত্র বই দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়ে, কিংবা গ্রন্থাগার-সজ্জার বিবিধ উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েই কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করা সঙ্গত নয়। কাজটাকে সমাজসেবার অঙ্গ বলে ধরে নিতে হবে। একাজ ব্যক্তিগত আদান-প্রদান, উপযোগী বক্তৃতা এবং কোনো সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে যেমন হতে পারে তেমনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আলাপ আলোচনার সূত্রেও হতে পারে। এক কথায়, গ্রন্থাগারের কাছে যেমন সকলকে নিয়ে আসতে হবে, তেমনি গ্রন্থাগারিককে সকলের কাছে

নিয়ে যেতে হবে। বড় বড় গ্রন্থাগারের এজন্য একটি করে ভ্রাম্যমাণ শাখা থাকে,—গ্রামে গ্রামে বই-ভরা গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বই দেওয়া-নেওয়া যার কাজ। এর ফলে ব্যক্তিগত সংযোগ আরো বর্ধিত হয়। সকলের আগ্রহ যেমন বাড়ে তেমনি উপকারও হয়। কেননা, অনেকেই নানান কারণে হয়ত গ্রন্থাগারে এসে বই পড়তে পারেনা। আর তারা বঞ্চিত থাকলে সমাজের একটা বড় অংশই বঞ্চিত থেকে যায়।

বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য মাঝে মাঝে **অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা** করা যেতে পারে। যেমন, ছোটদের জন্য চিত্রসহযোগে গল্প বা বক্তৃতা। কিংবা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, ব্যবসায়িক সম্প্রদায়, শ্রমিক বা কৃষক গোষ্ঠী, বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি গোষ্ঠী, আবৃত্তি, প্রস্থতি পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। **সুনাগরিকতার** বিভিন্ন কার্যকরী প্রকল্পও গ্রন্থাগারের আওতায় সম্ভব। **বয়স্ক শিক্ষার** প্রকল্প নিয়ে গ্রন্থাগার সমাজের একটি প্রয়োজনীয় অভাব দূর করতে পারে। **সন্তানসন্ততিদের** জন্যও অনুরূপ আয়োজন করা যায়। অর্থাৎ, সমাজের যাবতীয় চর্চা-পরিচর্যার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের করণীয় কিছু না কিছু থাকে। সেটিই গ্রন্থাগারের প্রকৃত প্রচারের কাজ। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান নাগরিক গড়ে তোলার ব্যাপারে গ্রন্থাগার-সম্ভারের সহায়তাই তার উপকরণের সার্থকতা। এবং সেই কথা মনে রেখে উপকরণগুলির বহুল ব্যবহারের জন্য সকলকে আগ্রহী করে তোলা বা আগ্রহ অনুযায়ী কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য উপযুক্ত পথ অবলম্বন করাই গ্রন্থাগারের প্রচার।

প্রচারের ধারা :

এতক্ষণ গ্রন্থাগারের চৌহদ্দীর বাইরে গ্রন্থাগারিক কী কী করতে পারেন সেকথা বলা হ'ল। কিন্তু প্রচারের নিবিড়তর পরিকল্পনার কাজ গ্রন্থাগারের ভিতরে। এই কাজের মধ্যে আছে নূতন বইএর বিজ্ঞপ্তি এবং পুস্তক প্রদর্শনী, গ্রন্থাগারের নানান স্থানে সাময়িকী বা নির্ণয় পুস্তকাদির (reference books) আকর্ষণীয় সজ্জা, রেকর্ড, ফটো, ছবি প্রভৃতি শিল্পসামগ্রীর সংগ্রহ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও আলোচনা-সভার আয়োজন। এছাড়াও গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যকর কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পরিপাটিভাবে গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, এবং নীরবে নিঃশব্দে কাজকর্ম করে গেলেও,—এবং গ্রন্থাগারটির মধ্যে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য বিরাজ করলেও, সমগ্র আবহাওয়াটুকু যাতে সজীব ও সক্রিয় বলে মনে হতে পারে তেমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থাগুলিকেও প্রচারের সমপোত্রীয় বলে বিবেচনা করা যায়; কেননা, যে কোনো আয়োজনই—যার লক্ষ্য লোককে আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করা, তাই আন্তরিক আহ্বানের সামিল। শুধুমাত্র প্রদর্শনী বা সাজসজ্জাই নয়, গ্রন্থাগারের প্রতিটি নোটিশ বা নির্দেশনামা, বিন্যাস, পত্রিকাধার বা বক্স, অর্থাৎ গ্রন্থসম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী অথবা গ্রন্থবিশ্লেষণী যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রচেষ্টাই কোনো না কোনো ভাবে গ্রন্থাগারকে

প্রচারিত করছে,—গ্রন্থসম্পদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছে, সহায়তা করছে শিক্ষার প্রসারে। ক্রেতা, যেমন, কোনো দোকানে গিয়ে যদি আন্তরিকতার অভাব দেখে, স্বচ্ছন্দ বোধ না করে, পরিবেশটিকে প্রীতিকর ভাবতে না পারে, তাহলে যেমন সে খুশি হয় না—বারবার ঐ দোকানে যাবার তাগিদ বোধ করেনা, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেইরকম দাঁড়ায়। বরঞ্চ এক্ষেত্রে আরো বেশি মাত্রায় আত্মীয় সুলভ ব্যবহার পেলে ভাল। কেননা, এক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক। সেখানে যদি সে সাড়া না পায় তাহলে মন গুটিয়ে যেতে পারে।

প্রদর্শন ও প্রদর্শনী :

প্রতিদিনের সজ্জার অন্যতম অঙ্গ নূতন বইএর সুবিন্যস্ত প্রদর্শন। এর প্রথম ধাপে আছে Window display,—এক ধরণের উন্মুক্ত বিন্যাস। সাধারণত নূতন আমদানি বইএর অলঙ্কৃত মলাটগুলি (Jacket) কোনো ফলকে এমনভাবে গুছিয়ে লাগানো হয় যাতে বইএর সংক্ষিপ্ত বিবরণীর যে অংশ মলাটের ভিতরে থাকে সেটি সকলের নজরে পড়ে। ঐ ভূমিকাটুকু থেকে বইটির বিষয়বস্তু এবং লেখক সম্পর্কে পাঠক একটা ধারণা করে নিতে পারে। মলাটগুলো সাজানোর মধ্য দিয়ে একটা রুচি ফুটে ওঠে। সুন্দর ও সুদৃশ্য পদ্ধতিতে সাজানো সুরুচির পরিচায়ক,—যে দেখে সে আকৃষ্ট হয়, আর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগারকর্মী ও পাঠকের পরস্পর প্রীতি বর্ধিত হয়। অনেক গ্রন্থাগারে মলাটের বদলে মূল বইটিই এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়,—গোটা বইটারই চেহারা সকলে দেখতে পায়। তবে এই পদ্ধতির একটা অসুবিধার দিক আছে। পাঠকরা এসে বইটা নাড়াচাড়া করতে পারে, তাতে সজ্জার ত্রুটি বা হেরফের হওয়া সম্ভব। নাড়াচাড়ার ফলে বইটির অঙ্গহানি—এমনকি চুরি হয়েও যেতে পারে। তাই যাঁরা এভাবে বই প্রদর্শন করেন তাঁরা কাচের ঢাকনাওয়ালা বাক্সে বইগুলো রেখে চাবি দিয়ে দেন। হরেদরে এটি মলাট দেখানোর সামিলই হয়। তবে বইএর কোন বিশেষ অংশ সর্বসমক্ষে জাহির করতে হলে এই পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

বইএর মলাট (Jacket) নানান দিক থেকেই বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। বইটি যেভাবেই বাঁধানো হোক না কেন, মলাটটিকে সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বইটিকে বেশি নাড়াচাড়া না করে মলাটের লিখন থেকেই জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানা যেতে পারে। মলাট ধুলোবালি থেকে বইকে রক্ষা করে। লেখক-পরিচিতি এবং লেখক রচিত অন্যান্য বইএর তালিকাও মলাটের কল্যাণে জানা যায়। গ্রন্থাগারিকের কাছে মলাট খুবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের দেশে—খুব সম্ভবত বাড়তি খরচ বাঁচাবার জন্যই মলাটের দিকে নজর দেওয়া হয় না। এমন কি বইএর বাঁধাইও সাধারণত পলকা হয়, সহজেই ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। প্রকাশক দামের বোঝার উপরে বাঁধাই খরচার শাকের আঁটি গ্রন্থাগারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। অথচ সুদৃশ্য মলাট বইকে আকর্ষণীয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কাজও করতে পারে।

উন্মুক্ত বিন্যাসের প্রদর্শনী গ্রন্থাগারের প্রবেশমুখে এবং/অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানে একাধিক পর্যায়ে করা বাঞ্ছনীয়। সাময়িকী বিভাগ এবং সাধারণ পাঠকক্ষ এ জাতীয় বিন্যাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সাময়িকী এমনিতেই সুবিন্যস্ত রাখা হয়। তারই পাশে সাময়িক মূল্যের গ্রন্থাদির ও মলাট-প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা বিধেয়। পাঠকক্ষে নূতন নূতন বইএর সুষ্ঠু বিন্যাসের ব্যবস্থা থাকলে সমগ্র আবহাওয়াটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এই ধরণের প্রদর্শনীতে কখন কোন বই সাজানো হয়েছে তার একটা বিবরণী বা তালিকা গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। এই বিবরণে প্রদর্শনের তারিখ, বিষয়, বইয়ের নাম, লেখকের নাম, গ্রন্থনাম (Call no) এবং কোনও বিশেষ মন্তব্য থাকলে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে হয়। এর ফলে সমগ্র প্রকল্পটির ধারাবাহিক নথি থাকে ব'লে কখন কোন বই প্রদর্শিত হয়েছিল তা জানবার অথবা জানাবার সুবিধে হয়। অনবধানতা কিংবা বিস্মৃতিবশত একই বই একাধিকবার প্রদর্শিত হবার ভয় থাকে না। মলাটগুলিও প্রদর্শনের পরে খুলে নিয়ে নথিজাত ক'রে রাখা ভাল। বইএর সঙ্গে রেখে দিলে মলাট ছিঁড়ে বা মাপা হয়ে যায়। এবং ভবিষ্যতে যদি আবার কোনো বিশেষ কারণে প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় তখন মুশকিলে পড়বার আশঙ্কা থাকে। কেবলমাত্র বই অথবা মলাটই নয়, কোনো গ্রন্থের বিশেষ প্রসঙ্গ নির্দেশসূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পৃষ্ঠাটি খুলে রেখেও বিন্যাস করা যায়। এমন কি, সমালোচনা ইত্যাদির অংশও সকলের গোচরে আনা যায়। বহুবিতর্কিত কোনো বিষয় বা বই সম্পর্কে লোককে কৌতূহলী করে তুলবার, অথবা লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্য সেই বইটির সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত যাবতীয় মন্তব্য ও সমালোচনা, প্রতিসমালোচনার অংশগুলি প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখলে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পুস্তক ব্যতীত প্রাচীরচিত্রও (poster) এভাবে প্রদর্শিত হ'তে পারে।

অবশ্য ব্যাপকতর প্রদর্শনী (exhibition) গ্রন্থ প্রচারের অঙ্গ হিসেবে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রদর্শনী নানা ধরণের হ'তে পারে। কোনো ঘটনার সূত্র ধরে অথবা কোনো বিষয় কিংবা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই সাধারণত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়: স্থানিক অথবা ব্যাপকতর ক্ষেত্রের যেকোনো বিষয় নিয়েই গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী সজ্জিত করা সম্ভব। প্রত্যেক ঘটনা বা প্রতিটি বিষয়েরই একটা গ্রন্থাগারিক দৃষ্টিকোণ থাকে। এবং সেই দৃষ্টি-কোণ অনুযায়ী প্রদর্শনী গড়ে তুলতে হয়। কেবলমাত্র বই অথবা পত্রপত্রিকাই নয়, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, পত্রাংশ, পত্রিকাদির বিশেষ অংশ, চিত্র: ফোটো প্রভৃতি সব কিছু সামগ্রীর সমবায়েই প্রদর্শনী। বিষয় তার ভিত্তি। যেমন, নেতাজীর জন্মদিবস, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী, স্বাধীনতা দিবস, সাহিত্য বা সঙ্গীত সম্মেলন,—এই জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তার অনুকূল যাবতীয় তথ্যাদি সাজিয়ে রাখলে সকলের চোখে একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে ওঠে।

প্রদর্শনীর ধরণ আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানিক হ'তে পারে। যে ধরণেরই হোক, তার সজ্জার মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব থাকা দরকার। প্রদর্শনী রুচি ও শিল্প বোধ

যেন প্রকাশ করে এবং দর্শককে যেন অভিভূত করতে পারে। বিন্যাসের বিষয় এবং পদ্ধতি যেন সরল ও প্রাঞ্জল হয়, দেখে ক্লান্তি না আসে, বিরক্তি বোধের বদলে কৌতূহল বজায় থাকে, গোলোকধাধার মতো বিভ্রান্তিকর না হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রদর্শনী কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না, তার অনুসরণের সূত্র প্রকাশ করে মাত্র। সেই সূত্রগুলি যথাযথ বজায় রেখে এর চেহারাটা সর্বতোভাবে নির্দেশক ক'রে তুলতে হয়।

কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন এমন কোনো কথা নেই। প্রদর্শনীকক্ষ জনসাধারণের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকেও ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। তার ফলে সকলের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগসূত্র বাড়ে, সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। এমন কি, এই সব সংস্থাকে কোনো লোকহিতকর অথবা লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানের আয়োজনে সাহায্য করাও উচিত। যেমন, চিত্রপ্রদর্শনী বা সংগীত সম্মেলন অথবা কোনো বিষয়ের বক্তৃতা-কেন্দ্রিক আলোচনা সভা। গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কেবলমাত্র বই থাকবে তারও কোনো কথা নেই। থাকবে দৃশ্য শ্রাব্য নানাবিধ উপকরণ, আলোক-চিত্র, চলচ্চিত্র ও সংগীতের সংগ্রহ। আজকাল রেকর্ডের সহায়তায় ভাষা শিক্ষা অথবা বিশেষ পাঠক্রম শিক্ষার সূচনা হয়েছে। এই সকল উপকরণের সহায়তায় বয়স্ক শিক্ষা ও নবসাক্ষরদের শিক্ষা প্রসারের কাজ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারেন। আর যারা নিরক্ষর তাদের সমাবেশে বই থেকে পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুনতে শুনতে তারা যেমন গ্রন্থের স্বাদ পাবে, জ্ঞানলাভ করবে, তেমনি সাক্ষর হবার আকাঙ্ক্ষাও বোধ করবে। এই ভাবে তাদের নানান গল্প শোনানো, গান শোনানো, ছবি দেখানো, তাদের জন্য উৎসব বা মেলার পত্তন,—সবই গ্রন্থাগারের চেষ্টায় হওয়া সম্ভব। বস্তুতপক্ষে, একাজ গ্রন্থাগারেরই। গ্রন্থগৃহ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা আদান-প্রদানের কেন্দ্র। তাই এটি সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত রাখা উচিত। সারাদিনের বৃত্তিগত কর্মান্তে এবং দরকারে অদরকারে এখানে এসে যাতে সকলে খোলা মন খোলা মেজাজের খোরাক পায় সেদিকে নজর রাখাই গ্রন্থাগার প্রচারের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা।

বিশেষ গ্রন্থাগারে প্রচার :

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তা প্রধানত জনসাধারণের গ্রন্থাগারকেই বিশেষ ভাবে মনে রেখে। কেননা, সাধারণ গ্রন্থাগারই সমাজ-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। প্রচারের কাজ মূলত অনবহিতদের জন্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে এধরণের প্রচারের প্রয়োজন বড় একটা হয় না। সেখানে পাঠকরা স্বভাবতই গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সচেতন। তাদের গ্রন্থ পাঠের সুস্পষ্ট একটা ধারা বা উদ্দেশ্যও থাকে। জাতীয় অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে যদি কোন দেশ বা জাতির শিক্ষা বা বিদ্যাবত্তার মাপকাঠি বলা যায়, তাহ'লে সাধারণ গ্রন্থাগারকে বলতে হয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ও সংস্কৃতি

জাতির পরিচয়, জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে তাই নির্বিশেষ ভাবে সর্বজনীন হ'তে হয়। একাধারে সর্বজনের সম্পত্তি এবং সর্বজনের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

কিন্তু প্রচার ও প্রসারের কাজ এত ব্যাপক না হ'লেও কিছু পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারেও বর্তমান। কেবলমাত্র ছাত্রদের শিক্ষাক্রম-কেন্দ্রিক পড়াশোনা অথবা গবেষকদের বিশেষ পাঠের বই সরবরাহেই কাজ শেষ হয় না, অতিরিক্ত কিছু পড়বার ও জানবার প্রসঙ্গও যেমন থাকে, তেমনি আছে বিষয়বস্তু বা তথ্যাদির নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত প্রয়োগ। এজন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে হয়,—সূচী থেকে শুরু ক'রে নির্দেশিকা বা বিষয়বস্তুর সার সংকলন প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত। এই অতিরিক্ত কাজকে যেমন আমরা গ্রন্থাগার প্রসার বলতে পারি, তেমনি প্রতিষ্ঠানের আওতায় ছাত্র-শিক্ষকদের কেন্দ্র ক'রে যেসব বাসিন্দা থাকে, বা অন্য শ্রেণীর কর্মী থাকেন, তাঁদের প্রতি নজর রাখাও উপেক্ষণীয় নয় ব'লে তাঁদের জন্য গ্রন্থাগারটিকে কোনো না কোনো ভাবে উন্মুক্ত রাখাও বিশেষ রকম এক প্রসারের কাজ। সুতরাং সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়। ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে যোগাযোগ রেখে চলতে হয় গ্রন্থাগারিককে। এবং গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক খবরাখবর প্রচার করতে হয়। বাৎসরিক বিবৃতি বা গ্রন্থাগার-নির্দেশিকা জাতীয় পুস্তিকা যেমন প্রকাশ করতে হয় তেমনি নূতন নূতন বই কী এল তা'রও তালিকা প্রচার করতে হয়।

শিক্ষা-সম্প্রসারণ বক্তৃতা (Extension lecture) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আওতায় প্রচারিত হ'তে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের মতো এই সব বিশেষ গ্রন্থাগারেও পাঠচক্র (Reading Circle) বা আলোচনা সভা (Symposium) আহূত হয়—যার পরিচালনা বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষদের দ্বারা হ'লেও গ্রন্থাগারিকের অবদানও সেক্ষেত্রে কার্যকর হ'তে পারে। গ্রন্থাগারের কক্ষটিকে নানাবিধ বক্তৃতার কেন্দ্র ক'রে তুলতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষালয়গুলি তাদের বিভিন্ন পাঠক্রমের সহায়ক হিসেবে আশেপাশের অঞ্চলে রকমারি শিক্ষাভিত্তিক প্রসারের কাজ করতে পারে। বিশ্বভারতী পরিচালিত লোকশিক্ষা সংসদ এধরণের একটি ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার কেন্দ্র। বিশ্বভারতীর 'চলন্তিকা' প্রকল্পটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ করে; পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে পুস্তকের আদান-প্রদান তার কাজ। গ্রন্থাগার প্রচারের ক্ষেত্রে এই ভাবে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

বক্তব্যের উপসংহারে বলা যায়, গ্রন্থাগারগুলি বিস্তৃত ভাবে স্বকীয় এলাকায় এবং সাধারণভাবে গ্রন্থভবনকে কেন্দ্র ক'রে যেমনি কতকগুলি চাক্ষুষ উপায়ে প্রচারের কাজ করে তেমনি সূক্ষ্মভাবেও শিক্ষা ও সাংস্কৃতি প্রসারের কাজ ক'রে চলে। কেবলমাত্র বইএর সংগ্রহ হিসেবেই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয় না। অথবা পাঠকদের চাহিদামতো বই সরবরাহ করেই তাঁর কাজ চুকে যায় না। বইএর যথোপযুক্ত ব্যবহার যাতে হয়

এবং কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাতে পাঠক পেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হয়। এই নজর রাখার অন্যতম অঙ্গ গ্রন্থসম্পদের কথা সকলকে জানানো। তথ্য সরবরাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে প্রচার, প্রসার এবং বিজ্ঞাপনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রকল্প নিয়েই গ্রন্থাগারিকের জনসংযোগের জগৎ। গ্রন্থাগারের প্রচার-প্রসার শিক্ষা সংস্কৃতিরই প্রচার-প্রসার। গ্রন্থাগারের চেহারা এবং উপকরণ-সম্ভার দেখে দেশের হালচাল কৃষ্টি উৎকর্ষ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা আর কোনো কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারই প্রকৃত দেশদর্পণ।

Publicity in Library By Birendra Chandra Bandyopadhyay.

ভ্রম সংশোধন

চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই লেখকের 'সাময়িকী' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত কয়েকটি ভুল পাঠকগণকে সংশোধন করে পাঠ করতে অনুরোধ করছি :

পৃঃ ৫৪৩, পংক্তি ১৯ :

"যে তাকে পত্রিকা রাখতে স্থলে" "যে তাকে সব পত্রিকা রাখতে" হবে।

পৃঃ ৫৪৫ পংক্তি ৩ :

"শীতাতপ" স্থলে "শীততাপ" হবে।

পৃঃ ৫৫৬ পংক্তি ২ :

"খুচরো প্রাচীন পুস্তিকা" স্থলে "খুচরো প্রকীর্ণ পুস্তিকা" হবে।

এই ভুলগুলির জন্য যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

—সঃ গ্রঃ

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১১)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৺নিউটন মোহন দত্তের ভাষণের শেষাংশ)

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীরঙ্গপত্তনের ঝড়ে টিপু সুলতানের চমৎকার পুস্তকসংগ্রহ নষ্ট হইয়া যায়। আর ইহারই পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইলে অযোধ্যার রাজার গ্রন্থাগারেরও একই দশা ঘটে। যাহা হউক, ইহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বহু রাজকীয় গ্রন্থাগার কালের অবজ্ঞা বিপর্যয় ও যুদ্ধের দুর্ভাগ্য সাফল্যের সহিত কাটাইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের বর্তমান রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে, যথা নেপাল, কাশ্মীর, মহীশূর, জয়পুর, যোধপুর, ভূপাল, আলোয়ার অদ্যাপি তাহাদের পূর্বপুরুষের গ্রন্থাগার নিজ অধিকারে রাখিয়াছে।

সুদক্ষ গ্রন্থবিবরণী সঙ্কলকগণ এই গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকতালিকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঞ্জোরের রাজারা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, মহারাজা সারফোজীর চমৎকার পুস্তক সংগ্রহ মাদ্রাজ সরকার সংরক্ষণ করিয়া উহাকে চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগারে পরিণত করিয়াছেন।

যে সকল পাণ্ডুলিপি অন্যথা ধ্বংসের মুখে যাইতে বসিয়াছিল সেগুলিকে সংরক্ষণ ও তালিকাবদ্ধ করণের জন্য গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রাদেশিক সরকার ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বোম্বাই সরকার বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগকে এতদর্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। এইভাবে সংরক্ষিত বহু পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডারকর অরিয়েন্ট্যাল ইনষ্টিটিউটের রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে। অন্যান্য প্রশাসকবর্গ ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই কর্মধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার বরোদা, কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এবং বিদ্বজ্জন সমিতি, যথা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল অমুদ্রিত গ্রন্থের মধ্য হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য জৈন সম্প্রদায়ের সতত যত্নশীলতাও ভূয়সী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। জয়শলমীড়, পাটনা, বরোদা, গোয়ালিয়র, আহাম্মদাবাদ, কাম্বে প্রভৃতি স্থানের মন্দির এবং ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় অনেক গ্রন্থ আছে। এইগুলি সম্প্রতি জগতের পণ্ডিতদের গোচরে আসিয়াছে।

নিজ নিজ রাজ্যের সর্বপ্রকার সম্বল যাঁহাদের পিছনে ছিল এমন গ্রন্থানুরাগী রাজন্যবর্গের রাজ্যের কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবনের অধিকতর নগণ্য ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা যে সৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। 'দৌড়ের গতি সব সময়ই দ্রুত হয় না, আর সংগ্রাম সব সময় বলবানদের জন্যই নয়'। উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত মৌলভী খোদা বক্স সামান্য মাত্র সম্বল লইয়াও নিজের জীবদ্দশায়ই বাঁকিপুরের

অরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে মুসলমান পাণ্ডিত্যের এক কীর্তিস্তম্ভ গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা জগতের যে কোন বড় মুসলমান গ্রন্থাগারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ইহা দেখিবার সুযোগ পান নাই তাঁহাদিগকে অন্ততঃ 'অ্যান ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী' নামক চিত্তাকর্ষক বইখানা পড়িবার জন্য পরামর্শ দিতেছি। এই বইখানাতে ও' কনর স্কট সাহেব কিছু কিছু সাহিত্যরসের বিবরণসহ এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস দিয়াছেন।

পণ্ডিতদের নিকট যে সকল গ্রন্থাগারের আকর্ষণ আছে সেগুলির কথাই এতক্ষণ বলিলাম। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ হইলেন বরোদার মহাপ্রভব মহারাজা গায়কোয়াড়। তিনি বিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্যের সহরে ও গ্রামে চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জনগণের সামর্থ্যে কুলায় এরূপভাবে বই পড়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য যে উল্লেখযোগ্য ও সার্থক চেষ্টা করা হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহার কাহিনী আপনাদের জানা থাকা উচিত। আপনাদিগকে ইহা জানান প্রয়োজন যে, এখানে গত বৎসরে মোট ৫৭৩, ১৭০ গ্রন্থভাণ্ডার সহ রাজধানীর বাহিরে ৭৭৩টি গ্রন্থাগার ছিল। মোটামুটি এই গ্রন্থাগারগুলি হইতে ৪০২, ২৮৬ খানা বইএর আদানপ্রদান চলিয়াছে। রাজধানীতে যে দুইটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের হিসাব ইহা হইতে পৃথক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১১৯, ৮১৪ খানা বই আছে এবং চলন্ত গ্রন্থাগার শাখার বইএর আদানপ্রদান সহ বৎসরে ১২৫, ১০ বইএর আদানপ্রদান হইয়াছে আর অরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট হইতে ২১,০০০ বই ও পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করা হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্য, যথা মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও পদ্মকোটাই এবং কয়েকটি ব্রিটিশ প্রদেশ বরোদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। গত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই সময় গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে পুনর্গঠন করার জন্য ডিকিনসন সাহেবকে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। উপরোক্ত বক্তৃতামালার ব্যবস্থা অদ্যাবধি করা হইতেছে। তাঁহার লিখিত সুন্দর প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক 'পাঞ্জাব লাইব্রেরি প্রাইমারকে' গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিদিগের নিকট সর্বান্তঃকরণে সুপারিশ করা যাইতে পারে। পাঞ্জাব সরকার সম্প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা ১৬০০ শতের কম ছিল না। তাহারা উচ্চ এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শুধু ছাত্ররাই নয় গ্রামবাসী সর্বসাধারণই ঐ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারে। সরকারী অর্থসাহায্যে জিলা বোর্ড দ্বারা ঐগুলি পরিচালিত হয়। সাক্ষর লোকদিগকে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে সহায়তা করার জন্য এবং সাধারণভাবে জনগণের নিকট গ্রন্থাগারিকরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ বই ছাড়া জিলা বোর্ডগুলি কৃষি, সমবায় ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাপ্তব্য সর্বোৎকৃষ্ট বই সরবরাহ করে এবং গ্রাম্য সমাজের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণমূলক অন্যান্য বিষয় যোগায় গ্রাম্য সমাজ বোর্ড; আবার

গ্রন্থাগারিকের ভাতার ব্যবস্থাও করে। যুক্ত প্রদেশের (বর্তমানে উত্তর প্রদেশের) কয়েকটি জিলায় অনেকটা সাফল্যের সহিত চলন্ত গ্রন্থাগার এবং পুস্তক পরিবেশনকারী গ্রন্থাগার চালাইবার পরীক্ষা চলিতেছে। ব্রহ্মের জনশিক্ষার অধিকর্তা কিছুদিন আগে আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, বরোদায় প্রচলিত চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, তাঁহার পরিকল্পনাকে সার্থকভাবেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথনের পেশাগত শিক্ষণ লাভান্তে লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমনের পর মাদ্রাজও সম্প্রতি এই বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইয়া গ্রামে গ্রামে সক্রিয় প্রচার কার্য চালাইতেছে। জিলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনাটি প্রথম ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ করিবার জন্য চিঙ্গলপেট ও মালাবার জিলাকে ইহা রাজী করাইতে পারিয়াছে।

জনগণের পড়ার জন্য ইহা স্থানীয় ভাষার প্রয়োজনীয় বইগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাঠক্রম বর্তমানে চালু করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নির্দেশপুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করা ইহার কার্যাবলীর মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহাদের মধ্যে দুইখানা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের প্রচারকার্যে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের নিকট আমি এই দুখানা বইকে সানন্দে সুপারিশ করি। প্রথম গ্রন্থখানি হইল গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে লর্ড লর্শেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, রঙ্গনাথন ও অন্যান্যের প্রবন্ধসংগ্রহ। আর দ্বিতীয়টি 'দি ফাইভ ল' অব লাইব্রেরী সায়েন্স' বা 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি নিয়ম'' গ্রন্থাগার ব্যবহারের মূলকথা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে এবং ইহা ছবি, উপকথা ও মনোরঞ্জক হাস্যরস পরিবেশন করায় অত্যন্ত সুপাঠ্য হইয়াছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে (১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে) ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাকল্পে ইহা বেশ কর্মতৎপর ছিল। যাহা হউক গত বহু বৎসর ইহার জীবনের স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। আমার আশঙ্কা হয়, ইহাকে অচল বলিয়া মনে করা হইতেছে। অবশ্য ভারতের মত বিশাল দেশে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিই দক্ষতার সহিত সারগর্ভ কাজ করিতে পারে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বরোদা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৩১-৩২ বঙ্গাব্দে)। ইহা রাজ্যের বারটি তালুক হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী সহযোগিতার সুবিধা পাইয়াছে। অপর একটি প্রতিষ্ঠান পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদও আমাদের দৃষ্টিতে পড়ার যোগ্য। ইহা 'দি মডার্ণ লাইব্রেরিয়ান' নামক একটি উত্তম ত্রৈমাসিক প্রকাশ করিতেছে। এই বৎসর দুইটি অগ্রগামী দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন ও ব্রিটিশ জিলা মালাবারকে লইয়া কেরল গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আমার মাননীয় বন্ধু এবং

আপনাদের একনিষ্ঠ ও উৎসাহী সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষের নিকট হইতে স্থাপনাবধি এই পরিষদ কি কাজ করিয়া আসিতেছে তাহা শুনিবার আশা রাখি। আমি ইহার কতকগুলি ভাল কাজের কথা জানি। ইহা এই কলিকাতানগরীর পৌরসভার সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা গ্রন্থাগারসমূহের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে অনেক কল্যাণকর সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহার পক্ষ হইতে জিলায় জিলায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। আর আমি জানিলাম যে, কলিকাতাকে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী হইতে বঞ্চিত করিবার এক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য ইহা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। 'লাইব্রেরি আন্দোলন' নামক একখানা উপকারী বইও ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম নিখিল এশিয়া শিক্ষা সম্মেলন গত ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার অন্যতম ছিল গ্রন্থাগারের জনসেবা বিভাগ। এই বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল 'লাইব্রেরি এনেক্টিং' বিল বা গ্রন্থাগারকে ক্ষমতার্পণ করার বিল-এর খসড়া প্রস্তুত করা। প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে প্রত্যেক প্রদেশের অভ্যন্তরে সরকারকে সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার শাসনসংরক্ষণকল্পে একটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা দিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন সভায় উক্ত খসড়া আইন উপস্থাপিত হইবে। আমার জানা আছে অনুরূপ ধরণের একটি খসড়া আইন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কর্তৃক বঙ্গীয় আইনসভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইহা জনসমক্ষে প্রচার করা হইতেছে। ভারতময় চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাকে সফল করিতে হইলে কয়েক বৎসর লাগিয়া যাইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা ঠিক যে, এদিকে অন্ততঃ কার্যারম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে পরিণামে সাফল্য করায়ত্ত হইবেই।

মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তি জ্ঞানকে যখন যক্ষের ধনের মত সতর্কতার সহিত পুষিয়া রাখিত সেই প্রাচীনতম অবস্থা হইতে ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা গণতান্ত্রিক আমলে আসিয়া পৌঁছিলাম। বর্তমানে জনগণেরও জ্ঞানার্জনের অধিকার আছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে। যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া দাবী করে তাহাদের প্রত্যেকটিই দেশবাসীদিগকে বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতেছে। অবৈতনিক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অপরিহার্য সহচর হইল চাঁদাহীন গ্রাম্য গ্রন্থাগার। ইহার অভাবে গ্রাম্য যুবকদের জন্য ব্যয়িত অর্থের বেশীর ভাগেরই যে অপচয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহে। কারণ পাঠদশার পরবর্তী জীবনে বই পড়ার সুযোগের অভাবে বালকবালিকাদের নিরক্ষরতার স্তরেই ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। স্যার ওয়াল্টার বেসান্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'চাঁদাহীন গ্রন্থাগার হইল বয়স্কদের বিদ্যালয়, স্থায়ী এবং জীবনব্যাপী একনাগাড়ী পাঠস্থল এবং শিক্ষার যে কয়টি উপকরণ আমাদের আছে তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। আর গ্রন্থাগারিক হইতেছেন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও উপদেষ্টা।'।

ভারতে সর্বজনীন গ্রন্থাগার আন্দোলন বর্তমানে বিশ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। ইহার অগ্রগতির কথা পর্যালোচনা করিয়া কোন কোন একনিষ্ঠ এবং আগ্রহশীল কর্মী এপর্যন্ত কালপ্রাপ্তিতে নিরুৎসাহ হইতে পারে। এই নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগকে আমি আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে চাই। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, তাঁহাদিগকে দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাজনিত নিষ্ক্রিয়তা এই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। স্বভাবতঃই আমি আপনাদিগকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য সহায় ও সাহসী হইতে বলি, বিশ্বাস করিতে বলি যে, আপনাদের চেষ্টা পরিণামে সফলতা লাভ করিবেই এবং একদা এশিয়ার পবিত্র স্থান, সংস্কৃতি ও আলোকের উৎস আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভগবৎকৃপায় এবং তাহার অনুরক্ত সন্তানসন্ততিদের চেষ্টায় পৃথিবীর মহান এবং আলোকপ্রাপ্ত জাতিগুলির মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পাইবে।

ভাষণ পাঠান্তে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এবং শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনে স্থানীয় সরকার ও পৌরসভার তাচ্ছিল্যের কথার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দেন। তাঁহারা সরকার ও পৌরসভাকে এই সম্পর্কে উপযোগী কর্মপন্থা অবলম্বন এবং বাঙ্গালাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানান। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনে যে আইনটি উপস্থাপিত হইবে। বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বার্থে সেই আইনটিকে পাশ করিবার কথা বিবেচনা করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে অনুরোধ করা হয় যে, কলিকাতা পৌরসভা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করেন আর উভয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন নিজ নিজ স্থানে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয়দিন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং জাপানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে জাপান কিভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জাপানী আন্দোলন ভারতীয়দিগকে অধিকতর প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রেরণা যোগাইবে এবং সফলতা অর্জনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইবে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনেরও অনেক কাজ করা যায়। শ্রীজিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য, শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, ডঃ গুরুদাস রায়, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রমুখ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইলে উহার সমাপ্তি ঘটে।

দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় কর্তৃক বরোদা হইতে আনীত

প্রদর্শিতব্য বহু জিনিষ প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল এবং ৫ই কার্ত্তিক, ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল।

অন্যান্য উপস্থিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপাল্কিত ও শ্রীযুক্ত পালিত, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ।

Library movement in Bengal (II)
By Gurudas Bandyopadhay.

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত আলোচনা-চক্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনাচক্রে গত ৬ এপ্রিল ১৯৬৮, মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার। সুদীর্ঘকাল গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে পঠন-পাঠন, ব্যবহারিক ও বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ডঃ ওহদেদার বলেন যে, যদিও তত্ত্বগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার সর্বোচ্চ মান দেশের সামনে তুলে ধরা বলে মনে করেন তবুও এই শিক্ষার মানকে সর্বোচ্চ করে তোলবার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন যে একান্ত অপরিহার্য, ব্যবহারিক দিক থেকে একথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হন। এই বিস্মৃতির কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে যে, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের সমস্যা সমাধানের যথার্থ দৃষ্টিভংগির অভাব। অর্থের অভাবের প্রশ্নও এ থেকেই সঞ্জাত। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগি থাকে তবে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দৃঢ়তার অভাব দেখা দেয় না।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর পথ পরিক্রমণের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ ওহদেদার বলেন যে, জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ সঞ্চারের ফলে যদিও সংখ্যার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পিছিয়ে নেই তবু গুণগত দিক থেকে এর ভূমিকা সাধারণো হতাশার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষের দিকে ততটা মন দেওয়া হয়নি ; যার ফলেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এত ত্রুটী, এত কলুষতা এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বিপুল হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বহুমুখী ত্রুটীর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষা কমিশনের মধ্যে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের মতামতই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উঁচু করতে এবং এর গুণগত উৎকর্ষ সাধনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন এ কথা স্বীকার করেছেন এবং এ সম্পর্কে কতকগুলি বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। ডঃ ওহদেদার আরও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবার পক্ষে অনুকূল কতকগুলি ইতিবাচক সুপারিশ করেছেন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় কমিটিতে ডঃ রঙ্গনাথনের মত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের আশা পোষণ করা সঙ্গত

সদ্য অনুষ্ঠিত উপাচার্য সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার হয়েছে এবং এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে, দীর্ঘ অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এখনই যদি যথাযোগ্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা উচ্চশিক্ষার নূন উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে যেটা সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের পক্ষে হবে আত্মঘাতী। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, অন্য দিকের খরচ কমিয়েও তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কথাটা আজ উপলব্ধি করবার দিন এসেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ সেটা অপচয় নয়, এই বিনিয়োগ অদূর ভবিষ্যতে আশু ফলদায়ক হবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আজ বিদেশের উন্নত দেশগুলির কর্তৃপক্ষ মহলে এই উপলব্ধি এসেছে বলেই বিজ্ঞান, কারিগরি ও মানবতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপন ও অধ্যাপনে উন্নত মানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ডঃ ওহদেদার বলেন যে, এইসব দেশগুলিতে যদিও কখনও কখনও অর্থের অভাব অনুভূত হয় তথাপি নিঃসংশয় দৃষ্টিভংগি থাকার দরুন যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও ব্যত্যয় দেখা যায় না। এই প্রসংগে ডঃ ওহদেদার তাঁর সাম্প্রতিক ইউরোপ ভ্রমণের কথা বিবৃত করেন এবং সেখানকার ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নিয়ামকদের দৃষ্টিভংগির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জার্মানীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে এতটা আগ্রহশীল এবং উন্নয়ন সম্পর্কে এতটা সচেতন যে, অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই প্রভূত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে বিষয়-বিশেষজ্ঞ দ্বারা গ্রন্থাগারিকের পদ অলঙ্কৃত করান হয়েছে। যথাযোগ্য বেতন ও পদমর্যাদা পাবার ফলে এই গ্রন্থাগারিক তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও সচেতন থেকে শুধু পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্বই নয়, নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহে সক্ষম। দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত সমস্ত রকমের পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় "লিগ্যাল ডিপোজিট" আইনের মাধ্যমে। বিদেশী পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে এইসব বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি এইভাবে অধিক মনোযোগ দিতে পারে। এই পুস্তক সংগ্রহের এইরূপ ব্যবস্থার সংগে সংগে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী উন্নত ধরনের সেবা দান করে আদর্শ স্থাপন করেন। ডঃ ওহদেদার এই প্রসংগে আমাদের দেশেও পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর গঠন ও কাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আদর্শসূচী যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা এটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলোর জন্য একটা স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করবার প্রয়োজন আছে। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সংগে এই ধরনের গ্রন্থাগারের কাজের সমন্বয় সাধন করবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেটা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ, কর্মীদের বেতন ও

পদমর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট মান বজায় রাখাও হবে এই কমিশনের কাজ। এর ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে বাস্তব অবস্থার যে বৈষম্য লক্ষিত হয় তা দূরীভূত হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে যে, মোট খরচের অন্ততঃ শতকরা তিন থেকে ছয়ভাগ পর্যন্ত টাকা যেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। ডঃ ওহদেদার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ভারতে খুবই অল্প সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম কার্যকরী আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই যদি সৃজনশীলতার অভিমুখী করা যায় তবে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই নয় দেশের সবরকম গ্রন্থাগারকেই সঞ্জীবিত করা সম্ভব।

বিরতির পর ডঃ ওহদেদার পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায় ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ ফলদায়ী হয়েছে। পুস্তক নির্বাচনের ভার বিভাগীয় অধ্যক্ষের পরিবর্তে বিষয় বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর ওপর অর্পণ করা উচিত। সূচীকরণের কাজের জন্যও পারদর্শী কর্মী নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে। আর একটা বড় অসুবিধা হোল এই যে, গবেষণা বিষয়বস্তুর ওপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই পরিপূর্ণ সূচীকরণের ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়েও দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে।

The Problems of University Libraries :
A talk by Dr. A. K. Ohdedar.

সোভিয়েট দেশে গ্রন্থাগার
(তথ্য ও সংখ্যা)

অক্টোবর বিপ্লব গ্রন্থকে জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্যগুলি থেকেই এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রাক্‌বিপ্লবযুগের রাশিয়ায় চৌদ্দ হাজার গ্রন্থাগারে প্রায় ১ কোটি গ্রন্থ ছিল, এবং আনুপাতিক গড়ে প্রতি একশজনের জন্য ৩০ খানি গ্রন্থ ছিল।

পরবর্তীকালে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিই নব্য রাশিয়ার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই লক্ষ আশীহাজার গ্রন্থাগারে প্রায় বাহান্ন কোটী সাত লক্ষ গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থাগারগুলি গ্রাহকদের প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি গ্রন্থ বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি দিত।

বর্তমানে, সোভিয়েট ইউনিয়নে তিনশ' সত্তর হাজার সাধারণ বৈজ্ঞানিক, পারিভাষিক এবং অন্যান্য স্কুল ও শিশু গ্রন্থাগার আছে। তা'ছাড়া সমগ্র দেশব্যাপী কল-কারখানা, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে প্রায় তিনলক্ষ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কাজ করছে। এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় তেইশলক্ষ একত্রিশ হাজার গ্রন্থ আছে।

বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলি উল্লেখযোগ্য: লেনিন ষ্টেট লাইব্রেরী (প্রায় আড়াই কোটি গ্রন্থ), দি ষ্টেট এ, সলটিকভ স্কেড্রিন পাবলিক লাইব্রেরী (প্রায় দেড় কোটি গ্রন্থ), দি ইউ এস, এস, আর একাডেমী অব সায়েন্সেস লাইব্রেরী (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গ্রন্থ) এবং অল ইউনিয়ন বুক রিপোজিটারী (প্রায় ৩ কোটি দশ লক্ষ গ্রন্থ)।

ইউনিয়ন রিপাব্লিকের চৌদ্দটি রাজ্য গ্রন্থাগারে প্রায় ৪ কোটি গ্রন্থ আছে, রাশিয়ান ফেডারেশনের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় ৭ কোটি গ্রন্থ আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বহু শিল্পসংস্থার উদ্যোগে শ্রমিক সঙ্ঘ, কারিগরিক ও পারিভাষিক গ্রন্থাগারে সহস্রাধিক ও লক্ষাধিক গ্রন্থ আছে।

সোভিয়েট দেশে প্রায় এগার কোটি ব্যক্তি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। প্রতি বৎসরে প্রায় দুশ' কোটি গ্রন্থ বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি পরিবারে নিজস্ব গ্রন্থাগার রাখার প্রবণতা লক্ষণীয়। এই সব গ্রন্থাগারে প্রায় কয়েক হাজার গ্রন্থ আছে।

বিপ্লবপূর্ব যুগের মধ্য এশিয়া ও কাজকস্থানের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত বলে গণ্য করা হ'ত। বর্তমানে, সাধারণতন্ত্রে প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রন্থাগার আছে। কেবলমাত্র উজবেকিস্থানে সাড়ে দশ হাজার গ্রন্থাগার আছে—এই সব গ্রন্থাগারে প্রায় সাড়ে চারকোটি গ্রন্থ আছে।

সোভিয়েট আধিপত্যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ১৯১৩ সালের তুলনায় সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, আর্মেনিয়ান সাধারণতন্ত্রে শতগুণ, কাজাক সাধারণতন্ত্রে ৪৭ গুণ, মলডেভিয়ান সাধারণতন্ত্রে ২৬ গুণ, রাশিয়ান ফেডারেশনে ৭ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গ্রামীণ গ্রন্থাগার অতি দুর্লভ ছিল। এই গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় সাড়ে চার কোটি গ্রন্থ ছিল। বর্তমানে, ছেচল্লিশ হাজার গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে। এইসব গ্রন্থাগারে প্রায় পঞ্চাশ কোটিরও অধিক গ্রন্থ আছে।

গ্রন্থাগারিকগণ ১৭টি উচ্চ ও ১০৩টি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এই স্কুলগুলিতে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বিনিময়ে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের প্রায় একশটি বৃহত্তম গ্রন্থাগার অংশ গ্রহণ করে। এই গ্রন্থ বিনিময় এখন বৃহদাকারে কার্যকরী হচ্ছে। বিশ্বের একশ' নয়টি দেশে কয়েক হাজার গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের গ্রন্থাগারগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের গ্রন্থাগারগুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিগত শতাব্দীতে এশিয়ান ও আফ্রিকান দেশগুলির উন্নতিতে গ্রন্থাগারের সংগে যোগাযোগ বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

সোভিয়েট দেশের গ্রন্থাগারগুলি প্রতি বৎসরে গড়ে প্রায় আট লক্ষ বিদেশী গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার আদান-প্রদান করে।

[ভারতস্থিত সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ইংরাজি বুলেটিন থেকে
শ্রীমতী শীলা গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত]

Libraries in the Soviet union.

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ঃ মানকর (বর্ধমান)

অনিলবরণ পাল ও রাধারমণ দত্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরশমণি' কবিতায় লিখেছেন :—

"জীবন আমার নাম মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে।....."

এই মানকর বর্ধমান জেলার বুধবুদ থানার অন্তর্গত ও ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পাশে অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন বিরাট গ্রাম। মানকরের প্রাচীন ঐতিহ্য, শিল্প—সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য ও ধর্মসাধনার কথা বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বইতে সাম্প্রতিক কালে সুপরিচিত হয়েছে। এই গ্রামের প্রাচীন তাঁতশিল্প এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাকান্ত দীক্ষিত মহাশয় স্বদেশী আমলে প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গে বর্গী' নাটকের একটি দৃশ্যে এবং দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "রাজা বৈদ্যনাথ" নাটকের আর একটি দৃশ্যে "মানকর শিবির" ও "মানকর গড় প্রান্তর" উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত "ভক্তমাল গ্রন্থে" ও দু'টি জায়গায় মানকরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এখানকার বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগিতায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

অন্যূন দশ হাজার জনসংখ্যা সমন্বিত এই বিরাট গ্রামে হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র পোষ্ট অফিস, রেজেষ্ট্রারী অফিস, ছেলেদের ও মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়, বাস, ট্রেণ ইত্যাদি বর্তমান জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে আর সেই সঙ্গে আছে এই লাইব্রেরী। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরাধারমণ দত্ত এবং সর্বশ্রী অনিলবরণ পাল, সুধীকুমার দাস, অজিতকুমার পাল ও শ্রীবটীপদ দত্ত এই কয়েকজন কিশোর ও তরুণের উৎসাহে পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীবটীপদ দত্তের বৈঠকখানা ঘরে। স্কুল পাঠ্য ও উপহার দেওয়া বই নিয়ে এর সূচনা। অল্প বয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত এই লাইব্রেরী স্বল্প আয়ে চলতে থাকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কেবলমাত্র সভ্যগণের দেওয়া সামান্য চাঁদাই ছিল তখন আয়ের উৎস। তারপর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আসে দুষ্করতা—নানা কারণে লাইব্রেরীর জীবনদীপ নিভে যাওয়ার মতো হয়।

কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় লাইব্রেরীর অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং উকিল ৺থাকছরি গোস্বামী সভাপতি নির্বাচিত হন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৺ডাঃ কৃষ্ণপদ দাস, শ্রীসাতকড়ি সরকার প্রমুখ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় লাইব্রেরীর প্রচার হ'তে থাকে, তার জীবন-স্পন্দন হয় দ্রুততর—পুস্তক সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে, ষ্টেশনের কাছে শ্রীঅনিল বরণ পালের দালান বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় লাইব্রেরী। কর্মীদের উদ্দীপনা ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালবাসায় মৃতপ্রায় এই লাইব্রেরী নবজীবন লাভ করে। লাইব্রেরীর নিঃস্বার্থ কর্মীদের চেষ্টায় লাইব্রেরী থেকে দূরবর্তী স্থানের পাঠক-পাঠিকার কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৺ডাঃ নটবর দত্ত, ৺ভূধর মুখোপাধ্যায়, ৺শশধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য, ৺ডাঃ অজিতকুমার দত্ত, শ্রীগোপগোবিন্দ সাহা, শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই লাইব্রেরী একটি সর্বজনীন প্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। পাঠকদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রেষ্ঠ পুস্তক পাঠকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন অনুযায়ী লাইব্রেরীটি রেজেষ্ট্রি করা হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি সরকার কর্তৃক 'গ্রামীণ গ্রন্থাগার' (Rural Library) রূপে অনুমোদিত হয় এবং গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল-পিওন নিযুক্ত হয়। সর্বশ্রী অজিতকুমার পাল, পাঁচকড়ি পাল, অধীরকুমার পাল, বিশ্বনাথ পাল ও করুণাময় পাল লাইব্রেরীকে ৩১ শতক জায়গা দান করেন এবং সেই জায়গায় নির্মিত লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়।

লাইব্রেরীর কর্মী শ্রীদিবাকর সেনাপতি ও শ্রীভোলানাথ দত্তের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়েছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীর কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্ররূপে অনুমোদন লাভ করে। সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগ, মহিলাদের সেলাই ও কাটিং শিক্ষা বিভাগ, ছেলেদের ক্রীড়া বিভাগ এই লাইব্রেরীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক বিভাগ বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মদিবস, স্বাধীনতা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি পালন করেন।

লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৪৩৭৫ এবং কিশোর ও মহিলা সহ সভ্য সংখ্যা ২৭১ জন। লাইব্রেরীর পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতির গড় ৫০ জন। প্রতি শুক্রবার অর্ধদিবস এবং প্রতি বৃহস্পতিবার পূর্ণদিবস লাইব্রেরী বন্ধ থাকে। ছুটীর দিন ছাড়া সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে। পাঠক-পাঠিকার রুচি ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর বই ও পত্রিকা লাইব্রেরীতে রাখা হয়।

কিছু প্রাচীন পুঁথি এবং উচ্চ শ্রেণীর জন্য 'পাঠ্য-পুস্তক' লাইব্রেরীতে রয়েছে। লাইব্রেরী হ'তে 'পল্লীসেবক' নামে একটী পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা দু'বার মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর 'পুস্তক-তালিকা' মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করার প্রস্তুতি চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারিক ও লাইব্রেরী-পিওনের বেতন দেন এবং লাইব্রেরীর নৈমিত্তিক খরচ বাবদ ৫০ টাকা প্রতিমাসে দিচ্ছেন। সভ্যগণের দেয় মাসিক চাঁদাই লাইব্রেরীর আয়ের উৎস।

এই লাইব্রেরী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হ'তে বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইব্রেরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

দূরবর্তী স্থানের পাঠক-পাঠিকার নিকট বই পৌঁছে দিয়ে লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করা এবং গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক হওয়া এই লাইব্রেরীর লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে। অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি লাইব্রেরী পরিদর্শন করে প্রীত হয়েছেন ও কাজের প্রশংসা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর সমস্যা অনেক; আশা করা যায়, সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় তার একদিন সমাধান হতে পারে। বিদগ্ধ জনের প্রয়োজন মেটাতে হয়তো এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানটীর সামর্থ্য নেই কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের আনন্দ দিয়ে এবং কোন না কোন প্রয়োজনে সাহায্য করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

Libraries in West Bengal : Pallimangal Library : Mankar (Burdwan) By Anil Baran Paul and Radha Raman Dutta.

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (বালুরঘাট, ১৯৬৮) প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কমলেন্দু চক্রবর্তী ও সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রীযুক্ত প্রবীলচন্দ্র বসু

ফটো : অবনীভূষণ রায় ।

দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (কাঁথি, ১৯৫৬) স্বর্গত তিনকড়ি দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত বি. এস. কেশবন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবীলচন্দ্র বসু ।

শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার কালে
তাঁর মধ্যমগ্রামস্থিত বাসভবনে শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত কর্তৃক
গৃহীত চিত্র।

শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

[বিশেষ প্রতিনিধি]

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর যাবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করার পর গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৬৭) তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্ত বসু শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরূপেই খ্যাত নন, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসেও এই নামটি সমুজ্জল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নাম ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগারিক মহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়—বিগত প্রায় চার দশক ধরে তিনি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমানেও তিনি পরিষদের সহঃ-সভাপতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে আজ পর্যন্তও তিনি সক্রিয়-ভাবেই যুক্ত। অতীতেও যখনই তিনি বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন সে সকল পদের দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে এসেছেন। ১৯৫২-৫৩ সালে পরিষদের কর্মসচিবরূপে তিনি এই সংগঠনে নতুন প্রাণ সঞ্চারের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পরিষদের সভাপতিরূপে তিনিই ছিলেন পরিষদের কর্ণধার। ১৯৫৬ সালে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সঙ্গে তিনি প্রথমাবধিই যুক্ত এবং দীর্ঘকাল যাবত এর অধ্যক্ষ রয়েছেন। পরিষদের বর্তমান মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির তিনিই প্রথম সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বসুর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাই আমরা তাঁর একটা 'ইন্টারভিউ' নেব বলে মনস্থ করি। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণটি 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে তাঁর ছাত্র ছিলাম। কি সার্টিফিকেট কোর্স অথবা ডিপ্লোমা কোর্সের ভর্তির পরীক্ষায়, কি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পরীক্ষায় তাঁকেই আমরা দেখেছি আমাদের 'ইন্টারভিউ' নিতে—আমরা তাঁর 'ইন্টারভিউ' নিতে যাব—একথা ভাবতে একটু যে ভয়-ভয় করছিল না তা নয়। তাছাড়া আমাদের আশঙ্কা ছিল আত্মপ্রচারে বিমুখ শ্রীযুক্ত বসু হয়তো আমাদের এই প্রস্তাবে রাজী হবেন না। আর টেলিফোনে আমাদের প্রস্তাব শুনে উনি ঠিক সেই রকমই বললেন, 'আমার নিজের সম্পর্কে আর কি বলবার আছে—এসব ছাপিয়েই বা কী হবে। তবে তোমরা আসতে চাও যখন খুশী আসতে পার। তোমরা এলে আমি খুশীই হবো।'

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ আমরা কয়েকজন—সর্বশ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, চঞ্চল কুমার সেন, কৃষ্ণা দত্ত ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর যথাস-

গ্রন্থস্থিত বাসভবনে যাই। আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন স্থির করেই গিয়েছিলাম। প্রশ্নগুলি হচ্ছে এই :

১। সেকালে বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগার বৃত্তির তো কোন স্বীকৃতিই ছিল না। আপনি গ্রন্থাগার বৃত্তিতে কী করে এলেন ?

২। আপনি তো বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎদের সকলেরই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের কার দ্বারা আপনি বেশী প্রভাবিত হয়েছেন ?

৩। অবসর জীবন বর্তমানে কী ভাবে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন ?

৪। আপনি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক. আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে পত্রিকার মানের উন্নতি বা অবনতি হয়েছে কিনা বলুন। এই প্রসঙ্গে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার গোড়াকার ইতিহাস এবং পত্রিকা সম্পর্কে আপনার যদি কোন সুপারিশ থাকে তো বলুন।

প্রশ্নগুলির জবাবে, বিষয়ের গুরুত্ব এবং ব্যাপকতার তুলনায় স্বল্পস্থায়ী বৈঠকী আলোচনায় উনি যতটুকু যা বলেছেন তার থেকে সমগ্র বিষয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশন করা সহজ না হ'লেও তাঁর কাছ থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে আমাদের বিবেচনায় সেগুলি খুবই মূল্যবান। শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একাল ও সেকালের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে আছেন। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ মুন্সীন্দ্র দেব রায় মহাশয়. সুশীল ঘোষ. তিনকড়ি দত্ত এবং তৎকালীন আরো অনেকের যেমন তিনি ঘনিষ্ঠ সংযোগী ছিলেন তেমনি অতি সম্প্রতিকালেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরুণতম কর্মীর সঙ্গেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে তাঁর বিলম্ব হয় না। প্রয়োজনের সময় এখনো সকলের পাশে এসে দাঁড়াতে তিনি কখনো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

প্রমীলচন্দ্র যে সময়ে পেশা হিসেবে গ্রন্থাগার বৃত্তি গ্রহণ করেন সে সময়ে বৃত্তি হিসেবে এদেশে গ্রন্থাগার বৃত্তির কোন স্বীকৃতিই ছিল না। ভারতবর্ষে তখন মাত্র বরোদা রাজ্যে এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের কিছু আয়োজন ছিল এবং মাদ্রাজে এক সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা সবে শুরু হয়েছে। সেজন্য প্রমীলচন্দ্রকে সেদিন সুদূর পাঞ্জাবে গিয়ে গ্রন্থাগারবিদ্যার পাঠক্রম গ্রহণ করতে হয়েছিল। যদিও কর্মজীবনের বেশীর ভাগ উদ্যমই তাঁর ব্যয়িত হয়েছে একদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জটিল পরিচালনা কার্যে ও শিক্ষাদানে এবং অন্যদিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তবু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর কলা-কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁর 'গ্রন্থাকার নামা' বইটি এমনই এক প্রচেষ্টার ফল। এই বইটিতে বর্ণাগুক্রমে লেখকের নামানুযায়ী যে সংখ্যাগুলি নির্দেশ করা হয়েছে এক সময়ে বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে সেগুলি 'প্রমীল সংখ্যা' আখ্যা পেয়েছিল। অতীতে গ্রন্থাগার পরিচালন বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা

সমাপ্ত প্রায় এক পাণ্ডুলিপি এবং কিছু পুরাতন উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রের বিষয়বস্তুর সূচী প্রণয়নের আরব্ধ কাজ দৈবক্রমে নষ্ট হয়ে যাওয়া বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

যাই হোক, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর গ্রন্থাগারবৃত্তিতে প্রবেশের ইতিহাসের পটভূমি হিসাবে শ্রীযুক্ত বসু সেদিন দীর্ঘ সময় নিয়ে নিজের বাল্যকালের কথা বলে চলেছিলেন। কখন শীতের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল; ক্রমে বিকেলের আলোর শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেল; সেদিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। শ্রীযুক্ত বসু আত্মগত-ভাবে নিজের জীবনের কথা বলে চলেছেন—আর আমরা কয়েকজন নির্বাক শ্রোতা যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিলাম। মাঝখানে মাত্র কিছু সময়ের জন্য বিরতি হয়েছিল চায়ের জন্য। শ্রীযুক্ত বসুর আহ্বানে আমরা ভেতরের ঘরে খাবারের টেবিলে গিয়ে বসলাম। বারান্দা পার হয়ে আসতে একফালি বাগানও দেখা গেল—আর তাতে নানারকম সীজন ফ্লাওয়ারের সমারোহ। দলের একজন বুঝি মুগ্ধ বিস্ময়ে ব'লেও উঠলেন, 'কি সুন্দর'। শ্রীযুক্ত বসু বললেন, এসব ফুলের নামটাম আমি বড় একটা জানিনা, আমার মেয়েরাই এসব ব্যাপারে উৎসাহী।' চায়ের টেবিলে শ্রীযুক্ত বসু হাস্য-পরিহাসে আবহাওয়া মুহূর্তে লঘু করে দিলেন। চায়ের সঙ্গে ঘরে তৈরী নানাবিধ আহার্যেরও বন্দোবস্ত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এগুলির সদ্ব্যবহার করতে উপস্থিত কেউই ত্রুটি করেন নি।

ধর্মতলার এই নিভৃত পরিবেশে, এই ছিমছাম বাড়ীটিতে শ্রীযুক্তা বসু এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়েই শ্রীযুক্ত বসুর সংসার। শ্রীযুক্ত বসুর দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। দুই কন্যাকে পাত্রস্থ করেছেন। দুই পুত্রের একজনকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন এবং অপরজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাঠরত। প্রথম তিনটি কন্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। ছোট দুটি মেয়ে স্কুলে পড়ছে।

আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা যা বলেন তার সারমর্ম নীচে দেওয়া হল :

"ছেলে বেলা থেকেই আমি গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার সাথে সংযুক্ত। আমার বাবার সংগৃহীত পারিবারিক গ্রন্থাগারে শ' চারেক বই ছিল। বাল্যকাল থেকে সে বইগুলি নাড়াচাড়া করার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। সেটা ১৯১৮ অথবা ১৯১৯ সালের কথা, আমার বয়স তখন ১১।১২ বছর; আমার দাদারা আমার বাবার ঐ শ' চারেক বই আমার বড়দার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের 'পল্লীমিলন সমিতি'কে দান করেন। ঐ গ্রন্থসংগ্রহকে উপলক্ষ্য ক'রে গ্রামের ঐ সমিতির একটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। শুরু থেকে ঐ গ্রন্থাগার পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর অর্পণ করা হয়। সেই সুদূর অতীতকালে গ্রন্থাগারটির একটি সুন্দর শিশু বিভাগও গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে না আসা পর্যন্ত আমি ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলাম।

আমাদের গ্রাম চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত টাকী মিউনিসিপ্যালিটির একটি ওয়ার্ড—নাম সৈদপুর। অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার থেকে দশ পুরুষ আগে টাকা জেলার মালঞ্চানগর থেকে প্রথমে চব্বিশ পরগণার মালঞ্চপাড়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে মহারাজা বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোহরে এবং তৎপরে টাকীর পার্শ্বস্থ গ্রাম সৈদপুরে বাস করেন। সৈদপুরে আমরা আটপুরুষ যাবৎ বাস করছি। আমার উর্দ্ধতন নবম পুরুষ রূপরাম বসু মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের জামাতা এবং প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কালক্রমে আমার পিতৃকুল আর্থিক সঙ্গতির দিক দিয়ে হীনবল হয়ে পড়লেও সমাজের বিশেষ সম্মানিত স্থানের অধিকারী ছিলেন।

টাকীর তৎকালীন অন্যতম সুপরিচিত জমিদার ঘোষ বাবুদের বংশে আমার মায়ের জন্ম। মা বাংলা এবং কিছুটা ইংরাজী লেখা-পড়া শিখেছিলেন। ধনী গৃহে জন্মলাভ করে দরিদ্র গৃহে বিবাহ হলেও মা তাঁর আচরণ, ব্যবহার এবং সাংসারিক কাজকর্মে কুশলতার জন্যে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন এবং গ্রামের একজন আদর্শ মহিলা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

মা ও বাবা উভয়েই সে যুগের তুলনায় প্রগতিবাদী ছিলেন। উভয়েরই পাঠানুরক্তি ছিল। কাজেই শৈশবকাল থেকেই গ্রন্থ নাড়াচাড়া করার সুযোগ-সুবিধা আমার ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি বাংলা ১৩১৩ সালের ২৯শে ফাল্গুন আমার মাতুলালয় টাকীতে আমার জন্ম। আমরা চার ভাই, তন্মধ্যে আমি কনিষ্ঠ। আমার আড়াই বছর বয়সের সময় বাবার মৃত্যু হয়। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে ১৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হই। ১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে আই, এস, সি, পাস করে ইতিহাস এবং অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে বি, এ পড়ার জন্য ভর্তি হই। কলেজে পড়ার সময় সমাজ সেবামূলক কাজ করা ছাড়াও কংগ্রেসে যোগদান করি। আমার সহপাঠী মামাত ভাই প্রসূন ঘোষের সঙ্গে একত্রে টাকী কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করি। ঐ সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হই। সে সময়ে পরম শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৯ সালে বি, এ পাস করার পর প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ের এম, এ ক্লাসে ভর্তি হই, পরে বিষয় পরিবর্তন করে কমার্সে চলে যাই।

ছোট বেলা থেকে সকল কাজে কোন আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী জীবনে হব শিল্প নতুবা শিক্ষার ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজ করে দেশকে সমৃদ্ধ এবং দেশের সেবা করবে মনে মনে এই সঙ্কল্প ছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞান ছেড়ে অর্থনীতি এবং অর্থনীতি ছেড়ে কমার্স বিষয়ে অধ্যয়নের এই

প্রয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পাঠক্রমের শেষ পর্যন্ত ছাত্র থাকা কিন্তু আমার অদৃষ্টে ছিল না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা কালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। ঐ আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং সান্নিধ্যে ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্যাতনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কেতাবী এবং বিদেশী ভাবধারায় পরিচালিত উচ্চশিক্ষার প্রতি মনে একটা প্রবল বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। আমার ধারণা হয়, প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত যে শক্তি ও গুণ আছে সেইটাই তো তার আসল বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা না নিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত যতটুকু প্রকৃত শক্তি ও গুণ আছে মানুষ তার ভিত্তিতে জগতে তার উপযুক্ত স্থান অর্জন করতে পারবে না কেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করার পর আমার মন দ্বিমুখী সংগ্রামের সম্মুখীন হয়— অতঃপর শিল্প জগতে অথবা শিক্ষা জগতে প্রবেশের চেষ্টা ক'রবো এই চিন্তায়। এই সময়ে সাময়িক পত্রে বরোদা রাজ্যের বিচিত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবরণ পাঠ ক'রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগের কিউরেটর পরলোকগত নিউটন মোহন দত্তকে আমার বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহের কথা জানাই। তিনি আমাকে বরোদা যাবার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার সে সময়ে বরোদা যাওয়া হয় নি।

অতঃপর আমার এক গ্রাজুয়েট আত্মীয়ের সঙ্গে ভবানীপুরে "ইয়ং ব্রাদার্স" (Young Brothers) নাম নিয়ে লোহা, রং, সিমেন্ট ইত্যাদি গৃহ নির্মাণের জিনিষ-পত্রের এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলি। কিন্তু যে কথা মনে রেখে এই ব্যবসায়ে যোগদান করি এই ব্যবসার দ্বারা সে আদর্শ রূপায়ণের সম্ভাবনা যে কম কিছু দিনের মধ্যে এটা উপলব্ধি করি। এই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগ থেকে কুটির শিল্প হিসাবে সাবান প্রস্তুতের প্রণালীও শিক্ষা করি। ইতিমধ্যে নিউটন মোহন দত্তকে প্রায় এক বৎসর পরে পুনরায় চিঠি লিখি। তিনি জানান তিনি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করবেন। তা' হলেও গ্রন্থাগার বিদ্যায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বরোদা যাবার জন্য আমাকে পুনরায় আহ্বান জানান। মনের সমস্ত দ্বিধা দূর ক'রে অতঃপর গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রেই কাজ ক'রে যাব এই সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সময়ে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের ফণী চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে শ্রীরামপুরে এক গ্রন্থাগার সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার সংকল্পের কথা শুনে আমাকে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের সাথে দেখা করতে পরামর্শ দিলেন। উভয়েই আমাকে খুবই উৎসাহিত করলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবের রতনচাঁদ মাঙ্গান্দারের কাছ থেকে জানতে পারি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসর অন্তর গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেই সংবাদ পেয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লালা লাজুরামকে চিঠি লিখলাম।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে বরোদায় গেলাম। সেখানে তিন মাস শিক্ষানবিশি করি এবং ঐ সময়ে বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর বাংলা বিভাগটির সংগঠন করি। পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বরোদা থেকে লাহোরে রওনা হই। পথে জয়পুরে জয়পুর মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরীর তদানীন্তন লাইব্রেরীয়ান অধুনা পরলোকগত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে পূর্ব ব্যবস্থানত ২।৩ দিন আতিথ্য গ্রহণ করি এবং মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরীটি পরিদর্শন করি।

লাহোরে অবস্থান কালে পাঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রীশান্ত রাম ভাটিয়া, স্বর্গীয় লালা রাম লাভায়া, স্বর্গীয় লালা অবতালি রাম তালেবার প্রভৃতির সাথে পরিচয় হয়। সে সময়ে ওখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান উৎসাহী কর্মী হোমি কলেজ অফ কমার্সের লাইব্রেরিয়ান স্বর্গগত রতনচাঁদ মাকাদারের সাথে পূর্বেই ক'লকাতায় পরিচয় হয়েছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাহাবাদ প্রবাসী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি শিক্ষান্তে বিকানীর ষ্টেট লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান এবং পরে এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি আজ আর ইহজগতে নেই। বাঙালীদের মধ্যে আমরা দু'জনেই সর্ব-প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করি। ভূপেন্দ্রনাথ উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। সে হিসাবে বাঙলাদেশ থেকে আমিই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি।

পাঞ্জাব থেকে ফিরবার পর কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় আমাকে একদিন শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। তখনও শ্যামাপ্রসাদ বাবু ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন নি। পাঞ্জাব থেকে ক'লকাতায় আমি ফিরে এলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সেক্রেটারী তিনকড়ি দত্ত মহাশয় প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধীনে একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র খুলে তা' পরিচালন করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। সে সময়ে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। মুণীন্দ্র বাবু ও তিনকড়ি বাবু ঐ প্রতিষ্ঠানের এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও কার্যক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন। প্রস্তাবিত শিক্ষাকেন্দ্রের কাজকর্ম সাফল্য-মণ্ডিত না হ'লে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে আশঙ্কা ক'রে আমি ওঁদের পরামর্শ দিলাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণ উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় প্রথমে হুগলী জেলার নানে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে ঐ শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হোক। পরিষদের প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'লে পরে পরিষদের নিজের নামে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা যাবে। সেই ব্যবস্থানত কাজ হ'ল। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে কেন্দ্রটি খোলা হ'ল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান খাঁ বাহাদুর কে, এস, আসাদুল্লা ঐ শিক্ষণ কেন্দ্রের ডিরেক্টর হিসাবে রইলেন এবং আমার প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি বাঁশ-

বেড়িয়াতে থেকে কেন্দ্রটি পরিচালনা ক'রলাম। কেন্দ্রের কাজ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ঢাকা, আসানসোল প্রভৃতি বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে ঐ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা যোগদান ক'রেছিলেন এবং কলকাতার বহু বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ঐ কেন্দ্র পরিদর্শন করে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্যামাপ্রসাদবাবু ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অত্যন্ত স্থানাভাব থাকায় তিনি আশুতোষ ভবনের চারতলায় সম্প্রসারণ করে সেখানে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করণের প্রস্তাব সেনেটে উপস্থিত করেন। সেনেটে সে প্রস্তাব গৃহীত হলে চারতলা নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অনুরোধে আমি ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সমস্ত হুগলী জেলার গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা পরিদর্শনান্তর ঐ জেলার গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে এক বিবরণ কিছুদিন পরে হুগলী জেলার রাজবলহাটে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে উপস্থিত করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি আশুতোষ ভবনের চারতলার নূতন আকারে স্থানান্তরকরণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য আমাকে আহ্বান করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করণের কাজ শুরু হয়। গ্রন্থাগারের এই স্থানান্তর করণের কাজের জন্য আমাকে ৭৫ টাকা মাসিক বেতনে ১লা এপ্রিল থেকে একজন অস্থায়ী সহকারী (Assistant) হিসাবে নিয়োগ করা হয়। পেশা হিসেবে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। গঠনমূলক কাজের মারফৎ শিক্ষাজগতে জনসেবার আনন্দলাভের উদ্দেশ্য নিয়েই আমি গ্রন্থাগারিকের পেশা গ্রহণ করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নূতন আবাসস্থলের (আশুতোষ বিল্ডিং) প্রধান পাঠকক্ষ থেকে গ্রন্থগৃহে (stack room) যাবার একটিমাত্র দরজা ছিল। কর্তৃপক্ষ আমার পরামর্শক্রমে আর একটা দরজা বসাবার ব্যবস্থা করলেন। গ্রন্থাগারের পুরাণো বাড়ী (ঘারভাঙা বিল্ডিং) থেকে এই সময়ে বই আসত এবং ঐ বই গ্রন্থকক্ষে সাজিয়ে রাখা হত। গ্রন্থকক্ষের প্রবেশ দ্বারের পাশে পাঠগৃহে বসে আমি বইয়ের হিসাব নিকাশ করতাম। এই কাজের এত চাপ ছিল যে এক একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, আমার সময়ের জ্ঞান থাকত না। একদিন বেশ মনে আছে, ছুটির পরে সকলে চলে গেছেন। নতুন দরজা বসাবার জন্যে মিস্ত্রিরা সারাদিন দেওয়াল ভেঙে চলে গিয়েছে। আমি একা তখন বসে কাজ করে চলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী আমার পাশে এসে উপস্থিত। আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'একটু দূরে বসলে কি হতো। সারা দেহে এই ধুলো বালি জমতো না।' আমি বললাম, 'বই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো।' হেঁসে বললেন, 'আপনি দেখছি একেবারে ক্যাসাবিয়াঙ্কা। এই উক্তির মধ্য দিয়ে নিজের মনে গ্রন্থাগারের স্বার্থের এই অবচেতন ধরণের সন্ধান যখন সচেতনভাবে পেতাম তখন মনটা বেশ খুশীই হত।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যোগদান করি তখন গ্রন্থাগারিক ছিলেন শ্রীবসন্ত বিহারী চন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এই নামের পদের তিনিই প্রথম অধিকারী। তিনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক ছিলেন। গ্রন্থাগারিকের বেতনের স্কেল ছিল ১০০—২৫০ টাকা। ঐ একই স্কেলে শীঘ্র দু'জন এসিষ্ট্যাণ্ট লাইব্রেরীয়ানের পদ সৃষ্টি হল। ১লা আগষ্ট থেকে একটি পদে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হন এবং অপর পদে আমি নিযুক্ত হই। ১৯৩৭ সালে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় এবং ১৯৪৪ সালে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে গেলে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আমি অস্থায়ীভাবে গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হই এবং ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হই।

অনলেবার মনোবৃত্তি নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজ করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করি। অর্থ, মান, প্রতিপত্তিলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ পথে আসিনি। কাজেই যে সময়ে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করি সে সময়ে ঐ বৃত্তি অর্থ, মান, প্রতিপত্তির দিক দিয়ে একরকম অপাংক্তেয় থাকলেও এ বৃত্তি গ্রহণে আমার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন আমি কত বেতন চাই। আমি সে বিষয়ে কিছু বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বললেন, 'যা কিছু হয় বলুন, ভাইস চ্যান্সেলর জানতে চান।' তখন আমি তাঁকে কি জন্যে আমি এ বৃত্তি গ্রহণ করতে চাই সে কথা খোলাখুলিভাবে বলি। কিছুদিন পরে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্তির পূর্বে নির্বাচন কমিটিতে পরলোকগত জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করেন যে ঐ পদের ভবিষ্যৎ এমন কিছুই তো নয়—তবু কেন আমি ওখানে আসতে চাই। আমি তারও জবাবে আমার পূর্বোক্ত মনের কথাই জানাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল পদে থেকে যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তখনই গ্রন্থাগারিক বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এসেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির স্বার্থকেই সব সময়ে প্রাধান্য দিয়েছি। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে কখনও কাজ করি নি।"

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে উনি বলেন,—১৯৩২ সাল থেকে আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছি। তৎপূর্বে পরিষদের কাজ কর্ম মন্থর হয়ে গিয়েছিলো। আমি যখন পরিষদের সভ্য হই তখন ৺কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ৺সুশীলকুমার ঘোষ, ৺তিনকড়ি দত্ত, ৺শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, ৺মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক উৎসাহী ব্যক্তি গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেটা ছিল আদর্শনিষ্ঠার যুগ। যুগের প্রভাবে আমিও ছিলাম আদর্শবাদী। আমি নিজেও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা সহ পূর্ণোদ্যমে পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হই। কাজেই সক্রিয় সভ্যদের কার প্রভাব কার উপর পড়েছে তা ঠিক করে বলা শক্ত। আদর্শের দিক দিয়ে আমরা সবাই ছিলাম একসূত্রে বাঁধা।

তৃতীয় প্রশ্নটির জবাবে তিনি বলেন, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ মানেই এই নয় যে সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের পদ থেকে অবসর নিলেও শ্রীযুক্ত বসু তখনও গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ডিপ্লোমার ক্লাসও নিচ্ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এই পদে ইস্তফা দেন। 'সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা'র জন্য এইবার কাজে লাগবেন এইরূপ আভাষ দিলেন। তা'ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আহ্বানেও তাঁকে নানাস্থানে শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক নানাকাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়। কিছু কাজ করার এখনই হয়তো তাঁর প্রকৃত সুযোগ।

চতুর্থ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষের দিকে পাঠাগার পত্রিকাটি বের হত ঐ পাঠাগার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে। পাঠাগার প্রকাশের প্রথম দিকে 'পাঠাগারে'র অন্যতম সম্পাদক হিসাবে পরিষদের পক্ষ থেকে তার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রথম ইংরেজী বুলেটিন বের হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৫১ সালে যখন শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত পরিষদের সম্পাদক তখন পরিষদের মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয় এবং ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত প্রভৃতি সকলের অনুরোধে তিনি পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। এইভাবেই বাংলা ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্ম হয়।

যে কোন গতিশীল প্রতিষ্ঠানের মত পত্রিকাটিকেও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নানা উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে বা হচ্ছে। পত্রিকাটি পরিষদের মুখপত্র। পরিষদের সভ্যদের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছেন। শুধু গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে পরিষদ গঠিত নয়।

উপযুক্ত কলেবরে সময় মত পত্রিকা প্রকাশ করার পক্ষেও কতরকম যে বাধা আছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসকল বাস্তব অবস্থার কথা মনে রেখে বিচার করলে পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে এর মান রক্ষা করে চলেছে একথা অস্বীকার করা যায় না এবং যাঁরা এর গুরুভার বহন করে চলেছেন তাঁদের প্রশংসাই করতে হয়।"

An Interviww with Shri Parimal Chandra Basu
By A Special Correspondent.

CALCUTTA CENTRAL

সম্পাদক সমীপেষু

বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে

(১)

মহাশয়,

প্রথমেই আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। তারপর বালুরঘাট সম্মেলন উপলক্ষে যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার ১টি কপি আজ বালুরঘাট কলেজ থেকে নিয়ে এসে পড়লুম।...

একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ১৬ লাইনে লিখেছেন,—"সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অর্থ, লোকবল এবং অভিজ্ঞতার অভাবেই সম্ভবতঃ প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁরা ততটা নজর দিতে পারেন নি। বালুরঘাট শহরের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তথা জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা যে কোন কারণেই হোক প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন।" আপনার এই অভিমতের সঙ্গে আমি এবং অনেকেই একমত হতে পারি নাই। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু মতান্তর হলেও মনান্তর যেন না হয়।

আমরা আজ ২২ বছর ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুললেও জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরতে পারি নাই। যাঁরা আজ বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনের সারিতে রয়েছেন তাঁদের সামনে এটা একটা বিরাট প্রশ্নরূপে দেখা দেয়নি কি? আপনি জানেন, বালুরঘাট গ্রাম বাংলার প্রান্ত সীমায় অবস্থিত একটি ছোট শহর। শহরবাসীর প্রতিস্তরের সকল শ্রেণীর মানুষ সম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্বের ধাপে ধাপে যে সকল সভা-সমিতি আহ্বান করা হয়েছে তাতে যোগ দিয়ে আমাদের আন্তরিক-ভাবে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া এ বিরাট দায়িত্ব আমরা কখনই মাথা পেতে নিতে পারতুম না। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই ব্যয়ের অধিকাংশ অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে পরিপূর্ণ হয়েছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত সাড়া জেগেছিল। এ বিষয়ে আপনার ধারণা অপ্রচুর নয়—প্রচুর। সেজন্য বিশেষ অনুরোধ, সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় আপনাদের নিজস্বভবনে ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের আয়োজন করলে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাব। তৃতীয়তঃ, আমাদের জেলা-গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের নিকট সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি জানেন, এই সম্মেলনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা আমি নিজে। চিত্তবাবু এই সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ,—সম্পাদক নন। নীতি ও রীতির দিক থেকে সম্পাদকের কাছে লিখলে ভাল হোত। যাই হোক, চিত্তবাবু আপনার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে-

ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা পত্রিকায় ছাপা হয় নাই। এ সম্মেলন বে-সরকারীভাবে আরম্ভ হয়েছিল এবং বে-সরকারীভাবেই শেষ হয়েছে।

আমার বক্তব্যের শেষ অধ্যায়ে আপনি আমার সঙ্গে বোধহয় একমত হবেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা বিশেষ করে সরকার-পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মীরা আজ আর্থিক দিক থেকে প্রায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দুই বৎসর পূর্বেও পল্লী গ্রন্থাগারের কর্মীগণ মাত্র ৭৫।৪৫ টাকা বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর যে বিরাট সামাজিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা এই স্বল্পবেতনে সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব কি? বর্তমানেও তাঁরা যে বেতন পাচ্ছেন তাতে একজন মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে কিনা তা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। এই সবের পটভূমিকায় বালুরঘাটে দ্বাবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং জনগণের এক সচেতন অংশ ভালভাবেই জানেন এটা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ সমস্যা।

সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মীদের বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয় ভাবা যায় না। এই অনুভূতির আলোকে স্থানীয় জনসাধারণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এই মনোভাবের কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীসুচিত্রা ঘোষ তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে। সে হিসেবে দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক জীবনে ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন হিসেবে গণ্য হবে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা আনার দায়িত্ব প্রত্যেক গ্রন্থাগারকর্মীকে নিতে হবে।...

শেষ পর্যায়ে আর একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে প্রতিনিধিরা (সংখ্যায় মুষ্টিমেয়) যে যে স্থানে সম্মেলনে যোগদান করতে যান সেই স্থানের সুযোগ ও সুবিধাগুলি উপভোগ করা—না ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধাগুলি অল্প সময়ের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে সেই স্থানের গণ-মানসে গ্রন্থাগার-উদ্দেশ্য প্রচার করা? সত্যকে নির্ভীক চিত্তে অভিব্যক্ত করা গ্রন্থাগারিকের একটি নৈতিক কর্তব্য—সভাপতির এই বাণী স্মরণ করে আমি আমার বাণী শেষ করছি।

এবারের সংখ্যায় বালুরঘাট সম্মেলন উপলক্ষ্যে যা লেখা হয়েছে তা পড়ে আত্মদোষ স্খালনের জন্য কিছুটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি। পরবর্তী সংখ্যায় এই পত্রটি ছাপালে সেই উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে এবং বালুরঘাটবাসী ও অন্যান্য পাঠকবৃন্দের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ পৌঁছুবে বলে আশা করি। ১০।৭।৬৮

শ্রীঅবনীকান্ত তলাপাত্র, সম্পাদক.
পশ্চিম দিনাজপুর গ্রন্থাগার কর্মী সঙ্ঘ।

(২)

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিম্নলিখিত বক্তব্য 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আষাঢ় (১৩৭৫) সংখ্যায় 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৫) সংখ্যায় 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে ৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দত্ত মহাশয় 'বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে যে পত্র দিয়াছেন, উহার শেষ অংশে লেখা আছে 'হাওড়ার ভট্টনগর প্রগতি সংঘ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বীথিকা ঘোষও ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।' প্রকৃতপক্ষে আমি সেই সম্মেলনে যোগদান করি নাই।

সুতরাং শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দত্ত মহাশয় তাহার চিঠিতে ভুলক্রমে ঐ সম্মেলনে আমার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার এই ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নমস্কারান্তে—

তাং—২২।৭।৬৮ ইং

বীথিকা ঘোষ, গ্রন্থাগারিক
প্রগতি সংঘ লাইব্রেরী ভট্টনগর, হাওড়া।

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত তলাপাত্র মহাশয়ের চিঠিতে 'জ্যৈষ্ঠ' সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে পত্রের শেষ অংশে তিনি সম্মেলনের সভাপতির যে বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করতে চাই। সত্যকে নির্ভীক চিত্তে অভিব্যক্ত করা পত্রিকা সম্পাদকেরও একটি নৈতিক কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে 'জ্যৈষ্ঠ' সংখ্যায় প্রকাশিত বালুরঘাটের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের পত্রটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্য অহেতুক নয়। তবে অবনীবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার চেয়ে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার দিকেই আমাদের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে যদি কিছু ত্রুটি ঘটে থাকে তা স্খালনের চেষ্টাই করা হয়েছে—দোষারোপ নিশ্চয়ই করা হয়নি। 'বালুরঘাট সম্মেলন প্রসঙ্গে' এ পর্যন্ত অনেক চিঠি আমরা ছেপেছি। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে সম্মেলন সম্পর্কে মতামত যা ব্যক্ত হয়েছে আশা করি তাই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে নতুন কোন প্রসঙ্গ টেনে আনা বা বাদানুবাদের সৃষ্টি করা নিরর্থক। এ বিষয়ে অতঃপর আর কোন চিঠি 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপা হবে না। প্রধানতঃ এই কারণেই এবং স্থানাভাববশতঃ কলকাতার শ্রীপল্লব সিন্হা এই প্রসঙ্গে যে পত্রটি প্রকাশের জন্য দিয়েছেন তা ছাপতে না পারায় আমরা দুঃখিত। —স. গ্র.

গ্রন্থ সমালোচনা

ভ্রমণকাব্য : ভ্রমণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : মনোজ দাস। ১১৭।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বার্ষিক চাঁদা ৩·৫০। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·০০।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার যথোচিত অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কেবলমাত্র নাটক, গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা নির্ভর এক বা একাধিক পত্রিকা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে বাংলা সাহিত্যের অপর একটি অপেক্ষাকৃত নবীন কিন্তু সুখপাঠ্য সমৃদ্ধ শাখা—ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে একটি পত্রিকার যে অভাব ছিল, 'ভ্রমণ কাব্য' সেই অভাব পূর্ণ করবে।

রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তথা বর্তমানকাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির যে ইতিহাস, বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য তারই একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। বর্তমানকালে যাতায়াতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভ্রমণকারীর সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি ভ্রমণের সীমানাও হয়েছে বিস্তৃততর। ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙালীরা ভ্রমণের ব্যাপারে যে বিশেষ ভাবে আগ্রহী তার প্রমাণ ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যার আধিক্য, এরই ফলে ভ্রমণ সাহিত্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্যে। এর অপর একটি কারণ, বাঙালীর অভিযানপ্রিয়তা। পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ থেকে মরুভূমি হেঁটে পার হওয়া সব ব্যাপারেই বাঙালী ছেলেমেয়েদের অফুরন্ত উৎসাহ। সৌভাগ্যক্রমে এই সব অভিযান অভিজ্ঞতালব্ধ অভি-যাত্রিকদের অনেকেই সাধারণ পাঠকদেরও তাঁদের আনন্দের অংশীদার করতে চেয়েছেন তাঁদের অভিযান কাহিনীর মাধ্যমে। এই অভিযানমূলক রচনাগুলিও ভ্রমণ সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত হওয়ায় ভ্রমণ সাহিত্য বর্তমানকালে সুসমৃদ্ধ হয়েছে এবং এই শাখার কলেবর বৃদ্ধি করেছে।

ভ্রমণ বিষয়ক রচনা বলতে সাধারণতঃ যে সমস্ত রচনাকে আমরা গ্রহণ করি সেই রচনার সবগুলিই যে সাহিত্য পদবাচ্য একথা মনে করা ঠিক হবে না। এদের মধ্যে উৎকৃষ্ট মাঝারী এবং নিকৃষ্ট ধরনের নানা রচনা পাওয়া যায়। কোন কোন রচনা কেবলমাত্র নিছক দিনপঞ্জী এবং নিরস তথ্যের তালিকা। অনেক রচনাতে সাংবাদিকতার রীতি প্রবল বা প্রচ্ছন্ন। কিন্তু যে সব রচনায় প্রকৃতি, পথ, চরিত্র, আবহাওয়া ও লেখকের চিন্তা ভাবনা রচনা গুণে রূপোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে সেগুলি সকলেরই ভাল লাগার কথা।

ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম যুগের যে সমস্ত রচনা এখনও সকলকে আকৃষ্ট করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গ্রন্থকার ও গ্রন্থ :

যদুনাথ সর্বাধিকারী—তীর্থ ভ্রমণ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পালামৌ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বোম্বাইচিত্র, অনধর সেন—হিমালয়, প্রমথ চৌধুরী—প্রবাস স্মৃতি ইত্যাদি।

কেবলমাত্র ভ্রমণ বিষয়ক রচনা ছাড়াও আমরা বিভিন্ন গ্রন্থকারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে দেখি কোন কোন অংশ ভ্রমণ সাহিত্য শাখার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ভ্রমণ বিষয়ক রচনা লেখার জন্য তাঁরা এই অংশগুলি লেখেননি, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন স্থানে গমন এবং নতুন অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনা প্রসূত যে মানসিক অবস্থা তার প্রতিফলন ঘটেছে জীবনী মূলক রচনাগুলিতে। এই রচনাগুলির মধ্যে এই বিশেষ অধ্যায়গুলিও তাই ভ্রমণ সাহিত্য শাখার উল্লেখযোগ্য অংশ।

অন্যান্য বিভাগের মত ভ্রমণ সাহিত্য বিভাগেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, জাপান যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয় প্রভৃতি ভ্রমণ শাখার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও কিছু ভ্রমণ সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা এই বিভাগটিকে সুখপাঠ্য ও সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, বিভূতিভূষণ, দিলীপকুমার রায়, দেবেশ দাস, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় এবং সাম্প্রতিক কালের রচনাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ চক্রবর্তী, শম্ভু মহারাজ, দেবপ্রসাদ গাশগুপ্ত, রামপদ মুখোপাধ্যায়, ভক্তি বিশ্বাস, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রানী চন্দ প্রভৃতি।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ সাহিত্য শাখার এই সমৃদ্ধির মূলে একদিকে যেমন আছে বাঙালীর সহজাত ভ্রমণ পিপাসা অপর দিকে তেমনি আছে চির নতুন ও চির পুরাতন দেবতাত্মা হিমালয়। প্রায় ২৫০টি ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক যে সব রচনা আমরা পাই তাদের অনেকগুলিই স্বাভাবিকভাবেই হিমালয় প্রভাবিত রচনা। হিমালয়ের দুর্গম কিন্তু অবিস্মরণীয় পথ-শোভা, অপূর্ব নিসর্গ চিত্র, সাধারণ সহজ সরল মানুষ, হিমালয়-নির্ভর রচনাগুলিতে পরিবেশিত। ভ্রমণ সাহিত্যের শুরু থেকেই এই জাতীয় রচনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও প্রতি বছরই এই জাতীয় নতুন নতুন রচনার দ্বারা ভ্রমণ সাহিত্য বিভাগ পুষ্টিলাভ করে চলেছে। ১৩৭৫ "দেশ" সাহিত্য সংখ্যায় এক বছরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখি, অন্যান্য সংখ্যার মত ভ্রমণ সাহিত্য বিভাগেও ১৫টি নতুন গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে এবং তার মধ্যে ৭টি হিমালয় প্রভাবিত।

আর এই বিরাট সংখ্যক ভ্রমণকারীদের আরামে ভ্রমণ করাবার আহ্বান জানিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞাপন কাগজে বার করেন এমন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম আমাদের পরিচিত যেমন গোস্বামী তীর্থ পরিক্রমণ, কুণ্ডু স্পেশাল, ভারত তীর্থ দর্শন, ট্রাভেলেক্কো, ট্রাভেলিং সিণ্ডিকেট, ভট্টাচার্য স্পেশাল প্রভৃতি।

ছাওড়া ষ্টেশনে পুজোর সময় ভ্রমণকারীদের ভীড়ের যে সংবাদ আমরা প্রতি বছর খবরের কাগজে দেখি তা প্রমাণ করে যে, আমাদের ভ্রমণ তৃষ্ণা ক্রমশঃই বাড়ছে। যদি পুজোর এই ভীড়কে আমরা মৌসুমী ভীড় বলি, তাহলেও আমরা জানি যে, বছরের সকল সময়েই নানা ধরনের ভ্রমণ রসিকরা ভারতবর্ষের বা দেশের বাইরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

পড়ার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করেন। কারণ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। তীর্থ ভ্রমণ, জ্ঞান বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, গবেষণার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, চাকুরীর প্রয়োজনে ভ্রমণ, হাওয়া বদলের জন্য ভ্রমণ, ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ, দেশ দেখার জন্য ভ্রমণ, ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণ এবং অভিযানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। ভ্রমণ বিষয়ক রচনাগুলি এই বিবিধ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভ্রমণের ফলশ্রুতি।

'ভ্রমণ কাব্যে'র সম্পাদক মহাশয়ের দায়িত্ব তাই বিবিধ।

ভ্রমণরসিকরা যেমন ভ্রমণকাব্য পত্রিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ রচনাকারদের লেখা পড়তে চাইবেন তেমনি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নতুন লেখকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হোক এই আশা পোষণ করবেন। রচনা পাঠ ছাড়াও আর একটি চাহিদা হয়ত পাঠকদের থাকবে তা হল ভ্রমণ বিষয়ক নানা রকম সংবাদ এই পত্রিকায় পরিবেশিত হোক।

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এটাই বোধ হয় সুবিবেচনার পরিচয়। তিনটি সংখ্যা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় সংখ্যাটি পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা। তিনটি সংখ্যারই সুদৃশ্য প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। বেশ কিছু সংখ্যক চিত্র প্রতিটি সংখ্যাতেই বিদ্যমান। প্রতি বছরেই একটি সংখ্যাকে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করলে পাঠকরা আনন্দিত হবেন। বিশেষ সংখ্যাগুলি যেন একে একে পশ্চিমবঙ্গের সন্নিকটস্থ রাজ্যগুলিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় এবং প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভ্রমণকারীদের বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসা পূরণের জন্য একটি নিয়মিত প্রশ্ন-উত্তরের বিভাগ থাকলে বোধহয় পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। মেয়ে মেশানো ছাড়া গল্পের রচনা ছাপাবার কোন প্রয়োজন নেই।

'ভ্রমণ কাব্য' নামটি সম্পাদক মহাশয়ের রূপদী রুচির প্রতীক। পত্রিকার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেবলমাত্র উপযুক্ত রচনাই এতে প্রকাশিত হবে সকলেরই এই আকাঙ্খা। তবে আমরা জানি যে, কোন নতুন পত্রিকার সম্পাদকের বিপদ অনেক। কোন রচনা মনোনীত না হলেই অনেকের উৎসাহ নিভে যাবে। যাই হোক, যিনি সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই রকম একটি অতি প্রয়োজনীয় অভিনব পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিয়েছেন এবং প্রকাশিত তিনটি সংখ্যাতে যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন ভবিষ্যতে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় নিশ্চয়ই পত্রিকাটি আরও আকর্ষণীয় হবে এবং ভ্রমণ রসিকদের যোগ্য সমাদর লাভ করবে। আমরা কামনা করছি পত্রিকাটি দীর্ঘজীবি হোক।

—জনৈক।

Book Review.

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা' শীর্ষক আলোচনা-চক্রের প্রতিবেদক শ্রীদুয়ারকান্তি সান্যালের নামটি বাদ পড়েছে বলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। স. গ্র.

গ্রন্থাগার সংবাদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কলিকাতা-৪।

গত ৪ মে ১৯৬৮ থেকে পরিষদের চিত্রশালাকক্ষে দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটিতে ১৮১৮ সালে বাঙলাদেশের প্রথম প্রকাশিত বাঙলা মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাই প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি ছিল তিনভাগে বিভক্ত (১) সেকালের সাময়িকপত্র—বাংলা। (২) চলতি পত্র-পত্রিকা—অতীত ও বর্তমান। (৩) সেকালের সাময়িকপত্র—ইংরাজি, সংস্কৃত ও হিন্দী।

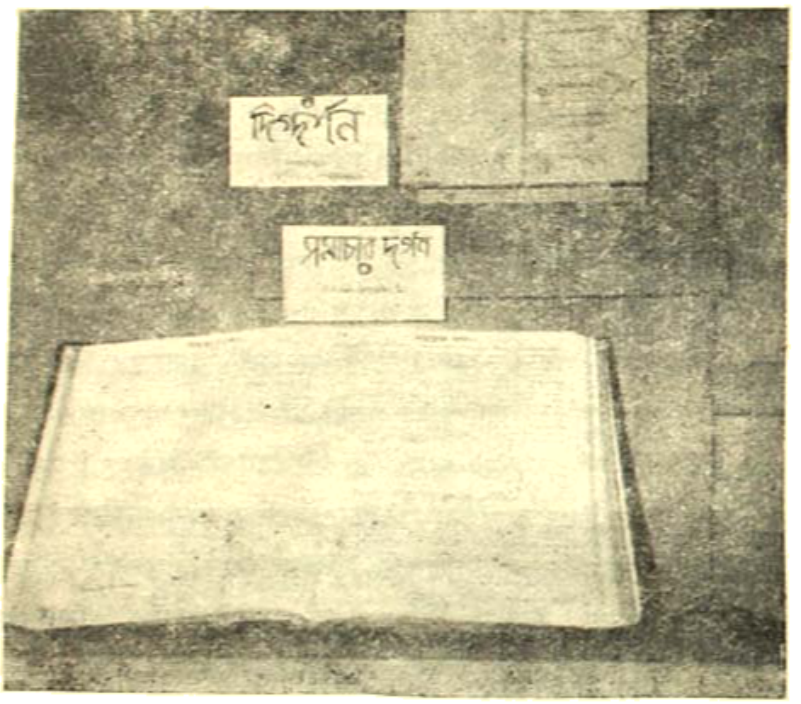

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর একটী চিত্র।

সেকালের বাংলা সাময়িক পত্রের মধ্যে 'দিগ্‌দর্শন' ছাড়াও জন মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'পত্রাবলী' (১৮২২), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১), শ্রীনাথ রায় সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯), দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), রেভারেণ্ড স্মিথ, প্যারীচরণ সরকার ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তাছাড়া মহিলাদের পাঠোপযোগী প্রথম মাসিক পত্রিকা উমেশচন্দ্র গুপ্ত

সম্পাদিত 'বামা-বোধিনী'র (১৮৬৩) প্রথম সংখ্যা, কৃষ্ণ দাসের জ্ঞানাঙ্কুর (১৮৭২) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র 'ঐতিহাসিক চিত্র' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)-এর প্রথম সংখ্যাও প্রদর্শিত হয় ।

একালের পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ', 'ঢাকার বাংলা', 'ঢাকা রিভিউ', 'মানসী', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ-পত্র', নজরুলের 'ধূমকেতু', দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ', অগ্নিযুগের 'যুগান্তর' দলের মুখপত্র, শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) 'বিদূষক', ।

প্রদর্শনীতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী পত্র-পত্রিকাও প্রদর্শিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কলকাতার দৈনিক পত্র 'দি বেঙ্গল হরকরা'র একটি ফাইল, স্যর জন উইলিয়াম সম্পাদিত 'দি ক্যালকাটা রিভিউ', ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র 'বেঙ্গল-পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' (১৯০৭), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিউ' (১৯০৭) । এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দী ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক যুগলকিশোর সুকুল সম্পাদিত 'উদন্ত মার্তণ্ড' (১৮২৬) এবং সংস্কৃত সাময়িক 'বিদ্যোদয়' (১৮৭২) প্রদর্শনীতে ছিল ।

প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব মুখপত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' এবং পরিষদের জন্মকালে প্রকাশিত 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'-এর প্রথম সংখ্যাও (অগষ্ট ১৮৯৩) প্রদর্শিত হয়েছিল ।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার । ৩২-এ হরিসভা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৩

গত ২১শে এপ্রিল, '৬৮ খিদিরপুর মিতালী সংঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারের দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যকরী সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ আছেন :

সর্বশ্রী শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), চণ্ডীচরণ দে (সম্পাদক), সমর দত্ত (গ্রন্থাগারিক), বিজয় বসু (কোষাধ্যক্ষ), অজয় ভট্টাচার্য, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ঘোষ, অশোককুমার পাল, রবীন গঙ্গোপাধ্যায় (উপসমিতি সদস্যবৃন্দ), নৃপেন্দ্রনাথ আঢ্য, পঙ্কজ ঘোষ, বিশ্বনাথ পাল, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ শী, রবি গুপ্ত, সন্তোষ পাল, তপন সাহেন, প্রণব মল্লিক ও অমর দাস (সদস্যবৃন্দ) ।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী । ৪-সি, প্রভুরাম সরকার লেন । কলি-১৫

শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশন গত ৩১শে মে, ৬৮ শ্রীনরসিংহ পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যকরী সমিতিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া হল :

সর্বশ্রী অমূল্যচরণ সরকার (সভাপতি), শরৎচন্দ্র মণ্ডল, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, জয়দেব কোঙার, তারাপদ জানা (সহঃসভাপতি), নিতাইচন্দ্র বসু (সাধারণ সম্পাদক), সুবলচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক), মনোরঞ্জন সেন (গ্রন্থাগারিক), বলাইলাল দে (কোষাধ্যক্ষ)। এ ছাড়া, আরো কয়েকজন সদস্য আছেন।

গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০ এবং মোট পুস্তক সংখ্যা ১২০৩৪। মোট ৮২৫৪খানি পুস্তক সারা বছরে লেনদেন করা হয়। কলিকাতা জেলা সমাজশিক্ষা অধিকর্ত্রী শ্রীমতী তপতী রায় গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেন।

২৪ পরগণা

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার। সুভাষনগর। বনগ্রাম

সুভাষনগর নেহেরু স্মৃতি পাঠাগারের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব গত ৭ই এবং ৮ই আষাঢ়, '৭৫ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপন হয়। উৎসবে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষাব্রতী শ্রীসৌরেন্দ্রবিলাস ঘোষ এবং বনগ্রাম ব্লক উন্নয়ন সংস্থার সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীনীলমণি রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য বারের মত বিগত বছরেও গ্রন্থাগারে যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস, নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস, বিশ্ব শিশুদিবস, নেহেরুর জন্মদিবস, সাধারণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

হুগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী।

জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে শতবার্ষিকী উৎসবরূপে পালন করা হবে। এজন্য জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উৎসব শুরু হচ্ছে এই মাসেই।

বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই লাইব্রেরীটি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর গ্রন্থের সংখ্যা ৩২ থেকে ৪০ হাজার। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই লাইব্রেরীকে স্প্লনসর্ড লাইব্রেরীর মর্যাদা দিয়ে বার্ষিক ৬৪০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন পঃ বঃ সরকার এই লাইব্রেরী পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং বছরে ১৫,০০০ টাকা খরচ করতে থাকেন। সর্বশেষে ১৯৬৭ সালের ১ জুন গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও এর উন্নতি বিধানের জন্য এই লাইব্রেরীর বাড়ী জমি সব সরকার দখল করে নিয়েছেন।

সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

News from Libraries

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ং খ্যা য়

পরিষদের কর্মী সমস্যা (সম্পাদকীয়)

গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ? এস আর রঙ্গনাথন

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলার শিল্প প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা

কুঞ্জবিহারী পাল

পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা (৩)

তুষারকান্তি নিয়োগী

গ্রন্থ সমালোচনা

বিয়োগ পঞ্জী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : তরুণ সংঘ পাঠাগার : শ্রীরামপুর (বর্ধমান) তারাকিঙ্কর বসু

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ ভবন সংবাদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা ঃ শ্রাবণ ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছলে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকার প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ নজরুল ইসলাম লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০১৫
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় চিঠিপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪ | ১৩৭৫, শ্রাবণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

পরিষদের কর্মী সমস্যা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা আসন্ন। বার্ষিক সাধারণ সভার প্রাক্কালে পরিষদের কর্মী সংক্রান্ত সমস্যাটি আলোচনা করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সদস্যদের নিকট 'গ্রন্থাগার'-এর এই সংখ্যাটি যখন পৌঁছবে ততদিনে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিষদের সম্মুখে বর্তমানে যে সকল সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভার পরেই যে তার সহজ সমাধান মিলে যাবে এমন আশা করা যায় না। সাধারণ সভা বরাবর যেমন হয়ে থাকে—বার্ষিক সভার বিবরণী পাঠ ও তা গ্রহণ এবং পরবর্তী বছরের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের বার্ষিক কর্তব্য শেষ হবে।

কিন্তু সারা বছর ধরে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের পালন করতে হয় তা বড়ই একঘেয়ে এবং নীরস। এই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালনের উপরই নির্ভর করছে পরিষদের সাফল্য এবং অগ্রগতি। কাজ করার সদিচ্ছা থাকাটাই বড় কথা নয়। কাজকে সফল করে তোলার দৃঢ়তা এবং শক্তিই হচ্ছে আসল। ভুলভ্রান্তি সব কাজেই অবশ্য থাকে—সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে অনেক কাজ সম্পন্ন করা হয়তো অসাধ্যও হয়ে ওঠে—তাছাড়া পরিষদের জীবনে বারোমাসই লেগে আছে নানা কাজ। কিন্তু কাজ করবে যে সেই কর্মী কোথায়? দিন দিন যেন পরিষদের কর্মীর সংখ্যা ক্ষীণ হয়ে হয়ে আসছে। সভা-সমিতিতে এবং অন্যত্র পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে হয়তো সমালোচকের তেমন অভাব নেই—কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে যে কাজ করবে এমন কর্মীর প্রকৃতই অভাব ঘটেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্ব করি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগারিক মহলেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্মের প্রশংসাই হয়। পরিষদের নিজস্ব ভবনও নির্মিত হল। কিন্তু এই বাহ্য।

কেবলমাত্র অতীত গৌরব দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের বিচার করা উচিত নয়। তার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের নজর দেওয়া উচিত। আমরা যদি বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে রেখে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করি, তবেই না পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করতে পারছি ?

বর্তমানে যাঁরা পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে রয়েছেন তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে সেইসব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। খুব বেশীদিন এমন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব। আগেই বলেছি, পরিষদের এই সকল দায়িত্বপূর্ণ কাজ বড়ই ক্লান্তিকর, নীরস এবং একঘেয়ে। সুতরাং পুরানো কর্মীদের বদলে মাঝে মাঝেই নতুন কর্মী আনা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে দায়িত্ব নেবার মত নতুন কর্মী মাঝে মাঝে দেখা দিলেও কেউই খুব টেকসই হচ্ছেন না। কর্মী বলতে অবশ্য আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা পরিষদের সেবা করছেন তাঁদেরই বোঝাচ্ছি। এঁদের কেউ কেউ দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন, আর কেউ কোন বিশেষ পদে না থেকেও তা করছেন। এই সব কর্মী কেউ বা নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছেন, আর কেউ বা এসেছেন অনুরুদ্ধ হয়ে বা দলে পড়ে। যে যেভাবেই আসুন, আজকের কর্মীদের মধ্য থেকেই তো আগামী দিনের নেতারা আসবেন।

অনেকেই বলতে পারেন, বার্ষিক নির্বাচনের মাধ্যমে যে কেউই তো এই দায়িত্ব নিতে পারেন। ব্যক্তি বিশেষের বা একটি গোষ্ঠীর অর্থাৎ বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, এ নিয়ে তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কী আছে। কথাটা ঠিকই, পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমেই এই সকল কর্মকর্তা এবং সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। কিন্তু পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন নির্ভর করে কতকগুলি শর্ত পূরণের ওপরে। এই প্রথাটি চলে এসেছে বলেই কখনো পরিষদকে সংকটে পড়তে হয়নি। দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হওয়ার এই শর্তগুলির মধ্যে প্রথম শর্ত, পরিষদের প্রতি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য আছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ তিনি দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কিনা, তৃতীয়তঃ তিনি পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কিনা···ইত্যাদি। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল কর্মীরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে যাচাই হয়ে আসেন।

বর্তমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে দায়িত্ব নেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসছেন না,—এতকাল যাঁরা দায়িত্ব বহন করেছেন তাঁদের অধিকাংশই আর বেশীদিন সে দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং নতুন একদল কর্মী পরিষদের জন্য এখনই চাই। পরিষদকে তাঁদের চিনে নিতেও সময় লাগবে। পরিষদ থেকে বছর বছর গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত যে সব ছাত্রছাত্রী বেরোচ্ছেন তাঁরা সব কোথায় যাচ্ছেন ? তাঁরা কেন পরিষদের কাজে এগিয়ে আসছেন না ? তাঁদের কি আমরা এ কাজে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না ?

Editorial : Shortage of workers in the Association.

গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ?

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা-২)

এস আর রঙ্গনাথন

ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স ; অনরারী প্রফেসর,
ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর-৩।

[অনুবাদ : মায়া ভট্টাচার্য,—লাইব্রেরীয়ান, ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর-৩]

[কারিগরী পেশা ও বৃত্তির মধ্যে উপস্থিত সমান ধর্মগুলির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বৃত্তিধারীর উচ্চতর বুদ্ধিগত যোগ্যতা ও দীর্ঘকালীন যথার্থ উচ্চতর শিক্ষণ, এবং স্বীকার্য মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা দ্বারা বৃত্তি-আচরণ-পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতি সাধন—বৃত্তির স্বাতন্ত্র্যসূচক ধর্মাবলী। এই স্বাতন্ত্র্যসূচক ধর্মাবলীর উপরই গ্রন্থাগারিকতার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত।]

০ সংশয়বাদ

সংশয়বাদীর প্রশ্ন "গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি ? গ্রন্থাগারিকতার কি বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব ?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, "বৃত্তি কি ?"—এই প্রশ্নের উত্তর থেকে শুরু করতে হবে।

১ কারিগরী পেশা ও বৃত্তি

'বৃত্তি' কথার অর্থ প্রাঞ্জল নয়। অভিধান মতে, ব্যাপক অর্থে কথাটির অর্থ "ব্যক্তি বিশেষের প্রধান পেশা, কারবার, বা চাকরী"। অপর যে অর্থটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে "কোন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি সমষ্টি"। কোন লোকের পেশা, কাঠুরে বা হাতুড়ে বা উপজাতি সর্দারের পেশা থেকে শুরু করে ইঞ্জিনীয়ার বা সার্জেন বা হাইকোর্টের জজের পেশাও হতে পারে। প্রথম তিনটির কোনটিকেই কেউ বৃত্তি বলে গণ্য করবে না। এদের প্রত্যেকটিকে বোঝাতে 'কারিগরী পেশা' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এদিকে শেষের তিনটিকে সকলেই বৃত্তি বলে গণ্য করবে। দুই প্রান্তের এই পেশাধারীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু এই দুই প্রান্তের মধ্যে সমধর্মী আরও অনেক পেশা রয়েছে। কারিগরীপেশার দিক থেকে শুরু করে যতই আমরা বৃত্তির দিকে এগোই, কখন যে কারিগরীপেশা থেকে বৃত্তিতে এসে হাজির হই তা বলা কঠিন। এখানে কোন পরিষ্কার সীমারেখা নেই। উপরন্তু, এক কালের কারিগরীপেশা পরবর্তীকালে বৃত্তিতে পরিণত হয়। কোন ধর্মকে আশ্রয় করে কারিগরীপেশা বৃত্তিতে পরিণত হয় ? —প্রশ্নটি বিচারসাপেক্ষ।

২ কারিগরীপেশা ও বৃত্তির সাদৃশ্য

কারিগরীপেশা ও বৃত্তির মধ্যবর্তী সমধর্মী যে কোন পেশা সম্বন্ধেই নিম্নলিখিত ধর্মগুলি প্রযোজ্য হতে পারে : সুতরাং এগুলি কোন স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দেয় না :

১ পেশাধারীর বিশেষ দক্ষতা ;

২ বিশেষ ধরনের সমাজ সেবা ;

৩ নিজেদের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি বিধিসম্মত আচরণ, আচরণ বিধিটি পেশাধারীদের মধ্যে সর্বসম্মত—লিখিত বা অলিখিত।

৪ পেশাধারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সুবিধা রক্ষার্থে সমষ্টিগত সংগঠন—যেমন কারিগরীপেশার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন বা সমবায় সঙ্ঘ এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে পরিষদ :

৫ নবাগতের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা—তা শিক্ষানবিসী বা শিক্ষণ যে মাধ্যমেই হোক ;

৬ সংশ্লিষ্ট মূল বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান। কারিগরীপেশার ক্ষেত্রেও এই জ্ঞান সহায়ক : উদাহরণ স্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেনে বার্কবেক (Birckbeck) কারিগরদের এই ধরনের শিক্ষা দিতেন এবং পরবর্তীকালে Workers' Educational Association এই রীতি চালু রেখেছিল ;

৭ পেশাধারীদের সামাজিক মর্যাদা। এই ধর্মটি ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আজকাল জনগণের চোখে সরকারী আমলা এবং রাজনীতিকরা উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ, অতীতে বিচারবিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীরা, এবং এমন কি, পারিষদরাও জনসাধারণের চোখে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার সমষ্টিগতভাবে কোনও পেশাধারীদের মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম হলেও, ঐ পেশাধারী কোন ব্যক্তিবিশেষ আপন ব্যক্তিত্বের গুণে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ; এবং

৮ বেতনের সঙ্গতি। মর্যাদার মত এই ধর্মটিও ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। "Sorriest of trades and noblest of profession"—এই প্রবাদের মাঝে এই উক্তির সমর্থন মেলে। যাহোক, যতদিন 'টাকার সভ্যতা' থাকবে, ততদিন বেতনের সঙ্গতিকেও অন্যতম ধর্ম বলে মানতে হবে।

৩ কারিগরী পেশা ও বৃত্তির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য

নিম্নলিখিত ধর্মগুলি বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। এগুলিই বৃত্তি ও কারিগরী পেশার স্বাতন্ত্র্যনিরূপক।

১ বৃত্তির অনুসরণে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিগত ক্ষমতা বুদ্ধির নিম্নগ মাপকাঠিতে প্রথম স্তরে পড়ে ; কমবেশী দ্বিতীয় স্তরেও পড়তে পারে ; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের ক্ষমতা

অচল। উপরন্তু, শুধুমাত্র বৃত্তিসম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য যথাযথ বিষয়সমূহে উচ্চস্তরের বুদ্ধিগত বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন ;

২ বার বছর স্কুলে সাধারণ শিক্ষালাভের পর বৃত্তিগত শিক্ষা—অর্থাৎ, বৃত্তিসংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে শিক্ষালাভের জন্য আরও পাঁচ বছর লাগে। এই পাঁচ বছরই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হতে পারে, যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষিবিদ্যা এবং চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ; অথবা তিন বছরের সাধারণ শিক্ষা এবং দুই বছরের বিশেষ শিক্ষা এইভাবে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে, যেমন শিক্ষা ও আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বিশেষ শিক্ষালাভের পূর্বে ও পরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষানবিশীর বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। গভীরতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিক্ষোত্তর শিক্ষানবিশীর মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের বেশীই হয় ;

৩ কারিগরী পেশায়, কখনও-সখনও প্রয়োগরীতির মাধ্যমে কাজের মান ও প্রয়োগ-কৌশলের উন্নতি সাধন করা হয়। তাও হয়ে থাকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এবং নিতান্তই অল্প-সল্প। অপরদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে এই উন্নতি ঘটে থাকে বিরামবিহীন, সুসম্বদ্ধ, উন্নয়ন-মূলক গবেষণার মাধ্যমে। অধিকন্তু উন্নতির মাত্রাও হয় বেশী ;

৪ এই গবেষণায় যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, সাধারণতঃ তা আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির এক সুসম মিলন ;

৫ অবরোহী গবেষণার ভিত্তি কতগুলি মূলসূত্র—প্রকৃতি বিজ্ঞানের পটভূমিতে এদেরকে বলা হয় প্রকল্প (Hypotheses) এবং সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিতে এদেরকে বলা হয় নিয়ম-তত্ত্ব (Normative principles)। এই মূলসূত্রের প্রত্যেকটি একটি স্বীকার্য (Postulate)। সত্য এবং মিথ্যা এই বিশেষণ দুটি এদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধীয় গবেষণার অগ্রগতিতে সহায়ক হওয়ার মধ্যেই এদের মূল্য নিহিত। এইরূপ মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত পেশাই বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ পেশা, ফলিত প্রকৃতি বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কোন পেশা এবং সমাজ বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পেশা গত দুশো বছরের মধ্যে এই ভাবে বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে—এদের মধ্যে কয়েকটি স্বীকৃতিলাভ করেছে সাম্প্রতিক কালে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শেষোক্ত ধর্মগুচির আচরণ যে কোন বৃত্তিধারীরই দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। অনেকেই গবেষণার ফলাফলকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক গবেষণায় সাহায্য করবে। কিন্তু কেউ কেউ সব সময়ের জন্যই গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবে। এই অল্প কয়েকজনই থাকে বৃত্তির পুরোভাগে।

৪ সতর্কতা

৪১ অর্ধ-বৃত্তিধারী

প্রতি বৃত্তির আচরণে সহায়ক হিসাবে বহুলোক থাকে ; এরা বৃত্তি সংশ্লিষ্ট রুটিন মাফিক কাজ করে ; এই রুটিন বিভিন্ন সময়ে বৃত্তিধারীরা স্থির করে। এই সহায়ক শ্রেণী বৃত্তিধারী বলে গণ্য হয় না। এদেরকে অর্ধ-বৃত্তিধারী বলা যেতে পারে। যারা চিঠিপত্র লেখা, হিসাব রাখা প্রভৃতি অফিস-রুটিনের কাজ করে থাকে তাদের থেকে এদেরকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, চিকিৎসা বৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে নার্সদের বৃত্তিধারী না বলে অর্ধ-বৃত্তিধারী বলে গণ্য করা হয়। ঠিক তেমনই আইন বৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবীর কেরাণীরা এবং সলিসিটররা, যারা আইনজীবীর হয়ে কাজ করে, তারাও শুধু অর্ধ-বৃত্তিধারী মাত্র। অনুরূপভাবে, গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যারা লেনদেনে সহায়ক হিসাবে কাজ করে, যারা তাকে বই তুলে রাখে এবং যারা বই বাঁধানোর কাজে দায়িত্ব নেয়, তারা কেবল অর্ধ-বৃত্তিধারী মাত্র ; বৃত্তিধারী নয়।

৪২ অন্যান্য বৃত্তি থেকে গৃহীত সাহায্য

কোন পেশা অন্য কোন বৃত্তির সহায়তা, যন্ত্রপাতি বা কলাকৌশল নিজের কাজে ব্যবহার করলেই বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হয় না ; তার নিজের স্বাতন্ত্র্যসূচক কাজকর্মই তাকে বৃত্তির যোগ্য করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, যারা নির্দেশমত ধাতুখণ্ড মসৃণ করে এবং তাতে আকার দেয় তারা ইঞ্জিনীয়ারদের দেওয়া যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও তাদের পেশা বৃত্তি হয়ে ওঠে না। তা কেবল কারিগরীপেশা মাত্র। ঠিক সেইরকম ঝাড়ুদারদের পেশাও বৃত্তি হয়ে ওঠে না, যদিও ঝাড়ুদারেরা ইঞ্জিনীয়ারদের দেওয়া ভ্যাকুয়াম যন্ত্রপাতি তাদের কাজে ব্যবহার করলেও করতে পারে। অনুরূপভাবে, গ্রন্থাগারিকতাও বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হয় না শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে গ্রন্থাগারিকরা তাদের কাজে ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, যেমন, কম্পিউটার ব্যবহার করে অথবা টেকনোলজিষ্টদের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে তারা রিপ্রোগ্রাফের কাজ করে। এ কথা বলার প্রয়োজন এই কারণে যে কিছু কিছু গ্রন্থাগারিক তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক কাজে অবহেলা করলেও শুধুমাত্র এইসব চাকচিক্যময় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বৃত্তি সম্বন্ধীয় উচ্চস্তরের কাজ করছে বলে দাবী করে। যে সকল গ্রন্থাগারকর্মী এইদিকেই মনোযোগ দেয় তারা গ্রন্থাগারিক বা ইঞ্জিনীয়ার বা টেকনোলজিষ্ট এদের কারও বৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। বড় জোর তাদেরকে গ্রন্থাগারিকতার নিয়োজিত টেকনিশিয়ান বা অর্ধ-বৃত্তিধারী বলা যেতে পারে।

৫ গ্রন্থাগারিকতার অস্তিত্ব

গ্রন্থাগারিকতা আজ বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত, কারণ এই প্রবন্ধের ৩নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সবকটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধর্ম এর আছে।

১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা মূলসূত্রভিত্তিক. এই মূলসূত্র হচ্ছে স্বীকার্য বলে গৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র। এই সূত্রগুলি ক্রমাগত গবেষণার নূতন ক্ষেত্র রচনা করে চলেছে। এই ঘটনা বৃত্তির স্বীকৃতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির নজীর :

২ নির্দিষ্ট এবং প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের জন্য পঞ্চসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অবরোহী গবেষণা, আরোহী গবেষণা এবং তাদের সুষম মিলন নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অথবা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে সব সময়ের জন্য গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবে এমন কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে ;

৩ কোন কোন গ্রন্থাগারে সাময়িক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অবশ্য অনুসন্ধানযোগ্য সমস্যাবলীর গুরুত্ব ও ব্যাপকতা যখন বেড়ে যায় তখন সেগুলি যারা সব সময়ের জন্য বা প্রায় সব সময়ের জন্য গবেষণায় লিপ্ত তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় :

৪ প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় ধারণা, সংগঠন ও প্রযুক্তির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে চলেছে ;

৫ বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিকদের জন্য বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠানে প্রায় দু বছর ধরে বৃত্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে ; এবং

৬ এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, গ্রন্থাগারিকতা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচ্চস্তরের বুদ্ধিগত যোগ্যতা থাকা দরকার। এটা অপরিহার্য, কারণ এই বৃত্তি যে বস্তু সংগ্রহ, সংগঠন ও পরিবেশন করে তা নিতান্তই বুদ্ধিগত এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়কে তথ্য পরিবেশন, শিক্ষাদান ও অনুপ্রাণিত করা এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চস্তরের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৬ পথের বাধা

গ্রন্থাগারিকতাকে ধীরে ধীরে বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়েছে। পথে অনেক বাধা ছিল। পুরাতন বৃত্তিগুলি এই পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। গতানুগতিক বাধাও আছে। অর্ধ-বৃত্তিধারীর পর্যায়ে পড়ে থাকতে হবে এই আশঙ্কায়, পেশার মধ্যকার সাধারণস্তরের কর্মীবৃন্দ তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিগত যোগ্যতায় বৃত্তিধারীর পর্যায়ে উন্নীত হতে চায় তাদের বাধা দেয়! চূড়ান্ত বাধা আসে এই পেশারই কিছু বুদ্ধিগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে। আকস্মিকভাবে অন্য সকলের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতায় প্রবেশ করে এবং এখান থেকে জাগতিক সব সুবিধা ভোগ করে তারাই হয় এক একজন 'জুড্যাস্' : বাধা দেয় ক্রমোন্নতির পথে, অস্বীকার করে কারিগরী পেশা ও বৃত্তির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য। আবার বৃত্তি সম্পর্কিত কয়েকটি

সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু অনধিকার প্রবেশ ঘটে ; যে গুলি পরবর্তীকালে উদ্ধার করা হয়। এই সিরিজের পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে এই বাধা অপসরণের কাহিনী বর্ণিত হবে।

Is there a library profession ? By S. R. Ranganathan.

সম্পাদকের নিবেদন

কিছুদিন পূর্বে ডঃ রঙ্গনাথন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠাবেন বলে আমাদের জানিয়েছিলেন। সেই অনুসারে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার বিকাশ' (গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান চিন্তা-১) 'গ্রন্থাগার'-এর চৈত্র ১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় আমরা তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে এই প্রবন্ধগুলি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলিতেও প্রকাশিত হবে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য বাংলাভাষায় এই সিরিজের প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করেছেন ডি আর টি সি'র গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য। স: গ্র:

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৩১) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি হিসাবে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় পরিষদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে এক বিবরণ দিয়া ইংরেজীতে যে ভাষণ দেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

"ভদ্রমহোদয়গণ,

দীর্ঘ তিন বৎসর পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতিরূপে আপনাদিগকে এই নগরে আন্তরিকতার সহিত স্বাগত জানাইবার অধিকার লাভ করিয়া গর্ববোধ করিতেছি। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের কলিকাতায় সেনেট হলে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে মিলিত হইবার পর বহু দুর্যোগের ভিতর দিয়া আমাদের দিন কাটিয়াছে। তদ্রূপ বৃথা সুদিনের আশায় থাকিয়া আমরা বৎসরের পর বৎসর সম্মেলন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে সেই সুদিন আসিবার যে সম্ভাবনা নাই তাহা ঠিক। কাজেই আমাদের অতীত কার্যাবলী খতাইয়া দেখা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার একটা ছক কাটার জন্য আমরা এই সম্মেলন আহ্বান সমীচীন মনে করিয়াছি। জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়া অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশবাসীর মনকে উদ্দীপিত করার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা নিঃসন্দেহ যে, কাজ বৃহৎ এবং সম্বল সামান্য। আমাদের অক্ষমতা, ন্যূনতা, কর্তব্যচ্যুতি এবং যে সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়া আমাদের কাজ করিতে হয় তাহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন। আমাদের পথে যে বিরাট বাধা রহিয়াছে তাহাও আমরা জানি। পরিবেশ অতিমাত্রায় প্রতিকূল এবং আবহাওয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইলেও আমরা আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই। তবে যতটা নতুন স্ফূর্তি লইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা আছে ততটা হয়ত সম্ভব হইবে না। উপরে আছেন ভগবান, আর অন্তরে সাহস লইয়া আমরা যে বাধার সম্মুখীন হইব, সেই বাধাই ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। এই বিশ্বাসও আমরা নিশ্চয়ই করি যে, আমাদের ঈপ্সিত কার্য সাধনের উপরই নির্ভর করে দেশের উন্নতি।

এই সম্মেলনের সভাপতি ও বরোদার রাজ্য গ্রন্থাগারসমূহের অধ্যক্ষ শ্রীনিউটনমোহন দত্তকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যিনি ভারতের একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিক হিসাবে নাম ও যশ অর্জন করিয়াছেন এই সম্মেলনে তাঁহার পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সুদূর বরোদা হইতে এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি যে শুধু এখানে আসিবার অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, আমাদের প্রদর্শনীর জন্য অনুগ্রহ-

পূর্বক চমৎকার প্রদর্শনীর জিনিসগুলি সঙ্গে আনিয়া তাহা দেখিবার সুযোগ দেওয়ার জন্যও অনেক কষ্ট তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বরোদার সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টমনা রাজা মহানুভব মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁহার রাজ্যের শত শত গ্রাম্য ও সহরে গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নকল্পে তিনি যে প্রবল আগ্রহ নিয়া থাকেন উহারাই পঞ্চমুখে তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই নগরে বা আমার জিলায় অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার প্রদর্শনীসমূহে বরোদা রাজ্যই মূল্যবান এবং মনোজ্ঞ প্রদর্শনীয় জিনিস পাঠাইবার জন্য সর্বাগ্রে আগাইয়া আসিয়াছিল। সেই জন্য আমরা মহানুভব মহারাজার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

বরোদার এবং জগতের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আমরা প্রায় ছয় বছর আগে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পত্তন করি। সেই সময় বাংলার বাঁশবেড়িয়ার সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। আমাদের আশানুরূপ বেশী উন্নতি করিতে না পারিলেও আমরা প্রদেশের প্রায় সকল গ্রন্থাগারের সঙ্গেই যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছি। জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে হুগলী, চব্বিশ পরগণা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি ও নদীয়ায়। কিছু দিনের মধ্যে ফরিদপুরও ইহাদের তালিকায় সংযোজিত হইবে। প্রতি জিলায় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করিবার আশা আমরা রাখি। আমার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় সর্বজনীন গ্রন্থাগার আইনের খসড়ায় বিহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর অধীনে এইগুলিই হইবে জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের মূলভিত্তি।

সভ্য জগতের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশসমূহে গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। মহাযুদ্ধের পরে যাহারা জীবিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ও পুরাপুরি বোঝাবুঝির উপর প্রতিষ্ঠিত ঘনিষ্ঠতর সামাজিক মিলনের এক ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। এমন কি, এই মহা প্রলয়কাণ্ডে অক্ষত দেশসমূহেও মানবমনে বহুল পরিমাণে এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি কর্মক্ষেত্রেই সামাজিক চেতনার দ্রুত প্রসার দেখা যাইতেছে। শিক্ষা-জীবনের সাধারণ মান উঁচু করিবার দিকেও একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ইউরোপের নূতন নূতন রাষ্ট্রসমূহে নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। উহারা নবীন উৎসাহে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে উহারা যে নূতন অধিকার ভোগের আস্বাদ পাইয়াছে সেই অধিকারকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে সরকারসমূহ যতটা সম্ভব অতি অল্প সময়ের মধ্যে নবলব্ধ চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য এই নূতন শিক্ষাযন্ত্রের সাহায্যে বয়স্ক রাষ্ট্রকর্মিগণকে তৈয়ার করিয়া তুলিতে সক্রিয় হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড গত মহাযুদ্ধের পরে দেশময় গ্রন্থাগারের বেড়াজাল ছড়াইয়া দিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার পুরান

রাষ্ট্রগুলিও আন্তরিক আগ্রহে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রহণ করিয়াছে। বৃটিশ গ্রন্থাগার পরিষদ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মহাপ্রগতিমুখী আন্দোলন সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব লইয়াছে। পরিষদের উৎসাহ ও নিষ্ঠার দরুণ বৃটেনে আজ দেখা যাইতেছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশাল বিস্তৃতি। এই আন্দোলনের কয়েকটি আধুনিক ব্যবস্থা হইল জিলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন: দেশব্যাপী আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা: বৃটিশ যাদুঘর হইতে জিলা পর্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বদেশীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা: বহু গ্রন্থাগারে বাণিজ্যিক ও কারিগরী বিভাগ স্থাপন: বালকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করণের জোরাল চেষ্টা এবং বালক ও বয়স্ক বিভাগের মধ্যবর্তী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামও নবীন উৎসাহে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সোভিয়েট রুশিয়াও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারার্থ আশ্চর্যজনক কাজ করিতেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ পাঁচশালা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত দেশসমূহ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনার্থ পরস্পরের সহিত আড়ি দিয়া চলিয়াছে কিন্তু আমাদের চিরকালের লজ্জার বিষয় যে বৃটিশ ভারত বর্তমান যুগের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

যুক্ত প্রদেশ (উত্তর প্রদেশ), পঞ্জাব ও মাদ্রাজ সরকার গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য যাহা হউক কিছু করার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে কিছুই করিতেছে না। প্রদেশের বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত এক হাজারের উপর গ্রন্থাগারকে পঞ্জাব সরকার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া অর্থ সাহায্য বাড়াইয়া দিয়াছে, কোন কোন জিলায় যুক্ত প্রদেশ সরকার চলন্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায় কিনা তাহার সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইতেছে, মাদ্রাজ সরকার গ্রন্থাগারসমূহকে আধাআধি অনুদান মঞ্জুর করিতেছে কিন্তু এই প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে একটি মাত্র গ্রন্থাগারকে সরকার যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে তাহা হইল মাসিক পঁচিশ টাকা। এই বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বলিষ্ঠ আশা পোষণকারী বলিয়া আমি ইহাতে মোটেই নিরাশ হই নাই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারিলে ভাবী বঙ্গীয় সরকার, আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন হউক আর নাই হউক, শিক্ষার এই নূতন উপকরণের উপযোগিতার কথা স্বীকার করিতে এবং অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য একটি কার্যক্রম খাড়া করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সম্মেলনের বিবেচনার্থ কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাই।

কলিকাতা পৌরসভা সম্বন্ধে বলিতে গেলে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে আমাদের কতিপয় প্রধান গ্রন্থাগারে উপযুক্ত অর্থ মঞ্জুরীর জন্য আমরা সভাসদবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা পৌরসভার কর্তৃত্বাধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাই সনির্বন্ধভাবে বলি। বিনামূল্যে বই ও সাময়িকী সরবরাহের জন্য পৌরসভার প্রতি জিলায় একটী গ্রন্থাগার এবং সম্ভাব্য শাখাযুক্ত পল্লী গ্রন্থাগার সমেত একটী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকিবে। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পৌরসভার গ্রন্থপরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বই ধার দিতে রাজী থাকিবে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত নীতি পাশ্চাত্যের বহু দেশেই গৃহীত হইয়াছে। এই দিক দিয়া প্রাগ পৌরসভা গ্রন্থাগার ও গ্লাসগো পৌরসভার গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের প্রধান নগর এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর কলিকাতা। ইহার নাগরিকবর্গের মনের খোরাকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার কাজে পাশ্চাত্যের পৌরসভার পিছনে পড়িয়া থাকা কলিকাতার পৌরসভার সভাসদদের সাজে না।

সহর অঞ্চলে সহরসভার কর্তৃত্বাধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহাদের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত অর্থও পৃথক করিয়া রাখা বিধেয়। ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে যে, গ্রন্থবিহীন নগর আলোবিহীন নগরেরই সামিল। জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম ক্ষেত্রসমূহে অবাধ প্রবেশাধিকার সমাজের যুবজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানাইবার পক্ষে যে প্রভাব বিস্তার করে তদপেক্ষা অধিক আর কোন কিছুই করিতে পারে না এবং অন্য কোন কিছুই সমাজে সমাজে পার্থক্যটা অধিকতর বড় করিয়া তোলে না। যেখানে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের দরজা সকলের জন্য খোলা থাকে সেখানে এই সুলভ উপকরণের দ্বারা লাভবান হইতে ইচ্ছুক এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নাগরিক জীবন ছাড়িয়া সাহিত্যে স্বর্গলোকে পা বাড়াইতে উদ্যত ব্যক্তির জীবন গঠনের পথও খোলা থাকে।

গ্রাম্য গ্রন্থাগার সমূহের সম্বন্ধে বলিলে বলিতে হয়, জিলা বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড বর্তমান আইনে তাহাদের এলাকার কোন গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করিতে পারে না। জিলা বোর্ডের এই ধরনের অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (সংশোধিত) আইন, ১৯৩১ উপস্থিত করিয়াছিলাম। জনমত সংগ্রহার্থ ইহা প্রচার করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সকলের সমর্থনও পায়। ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করার ক্ষমতাদানের জন্য গত জুলাই মাসে পরিষদে আমি বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন (সংশোধিত) আইন, ১৯৩১ উপস্থিত করিয়াছি। তাহাও জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারিত হইতেছে। আমি জানি মতামতের জন্য যে সকল নানাপ্রকার সর্বজনীন সংস্থার নিকট ইহা পাঠান হইয়াছে তাহাদেরও সমর্থন ইহা পাইয়াছে।

আমার অপর প্রস্তাব হইল গ্রন্থাগারিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া। বাঙ্গালায় শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অত্যন্ত অভাব। গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোথায়ও কোন ব্যবস্থা নাই। গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন স্বল্পমেয়াদী শিক্ষণের বিষয় সরকার বিবেচনার

যোগ্য মনে করেন কিনা এই সম্পর্কে পরিষদে আমি প্রশ্ন করিলে সরকার নেতিবাচক উত্তরই দিয়াছিলেন। বলিতে দুঃখ হয় যে, গ্রন্থাগারের ব্যাপারে সরকার এখনও মান্ধাতার আমলেই রহিয়াছে। বর্তমান যুগের অনেক পিছনে তাহার স্থান। তাহার স্মরণ করা উচিত, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বেও গ্রন্থাগার জগৎ যে অবস্থায় ছিল এখন আর সে অবস্থায় নাই। এখানে উল্লেখ করিতে চাই যে, আমাদের সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি দত্ত মহাশয়ই বরোদায় গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা দেন উহার সুপরিচিত গ্রন্থাগারিক শ্রীলাভুরাম এবং মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেন উহার জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন। তিনি গত বড় দিনের সপ্তাহে তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা আমাদের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আলোকসম্পাতী বক্তৃতা শুনিয়া আমরা আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষীর চালক, বুদ্ধিদাতা ও বন্ধু হইবেন গ্রন্থাগারিক এবং তাঁহার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহাও বাস্তবিক অত্যন্ত গুরু। আমি সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের বন্ধু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীআসাদুল্লা আমাদের অনুরোধে বেসরকারীভাবে নবীন শিক্ষার্থীদিগকে গ্রন্থাগারিকতার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ভার লইয়াছেন। আমার বিশ্বাস সেই দিন বেশী দূরে নয়, যেই দিন বাঙ্গালায় দক্ষ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা দেখা দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-রুচি-সম্পন্ন যুবক বন্ধুদিগকে আমি গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেই। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, ভাল গ্রন্থাগারিকরাই দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকর্তা। গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটিতে শিক্ষকদেরও গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা করা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে এই শিক্ষা খুবই কার্যকরী হইবে।

এখন আমি গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি। অস্তিত্ব রক্ষা ও যথাযথ কার্যপরিচালনের জন্য ইহা অবশ্য করণীয়। মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যপাল, মন্ত্রী এবং সকল রকম চিন্তাধারার সমাজ-প্রধানদের পোষকতা লাভ করিতেছে। এই প্রদেশেও আমরা তদনুরূপ সক্রিয় সহানুভূতি চাই। এই নগরে আমাদের অন্ততঃ একশত জন এবং প্রতি জেলায় বিশজন আজীবন সভ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। শীঘ্রই আমরা 'পাঠাগার' নামক একখানা ত্রৈমাসিক প্রকাশ করিব বলিয়া মনন করিয়াছি। ইহা বিনামূল্যে সভ্যদিগকে দেওয়া হইবে। আমাদের আন্দোলন শুধু শিক্ষামূলক বলিয়া সরকারী ও সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকদের আমাদের পরিষদে যোগদানে কোন বাধা নাই। বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত সেবা পাইতে হইলে আর্থিক সম্বল অপরিহার্য। কোন সমাজের প্রভূত পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান হইল উহার জনগণ। তাহারাই উহার সর্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক সম্পদ। যাহা কিছু এই মানবসম্পদকে সংরক্ষণ করে এবং ইহাকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও মূল্যবান করিয়া তুলিতে সাহায্য করে তাহারই সমাজের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক মূল্য থাকে। জনগণের আর্থিক মূল্য একটা অত্যন্ত বাস্তব জিনিস, যদিও টাকা-আনা-পয়সার মূল্যে এই মানবসম্পদের বিপুলতা সম্বন্ধে

আমরা খুব কমই চিন্তা করি। এই শিক্ষাযন্ত্রের সাহায্যে মানবসম্পদের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমার পরবর্তী প্রস্তাব হইল, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় এবং গ্রন্থাগারসমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতে হইলে সময়ে সময়ে জিলায় জিলায় সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। ইহার কার্যক্রম ইহার ছোট ছোট আসরে বিভক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বালকদের গ্রন্থাগার, গ্রন্থপরিবেশনের প্রণালী, প্রচারকার্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা। কারণ উৎসাহী কর্মীদের এই ধরনের বৈঠকেই প্রকৃত কাজ হয়। আর সাধারণ অধিবেশন শুধু জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণের কাজ করে। প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করিয়া সাজাইতে হইবে এবং দক্ষ গ্রন্থাগারিকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের বাস্তব পরামর্শসমূহের সহিত জনগণের সম্যক পরিচয় ঘটাইতে হইবে। টেকসই কাগজে অন্ততঃ কিছু বই ছাপাইবার জন্য প্রকাশকদিগকে অনুরোধ করাও উচিত।

উপসংহারে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হইবার ইঙ্গিতই করিতে চাই। আমাদের সভাপতি শ্রীদত্ত, মাদ্রাজের শ্রীরঙ্গনাথন, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীআসাদুল্লা এবং পাঞ্জাবের মাউন্ট্রে ভেন্টকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে বলি। ভগবান আমাদের সহায় হউন। "বন্দেমাতরম্"।

• • •

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মফস্বলে প্রচারকার্য চালাইবার ফলে মফস্বলবাসীদের মনেও গ্রন্থাগারবিষয়ক চিন্তার উদ্রেক হয়। কোন কোন জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিয়া গ্রন্থাগারমনাদের সংহত করিতে প্রয়াস পায় এবং জনগণের মনে এই চিন্তা ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য কার্যে ব্রতী হয়। ফরিদপুরে এই ধরনের প্রথম জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে বা অম্বিকা স্মৃতি ভবনে। ইহাতে সভাপতির পদে বৃত হন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বিদ্যাবিনোদ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র। স্থানীয় হিতৈষী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকিতীশচন্দ্র দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এবং রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীবিজয়েন্দ্র নাথ রায় এবং শ্রীনলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী।

এই সম্মেলনে সভাপতি যে দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ দেন তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল। ভাষণদান প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে মানুষের মানসিক বৃত্তির উন্মেষসাধনই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হইবার জন্য তাহার ব্যাপক সুযোগ থাকা চাই। সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের অভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। টাকা-আনা-পয়সার হিসাব

করিয়া দেশের উন্নতির পরিমাপ করা যায় না, গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্বারা দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপরই দেশের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সর্বজনীন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সর্বোত্তম ও সহজতম উপায়ে পুস্তক পরিবেশন করিয়া ঘা-বোনদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিলেই নারীশিক্ষা সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে রূপ দিতে হইলে উর্বরমস্তিষ্ক, বলিষ্ঠদেহ ও দীপ্তিমান যুবক তৈয়ারী করা প্রয়োজন। একজন বিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের সারগর্ভ উক্তি যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, মায়ের কোলই বালকদের পক্ষে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। সেখানেই তাহারা দেহমনের পুষ্টির উৎকৃষ্ট খোরাক পায়।

অজ্ঞতার দরুণ যে অসংখ্য দুর্গতি আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা উপড়াইয়া ফেলিতে হইলে প্রতিগ্রামে চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা করা আবশ্যক। মানসিক নিষ্ক্রিয়তাই আমাদের দীর্ঘদিনের দুর্গতির মূল কারণ, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা, পাঠচক্র ও আলোচনাচক্রের দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে। বরোদা রাজ্যে প্রায় ৯৩৯টি গ্রন্থাগার রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কিশোর ও নারীদিগের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে মিলওয়াংকি সর্বজনীন গ্রন্থাগারের ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জীভুক্ত পাঠকের সংখ্যা একাত্তর হাজার বইতে বাড়িয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীআশুল্লাহর বাসভবনে এক অনিয়মিত বৈঠক বসে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্গঠিত করা এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপনার্থ প্রদেশে গ্রন্থাগার স্থাপন বিষয়ক একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষের রাজা, স্থানীয় সরকারের তিনজন মন্ত্রী, শিক্ষা-সচিব উইলকিন্সন সাহেব, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের শ্রীজোয়ান ভান মানেন, বরোদার শ্রীনিউটনমোহন দত্ত এবং রাজা মণিলাল সিংহ রায়। শ্রীআসাহুল্লাহকে আহ্বায়ক করিয়া এতদুদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

Library movement in Bengal (12)
By Gurudas Bandyopadhyay.

পশ্চিম বাংলার শিল্প-প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা

কুঞ্জবিহারী পাল

পুরানো দিনে ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের বিভিন্ন শিল্প ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। কারণ সেকালের গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষিপ্রধান সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার জন্যে মানুষকে বাইরের দিকে বড় একটা নির্ভর করতে হত না। গ্রামের ছুতোর কাঠের কাজ করত, গ্রামের কামার চাষের জন্যে লাঙলের ফাল এবং অন্যান্য কাজের জন্যে ছুরি, কাঁচি, বঁটি ইত্যাদি বানিয়ে গ্রামবাসীর চাহিদা মেটাত। কুমোর সরবরাহ করত ঘর-গেরস্থালীর এবং রান্নার তৈজসপত্র। পরিধানের কাপড়-চোপড় উৎপন্ন হত তাঁতীর তাঁতে। এমনিভাবেই গড়ে উঠেছিল এদেশের সমাজ, সৃষ্টি হয়েছিল নানা সম্প্রদায়ের যারা কোন না কোন শিল্পে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, এবং এ সব শিল্পকর্মই ছিল এঁদের বংশানুক্রমিক কাজের ধারা। কুমোর, কামার, তাঁতী, ছুতোরের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল সমাজে।

গ্রামের চাহিদা মিটিয়ে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী গ্রামের বাইরে যে যেত না তা অবশ্য নয়। সেই সুদূর অতীতেও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এদেশের শিল্পসামগ্রী। বিদেশের বণিকরা ভারতের নানা শিল্প-জাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে ভারতের দিকে আকৃষ্ট হত। ১৯১৬-১৮ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে—আধুনিক শিল্পের জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে যখন অসভ্য আদিমবাসীরা বিচরণ করত ভারতবর্ষ তখন তার শাসকদের ধনদৌলত এবং কারুশিল্পীদের শিল্প-নৈপুণ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বেশ পরবর্তীকালে যখন পশ্চিম দেশীয় উৎসাহী বণিকরা ভারতে এসে প্রথম উপস্থিত হলেন তখনও দেশের শিল্পকৃতি উন্নত ইউরোপীয় জাতিদের চেয়ে কোন অংশেই নিম্নমানের ছিল না।

ভারত-শিল্পের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল বয়নশিল্প, ধাতুনির্মিত কারুশিল্প, পাথর খোদাই শিল্প এবং আরও বহু শিল্পে। ভারতের এ সব শিল্প ছিল কুটির শিল্পের আকারে। কিন্তু ১৭৬০ সালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন শিল্পে কিছু কিছু দেখা দিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প তার সুনাম বজায় রেখে চলেছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে আমাদের শিল্পে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করেছে। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ ভাঙন পূর্ণরূপ নেয়। অধ্যাপক গ্যাডগিলের মতে কারণগুলি হল :

(১) ভারতের রাজারাজড়াদের ক্ষমতা লোপ,

(২) আমাদের দেশে বিদেশী শাসকদের প্রতিপত্তি, এবং

(৩) ভারতের বাজারে বিদেশী উন্নত ধরনের শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা।

এ দেশের শিল্পগুলির উপর ব্রিটিশ শাসন চরম আঘাত হেনেছে। তা ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন পদ্ধতি, রাজস্বনির্ধারণ-নীতি এবং অন্যান্য বহু কারণে এদেশের প্রায় সবরকম শিল্পই নষ্ট হতে বসেছিল। তাঁতীর তাঁত বন্ধ হল, কামার গুটিয়ে ফেলল তার কামারশাল, কুমোরের ঘরে অন্নের অভাব দেখা দিল। এককথায় আমাদের কুটির-শিল্প ভেঙে পড়ল। আর ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পুরোপুরিই কার্যকর হতে চলল এদেশে। শিল্প তার পুরানো পদ্ধতি ছেড়ে নতুন রূপে বেঁচে থাকতে চাইল। শুরু হল আমাদের দেশে শিল্পের এক নতুন অধ্যায়। এ অধ্যায়ে অবশ্য কুটিরশিল্পের স্থান তেমনটি রইল না।

ভারতের এই শিল্পবিপ্লবে দুটি প্রদেশই বিশেষ নাম করে ফেলে—কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ এবং বোম্বাইকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্র-গুজরাট অঞ্চল। পাট, চা, কয়লা, লোহা প্রভৃতি শিল্পে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল এগিয়ে চলল, অন্যদিকে তুলা এবং অন্যান্য শিল্পে মহারাষ্ট্র-গুজরাট অঞ্চল খ্যাত হল। তবে এ সব শিল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন বিদেশী শিল্পপতি। অবশ্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে এদেশী শিল্পপতিরাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন নি তা নয়।

কিন্তু সে-যুগের বিদেশী শাসনপুষ্ট নানা ধরনের শিল্পোদ্যোগের মাঝেও জাতিস্মরবাদী অনেক মনীষী দেশের কুটিরশিল্পের কথা একেবারে ভুলে যান নি। আমাদের গ্রামীণ শিল্পীদের দুঃখদুর্দশা তাঁদের মনকে পীড়িত করত। তাছাড়া দেশী কারিগরের সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠাও এ সময় শুরু হয়। অনেকক্ষেত্রে দেশী কাঁচামাল সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলে। এ সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি, কে, সেন, বটকৃষ্ণ পাল, পি, এম, বাকচী, কিশোরীলাল মুখার্জী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। এঁদের শিল্প প্রচেষ্টার মূলে ছিল স্বদেশ তথা স্বদেশী শিল্প-প্রীতি। নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপার এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী (হিন্দু বা চৈত্র মেলা) মেলার মাধ্যমে এ ব্যাপারে যে স্বদেশপ্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হল এ সব শিল্প। ১৯০২ সালে ডন সোসাইটি স্থাপিত হয়। এ সংস্থাটির একটি শিল্পবিভাগ ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পের দিকে দেশের যুবকশ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, আমাদের দেশের তৎকালীন বিদেশী সরকার দেশী শিল্প প্রসারে নানাভাবেই বাধা দিয়ে আসছিলেন।

হিন্দু মেলার স্বদেশী শিল্প প্রসারের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। মেলার তৃতীয় অধিবেশনটি বসেছিল বাংলা ১২৭৫ সালের ৩০শে চৈত্র, এখন থেকে ৯৯ বছর আগে। এ সময় নানা ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সূচিনির্মিত পশম ও পুঁতির কাজ, জামা, চাপকান ইত্যাদি, মাটির তৈরী নানারকমের ফল ও পুতুল, চিত্র, স্বর্ণকারের তৈরী সোনা ও রূপার দ্রব্যসামগ্রী, নানাধরনের বাদ্যযন্ত্র এবং কৃষি ও শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি (চরখা, তাঁত, লাঙ্গল)।

সূচীশিল্পে অপূর্ব কাজের জন্যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। নদীয়ার একজন কুম্ভকার তার চমৎকার নিদর্শনের জন্যে পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

উক্ত অধিবেশনে মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনমোহন বসু বলেন, "মেলাস্থলে প্রদর্শিতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যখন জাতি সাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ যে সকল সূচীকর্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন……, তাহার অভিনয় দ্বারা সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ……অনতিপূর্বকালের রমণীরা নিত্য গৃহকর্ম সমাপন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় কড়ির আলনা, দড়ির শিকা, রেসমের শিকা, সিন্দুর চুপড়ি বুনা, সূতাকাটা, সেলাই ফোড়াই অথবা ছাঁচকাটা প্রভৃতি দৃশ্য মনোরম অথচ ব্যবহারক্ষম দ্রব্যাদি নির্মাণে নিযুক্তা থাকিতেন। এখনও ইহার অনেক দ্রব্য অনেকের ঘরে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্পবিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে।"

শুধু শিল্পে নয় আমাদের দেশের সর্বপ্রকার ব্যাপারে স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা হল হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা। "কিন্তু চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত-সম্ভূত।" হিন্দুমেলার প্রদর্শন বিভাগটি সম্ভবতঃ এ দেশে দেশী শিল্পের প্রথম প্রদর্শনী।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রোধ করার উপলক্ষে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। "স্বদেশী ক্রয় এবং বিদেশী বর্জন"—এই-ই হল আন্দোলনের মূল কথা। এ আন্দোলনের প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে। বাংলার শিল্পের উপরে এ আন্দোলনের ফল হল সুদূরপ্রসারী ; কাচ, চামড়া, তাঁত, হোসিয়ারী দ্রব্য, দেয়াশলাই, এনামেল, চীনামাটি এবং আরও বহু স্বদেশী শিল্প গড়ে উঠল বাংলার বিভিন্ন অংশে। দেশ তখনো স্বাধীন হয় নি। স্বদেশী শিল্প প্রসারে নানাভাবে সরকারী অসহযোগিতা থাকলেও শিল্পোন্নয়নের জন্যে নানা বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হল।

অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তৎকালীন ভারতসরকারের প্রচেষ্টায় কমার্শিয়াল মিউজিয়াম নামে একটি সংগ্রহশালার পত্তন হয়েছিল কলকাতার ১ নম্বর কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে। সেকালে এদেশে যে সব শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হত তার বহু নমুনা এখানে প্রদর্শন করা হত। তাছাড়া কলকাতার বাজারে যে সব বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রী হত

তারও নানা নমুনা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে সংগ্রহশালার দ্রব্য সামগ্রীর ক্যাটালগ প্রকাশ করা এবং ক্রেতাদের নানাজাতীয় শিল্প বিষয়ের খবরাখবর সরবরাহ করারও ব্যবস্থা ছিল সেখানে। কিন্তু কয়েক বছর পর এ সংগ্রহশালাটি বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশীশিল্পের প্রসারের পর দেশের ক্রেতা সাধারণ যাতে দেশের বিভিন্ন শিল্পের খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারেন এবং এ সব শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী দেখে তার ভালমন্দ বিচার করতে পারেন—তার জন্যে সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তাও অনেকে উপলব্ধি করলেন। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের নামই এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করবার মত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। তাঁর এবং অন্যান্যদের চেষ্টায় স্থাপিত হল কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ১৯৩২ সালে। সংগ্রহশালাটি সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ভার পড়ল জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উপর। আলাপ-আলোচনা প্রদর্শনী এবং আরও নানাভাবে এ সংগ্রহশালাটি স্বদেশী শিল্প প্রসারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদানের জন্যে এ সংগ্রহশালাটি যে সব পুস্তক প্রকাশ করেছে তা নানাদিক দিয়েই উল্লেখ করবার মত। কর্পোরেশনের এ সংগ্রহশালাটি কলকাতার বুকে এখনো বর্তমান, অবশ্য মিউনিসিপাল মিউজিয়াম নামে। কমার্শিয়াল মিউজিয়াম থেকে মিউনিসিপাল মিউজিয়াম নামে পরিবর্তন হয় ১৯৫১ সালে।

কমার্শিয়াল মিউজিয়াম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আগেই বলেছি, খুব স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন সরকার স্বদেশী শিল্প প্রসারে কোনরূপ সাহায্য বা সহযোগিতা একরকম করে নি। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীসভায় যোগদান করে তখন থেকেই অবশ্য সরকারী চিন্তাধারা পালটে যেতে বাধ্য হয়। তৎকালীন বিদেশী সরকারের কাছে স্বদেশী আন্দোলন এবং এদেশের জনসাধারণের দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার জন্যে উগ্র আগ্রহের কথা অজানা থাকবার কথা নয়। তাছাড়া যেসব জাতীয়তাবাদী নেতা মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছেন তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে সরকারী কর্ণধারগণ পরিচিত। যে সব চিন্তানায়ক দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশের শিল্পের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁরাও অপরিচিত নন সরকারের কাছে। তাই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা।

১৯৩৯ সালের ১৮ই মার্চ : কলকাতায় সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালার দ্বার উদঘাটন করতে গিয়ে তৎকালীন ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে যে অপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

"১৯২৮-২৯ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতায় যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সে সময়ই একটি শিল্প সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তার কথা আমার মনে জাগে। কংগ্রেসের ঐ প্রদর্শনীটির ভারপ্রাপ্ত ছিলাম আমি। এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে গিয়ে একটি স্থায়ী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। এই স্থায়ী সংস্থা প্রদেশের চারু ও কারুশিল্প,

অন্যান্য শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজাত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ এবং প্রদর্শন করবে। এখানে শিল্প দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারী মিলিত হবেন সংবাদ, উৎসাহ এবং শিল্প পরিচালনার সাহায্য পাবার জন্যে।"

"১৯০৪-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলন এ প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণে বিশেষ উৎসাহ দান করেছিল। যদিও স্বদেশী আন্দোলনের ফলস্বরূপ বহু শিল্প সংস্থার পত্তন হয়, কিন্তু এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্যান্য বহু কারণে অকৃতকার্যতাও কম ছিল না—সাফল্য অর্জন করা হয়েছিল সীমিত পরিমাণে। তবে আমাদের এসব ক্ষতি বৃথা যায় নি, কারণ এ দিয়ে আমরা আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং অসুবিধেগুলো জানতে পেরেছি। এ সব সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে শুরু করে শিল্প প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে, তবে মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত যে হয় নি তা নয়, খুলে যাচ্ছে এ প্রদেশের শিল্প, কলা এবং কারুশিল্পের নতুন নতুন দিগন্ত। ফলে আজ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার হয়েছে এ প্রদেশে।"

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখেন কি? বাংলাদেশের এত সব শিল্প কোথায় অবস্থিত, কি পণ্য উৎপাদিত হয় এ সব শিল্পে? বংলা দেশের হস্তশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের মান খুব উঁচুস্তরের। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে সব খবর রাখেন কি? এ সব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার বলেছেন—

"A Museum of this kind therefore was really necessary to bridge the gap that existed to bring the consumer the knowledge of the products made in the province, as also to enable the producer to know whether in price and quality his products were competitive, how far the design and appeal of his products could be improved, whether there were other producers who were turning out goods of better quality, of more pleasing and artistic designs, etc. I believe, therefore, it is in the fitness of things that Bengal should now have created a central institution like this Museum to record the achievements of her arts, crafts and industries, at any period of time, an institution which would not only supply the knowledge of the markets, of the the people who buy and sell, of the conditions at home and abroad, but would also be a centre of adult education, for exciting imagination and for supplying inspiration."

সংগ্রহশালাটি কলকাতায় অবস্থিত। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ কারুশিল্পী গ্রামেরই অধিবাসী। তাঁদের পক্ষে কলকাতা এসে সংগ্রহশালাটি দেখা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ আমাদের দেশের হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা সেকালে সকলেই উপলব্ধি করেছেন। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালার বক্তব্য আমাদের গ্রামের কারুশিল্পী এবং অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে

দিতে হবে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বিভাগও শুরু হয় এই একই বছর এবং সেটি সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রশালার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

সংগ্রহশালাটির উদ্দেশ্য অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তব্যের মধ্যেই সুস্পষ্ট। চালার হাজার শিল্প সামগ্রীর সঙ্গে যন্ত্রপাতি বিভাগটিও বিশেষ উল্লেখ করবার মত ছিল। অর্থমন্ত্রীর আশা বিফলে যায় নি। বাংলা দেশের শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে সংগ্রহশালাটির অবদান নানাদিক দিয়েই উল্লেখ করার মত। আজও এ সংগ্রহশালাটির প্রয়োজনীতা এতটুকু হ্রাস পায় নি।

সে যুগের বহু মনীষী এ সংগ্রশালাটি দেখে তাঁদের অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহশালাটি পরিদর্শন করে তার প্রশংসা করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সংগ্রহশালাটি দেখে বলেছেন—

"সারা জীবন ধরে দেশের যুবকদের বলে আসছি যে, তারা যদি জীবনে উন্নতি করতে চান তবে যেন তাঁরা ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ..... সংগ্রহশালাটি ঘুরে দেখে আমার প্রতীতি জন্মেছে যে, বাঙ্গালীরা বহু শিল্পেই বেশ ভাল কাজ করে চলেছেন। এ সব দেখে অসম্ভব রকম সন্তোষ লাভ করেছি আমি, কারণ "আমাদের দেশের লোক শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে চলেছেন—এ জানার চেয়ে আমার কাছে বড় আনন্দ এবং তৃপ্তির আর কিছু নেই।"

অন্যান্য প্রায় প্রতিটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা এ সংগ্রহশালাটি দেখে গেছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আসামের অর্থমন্ত্রী (আজকের স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, সরোজীনী নাইডু এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহশালাটি দেখে তার উচ্চপ্রশংসা করেছেন। মাত্র কয়েক বছর আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সংগ্রহশালাটি দেখে গেছেন।

আজ দেশ স্বাধীন। দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। অতীত দিনের মত পশ্চিমবাংলার এ সংগ্রহশালাটি এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত সংগ্রহশালা দুটির বর্তমান ঠিকানা : (১) সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা, ৩৫ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ; সংগ্রহশালাটি দেখবার সময় ১০-৩০ মিঃ থেকে অপরাহ্ণ ৫-৩০ পর্যন্ত ; (২) মিউনিসপাল মিউজিয়াম, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ; সংগ্রহশালাটি দেখবার সময় বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

[প্রবন্ধটি 'অস্ত্রাগার ও সংগ্রহশালা' বিশেষ সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৭৪) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত। স্থানাভাববশতঃ প্রবন্ধটি সে সময় ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় নি। —সঃ গ্রঃ]

Role of museums in the expansion of industries of West Bengal By Kunja Behari Paul.

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক নৃ-বিদ্যা-(৩)

তুষারকান্তি নিয়োগী

সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম মুখ্য এবং মৌল সংগঠন হল পরিবার১। পরিবার সামগ্রিক সমাজগঠনের ক্ষুদ্রতম, দৃঢ়বদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ রূপপ্রকাশ। এককথায় সমগ্র সমাজবন্ধন ও সমাজকাঠামো পারিবারিক ভিত্তিমূলে কেন্দ্রিত। পরিবার প্রকৃতির তথা কাঠামোর পরিবর্তন এবং বিবর্তন সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপরই প্রভাব বিস্তার করে—পরিবার সূত্রেই বেশী বেশী সমাজ সম্বন্ধ নিরূপিত হয়ে থাকে। অবশ্য পরিবার কাঠামো বা রূপের বিবর্তন অনেকখানিই সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কারণ, তলিয়ে দেখতে গেলে চোখে পড়বে যে সামাজিক উৎপাদন প্রণালীই সমাজসম্বন্ধ স্থির করে থাকে। যাক্, সে অর্থনীতি ইত্যাদির কথা।

পরিবার গঠিত হয় এক বা একাধিক পুরুষ, এক বা একাধিক স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে। অবশ্য ক্ষুদ্রতম পারিবারিক কাঠামো স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সম্পর্কের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ এবং সন্তানসন্ততি সমাজবিধি অনুমোদিত যৌনসম্পর্কে, এবং অন্যবিধ দায়দায়িত্বের সূত্রগ্রন্থিতে জড়িত থাকে এবং এই ভাবেই পরিবারের বিশেষ চরিত্র প্রকাশিত হয়। তুলনামূলক ঘটনাক্রমের ধারা অনুসরণ করে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় পরিবার গঠিত এবং সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে বিভিন্নশ্রেণীর বিবাহব্যবস্থার রূপ অনুসারে ; প্রসঙ্গত আমরা একবিবাহ, বহুবিবাহ, দ্রৌপদীত্ব, যুথবিবাহ ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি। অর্তব্য যে, বিবাহের তাৎপর্যের মধ্যেই আত্মীয় সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বাসস্থানিক সহধর্মিতা পরিবার পরিচালনার বিশেষ অনুসঙ্গ। পুত্রকন্যার মৃত্যু অথবা বিবাহ পরিবার প্রকৃতির মূলকেই পরিবর্তিত করতে পারে। পরিবার হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে।

১বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী G P. Murdock "পরিবার" শব্দটির একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছেন। পরিবারকে সমাজসংগঠনগুলির ক্ষুদ্রতম সংস্থা সমাজকাঠামোর অন্তরসত্তা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তিনি "পরিবার" এই বিশেষ্য পদটিকে একটী বিশেষণ সহযোগে ব্যবহার করার কথা বলেছেন—তাঁর মতে এটি হওয়া উচিত কেন্দ্রীপরিবার (Nuclear Family) এবং কেন্দ্রীপরিবার বললে শব্দটির অর্থস্বচ্ছতা ও ব্যঞ্জনা ব্যাপক হয়ে ওঠে ; তিনি বলেছেন : "Used alone, the term 'family' is ambiguous The first and most basic, called herewith nuclear family, consists typically of a married man and woman with their off spring . ... "

Social Structure—G. P. Murdock (PP—1-2).

পরিবারের উদ্ভব ইতিবৃত্ত ব্যাপার পরিবার স্রষ্টা মানুষের উদ্ভব ইতিবৃত্তের মতই ধোঁয়াটে এবং কুয়াশাঢাকা। তবে প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত ঐহিক ও শৈল্পিক যে সব উপাদান পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা যায় যে পরিবারের একটা প্রাথমিক রূপ প্রথম থেকেই ছিল।২ প্রাচীন পরিবারগুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই বংশবিস্তার ব্যাপার থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকারণের উপর বেশী জোর দেওয়া হত। একথার অর্থ এই নয় যে বংশবিস্তার তথা প্রজনন একটা গৌণ ব্যাপার ছিল, বরং এর অর্থ এইভাবে নেওয়া উচিত যে সন্তান জন্মদান ও লোকবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকলেও সন্তান ও পিতার সম্পর্ক নির্দ্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে বেশী দেওয়া হত এসবগুলি কতদূর পরিমাণে আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় করে তার উপর। প্রসঙ্গত দক্ষিণভারতের নায়ারদের কথা তোলা যেতে পারে—যদিও তাদের মধ্যে আজকাল এ প্রথার প্রচলন নেই। প্রকৃতপক্ষে নায়ার পরিবার ছিল স্বামীহীন পরিবার৩—এই পরিবারে সন্তানসৃষ্টিকারী স্বামী অথবা জন্মদানকারী পিতার তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা দায়িত্ব ছিল না। অবশ্য সন্তান জন্মের জন্য বিশেষ স্বামীর বিশেষ অধিকার গ্রাহ্য না হলেও সন্তানদের সানন্দে সমাজস্বীকৃতি দেওয়া হত। এবং নারী তার ইচ্ছায়, প্রয়োজনে যে কোন পুরুষকে শয্যায় আমন্ত্রণ জানাতে সংকোচ বা ইতস্তত বোধ করত না।

এবার বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞাগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। বিখ্যাত ইংরেজ নৃ-বিজ্ঞানী ডঃ রিভার্স মানব পরিবারের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে : সমাজ সংগঠনের মধ্যে সব থেকে ক্ষুদ্রতম সংস্থা হ'ল পরিবার ; গঠিত হয় বিবাহিত নরনারী, তাদের বৈধ ও অবিবাহিত নির্ভরশীল সন্তানসন্ততিদের নিয়ে।

আমেরিকান মানববিদ্যাবিদ লাউই তাঁর আলোচনায় পরিবার ও বিবাহের অন্যান্য

২"পরিবারের একটা প্রাথমিক রূপ প্রথম থেকেই ছিল" বলতে আমরা মানুষের পৃথিবী পরিক্রমা তথা বসবাসের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে স্তর থেকে সভ্যতা শুরু হয়েছে সেই স্তরকে নির্দেশ করছি। তথাকথিত সভ্যতার স্তর শুরুর পূর্বে আরও দুটি বিবর্তনের স্তর মানুষকে পার হয়ে আসতে হয়েছে, যাকে মরগ্যান সাহেব তাঁর "Primitive Society" গ্রন্থে Savagery (বন্যতা), Barbarism (বর্বরতা) বলেছেন। 'সভ্যতা'র পূর্ববর্তী দুটি স্তরে মোটামুটি আদিম সাম্যবাদ অবস্থাই বজায় ছিল—কি গোষ্ঠী সংগঠনে, কি অর্থনৈতিক উৎপাদনে। সভ্যতা বৃক্ষের দুটি ফলের একটি হল পরিবার অপরটি হল রাষ্ট্র। সাধারণ অর্থে যে পরিবার শব্দটি চালু রয়েছে তা অন্যলগ্নেই সভ্যতার গরলকে গ্রহণ করেছে। "Primitive Society" থেকে পাওয়া উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ করে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস মনীষীদ্বয় যে আলোচনা করেছেন তাতে এই তথ্য পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

৩The study of man—R. Linton (Newyork—1936).

সম্বন্ধের কথায় সোচ্চার—তাঁর মতে, বিবাহ ও পরিবার পরস্পর সহগামী ও অবিচ্ছিন্ন। মানবপরিবার একটি সামাজিক সংস্থা—বিবাহবিধি এর ভিত্তিমূল। বিলস্ ও হয়জারের মতে পরিবার হ'ল বিভিন্ন সদস্যের আত্মীয়তা সম্বন্ধে জড়িত একটি সামাজিক সংস্থা। সামাজিক নৃ-বিদ্যাবিদ পিডিংটনের ঋজুবাক বিশ্লেষণে পরিবারকে একটি আত্মীয় গোষ্ঠীর সর্বজনীন ও মৌলিকরূপ বলা হয়েছে। শ্রীমতি মার্গারেট মিডের মতে পরিবার হ'ল এমন একটি সামাজিক সংস্থা যা মানুষকে সামাজিক পদমর্যাদা দেবার মাধ্যম।

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী ডি, এন, মজুমদারের মত হ'ল : আজকের দিনে পরিবার হ'ল একটি বিশেষ সমাজ একক—সাংস্কৃতিক উন্নতির সর্বস্তরেই প্রায় পরিবারের পরিচয় পাওয়া গেছে। সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন : পরিবার হ'ল কয়েকটি মানুষের একটি দল, যার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ এক আচ্ছাদনের নীচে একটি কেন্দ্র বা আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়ে স্থান, পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগী মনোভাব নিয়ে বিশেষ দায়-দায়িত্বের সূত্রগ্রন্থিতে জড়িত থাকে।

অন্যদিকে পরিবারের সৃষ্টি প্রসঙ্গে মরগ্যান সাহেব ভিন্নজাতীয় মন্তব্য ও চিন্তা করেছেন। তাঁর তথ্যতালিকা এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস পারিবারিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের টিকাটিপ্পনী এবং ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন। মরগ্যান তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে, প্রাচীন পরিবার প্রথা মূলতঃ আদিম যৌনস্বেচ্ছাচারের অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপলাভ করেছে। এই সূত্রে তিনি রক্ত সম্পর্কের পরিবার (Consanguine family) পুনালুয়া পরিবার (Punaluan family), জোড়বাঁধা পরিবার (Pairing family), ও এক-বিবাহ পরিবার (Monogamous family) ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন। পরিভাষা প্রসঙ্গে আমরা স্তরগুলির আলোচনা ক'রব।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস পরিবারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করেছেন, মরগ্যানের দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্যতালিকাকে ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে। তাঁদের মতে অর্থ-নৈতিক উৎপাদন প্রণালীই সমাজ কাঠামো এবং মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নিরূপণ করে, কালে কালে নূতন নূতন সংগঠনের জন্মদান করে—পরিবার নামক সংস্থাটি এর ভিতর একটি। যে জাতীয় পরিবারকে আজ সর্বজনীন বলে মনে হয় এবং যার অস্তিত্ব অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে প্রথম থেকেই ছিল তা কিন্তু মার্ক্স এঙ্গেলস মনে করেন না। আদিম সাম্যবাদী সংগঠনের ধারা বেয়ে মরগ্যান কথিত বিভিন্ন পরিবার কাঠামোর বিবর্তনের মধ্য থেকে এই পরিবার অর্থাৎ একবিবাহ অথবা কেন্দ্রীয় পরিবারের একদিন উদ্ভব হয়েছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন পরিবর্তন ঘটেছে—আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন প্রণালী যখন ধীরে ধীরে কয়েকজন এবং আরও পরে একব্যক্তির, বিশেষতঃ পুরুষের প্রভাবে প্রভা-বিত হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হচ্ছে এবং সে পুরুষ ক্রমে ক্রমে তার অধীন নারী, দাস এবং ভূমিদাসদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে পড়ছে তখন থেকে হয়েছে এই

আধুনিক পরিবারের উদ্ভব। এঙ্গেলসের ভাষায় এই পরিবারের পশ্চাতে রয়েছে মাতৃতন্ত্রের পতন, পুরুষতন্ত্রের পত্তন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রবিকাশ, যে ব্যক্তি অপরের শ্রমশক্তির উপর নির্ভরশীল কেবলমাত্র উৎপাদন যন্ত্র বা প্রকৃতির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। শব্দগত আলোচনা প্রসঙ্গেও এঙ্গেলস বলেছেন যে, রোমানরা Famiha কথাটির দ্বারা স্বামী, স্ত্রী ও তাদের পুত্রকন্যা বুঝত না, শব্দটি কেবলমাত্র দাসদের সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হ'ত। পরে রোমানরা শব্দটিকে একটু ব্যাপকার্থে ব্যবহার করলে অর্থ দাঁড়ায় : পরিবার হল একটি নূতন সামাজিক সংগঠন যার কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব থাকবে একজন পুরুষের হাতে, উগ্রব্যক্তিত্ব এবং স্বৈরাচার যার স্বভাবনিষ্ঠ—এর অধীনে থাকবে তার পুত্র কন্যা এবং বহুসংখ্যক দাস। রোমীয় আইন এই পুরুষের উপর বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করত যার ফলে সে পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে গণ্য হত।৪

এবার পারিবারিক কার্যবাদ সম্পর্কে দুএক কথা বলে ভূমিকার যতিপাত করা যাক। পারিবারিক কার্যবাদ সম্পর্কে চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। সামাজিক সংস্থা হিসেবে পরিবারটিকে থাকতে গেলে এ চারটি অপরিহার্য অঙ্গের সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি হল (ক) সমাজস্বীকৃত যৌন অধিকার ও দাম্পত্যজীবন (খ) অর্থনৈতিক সহযোগিতা (গ) প্রজনন (ঘ) শিক্ষা বা সামাজিকীকরণ। এ চারটির প্রথম ও তৃতীয়টি না থাকলে সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, দ্বিতীয়টির অপহ্নুতিতে সমাজের গতিশীলতা রুদ্ধ হত আর চতুর্থটীর অভাবে সংস্কৃতি বিকাশের পথ পেতনা।

183. **Family, Complex**—পারিবারিক উন্মাসিকতা।

184. **Family, Consanguine**—রক্ত সম্পর্কের পরিবার।
মরগ্যান রক্তসম্পর্কের পরিবার সম্পর্কে বলেছেন যে, এই জাতীয় পরিবারে বিবাহের পাত্রপাত্রী বংশ পরম্পরায় নির্দ্ধারিত হত। যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব একটা বিধিনিষেধ ছিলনা। স্বামীস্ত্রীর পুত্রও কন্যারা পরস্পরের স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হত, এদের সন্তান সন্ততিরা আবার পুত্রকন্যা বিচারে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করত। তাহলে যৌন আচারের নিষেধ দেখা যাচ্ছে দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমটি দাদু নাতনী বা দিদিমা নাতির সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি পিতা কন্যা বা মাতাপুত্র সম্পর্কে। ভাইবোনের সঙ্গম এবং বিবাহ একান্ত সহজ এবং স্বভাবিক ব্যাপার ছিল। শুধু স্বাভাবিক নয়, নীতিগত দিক থেকে এটি গ্রাহ্য হত।

185. **Family, Escutheon**—কুলচিহ্নাঙ্কিত ঢাল।

186. **Family, Extended**—পুত্রপুত্রবধূ অথবা কন্যাজামাতা সম্বলিত পরিবার।

187. **Family, Feud**—পারিবারিক দ্বন্দ্ব।

188. **Family, Joint**—একান্নবর্তী পরিবার।

৪The Origin of the family, Private Property and the State —F. Engels. 9P—P3

189. **Family, Linguistic**—ভাষা পরিবার।

সমউৎস থেকে উদ্ভূত ও বিবর্তিত ভাষাগুলি নিয়ে ভাষা পরিবার গড়ে ওঠে। তবে ভাষাগুলির গুণগত বিকাশ একরকম নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা জার্মেনীয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির নাম করতে পারি। এরা সব এক ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

190. **Family, Monogamous**—একবিবাহ পরিবার।

191. **Family, Maternal**—মাতৃগোত্রীয় পরিবার।

এই পরিবারে আত্মীয় সম্পর্ক স্থির হয় মাতার গোত্র অনুসারে। পরিবার গঠিত হয় নারী, তার পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে।

192 **Family, Nuclear**—কেন্দ্রী পরিবার।

বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে এই পরিবার গঠিত হয়। মাউকের মতে আমরা পরিবার বলতে যা বুঝি তার অর্থ 'কেন্দ্রীপরিবার' বললে আরও স্পষ্ট হয়। তাঁর মতে সমস্তরকম পরিবারের মূলে রয়েছে কেন্দ্রীপরিবার। বহুবিবাহ বা দ্রৌপদীত্ব যাকে ভিত্তি করেই পরিবার গঠিত হোক না কেন গোটা পরিবারের নির্যাস হিসেবে এরই মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে কেন্দ্রী পরিবারকে পাওয়া যায়। মাউক বলেছেন: এমন কি বহুবিবাহ ভিত্তিক পরিবারেও প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র স্থানের বন্দোবস্ত করা হয় যেখানে সে তার স্বামী ও সন্তান সন্ততি মিলে একটী একক গড়ে তোলে। (Social Structure—Murdock. PP—3) মাউক সুন্দরভাবে বলেছেন: "স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই হোক না কেন, বিবাহে পুরুষের পক্ষ থেকে বহুস্ত্রী গ্রহণ বা নারীর পক্ষ থেকে দ্রৌপদীত্ব বা বহুস্বামী বরণ যাই হোক না কেন, যৌন বিধিনিষেধের মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতারও প্রকাশ ঘটুক না কেন, অথবা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের পরিবারে যোগদানে পরিবারের যে কোন অবস্থায়ই হোক, এসব ততটা গুরুত্বের বা বিবেচনার নয়—পক্ষান্তরে সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটী সত্যই প্রধানভাবে প্রকট যে সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে নির্দিষ্ট হয় পরিবারের সেই বিশেষ রূপ যা কাঠামো যার মধ্যে অবস্থান করে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের পুত্রকন্যারা।"

(Primitive Society R. H. Lowie. PP 66-67 - মাউকের Social Structureএ উদ্ধৃত)।

193. **Family Pairing**—জোড়াবাঁধা পরিবার।

মরগ্যান আলোচিত পরিবারের চারটী স্তরের তৃতীয় স্তরে আসে জোড়াবাঁধা পরিবার। পুনালুয়া পরিবারের (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ধারা বেয়ে জোড়াবাঁধা পরিবারের উদ্ভব। এই স্তরে একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে বাস করত, তবে পুরুষের

যৌনব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা বজায় ছিল, অবশ্য পুরুষের বহুবিবাহের পশ্চাতে অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণও জড়িত থাকত। একই সময় যৌনব্যাপারে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরকম দুর্বলতার সুযোগ ছিল না, ক্ষমাও ছিলনা, শাস্তি ছিল কঠিন রকমের। তবে বিবাহবন্ধন যে কোন তরফ থেকেই ছিন্ন করা যেত, সন্তানরা মায়ের কাছেই থাকত।

194. **Family, Paternal**—পিতৃগোত্রীয় পরিবার।

195. **Family, Patriarchal**—পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

196. **Family, Punaluan**—পুনালুয়া পরিবার।

মরগ্যান উল্লিখিত দ্বিতীয় স্তরের পরিবারের নাম হ'ল পুনালুয়া পরিবার। রক্ত সম্পর্কের পরিবার ধীরে ধীরে লোপ পেল, স্বেচ্ছাচার যৌনবৃত্তিতে নিষেধের সীমারেখা টানা হ'ল। পরের স্তর অর্থাৎ পুনালুয়া স্তরে দেখলাম ভাইবোনের যৌনসম্পর্ক তথা বিবাহে নিষেধবিধি প্রয়োগ হ'ল; এই নিষেধবিধি প্রথমে আনা হ'ল নিজের ভাইবোনের মধ্যে, পরে তা সম্পর্কিত ভাইবোনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হ'ল। এই পরিবারের বিবাহ রীতিতে দেখি কয়েকজন বোন একত্রে (সহোদরা এবং জ্ঞাতি সম্পর্কিয়া) কয়েকজন পুরুষের স্ত্রী বলে বলে গণ্য হচ্ছে। একই ভাবে কয়েকজন ভাই (সহোদর এবং জ্ঞাতি সম্পর্কিত) একত্রে কয়েকজন মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করছে। এ সময়ও একক স্বামী ও একক স্ত্রীর প্রশ্ন ওঠেনি। এ বিবাহ যুথবিবাহ নামেও পরিচিত হ'তে পারে। ১৮৭১ সালে মরগ্যানের বই বেরনর সময় মরগ্যান কেবল হাওয়াই অঞ্চলের পুনালুয়া পরিবারের উল্লেখ করেন, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে প্রাচীন আদিবাসী, যেমন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এ পরিবার রয়েছে। আরও পরে ইংরেজ মিশনারী লোরিমার ফিসনের তথ্য থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মাউণ্ট গ্যামবিয়ার অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নিগ্রোদের মধ্যেও এই জাতীয় যুথবিবাহের প্রচলন রয়েছে। এই যুথবিবাহের ধারা ধীরে ধীরে জোড়বাঁধা একক পরিবারের জন্ম দিয়েছে।

197. **Fatherhood**—পিতৃত্ব।

198. **Father Lib**—পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়।

199. **Fauna**—প্রাণিকুল।

200. **Feast**—ভোজ, ভোজ উৎসব।

201. **Female**—স্ত্রীলোক, স্ত্রীজাতীয়।

202. **Female, Infanticide**—নবজাতকন্যা হত্যা।

203. **Female line**—স্ত্রী পক্ষীয়।

204. **Fertilisation**—নিষেক, গর্ভাধান।

205. **Fertility Cult**—উর্বরতা বিষয়ক ধর্মমত।

206. **Fertility rite**—উর্বরতা সম্পর্কিত আচার।

207. **Feudal Sense**—সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব।

208. Feudal Society—সামন্ততান্ত্রিক সমাজ।
209. Filial Widow Inheritance - বিধবার সন্তান সাপেক্ষ উত্তরাধিকার।
210. Fleeting Possession অস্থায়ী অধিকার।
211. Flora—উদ্ভিদকুল। 212. Folk Culture—লোক সংস্কৃতি।
213. Folk dance—লোকনৃত্য। 214. Folk literature—লোকসাহিত্য।
215. Folk lore—লোকজ্ঞান। 216. Folk tale—লোককথা, রূপকথা।
217. Fortification—দুর্গনির্মাণকর্ম।
218. Four Class System—চতুর্বর্ণ প্রথা।
219. Fraternal Polyandry—ভ্রৌপদীত্ব।
220. Fraternity—সৌভ্রাত্র, মৈত্রী। 221. Functionalism—কার্যবাদ।
222. Gambling—জুয়া। 223. Games—খেলাধুলা।
224. Genealogical—কুলজী সংক্রান্ত। 225. Generic - বর্গীয়।
226. Gerontocracy—প্রৌঢ়চালিত শাসন-ব্যবস্থা।
227. Gesture Language - আকার ইঙ্গিতের ভাষা।
228 God—ঈশ্বর, ভগবান।
229 God-impersonation—ঈশ্বরে ব্যক্তিত্বারোপ।
230. Governmental—সরকারী।
231. Graded Organisation—স্তরবিন্যস্ত সংগঠন।
232. Group appellation—দলীয় খেতাব।
233. Group marriage—যুথবিবাহ, দলীয় বিবাহ।
234 Guild—সমবায় সঙ্ঘ। 235. Habitation—বসবাস।
236. Half brother—বৈমাত্রেয় ভাই। 237. Half Sister—বৈমাত্রেয় বোন।
238. Headman—দলপতি, প্রধান, মোড়ল।
239. Hegemony—নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব।
240 Heterogenous assemblage—বিভিন্ন জাতীয় সমাবেশ।
241. Hierarch—প্রধান পুরোহিত। 242. Historic genesis—ঐতিহাসিক উৎপত্তি।
243. Homicide—নরহত্যা, নরহন্তা। 244. Homogeneity—সমপ্রকৃতি, সমরূপ।
245 Honorific—সম্মানসূচক। 246, Horticulture—উদ্যানপালন বিদ্যা।
247. Hasbandry—কৃষিকর্ম, কৃষিকার্য।
248. Hypergamy—কন্যার উচ্চবর্ণে বিবাহদান। 249. Ideology—ভাবতত্ত্ব।
250. Illicit relationship—অবৈধ সম্পর্ক। 251. Immigrant—অভিবাসী।
252. Incest—অগম্য সম্ভোগ, গোত্রগমন, অনাচার।
শব্দটি সাধারণতঃ অবৈধ যৌন সম্ভোগের অর্থদ্যোতক। যেখানে পিতা-কন্যা,

মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী ইত্যাদির মধ্যে যৌনসংসর্গের কারণ পাওয়া যায় সেখানে এই শব্দটী ব্যবহৃত হয়। মোটামুটী কোন সমাজেই, কি সভ্য, কি অসভ্য আদিবাসী, এই জাতীয় যৌনব্যাপার প্রথা বা আচার হিসেবে প্রচলিত নেই। মার্ডক-সাহেবের তথ্যতালিকায় প্রাপ্ত ২৫০টী সমাজের কোথাও এ জাতীয় যৌন অসমবৃত্তি দেখা যায় না। তবে কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন, কিছু অজান্দে (Azande) রাজপুরুষ তাদের কন্যাকে বিবাহ করে থাকে ; ইনকা রাজপরিবারে এবং প্রাচীন হাওয়াই সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাই বোনের বিয়েটা একরকম স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গৃহীত হ'ত। যাই হোক এ সবই ব্যতিক্রম, কোন সময়ই এটা সাধারণ আচার বা সাধারণ সমাজে পালিত ব্যবহার বলে গণ্য হত না। ভারতবর্ষের কেরালা অঞ্চলের কয়েকটি প্রাচীন আদিবাসীদের মধ্যেও এ জাতীয় ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, কেরালার "আরানাদেন" আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে পিতা কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে যৌনসংসর্গও করে। অন্য কেরলীয় আদিবাসী "কুড়িয়া" ও "বিশ্বভন"দের মধ্যে বিধবা মাকে পুত্রদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে এবং যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা যায়।[৫] ভোবুয়ানদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের সঙ্গে মায়ের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হ'লে খুব দোষের কারণ হয় না। ইন্দোনেশিয়ার বালিনীয়দের মধ্যে যমজ ভাইবোনের বিয়ে হয় এই কারণে যে তারা মাতৃ-উদরে ইতিপূর্বেই অবৈধভাবে মিলিত হয়েছে। আফ্রিকার খোজাদের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন শিকারী বিশেষ ধরনের শিকার শেষ করে এসে তার কন্যার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে, যা অন্য সময় বা সাধারণ অবস্থায় অত্যন্ত হীন দুষ্কর্ম বলে গৃহীত হয় এবং কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়।[৬] তবুও এসবগুলিকে ব্যতিক্রমই বলব, এবং এসব সম্পর্কের মধ্যে সর্বজনীন যৌননিষেধাচার সর্বত্র পালিত হয়।

253. **Incestaous**—অনাচারী। 254. **Individualism**—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ।

255. **Individual ownership**—ব্যক্তিগত মালিকানা। 256. **Indurtry**—শ্রমশিল্প।

257. **Infanticide**—শিশুহত্যা, নবজাতক হত্যা।

নবজাত শিশুহত্যা কোন-কোন সমাজে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। পলিনেশিয়া অঞ্চলে প্রায় দুইতৃতীয়াংশ নবজাতককে এইভাবে হত্যা করা হয় কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক কারণের জন্য। আফ্রিকার "আণা"দের মধ্যে পূর্বে শিশু নির্বিশেষে

---

৫ Tribes of Kerala—Luiz ; Bharatiya Adimjati Sevak Sangha New Delhi-I

৬ Social Structure—G. P. Murdock

হত্যা করা হ'ত। কোন কোন স্থানে এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে আদিমধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় সংকেতবাদ, নরমাংস ভক্ষণ, শিশুর বিকৃত দেহকাঠামো ইত্যাদি কারণ থাকে।

258. **Inheritance**—উত্তরাধিকার। 259. **Irrigation**—সেচ।

260. **Joint ownership**—যৌথ মালিকানা।

261. **Joint Succession**—যুগ্ম (পদ) অধিকার।

262. **Jurisprudence**—আইনবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র।

263. **Jurors**—জুরিবর্গ, নির্ণায়ক সভ্যবৃন্দ। 264. **Kin**—কুটুম্ব, জ্ঞাতি, আত্মীয়।

(ক্রমশঃ)

'পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা' প্রথম দুই কিস্তি যথাক্রমে 'গ্রন্থাগার' -এর আশ্বিন এবং অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে পরপর এই পরিভাষা 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করাই লেখকের ইচ্ছা ছিল। স্থানাভাববশতঃ লেখাগুলি পরপর সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করতে পারিনি। আশা করি সেজন্য পাঠকবর্গ আমাদের ক্ষমা করবেন। লেখককে ধন্যবাদ যে, সামাজিক নৃ-বিদ্যা সম্পর্কে বাংলা পরিভাষা সংকলনে তিনি এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা সংকলনে আগ্রহী ব্যক্তিদের আমরা অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি। সঃ গ্রঃ।

Terminology of Social Anthropology (in Bengali)
Tushar Kanti Neogi

গ্রন্থ সমালোচনা

তোমাদের গোর্কি—অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। নতুন দিগন্ত, ৫।৭৫ বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২ ; ১৯৬৮। ৪+১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য : ২.০০ টাকা।

'শুধু বড়োদের জন্যেই বড়ো বড়ো কথা আমরা লিখি। বড়ো কথা সহজ করে সবার জন্যে লিখি না। যাঁরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, পড়ে শোনালে তাঁরাও বুঝবেন এমনি ভাষায় এই বইখানি লেখার চেষ্টা হয়েছে। তাঁদের কথা আর ছোটোদের কথা মনে করেই বইখানি লেখা। অন্যেরাও আনন্দ পাবেন মনে হয়।' —বইটি লেখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ভূমিকায় গ্রন্থকার এই কথা জানিয়েছেন। কথাটা খুবই সত্যি যে দুরূহ কিংবা নিরস বিষয় সরসভাবে বিশেষ লেখা হয় না ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিতদের হাত আজকাল মুষ্টিবদ্ধ থাকে, দাক্ষিণ্যে তেমন ভরে ওঠে না। সেদিক থেকে অধ্যক্ষ চক্রবর্তী মহাশয় ছোটদের কথা ভেবে তাদের বোধগম্য ভাব ও ভাষায় বইটি লিখেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

গোর্কির নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছোটবেলা থেকেই। অনেক আগেই বাংলায় তাঁর কিছু লেখা অনূদিত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 'মা' বইটী দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী পাঠকদের কাছে সাড়রাগ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। গোর্কি আজ আর কেবল রুশ দেশের একজন সাহিত্যিক নন। দেশ ও কাল নির্বিশেষে সাহিত্যরসপিপাসু মানুষের হৃদয়ে তাঁর স্থান সুচিহ্নিত।

সাহিত্যসাধনার সঙ্গে গোর্কির জীবনকথাও মনকে আকৃষ্ট করে। অশেষ দুঃখ ও অসচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে তাঁর সৃজনীপ্রতিভা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রুশ দেশের প্রাক-বিপ্লব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান থেকে তিনি উপাদান খুঁজে পান। লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষের বেদনা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর রচনা কখনও প্রচারধর্মী হয়ে পড়ে নি। স্থায়ী ও চিরন্তন মূল্যবত্তার সুরই তাঁর লেখায় অনুরণিত।

আলোচ্য বইটিতে গোর্কির জীবনচিত্র সুনিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে। মনোহারী গল্পের মতো করে তাঁর জীবনকাহিনী বলা হয়েছে। তারই সঙ্গে বইটির শেষদিকে গোর্কির একটি করে কবিতা, গল্প, দিনলিপি ও বিখ্যাত 'মা' উপন্যাসটী সংক্ষিপ্তাকারে পাওয়া যায়। শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার ছাড়াও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও বইটী সমাদর লাভ করবে।

—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

War Against Crime—Nihar Ranjan Guha Roy ; Security Publishers, 116A, Narkeldanga North Rd., Calcutta-11 ; 1966 ; Price Rs. 10/-

অপরাধের সংখ্যা সারা পৃথিবীতেই আজ বেড়ে চলেছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা যেমন এ বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, রাষ্ট্রকর্ণধারগণও তেমনি অপরাধ কমাতে ও দুর্বৃত্ত দমাতে হরদমই নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। এ সম্পর্কে অনেক নীতি ও তত্ত্ব বেরুচ্ছে ; পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কম হচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা, কোনো কিছুতেই আজ আর নিবিঘ্ন করা যাচ্ছে না। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় হাঙ্গামা-হুজ্জোত, জোর-জুলুম, চুরি-ডাকাতি—শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে আজ দিশেহারা করে তুলেছে।

এরকম সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে কেউ যদি অপরাধ নিবারণ সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কোনো কর্মপন্থা উপস্থাপিত করেন, দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মানুষ তাহলেও একটু আশ্বাস পায়। শ্রীনীহাররঞ্জন গুহরায়ের War Against Crime-এর প্রকাশককে অন্তত: এই কারণেও স্বাগত জানাতে হয়।

অপরাধ কেন সংঘটিত হয়, কী কী উপায় অবলম্বন করলে এর মূলীভূত সামাজিক কারণগুলো নির্মূল করা যায়—সমাজবিদ্যার সে-সব নীতি ও তত্ত্ব এ বইটিতে আলোচিত হয়নি। সমস্তরকমের অপরাধ নির্মূল করার পথনির্দেশ মিলবে—বইটির নাম পাঠকমনে এই প্রত্যাশাই জাগায়। কিন্তু শুধুমাত্র চৌর্যাপরাধ ছাড়া, অন্য সমস্ত রকম অপরাধের কথা সম্পূর্ণ অনুক্ত থাকায়, বইখানি পাঠকের সে প্রত্যাশাও মেটাতে অক্ষম।

অপরাধের মোকাবিলার সর্বজনস্বীকৃত পন্থা হল তিনটি : নিবারণ (Prevention) সংস্কার (Reformation), ও শাস্তিবিধান (Punishment)। বর্তমান গ্রন্থখানি শুধুমাত্র 'নিবারণ'-এর মধ্যেই তার বক্তব্যকে সীমিত রেখেছে। দুঃখের কথা এই যে, নানাক্ষেত্রে চৌর্যাপরাধের তথ্য ও জনগণের পালনীয় সতর্কতাব্যবস্থা ছাড়া, নিবারণের অন্য কোনো দিকই এতে আলোচিত হয়নি : এমন কি, গ্রন্থকার স্বয়ং যে-পুলিশবিভাগের কর্মকর্তা, সেই পুলিশী উদ্যোগের কোনো বিবরণও এতে মিলবে না।

ভারতীয় রেলপথের পূর্বাঞ্চলীয় দুটি বিভাগ (পূর্ব রেল ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল) এবং কলকাতা বন্দর—এগুলোর মধ্যে অভাবনীয় যেসব পুকুর-চুরি দিন-দুপুরে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে, তার একটি তথ্যনিষ্ঠ চিত্র দিয়ে গ্রন্থকার আলোচনা আরম্ভ করেছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হলে, এইসব বিপুল ক্ষতি কতখানি কমানো যেত, তা দেখাতেও তিনি ত্রুটি করেননি। কিন্তু অন্তরালবর্তী যেসব মহাশক্তিমান রাঘব-বোয়াল সেগুলো কার্যকরী করার পথে দুরপনেয় বাধা সৃষ্টি কোরে চলেছেন, সেই সব মহাপ্রভুদেরকে দমনের জন্যে পুলিশ আজ পর্যন্ত কোনো কিছু করেছে কি ? পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগবে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এর কোনো সদুত্তরই বইখানিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সমগ্র পূর্বভারতের আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, কলকাতা বন্দর সংস্থার অভ্যন্তরীণ ছবিবস্থা সম্পর্কে এদেশের সাধারণ পাঠক আজ পর্যন্ত প্রায় অন্ধকারেই রয়েছেন। শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের 'বন্দরের কাল' নামক একটিমাত্র বাংলা বই ছাড়া, এ সম্পর্কে আর কোনো বই আছে বলে আমাদের জানা নেই। শ্রীগুহ রায়ের গ্রন্থখানি এক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দাবী করতে পারে।

অপরাধ দমনের কাজে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই পুলিশ বিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হওয়ায়, চুরি নিবারণের অনেক মূল্যবান পথনির্দেশ বইটি থেকে লাভ করা যায়। নাগরিক সাধারণের ধনসম্পত্তি ও শান্তি রক্ষায় এগুলোর অবদান অপরিসীম। মালপত্র চলাচলের ব্যবসা, পণ্য-ব্যাপারী ও দোকানীদের পক্ষে অবশ্য-পালনীয় যেসব সতর্কতা-ব্যবস্থার কথা এতে বিশদভাবে বলা হয়েছে, যথাযথভাবে প্রতিপালিত হলে, সেগুলোও সমাজকে প্রভূত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

বিরক্তিকর অসংখ্য পুনরুক্তিদোষ বইটির সৌকর্যকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে। ৬৯ পৃষ্ঠার ছবিটি আরেকবার দেখা দিয়েছে ১২৩ পৃষ্ঠায়। ৭২ পৃষ্ঠার চিত্রখানি হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১২৯ পৃষ্ঠায়। ৭৩ পৃষ্ঠার ছবির পুনরাবির্ভাব দেখা যাচ্ছে ১২৮ পৃষ্ঠায়। ঠিক তেমনি ৯০ এবং ১২১ পৃষ্ঠার চিত্রদ্বয়ও যথাক্রমে ১৩৯ এবং ১৪৬ পৃষ্ঠায় নির্লজ্জভাবে পুনঃপ্রবেশ কোরে বসে আছে! ভিন্নতর প্রসঙ্গে একই চিত্রের পুনর্মুদ্রণ তবুও ক্ষমার্হ ভাবা যেতে পারত। কিন্তু এখানে তো তা-ও নয়। একই বক্তব্যের সঙ্গে, হুবহু একই ছবির এই হতবুদ্ধিকর বিচারিণীবৃত্তিকে শুধু অনবধানতা বলে উপেক্ষা করা চলে কি? শুধু এই-ই নয়। বিরামচিহ্নের অভাব ও ভ্রান্ত প্রয়োগও (ড্যাশের বদলে হাইফেন এখানে একেবারে চালু ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে!) অনেক ক্ষেত্রে অর্থের দুর্বোধ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বইখানির বহিরঙ্গটি কিন্তু নিঃসন্দেহেই উচ্চমানের। বস্তুতঃ, ছাপা-বাঁধাই কাগজ-প্রচ্ছদ প্রভৃতির এমন রুচি-শোভন সমাবেশ, এদেশের প্রকাশনক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। সর্বোপরি, গ্রন্থকারের বহুবর্ষব্যাপী শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয়ও গ্রন্থটিতে স্বপ্রকাশ। গল্প-উপন্যাস-ন্যাকামী গ্রাবিত এই দেশের পক্ষে, এরকম একখানি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম প্রকাশের জন্যে গ্রন্থকার সকলেরই সাধুবাদ পাবেন। বইটি জনসমাদৃত হবে—এ-আশা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা পোষণ করব।

—বনবিহারী মোদক

বিয়োগ-পঞ্জী

মিস ক্রুগারের জীবনাবসানে

সংবাদ পাওয়া গেছে, মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক মিস রুথ সি. ক্রুগার গত জুলাই মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।

মিস ক্রুগার দক্ষিণ আমেরিকার ডাকোটার ম্যাডিসনে (উইসকনসিন) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ইষ্টার্ণ ষ্টেট টিচার্স কলেজ থেকে শিক্ষা বিষয়ের স্নাতক হন।

১৯২৭ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ও মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইষ্টার্ণ কলেজে গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি গ্যানিসনে (কলাম্বিয়া) ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেট কলেজ, ওরিগন ষ্টেট কলেজ এবং কালামাজু (মিচিগান) কলেজে কাজ করেন। ১৯৪০-১৯৪১ সালে ইউ এস ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে, ১৯৪১-১৯৪৬ সিউল ও কোরিয়ায় এবং তাইপেতে (তাইওয়ান) তিনি গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ইউ এস-আই-এস-এর গ্রন্থাগারিক হয়ে ভারতে আসেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতায় প্রেরিত হন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এখানে থাকেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত তিনি বেরুইটে (লেবানন) ছিলেন এবং তারপর দেশে ফিরে গিয়ে ওয়াশিংটনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

কলকাতায় থাকাকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত প্রায় প্রতিটী সভা সমিতিতেই তাঁকে যোগ দিতে দেখা যেত। এই সূত্রে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

Obituary : Miss Ruth C Kruegger

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার :

তরুণ সংঘ সাধারণ পাঠাগার ঃ শ্রীরামপুর মাঠপাড়া (বর্ধমান)

তারাকিঙ্কর বসু

খুব বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে বছর বারো আগেকার কথা। বছর উনিশেকের এক তরুণকে ব্যাগহাতে বাড়ী বাড়ী বই দিয়ে বেড়াতে দেখেছিলুম। দিনরাত সে বই হাতে করে পথেঘাটে ঘুরছেই। ছেলেটাকে তখন অত চিনতুম না। তবে চিনতে সময় বেশি লাগেনি। তার সঙ্গে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের অনেকেই খুব তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছিল। দেখা গেল, অল্প দিনের মধ্যেই তাকে সবাই বইএর জন্যে তাগাদা দিতে লাগল।

শুধু যে বই দেওয়া-নেওয়াই ছিল তার কাজ তা নয়। আরও একটা তার বড় কাজ ছিল বাড়ী বাড়ী ঘুরে বই সংগ্রহ করা। বাড়ীর ছেলেমেয়ে, বৌ-ঝি প্রত্যেকের কাছে বইএর আবেদন জানাত সে। দিনের পর দিন ধরে বইএর 'সংগ্রহ' চলতে লাগল। এতে অবশ্য সহযোগিতা করেছিল তার সমবয়সের একদল ছাত্র। সকলের সমবেত চেষ্টায় গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এইভাবে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনে স্থাপিত হয়েছিল "শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ পাঠাগার"। এই রকম নামকরণের পিছনে বেশ কিছুটা ইতিহাসও আছে। যে সব অল্পবয়সী বালকদের নিয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা বাংলা সন ১৩৬০ সালে "তরুণ সংঘ" নামে একটা 'ক্লাব' গঠন করেছিল। এই ক্লাবেরই নামানুসারে এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

তবে মূলতঃ এই পাঠাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা তৎকালে বিদ্যালয়ে পাঠরত একটীমাত্র তরুণ ; যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদম্য উৎসাহে, এবং অপরিসীম ধৈর্যে পাঠাগারের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে চলতে থাকে। এঁর নাম শ্রীমহাদেব ঘোষ। এঁরা কিন্তু এই গ্রামের আদি বাসিন্দা নন। এঁর পিতা ৺পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় বর্ধমান জেলার রায়না থানার বড়বৈনান গ্রাম থেকে উঠে এসে এখানে বসবাস করছিলেন। উঠে আসার কারণ, দামোদরে ভয়ানক বন্যা হোত তখন। বন্যায় ঘরদোর ফেলে দিত, মাঠের শস্য ভাসিয়ে দিত। তাতেই উৎখাত হয়ে মাইল ৮ পশ্চিমে ঐ থানারই এক গ্রাম কাইতি-শ্রীরামপুরের এক নতুন বসতিতে এসে এঁরা বসবাস শুরু করেন। শ্রীরামপুর গ্রামটী বেশ প্রাচীন। এখানে ষোড়শ শতাব্দীর "ধর্মমঙ্গল" প্রণেতা কবি রূপরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপক্রমণিকায় রূপরাম যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে এই অঞ্চলের পরিচয় জানা যায়। এই গ্রামেরই অদূরে মাঠের এক অখ্যাত সরোবরের চারপাশ ঘিরে

যে বসতির সৃষ্টি হয়েছে তা বেশিদিনের কথা নয়—বাংলা সন ১৩৪৩ সালের কথা। এই বসতির সবাই এসেছিলেন ঐ বড়বৈনাম গ্রামের তৎকালীন বন্যা পীড়িত এলাকা থেকে।

নতুন বসতির নামকরণ কিছু করা হয়নি তবে স্থানটী "শ্রীরামপুর মাঠপাড়া" এই নামেই খ্যাত। এই মাঠপাড়াতেই গড়ে উঠেছে পাঠাগারের নতুন সুন্দর ভবন।

পাঠাগারটি অবশ্য খোলা মাঠের মধ্যে সুন্দর নিরালা পরিবেশে অবস্থিত। এতে বর্তমানে দুই হাজারের মত বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক রয়েছে। অনেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রপত্রিকাও রাখা হয়। পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা একশতের উপর। দৈনিক বই বিলির গড় সংখ্যা ২৫-৩০ হবে।

পাঠাগারের গৃহ ও আসবাবপত্রের সম্প্রসারণ একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। যে বাড়ীটীতে গ্রন্থাগারের কাজ চলছে তাতে উপর-নীচে করে তিনটী কক্ষ। একটী কক্ষে সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসে। দ্বিতীয়টী সাধারণ পাঠকক্ষ। তৃতীয়টী স্ট্যাককক্ষ। এছাড়া খেলাধূলার সরঞ্জামতো আছেই।

পাঠাগারটী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত তালিকাভুক্ত। তবে এককালীন একশত টাকা 'বুকগ্রান্ট' পেয়ে থাকে মাত্র। কোন কোন বছর আবার তাতে বঞ্চিতও থেকে যায়।

এই পাঠাগারটিকে "গ্রামীণ গ্রন্থাগার" (Rural Library) রূপে মঞ্জুরী লাভের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়েছে।

পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক (অবৈতনিক) শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং। তিনি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি শুধু যে শ্রম দিয়েই পাঠাগারের সেবা করেন তা নয়, আর্থিক সাহায্যও যথেষ্ট করে থাকেন। পাঠাগারে বর্তমানের যাবতীয় আসবাবপত্র তাঁরই দেওয়া অর্থে ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৫৮ খৃঃ এই পাঠাগারে সর্বপ্রথম 'কার্যনির্বাহক কমিটি' গঠিত হয়েছিল. বারোজন সদস্য নিয়ে। বর্তমানে পাঠাগারের সভাপতি শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ মিত্র এম, এ, বি·এল মহাশয়। সম্পাদক পদে রয়েছেন শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ। সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

পাঠাগারের ঠিকানা : শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ সাধারণ পাঠাগার ; শ্রীরামপুর মাঠপাড়া, পোঃ কেশবপুর, বর্ধমান।

Libraries in West Bengal :
Srirampur Tarun Sangha Sadharan Pathagar
By Tarakinkar Basu.

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার 'বিয়োগপঞ্জী'তে (পৃ ১৭২. পংক্তি ৫) "মিস ক্রুগার দক্ষিণ আমেরিকার ডাকোটার ম্যাডিসনে" স্থলে "মিস ক্রুগার আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটার ম্যাডিসনে" হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

গত ৮ শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় একটি বিশেষ সভা ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, ১৭এ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

"গত ৭ই জুলাই '৬৮ পাঠাগারের বিংশতিতম সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত সদস্যগণ ১৯৬৮-৬৯ সনের কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হ'ন :

সর্বশ্রী গোপালদাস মজুমদার (সভাপতি), ধরণীমোহন মুখোপাধ্যায় ও সুধীর বসু (সহঃ-সভাপতি), হিরণচন্দ্র ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক), বিশ্বনাথ ঘোষ (সহঃ সম্পাদক), দিলীপ দে (কোষাধ্যক্ষ), পি, সি, ভড়, নীলমণি মিত্র, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর ঘোষ, সুনীত বসু, কাশীনাথ ঘোষ, রবি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত বসু, কিশোরী কুমার, অসিত বসু, যতীন্দ্রনাথ সেন ও সুভাষ বসু (গ্রন্থাগারিক)।

বর্ধমান

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। সাতীগন্দী।

গত ১৫ই আষাঢ় '৭৫ যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের ষষ্ঠদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীঅমিয় কুমার সেনের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বর্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীকামিনী কুমার নাথ মহাশয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী ও বিবরণ পাঠ করেন। বিভিন্ন বক্তা 'সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সুভাষ পাঠাগার, ফটকবাড়, কালনা।

সুভাষ পাঠাগারের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০শে আষাঢ়, '৭৫। গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ২২৫০ এবং পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা ৪২৫ খানি। মোট সদস্য সংখ্যা ২৩০ জন। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র

দিবস, সুভাষ জয়ন্তী ও গ্রন্থাগার দিবস যথোপযুক্তভাবে পালন করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ বর্তমান বৎসরের জন্য কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন।

সর্বশ্রী নিত্যানন্দ দাস (সভাপতি), শম্ভুনাথ লাহা ও সুধীরকুমার দাস (সহ-সভাপতি), দিলীপকুমার মণ্ডল (সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র রায় (গ্রন্থাগারিক), মধুসূদন কুণ্ডু (সহঃ-সম্পাদক), দীনবন্ধু সাহা (কোষাধ্যক্ষ), দিলীপকুমার মোদক, বিশ্বম্ভর গোস্বামী ও সাধন চট্টোপাধ্যায় (সদস্যবৃন্দ)।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, বিবেকানন্দ রোড, সিউড়ী।

গত ২০শে জুন সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'গোপীনাথ পাঠ ভবন-এর' প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পুরোধা ছিলেন শ্রীকালিপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। গত ২৭শে জুন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ১৩১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন।

সংবাদ প্রদান ও সম্পাদনা : শ্রীমতী কৃষ্ণা গুপ্ত

News from Libraries

পরিষদ ভবন সংবাদ

পরিষদ ভবনের ত্রিতল পর্যন্ত নির্মাণ প্রায় সমাপ্তির পথে। আগামী দুর্গাপূজার পূর্বেই পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সম্ভব হলে পরিষদ দপ্তরের কিছু অংশ নতুন বাড়ীতে চলে যাবে। তবে অর্থাভাবের জন্য গৃহ নির্মাণকার্য আগামী কিছুকাল বন্ধ রাখতে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিল

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট	৫ টাকা	শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী	১ টাকা
শ্রীবিশ্বনাথ হালদার	৫		
,, অনঙ্গভূষণ রায়	৫	,, পূর্ণেন্দু শেখর	৮ ,,
ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি	১০ ,,	,, নন্দলাল বেরা	৩ ,,
পাবলিক লাইব্রেরী		,, বাণী ভট্টাচার্য	২ ,,
শ্রীচন্দনকুমার সেন	১০০ ,,	,, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় ও	
,, ভারতী সেনগুপ্ত	৫ ,,	,, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্মী—২·৯৫

সর্বশেষ গত অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ সংখ্যায় ডিসেম্বর '৬৭ পর্যন্ত গৃহনির্মাণ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়েছিল ; বর্তমান সংখ্যায় ১৩-৮-৬৮ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হল। সঃ গ্রঃ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা

পরীক্ষার ফল :

অগষ্ট ১৯৬৭

(রোল নং অনুযায়ী)

প্রথম শ্রেণী

রোল নং	নাম
৪	সাবিত্রী মিশ্র
৫	বন্দনা চক্রবর্তী
১৯	জ্যোৎস্না দাস
২১	গৌরী রায় চৌধুরী
২২	বিজয়লক্ষ্মী ঘোষ
৩১	তারাপদ ভৌমিক
৩২	প্রবীর গোপাল রায়
৩৩	দুর্গাগতি বসু
৩৫	পরিমল কুমার মুখোপাধ্যায়
৩৬	শিবদাস জাতি
৩৭	শিবনারায়ণ খাম্রা
৪০	পল্লবকান্তি সিংহ
৪৬	প্রাণকৃষ্ণ শীল

রোল নং	নাম
৪৮	দেবজ্যোতি বড়ুয়া
৪৯	অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫২	অমলকুমার রায় চৌধুরী
৫৯	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৬১	মহম্মদ মনসুর আহম্মদ মল্লিক
৬৩	গিরিজাশঙ্কর সহায়
৬৯	চিত্রলেখা ঘোষ
৭১	রেবা মুখোপাধ্যায়
৭২	ইলা বিশ্বাস
৭৩	জগদিন্দু সমাজপতি মজুমদার
৭৪	তিথির কুমার পাল
৮২	কোণ্ডা শঙ্করায়

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং	নাম
১	মানসী বসু (দেব)
২	পূরবী মজুমদার
৩	ঝর্ণা বসু
৬	লীলা দাস
৭	ইলা ঘোষ
৮	সবিতা দাসগুপ্ত
১০	আরতি সেন
১১	নমিতা সাহা চৌধুরী
১২	অনিতা সেনগুপ্ত

রোল নং	নাম
৪২	রাধাকান্ত দত্ত
৪৩	বাসুদেব সাহা
৪৪	নির্মলেন্দু ঘোষ
৪৭	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৫০	অজয় কুমার চক্রবর্তী
৫৩	সমীর কুমার বসু
৫৫	সুবিমলচন্দ্র রায়
৫৬	হরিদাস চক্রবর্তী

রোল নং	নাম
১৩	অঞ্জলী ভট্টাচার্য
১৫	যোগমায়া সেনগুপ্ত
১৬	কল্যাণী বসু
১৭	গৌরী বসু
২০	সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩	অনিল কুমার চক্রবর্তী
২৪	তারাপদ মুখোপাধ্যায়
২৭	সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য
২৯	বিমলনারায়ণ সুর
৩০	প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী
৩৪	মহম্মদ হাসেম মোল্লা
৩৮	বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯	জ্যোতির্ময় বসাক
৪১	সুকুমার দাসগুপ্ত

রোল নং	নাম
৫৭	বিজন বিহারী গোস্বামী
৫৮	রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬০	কল্যাণ চৌধুরী
৬২	অরুণ কুমার রায়
৬৪	ছবি বর্মণ রায়
৬৬	নিবেদিতা সরকার
৭০	রমা বসু
৭৫	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়
৭৭	সুনীতি কুমার ভট্টাচার্য
৭৮	পাচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৯	সন্তোষ কুমার বসাক
৮০	বাবুলাল সেন
৮১	ইরা দত্ত
৮৪	গৌরহরি সাহা

ডিসেম্বর ১৯৬৭
(এপ্রিল, ১৯৬৮তে অনুষ্ঠিত)

প্রথম শ্রেণী

১ হাসি লাহা
২ ললিতা বসু
৩ সবিতা প্রসাদ ঘুবে
৫ ব্রজগোপাল দাস

দ্বিতীয় শ্রেণী

১ ভারতী রায় চৌধুরী
২ সুবিমল পাল
৩ কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
৪ তণিমা দাস (শ্রীমতী সরকার)
৫ সুচিত্রা ঘোষ
৬ অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৮ নগেন্দ্রনাথ শর্মা
৯ মুন্নিকা সিং

Education for Librarianship

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই সং খ্যা য়

পরিষদের-গৃহ প্রবেশ উৎসব (সম্পাদকীয়)
অশ্লীল বই : Fanny Hill
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৩)
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্ময়াগার : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার :
কুণাল সিংহ
সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক পুঁথি পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ
হরিপদ ভট্টাচার্য
গ্রন্থাগার সংবাদ
বার্ষিক সূচীপত্র (ক্রোড়পত্র)

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা ঃ ভাদ্র ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হজরীমল লেন, কলিঃ-১৪.) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫।
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক — নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৫ | ১৩৭৫, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসব

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন পরিষদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় দিন। বাংলাদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সাধনার কেন্দ্ররূপে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন-রূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নাম এখন সুপরিচিত। একথাও সকলেই জানেন যে, ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত বহুমুখী কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্থার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছে। বহু মনীষী নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। পরিষদের দেড় হাজার সদস্যের মধ্যে যেমন আছেন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, তেমনি ব্যক্তিগত সদস্য হিসাবে রয়েছেন গ্রন্থাগার কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন পেশার গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। সভা, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন; গ্রন্থাগার কর্মীদের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান; গ্রন্থ প্রকাশন, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশ, এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিগত সমস্যাদি সম্পর্কে পরিষদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিষদকে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলে বিবেচনা করেন।

এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে বহুকাল পূর্ব থেকেই এই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৯৬২ সালের দিকে কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের কাছ থেকে কিস্তিবন্দীহারে প্রদেয় একুশ হাজার টাকা মূল্যে ইণ্টালীতে পৌনে তিন কাঠা জমি গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। তখন থেকেই পরিষদের জন্য একটি উপযুক্ত ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন ইণ্টালী সি. আই. টি রোডের ১৩৪ নং প্লটে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপনের অব্যবহিত পরেই গৃহ নির্মাণ কার্য শুরু হয়। বর্তমানে এই ভবনের দুটি তলার নির্মাণ কার্য শেষ করে ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছে। পরিষদের গ্রন্থাগার, শিক্ষণ ও প্রকাশন বিভাগ নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করা হবে।

চারিতলবিশিষ্ট এই ভবনটি সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক একলক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা পড়বে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে মাত্র সাড়ে সাতষট্টি হাজার টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। ভবনটি সম্পূর্ণ করতে আরো অনেক টাকা আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। আশা করা যাচ্ছে, সমগ্র ভবনটিতে থাকবে পরিষদের সাধারণ কার্যালয়, প্রকাশন বিভাগ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি আধুনিক গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ; স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার: একটি প্রেক্ষাগৃহ ও সভাগৃহ। তাছাড়া একটি ছাপাখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তকাদি ও বৃত্তিমূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ পরিষদের একটি অন্যতম কাজ। এজন্য পরিষদের একটি নিজস্ব ছাপাখানা থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজ আর ইহলোকে নেই। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সুশীলকুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ উচ্চমনাঃ ব্যক্তিগণ সমাজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পরিষদ স্থাপন করেন। পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ সফল হতে চলেছে। তাঁদের শ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারের ফলেই আজ পরিষদের এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে একথা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই।

প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব ভবন নির্মাণ পরিষদের জয়যাত্রার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিলে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু অনেকেই এখনো পর্যন্ত কিছুই দেননি। দানের পরিমাণ যদি সামান্যও হয় তাতে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। কেননা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান একত্রিত হয়ে যা হবে তাতে গৃহ নির্মাণ কার্য ত্বরান্বিত করবে।

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের আবেদন, পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী যদি অন্ততপক্ষে ১ টাকা করে এবং প্রতিটি গ্রন্থাগার ৫ টাকা করেও সাহায্য করেন তবে গৃহ নির্মাণ কার্যের খানিকটা সুরাহা হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগার যে তাঁদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমরা গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করার শপথ নিচ্ছি। সংকল্পের দৃঢ়তা থাকলে কার্যে সিদ্ধিলাভ যে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

Editorial : Opening Ceremony of the Association Building.

অশ্লীল বই ঃ Fanny Hill

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্বে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় আমি অশ্লীল বই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছি।* সেই প্রবন্ধে আমি শেষ পর্যন্ত এই কথা বলেছি যে, অশ্লীল বইকে গ্রন্থাগারের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের জানতে হবে গ্রন্থাগারিক Censor নয়, গ্রন্থাগারিক হলো পুস্তকের নির্বাচক। নির্বাচক হিসাবে কোন বইকে বিচার করে দেখতে হবে, তা বই যত অশ্লীলই হোক না কেন, বইয়ের ভিতরে এমন অংশ আছে কিনা যা থেকে পাঠক প্রেরণা পেতে পারে বা কিছু শিখতে পারে। এক কথায় গ্রন্থাগারের কাজ হবে বইখানিকে গ্রন্থাগারে রাখবার চেষ্টা করা : আর Censor-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বইখানিকে বাতিল করা। ফলে সে চেষ্টা করবে কোন একখানি বইয়ের ভিতরে এমন কোন অংশ খুঁজে বার করতে যার সাহায্যে সে বইখানিকে অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। মনে হয়, এখানে একটি উদাহরণ দিলে আমার আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে :

Les Cents nouvelles nouvelles নামের বইখানির লেখক ধরে নেওয়া হয় রাজকুমার Louis XI কে। পরে ইনি ফরাসী দেশের রাজা হন। এই বইখানির একশটি গল্পের মধ্যে একটি গল্পের বিবরণ এখানে দিলাম।

Valencia'র একজন নাম করা ব্যক্তি বাস করতেন। একটি বিরাট ও সুন্দর বাড়ীর মালিক। বাড়ীর একদিকে ছিল তার এক প্রিয় বন্ধুর বাড়ী। বন্ধুর ছিল যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী। যুবতীর নয়নবাণে জর্জরিত ভদ্রলোক দেখল তার প্রাণের জ্বালা মেটাতে না পারলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

দিনের পর দিন সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করে ভদ্রলোক তার বন্ধুপত্নীকে আপ্যায়িত করতে থাকলেন এবং কোন সুযোগে বন্ধুপত্নীকে তার মনোবেদনা জানালেন। বন্ধুপত্নীও রাজী হলেন ওষুধের ব্যবস্থা করতে এবং বললেন যেদিন তার স্বামী কোন কারণে এক রাত বাড়ি থাকবেন না সেই রাতে তিনি ভদ্রলোকের প্রেমাগ্নি জুড়াবার চেষ্টা করবেন। তেমন রাত্রি এলো। স্বামী চলে যাবার পর স্ত্রীলোকটি বাড়ীর খিড়কী দিয়ে প্রবেশ করলো।

একটি সুসজ্জিত কক্ষে যখন তারা পান ও ভোজনে আনন্দোল্লসিত সেই সময়ে স্ত্রীলোকটির স্বামী কোন কারণে ভদ্রলোকের দরজায় এসে করাঘাত করতে লাগল। স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর গলার স্বর শুনে একটু অবাক হয়ে গেল।

---

* দিলা মুখোপাধ্যায়। অশ্লীল বই ও গ্রন্থাগারিক, 'গ্রন্থাগার', পৌষ, ১৩৭৩ ; পৃঃ ৩৮৩ দ্রঃ—সঃ গ্রঃ।

এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকটি কি করতে হবে ঠিক করে নিলে। বন্ধুর স্ত্রীকে বললে শয্যার উপর তার গা ঘেঁসে এমন ভাবে শুতে যাতে কেউ তার মুখ দেখতে না পায়। দু'জনেই শয্যায় শুয়ে পড়লো। চাকরেরা দরজা খুলে দিলে।

বন্ধু ভিতরে প্রবেশ করে, ঘরের টেবিলে ভালো ভালো খাবার ও মদের পাত্র দেখলে এবং সেই সঙ্গে দেখলে তার বন্ধু শয্যায় শুয়ে রয়েছে এবং তার পাশে শুয়ে আর একজন। তাই দেখে বন্ধু বললে "লুকিয়ে লুকিয়ে খুব আনন্দ করছ! বেশ! উৎসবে না হয় আমি উপস্থিত ছিলাম না—তা বলে বধূকে দেখাতে আপত্তি কি!"

এই কথা বলে সে একটি জলন্ত বাতি ধরে শয্যার কাছে এগিয়ে গেল এবং স্ত্রীলোকটির গায়ের ঢাকা খুলে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার বন্ধু বললে সে যদি ইচ্ছে করে বধূর পিছনের দিক—কেবল কোমর থেকে উরু পর্যন্ত দেখতে পারে। স্ত্রীলোকটির স্বামী অগত্যা তাইতে রাজী হলো।

বাতির আলোয় ভদ্রলোক অনেকক্ষণ দেখল এবং স্ত্রীলোকটির শরীরের দৃশ্যমান অংশটুকু দেখে তার সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললে, বধূর পিছনের অংশ ঠিক তার স্ত্রীর পিছনের অংশের মত, এবং সে যদি জানত তার যুবতী স্ত্রী বাড়ীতে নেই তা হলে সে বলত এ তারই স্ত্রী"।

এর পর অনেক হাসি ঠাট্টার পর ভদ্রলোকটি বিদায় নিল এবং তাকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দেওয়া হলো। এদিকে তার স্ত্রী খিড়কী দিয়ে স্বামীর পূর্বেই নিজ গৃহে উপস্থিত হলো এবং স্বামীকে এতরাত্রে বাড়ী ফেরার দরুণ খুব বকাবকি করলো।

এ ভাবে পিছন দেখান আমাদের কাছে অবশ্য নতুন নয়। কারণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গোপালকে বলেছিলেন "গোপাল কাল থেকে আমায় তোমার মুখ দেখাবে না"—গোপাল পরের দিন রাজাকে কি দেখিয়েছিল তা সকলেই জানেন। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা আমাদের দেশের কে না জানে এবং তা অশ্লীল বলেও গণ্য হয়নি। উপরের গল্পটী আসল ফরাসী ভাষায় পড়লে হাসি ছাড়া মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা আসে বলে মনে হয় না, সুতরাং গল্পটীকে কি আমরা অশ্লীল বলতে পারি না, এই হাস্যরস থেকে আমরা কোন পাঠককে বঞ্চিত করতে পারি? এ ধরনের গল্প যে ইতালীয় ও ফরাসী সাহিত্যে কত আছে তার ইয়ত্তা নেই। ফরাসী সাহিত্য বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এমন একটা যুগ ছিল যে যুগে বহু নামকরা লেখক এ ধরনের গল্প লিখতেন।

অধুনা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আইনের পরিবর্তন হয়েছে। ফরাসী দেশে অশ্লীলতা সম্বন্ধে কোন আইন নেই। যে কারণে ফরাসী দেশে অশ্লীল বই ছাপা হয় সব চেয়ে বেশী। কিন্তু ফরাসী দেশের লোক অশ্লীল বই পড়ে সব চেয়ে কম। কিছুদিন হলো

Satesman পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় Denmark-এ অশ্লীল বই সম্বন্ধে আইন তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে নানা প্রকাশক নানা ধরনের উত্তেজক প্রচ্ছদপটে সাজিয়ে বহু অশ্লীল বই ছেপে বার করে। কিন্তু যত বই বিক্রি হবে বলে প্রকাশকরা আশা করেছিল সে তুলনায় কিছুই বিক্রি হয় নি; ফলে প্রকাশকদের বহু ক্ষতি হয়েছে।

১৬-২-৬৮ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় John Cleland-এর লেখা Fanny Hill সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। Munich-এর একটি আদালত একজন নাম করা প্রকাশক Kurl Desch-এর দ্বারা প্রকাশিত Fanny Hill-এর সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত করেছে। কারণ বইখানি অশ্লীল। কিন্তু প্রকাশকের কোন শাস্তি হয়নি এবং আদালতের রায় অনুযায়ী "বইখানি অশ্লীল কিন্তু যুবজনের এমন বিশেষ ক্ষতি-কারক নয়।"

এই Fanny Hill বইখানি যখন প্রথম বার হয় এবং আদালত যখন বইখানিকে বাজেয়াপ্ত করে তখন আদালত কি রায় দিয়েছিল তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

Fanny Hill বইখানি হলো ইউরোপের সর্বপ্রধান অশ্লীল বই। বইখানির পুরানাম হলো Memoirs of the Life of Fanny Hill or the Memoirs of a Woman of pleasure। বইখানি কিন্তু বিশেষ ভাবে পরিচিত নায়িকা Fanny Hill-এর নামে। বইখানি লেখেন উচ্চশিক্ষিত, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি John Cleland. বইখানি লেখা হয় ১৭৪৯ সালে। ১৭৫০ সালে বইখানি প্রকাশিত হয় এবং নানা দেশে, নানা ভাষায় এবং নানা নামে বইখানির সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। ফ্রান্সে বারটি সংস্করণ বার হয় এবং জার্মানীতে বার হয় দশটি সংস্করণ। আদালতে বিচারের পর বইখানির অনেক অংশ বাদ দেওয়া হয় এবং মূল বইখানি যে বছরে বার হয় সেই বছরেই বইখানির Bandbrised সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আজও এই সংস্করণ থেকে সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। লোকে ভাবে তারা আসল বইখানি পড়ছে কিন্তু আসলে তা নয়। Fanny Hill-এর অনুকরণে—Memoirs of a man of pleasure নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। একজন প্রকাশক Fanny Hill ছেপে দু'ই বছরের মধ্যে ১০,০০০ পাউণ্ড রোজগার করে কিন্তু লেখকের কপালে জোটে মোটে ২০ গিনি এবং বদনামের বোঝা।

বইখানির লেখক দেনার দায়ে জেলে, এমন সময় কোন প্রকাশক তাকে জানায় সে যদি একখানি "novel of sex" লিখে দিতে পারে তা হলে সে তাকে জেল থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। Cleland রাজী হয় এবং কারামুক্ত হয়ে সে Fanny Hill লেখে।

বইখানি প্রকাশিত হবার পর Privy Council তাকে শমন দেয় "excessively

sexual" বই লেখার জন্য তার উপরে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছে তাকে সে সব অভিযোগের উত্তর দিতে হবে।

উত্তরে Cleland বলে, বইখানির উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে যে সম্প্রদায় মানুষের যৌন প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যৌন জীবনের অবনতি এনেছে, তারই বিরুদ্ধে অভিযান এবং সেই কারণেই তিনি বইখানির ভিতরে Underworld-এর সম্যক চিত্র অঙ্কিত করেছেন। Privy Council-এর সভাপতি ছিলেন সাহিত্যরসিক Earl of Granville। তিনি Clelandকে কোন শাস্তি দেননা এবং তাকে জানান ভবিষ্যতে সে যেন আর এ ধরনের কোন বই না লেখে। কেবল তাই নয়, Cleland এর দুরবস্থাকে দূর করবার জন্যে তাকে বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড ষ্টারলিং মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের কথা অনুযায়ী Cleland পরে আর এ ধরনের কোন বই লেখেন নি।

Fanny Hill-এর গল্পটি সম্বন্ধেও আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। এ ধরনের গল্প যে কেবল Cleland-ই লিখেছিলেন তা নয় Sade-এর লেখার মধ্যে, এমন কি, আধুনিক লেখক Alberto Moravia'র Empty Canvas এবং Woman of Rome-ও কতকটা Fanny Hill-এর মত বই। যাই হোক, Fanny Hill-এর গল্পটি সংক্ষেপে হলো এই :—

যুবতী মেয়ে সহরে এসেছে কাজের সন্ধানে। সংগে একজন বন্ধু ছিল। সহরে এসে বন্ধু তাকে একা ফেলে অদৃশ্য হলো। তার জীবনের সূত্রপাত হলো Mrs. Brown-এর আড্ডায়। তার যৌনজীবন এইভাবে শুরু হয়। পরে Charles নামে একজন যুবকের হাতে নিজেকে তুলে দেয়—কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়ে। সুখেই দিন কাটতে থাকে। জীবন ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্নে রঙ্গীন হয়ে উঠতে থাকে। লেখক এইস্থানে প্রেমিকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কবিতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বর্ণনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে 'Oh, could I paint his figure as I see it now, still present to my transported imagination! A whole length of an all perfect manly beauty in full view Think of a face without a fault, glowing with all the bloom and verdant freshness of an age ....." এবং শেষ করেছেন এই কথা বলে "....His thighs, finely fashioned and with a florid glossy roundness, gradually tapering away to the knees, seemed pillars worthy to support that beauteous frame."

Fanny'র বরাতে কিন্তু এ সুখ সইল না। যুবকের অবস্থা জানতে পেরে তার পিতা তাকে একটি কারখানা দেখবার জন্যে দূর দেশে পাঠিয়ে দেয়। অদৃষ্টের দোলায় দুলতে দুলতে Fanny'র জীবন এগিয়ে চলে—কিন্তু সে জীবনে প্রেমের গন্ধও ছিল না, ছিল কেবল সম্ভোগ।

Fanny'র বরাত আবার খুললো। একদিনের হঠাৎ হাপানির টান উঠে। পথের বাকে Fanny তার সেবা করে। বৃদ্ধ বহু সম্পত্তির মালিক। সে Fannyকে নিজ

গৃহে নিয়ে যায়। [redacted] শেখায়-এবং শেষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি Fannyকে [redacted]।

হঠাৎ Fanny'র খেয়াল হয় জন্মস্থান দেখবার। মাঝপথে একটি চটিতে ওঠে। ভীষণ ঝড় শুরু হয়, ফলে দুজন অশ্বারোহী সেই চটিতে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে একজন ছিল Charles—Fanny তাকে দেখেই চিনতে পারে। Charles দরিদ্র, কিন্তু Fanny আজ অগাধ সম্পত্তির মালিক। Fanny তার নোংরা জীবনের সব কথাই Charlesকে খুলে বলে কিন্তু Charles তা গ্রাহ্য করে না। তাদের আইন অনুযায়ী বিয়ে হয়।

Fanny শেষে বলে "Thus at length I got snug into the port, where in the bosom of virtue, I could not help pitying those who, immersed in gross sensuality, are insisible to the delicate charmes of virtue."

অর্থাৎ সহবাসে প্রেম না থাকলে তা অন্যায়।

বইখানির ভাষার মধ্যে মোটেই কদর্যতা নেই, কারণ বইখানি শিক্ষিত লোকের লেখা। বইখানির মূল দোষ হচ্ছে তার মধ্যে নানাধরনের কদর্য দৃশ্যপট। ঠিক এই কারণেই হয়তো লেখক জজ সাহেবের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল কারণ জজ সাহেব নিজেও ছিলেন সাহিত্যরসিক।

ভালো লেখকের হাত থেকে এ ধরনের বই যখন বার হয় তখন তা সাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। Lady Chatterly's Lover-এর যে অংশগুলি Bandbrised হয়েছে, সে অংশগুলি যে কত সুন্দর ও নিখুঁত বর্ণনা তা যদি পাঠক পড়ে থাকেন তাহলে সাহিত্য হিসাবে এমন কি কবিতা হিসাবে যে সেগুলি কত সুন্দর তা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন।

কিন্তু এসব বই গ্রন্থাগারে রাখবার উপায় নেই। এসব ক্ষেত্রে পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের কোন হাত নেই, কারণ এ ধরনের বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হবে কি না হবে তা সমাজ এবং আইন পূর্বে থেকেই ঠিক করে দিয়েছে।

Obscene books : Fanny Hill
By Rajkumar Mukhopadhyay.

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৩৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুনর্গঠন-উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রীআসাদুল্লাহর বাড়ীতে যে অনিয়মিত বৈঠক বসে তাহার ফলে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন পুনর্জীবন লাভ করে। ইহার পরিচালনার্থে যে পরিবর্তিত সংবিধান ইংরেজীতে প্রণীত হয় তাহার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হইল।

১ নাম—সংস্থার নাম হইবে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন।

২ উদ্দেশ্য—অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হইবে :

(ক) বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধন,

(খ) সংস্কৃতির বিকিরণ,

(গ) গ্রন্থাগারসমূহের সমন্বয় সাধন এবং প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালন,

(ঘ) সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে অর্থসাহায্য পাওয়ার সহায়তাকরণ,

(ঙ) জিলা গ্রন্থাগার সমিতি গঠন,

(চ) গ্রন্থাগারিকদিগকে শিক্ষাদান,

(ছ) গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারের সরঞ্জামপাতি ও নকসার সংগ্রহালয় স্থাপন।

৩ অন্তর্ভুক্তি—বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার, পাঠাগার, গ্রন্থাগার সমিতি, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানই ইহার সভ্য হইতে পারিবে।

৪ অ্যাসোসিয়েশনের গঠন—নিম্নোক্ত সভ্যদিগকে লইয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইবে :

(ক) প্রতিপালক (পেট্রন)

(খ) দাতা (ডোনার)

(গ) আজীবন সভ্য (লাইফ মেম্বার)

(ঘ) অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (অ্যাফিলিয়েটেড ইন্‌স্টিটিউশন)

(ঙ) সহায়ক সভ্য (সাপোর্টিং মেম্বার)

(চ) সাধারণ সভ্য (অর্ডিন্যারি মেম্বার)

(ছ) গ্রন্থাগার সমিতি

প্রতিপালক অ্যাসোসিয়েশনে এককালীন পাঁচশত টাকা দিবেন। দাতাগণ এক-কালীন একশত টাকা দিবেন। আজীবন সভ্য এককালীন পঁচিশ টাকা দিবেন। সহায়ক সভ্য বাৎসরিক তিন টাকা চাঁদা দিবেন। সাধারণ সভ্য বাৎসরিক এক টাকা এবং

অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক দুই টাকা চাঁদা দিবেন। গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিবৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের সংগৃহীত চাঁদার শতকরা পাঁচ টাকা দিবেন, কিন্তু তাহার পরিমাণ বার্ষিক তিন টাকার কম হইবে না।

বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনের পূর্বে পূর্ব বৎসরের বার্ষিক চাঁদা না দিলে কেহ সভ্যপদে থাকিতে পারিবেন না।

৫ কর্মকর্তাগণ—অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ থাকিবেন :

একজন সভাপতি
পাঁচজন সহকারী সভাপতি
একজন সাধারণ সম্পাদক
দুইজন সহকারী সম্পাদক
একজন কোষাধ্যক্ষ
একজন গ্রন্থাগারিক

উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রতিপালক, দাতা, আজীবন সভ্য, সহায়ক সভ্য এবং অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৬ মূল সংস্থার সভা : পরিষদ ও কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা অ্যাসোসিয়েশনের কার্য পরিচালিত হইবে। মূল সমিতিতে থাকিবেন :—

(ক) প্রতিপালক
(খ) দাতা
(গ) আজীবন সভ্য
(ঘ) অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ
(ঙ) সহায়ক সভ্য
(চ) সাধারণ সভ্য
(ছ) গ্রন্থাগার সমিতি

কর্মকর্তা, গ্রন্থাগার সমিতির একজন করিয়া প্রতিনিধি, প্রত্যেক জিলার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং প্রতিপালক, দাতা, আজীবন সভ্য, সহায়ক সভ্য ও সাধারণ সভ্যের পনেরজন প্রতিনিধি লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিই পরিষদের সভাপতি হইবেন। কার্যনির্বাহক সমিতি সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পরিষদের সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। পরিষদ গঠিত হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সভ্যগণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

দ্রষ্টব্য বিষয়—কলিকাতা নগরীকে একটি জিলা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭ মূল সমিতির সভ্যদের কর্তব্য :

(ক) সাধারণতঃ সভ্যগণ বৎসরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে মিলিত হইবেন এবং

কার্যনির্বাহক সমিতি যখন মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিবেন তখন মিলিত হইবেন। বর্ষপঞ্জী অনুসারে গঠিত পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যবিবরণী ও হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত করিতে হইবে।

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় কর্মকর্তাগণ এবং পরিষদের অন্যান্য সভ্য নির্বাচিত হইবেন।

(গ) সভ্যসংখ্যা দুইশতের বেশী না হওয়া পর্যন্ত পনরজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারিবে। তদূর্ধ্ব সংখ্যা হইলে মোট সভ্যসংখ্যার শতকরা দশজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিবে।

৮ পরিষদের কর্তব্য :

(ক) পরিষদ বৎসরে অন্ততঃ দুইবার মিলিত হইবেন, বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম মিলিত হইবেন আর পরে কার্যনির্বাহক সমিতি যখন মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন মিলিত হইবেন বা পরিষদের সভ্যসংখ্যার পঁচিশ জনের তাগিদে মিলিত হইবেন। পরিষদের শতকরা সাতজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারিবে।

(খ) বৎসরের মধ্যে পদত্যাগের দরুণ বা অন্যথা কোন সভ্যপদ শূন্য হইলে পরিষদই উক্ত বাকী সময়ের জন্য উক্ত শূন্যপদ পুরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

(গ) পরিষদ কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

(ঘ) সাধারণতঃ পরিষদ কার্যনির্বাহক পরিষদের কার্যাবলীর তদারক করিবেন।

(ঙ) পরিষদ স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে পারিবেন। অ্যাসোসিয়েশনের নানাবিধ কার্য, যথা—সভ্যসংগ্রহ, প্রকাশন, গ্রন্থাগার সমিতির প্রচারকার্য, পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি করিবার জন্য পরিষদ এই সব স্থায়ী সমিতিতে নিজ সভ্য বা মূল সমিতির সভ্য নির্বাচন করিতে পারিবেন।

৯ কার্যনির্বাহক সমিতির কর্তব্য :

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনার জন্য মূল সমিতির সভ্যের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মকানুনের ধারা উপধারা কার্যনির্বাহক সমিতি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করিতে পারিবেন। তাহাতে সভ্যেতর ব্যক্তিকেও মনোনয়ন করা চলিবে।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের টাকাকড়ির লেনদেন করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তি করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন হইলে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি বাতিল করিবার জন্য পরিষদকে পরামর্শও দিতে পারিবেন।

(ঙ) চারজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারিবে।

১০ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি বাতিলকরণ :

(ক) কোন প্রতিষ্ঠান উহার দেয় চাঁদা না দিলে

(খ) এসোসিয়েশনের স্বার্থের হানিকর কোন কার্য করিলে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১১ সংবিধানের সংশোধন :

প্রস্তাবিত সংযোজন, পরিমার্জন বা সংশোধনের নকল সহ প্রত্যেক ভোটদাতার শেষ পঞ্জীভুক্ত ঠিকানায় এক মাসের বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণ সভার নিয়মিত বা বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভোটের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যেই শুধু সংবিধানের সংযোজন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারা যাইবে।

উপধারাবলী

কোন গ্রন্থাগার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধি যথারীতি মান্যতা প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

১ যতক্ষণ তাহার মান্যতা বাতিল হওয়ার সংবাদ বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক না পান ততক্ষণ এই প্রতিনিধিই কাজ করিয়া যাইবেন।

২ চাঁদার আয় :

কোন গ্রন্থাগার সমিতির চাঁদার আয় নির্ধারণ করিতে হইলে যে তারিখে অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা দেয় হইবে উহার অব্যবহিত পূর্বের পরীক্ষিত হিসাবের বিবরণই উক্ত আয়ের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

৩ বর্ষগণনা :

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ষপঞ্জী অনুসারে যে বৎসর চলিবে তাহাকেই বর্ষ বলিয়া বুঝাইবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় যে বিবরণ ও হিসাব পেশ করা হইবে তাহা হইল বর্ষপঞ্জী অনুসারে গণিত পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণ ও হিসাব।

৪ সাধারণ সভা :

সাধারণতঃ মার্চ মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকা হইবে এবং সভার তারিখের অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকিবে :

(ক) আলোচ্য বিষয়

(খ) মনোনয়নপত্র ও প্রতিনিধি মারফত ভোটদানপত্র

(গ) পূর্ববর্তী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রদত্ত হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র

৪১ প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহক সমিতি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকিতে পারিবেন। পরিষদের শতকরা পঁচিশজন সভ্যের বা মূল সমিতির শতকরা পঁচিশ জন সভ্যের তাগিদেও অতিরিক্ত সাধারণ সভা ডাকা যাইবে, কিন্তু কলিকাতার পৌর এলাকার বহির্ভূত মফস্বলের

সভাসংখ্যা ইহাদের অর্ধেক হওয়া চাই। সভার তারিখের অন্ততঃ পনর দিন পূর্বে এই সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে।

৪২ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষে সকল বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন আহ্বান করিবেন এবং আলোচ্য বিষয় স্থির করিবেন।

৫ ভোটদান :

(ক) প্রতিপালক, দাতা, আজীবন সভ্য ও অন্যান্য সভ্যেরা একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রন্থাগার, পাঠাগার, গ্রন্থাগার সমিতি এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের যথারীতি ন্যস্ততা প্রাপ্ত প্রতিনিধিরা একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন।

(গ) প্রতিনিধির মারফত ভোটদান বিধিসম্মত এবং যথানির্দিষ্ট ফর্মে সভার তারিখের ঠিক দুইদিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট এই ভোটপত্র পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) সভার সভাপতি তাহার নিজের ভোট ছাড়া প্রতিনিধির মারফত ভোটদানপত্র অনুসারে ভোট দিবেন।

৬ নির্বাচন :

(ক) কর্মকর্তা ও পরিষদের নির্বাচনে ভোটপত্র ব্যবহৃত হইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি দুইজন সমীক্ষক নিযুক্ত করিবেন।

(খ) সমীক্ষকরা ভোট গণনা করিয়া ফলাফল সভাপতিকে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ঘোষণা করিবেন।

লক্ষিতব্য বিষয়—সকল নির্বাচনেই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে।

৭ অর্থসংক্রান্ত লেনদেন :

অ্যাসোসিয়েশনের টাকাকড়ি কোষাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকিবে। তিনি রসিদ দিয়া ইহার পক্ষে সমস্ত টাকাকড়ি গ্রহণ করিবেন এবং উহা পাওয়ামাত্র ব্যাঙ্কে জমা দিবেন।

৭১ কোষাধ্যক্ষ রসিদ লইয়া সকল দেনা শোধ করিবেন এবং যাবতীয় জমাখরচের সঠিক হিসাব রাখিবেন।

৭২ অ্যাসোসিয়েশনের নামে ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবেন এবং চেকসমূহে কোষাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নির্দেশিত অপর একজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকিবে।

৭৩ কোষাধ্যক্ষ অনধিক পঁচিশ টাকা নিজহাতে রাখিবেন।

৭৪ কার্যনির্বাহক সমিতির সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোন একটি খাতে সম্পাদক দশ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

৭৫ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ব্যতীত দুইজন সভ্য বা পরিষদ

কর্তৃক নিযুক্ত বাহিরের একজন হিসাব-পরীক্ষক প্রতিবৎসর হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং সাধারণ সভার নিকট পেশ করার জন্য একটি বিবরণীও প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮ সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য :

(ক) কার্যালয়ের দক্ষ পরিচালনা।

(খ) কার্যনির্বাহক সমিতির নির্দেশে পত্র আদানপ্রদানের জন্য সাধারণ সম্পাদক দায়ী থাকিবেন।

অ্যাসোসিয়েশন পুনর্গঠিত হওয়ার পর সাধারণ সভ্য, গ্রন্থাগার সমিতি ও গ্রন্থাগার লইয়া ১৯৩৩-১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪০-১৩৪১ বঙ্গাব্দে) ইহার চাঁদা প্রাপ্ত সভ্যসংখ্যা ছিল ছয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪১-১৩৪২ বঙ্গাব্দে) ইহার সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় একশত তেতাল্লিশ, তন্মধ্যে একজন ছিলেন আজীবন সভ্য। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম আজীবন সভ্য হয়েছিলেন। তখনকার সভ্যদের মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং দার্জিলিং জিলা ছাড়া আর সব জিলারই সভ্য ছিল। কিন্তু কতকগুলি বড় বড় জিলা হইতে মাত্র একটি বা দুইটি গ্রন্থাগার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল।

অ্যাসোসিয়েশনকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য পঞ্চাশ জন সভ্য লইয়া ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে) যে অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হইয়াছিল তাহাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২রা ভাদ্র), সোমবার পর্যন্ত কাজ করিয়া করিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার) এই পরিষদের সভাস্থ স্থানে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জীর দ্বিতীয় আন্তর্রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমন্ত্রণ গ্রহণান্তে স্থির হয় যে, অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে উক্ত কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে পাঠান হইবে। এছাড়া লণ্ডনেতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে পাঠাইবার জন্যও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ়, বুধবার) এই পরিষদের যে পরবর্তী অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ স্থিরীকৃত হয়। কর্মকর্তা ও পরিষদের নির্বাচন এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে যাহাতে করা যায় তাহারও সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পরিষদের এই অধিবেশনে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ভবনে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২রা ভাদ্র, সোমবার) কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ। বঙ্গের তদানীন্তন লাটসাহেব স্যার জন অ্যাণ্ডারসন-

এর এতদুপলক্ষে প্রেরিত এক বাণী পাঠ করার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ দেন। বাণীটি ছিল এই :

Government House রাজভবন
Calcutta কলিকাতা
The 11th August, 1935 ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৫

I wish the movement for the encouragment of sound reading through organised and controlled libraries all success.—সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সারবান পাঠের উৎসাহদায়ক আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

Sd. John Anderson
স্বাক্ষর জন অ্যাণ্ডারসন
Governor of Bengal
বঙ্গের লাট

তৎপর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর, (১৩৪০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর, (১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ) পর্যন্ত যে কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত কর্তৃক পঠিত হইলে সভায় গৃহীত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর, (১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২০শে আশ্বিন শুক্রবার) হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৫শে শ্রাবণ শুক্রবার) পর্যন্ত লর্জ রীড কোম্পানী কর্তৃক পরীক্ষিত হিসাব উপস্থিত করা হইলে সভা তাহাও গ্রহণ করেন। পূর্বে উল্লিখিত পরিবর্তিত সংবিধান এই সভায়ই গৃহীত হয়। এছাড়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ ধারা অনুসারে অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারী পঞ্জীভুক্ত করা হউক এই মর্মে এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ রুদ্র কর্তৃক উত্থাপিত এবং শ্রীআসাদুল্লাহ কর্তৃক সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটিও সভায় গ্রহণ করা হয়।

'প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় জিলা গ্রন্থাগার সমিতি এবং কলিকাতা গ্রন্থাগার সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে সত্বর ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করার জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করা হউক এবং কার্যনির্বাহক সমিতিকে এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক।'

খুলনা জিলার অন্তর্গত মূলঘর বীণাপানি লাইব্রেরির প্রতিনিধি শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে, মফস্বলের সামান্য পুস্তকসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহকে অ্যাসোসিয়েশন হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র সভায়

ঘোষণা করেন যে, যে-কোন অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারকে তাঁহার নিজের পুস্তকসংগ্রহ ধার দিতে তিনি সম্মত আছেন। কিন্তু একটি সর্ত থাকিবে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাঁহাকে ঐগুলি ফেরত দিতে হইবে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪২-১৩৪৩) বঙ্গাব্দের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নোক্ত দশ জনকে লইয়া গঠিত হয়।

সভাপতি—কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

সহকারী সভাপতি—খাঁ বাহাদুর আলাহুল্লাহ, এবং শ্রী ষ্টার্ক

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীতিনকড়ি দত্ত, সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদস্যগণ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, ও শ্রী সিংহ।

উপরোক্ত কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ ছাড়া আর যাঁহারা পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

শ্রীআবদুল আলী, শ্রীঠাকুর, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীবিজলী মোহন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মজুমদার, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিত্র, অধ্যাপক মহম্মদ ইশাক, অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ রুদ্র, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নবগঠিত পরিষদের সভ্যসংখ্যা ছিল পঁচিশ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার) পরিবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য দশজনের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীকে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর কার্যাবলীর সহিত পরিচিত করাইবার ও কিভাবে উহার প্রসার সাধন করা যায় সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীআলাহুল্লাহ, শ্রীষ্টার্ক, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্রকে লইয়া এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। প্রদেশব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের ব্যাপারে পৌরসভা, জিলা বোর্ড, কলিকাতা পৌরসভা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতির নামে এক আবেদন প্রচারের প্রস্তাবও পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল।

সর্বশ্রী মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, সুশীল কুমার ঘোষ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও সুখেন চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া একটি সভ্যসংগ্রহ-উপসমিতি কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৪শে ভাদ্র, মঙ্গলবার) গঠন করেন। শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইহার আহ্বায়ক। আবার বিভিন্ন জিলা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিবার জন্য হাজী বদি আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী,

শ্রীবসু, কাশেম আলী রসুলপুরী, শ্রীতিনকড়িচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচৌধুরী, শ্রীনিয়োগী, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীকে লইয়া অপর একটি উপসমিতি গঠিত হয়। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ছিলেন ইহার আহ্বায়ক। কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবও কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদন লাভ করে।

কার্যনির্বাহক সমিতির পরবর্তী ১০ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবারের) অধিবেশনে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীনিউটনমোহন দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। বঙ্গের প্রথম সর্বজনীন গ্রন্থাগার ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শতবার্ষিকী উদযাপন করিবার জন্য সভাস্থ সকলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলানন্দ, সুশীলকুমার ঘোষ, বরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, আবদুল মজিদ রুস্তমি, সুখেন চট্টোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্তকে লইয়া একটি গ্রন্থাগার উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল। শ্রীতিনকড়ি দত্ত ছিলেন ইহার আহ্বায়ক। মহাবোধি সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কলেজ স্কোয়ারস্থ ভবনে বিনা ভাড়ায় বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর কার্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেন। মহাবোধি সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীবিমলানন্দ অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক রূপে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর তদানীন্তন গ্রন্থাগার চালান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদি ইহাতে রক্ষিত হইত এবং ইহার ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য দিতে হইত না।

আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে পরিচিত করাইবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যদের দ্বারা জনগণে উপযোগী ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ান হইত। স্বয়ং সভাপতি দেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগারের নানাবিধ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বহু বক্তৃতা দিয়াছেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, (১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার) অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি দেব রায় মহাশয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য মহাবোধি সোসাইটিতে প্রধান প্রধান গ্রন্থাগার কর্মী, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদিগকে মিলিত হইতে আহ্বান করেন। সভাপতি মহাশয় ভাষণদানপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হইতে একশত বৎসর পূর্তির সময় পর্যন্ত আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণন করেন এবং প্রদেশ ব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ সম্বন্ধে এক আভাস দেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, ডঃ কালিদাস নাগ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র, পুলিনবিহারী লকাজিস্তা (ব্রহ্মের আইন সভার সদস্য), শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীকাশেম আলী রসুলপুরী এই উপলক্ষে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর, (১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে) অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে সকল জিলাবোর্ডের এবং পৌরসভার সভাপতিদের নিকট একটি পরিপত্র পাঠাইয়া

তাঁহাদিগকে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহের তালিকা প্রণয়ন, গ্রন্থাগারসমূহের অর্থসাহায্য বৃদ্ধি এবং প্রতি বৎসর তিন টাকা করিয়া দিয়া অর্থসাহায্যকারী সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। হালিসহর ও কুষ্টিয়া পৌরসভা অ্যাসোসিয়েশন-এর এই আবেদনে সাড়া দেন।

পূর্বে নিষিদ্ধ পুস্তক প্রাপ্তির অভিযোগে বহু গ্রন্থাগারকে অজ্ঞাতসারে সরকারের নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সরকারকে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা প্রকাশার্থে অনুরোধ জানান হয়। অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্তৃপক্ষ সকলের অবগতির জন্য প্রচার করেন যে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা সরকার নিয়মিতভাবে সরবরাহ করিতেছেন এবং দরখাস্ত করিলেই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে উক্ত তালিকা পাওয়া যাইবে।

শ্রীপ্রবীলচন্দ্র বসুর প্রণীত গ্রন্থকারনামা এই সময় প্রকাশিত হয়। বিজয়ওয়াড়ার ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল-এর পরিচালক সম্পাদক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিচয় ঘটাইবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যদিগকে তাঁহাদের মাসিক পত্রিকাখানার চাঁদা কমাইয়া দুই টাকা বার্ষিক চাঁদায় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

সরকারের পক্ষ হইতে রুর‍্যাল ডেভলেপমেণ্ট গ্রাণ্ট বা গ্রামোন্নয়ন অনুদান খাতে গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহকে যে সাহায্য দেওয়া হইত উহার ন্যায্য বণ্টনের জন্য অ্যাসো-সিয়েশন সরকারকে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে অনুরোধ জানান।

গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রীআসাদুল্লাহর কর্তৃত্বাধীনে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় শুধু বি.এ. উপাধিধারী গ্রন্থাগারিকরাই শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইত।

অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে যে গ্রন্থাগারপঞ্জী প্রকাশের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছিল তাহা নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হইয়া এই সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাতে বিভিন্ন জিলার একশত দুইটি গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও পাবনা জিলায় অ্যাসোসিয়েশন-এর শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। হাওড়া শাখার অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি), হুগলীর অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি), চব্বিশ পরগণার অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীতারাকুমার মুখো-পাধ্যায় (স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট), দিনাজপুরের অস্থায়ী সম্পাদক মৌলভী মোহম্মদ হেদায়েৎ আলী (স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল র‍্যাণ্ড লাইব্রেরি), ফরিদপুরের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় (করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরি); পাবনার অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় (অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি)।

Library movement in Bengal (13)
By Gurudas Bandopadhyay

বাঙ্ময়াগার

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার শব্দের সঙ্গে পরিচয় আছে অনেকেরই। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বইয়ের প্রয়োজন প্রচুর। আর বই-এর উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করাই গ্রন্থাগারের কাজ। কালের গতির সাথে মানুষের জীবনের স্থায়িত্বও বাঁধা। তাই আজকের প্রিয়জন হারিয়ে যায় কয়েকদিন পরেই, বিলীন হয় কালের গর্ভে। মানুষ তাই তার স্বাক্ষর রেখে যায় লেখার মধ্যে। যদিও লেখার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে ঠিকই, কিন্তু তার সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গীর কোন স্বরূপ পাওয়া যায় না লেখার মাধ্যমে। বিজ্ঞানও আজ আর পিছিয়ে নেই। অবিকল স্বর-লহরীকে এক আশ্চর্য ফিতের মধ্যে সে ধরে রাখছে। সেই আশ্চর্য বাঙ্ময় ফিতের সংগ্রহ তথা গ্রন্থাগার নিয়েই আমি আলোচনা করতে প্রয়াসী।

টেপের প্রচলন ইতিহাস নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ একমত হবেন কিনা জানা নেই। কারণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে টেপের প্রচলন শুরু হয়। পরে ক্রমান্বয়ে বর্তমান অবস্থায় টেপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রামাণিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৮ সালে সর্বপ্রথম টেপের প্রচলন হয়। কিন্তু ১৯৩০ সালের আগেও টিনেও পাতে টেপ রেকর্ডিং-এর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচলন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পাতলা প্লাষ্টিকের ফেরিক অক্সাইড মাখা (Coated with Ferric Oxide Powder) ফিতে, টিনের পাত এর পরিবর্ত হিসাবে দেখা দেয়। কেবলমাত্র গত দশকেই এই বিশেষ ধরনের টেপ বেতারে প্রচার ও গৃহে ব্যবহার শুরু হয়েছে। সবচেয়ে সুবিধে এই যে. টেপে ধরে রাখা অনুষ্ঠান মুছে ফেলে তাতে অনন্তবার অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করা যায়। প্লাষ্টিকের ফিতায় অসংখ্য ferric Oxide চূর্ণের সমানুপাতিক সমন্বয়ে তৈরী হয় magnetic tape. এই ferric oxide সংযোজনের সময় টেপের দৈর্ঘের উপরও লক্ষ্য রাখা হয়। সাধারণতঃ টেপ ¼" ইঞ্চি চওড়া হয় আর ৭" ব্যাসের tape Spool-এ জড়ান থাকে ১২০০ ফুট টেপ। এতে সাধারণতঃ ½ ঘন্টার অনুষ্ঠান রেকর্ড করা যায় ৭½" সেকেণ্ড গতিতে। বর্তমানে অবশ্য একই টেপে উপরোক্ত হিসাবের চারগুণ বেশী অনুষ্ঠানও রেকর্ড করা হচ্ছে। একে বলা হয় four track using tape. Double track tape-ই বেশী ব্যবহৃত হয়।

বর্গীকরণ (Classification) বইয়ের মত টেপ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত হলেও আজও টেপ সাজানোর ব্যাপারে কোন সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি চালু হয় নি। এজন্য প্রয়োজন এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কাজের সুবিধার ভিত্তিতেই আমরা ভাগ করব প্রত্যেক টেপের অবস্থানকে। প্রথমে বিষয় বা Subject অনুযায়ী ভাগ করে পরে টেপের ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী সাজানো দরকার। প্রথম বিভাজনের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

বিস্তারিত ভাগ করার আগে, কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন সমস্ত টেপগুলিকে। কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতেরও আবার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, দ্বিজেন্দ্র গীতি, নজরুল গীতি, ভাটিয়ালী, লোকগীতি, আধুনিক, রাগপ্রধান ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যন্ত্র সংগীতেরও বিভিন্ন বিভাগ চলে। এছাড়াও যন্ত্রের নামানুযায়ীও ভাগ করা প্রয়োজন। যেমন, সেতার, সরোদ, বেহালা, বাঁশী, দোতারা, ক্লারিওনেট, সানাই, তবলা, খোল, পাখোয়াজ, পিয়ানো, গীটার ইত্যাদি এবং সবশেষ বিভাগ টেপ spool এর মাপ অনুযায়ী। সাধারণতঃ টেপ জড়ান থাকে ৩", ৫", ৭", ১০" ও ১১" ব্যাসের spool-এ। বিভিন্ন মাপের tape রাখার জন্য বিভিন্ন মাপের খোপ বা stack তৈরী করা দরকার। তা না হলে ৩" ও ১১" টেপ যদি পাশাপাশি এসে যায় তবে ঠিকমত টেপ রাখা যাবে না। এ জন্য তিন আকারের stack তৈরী করা ভাল। ৩" ও ৫" টেপের জন্য, ৭" টেপের জন্য আলাদা ও ১০" ও ১১" টেপের জন্যও আলাদা।

প্রথমে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে টেপের আকার (Size) অনুযায়ী সাজিয়ে পরে ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী (Accession number) সাজাতে হবে। বিষয় অনুযায়ী ভাগে একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর সব কই বিভাগের তুলনায়। যদিও আধুনিক গানের বিভাগে অন্য গানের টেপ থাকার কথা নয় তবুও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রায়ই এসে পড়ে। যেমন একই টেপে থাকে বিভিন্ন বিষয় (Programme), এ অবস্থায় একটু অসুবিধা হয় টেপ বিভাজনে। এ অসুবিধার ক্ষেত্রে শিল্পী যে বিশেষ প্রকারের সংগীতে পারদর্শী সেই শিল্পীর টেপকে সেই বিশেষ বিভাগে রাখাই যুক্তিযুক্ত। যেমন শ্যামল মিত্রের কোন টেপে যদি আধুনিক ও রবীন্দ্র সংগীত একত্রে থাকে তবে যেহেতু শ্যামল মিত্রের প্রসিদ্ধি আধুনিক গানে তাই তার টেপকে আধুনিক গানের বিভাগে রাখাই শ্রেয়। আবার ৺পান্নালাল ভট্টাচার্য ছিলেন শ্যামা সংগীত শিল্পী স্বভাবতঃই তার টেপ রেকর্ডগুলিতে আধুনিক ও শ্যামা সংগীত থাকলেও শ্যামা সংগীতের বিভাগে রাখাই প্রয়োজন। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, শিল্পী কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী বা প্রসিদ্ধ তা যদি জানা না থাকে, এ ক্ষেত্রে যে বিভাগের গান প্রথমে আছে সেই বিভাগেই টেপটাকে রাখতে হবে। প্রত্যেক টেপের অবস্থিতি জানাতে Catalogue বা টেপসূচী তো অপরিহার্য। তাতে উল্লেখ থাকবে কোন টেপে ঐ বিশেষ গানটি আছে এবং ঐ টেপটিকেও বা কোন বিভাগে রাখা হয়েছে।

একই টেপে যেমন বিভিন্ন বিষয় থাকতে পারে, টেপের প্রস্থ বা ব্যবহারানুযায়ী সেইরূপ আবার একটি টেপকে আড়াআড়ি কয়েক ভাগেও ভাগ করা যায়। একটি টেপের প্রস্থকে আড়াআড়ি দুই ভাগে ভাগ করে ব্যবহার করাকে বলা হয় Double track tape recording ও টেপের উভয় দিকেই ৪ ভাগে ভাগ করা অবস্থায় ব্যবহার করাকে বলা হয় 4 track tape recording. এ অবস্থায় টেপ নিয়েও বেশ অসুবিধায়

পড়তে হয়। এই অসুবিধা কাটাতে টেপে তুলনামূলকভাবে যে শিল্পীর প্রসিদ্ধি আছে তার অনুষ্ঠানের মধ্যে টেপটাকে রাখা দরকার। যদিও এতেও Catalogue ছাড়া সঠিক টেপের বা অনুষ্ঠানের অবস্থিতি জানা অসুবিধাজনক।

আন্তর্জাতিক টেপ গ্রন্থাগারের পারস্পরিক লেনদেনের ব্যবস্থা থাকলে দেখা যায় অন্য স্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের টেপ আসছে গ্রন্থাগারে। এ সব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে প্রথমে বিভিন্ন স্থানের নামে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে পরে শিল্পী ও অনুষ্ঠানের প্রকারভেদানুযায়ী সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন।

সূচীকরণ (Cataloguing) :

বর্ণীকরণের মাধ্যমে সব সময় টেপের অবস্থান বোঝান সম্ভব হয় না, তাই প্রয়োজন Catalogue-এর। বিশেষতঃ একই টেপে যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে তখন Catalogue ছাড়া অন্য উপায় নেই। Catalogue-এর দ্বারা কোন টেপ কোথায় আছে ও তাতে কি অনুষ্ঠান রয়েছে তা অতি সহজেই জানা যায়। তবে বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন Card Catalogueই সুবিধাজনক tape এর বেলায় কিন্তু ঠিক তা নয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় একই টেপের এক একটা অনুষ্ঠান মুছে ফেলে (Erase) অন্য অনুষ্ঠান সংযোজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান মুছে ফেলা হল তার বিবরণ বাতিল করে আবার নতুন অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে হয়। এ কাজ কার্ড-এর মাধ্যমে করতে হলে অত্যন্ত বেশী কার্ডের প্রয়োজন, যার আর এক অর্থ অপব্যয় ছাড় আর কিছুই নয়। এজন্য টেপ গ্রন্থাগারে প্রয়োজন loose leaf Binder Catalogue-এর। এর ফলে একই কার্ডে পর পর কয়েকটি অনুষ্ঠানের সূচী একত্রে করা সম্ভব হবে আর ব্যয় সঙ্কুলানও হবে যথেষ্ট। Catalogue-এ এই বিস্তারিত বিবরণগুলি থাকা একান্তই প্রয়োজন, যেমন,

(ক) শিল্পীর নাম, (খ) গানের প্রথম পংক্তি বা যন্ত্র সংগীতের ক্ষেত্রে যন্ত্রের নাম (গ) উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীতের ক্ষেত্রে কোন রাগ ইত্যাদির নাম, (ঘ) গানের লেখকের নাম, (ঙ) সুরকারের নাম, (চ) অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তিকাল (ছ) অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধের তারিখ, (জ) টেপ নং, (ঝ) অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধের গতি, (ঞ) এবং সব শেষে টেপের অবস্থান।

অনুষ্ঠান বিবরণী ও টেপ কার্ড (Tape Cue Sheet & Card) :

বইয়ে যেমন একখানি করে Book Card থাকে বইয়ের সাধারণ বিবরণ দেওয়ার জন্য, প্রত্যেক টেপের বাক্সেও ত সেই রকম একটি করে Tape Cue Sheet ও একখানি করে tape card থাকবে। Tape Cue Sheet সব সময় টেপ বাক্সের মধ্যেই থাকে—টেপের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে। এই Tape Cue Sheet-এ থাকে, টেপের নম্বর, শিল্পী, গানের প্রথম পংক্তি, রেকর্ড করার তারিখ ও টেপ রেকর্ডিংয়ের গতি। এছাড়াও

কোন অংশে কোন অনুষ্ঠান আছে তাও জানা যায় এই cue sheet এর মাধ্যমে। Tape cue sheet ছাড়াও টেপ কার্ড থাকে কোন টেপ কার কাছে রয়েছে তা জানার জন্য। টেপ কার্ডে, টেপ সংখ্যা, 'ইস্যু' তারিখ, গ্রাহকের কার্ড নং টেপ ফেরত তারিখ ও মন্তব্য এই কয়েকটি বিবরণ থাকে। টেপ যখন গ্রন্থাগার থেকে ইস্যু করা হবে তখন টেপ কার্ড খানিতে বিস্তারিত বিবরণ লিখে টেপ নম্বর অনুযায়ী বা গ্রাহক কার্ড নং অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে হবে। টেপ ফেরত আসলে কার্ড বের করে তাতে ফেরত তারিখ দিয়ে আবার টেপ বাক্সে রেখে দিতে হবে। গ্রাহকের কার্ড খানি অবশ্য টেপ ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিতে হবে।

পঞ্জীভুক্তি বই (Accession Register) :

গ্রন্থাগারে যখনই বই আসে তখনই যেমন আমরা গ্রন্থাগারভুক্ত করে নেই বইকে এক ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সেই রকম গ্রন্থাগারে টেপ আসলেও তাকে এক ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা দরকার। টেপ জড়ান থাকে যে কাঠামোতে (spool) তার গায়ে লোহার কলম দিয়ে দাগ কেটে ঐ সংখ্যা বসাতে হয়। কারণ টেপের গায়ে কোন সংখ্যা লেখা সম্ভব নয় আর তা প্রয়োজনীয়ও হয় না। এই ক্রমিক সংখ্যা টেপের আকার অনুযায়ী বিভিন্ন হবে। কারণ বিভিন্ন মাপের টেপ ছড়িয়ে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, তাই এ ব্যবস্থা। কেবল মাত্র টেপ কাঠামোতে লিখলেই চলবে না, টেপের পঞ্জীভুক্ত সংখ্যা আবার টেপ বাক্সের গায়েও লিখে রাখা প্রয়োজন যাতে বাইরে থেকে টেপ সংখ্যা সহজেই দেখা যায়। এই টেপ পঞ্জীভুক্তি বইতে সাধারণতঃ (ক) তারিখ (খ) টেপ ক্রমিক নং (গ) বিক্রেতার নাম (ঘ) মূল্য (ঙ) ক্রয়ের তারিখ (চ) বিল নং (ছ) টেপের দৈর্ঘের পরিমাণ ও (জ) মন্তব্য ইত্যাদি বিবরণগুলি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

টেপ প্রচলন বহি (Tape movement register) .

এটি একটি বিশেষ প্রকৃতির বিবরণী বই বা টেপ গ্রন্থাগারে অত্যন্ত আবশ্যক। একই টেপে এক অনুষ্ঠান মুছে ফেলে অন্য অনুষ্ঠান যোগ করার আবশ্যক হয়ে পড়ে প্রায়ই। এ ক্ষেত্রে টেপ প্রচলন বই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; কোন টেপে কি অনুষ্ঠান ছিল বা আছে তা এই বিবরণী থেকে জানা যায়। এতে থাকবে, (ক) টেপ নং, (খ) শিল্পীর নাম, (গ) অনুষ্ঠান, (ঘ) অনুষ্ঠান মুছে ফেলার কারণ, (ঙ) মন্তব্য। এ অবস্থায় টেপের নং জানা থাকলেই টেপের বিস্তারিত ও কোন বিভাগে টেপটি রয়েছে তা সহজেই জানা যাবে এর মাধ্যমে।

গ্রন্থাগারে টেপ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক আরও কয়েকটি দ্রব্য রাখা প্রয়োজন। কারণ টেপ সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে। এর জন্য তাড়াতাড়ি টেপ জোড়া দিতে টেপ সংযোজনী (tape jointer) কাঁচি প্রভৃতি রাখা দরকার। আর টেপ বাক্স ভেঙ্গে গেলে

নতুন বাক্সে (carton) টেপ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ টেপ বাক্সে না রাখলে কাজ করা অসুবিধা। এ ছাড়া ভাঙ্গা টেপ কাঠামো পাল্টাতে অতিরিক্ত খালি কাঠামো (spool) গ্রন্থাগারে মজুত রাখা প্রয়োজন।

অতীতকে ধরে রাখতে টেপ-এর প্রচলন এক যুগান্তর এনেছে। গ্রন্থাগার অতীত ও বর্তমানের চিন্তাধারার ধারক ও বাহক, এখানে টেপের গুরুত্ব তাই অত্যন্ত। টেপ রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতে আজও কোন সুষ্ঠু টেপ রেকর্ড বা গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। যদিও কলকাতায় টেপ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চলছে বিড়লা বাল শিক্ষামন্দির ও বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহযোগিতায়। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম যে গ্রন্থাগার সেখানে সব রকমের ব্যবস্থা রাখাই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের প্রতি জনচেতনা উন্মেষের জন্য গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে টেপ রেকর্ডের ব্যবস্থা রাখলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে ব্যাপকভাবে। সময় সময় টেপ রেকর্ডে সদস্যদের কণ্ঠস্বর শোনানোর ব্যবস্থা থাকলে ক্রমেই গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে জনসাধারণ। কেবলমাত্র বই রেখেই গ্রন্থাগারকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান ধাপ হল জনসাধারণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করা। এজন্য টেপ গ্রন্থাগারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে টেপ গ্রন্থাগারের বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এ ভিত্তিতে কাজও চলছে বিভিন্ন স্থানে কিন্তু সঠিক ও সুনির্দিষ্ট সার্বজনীন কোন পদ্ধতির আজও উদ্ভাবন হয়নি। মানুষ মরণশীল। তার কীর্তিগাথা বইয়ের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত মানুষটির পরিচিত কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখতে টেপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্র ও অন্যান্য দর্শনীয় অনুষ্ঠানের (visual programme) জন্য টেপ অপরিহার্য। এই টেপ গ্রন্থাগারকে অন্যান্য বইয়ের গ্রন্থাগার হিসাবে ব্যবহার করার দিন এসেছে। সামগ্রিক প্রয়োজন মেটাতে টেপ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। টেপ গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা করার ও এ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করার দিন এসেছে। এ আলোচনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে টেপ গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করবেন বিশেষজ্ঞরা—এটাই কাম্য।

Tape Library.
By Bimal Chandra Chattopadhyay

বিশপস্ কলেজ গ্রন্থাগার

কুণাল সিংহ

যতদূর জানা যায় প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারীগণ আনুমানিক ১৭০৬ সাল থেকে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রথম দিকে যে সব প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ এখানে আসেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জার্মান এবং মার্টিন লুথারের সমর্থক। এঁদের কয়েকজন অবশ্য ছিলেন ডেনমার্কের লোক। তাঁদের প্রচারকার্য প্রথম শুরু হয় দক্ষিণ ভারতের Tranqueber-এ। Barthlomaus Ziegenbalg (1683-1719) এখানে তামিল ভাষা শিক্ষা করে New Testament ও Old Testament-এর তামিল অনুবাদ করেন। Ziegenbalg-এর পর C.F. Schwartz (১৭২৬-৯৮)-এর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

যদিও বৃটিশ মিশনারীগণ এদেশে আসতে আরম্ভ করেন East India Company-র প্রতিষ্ঠার পর থেকে, কোম্পানী কিন্তু তাঁদের কাজের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এর প্রধান কারণ এই যে, কোম্পানীর তরফ থেকে ভয় ছিল, মিশনারীরা এদেশীয় লোকদের সংস্কারে আঘাত দিয়ে তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। তাই উইলিয়ম কেরী যখন প্রথম এদেশে পৌঁছলেন তখন তাঁকে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হ'তে হ'ল। অবশেষে ডেনমার্কের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত শ্রীরামপুরে তিনি একটি মিশন স্থাপন করলেন। শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের প্রথমিক সাফল্যের পর বাংলাদেশ সম্বন্ধে মিশনারীদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তারপর ১৮১৩ সালে মিশনারীদের সম্পর্কে কোম্পানীর বাধানিষেধও কমে গেল অনেক। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮১৪ সালে T.F. Middleton প্রথম বিশপ নিযুক্ত হয়ে বাংলা দেশে আসেন।

Society for the propagation of the Gospel Rev. Middletonএর কাছে ভারতবর্ষে খৃষ্টের বাণী প্রচারের সহজ একটি উপায় সম্বন্ধে জানতে চান। এর উত্তরে তিনি খৃষ্টানদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন। তবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাই নয়, এদেশের লোকদের আচার ব্যবহার, এদেশের প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা দেওয়া বিশপ মিডেলটনের মতে হবে এই কলেজটির শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশপের এই পরিকল্পনা বিলেতের খৃষ্টধর্ম প্রচারের সংস্থাগুলি সানন্দে গ্রহণ করে এবং বিশপকে সেই অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করে। সর্বসমেত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৮,০০০ পাউণ্ড মত সাহায্য আসে। এই অর্থে ১৮২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বটানিক্যাল গার্ডেনের সন্নিকটে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিশপস্ কলেজ নির্মাণ শুরু হয়। প্রথমাবস্থাতেই কলেজে একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। বিশপস্ কলেজের পূর্বতন গৃহে এটা দ্বিতলে অবস্থিত ছিল।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। ছাত্রদের মিশনারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও স্কুল শিক্ষক হওয়ার কাজে

শিক্ষাদান করাও ছিল এই কলেজের অপর একটী উদ্দেশ্য। ছাত্রদের জন্য এখানে বছরে ৫০ পাউণ্ড করে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

১৯২৪ সালে প্রকাশিত Lushington-এর লেখা Benevolent and Charitable Institutions গ্রন্থে আছে যে, এই কলেজে ৩০০০ খণ্ড গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এর অধিকাংশই বিভিন্ন ধর্ম প্রচার সংস্থার থেকে দান হিসাবে পাওয়া। কিছু পুঁথিও তখন এই গ্রন্থসংগ্রহে ছিল।

Rev. Middleton কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেও এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন W.H. Mill ১৮২১ সালে। এখানে থেকেই তিনি "আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর আমলেই কলেজের গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি। অসুস্থতার জন্য তিনি ১৮৩৮ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কলেজের সপ্তম অধ্যক্ষ Principal H. Whitehead-এর সময়ে কলেজটি কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড ও বেগবাগানের সংযোগস্থলে বিশপস্ কলেজের বর্তমান অবস্থান। এশস্ত উদ্যান বিবাহিত ও অবিবাহিত ছাত্রদের জন্য পৃথক হোষ্টেল, কলেজগৃহ এবং কলেজ অধ্যক্ষের বাসস্থান ইত্যাদি সবই এখানে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে। কলেজের শান্ত পরিবেশ মনের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলে।

বিশপস্ কলেজের একতলায় একটী প্রশস্ত হলঘরে কলেজ গ্রন্থাগারটী অবস্থিত। গ্রন্থাগার সন্নিহিত অধ্যয়নকক্ষে ছাত্রদের বিভিন্ন বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই কক্ষেই একটী উঁচু মঞ্চে একদিকে কলিকাতার বিভিন্ন সময়ের বিশপদের নাম আর কলেজের অধ্যক্ষদের নাম কাঠের ফলকে লেখা আছে।

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু এটী অতি প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথিতে সমৃদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর বেশ ক'টী উল্লেখযোগ্য পুস্তক আছে এখানে। ফুলব্রাইট বৃত্তিপ্রাপ্তা Miss Katherine Diehl এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন: "In comparison with Earey library (Serampore) and Goethal's Indian Library (St. Xaviers College, Calcutta) this collection is heavy in classical liturgical and patristic titles; it has an interesting collection of Asiatica Chiefly from the early interest which resulted from the purchase of the Major Barry Latter collection, of French-language books on Middle Asia, during early 1820s. Little was found in Indian language, but a great many in classical European languages (Latin/Greek/Hebrew); and much in Syriac. ফরাসী ভাষায় লেখা পুস্তক পুঁথি গুলিতে ভারতবর্ষীয়গণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

বিশপস্ কলেজের একটী নিজস্ব প্রেস ছিল এবং সেখান থেকে মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে বাংলা উপাসনার বই (১৮৪০ সালে প্রকাশিত) বিশপস্ কলেজের ছাত্র নেমিয়া গোরের (Nhemiah Gore) লেখা Hindu Philosophical Systems (১৮৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে প্রকাশিত কিছু আর্মেনীয় পুস্তক ও পুঁথি এই গ্রন্থাগারে আছে। কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮১৮ থেকে ১৮৩০ সালে লেখা কিছু চিঠিপত্র বিশপস্ কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উপাদান।

১৯১৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বিশপস্ কলেজের মূল্যবান পুঁথিপত্রাদি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিশপস্ কলেজের গ্রন্থাগারিকের কাছে সেই রিপোর্ট এখনও সযত্নে রক্ষিত। এই পুঁথিগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা পরবর্তীকালে তেমনভাবে কারোই জানা ছিল না, তাই বহুদিন অব্যবহারে থাকলেও কোন কিছুই গ্রন্থাগার থেকে অপসৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বিশপস্ কলেজের পুঁথিপত্রাদি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—"The Mss are written in various languages of India, Tibet and Indo-China and copied in various scripts current in these countries They contain works on a vanity of subjects from Alphabetical Primers to original treaties of great value on Buddhist and Hindu philosophy. These are no Mongolian manuscripts"

এই গ্রন্থাগারের একটি উল্লেখযোগ্য পুঁথি হচ্ছে বৌদ্ধদের "Golden Book"। ব্রহ্মদেশ থেকে এই পুঁথিটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর কপি ভারতের দুই একটি গ্রন্থাগারে হয়তো আজও পাওয়া যাবে। কিন্তু বিশপস্ কলেজের পুঁথিটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে পুঁথিটির সঙ্গে ২৫ পাতা বার্মীজ ভাষায় লেখা "Golden Book"-এর অনুবাদ আছে। Golden Book-এ বৌদ্ধ ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির কথা আছে। ১৯ শতকেই বইটির অনুবাদ করা হয়েছে।

এই পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল এখানকার তিব্বতীয় পুঁথিগুলি। সীমান্তের রাজ্য হিসাবে তিব্বত সম্বন্ধে ইংরেজদের ঔৎসুক্যের অভাব ছিল না। তাদেরই উৎসাহে মূলতঃ শ্রীরামপুর থেকে ১৮২৬ সালে তিব্বতীয় ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হয়। কথিত আছে যে, এই ব্যাকরণ ও অভিধানটি Rev. Schroter নামক একজন মিশনারীর লেখা। তিব্বতীয় এই অভিধানটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Rev. Father Felix লিখেছেন যে, Rev. Schroter রচিত হস্তলিখিত তিব্বতীয় অভিধানটি মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮২৬ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। অভিধানটির সঙ্গে Schroeter লিখিত ঐ ভাষার ব্যাকরণও আছে। ব্যাকরণটি কেরী সম্পাদিত। এই দুটি একত্রে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্বন্ধে Rev. Felix-এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"With regard to Schroeter's grammatical notice consisting of 40 pages Mr. Carey wrote that, that portion was very short and deficient in some important points but it was all that Mr. Schroeter had written."১

১ Rev. Father Felix O.C. লিখিত "Remarks on the Tibetan Mss vocabularies in Bishop's College, Calcutta." Journal and Proceeding of the Asiatic Society of Bengal (New Series). Vol. 8, No. 10,1912.

গ্রন্থটি রচনাকালে Rev. Schroeter তাঁর বন্ধু Major Barre Latter-এর গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। গ্রন্থটি সম্বন্ধে Rev. Felix মন্তব্য করেছেন—"The Tibet an English dictionary published at Serampore in 1826 under the name of Schroeter was not his work. This German Missionary merely copied at Major Barre Latter's house a Tibetan—Italian dictionary of which the Major had obtained copies from Bettiah and Patria (or Patna ?) This dictionary was no other but the lexicon containing 33 thousand words which was kept in Nepal by the Capuchins"২

তিব্বতীয় ভাষার বহু গ্রন্থ ও পুঁথি এখানে আছে। এই ভাষায় লেখা লামাদের জীবনী বিষয়ক কিছু সংখ্যক পুঁথি ও কয়েকটি তালপাতায় লেখা বার্মীজ ভাষায় পুঁথিও এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। সম্ভবতঃ প্রথম বার্মাযুদ্ধের পর এই পুঁথিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। এগুলির অনেকটির বিষয়বস্তু জাতকের গল্প।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা হিন্দুধর্মের বেদ, পুরাণ, গীতা এবং হিন্দী, মালয়লাম, সিংহালিজ, তেলেগু, চৈনিক ও শ্যামদেশীয় ভাষার বিভিন্ন ধরনের পুঁথিপত্র এখানে আছে।

এই গ্রন্থ সংগ্রহের একটি পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে Miss Katherine S. Diehl কয়েকটি প্রাচীন ল্যাটিন পুস্তকের সন্ধান পান। ইউরোপের মুদ্রণের ইতিহাসে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে অনেক। Miss Diehl-এর তালিকা অনুযায়ী ১৪৪০ সালে মুদ্রিত St. Bede-এর লেখা একটি ও Galenius-এর লেখা একটি পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে। তারপর St. Augustine St Ambrose, Zonarea, Alex Dionysii, Avenario, Maffeii, Drvsivs, Alexiode Menezes, A. Giggeio প্রভৃতির লেখা ১৪৪১ থেকে ১১০৬ সালের মধ্যে মুদ্রিত ধর্মপুস্তক এই গ্রন্থালয়ে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ১৪৮৩ ও ১৪৮৪ সালে মুদ্রিত দুটি ক্যালেণ্ডার এই গ্রন্থাগারে আছে। ১৪৯১, ১৪৯৬, ১৪৯৯ সালে মুদ্রিত তিনখানি বাইবেলও এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রথম উপাসনা-পুস্তক (Prayer Book) ১৪৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৪৫২ সালে গ্রন্থটির পরিবর্তিত ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। তারপর ১৬৬২ সালে প্রকাশিত উপাসনা পুস্তকটি বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রামাণ্য উপাসনা পুস্তক হিসাবে প্রচলিত। বিশপস্ কলেজে এই তিনটি উপাসনা গ্রন্থই আছে।

বিশপস্ কলেজের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি জড়িত আছে, কিন্তু তাঁদের লেখা কোনও পুস্তক কিংবা তাঁদের সম্বন্ধে লেখা কোনও গ্রন্থ কলেজ গ্রন্থাগারে নেই।

বিশপস্ কলেজের মূল্যবান গ্রন্থ সামগ্রীর বিশেষ কোনও ব্যবহার এখন হয় না।

---

2 ibid

বললেই চলে। তাই এখানকার গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক Rev. Ian Clark জাতীয় গ্রন্থাগার ও ঐ জাতীয় কোনও সংস্থার কাছে সমস্ত গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র দান করে দিতে চান। কোনও এক সময়ে স্থানাভাবের অজুহাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এগুলি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। Rev. Clark তখন এই কলেজে নতুন এসেছেন। তাঁর চেষ্টাতেই ধ্বংসের হাত থেকে গ্রন্থগুলি রক্ষা পেয়েছিল। সম্প্রতি Miss Katherine Diehl এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকাটি সম্পূর্ণ করেছেন। তালিকাটি প্রকাশিত হলে কৌতূহলী পাঠকের প্রয়োজন অনেকাংশে মিটবে বলে আশা করা যায়।

Bishop's College Library
By Kunal Sinha.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সাপ্তাহান্তিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শ্রেণীতে (ডিসেম্বর—আগষ্ট) ভর্তি হইবার আবেদনপত্র ২৮-১০-৬৮ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। আবেদনপত্র (মূল্য ০-২৫ প:) ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ কার্যালয়ে ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে বৈকাল ৪-৩০ হইতে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ প: ৯টি ডাকটিকিটসহ স্ব-ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যাইবে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইন্টারমিডিয়েট পাশ। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন। প্রসপেকটাস (মূল্য ০-৫০ প:) পাওয়া যায়।

সম্পাদক।

সংস্কৃত কাব্য বিষয়ক পুঁথি-পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ

হরিপদ ভট্টাচার্য *

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সাধারণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাসের প্রবৃত্তিও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনমনে বিদ্যাদানের প্রবৃত্তি যত বৃদ্ধি পাইবে সেখানে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের প্রচেষ্টা সাথে সাথে সেই পরিমাণই বৃদ্ধি পায়। বঙ্গের সারস্বত-ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ও অন্যান্য ভাষায় সারস্বত সম্পদের আত্মপ্রকাশ ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের তুলনায় কম নয়। শুধু তাহাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সহরে গ্রন্থ প্রকাশকের সংখ্যা যে কোন প্রদেশের তুলনায় বেশীই হইবে। এখানে সর্বভারতীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থ-প্রকাশকগণের বিরাট বিরাট গ্রন্থবিপনীগুলি দর্শনীয়।

বর্তমানে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগার, ইহা ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক গ্রন্থাগার, বেসরকারী সাধারণ পাঠাগার সমূহে আধুনিক দেশী ও বিদেশী গ্রন্থসম্ভারে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। গ্রন্থাগারের সম্পদই হইল গ্রন্থ। মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনের ধারাকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞানী, অবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও কাব্যরসিকগণের চিন্তাশক্তিকে যত রকমভাবে সম্ভব বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টারই বাস্তবরূপ এক একখানা গ্রন্থ।

মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে এই সম্পদের স্বাক্ষর রক্ষিত হইত পুঁথির পাতায়, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পর ঐ পুঁথির পাতাই সংগৃহীত হইয়া জাতীয় অতীত ঐতিহ্যের প্রকাশ হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাহারা এখনও ঐ অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহারা ঐ প্রকাশিত সম্পদ হাতে পাইয়া গর্ব অনুভব করে। অতীতের সহিত যুক্ত হইয়াছে আধুনিক যুগোপযোগী চিন্তা ও কর্ম। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে আধুনিক সাহিত্য। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার সহিত দ্রুতগতিতে চলিতেছে সর্বক্ষেত্রে সকল দেশে এক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। এই প্রতিযোগিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বটে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশ। ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নরকম শ্রেণী বিন্যাসের মধ্য দিয়া ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পীঠস্থান ভারতবর্ষ। সেজন্য দেখিতে পাই ভারতবর্ষের সারস্বত ক্ষেত্রে সৃষ্টি হইয়াছে বিভিন্নভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মতের সারস্বত সম্পদ।

আধুনিক গ্রন্থাগারে এই সারস্বত সম্পদও যেমন সংগৃহীত হইতেছে তেমনি বিদেশীয় সারস্বত সম্পদও সংগৃহীত হইতেছে। এই সম্পদ যে গ্রন্থাগারে যত বেশী সংগৃহীত হইয়াছে। সেই গ্রন্থাগারের আভিজাত্য ও কৌলিন্য তত বেশী।

এই সম্পদের অধিকারীগণের মধ্যে সংখ্যা প্রাচুর্যের দ্বারাই তাহার মান সম্মান সর্বকালে

---

* পুঁথি সংগ্রাহক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

সর্বদেশে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই সম্পদের যদি স্বরূপ প্রকাশ না থাকে তাহা হইলে সে সম্পদের সম্বন্ধে কৌলিন্য বজায় রাখা বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার নিকট বেশীদিন সম্ভব হয় না। এই কারণেই মানুষ তাহার সঞ্চিত সারস্বত সম্পদ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। এই বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারার পরিপোষক পদ্ধতি অনুসারে সংগৃহীত পুঁথি পুস্তকের বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের বিবরণও প্রকাশ করা হইতেছে। অবশ্য এই পদ্ধতির প্রবর্তক (বিশেষত বর্তমান যুগে) বিদেশীয় সারস্বত সেবিগণ। আমরা তাহাদের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করিতেছি মাত্র। এখানে এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার ধারা সর্বক্ষেত্রে বিদেশীয় পদ্ধতিকে আমরা পরিপূর্ণভাবে মানিয়া নিতে পারিনা। পরাধীনতার অভিশাপ মাথায় নিয়া আমরা এতকাল যাহা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি আজ স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরা এই কথা বলিতে পারি প্রত্নাগারিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় যাহা পড়ান হয় বা শিখান হয় তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তবরূপ প্রকাশের সুচিন্তিত কোন পদ্ধতি তাহাতে এখনও সংযোজিত হয় নাই। যাহার ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুঁথি পুস্তকের তালিকা ভারতীয় চিন্তাধারার পরিপোষক রূপে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আলোচনা ও মত প্রকাশ করা স্থানাভাববশত এখানেই শেষ করিয়া আমি সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যশাখার পুঁথি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুতের ধারা প্রকাশ করিতেছি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে দুই ভাগের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে ঐ দুইটি ভাগকে কতভাবে ভাগ করিয়া দাঁড়াইলে আধুনিক চিন্তাধারার পরিপোষক হইতে পারে সেদিক হইতে চিন্তা করিয়া আমি এখানে তাহাই প্রকাশ করিলাম।

সাধারণত আমরা কাব্যশাস্ত্রকে শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য (নাটক)—এই কথা মনে করিতে পারি। এই শ্রব্যকাব্য কতভাবে বিভক্ত তাহাই প্রথম বলিব—।

১। গদ্যকাব্য—গদ্যকাব্যকে সাধারণত কথা ও আখ্যায়িকার পর্যায়ে ফেলিতে দেখা যায় (ক) বাণভট্টের কাদম্বরী, হর্ষচরিত। (খ) অভিনন্দের কাদম্বরী কথাসার, ইত্যাদি।

২। লঘু গদ্যকাব্য—মুক্তাচরিত, অলকমঞ্জরী, তাল কথাসার প্রভৃতি।

৩। কথা গদ্যকাব্য ও কথানক গদ্যকাব্য—কথা সরিৎসাগর, ভোজপ্রবন্ধ কথাসার ; দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা।

৪। গদ্য রচনাবলী—সংস্কৃত সাহিত্যে সংগ্রহ বিষয়ক বিভিন্ন রকম গদ্য রচনার পুস্তক আছে। হিতোপদেশ, মুক্তভেদ, রচনানুবাদ শিক্ষা প্রভৃতি।

৫। পদ্যকাব্য বা কথানক পদ্যকাব্য—বৃহৎ কথামঞ্জরী, বোধিসত্ত্বাবদান কথালতা ইত্যাদি।

৬। চম্পূকাব্য—চম্পূকাব্য হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যে একটা ধারাই পাওয়া যায়। যেমন—গোপালচম্পূ, আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ, নলচম্পূ, চম্পূরামায়ণ, চিত্রচম্পূ প্রভৃতি।

৭। স্তোত্রকাব্য—সংস্কৃত সাহিত্যে বহুরকম স্তবস্তুতির পুস্তক আছে। ইহাকে

কাব্যাংশে স্তোত্রকাব্য হিসাবেও রাখা চলে, অথবা স্তবস্তুতি হিসাবে পৃথকভাবেও রাখা চলে। এই সমস্ত স্তবস্তুতি যেমন দেবদেবী বিষয়ক তেমনি কোন কোন পুস্তক রাজরাজাদের প্রশস্তি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রশস্তি সূচক কাব্যও কিছু কিছু প্রকাশিত আছে।

৮। ঐতিহাসিক কাব্য—যেমন রামায়ণমঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, রাজতরঙ্গিনী, প্রভৃতি, ইহা ভিন্ন চম্পূকাব্য মধ্যেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত চিত্রচম্পূকাব্য। রাজতরঙ্গিনী ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে নয় বলিয়া ইতিহাসই বলা যায়। কেননা কাশ্মীরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান এই পুস্তকই অন্যতম অবলম্বনীয়। কাব্যছন্দে রচিত বলিয়া আমি এখানে উহাকে কাব্য মধ্যেই দেখাইলাম।

৯। কাব্যে জীবন চরিত—আধুনিক যুগে রবীন্দ্র জীবনী ও সুভাষ জীবনী ও জীবনীকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

১০। কোষকাব্য—সুভাষিতাবলী :—সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধভাবেই রচিত।

সুভাষিতাবলী :—সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম, ...

১১। কাব্যমালা সংগ্রহ :—এই একাদশ ভাগের প্রয়োজন এইজন্য কলিকাতা হইতে বহু বহু বৎসর পূর্বে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং পরে বম্বে নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে কাব্যমালা সংগ্রহ নামে খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ সমস্ত সংগ্রহ মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃত প্রাচীন কবিগণের রচিত কাব্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যবান।

১১(ক) কাব্য গ্রন্থাবলী :—বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে কালিদাস গ্রন্থাবলীতে কালিদাসের সমগ্র কাব্য প্রকাশিত আছে। যদিও উহা নাটকের পর্যায়-ভুক্ত। পুণা হইতে—ভাস নাটক চক্র নামে ভাস কবির সম্পূর্ণ রচনা এক খণ্ড মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। দৃশ্যকাব্য বা নাটক :—সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বা নাটকের পঠন-পাঠন অনেক বেশী থাকায় সাধারণের সহিত দৃশ্যকাব্য বা নাটকের পরিচয় বেশী। পূর্বে আমি কাব্যমালা সংগ্রহ পর্যন্ত কাব্যশাস্ত্রকে একাদশ ভাগে ভাগ করিয়া দ্বাদশ ভাগে দৃশ্যকাব্য বা নাটকের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছি। নাটকের প্রতিপাদ্য হিসাবে নাটকেরও পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যথা, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন, ইত্যাদি। এইভাবে ইহাও বিভক্ত করিয়া সাজান যাইতে পারে।

১৩। নীতি বা রাজনীতি :—সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিশাস্ত্র বলিতে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকেই নীতিশাস্ত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। কেননা সংস্কৃত ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা মানুষকে বিপথগামী করিতে পারে। যে গ্রন্থ পাঠে ব্যক্তিহিসাবে নিজের বা অপরের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে সংস্কৃত সাহিত্যে সেরকম কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সংস্কৃত শাস্ত্রের পৃথক পৃথক রচনার মধ্যেই মানব-

কল্যাণের বীজ নিহিত আছে। নীতিশাস্ত্রমূলক যে সমস্ত রচনা আছে তাহাকে আমরা পৃথক শ্রেণী ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। এই নীতিশাস্ত্র বলিতে যাহা আমাদের মনে আলোকপাত করে তাহাতে আমরা (১) চাণক্যের নীতি শ্লোক, (২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, (৩) কামন্দকীয় নীতিসার (৪) শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করিতে পারি। এই সমস্ত গ্রন্থ যে ছন্দেই রচিত হউক না ইহা পৃথক শ্রেণী হিসাবে নীতি বা রাজনীতির শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

১৪। দূতকাব্য :—সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ইহার সংখ্যাও কম নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে আমাদের প্রথমেই মনে উদয় হয় মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির পবণদূত, মনোদূত, বাতদূত বহু প্রাচীন দূতকাব্য আছে তন্মধ্যে কিছু কিছু দূতকাব্য প্রকাশিতও হইয়াছে। পরবর্তী যুগেও কিছু কিছু দূতকাব্য রচিত হইয়া প্রকাশিতও হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয়ের 'দূতকাব্য সংগ্রহ' নামক পুস্তকেও কিছু প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ পুস্তকের ভূমিকাতেও দূতকাব্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। কাব্য আলোচনা বা সমালোচনা :—বর্তমান যুগে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে সারস্বত সমালোচনাকে প্রত্যেক বিষয়ের একটি পৃথক শ্রেণীতে রাখা প্রয়োজন মনে করি। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর, বিশেষত কাব্যশাস্ত্রের উপর যে সমস্ত আলোচনা বা সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যাও কম নয়। বঙ্গভাষায়, সংস্কৃত ভাষায় ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহার সমালোচনাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে এই সমালোচনায় সাহিত্যের সংখ্যা যেখানে যত বেশী পাওয়া যাইবে সেখানে সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষকগণের প্রয়োজন তত সহায়ক হইবে।

১৬। সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক :—স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠনপাঠনের বিরুদ্ধে আধুনা একদল বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানপন্থী ভারতসরদীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশলাভের সুযোগ হওয়ায় তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎপাটনে সংস্কৃতচর্চাকে অপাংক্তেয় করার ব্যবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হয়ত ১০ বৎসর পর আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন (ফরমূলা) আবিস্কৃত সূত্র পাঠ করিব। ইহা যতদিন সম্ভব না হইতেছে ততদিন হয়ত পরেও কিছুদিন পর্যন্ত পাঠাগারে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল সমূহের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে আমরা গ্রন্থাগারে পৃথক তালিকায় বিষয় হিসাবে সাজাইয়া তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। তাহা হইলে ছাত্রছাত্রি-গণের পক্ষে গ্রন্থাগারে আসিয়া পাঠ্যপুস্তক অনুসন্ধানের সময় ক্ষেপণ কম হইবে। আধুনিক গ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকের তুলনায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী ; সেই হিসাবে ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নাই।

১৭। কাব্যে বিবিধ :—আমি কাব্য শাস্ত্রকে ১৬টি ভাগে ভাগ করার পরেও সপ্তদশ বিভাগ সৃষ্টি করিলাম এই জন্য অনেক সময় এমন সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যাহার মধ্যে কাব্যাশ্রিত বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থিতি থাকে। সেক্ষেত্রে উহাকে কাব্যের বিবিধ বিভাগে

স্থান দেওয়াই বোধ হয় ভাল। শুধু তাই নয়, গ্রন্থাগার পরিচালনাকালীন সময় অনেক বিষয় বিভাগে সমস্যা উপস্থিত হয়। যে সমস্ত গ্রন্থ যে বিষয়ের বিবিধ বিভাগে স্থান দিতে হয়, অন্ততঃ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পাঠ করার পর যদি গ্রন্থের উপযুক্ত কোন শ্রেণীর (অর্থাৎ প্রথম হইতে ষোড়শ শ্রেণীর মধ্যে) সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই গ্রন্থকে সেই শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

এইভাবে সংস্কৃত কাব্য বিষয়কে ১৭টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাগারে গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে এই বিষয়ের উপর চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে গ্রন্থ প্রাপ্তির ও তাহাদের চিন্তার সহায়ক হিসাবে ইহা পরম সহায়ক হইবে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থাগারিক এবং সহ-কারিগণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থের সহিত যেভাবে পরিচিত থাকিলেও নিজেরা পরিতৃপ্ত থাকিয়া পাঠকবর্গকে পরিতৃপ্তি দান করিতে পারেন সেই দিক হইতেও ইহা পরম সহায়ক মনে করি।

Classification of the MSS on Sanskrit Poetry
By Haripada Bhattacharya

পরিষদ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

আগামী ২২ সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। দ্বারোদ্ঘাটন করবেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পরিষদ ভবনের ঠিকানা পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২ (বেচুলাল রোড)
১০, ৩৩, ৩৯, ৪৪ নম্বর বাসরুটে ইন্টালী সি. আই. টি. রোডের পদ্মপুকুর ষ্টপেজের নিকট।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেনস ইন্সটিটিউট। কলিকাতা-৬

সম্প্রতি ইনষ্টিটিটিউটের উনষাটতম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবের সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমরদাসঙ্কর রায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আধুনিক পৃথিবীর অতি আধুনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য জগতের আধুনিকতম জ্ঞান ও চিন্তা সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ থাকা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, রুচির বিকাশ ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের জন্য পাঠাগারে গ্রন্থাগারিকের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এই ভূমিকা হল সৎ সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক পাঠকদের পরিচিত করে দেবার ভূমিকা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নানা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের পাঠকেরা বাজারের চলতি নভেলের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। সাহিত্যের ধারাবাহিক বিকাশ বা একটি জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে তাঁদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাই গ্রন্থাগারিকেরা যদি গাইডের অধিকার পান তাহলে পাঠকদের ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্ভব।

প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁর ভাষণে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যিক ও চিন্তাশীলদের রচনাকে আধুনিক পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

বয়েজ ওন লাইব্রেরীকে বিভিন্ন দাতা এ-বছর ১৭৫১ টাকা দান করেছেন। এই লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ একটি নিজস্ব চারতলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে 'গভর্নমেণ্ট ইনস্পেক্টর' নাটকটি অভিনীত হয়।

২৪ পরগণা

নেহরু স্মৃতি পাঠাগার। সুভাষনগর। বসিরহাট।

সুভাষনগর নেহরু স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, রাস্তা সংস্কার এবং বিতর্ক সভার মাধ্যমে দিনটি সার্থক করে তোলা হয়।

দার্জিলিং

ব্লুবিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার। কার্শিয়ং।

গত ৫ই আগষ্ট '৬৮ ব্লুবিল্ড লাইব্রেরীর ৫১তম সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালের জন্য (১৯৬৯-৭০) নয় জন সদস্য কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হন। শ্রী এন সি হরি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট ৪৪৮৮টি পুস্তক আছে। মোট সদস্য সংখ্যা ১১০ জন। দেশের বিশিষ্ট মনীষীদের জন্মদিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গ্রন্থাগার দিবস ইত্যাদি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়।

বর্ধমান

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার। ধাত্রীগ্রাম।

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে গত ২৬শে জুলাই, '৬৮ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত অধিকর্তা শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। কেতুগ্রাম। বহড়ান।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৮ স্বাধীনতা দিবস ও চতুর্দশতম সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়। শ্রীহরপ্রসাদ রায়ের পৌরোহিত্যে একটি সভার আয়োজনও করা হয়। সভায় সর্বশ্রী ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ দাস, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থাগারিক মহাশয় সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

বৈদ্যনাথপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পাণ্ডবেশ্বর।

গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৮ বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগারে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকুমারীশ ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীতারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি গ্রন্থাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুভাষ পাঠাগার। ফটকদ্বার। কালনা।

গত ২২শে জুলাই, সুভাষ পাঠাগারের পক্ষ থেকে বন্যাত্রাণ তহবিলে সংগৃহীত তেতাল্লিশ টাকা আটানব্বই পয়সা স্থানীয় মহকুমা শাসক মহাশয়ের কাছে বন্যার্তদের জন্য দেওয়া হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী।

সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে গত ২৫শে আগষ্ট, '৬৮তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রী জি বেঙ্কটরমনম্ মহোদয় সভায় পৌরোহিত্য করেন।

সংবাদ গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত
News from Libraries

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা (সম্পাদকীয়)
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৪)
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক ও তাঁর কর্মিগোষ্ঠী
সুবলচন্দ্র চৌধুরী
দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার : নৈনিতাল
গীতা মিত্র
পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা (৪)
তুষারকান্তি নিয়োগী
পরিষদ কথা
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ
গ্রন্থাগার সংবাদ
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা ঃ আশ্বিন ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২১ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন।

সদস্য চাঁদার হার

খাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকার প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হজুরীমল লেন, কলিঃ-১৯,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০১৫।
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩ | ১৩৭৫, আশ্বিন

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' থেকে শুরু করে বর্তমানে বেলভেডিয়ারে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা যদিও উদ্দেশ্যের দিক থেকে একই কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মধারার বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটেছে। পরাধীন ভারতে কিছুসংখ্যক ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় নাগরিকের প্রচেষ্টায় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহের জন্য ও তা ব্যবহারের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্য নিয়ে যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল কালক্রমে তা কি কার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেল সে ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। এই জাতীয় গ্রন্থাগারটি এখন ভারতের গৌরবের বস্তু। কিন্তু ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার জাতীয় গ্রন্থাগারের সমান মর্যাদা সম্পন্ন করে তুলতে চলে এর সম্পর্কে আমাদের আরও বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মধারা পর্যালোচনা করবার জন্য রিভিউইং কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থার কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হয়েছে। এই সকল মতামত থেকে নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিকাশের সঠিক পন্থা নির্ধারিত হবে। রিভিউইং কমিটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছ থেকেও মতামত চেয়ে প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিলেন এবং পরিষদ এ বিষয়ে তাঁদের লিখিত বক্তব্য যথারীতি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যদিও অনেক কিছুই বলার রয়েছে কিন্তু সে সকল আলোচনা এই ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে করা সম্ভব নয়। তবে এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সাধারণভাবে যে সকল কথা আমাদের মনে এসেছে তা নিবেদন করছি।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যদিও আমরা বিশ্বের বড় বড় দেশগুলির জাতীয় গ্রন্থাগারকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে মনে রাখব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ—এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমাবেশে বহু বিচিত্র বিষয়ের উদ্ভাবন ঘটেছে। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়েই নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে

হবে। আমাদের মনে হয়, ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিবর্তন ঘটবে নয়া ভারতের বিবর্তনের সঠিক পথ ধরেই, অন্য কোন দেশের অন্ধ অনুকরণ করে নয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতায় অবস্থিত বলেই এর জাতীয় চরিত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কিছু লোকের ধারণা এবং এই গ্রন্থাগারকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করলেই এর উপযুক্ত বিকাশ সম্ভব হবে বলে এঁরা মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কলকাতায় যে ভাবে এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তা ধীরে ধীরে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে এবং এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে তা মিশে আছে। একে এর মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেলে তা বাতুলতা ভিন্ন কিছু হবে না। তাছাড়া দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার যে একটিমাত্রই থাকবে এ ধারণা একেবারেই ভুল। এতবড় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় গ্রন্থাগারের সমমর্যাদা-সম্পন্ন আরো ২।৩টি গ্রন্থাগার থাকার কোন বাধা তো নাই-ই বরং তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্ত যে কয়টি কপিরাইট লাইব্রেরী রয়েছে—দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সেগুলিকে জাতীয় গ্রন্থাগারের মত করে গড়ে তোলার কোন বাধা নেই। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের সংগ্রহের জাতীয় গ্রন্থাগারও হতে পারে। আমেরিকায় National Library of Medicine এবং ব্রিটেনে National Library of Science & Technology রয়েছে। আমাদের দেশেও দিল্লীর ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সারভিসেসের লাইব্রেরীকে সম্প্রতি National Library of Medicine বলা হচ্ছে—জানিনা এটা জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেয়েছে কিনা! কিন্তু কলকাতার এই জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কোনমতেই কমিয়ে দেখলে চলবেনা—দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ও তার ক্যাটালগ এবং বিশিষ্ট ধরনের কাজকর্মের বিবলিওগ্রাফি, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কলারদের সাহায্য করার ব্যাপারে কলকাতার এই জাতীয় গ্রন্থাগারের অবদান অসামান্য। একে ভারতের উপযুক্ত জাতীয় গ্রন্থাগার করে গড়ে তুলতে হবে। যে অর্থে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বিব্লিওথেক ন্যাশনেল প্রভৃতি জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার এই গ্রন্থাগারটিকেও জাতীয় গ্রন্থাগারের সেইরূপ দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে প্রয়োজনের তুলনায় অর্থসাহায্য অত্যন্ত অপ্রতুল।

ভারতে প্রকাশিত প্রতিটি মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে এখানে পাওয়া যায়, প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশী বই সংগ্রহ করা, গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা, সংরক্ষণ, গ্রন্থপঞ্জী ও বিভিন্ন ধরনের ক্যাটলগ মুদ্রণ প্রভৃতি পরিকল্পনা সফল করতে গেলে প্রচুর অর্থের যে প্রয়োজন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে একটি কথা এই যে, জাতীয় গ্রন্থাগারের বইএর লেণ্ডিং বন্ধ করা বোধ হয় এখনই উচিত হবেনা। অবশ্য কলকাতার জনসাধারণের জন্য প্রয়োজন পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন—সে প্রয়োজন কখনো জাতীয় গ্রন্থাগার-এর দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না—আমরা এই প্রসঙ্গে অবিলম্বে কলিকাতায় দিল্লীর মত একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের দাবী জানাচ্ছি। এর ফলে বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর যে চাপ পড়ে তা কমে যাবে।

Editorial : Role of the National Library of India.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৪)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বৎসর (১৯৩৪) অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার পর একখানা গ্রন্থাগারপঞ্জী প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সরকারের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক মহোদয়ের সঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন হইতে পূর্বোল্লিখিত প্রতিনিধিমণ্ডলী সাক্ষাৎ করিয়া ইংরেজীতে যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :

"প্রদেশময় গ্রন্থাগার স্থাপনে সরকারের সক্রিয় আগ্রহ থাকা উচিত। যেখানে কাছাকাছি কোন গ্রন্থাগার নাই সেখানে প্রশাসকবর্গ ভাল সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ দিতে পারেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইবার ব্যাপারে গ্রন্থাগারসমূহকে তাঁহারা সহায়তা করিতে পারেন। সাহায্য পাওয়ার যোগ্য গ্রন্থাগারসমূহকে যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়ার জন্য জিলা বোর্ড, পৌর প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের সভাপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। শিক্ষা-দানের এই আবশ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গত দাবী কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকমণ্ডলী তাঁহাদের পরিদর্শন পরিক্রমার সময় তাঁহাদের এলাকাস্থ গ্রন্থাগার-সমূহ দেখিয়া উহার সুপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারেন। পরিদর্শকবর্গ কিভাবে চলিবেন সেই সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগ হইতে এক পরিপত্র প্রচার করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গকে গ্রন্থাগারের প্রকৃত-সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনার্থ সরকারের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সস্তা দরে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা উচিত। গ্রন্থাগারের ব্যবহার কিভাবে করিতে হয় তাহা ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইবে। প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কিত কিছু বই ও পত্রিকা রাখা বিধেয়। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শকমণ্ডলীরও ঐগুলি হাতের কাছে থাকিলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ভার যাহাদের উপর রহিয়াছে তাহাদের জন্য অবিলম্বে ছুটির সময় অল্প মেয়াদী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশে সাফল্যের সহিত ঐরূপ শিক্ষণব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যবিবরণী, আইনসভার কার্যবিবরণী, শিল্পসংক্রান্ত তথ্যপত্রিকা এবং সরকারের প্রকাশিত শিক্ষামূলক পুস্তকাবলী প্রত্যেকটি পৌরসভাসমন্বিত সহরের অন্ততঃ একটি গ্রন্থাগারে এবং প্রত্যেকটি জিলার গ্রামাঞ্চলের তিন চারটি গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইলে সেই সেই গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পঠনীয় বিষয় যোগান দেওয়া হইবে। ইহাতে জনগণ সরকারের নানা বিভাগের কার্যাবলীর সহিত পরিচিত হইতে পারিবে এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক পুস্তক বিনিময়ের ব্যবস্থাকেও উৎসাহ দিতে হইবে।

গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদিগকে বিশেষ ছুটি বা বৃত্তি দিয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষণলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারিকের পদ খালি হইলে শুধু শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারাই তাহা পূরণ করা উচিত।

শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক প্রশাসনিক বিবরণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের জিলা পরিদর্শক গ্রন্থাগারের পরিচালন সম্পর্কিত প্রতিবৎসর যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার একটি বিবরণ সরকারের প্রকাশ করা উচিত। প্রদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারসমূহের পুঁজিপাটা সহ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকার প্রকাশ করিবে।

মাদ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশে প্রকাশিত প্রত্যেকটি সংরক্ষণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে। জনগণ যাহাতে ইহা ব্যবহার করিতে পারে তাহার জন্য হয় ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে, নয় বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনকে বই পড়ার সুবিধাসহ একটি নিয়মিত গ্রন্থাগারে পরিণত করিয়া উহাতে উক্ত পুস্তকাবলী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের আগামী আয়-ব্যয় বরাদ্দ স্থিরীকরণের সময় সর্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহকে সহায়তা করিবার জন্য কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সরকারী কর্মচারীরা এই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিতে চাহিলে যোগ দিতে পারিবেন এরূপ নির্দেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাদিতে ও গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁহাদিগকে যোগদানের সুবিধা দিলে ভাল হয়।

এই প্রদেশে বালকদের পছন্দমত বই বাছাই করার পক্ষে উপযোগী কোন নির্দেশক গ্রন্থ না থাকায় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের জন্য উপযোগী শ্রেণীবদ্ধ ও স্তরবিন্যস্ত এক পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন আইনের একুশ ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য চাপ দিয়া গ্রন্থাগারসমূহের ক্ষেত্রে পঞ্জীভুক্ত করার মাশুল কমান উচিত। কারণ সামান্য সম্বলবিশিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের পক্ষে উক্ত ধারানুসারে ধার্য মাশুল পঞ্চাশ টাকা অত্যধিক ও কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে বিনা মাশুলে যেমন সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায় তেমনই যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আইনগত বিধিব্যবস্থা করা বিধেয়।

এই প্রদেশে গ্রন্থাগারের প্রসারসাধনের এবং গ্রন্থাগারকে অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শ করা যাইতে পারে এবং উহার সংগৃহীত খবরাখবর ও সংস্থাগত সুযোগ-সুবিধাকেও কাজে লাগান যাইতে পারে।

যোগ্য সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং অ্যাসোসিয়েশন-এর বক্তব্য তৎসমক্ষে উপস্থাপনের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দানে অনুগৃহীত করার জন্য শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে আমরা অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

জিলায় জিলায় শাখা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত উপসমিতির ইংরেজী সুপারিশসমূহের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :

"প্রতি জিলায় একটি মাত্র জিলা শাখা থাকিবে এবং এইজন্য কলিকাতা নগরীকে একটি পৃথক জিলা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

জিলায় জিলায় শাখা গঠনের জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় ব্যক্তিগত সদস্যবর্গ বা অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বকীয় উদ্যোগে বা বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ নিজ জিলায় জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিতে পারিবে।

জিলা শাখাসমূহের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই অ্যাসোসিয়েশন-এর বিরোধী হইতে পারিবে না এবং যথাবিধি সংগঠিত প্রত্যেকটি শাখাকেই যথারীতি অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুমোদন লইতে হইবে।

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সংবিধান এবং নিয়মকানুনের অনুসরণসাপেক্ষ, জিলাসমূহের নিজ নিজ জিলার কার্যাবলী পরিচালনায় আত্মকর্তৃত্ব থাকিবে। অন্য জিলা শাখাসমূহের বা বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর কাজের বাধাস্বরূপ হয় এরূপ কোন কাজ ইহা করিতে পারিবে না, তবে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর নিকট কোন বিষয়ে সুপারিশ নিশ্চয়ই করিতে পারিবে।

জিলা শাখার নিয়মকানুনের ধারা-উপধারা বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সংবিধান এবং উপধারার বিরোধী হইতে পারিবে না। জিলা শাখাসমূহ কর্তৃক প্রণীত ধারা-উপধারা বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোন সংশোধন বা সংযোজন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বা উহার পূর্বে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রণীত বিধান অনুসারে প্রত্যেক জিলা শাখা অ্যাসোসিয়েশন-এর নিকট নিয়মিতভাবে উহার হিসাবসহ বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করিবে।

জিলা শাখাসমূহকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন উহার বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দে উহার বার্ষিক চাঁদালব্ধ আয়ের সর্বাপেক্ষা অভিপ্রেত শতকরা পঁচিশ ভাগ ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখিবে।

এই উপসমিতি অধিকন্তু প্রস্তাব করিতেছে যে, উপরোক্ত সুপারিশসমূহে পরিকল্পিত জিলা শাখাসমূহ বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সংবিধানের চতুর্থ ধারার (জি) প্রতিপ্রদায় উল্লিখিত 'লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন'-এর পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর কাউন্সিল-এ যাহাতে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি আসিতে পারেন তাহার জন্য সংবিধানের পূর্ববিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত প্রতিনিধি ছাড়া প্রতি জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

গ্রন্থাগারিক ও তাঁর কর্মিগোষ্ঠী

সুবলচন্দ্র চৌধুরী *

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাথে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়েছে গ্রন্থাগারিকের উপরে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দেখতে হবে, গ্রন্থাগারিক তাঁর দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন : সেজন্য গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার উপরই সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। পরিচালনা-শিক্ষণ বিজ্ঞানের (management science) সাথে তাঁর পরিচয় এই জন্যই আজ অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে। দলপতি হিসেবে গ্রন্থাগারিক তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের গোষ্ঠীর সাথে কি ভাবে চলবেন, দলপতি বা পরিচালক এবং গোষ্ঠী কর্মীদের সাথে তাঁর কি সম্বন্ধ হবে এর উপরই নির্ভর করবে তাঁর কর্মদক্ষতা এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সার্থকতা। পরিচালনা শিক্ষণ-বিজ্ঞানে (management science) মোটামুটি যে সব কথা বলা হয়েছে, পরিচালক ও গোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিয়ে, সেই সব কথাগুলিই প্রযোজ্য হ'তে পারে, যখনই আমরা গ্রন্থাগারিকের সাথে তাঁর কর্মিগোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিয়ে বিচার করবো এবং পরিচালনার চাবিকাঠির সূত্র কোথায় তা দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করবো।

সেই জন্যই গ্রন্থাগারিক, পরিচালকের দায়িত্ব যখন নেবেন তখনই তাঁকে পরিচালন-শিক্ষণ-ব্যবস্থা (management science) এবং শিল্প মনোবিজ্ঞানের (Industrial Psychology) সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নিতে হবে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখরতা ও বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মদক্ষতা সেইমত ঢেলে সাজিয়ে নিতে হবে। শিল্পবিজ্ঞানের পরিচালকের যেমন শিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে, সেইরকম গ্রন্থাগারিকেরও এই ধরণের কিছুটা শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা ভাবা যেতে পারে। যেটি গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটি পত্র 'গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা' রাখলেই চলবে না, একটু বিশেষভাবে এবং বিস্তৃত আকারে 'শিল্প পরিচালন শিক্ষার' দরকারী অংশগুলি 'গ্রন্থাগার বিদ্যা' শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পড়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ, management science এবং Industrial Psychology—অন্ততঃ এই দুটো জিনিষ গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণ ব্যাপারে ঢুকানো যেতে পারে।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয়ে আসা যাক। পরিচালক হিসেবে গ্রন্থাগারিক এবং তাঁর কর্মিগোষ্ঠীর মধ্যে কি রকম সম্বন্ধ ধরা যেতে পারে? কর্মিগোষ্ঠী বলতে কি বুঝি, পরিচালক হিসেবে গ্রন্থাগারিক সেখানে কি ভূমিকা নেবেন, গ্রন্থাগারিকের সার্থক পরিচালনার সূত্রটি কোথায় লুকিয়ে আছে এগুলো আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, পরিচালক হিসেবে গ্রন্থাগারিক তাঁর গোষ্ঠিকর্মীদের প্রভাবিত করবেন তাঁর নিজস্ব কর্মাবলীর দ্বারা। তাঁর নিজস্ব কর্মধারাই সহকর্মীর

---

* সহকারী গ্রন্থাগারিক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবনে এনে দেবে ক্রিয়াশীল জীবনের পরিবর্তন। গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ কর্মিগোষ্ঠীর সংগঠন করা বা তাকে শক্তিশালী করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যের সঠিক রূপায়ণ করা। যোজনা বা পরিকল্পনা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, কর্মী-সংগঠন, কর্মসম্পাদনার নিয়মাবলীর উদ্বোধন এবং সেগুলোর রূপায়ণ, কর্মের মূল্যায়ণ, নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ, কুশলী কাজগুলোর পরিদর্শন জনসাধারণ বা পাঠক সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ সাধন, কুশলীবৃত্তির আলোচনা, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সংযোগ রক্ষা করা—এই সমস্ত কাজগুলোর সার্থক রূপ দেওয়া এবং তার জন্য পরীক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করা এইগুলোরই কর্মভার অর্পিত হয়েছে গ্রন্থাগারিক বা যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের উপরে। এর জন্য চাই তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ, কেননা, সাংগঠনিক গুরু-দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তাঁর উপরে। লক্ষ্যে তিনি হবেন বদ্ধপরিকর, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মনীষা তাঁকে এনে দেবে বিশ্বাস এবং সহকর্মীদের তাঁর উপরে আস্থা, তাঁর উপরই ভিত্তি তাঁর কর্মযজ্ঞের সাধনা। অপ্রতিহত সংগ্রাম, ভয় ও দ্বিধাহীন পদক্ষেপ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সহকর্মীদের সাথে নিজেকে কাজে বিলিয়ে দিতে হবে। যদিও পরিচালক তাঁর নিজের সত্ত্বাকে একটু আলাদা করে রাখবেন তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে, তবে, সেটা কোনো পদমর্যাদা বা দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, মনীষা, চারিত্রিক বল এবং সত্যনিষ্ঠার উপর। সহকর্মীদের শ্রদ্ধা তাঁর উপর এসে পড়বে; পরিচালকের দরদী মন কর্মীদের আকর্ষণ করে আনবে। তাঁর কর্মীরা যদি তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে চলেন, ভয় করেন, তখন পরিচালক হয়ে পড়বেন নিঃসঙ্গ, এই গোষ্ঠীপরিত্যক্ত নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনের পরাজয়।

এখন এই গোষ্ঠী বলতে কি বুঝবো? এই কর্মিসঙ্ঘ বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। পরিচালকের সাথে কিইবা সম্পর্ক গোষ্ঠিকর্মীদের?

গোষ্ঠী (Group) হচ্ছে কতকগুলি লোকের একসঙ্গে চাবিবদ্ধ হওয়া; কতকগুলি একই ধরনের কাজের উপরে ভিত্তি করে, তাদের নিশানা হবে এক, একই লক্ষ্যে তারা নিজেদের মধ্যে বেঁধে রাখবে।

সুতরাং কতকগুলি বিশৃঙ্খল লোক-সমাবেশকে গোষ্ঠী যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, আমরা তা বলবো না। একমুখী উদ্দেশ্য থাকবে, একই রকম ব্যবহার এবং গোষ্ঠীর কাজ এরা নিজেরা ভাগ করে নেবে। এখন এই গোষ্ঠী কোনটি হয় দুর্বল এবং কতকগুলো হয় বলিষ্ঠ। গোষ্ঠীই কাম্য হবে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যবস্থার ব্যাপারে। বলিষ্ঠ গোষ্ঠী বলতে কি বুঝবো? গোষ্ঠীর কর্মীরা কোনো যুথকর্মে যখন দানা বাধবে কোনো কর্ম সম্পাদনার ব্যাপারে, তখনই সেই গোষ্ঠিকে আমরা বলবো বলিষ্ঠ। বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে আবহাওয়া থাকবে অনুকূল, নিজেদের ব্যাপারে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ, অথচ বন্ধনশীল কর্তব্য সম্পাদনার ব্যাপারে গোষ্ঠীর কর্মীরা সবাই সংবেদনশীল, নিজেদের মধ্যে তাঁদের থাকবে আদান-প্রদানের মনোভাব। কর্মের ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপন তাঁদের কাছে

পরিষ্কার। কর্মে নতা আরোপ তাঁরা যেন করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে কর্মে কোনো বিরোধ নেই। নিজেদের কর্মের মুক্ত অঙ্গনে তাঁরা স্বচ্ছন্দ অনুভূতির আদান-প্রদান করবেন। সর্বোপরি আনন্দ তাঁদের কর্মের যোগান দেবে।

দুর্বল গোষ্ঠী হবে এর উল্টোরকমের। একঘেয়েমি তাঁদের জীবনের যন্ত্রণা হয়ে দেখা দেবে। কর্ম হবে বোঝা, নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস, কর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। সহযোগিতাহীন মনোভাব, কর্মের পুরস্কারের নামে নিজেদের মধ্যে শত্রু আচরণ—এই সব হচ্ছে দুর্বল গোষ্ঠীর কর্মীদের লক্ষণ। পরিচালক যদি দুর্বল হন, চারিত্রিক বল যদি তাঁর মধ্যে না থাকে তবে পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে এই রকম দুর্বল গোষ্ঠীর হবে আবির্ভাব। যদি গ্রন্থাগারিক দুর্বল হন, এবং দুষ্ট অভিলিপ্সা নিয়ে চালিত হন, তবে তিনি এই সব দুর্বল গোষ্ঠী নিয়ে পরিচালন সংস্থার মধ্যে নোংরামিও করে থাকেন, তার পরিণতি অবশ্য ভাল নয়। পরিচালন ব্যবস্থা তাতে ক'রে ভেঙে পড়ে। দুর্বল গোষ্ঠী মোটেই আমাদের কাম্য নয়। সবল গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে দানা বাঁধবার কতকগুলো উপকরণের কথা বলা যাক্।

(১) কর্মীদের মধ্যে থাকবে সহধর্মিতা। তাঁদের অর্থনৈতিক কাঠামো, পদমর্যাদা, উৎসাহ, প্রবৃত্তি ও অভ্যাস এগুলোর মধ্যে থাকবে সহধর্মিতা। আর এক দিকে তাঁরা হবে পরস্পরের সহমর্মী।

(২) তাঁদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে আত্মীয়তাবোধ।

(৩) তারপরে বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর পরিচয় হবে সেই গোষ্ঠী বা যূথের মধ্যে কর্মীদের অধিকার প্রচেষ্টার সুযোগ কতটা রয়েছে তার উপর। উন্মুক্ত প্রান্তরের মতো যদি বিস্তার না থাকে তবে সে গোষ্ঠী হয়ে উঠে দুর্বল।

(৪) এই গোষ্ঠী কতটা মজবুত ও বলিষ্ঠ তা নির্ভর করবে গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব এবং অপরিবর্তনীয় পরিণতি দেখে। স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় গোষ্ঠীরূপ সেই গোষ্ঠীর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে।

(৫) গোষ্ঠীর উপরে শাসন থাকবে, সে শাসন নীতিবোধ ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত। এ শাসন ভীতি প্রদর্শনের জন্য নয়।

(৬) গোষ্ঠীর মধ্যে সিঁড়ির মত বেশী পদসৃষ্টি ও বিভেদকারী নীতি ভাল নয়। বিভিন্ন পদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

(৭) সর্বোপরি বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে থাকবে একটি অপূর্ব সুখচেতনা। তাঁদের সমস্ত কাজ নিজের পারিবারিক কাজের মত আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কেননা, তাঁদের গোষ্ঠী-কর্ম তাঁদের সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দেবে। আনন্দ বা সুখচেতনা না থাকলে কর্মের প্রসার ও তার সার্থকতা ফুটে উঠে না।

এই সকল উপকরণ গড়ে তুলবার জন্য তাঁদের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ নীতিবোধ গড়ে তোলা দরকার। তাদের মধ্যে থাকবে একমুখী গতি, স্বাধীন-সত্তার পরিপূর্তি,

সম্প্রসারণের সম্ভাবনাময় পূর্ণ অভিব্যক্তি। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, সংবেদনশীল মনোভাব বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর পরিচায়ক।

কোন্ গোষ্ঠী দুর্বল বা বলিষ্ঠ বা এই দুটোর তারতম্য বা তারম্যা নির্ভর করে উপরোক্ত উপকরণগুলোর ভালো রকমের মিশ্রণ ও মিশ্রণের তারতম্যের উপরে। অর্থাৎ কোন গোষ্ঠী বেশী বলিষ্ঠ বা কম বলিষ্ঠ এটা নির্ভর করবে এই উপকরণগুলো কতটা সার্থক রূপ নিতে পেরেছে গোষ্ঠিকর্মীদের ভেতরে তার উপরে।

এই বলিষ্ঠ কর্মিগোষ্ঠী সৃষ্টির কতকগুলো উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(১) সর্ব প্রথমে গোষ্ঠীর কর্ম সৃষ্টি করতে হবে। একসাথে যেন তারা কাজ করতে পারে।

(২) কর্মের মধ্য দিয়ে কর্মীরা দানা বাঁধবে, দানা না বাঁধলে পরিচালন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে যাবে।

(৩) গোষ্ঠী কর্মীরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান করবে।

(৪) গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের প্রচেষ্টা করতে হবে।

(৫) গোষ্ঠীকে পুরস্কৃত করতে হবে। ব্যক্তি পুরস্কারের সাথে গোষ্ঠীর পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) গোষ্ঠীকে ছেড়ে দিতে হবে যেন তারা নিজেদের কাজ নিজেরা বুঝে নিতে পারে, তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হবে। অনেক সংস্থার কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠিকর্মীদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। সেটি ভাল সংস্থারই লক্ষণ। অবিবেচক পরিচালক তার সহকর্মীদের উপদেশ মতো না চলে পরিচালন ব্যবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি করে থাকেন।

এখন গোষ্ঠী সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে সার্থক পরিচালক বা সার্থক গ্রন্থাগারিক কে হবেন। সার্থক পরিচালকের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিস্ফুরণ দেখবো।

(ক) তিনি হবেন পরিস্ফুট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি।

(খ) বহির্মুখী হবে তাঁর কর্মপ্রতিভা।

(গ) তিনি হবেন সামাজিক, কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিমান।

(ঘ) তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিধি কর্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে যাবে।

(ঙ) প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁর প্রতিভা, সমস্ত কর্মে তড়িৎ গতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(চ) তাঁর কাজই হবে গোষ্ঠী কর্মের সমবায় সৃষ্টি।

(ছ) তিনি সব সময়ই হবেন কর্মচঞ্চল, ভাবাবেগে চলবেন না।

(জ) তাঁর কর্মের ব্যাখ্যা এবং কর্মসূচী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে। সব কর্মের দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে নিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত নন।

(ঝ) সহকর্মীদের কাছে তিনি কর্মের দায়িত্ব ও সত্যরূপ তুলে ধরবেন। কর্মের বোধকে জাগ্রত করবেন, সেটি হুকুমে নয়, কর্তব্য বোধ জাগ্রত করে।

(ঞ) শঠ বা মিথ্যাচারী হবেন না।

(ট) দুর্বলমতিসম্পন্ন হবেন না।

(ঠ) তাঁর ব্যক্তিত্ব সবাইকে টেনে নিয়ে আসবে কাছে।

(ড) তাঁর কল্পনা ও অন্তরদৃষ্টি হবে সুদূরপ্রসারী।

(ঢ) পোষাক পরিচ্ছদে ও চেহারার মধ্যে সৌম্য, পারিপাটি এবং ভদ্রসূচক হওয়া দরকার।

(ণ) তিনি জানবেন কিভাবে কর্তৃপক্ষের দায় সহকর্মীদের ভিতরে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ হাসিল করতে হবে। সেটি অবশ্য শুভবুদ্ধির ভিতর দিয়ে।

(ত) সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে।

(থ) প্রয়োজন হলে দুর্বল কর্মীদের সাথে নিজেকে কাজে যুক্ত করে তাদেরকে কর্মোপযুক্ত করতে হবে।

(দ) জনসাধারণ এবং সহকর্মীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার দ্বারা সমস্ত পরিবেশকে স্বাস্থ্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।

(ধ) সহকর্মীদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনাচক্র বসাতে হবে।

(ন) ন্যায়বিচারে তিনি দেখবেন অন্যকে বিচার করতে গিয়ে, আগে তিনি ন্যায়পরায়ণ কিনা।

(প) তিনি যেমন একদিকে রসালাপী হবেন, অন্যদিকে বুদ্ধিদীপ্ত—শাসন ক্ষমতাতেও তেমনি হবেন পারদর্শী।

দুর্বল পরিচালক যাঁরা হবেন তারা ঠিক উল্টো রকমের।

(ক) বিচার বিবেচনায় তাঁরা দুর্বল।

(খ) দুর্বল মন তাঁদের, অল্পেতে অস্থির হয়ে পড়েন। চট করে ভেঙে পড়েন।

(গ) ব্যবহারে মিষ্টত্ব নেই তাঁদের।

(ঘ) কর্মে খুঁত খুঁতে ভাব, বেশীরকম শুষ্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন।

(ঙ) সহকর্মীদের উপর কাজ ছেড়ে দিতে পারেন না, বা বিশ্বাসও করেন না।

(চ) সহকর্মীরা তাঁকে উপেক্ষা করে চলে বা তাঁর সাহচর্য পছন্দ করেন না।

(ছ) পরিচালকের দুর্বলতার জন্য নিম্নস্থ সহকর্মীরা তাঁকে সর্বদা উস্কানি দেবে।

(জ) দুর্বল পরিচালক দল বাঁধতে ভালবাসেন।

(ঝ) মিথ্যা কথা প্রায়ই বলে থাকেন।

(ঞ) টেলিফোনে সময় ব্যয় করেন বেশী।

(ট) কর্মের মুখোমুখি না এসে কন্‌ফিডেনসিয়াল রিপোর্ট দিতে তৎপর থাকেন বেশী।

(ঠ) টেবিলটা ফাইলে সব সময়ই ভর্তি থাকে, আজ্ঞা বা বিজ্ঞপ্তি দিতে বিলম্ব করেন, সেটি উপস্থিত বুদ্ধি বা তড়িৎগতি বুদ্ধিমত্তার অভাবের ফলে।

সেইজন্য সার্থক গ্রন্থাগারিক হতে হলে এগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহকর্মী-দের কর্মের সহকর্মী করে নিতে হবে। তিনি যথপতি বা দলপতি ছাড়া কিছুই নন। দলের নির্দেশ তাঁকে মেনে চলতে হবে। ভয় দেখিয়ে শাসন করলে চলবে না। আমার মনে হয়, কোনো পরিচালকের পক্ষে সহকর্মীদের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্য পাঠানো, বেতনের বাৎসরিক বৃদ্ধি বন্ধ করা এবং তাঁর ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যবস্তু থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি খুব প্রশংসার কাজ নয়। এটি তাঁর নিজেরই অযোগ্যতার পরিচয়। পরিচালকের হাতে থাকে অফুরন্ত ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাবলে তিনি যেন মত্ত পাগল না হয়ে উঠেন। তাহলে তাঁর মত্ত ক্ষমতার প্রতিবিধানের জন্য সহকর্মীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। একটা প্রচণ্ড বিরোধীশক্তি জেগে উঠে তাঁর ক্ষমতাকে দেবে ভেঙে চুরমার করে। কর্মীরা নিজেরা নিজেদের নিরাপত্তা, সম্ভ্রম এগুলো রক্ষার জন্য 'কর্মীসংস্থার' সৃষ্টি করবেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দাবিদাওয়া যথ প্রচেষ্টার দ্বারা আদায় করে নিতে চাইবেন। তাই কর্মীরা নিজের সংস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেন নিম্নলিখিত কতকগুলো কারণে :

(ক) তাঁরা তাঁদের সংঘে যোগদান করেন এজন্য যে সংঘের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে তাঁরা তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরতে পারেন। ব্যক্তি প্রচেষ্টায় ফল হবে না ভেবেই তাঁরা যথ প্রচেষ্টায় নেমে পড়বেন এই ভাবে।

(খ) সংঘের পরিচালকবৃন্দ প্রয়োজন বোধে প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে উপদেশাবলী দিয়ে থাকেন। ভাল প্রতিষ্ঠান মাত্রেই সংঘ কর্মীদের উপদেশ ও সাহচর্য মেনে নিয়ে থাকেন।

(গ) সংঘগুলিতে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে থাকেন। কর্মীরা বিভিন্ন সামাজিক কাজ, আত্মবিকাশের বিভিন্ন প্রচেষ্টা যেমন ধরুন, সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চা, খেলা-ধুলা, নাট্যানুষ্ঠান, বক্তৃতামালার আয়োজন সংঘের মাধ্যমে করতে পারেন। সংঘগুলির মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন প্রতিভার প্রকাশের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

(ঘ) কোনো কর্মী আলাদা বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে নিজেকে অনেক সময় অসহায় মনে করে থাকেন এবং কোনো অন্যায় জুলুমের প্রতিকার করতে পারেন না, তখন দরকার হয় সংঘের। যথ প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষের যে কোনো অপপ্রচেষ্টাকে রোধ করা যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক যুক্তিতর্কের খাতিরে বলতে হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্ব কর্তৃপক্ষের একচেটিয়া নয়। কর্মের মূল্যায়ণ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের লাভক্ষতির দায়-দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কর্মীদের উপরই বর্তাবে। পরিচালক শুধুমাত্র তাঁদের যথপতি।

গ্রন্থাগার পরিচালনার এ কথাগুলো অবান্তর নয়, কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালককে একথা মনে রাখতে হবে. প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বোঝা কর্মীদেরই। কর্তৃত্বভার তাঁদেরই। তাই তাদের সুখ সুবিধে তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার দায়িত্ব পরিচালকের উপরে। দলপতি হিসেবে তার যা কাজ সেটি সমস্ত কর্মীদের প্রতিভূ হিসেবে।

The Librarian and his staff
By Subal Chandra Choudhury

দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ নৈনিতাল

গীতা মিত্র

কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। গত বছর মার্চ মাসে নৈনিতালে বেড়াতে গিয়ে যখন শুনলাম এখানে দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার নামে একটি লাইব্রেরী আছে তখন এই লাইব্রেরীটি সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কে এই দুর্গা সাহা এবং এখানকার লাইব্রেরীটিই বা কি রকম জানতে ইচ্ছে হল।

গ্রন্থাগারটির পরিচয় দেবার পূর্বে শৈলনগরী নৈনিতাল এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চল ভ্রমণকারীদের কাছে স্বর্গবিশেষ। নৈনিতাল, আলমোরা, পহরি গাড়োয়াল ও তিহরি গাড়োয়াল নিয়েই কুমায়ুন বিভাগ। সৌন্দর্য ও ভয়ঙ্করত্ব নিয়ে এখানে মাথা উঁচু করে আছে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের শ্রেণী, ভয়ঙ্কর হিমবাহ, এখানে ওখানে উজ্জ্বল ঝকঝকে হ্রদ, পাহাড়ী ঝরণা বা নদী, মাঝে মাঝে হুদভীর খাদ ও ঘন জঙ্গল। সবই মনে হয় যেন নিখুঁত ছবি। ২০,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রায় ৮০টি গিরিশৃঙ্গ রয়েছে কুমায়ুন শাখায়। নন্দাদেবী (২৫,৬০০) কামেট (২৫,৪০০) নন্দাদেবীর পূর্বে ২০,২০০ থেকে ২২,০০০ উচ্চতাবিশিষ্ট পাঁচটি শৃঙ্গ রয়েছে। নন্দাদেবীর পশ্চিমে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ পাহাড়।

প্রকৃতপক্ষে তরাই অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে কুমায়ুন অঞ্চলের বিচিত্র প্রকৃতি, পশুপাখী ও গাছপালার অতি বিচিত্র সমাবেশে জিম করবেটের এই লীলাভূমিটি তুলনা-রহিত। করবেট জাতীয় উদ্যানে এর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

কুমায়ুনের লোক সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। এখানকার অধিকাংশ লোকের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটে। স্বাধীনতা-লাভের পর সরকারের তরফ থেকে এই পশ্চাদপদ অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হলেও এদের দুঃখ-দুর্দশায়ই আজো দিন কাটে।

কুমায়ুনের এই অঞ্চলকে ইয়োরোপের 'লেক ডিষ্ট্রিক্ট'-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পুরাণো গেজেটিয়ারে দেখা যায়, এখানে ষাটটি হ্রদ রয়েছে। নৈনিতালের পুরানো বাসিন্দাদের স্মৃতিতে এখনো এমনি কয়েকটা হ্রদের কথা মনে রয়েছে, যেমন সাত-তাল, ভীমতাল ইত্যাদি। নৈনিতাল যাবার চমৎকার রাস্তা রয়েছে—মোটরযোগে যেতে হয়। ভারতবর্ষের পাহাড়ী রাস্তাগুলির মধ্যে এই রাস্তাটিই শ্রেষ্ঠ।

বিশ্বের দূর দূরান্তর থেকে বিদেশীরা আসে এখানকার অপূর্ব প্রকৃতির আকর্ষণে। বিদেশীরা কেউ একে ইংলণ্ডের উইণ্ডমিয়ার, আয়ারল্যাণ্ডের কিলার্নে অথবা সুইজারল্যাণ্ডের লুআরেণা বলে অভিহিত করে। এখানকার শৈলাবাসগুলিতে আধুনিক ভ্রমণকারীদের

উপযোগী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর সুন্দর বাসোপযোগী গৃহ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, চার্চ, স্কুল ও ক্লাব সবই এখানে রয়েছে। শৈলনগরীসমূহের রাণী হচ্ছে নৈনিতাল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,৩৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই শৈলনগরী যুক্তপ্রদেশ সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। নৈনিতাল পাহাড়ের শৃঙ্গ (চীনা পিক) ৮০৬৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট।

হিমালয়ের কুমায়ুন শাখার সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে ছোট্ট সুগভীর সবুজাভ সরোবর নৈনি। তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নৈনিতাল সহর। সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু দিয়ে শহরটিকে আকর্ষণীয় ও মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তাপদগ্ধ সমতলের ধনী অভিজাতরা আসে হিমালয়ের সুশীতল স্পর্শে শীতল হবার আশায়। এই সহরটিকে আধা ইউরোপীয় কায়দায় মৌসুমীফুলের বিচিত্র বনে শোভিত পার্ক, ক্লাব-রেস্তরাঁ, সিনেমা-থিয়েটার—ইত্যাদি বহুরকম আনন্দবর্দ্ধক বস্তুভারে সজ্জিত করার সময় এগুলির প্রয়োজনীয়তা যেমন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি অবকাশ বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগারের আশু প্রয়োজনীয়তাকেও উপেক্ষা করেন নি। সেই কারণে এখানে স্থাপিত হয়েছে দুর্গা সাহা সাধারণ পুস্তকালয়।

আমি যখন নৈনিতালে যাই, বসন্তের নৈনিতালে তখন ভ্রমণবিলাসীদের আগমনের মরশুম—সেই সময় এখানে প্রচণ্ড ভিড়। ধনী-অভিজাত পরিবারের দামী দামী গাড়ী পথের ধূলা উড়াতে ব্যস্ত। ম্যাক্স পরা তরুণ-তরুণীর দল ঘোড়ার পিঠে পিঠে উদ্দাম, পার্কে আর লেকে ইন্স-বঙ্গ সাজে-সজ্জায় ছেলেমেয়েদের সরব মিছিল—ট্রানজিষ্টারে ভেসে আসছে হাল্কা গানের সুর। অনতিদূরে নৈনিক্লাবের ব্যাণ্ডে পাশ্চাত্য ছন্দের রেশ। এই হাল্কা, উগ্র ও বিজাতীয় নাগরিক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার আশায় আমি মাঝে মাঝে আশ্রয় নিয়েছিলাম—এই সাধারণ গ্রন্থাগারে। তখনই ভেবেছিলমে একে পরিচিত করে তুলব বাংলাদেশের গ্রন্থাগার জগতে। গ্রন্থাগারিকাকে আমার সংকল্পের কথা জানিয়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। তাঁর বিবরণ থেকে জানা গেল : ১৯৪০ সালে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। তখন এখানে শুধু একটি সাধারণ পাঠকক্ষ ছিল। ১৯৪৪ সালে এটি একটি সামগ্রিক গ্রন্থাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্গা সাহা নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারিত হয়। এই জন্য এর নাম রাখা হয় দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার। পরবর্তীকালে এই ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে আসে এবং নৈনিতালের একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগার রূপে সুপরিচিত হয়ে উঠে।

সরোবরের পূর্ব পাড়ে একেবারে জলের উপরই গ্রন্থাগারের ছোট সবুজ রংএর কাঠের বাড়ী। মল্লিতালের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে টিফিন টপের দিকে চোখ তুলে তাকাতে গেলেই আগে চোখে পড়বে লতানো ফুলের সমারোহের মাঝে বড় বড় করে লেখা দুর্গা সাহা মিউনিসিপ্যাল সাধারণ গ্রন্থাগার। ছোট হলেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতিতেই

গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলা হয়েছে। একটি বড় হলঘরকে র‍্যাক, আলমারী ইত্যাদি দিয়ে পার্টিশন করে ছোট ছোট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘরে ঢোকবার মুখেই বাঁ দিকে সূচীপত্রাধার (Catalogue Cabinet) ও অনুসন্ধানী বিভাগ (Reference Section) : ডানদিক দিয়ে তাকের সারি চলে গেছে এবং ডিউই নম্বর অনুসারে ১০০ থেকে শুরু হয়েছে। ঘরের পশ্চিম প্রান্তে দরজার দিকে মুখ করে গ্রন্থাগারিকের বসবার স্থান। সেখান থেকেই বই লেনদেন হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারিক নিজেই বই লেনদেন করেন। তাকের সারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঘরের শেষ প্রান্তে দুটি তাকে সদ্য সূচীকৃত বইগুলি যথাস্থানে পাঠাবার অপেক্ষায় রাখা আছে। গ্রন্থাগারের নতুন সংযোজন হিসাবে সেগুলি পাঠকদের দেখতে দেওয়া হয়। ঘরের বাঁ দিকে Reference এর বইএর আলমারীর পিছনে ঘরের অর্দ্ধেক স্থান নিয়ে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ। সেখানে একপাশে আছে পত্রিকা ও অন্যপাশে গল্পের বই। ঘরে ঢোকবার আগেই একটি চওড়া বারান্দা আছে। ডানদিকে বারান্দার সম্মুখ ভাগে বসেন গ্রন্থাগারের অধীক্ষক (Superintendent) আর পিছনের অর্দ্ধেকটায় বসেন গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মচারীরা, যাঁরা গ্রন্থটিকে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে পাঠকের কাছে পৌঁছাবার উপযোগী করে তোলেন। এটিকে বলা যায় গ্রন্থাগারের Technical Section.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নততর পদ্ধতিতেই গ্রন্থগুলি তালিকাভুক্ত করে পাঠকদের দেবার উপযোগী করা হয়। সূচীকরণের জন্য A. A. Code-এর নিয়মগুলিই সরলীকৃত করে প্রয়োগ করা হয়। বর্গীকরণের জন্য Dewey decimal classification, গ্রন্থ লেখকের নম্বরের জন্য cutter mark ব্যবহার করা হয়। Book no. Class no. এবং Acc. No. সহ একটি ছোট ষ্ট্যাম্প বইএর আখ্যাপত্রের (Title page) উল্টো দিকে ডান দিকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বইএর নামের আদ্যক্ষর Cutter mark-এর পর দেওয়া হয়। প্রত্যেক বইএর জন্য পাঁচটি করে কার্ড টাইপ করা হয়। একটি সংখ্যাতত্ত্ব রাখার জন্য পৃথক করে রাখা হয়। বইএর লেখক সূচক, আখ্যা সূচক, এবং বিষয় সূচক কার্ডগুলি একই সঙ্গে বর্ণানুক্রমে একই আধারে রাখা হয়। ইংরাজী এবং হিন্দী ও উর্দু বইএর জন্য পৃথক পৃথক আধার (cabinet) আছে।

ঘরে ঢুকবার মুখেই বাঁদিকে পর পর কয়েকটি আলমারীতে Conventional Reference books বা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট বইগুলি সাজানো রয়েছে। মোটামুটি সব রকমেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের বইগুলি আছে। বেশ কিছু সংখ্যক কোষগ্রন্থ আছে। ভৌগলিক বিবরণ, অভিধান, জীবনচরিত ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ের মূল্যবান Reference গ্রন্থগুলি আছে। গ্রন্থাগারের তুলনায় এই ছোট Reference section-টিকে বেশ সমৃদ্ধই বলা চলে।

পাঠকক্ষ ও পত্র-পত্রিকা বিভাগটিও খুবই সুন্দর। সেখানে দৈনিক কাগজগুলি বোর্ডে আটকান থাকে। ১২টিরও বেশী বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা, বেশ কিছু সংখ্যক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, হিন্দী, উর্দু ও ইংরাজী পত্রিকা এখানে আসে। পাঠককে

ঢুকবার মুখে পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা টাঙ্গান আছে তার থেকেই পাঠকগণ কি কি পত্রিকা গ্রন্থাগারে রাখা হয় জানতে পারবেন। পাঠকক্ষের অপর দিকে গল্পের বইএর তাকের সারি—পাঠকদের অন্যতম আকর্ষণ। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী গল্পের বই ও পত্রিকাকে একসঙ্গে রাখার এই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পাঠকক্ষে ঢুকবার মুখে একটি ডেস্কের উপর গ্রন্থাগার সম্পর্কে মতামত লেখবার একটি খাতা আছে। গুণীজন, যারা শুধু ভ্রমণতৃষ্ণা মেটাতে নৈনিতাল এসেছিলেন, তাদের স্বাক্ষর এ খাতায় আছে।

গ্রন্থাগারের পাঠকরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত বই নির্বাচন করে গ্রন্থাগারিকের কাছে নিয়ে আসেন। বইটি যে তারিখে দেওয়া হচ্ছে সেই তারিখটি লেখা হয় এবং দৈনিক তারিখ নির্দেশক কার্ডগুলির সঙ্গে যে তারিখে যে বই দেওয়া হয়েছে সেই তারিখ অনুযায়ী বইএর কার্ড ও সভ্য কার্ড লাগিয়ে রাখা হয়। বই ফেরৎ এলে বই থেকে তারিখটি দেখে date guide-এর থেকে নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট Book card-টি ও সভ্য কার্ড খুঁজে বার করা হয়। গ্রন্থের কার্ডটি গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে রাখা হয় এবং সভ্য কার্ড পদবী অনুযায়ী বর্ণানুক্রমভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। সভ্য কার্ড সব সময় গ্রন্থাগারেই থাকে। ইংরাজী বই যাঁরা নেন ও হিন্দী-উর্দু বইয়ের পাঠকদের কার্ডের নম্বর পৃথক। লেনদেনের এই পদ্ধতির ফলে সহজেই বইটি ফেরৎ দেবার তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে নজরে পড়ে ও জরিমানা ধার্য করা যায়।

গ্রন্থাগার গ্রীষ্মের সময় (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ থেকে ১০টা, সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এবং শীতকালে (অক্টোবর-মার্চ) সকাল ৮-৩০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিঃ ; সন্ধ্যে বেলা ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রত্যেক সভ্যের চাঁদার হার—একটি বইএর জন্য বাৎসরিক ১ টাকা ও দুটির জন্য ২ টাকা, একটি বইএর জন্য ১০ টাকা ও দুটি বইএর জন্য ১৫ টাকা জমা রাখতে হয়। ভর্তির জন্য ২ টাকা নেওয়া হয়। ১৪ দিনের জন্য প্রত্যেক সভ্যকে বই দেওয়া হয়, ফেরৎ না দিলে প্রত্যেক দিনের জন্য ছয় নয়া পয়সা করে জরিমানা করা হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদের সভ্য চাঁদা অর্ধেক করার ব্যবস্থা আছে। নৈনিতালে যারা অল্পদিনের জন্য আসেন তাঁরাও সভ্য হতে পারেন এবং পাঠকক্ষ সকলের জন্যই উন্মুক্ত—সেখানে বসে পড়বার জন্য কোন চাঁদা লাগে না।

গ্রন্থাগারে পূর্ণ সময়ের কর্মচারীর সংখ্যা পাঁচ জন—গ্রন্থাগারিক, ২ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১ জন পিয়ন ও একজন করণিক। গ্রন্থাগারিক মোটামুটি ২০০ টাকা, সহকারীরা ১২০ টাকা, করণিক ১০০ টাকা ও পিয়ন ৮৫—৯০ টাকা মাহিনা পান। এ ছাড়া আছেন গ্রন্থাগারের অধীক্ষক—তিনি গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করেন, তাঁরই তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনা হয়। কিন্তু তিনি আংশিক সময়ের জন্য আসেন। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মচারীরা সকলই অদক্ষ (Untrained) কর্মচারী, একমাত্র তিনিই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত। গ্রন্থাগারটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাঁরা

সাজিয়েছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কর্মচারীরা গ্রন্থাগারটি সকাল—সন্ধ্যা খুলে রাখার জন্য পালাক্রমে কাজে যোগ দেন। গ্রন্থাগারটি পরিচালনার জন্য আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ। তাঁদেরই অধীনে গ্রন্থাগার একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়।

গ্রন্থাগারের অধীক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে আমি গ্রন্থাগারটির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগার অনুরাগী। তিনি যথেষ্ট নিখুঁত সংখ্যাতত্ত্ব রাখতে ইচ্ছুক এবং কোনকিছু গোপন না করেই তাঁর হিসেবের খাতা থেকে আমাকে সমস্ত সংখ্যাতত্ত্ব সরবরাহ করলেন। নৈনিতাল শহরটি খুবই ছোট, শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও কম। সেই তুলনায় গ্রন্থাগারটি তার সভ্য-সংখ্যার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। ১৯৪৫ সালে মাত্র ৮৫ জন সভ্য নিয়ে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ২৮৫ জন সভ্য হয়। এবং বর্তমানে ১৯৬৭-৬৮ সালে এর সভ্য সংখ্যা হলো ৪৫৪। এ ছাড়া বছরের কোন সময় সভ্য সংখ্যা বেড়ে যায় হয়ত বেশ কিছুদিন। শৈলনগরীতে অবসর বিনোদন করতে এসে কেউ কেউ এখান থেকে অবসর বিনোদনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করেন। সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বই-এর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৫ সালে বইএর সংখ্যা ছিল ৩২৮০, ১৯৫০-৫১ সালে ৭৮৩০ এবং বর্তমানে ১৮,২৬১টি বই আছে, বইএর লেনদেন সম্পর্কে গ্রন্থাগারের উন্নতি আকর্ষণীয়। ১৯৪৫ সালে ৮৫জন সভ্য ২৫০০ খানি বই নিয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালে বই লেনদেনের সংখ্যা ১৩,১৬০, ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৬,৬০০। নৈনিতাল শহরে যাঁরা আসেন তাঁরা অনেকেই এই গ্রন্থাগারটি দেখিতে আসেন। এইজন্য এখানে একটি দর্শকদের খাতা রাখা হয়েছে। তার থেকে জানা যায় ১৯৪৫ সালে কুড়ি হাজার দর্শক এসেছিলেন। বর্তমান বছরে প্রায় ৪৫,৩০০ জন দর্শক এসেছেন। অধীক্ষককে প্রশ্ন করেছিলাম সাধারণত পাঠকদের কি বইএর চাহিদা বেশী। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, সেই চিরন্তন কথা "গল্পের বই"। এর পর তিনি পাঠকের চাহিদার একটি সংখ্যাতত্ত্ব আমায় দিলেন।

১৯৬৭-৬৮	ইংরাজী	হিন্দী
গল্পের বই	১,৭৬৭	৯,৩৪২
ইতিহাস-জীবনী	৬৪২	৪৩২
দর্শন ও ধর্ম	৪০১	৫১৪
সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি	৩১৩	৩৫৪
বিজ্ঞান ও কারুশিল্প	৩০১	১৮৯

এ ছাড়া উর্দু বই বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১২০১ লেন-দেন হয়েছে। এই সংখ্যাতত্ত্বে একটা বিষয় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, নৈনিতালের মানুষের কাছে রাজনীতি বা বিজ্ঞানের আবেদন খুব কম। তাঁদের আকর্ষণ এখনও ধর্ম ও দর্শনের বইএর দিকে।

এই দিক থেকে তাঁরা যে সমতলভূমির যান্ত্রিক শিল্প-সভ্যতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন সে কথা সত্য। তবে এই অনগ্রসরতা নৈনিতালের প্রাকৃতিক পরিবেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে আর একটি জিনিস প্রমাণিত হয় যে, গ্রন্থাগারটি সভ্য-সংখ্যা, বইএর লেন-দেনের বা বইএর সংখ্যা যে কোন দিকেই উন্নতির পথেই যাচ্ছে। আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের মতন সভ্যসংখ্যা কমতির মুখে যাচ্ছে না, বা বই-গুলি অব্যবহার্য নয় : পাঠকের অনাদৃত বইএর সংখ্যা কম এবং সভ্যরা সকলেই গ্রন্থানুরাগী, শুধু নামেই সভ্য নন।

গ্রন্থাগারটি দেখার পর কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রন্থাগারের সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ, ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা। স্বল্প শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমন আধুনিক পদ্ধতির গ্রন্থাগার এখানে কেমন করে গ্রন্থাগারের কর্ম-চারীরা গড়ে তুললেন তা সত্যি বিস্ময়ের বিষয় ও শিক্ষণীয়ও বটে। গ্রন্থ বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পত্র-পত্রিকা ও গল্পের বইকে একই পাঠকক্ষে রাখার যে পরিকল্পনা, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারেও সংখ্যাতত্ত্ব রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, আর তা থাকলেও সাধারণের সামনে উপস্থিত করার কোন ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু এখানে জ্ঞানবৃক্ষ ও মানুষের বিভিন্ন সচিত্র চার্টের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য একটি সংখ্যাতত্ত্ব সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব রাখার এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এ ছাড়া গ্রন্থাগারটিকে, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সুন্দর সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে যেমন "Books give the best and greatest thoughts of all the good and wise : Books treasure human knowledge up and thus never dies" এই সব বাণী সাধারণ জনগণ মনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করছে এবং গ্রন্থাগারে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। তাছাড়া বিনা চাঁদায় পাঠকক্ষটি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে অনেকেই গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

সুদূর শৈলনগরীতে মাত্র পাঁচ দিনের আশ্রয় পেয়েছিলাম। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম সভ্যতা প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে যেভাবে নষ্ট করে, অতি আধুনিকতার বিকৃত রুচিবোধে আনন্দ লাভের উপায় হিসাবে যেগুলিকে গ্রহণ করেছে তাদের বরণ করতে পারলাম না। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পুরুষে মনুষ্যত্বের মহিমাকে খুঁজে পাই নি। প্রত্যক্ষ জীবন থেকে পালিয়ে গ্রন্থাগারের বন্ধুত্ব সেখানে আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, সে কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব।

Durga Saha Municipal Library :
Nainital By Gita Mitra

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক নৃ-বিদ্যা (৪)

কুথারকান্তি নিয়োগী

Kinship System—আত্মীয় সম্পর্ক

(ক)

সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে একাকীত্ব একান্তই দুঃসহ। একের সঙ্গে অপরের যোগে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কখনও তা বন্ধুত্বে কখনও তা আত্মীয়তার রূপধারণ করে। "আত্মীয় সম্পর্ক" সাধারণতঃ রক্তসংযোগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় ; আমাদের যাঁরা আত্মীয় তাঁদের সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে আমরা রক্তের যোগ খুঁজতে চেষ্টা করি - নোতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। তবে "আত্মীয় সম্পর্ক" কেবলমাত্র রক্তের সংযোগেই স্থির হয় না, বরং অনেকক্ষেত্রে জন্মসূত্র বা রক্তসূত্র ছাড়া কেবল অর্জিত ব্যাপারের উপর গড়ে উঠতে পারে। লেভী ষ্ট্রসের ভাষায় : **A kinship system does not consist of the objective ties by descent or consanguinity-that obtain among individuals, it exists only in human consciousness, it is an arbitary system of ideas, not spontaneous development of a factual situation.**

অধ্যাপক ফোবার আদিবাসী সংগঠনগুলির মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে আত্মীয় সম্পর্কের কয়েকটি সূত্র দিয়েছেন : (১) আত্মীয় সম্পর্কে বংশপরম্পরার মধ্যে সমসাময়িক, ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তনদের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। যেমন,

বাবা-ঠাকুর্দা ; কাকা-ভাইপো ইত্যাদি।

(২) আত্মীয় সম্পর্কে স্ব-ধারা ও সমান্তরালধারার মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়। যেমন,

বাবা-বাবার ভাই (কাকা, জ্যাঠামশাই) ইত্যাদি।

(৩) একই সময়ে জীবিত বয়সের কমবেশী মাপকাঠিতে আত্মীয় সম্পর্ক নির্দেশে ভিন্নভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

যেমন, বড়দা, মেজদা, সেজদা, ছোড়দা ইত্যাদি।

(৪) আত্মীয় সম্পর্কের পরিভাষা স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতা নির্দেশ করতে পারে। পুরুষ তার বাবা-মা'কে যে শব্দাবলী প্রয়োগ করে, স্ত্রী সে শব্দাবলী প্রয়োগ করেনা। মহারাষ্ট্রে দেখা যায় যে, একটি লোক তার ভাই-পো'কে বলে "পুতন্যা", কিন্তু স্ত্রীলোক ভাই-পোকে বলে "ভাচা"। তোটিয়াদের মধ্যে দেখা যায় যে ওদের পুরুষ তার বড়দিকে বলে "পোতা", কিন্তু স্ত্রীলোক তার বড়দিকে বলে "তাতা"। ছোটবোনের বর লোকটির কাছে "তেতে", কিন্তু স্ত্রীলোকটির কাছে "পোয়া"।

(৫) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়, বিবাহের দ্বারা গড়ে ওঠা আত্মীয় এবং নবাহরিত আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে একটা পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়। যেমন, বাবা ও শ্বশুর

(শ্বশুর বা শ্বাশুড়ীকে "বাবা" এবং "মা" বলা হলেও রক্তসম্পর্কের "বাবা" এবং "মা"র সঙ্গে পার্থক্য আছে)।

(৬) কোন কোন আত্মীয় সম্পর্ক নির্দ্ধারণে দেখা যায় যে যার মাধ্যমে এই আত্মীয় সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয় তার উল্লেখ থাকে—যেমন, "ঠাকুর্দা" বলতে আমরা বাবার বাবা বুঝি এবং "দাদু" বলতে আমরা মায়ের বাবা বুঝি। এক্ষেত্রে বাবা অথবা মা হল সম্পর্ক নির্দ্ধারণের মাধ্যম, পারিভাষিক শব্দতেই তাদের পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'জাতীয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি ক্ষেত্রে শব্দগুলি কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয় না, বরং একটি শ্রেণী নির্দেশকভাবে বোঝায়; অন্যক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে বোঝান হয়। প্রথমটিকে বলে শ্রেণীনির্দেশক আত্মীয় সম্পর্ক (classificatory system), এবং দ্বিতীয়টিকে বলে বর্ণনামূলক আত্মীয় সম্পর্ক (descriptive system)—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়। আত্মীয় সম্পর্কের এই বিভাগদুটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লুই মরগ্যান সাহেব।

"সেমা" নাগাদের মধ্যে দেখা যায় যে "অজ" বলতে ওরা মা, কাকিমা, মামী সবাইকে বোঝায়, একই লোক "অপু" বলতে বাবা, কাকা, মেশো সকলকে নির্দেশ করে। আবার "অনি" বলতে ওরা পিসী, স্ত্রীর মা (শ্বাশুড়ী, স্বামীর মা (শ্বাশুড়ী), স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী (জা) ইত্যাদি সকলকেই বোঝায়। ছোটনাগপুরের "হো"দের মধ্যে দেখা যায় যে মামা, পিসে ও শ্বশুর (দুপক্ষের) সকলকেই "হোরঅই" বলা হয়—আবার পিসী, মামী এবং শ্বাশুড়ীকে (দুপক্ষের) "হচৌম" নামে সম্বোধন করা হয়।

পারিভাষিক শব্দ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় এর মধ্যে জাতির বিবাহবিধি, সম্পত্য-ধিকার ভোগ, সামাজিক কার্যবাদ ইত্যাদির সূত্র লুকিয়ে আছে। "সেমা" নাগারা "অনজের" শব্দটি দ্বারা (১) মায়ের ভাই (২) স্বামীর বাবা (শ্বশুর) (৩) স্ত্রীর বাবা (শ্বশুর) (৪) স্বামীর ভাই ইত্যাদি সকলকেই বুঝিয়ে থাকে। "সেমা" নাগাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথার চল আছে। বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাই দেখা যায় স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলে ওই স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে তাকে বিয়ে করে। বিধবা যদি বিবাহে অরাজী থাকে তবে স্বামীর হস্তান্তরযোগ্য নিয়ে সে বাসস্থান ত্যাগ করতে পারে। সাধারণতঃ সম্পত্তির মোহে বিধবার স্বামীর অন্যস্ত্রীর ছেলে তাকে বিয়ে করে—এবং স্বাভাবিকভাবেই সংসারের কর্তৃত্ব ওই স্ত্রীলোকটির উপর বর্তায়, আমাদের পরিবারে "বড়গিন্নী"র মত তার একটা স্থান হয়। মা, কাকিমা, মামী সকলকে "অজ" বলা হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে—এর পশ্চাতে আছে প্রত্যেককেই বিবাহ করার অধিকার এবং সম্পত্তি লাভের অভীপ্সা।

পরিভাষার মধ্যে অনেক সময় সামাজিক কার্যবাদ ফুটে ওঠে। অনেক সময় বাস্তব চাকর চাকরাণী, একস্থানে বসবাসকারী স্ত্রীপুরুষের দাদা, দিদি, কাকা, কাকী, বৌদি, বাসী,

দাদু, দিদিমা ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দে সম্বোধন করা হয়—যদিও দেখা যায় যে এদের সঙ্গে কোনরকম রক্তসম্পর্ক বা বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত কোন সম্পর্ক নেই। এই পরিভাষাগুলির মধ্যে ব্যবহারিক দিক ও নিষেধাচারের প্রশ্নও জড়িত থাকে।

পরিবারে মামার যে বিশেষ আধিপত্য থাকে তাকে মাতুল কর্তৃত্ব (avuncular authority) বলা হয়—এই শব্দটির মধ্যে সমাজব্যবহারের অতীত ইতিহাসের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। হয়ত পশ্চাতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজবিন্যাসের প্রভাব থাকতে পারে, এই সমাজব্যবস্থায় "মামা"কে "মা"র ভাই এবং "পরিবারের কর্তা" এই যৌথ দায়িত্ব পালন করতে হত। তবে বাঙ্গালী পরিবারে মামার যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে তার পশ্চাতে বাঙ্গলাদেশে বহুপ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। দক্ষিণভারতের মত বাঙ্গলাদেশে মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ সামাজিক দিক থেকে সমর্থিত হয় না—কিন্তু "মাতুল কর্তৃত্ব" পূর্বোক্ত অঞ্চলের মত এখানেও লক্ষ্য করা যায়। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বহুবিবাহ জড়িত ছিল, ফলতঃ বর্ণহিন্দুকুলীন সন্তান এই প্রথার সুযোগ নিয়ে এত অধিক সংখ্যক নারীকে পত্নীতে বরণ করত যে সকলের সঙ্গে সবসময় তার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হত না এবং তাই মেয়েরাও বিবাহের পর শ্বশুরঘর করবার তেমন সুযোগ বা অধিকার পেতনা। পক্ষান্তরে মেয়েরা বিবাহের পর দীর্ঘকাল যাবৎ পিতৃগৃহেই বাস করত এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানাদির পালনের ভার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে "মামা"র উপর বর্তাত। "মামার বাড়ী"র দুধভাত কথার পশ্চাৎপটভূমি হিসেবে এই বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। মামার স্থান আমাদের পরিবারে বিশেষ সম্মানের এবং মর্যাদার—মামার অধিকার সামাজিক অনেক আচার-আচরণে বিশেষভাবে গ্রাহ্য। অন্নপ্রাসনের সময় প্রথম ভাত মামার কাছ থেকেই খেতে হয়।[১]

(খ)

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পূর্বে জার্মানীর আইনে ছিল : সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হত না, তার ঔরসদাতার পিতৃত্ব তখনই স্বীকৃত হত না; পক্ষান্তরে সন্তানকে গ্রহণ করা বা না করা ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। আফ্রিকার পূর্বে একটা নিয়ম ছিল যাতে ঔরস বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন মূল্য ছিলনা, বরং পিতৃত্বের দাবী করতে হলে তাকে কয়েকটী ঐতিহ্যানুশাসন ও আচার পালন করতে হত।

দত্তকগ্রহণ ব্যাপারটীকেও আত্মীয় সম্পর্কের একটী মুখ্য বিষয় বলে গণ্য করা হয়। দত্তকপুত্র ঔরসজাত পুত্রের মতই সমস্ত অধিকার ভোগ ও দায়দায়িত্ব পালন করে থাকে। "থোঙ্গা"দের মধ্যে দেখা যায় যে সন্তানহীন ব্যক্তি নিজের নিকটাত্মীয়ের মধ্য থেকে দত্তক গ্রহণ করে। পুত্রহীন থোঙ্গানারী তার নিজের ভাইকেই পুত্রহিসেবে গ্রহণ করতে পারে। Crow নারী সমস্ত রকম সামাজিক নিষেধবিধি থেকে নিস্তার পায় তার জামাইয়ের সঙ্গে

১. Races and Cultures of India—D. N. Majumder. PP—263

মেলামেশার ব্যাপারে যদি সে তাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে। অনেক সময় নির্বাচিত ব্যক্তি বা বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে একটী আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যুগোস্লাভিয়ায় এইরকম একটী আত্মীয় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।[২] শরীরের রক্ত মিশিয়ে দুটী পুরুষ, দুটী নারী অথবা একটী পুরুষ একটী নারী ভাই বা বোন বা ভাই-বোন সম্পর্কে আসতে পারে। সম্রাট বসিলিয়াস এমন একটী আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটী আচার পালনের প্রয়োজন হয়। দুজন ব্যক্তি তাদের হাত বা কব্জিতে ক্ষত করে রক্ত বার করে এবং একটী গ্লাসে সেই রক্ত মিশ্রিত করা হয়, তারপর দুজনেই তা পান করে এবং তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়—জীবনের সমস্ত ঘটনা বা দুর্ঘটনা, আপদে বা আনন্দে তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, একে অপরের সহযোগিতা করে এবং উভয়ের পিতামাতাই উভয়ের পিতামাতা হয়, আর, দুটী পরিবারের মধ্যে কোন-রকম বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। উগাণ্ডাবাসীদের মধ্যেও এই রীতির প্রচলন আছে। বন্ধুত্বের আত্মীয় সম্পর্কের রীতি বাঙ্গলাদেশেও প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশের "সয়লা উৎসব" হ'ল এই বন্ধুত্বের উৎসব। মেয়েদের মধ্যে যে সই পাতানো প্রথার চল আজও কোথাও কোথাও আছে তা এই সয়লা উৎসবেরই একটী বিশেষ রূপায়ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে জাত-ধর্মের প্রশ্নটা তেমন মুখ্য ছিলনা। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক পাতানোর রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত।[৩] এই আলোকে বাঙ্গালাদেশের "সয়লা উৎসবের" সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানগত মূল্য অনস্বীকার্য। বন্ধুত্ব একটী সামাজিক সংস্থা। সমাজ জীবনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল, বর্তমানে বিলীয়মান সয়লা উৎসব তারই অবশিষ্ট স্মৃতিরূপ।

265. Kin, bilateral— দ্বিপার্শ্ব সম্পর্ক।

এই জাতীয় আত্মীয় সম্পর্কে পিতা-মাতা দু পক্ষ থেকেই আত্মীয় সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা হয়। বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমাজকাঠামোয় এই জাতীয় আত্মীয় সম্পর্কের প্রচলন রয়েছে।

266. Kin, Collateral— জ্ঞাতি সম্পর্ক।

জ্ঞাতিসম্পর্কটা সমান্তরাল ধারা নির্দেশ করে—বিপ্রতীপ সম্পর্কের (Crosscousin) ঠিক বিপরীত হল জ্ঞাতিসম্পর্ক। বাবার ভাইয়ের ছেলে লোকটির জ্ঞাতিভাই (Collateral brother), পক্ষান্তরে বাবার বোনের মেয়ে/ছেলে অথবা

---

২. Social Organisation—Lowie. Ch - 4, PP—58

৩. Man and His works, the Science of Cultural Anthropology—Melville J. Herkovits.

মা'র ভাইয়ের ছেলে মেয়ে বিপ্রতীপ ভাই বোন হয় লোকটির। পিতৃস্থানিক পরিবার সংস্থায় জ্ঞাতিভাই বলতে বাবার ভাইদের ছেলেদের ধরা হয়, পক্ষান্তরে মাতৃস্থানিক পরিবার সংস্থায় মায়ের বোনের ছেলেমেয়েদের জ্ঞাতিভাই বলা হয়।

267. Kin, lineal— বংশানুক্রমিক কুল।

268. Kinship – আত্মীয় সম্পর্ক।

269. Kinship Biological— দাম্পত্য সম্পর্ক, দৈহিক সম্পর্ক।

Biological Kinship-এর আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দ "দৈহিক সম্পর্ক"ই হয়। এই জাতীয় সম্পর্কের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের কোন প্রশ্ন থাকে না। যেমন স্বামী এবং স্ত্রী অথবা রক্তসম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। প্রাচীন মিশরীয় পরিবার ছাড়া অন্যত্র কোথাও রক্তসম্পর্কের স্ত্রীপুরুষ অর্থাৎ ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের প্রশ্ন ওঠেনা। দৈহিক সম্পর্ক অর্থে যে কোন স্ত্রী পুরুষের যৌন সম্পর্ককে বোঝান হয় এবং এর মধ্যে বিবাহের কোন উল্লেখ থাকেনা। প্রকৃতপক্ষে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে "বিবাহের" প্রসঙ্গ থাকার অপরিহার্যতা কিছু নেই। বিবাহ হল সমাজ অনুমোদিত বা স্বীকৃত আচার বা অনুষ্ঠান—এর দ্বারা মিলনের বৈধতা বা অবৈধতার বিচার হতে পারে মাত্র কিন্তু মিলনের তাতে কিছু প্রত্যয় হয় না ; তবে সম্পর্কের যেখানে প্রশ্ন ওঠে সেখানে পরিবার বা সমাজ অনুমোদনের প্রসঙ্গটার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কেননা, যে কোন প্রকার সংসর্গকে সমাজ বা পরিবার স্বীকৃতি দেয়না আর ঐ সংসর্গের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনা। সংসর্গকে সম্পর্কে রূপান্তরিত করতে হলে সমাজ বা পরিবারের অনুমোদন অনস্বীকার্য এবং সেই অনুমোদন কেবলমাত্র বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, আর সেই অনুমোদন লাভ করলে স্বাভাবিকভাবেই দৈহিক সম্পর্কটা নিছক যৌনব্যাপার না হয়ে দাম্পত্যসম্পর্কে রূপলাভ করে, যার মধ্যে থাকে কতকগুলি দায়দায়িত্বের বন্ধন, কতক-গুলি রীতি ও আচার পালন, পরিবার ও সমাজসম্মান রক্ষাকরণ এবং সন্তান জন্মদান, পালন ও উত্তরাধিকার অর্পণ ইত্যাদির ঘোষ। তাই আমাদের মতে biological

kinship-এর সামাজিক নৃ-বিজ্ঞার সঠিক বাংলা পরিভাষা "দাম্পত্য সম্পর্ক"; যদিও শব্দগত দিক দিয়ে "বৈহিক সম্পর্ক" শব্দটি কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হতে পারে।

270. Kinship Blood—রক্তাত্মীয় সম্পর্ক।

271. Kinship Classificatory—শ্রেণী নির্দেশক আত্মীয় সম্পর্ক।

এই জাতীয় আত্মীয় সম্পর্কের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মরগ্যান সাহেব। পরে এই বিষয়ে কিরচফ এবং লাউই বিশেষ অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কোন একটি বিশেষ শব্দ একসঙ্গে অনেকগুলি লোকের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। শ্রেণীনির্দেশক পরিভাষায় দেখা যায় যে বাবা, বাবার ছোট ভাই, বাবার বড় ভাই ইত্যাদি সকলকেই "বাবা" বলা হয়—ঠিক তেমনিভাবে মা, মাসী ইত্যাদিকে "মা" বলা হয়। তবে প্রকৃত "পিতা" এবং "মাতাকে" তার সন্তান-সন্ততিরা ঠিক চিনে নিতে পারে। একইভাবে ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে ইত্যাদিকেও "ছেলে" বলা হয়।

শ্রেণীনির্দেশক পরিভাষার মধ্যে মরগ্যান মোটামুটি দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভাগের উল্লেখ করেন—একটি 'হাওয়াই' অপরটি "সেনেকা"। হাওয়াই বিভাগে বাবা, মামা, মেশো, পিশে, কাকা ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় না, তেমনি মা, মাসীর মধ্যেও থাকেনা কোন পার্থক্যের নির্দেশ—সুতরাং ঊর্ধতন পুরুষের সকলে অধস্তনপুরুষের সঙ্গে বাবা ও ছেলে/মেয়ে অথবা মা ও মেয়ে/ছেলে সম্পর্কে যুক্ত থাকে। সেনেকা বিভাগে এবং বাবা, মাসী এবং মা'র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকে, এছাড়া মামা এবং মেশো, পিসী এবং পিশেকে আদৌ নিকট আত্মীয়ের পর্যায়-ভুক্ত করা হয় না এবং তাই তাদের প্রতি "বাবা" ও "মা" শব্দাবলী প্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

তাই বিপ্রতীপ সম্পর্কগুলিতে দেখি :

মা'র ভাই লোকটির বাবা নয়—মামা,

বাবা'র বোন লোকটির মা নয়—পিসী,

মা'র ভাইয়ের ছেলে/মেয়ে লোকটির মামাতো ভাই বোন,

বাবার বোনের ছেলে/মেয়ে লোকটির পিসতুতো ভাইবোন ;

কেউ শুধু ভাইবোন নয়।

কিরচফ ও লাউই'র সিদ্ধান্তে চারটি শ্রেণীর শ্রেণীনির্দেশকতার উল্লেখ রয়েছে।

(ক) বাবা, বাবার ভাই, মা'র ভাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র। একইভাবে মা, মা'র বোন, বাবার বোন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র শব্দদ্বারা সম্বোধিত হয়।

(খ) বাবা মামা এবং কাকার থেকে স্বতন্ত্র—কাকা এবং মামা এক শব্দে সম্বোধিত হয়। মা, মাসী এবং পিসীর থেকে স্বতন্ত্র—মাসী এবং পিসীর প্রতি একই শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

(গ) একটী মাত্র শব্দে বাবা, মামা, কাকা, মেশো, পিসে ইত্যাদি সকলকে ডাকা হয়—একটী মাত্র শব্দ মা, মাসী, পিসী, মামী, কাকী ইত্যাদি সকলের প্রতি প্রযোজ্য হয়। (ঘরগ্যান উল্লিখিত হাওয়াই)

(ঘ) বাবা ও কাকার প্রতি একই শব্দ প্রয়োগ করা হলেও মামার বেলায় স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়—একই ভাবে মা এবং মাসীর প্রতি একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও পিসীর ক্ষেত্রে অন্য শব্দ প্রয়োগ হয়। (সেনেকা)

শ্রেণীনির্দেশক আত্মীয় সম্পর্কের পশ্চাতে বহুবিবাহ, ভাতৃজায়া বিবাহ (Levirate) অথবা শ্যালিকা বিবাহ (Sororate) ইত্যাদির প্রভাব থাকতে পারে। দক্ষিণভারতের নীলগিরি অঞ্চলের টোডাদের[৪] মধ্যে এইজাতীয় আত্মীয় সম্পর্কের প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণভারতের কানিকরদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিমজাতি ও বহু আদিমসমাজের মধ্যে শ্রেণী-নির্দেশক প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

মাদ্রাজের আদিবাসী "কল্লর"রা "অট্ট" বলতে একই সঙ্গে মা এবং মামীকে বোঝায়; "মামন" বলতে মামা, পিসেমশাই এবং শ্বশুরমশাইকে বোঝান হয়—মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত থাকার জন্য "মামা" শ্বশুর সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের মালাপণ্ডারমদের মধ্যেও ঐ শ্রেণীর আত্মীয় সম্পর্কের প্রচলন আছে। এই আত্মীয় সম্পর্কে দেখা যায় যে বাবার বংশের লোকেরা, যেমন

৪. [নীলগিরির "টোডা" সংস্কৃতি—শ্রীসুধীরকান্তি নিয়োগী : প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৭৪, পৃঃ ৩৭-৩৮]

বাবার ভাই, মায়ের বোনের স্বামী (মেশোমশাই) এবং বি-পিতা ইত্যাদি সকলকেই "ইয়" বলা হয় যাকে আমাদের ভাষায় বাবা বলে। একইভাবে বাবার ভাইয়ের স্ত্রী, মায়ের বোন এবং বি-মাতা ইত্যাদি মাতৃসমারূপে গণ্য হয় এবং ওদের সকলকে ওরা "আম্মা" বলে সম্বোধন করে। ত্রিবাঙ্কুরের উরালী আত্মীয় সম্পর্কের শব্দাবলীতে পাওয়া যায়: "সকল" বলতে মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, স্ত্রীর বোনের মেয়ে ইত্যাদি সকলকে বোঝান হয়; "অপ্পন" বলতে ওরা বাবা, কাকা, বি-পিতা, মেশোমশাই ইত্যাদি সকলকেই নির্দেশ করে; অনুরূপভাবে "আম্মা-মা" শব্দে ওরা মা, মাসী, পিসী, বিমাতা ইত্যাদি সকলকে সম্বোধন করে।

272. Kinship Terms আত্মীয় সম্পর্ক নির্দেশক পরিভাষা।

273. Kinship Unilineal – একপাক্ষিক আত্মীয় সম্পর্ক।

274. Land Ownership—ভূম্যধিকার।

275. Law—আইন।

276. Legal Phraseology—আইনবিষয়ক শব্দতালিকা।

277. Legend—ইতিবৃত্ত।

278. Legend, Local—স্থানীয় ইতিবৃত্ত।

279. Legend, Migratory—প্রচরণশীল ইতিবৃত্ত।

280. Levirate—ভাতৃজায়া বিবাহ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার অধিকার অনেক গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রচলিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহটা অনুজ সহোদর ভাই না থাকলে জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গেও হয়। বাইবেলোক্ত হিব্রুসমাজে এই প্রথার চল ছিল। তবে ছেলেমেয়েগুলি কিন্তু মৃতভাইয়ের বলে গণ্য হত। আমাদের আর্ষমহাকাব্য রামায়ণেও এই বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় – বালী, তারা, সুগ্রীব, রাবণ, মন্দোদরী বিভীষণ প্রসঙ্গে আমরা এই জাতীয় বিবাহ প্রচলিত থাকার উল্লেখ পাই। দক্ষিণভারতের আদিবাসী "কানিক্কর" ও "টোডা"দের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহের প্রচলন আছে। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার

"আরাণ্ডা", মেলনেশীয় অঞ্চলের "ত'মোয়া", আফ্রিকার "নামা হটেনটোটেস্", মধ্যএশিয়ার "কালাক", ইত্যাদি আদিবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃজায়া বিবাহ প্রচলিত।[৫] সাধারণতঃ দেখা যায় যে যাদের মধ্যে ভ্রোপদীত্ব (fraternal or clan poyandry) প্রথা রয়েছে সেখানে ভাতৃজায়াবিবাহের ব্যাপক প্রসার এ প্রসঙ্গে আমরা তিব্বতী, এস্কিমো, টিম্নকিট ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি।

281. Levirate, anticipatory—আকাংক্ষিত ভ্রাতৃজায়াবিবাহ। ভ্রাতৃজায়াবিবাহ ব্যাপারটি অনেকগোষ্ঠীর মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার; অনুজকে সাধারণত দ্বিতীয় বর হিসেবে ধরে নিয়ে অগ্রজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দেওয়া হয়।

282. Levirate, Junior দেবর বিবাহ। শুধু Levirate (ভ্রাতৃজায়া বিবাহ) বললে বিধবাকে বিবাহের অধিকার কার, বড় না ছোট ভাইয়ের, তা নির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় না। "দেবর বিবাহ" বললে সেটা নিশ্চিত করে বোঝার সুবিধা হয়। বাইবেলে উল্লিখিত প্রাচীন হিব্রুদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিল। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে "দেবর বিবাহের" প্রচলন কতখানি ছিল তার ব্যাপক উল্লেখ না থাকলেও সংস্কৃতে 'দেবর' কথাটা বিশেষ অর্থদ্যোতক। দেবরঃ অথবা দেবলঃ বলতে দ্বিতীয় বর বোঝায়। সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায়, দেবরঃ, দেবলঃ—a husband's brother, (a second husband) [A Dictionary, English and Sanskrit—Sir M. Monier Williams, Pp—196]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে Levirateএ অনুজের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া সহবাস স্বীকৃত হলেও, অগ্রজের ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার কখনও গ্রাহ্য করা হয় না, অর্থাৎ অগ্রজ কখনও অনুজ-স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারেনা।[৬]

283. Lineage—বংশ, কুল।

284. Literature—সাহিত্য।

---

৫. Our Primitive Contemporaries—Murdock.

৬. Robert Briffault বলেন: "...the rule that younger brothers have sexual rights over the wives of their brothers, but that the latter have no rights over the wives of younger brothers, is also true of the levirate. (The Mothers—Robert Briffault, Pp—153).

285. Literary devices—কলানৈপুন্ত ।
286. Litigent ancestors - মামলাবাজ পূর্বপুরুষ ।
287. Long Pontiff—প্রধান যাজক ।
288. Loungine Place—বিশ্রাম স্থান ।
289. Male—পুরুষ ।
290. Male Preponderance—পুরুষ প্রভাবাধিক্য ।
291. Male Sibmate সহোদর ভাই ।
292. Marital Prerogative—বৈবাহিক অধিকার/ক্ষমতা ।
293. Maritime hunting—সামুদ্রিক শিকার ।

Terminology of Social Anthropology
(in Bengali) By Tusher Kanti Neogi

পরিষদ কথা

৩৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা—১৯৬৮

গত ১৮ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এ পরিষদের সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের জীবনাবসানে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় :

ডঃ সুশীলকুমার দে
স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী
অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়
হেলেন কেলার
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ
পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
মিস রুথ সি ফুগার

বিদায়ী কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন এবং এই বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীসুনীল গুহ বার্ষিক সাধারণ সভা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পরিষদের গঠনতন্ত্রের ১৭নং ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সভা মার্চ মাসের মধ্যেই হওয়ার কথা। কিন্তু এই সভা হচ্ছে আগষ্ট মাসে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম আশানুরূপ হচ্ছেনা এবং পরিষদের নেতৃত্বে ত্রুটি থাকায় কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মী এখন নতুন একটি সংগঠন গড়ার পক্ষপাতী।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক সাধারণ সভা বিলম্বে করার কারণ হিসেবে বলেন, হিসাব পরীক্ষকের নিকট থেকে হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট দেরীতে পাওয়ার ফলেই বার্ষিক সভার বিলম্ব ঘটে। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ও শ্রীতুষারকান্তি লাহা বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত আন্দোলন যে করেছিল তা গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী থেকে দেখা যাবে। তবে পরিষদের শক্তি এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ সেকথা মনে রাখতে হবে।

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৭-৬৮ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের জবাবে বলেন, অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী

সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট-এর খাত উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে যে টাকা আসে তার সঠিক বিবরণ দেওয়া থাকেনা, এইজন্যই তা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টস-এ রাখা প্রয়োজন হয়। হিসাব পরীক্ষক অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কেন টাকা দেওয়া হয়—শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অডিটর ফার্মকে সামান্য সম্মান-ভাতা (honorarium) দেওয়া হয়. এটা তাঁদের ফি নয়। পরিষদ ভবনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহনির্মাণের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি সভার কাছে প্রস্তাব রাখেন যে, পরিষদের সদস্যগণ যদি অন্ততপক্ষে কিছুদিনের জন্য ১০০ টাকা ধার হিসেবেও দেন, তবে এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যায়। এই প্রস্তাবে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। সভান্তরেই কিছু অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ অভিযোগ করেন, গত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী যেভাবে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা আপত্তিকর এবং ঐ ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। ঐ বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। কারো কারো বক্তৃতায় সভায় তুমুল করতালিধ্বনির উল্লেখ ছিল, কিন্তু কারো কারো বক্তৃতায় শ্রোতাদের তুমুলতর করতালি-ধ্বনিও উল্লেখ করা হয়নি।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক এর উত্তরে জানান যে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বার্ষিক সাধারণ সভার যে বিবরণ প্রকাশ করা হয় তা ঠিক যথাযথ বিবরণী নয়, সংক্ষেপিত বিবরণী মাত্র। তবে ভবিষ্যতে এই বিবরণ যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সম্পাদক তা দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩৭৩ সালের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার দত্তকে তিনকড়ি দত্ত স্মৃতিপদক পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীদত্ত সভাপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সর্বশ্রী বিভাবসু ঘোষ ও সুবীর ঘোষ একটি লিখিত পত্রে জানান যে, গ্রন্থাগারিক পদের প্রার্থী শ্রীঅরুণ রায়ের মনোনয়ন পত্র যথাসময়ে জমা পড়েনি এবং সহঃসভাপতি পদের প্রার্থী শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা বিধিসম্মত নয়।

শ্রীফণিভূষণ রায় তদুত্তরে বলেন, শ্রীঅরুণ রায়ের মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা কালে যথাসময়ে কেহ কোন প্রতিবাদ জানান নি। কাজেই এই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, পরিষদের দীর্ঘকালের রীতি ও সাংবিধানিক ধারা অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র যেভাবে পরীক্ষিত হয়ে এসেছে এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অভিযোগকারীদের বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ জানান। অভিযোগকারীদের পক্ষে কোন বক্তব্য সভায় উপস্থিত না হওয়ায় সভাপতি মহাশয় উক্ত অভিযোগসমূহ নাকচ বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর আগামী বৎসরের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন শুরু হয়।

কাউন্সিল সদস্য পদ প্রার্থী শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক ও শ্রীঅসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে অন্যান্য প্রার্থীরা সকলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী।

শ্রীপ্রবীর দে প্রস্তাব করেন নির্বাচনে যেহেতু প্রত্যেক সদস্য সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেন না সেজন্য ডাকযোগে ভোটদান পদ্ধতির প্রবর্তন করা উচিত।

১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক (Patron) করার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আলোচ্য বৎসরে পরিষদের কাজকর্মের বিশেষ উন্নতি হয়নি এবং পরিষদ উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারেনি বলে শ্রীসুনীল গুহ যা বলেছেন তার প্রতিবাদ করে শ্রীবাণী বসু বলেন, পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতির রিপোর্ট থেকেই দেখা যাচ্ছে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট কাজকর্ম হয়েছে।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আমাদের আত্মসমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। পরিষদ ঠিকমতো গণসংযোগ করতে পারেননি বলেই আজ এই জনচেতনার অভাব। তিনি উপস্থিত সকলকে পরিষদের সক্রিয় কর্মী হতে অনুরোধ জানান।

সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনমনে কোন দাগ কাটতে পারেনি তাই গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনার এই অভাব। কলকাতায় উপযুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে এটা হত না। যাতে কলকাতাতেও দিল্লীর মত পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য পরিষদের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদ তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলেছে। পরিষদের প্রথমাবস্থার সঙ্গে আজকের তুলনা করলেই একথা বোঝা যাবে। বাংলাদেশের জনমানসে এতদিনে পরিষদ নিশ্চয়ই একটা স্থান করে নিয়েছে। পরিষদের উপর এখন নানাধরণের কাজের চাপ পড়েছে। একসঙ্গে সব কাজে হাত না দিয়ে একে একে এগিয়ে যাওয়া ভাল। বর্তমানে পরিষদের শিশু গ্রন্থাগারের ও বিদ্যালয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য অন্ততঃ একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—যাতে অন্যান্য গ্রন্থাগার এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। শ্রীযুক্ত বসুর বক্তৃতার পরই সভা সমাপ্ত হয়।

বার্ষিক সভায় উপস্থিতির হার বরাবর যেমন হয়ে থাকে তেমনই ছিল—মোটামুটি এই সংখ্যা একশত অতিক্রম করেনি। আলোচনাগুলি নিরুত্তাপ—আলোচনায় অংশ-গ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন মুখ বড় একটা চোখে পড়েনা। কিন্তু সে তুলনায় ৬৮ থেকে ৭৪ অবধি বছরের শেষ কাউন্সিল সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবল উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল।

বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন :—

সভাপতি : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ-সভাপতিগণ : সর্বশ্রী (১) অনাথ বন্ধু দত্ত (২) প্রমীল চন্দ্র বসু (৩) ফণিভূষণ রায় (৪) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং (৫) সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক : শ্রীসুধীর কান্তি সান্যাল

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅরুণ রায়

সম্পাদক, গ্রন্থাগার : শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাউন্সিল সদস্যগণ : সর্বশ্রী (১) গীতা মিত্র (৩) চঞ্চল কুমার সেন (৩) তপন কুমার সেনগুপ্ত (৪) দিলীপ কুমার বসু (৫) প্রবীর কুমার দে (৬) প্রবীর রায় চৌধুরী (৭) প্রদীপ কুমার চৌধুরী (৮) বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৯) বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য (১০) বাণী বসু (১১) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ (১২) সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩) সত্যব্রত সেন (১৪) সুধীর ব্রহ্ম (১৫) হীরন কুমার দত্ত।

জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধিগণ :

কলিকাতা :—(১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২) কানাই স্মৃতি পাঠাগার (৩) মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাগার।

কুচবিহার :—পায়োনিয়র পাবলিক লাইব্রেরী, দিনহাটা।

চব্বিশ পরগণা :—(১) জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর।
(২) সুধাস্মৃতি গ্রন্থাগার, পো: মডেল বেলঘড়িয়া।

জলপাইগুড়ি :—নিউ টাউন লাইব্রেরী, আলিপুর দুয়ার।

দার্জিলিং : —(পরে স্থির হইবে)

নদীয়া : —জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর।

পশ্চিম দিনাজপুর :—(পরে স্থির হইবে)

পুরুলিয়া :—বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া

বর্ধমান :—জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

বাঁকুড়া :—ধ্রুব সংহতি, বালসি

বীরভূম :—জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ী

যাদবপুর :—প্রগতি সংঘ, ঋষিপুর, পোঃ গৌরমারী।

মুর্শিদাবাদ :—লালগোলা এন. এন. একাডেমী, লালগোলা

মেদিনীপুর :—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

হাওড়া :—(১) ডুমুরজলা মিলন মন্দির, ডুমুরজলা

(২) শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী, শিবপুর

হুগলী :—(১) ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী

(২) জেলা গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া

প্রতিষ্ঠান-প্রতিনিধিগণ :

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং (২) কলিকাতা করপোরেশন (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (৪) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া (৫) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ (৬) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা (৭) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান (৮) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, কলিকাতা (৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা (১০) বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম (১১) মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা (১২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা (১৩) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা (১৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা (১৫) শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পরিষদের প্রথম কাউন্সিল সভা

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর পরিষদের প্রথম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিষদের সদস্য ৺কুমুদবন্ধু দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী সভায় পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় :

সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, বাণী বসু, চঞ্চল কুমার সেন, সত্যব্রত সেন ও গোবিন্দলাল মল্লিক।

হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী গোবিন্দলাল মল্লিক, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক।

গৃহনির্মাণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন

সভ্যগণ : সর্বশ্রী গুরুশরণ দাশগুপ্ত, গোবিন্দলাল মল্লিক, দিলীপকুমার বসু, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, প্রবীর রায় চৌধুরী, সরলবন্ধু দত্ত, সুনীল গুহ।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি : শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অনিল দত্ত, অমলাংশু সেনগুপ্ত, অসীমকুমার চক্রবর্তী, গোবিন্দলাল মল্লিক, গোপাল পাল, নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রবীর দে, প্রবীর রায় চৌধুরী, বাসুদেব লাহিড়ী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, সত্যব্রত সেন, সুবীর ঘোষ।

(এছাড়া কাউন্সিলের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগত সদস্য ও নেহরু স্মৃতি পাঠাগার (বনগাঁ))।

গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সভাপতি : শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসত্যব্রত সেন

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অনিল দত্ত, অমলাংশু সেনগুপ্ত, অশ্বিনী সেন, চঞ্চলকুমার সেন, তুষার সান্যাল, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, প্রবীর রায় চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ।

কারিগরী পঠন-পাঠন ও গবেষণা সমিতি

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক : শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

(সদস্যগণের নাম পরে স্থির হইবে)

'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি : ডঃ আদিত্যকুমার গুহঠাকুরতা

সম্পাদক : শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী কৃষ্ণা দত্ত, গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, প্রদীপ চৌধুরী, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীলা গুপ্ত, সত্যব্রত সেন, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, শৌরেন্দ্রনাথ মিত্র।

গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি ও পরিচালক : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্পাদক : শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

সভ্যগণ : অধ্যাপকবৃন্দ, পরিষদের গ্রন্থাগারিক, এবং সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার বসু, দীনেশচন্দ্র সরকার, ফণিভূষণ রায়, বাণী বসু, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

'গ্রন্থাগার' ও পাঠকক্ষ সমিতি

সভাপতি : শ্রীবাণী বসু

সম্পাদক : শ্রীঅরুণকুমার রায়

সভ্যগণ : সর্বশ্রী অনবদ্য লাহিড়ী, অশোক বসু, দীপক চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হীরেন বসু

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন ॥

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় পরিষদের বেশ কিছু সংখ্যক প্রবীন ও নবীন সদস্য ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপস্থিতিতে ইন্টালী সি. আই. টি. রোডে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্‌ঘাটনের পর নবনির্মিত ভবনের দ্বিতলে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ এবং পরলোকগত মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সুশীল ঘোষ ও তিনকড়ি দত্তের প্রতিকৃতি শোভিত মঞ্চে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের সহ-সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রবীর চন্দ্র বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

'সবারে করি আহ্বান'—শান্তিনিকেতনের শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের

সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গৃহ-নির্মাণের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, গৃহনির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়নি, এই কাজের বেশীর ভাগই বাকী রয়েছে। পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা যাতে এই নবনির্মিত ভবনে এসে গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম দেখেন এবং এর কাজকর্মে সাধ্যমত সাহায্য করেন এজন্য তিনি সকলের নিকট আবেদন জানান।

গৃহনির্মাণ উপসমিতির সভাপতি ও 'সি এম পি ও'র চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর লিখিত ভাষণে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দেন।

গৃহনির্মাণ কার্যে পূর্বাপর যাঁদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে এবং যেভাবে গৃহনির্মাণ সম্ভব হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের নামোল্লেখ করেন।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলর শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আজ পর্যন্ত কলকাতায় মিউনি-সিপ্যাল লাইব্রেরী স্থাপিত না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যাতে এজন্য প্রচেষ্টা চালান তার জন্য পরিষদের সদস্যদের কাছে তিনি আবেদন জানান। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, পরিষদের এই ভবন বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি শ্রীবিমান মিত্র বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনটি তাঁদের এই এলাকায় স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা গর্বিত। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এই পরিষদকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্মিত ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তাটি যাতে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরণি' রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীবিমান মিত্র জানালেন, স্থানীয় এন্টালী একাডেমির পরলোকগত শিক্ষক মহাশয়ের নামে রাস্তাটির নামকরণের একটি প্রস্তাব অবশ্য রয়েছে। কিন্তু অদ্যকার সভায় গৃহীত এই প্রস্তাবটি যাতে কার্যকরী করা যায় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃসভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব বাড়ী তৈরী হয়েছে এটা খুবই আনন্দের কথা। ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদেরও কলকাতায় একটি নিজস্বভবন নির্মিত হচ্ছে। শীঘ্রই তার নির্মাণ কার্য শুরু হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে এত অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ীর অনেকটা তৈরী করে ফেলেছেন (ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭) এজন্য পরিষদের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী দেশরাজ কালিয়া বলেন, গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গত ৩।৪ বছর ধরে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সন্দেহের ভাব দেখা

দিয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রিকে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ডিগ্রিগুলির সমতুল্য মনে করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের প্রধানদের পদে এখন গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বদলে স্কলারদের নিয়োগের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কেন এমন হচ্ছে এটা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

ইউ. এস. আই. এস-এর শ্রীমতী ফ্ল্যানাগান বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে এটা আনন্দের বিষয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী মেজর কে. কে. ঘোষ ও ডঃ নলিনীরঞ্জন কোনার তাঁদের এলাকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ন্যায় একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করতে যে স্থানীয় অধিবাসীরা এগিয়ে আসবেন এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ। ব্যক্তিগতভাবেও তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের দ্বারা যতটা সাহায্য করা সম্ভব তা অবশ্যই করবেন বলে জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রন্থাগার'কে 'গ্রন্থালয়' বলাই ভাল। 'গ্রন্থাগার' কথাটিতে কারাগার-কারাগার ভাব রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিককে যেমন গ্রন্থাগারবিদ্যার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে তেমনি গ্রন্থের ভেতরকার বিষয়বস্তু (content) সম্পর্কেও তার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তরুণ গ্রন্থাগারিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, করবার মত অনেক কাজ রয়েছে, তাঁরা বসে না থেকে অবসর সময়ে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন অথবা ঐ ধরনের কাজ করতে পারেন।

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর অতিক্রম করে এসেছে। প্রথমাবস্থায় তার নিজস্ব কোন অফিসই ছিলনা—সম্পাদক তিনকড়ি দত্ত মশায়ের ফোলিও ব্যাগই ছিল পরিষদের কার্যালয়। অতীতে জাতীয় গ্রন্থাগারে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এবং হুজুরীমল সেনের দুটি ভাড়া বাড়ীতে বিভিন্ন সময়ে এর কার্যালয় হয়েছিল—আজ পরিষদের নিজস্ব ভবন হল। নিজস্ব ভবন হওয়ায় এখন পরিষদের কাজকর্মের সুবিধা হবে।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় গৃহ প্রবেশ উৎসবে আগত সকলকে এবং গৃহনির্মাণকার্যে যাঁরা যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থাগার কর্মি-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে গত কয়েক মাসে বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করা হয়েছে। এই সকল সভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহ যাতে একই নিয়মে পরিচালিত হয়, গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের সমতুল্য মহার্ঘভাতা পান এবং একই নিয়মে মাসিক বেতন ও ভাতা পান, পেনসন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গার্ডিস রুল ইত্যাদি চালু হয়, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, বইপত্র কেনার অনুদান বাড়ানো, স্পনসর্ড নয় এমন গ্রন্থাগারও যাতে সরকারী সাহায্য পায়, জেলা গ্রন্থাগারে উপযুক্ত কর্মী সংস্থান এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চল গ্রন্থদানের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করা এবং কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র নন্দীর ওপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে এই সকল সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

গত ১৫ই আগষ্ট বর্ধমান শহরে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য পরিষদের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগদান করেন।

গত ২৯শে আগষ্ট বীরভূম জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এক প্রতিনিধিদল জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক ও জেলা সমাহর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কুচবিহার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা হয়। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন ও সম্পাদক শ্রীঅনিল দত্ত এই সভায় যোগদান করেন। কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র নন্দীর সাময়িক বরখাস্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁরা কুচবিহার গিয়েছিলেন। তাঁরা ১৯শে সেপ্টেম্বর কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার ও জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিকের সঙ্গে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, উক্ত সমিতির পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি একটি মুদ্রিত মাসিক মুখপত্র—'গ্রন্থাগার কর্মী' প্রকাশ। প্রথমে এই মুখপত্রটি বুলেটিন আকারে সাইক্লোষ্টাইল করে প্রকাশ করা হত। এখন এটা ছেপে বার করা হচ্ছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির পুরুলিয়া শাখার উৎসাহ-উদ্দীপনা অভিনন্দনযোগ্য। 'গ্রন্থাগার কর্মী'র সম্পাদনা করছেন শ্রীপ্রণত মুখোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ পয়সা। বার্ষিক সডাক ৩ টাকা।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মীদের মহার্ঘভাতা ৫২৷৷০ টাকা (৮৷৷০÷৬ টাকা) হয়েছে। ৮৷৷০ টাকা সংক্রান্ত সরকারী আদেশ জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকার অফিসে চলে গেছে।

Library workers in the news.

গ্রন্থাগার সংবাদ

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী।

গত ২৫শে আগষ্ট '৬৮ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের ১৮তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রী জি, বেঙ্কটরমনম মহোদয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও ডাঃ কালীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেন। সভার শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেদিনীপুর

পল্লীশ্রী পাঠাগার। দক্ষিণ কাশিমনগর।

কয়েকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার সম্মিলিত ভাবে গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করে। পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরী ও সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি যথাযথভাবে পালন করা হয়।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া। পাতিহাল।

অন্যান্য বছরের মত এবছরও ১৫ই আগষ্ট সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পড়বালিয়া বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীশিবরাম রায় মহাশয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, প্রভাতফেরী ও সন্ধ্যায় সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীনির্মলেন্দু মাইতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বিভিন্ন দেশব্রতীর ভূমিকা আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল কুমার মাইতি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী। বালীপুর।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে গত ১৫ই আগষ্ট, '৬৮ স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগার সভাপতি ডাঃ মুরারীমোহন রায় মহাশয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীদলিল কুমার পাল বিকালে একটি আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন।

সারস্বত লাইব্রেরী। মাকড়দহ, হাওড়া।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর সারস্বত লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য নিম্নলিখিতরূপ কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সর্বশ্রী সত্যনারায়ণ শ্রীমানী, সভাপতি; কাননবিহারী শ্রীমানী, সহঃ সভাপতি; নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক; শচীকান্ত শ্রীমানী, সহঃ সম্পাদক; গোবিন্দ শ্রীমানী, কোষাধ্যক্ষ; সমরকুমার ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক; দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সহঃ গ্রন্থাগারিক; বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, অজয় নস্কর, সুরেন শ্রীমানী, এবং সুজয় শ্রীমানী (সদস্য)।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ৪৮০৮ এবং সদস্য সংখ্যা ১৪৪ জন।

হুগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী।

বহু মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর ১১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব গত ১১ই আগষ্ট সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার ভবনে ডঃ সুকুমার সেনের পৌরোহিত্যে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলীর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী। ত্রিবেণী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরীর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৮শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩৩ জন; সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা ৪৭৮৯। উৎযাপিত অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস উপলক্ষে স্থানীয় পাঁচজন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো। আগামী বছর গ্রন্থাগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

সংবাদ প্রযুক্তি ও সম্পাদনা : কৃষ্ণা দত্ত

News from Libraries

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স

পরীক্ষার ফল

আগষ্ট : ১৯৬৮

ডিসটিংশন

(গুণানুসারে)

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
৪১	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৬২	কল্পনা দত্ত
৫৯	হেনা মজুমদার (গুহ)	৮	অনঙ্গভূষণ রায়
২	আভা সিংহ (দে)	১৮	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৩	কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২৮	বরুণকুমার বসু
২১	অতীন গঙ্গোপাধ্যায়	২৬	বাল মাধুরাই শর্মা
৯৯	সঞ্জীবকুমার দাশগুপ্ত	৭৮	নীলোৎপলা সেনগুপ্ত
১০৫	শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৯	সুরেশচন্দ্র সরকার
৪৯	দেবব্রত ঘর	৭৭	নারায়ণচন্দ্র পাল
এন ১২	নির্মলকুমার চক্রবর্তী	৯৩	রবীন্দ্রনাথ রায়
১০৮	নিপ্রা গুপ্ত	১২৫	সমীরেন্দ্রনাথ রায়
	৪৭	দীনবন্ধু ঘোষাল	

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ (পাস)

(রোল নম্বর অনুসারে)

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
৪	অচিন্ত্যকুমার বসু	২০	অশোককুমার রায়
৫	অমরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত	২৫	বাল স্বামী (এন. বালকুমারী)
৭	অন্নদাপ্রসাদ আচার্য	৩০	বিচিত্রা সাহা
১২	অনিলকুমার ধারা	৩৫	বিশ্বনাথ কাঁড়ার
১৩	অনিমেষ মজুমদার	৩৭	ছন্দা দাশগুপ্ত
১৫	অরবিন্দ করাল	৩৮	ছন্দা মজুমদার
১৬	আরতি রায়	৪৬	দিলীপকুমার চক্রবর্তী
১৯	অশোককুমার ভট্টাচার্য	৪৮	দীপককুমার রায়

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
৪৯	দীপনারায়ণ দেবনাথ	৮৯	প্রণবকুমার রায়
৫৩	হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য	৯১	প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়
৫৫	ইন্দ্রনাথ সিংহ	৯২	প্রভাতকুমার ঘোষ
৫৮	যোগেন্দ্র নাথ মিত্র	১০১	সর্বাণী তরফদার
৫৯	জ্যোতির্ময় রায়	১০৪	শিপ্রা দে (মিত্র)
৬১	কৈলাশচন্দ্র পটনায়েক	১০৬	শিবরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬	মালতী হাজরা	১১২	শুভ্রা লাহিড়ী
৭১	মিহির মুখোপাধ্যায়	১১৪	সুজিতকুমার ঘোষ
৭৩	মিনতি চক্রবর্তী	১১৬	সুনীলকুমার বসুমল্লিক
৭৫	বৃন্দা লস্করায়	১২০	স্বপনকুমার দে
৭৯	নিমাইচাঁদ ধর	১৩১	দেবব্রত ঘটক
৮৩	নিলয়নারায়ণ বসু	এন ৩	বেলা কুণ্ডু
৮৫	পবিত্রকুমার আচার্য	এন ৬	বীথি গুপ্ত
৮৬	ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	এন ১১	কুমারকার্তিক দে
৮৭	পীষ কান্তি চক্রবর্তী	এন ১৯	শক্তিশঙ্কর চক্রবর্তী

Education for Librarianship

॥ একটি আবেদন ॥

উত্তর বঙ্গের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবার জন্য আমরা পরিষদের সদস্য ও পত্রিকার পাঠকদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

—গ্র. গ্র.

ভ্রম সংশোধন

সূচীপত্রে 'গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ' ২৪২-এর স্থলে ২৫০, 'গ্রন্থাগার সংবাদ' ২৪৩-এর স্থলে ২৫১ এবং 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ' ২৪৫ স্থলে ২৫৩ হইবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই সং খ্যা য়

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার
(সম্পাদকীয়)
সূচীকরণ প্রবেশিকা (১)
তপন সেনগুপ্ত
প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ : মুর্শিদাবাদ
কুণাল সিংহ
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৫)
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন
সত্যব্রত সেন
গ্রন্থ সমালোচনা
গ্রন্থাগার সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা ঃ কার্তিক ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খাত-অখাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ নজরুল মল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫।
- 'গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত। [১০·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীচিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত : দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। [১২·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅনিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত : বাঁকুড়া তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয়। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীচিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫·০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৩·০০]

মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজিসহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত : ১ম খণ্ড – সমগ্র উপন্যাস। [১২·৫০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ডঃ রথীন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত : দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড — [১২·৫০]
২য় খণ্ড – [১৫·০০]

রমেশ রচনাবলী

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত : এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [৯·০০]

ডেটিনিউ

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত : ডেটিনিউ জীবন-কথা। শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

প্রতি রচনাবলীতে
জীবন কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৭৬৬১

উত্তরবঙ্গের বন্যায় বিপর্যস্ত গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগারগুলিকে

—মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন—

।। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন ।।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে :—

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক সর্বগ্রাসী বন্যায় বিপন্ন অগণিত নরনারীর মধ্যে বহু গ্রন্থাগার-কর্মীও রয়েছেন। তাঁদের এই সংকটে সাহায্যের জন্য অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদী সকলের অবিলম্বে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। কর্মীদের সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিও একটি আবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি ত্রাণভাণ্ডার খুলেছেন এবং সকল কর্মী ও গ্রন্থাগারের কাছে মুক্ত হস্তে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করছেন। এই দুটি সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত অর্থে গ্রন্থাগার কর্মীদের সাহায্য করা হবে। এই প্রকার ঘটনায় ব্যক্তি জীবনের সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বহুসংখ্যক গ্রন্থাগারও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য পরিষদ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কর্মী ও গ্রন্থাগারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্য ও বিবরণ অনুযায়ী বহু গ্রন্থাগারের ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। এইসব গ্রন্থাগারকে অনতিবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সেজন্য পরিষদ সর্বসাধারণের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যার্থে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী মুক্ত হস্তে দান করে এই গ্রন্থাগারগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আবেদন জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগারগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু সাহায্যের জন্য প্রেরিত অর্থ ও গ্রন্থাদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে (৩৩, হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪, ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫) কৃতজ্ঞতার সংগে গ্রহণ করা হবে।

স্বাঃ শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৭ | ১৩৭৫, কার্ত্তিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ বৎসর বন্যার ধ্বংসলীলা চলেছিল। বিশেষ করে, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল তা বোধ হয় তুলনারহিত। জলপাইগুড়ি জেলা ও জলপাইগুড়ি শহরের অবস্থা তো কল্পনাই করা যায় না। বন্যার তাণ্ডবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহার জেলা এবং বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহেও বন্যা দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ অতর্কিতে এবং বিন্দুমাত্র সাবধান হবার সুযোগ না দিয়েই এই বন্যার জল নেমে আসে এবং শত শত মানুষ ও জীবজন্তু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কোন কোন এলাকা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বন্যার ফলে প্রচুর প্রাণহানি তো হয়েছেই বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই অভাবিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর একমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতির রোষ এড়িয়ে গিয়ে যাঁরা বেঁচে রইলেন প্রথম পর্যায়ে তাঁদের খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়ের ব্যবস্থা ও ত্রাণকার্য ছিল অত্যন্ত জরুরী। বন্যাত্রাণে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তৎপরতার অভাব দেখা গিয়েছে তা সত্যই দুঃখজনক। প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় দুর্যোগের সময়েই। এ দিক থেকে শিলিগুড়ির তরুণরা যে মনুষ্যত্বের মহিমার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

ত্রাণকার্যের প্রথম পর্যায় কেটে গেলে আসে পুনর্বাসনের সমস্যা। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন, যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়েছে, যাঁদের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এবং আরো নানাভাবে যাঁদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে কি করে সাহায্য করা যায় তা দেখা যেমন সরকারের কর্তব্য হবে তেমনি বে-সরকারীভাবে জনসাধারণেরও নিশ্চয়ই অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত চলেছে। কিছুকাল পূর্বের এক সংবাদে প্রকাশ, এ বন্যায়

৫০ লক্ষেরও বেশী মানুষ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত পাঁচটি জেলার ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ এখনো জানা যায়নি। কারণ বন্যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ সংস্থাপন না করতে পারা পর্যন্ত সমগ্র ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানা সম্ভব ছিল না। পুনর্বাসনের সমস্যাটি গুরুতর। বন্যায় শুধু যে বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই নয়, বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার এই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছে। মূল্যবান বই ও পত্র-পত্রিকা নষ্ট হয়েছে। এর ভেতর আছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার। এই সব গ্রন্থাগার বহুদিনের চেষ্টায় বহু পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারের ফলে গড়ে উঠেছিল। এই সব গ্রন্থাগারকে আবার ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। উত্তরবঙ্গের এই পাঁচটি জেলায় যেসব গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি করা যায় সে সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ভাবতে হবে। তা ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গ্রন্থাগারিকরাও, তাঁদের সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠানগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। গ্রন্থাগারগুলি যাতে পুনপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। একদিকে সরকারের যেমন উচিত হবে এই গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করা তেমনি জনসাধারণও নিশ্চয়ই বই দিয়ে, অর্থ দিয়ে এই গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। পরিষদের তরফ থেকে আমরা সেই আবেদন রাখছি।

পরিশেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য ও প্রতিষ্ঠান সদস্যদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। তাঁরা যেন তাঁদের সাধ্যমত বই দিয়ে, অর্থ দিয়ে এই সব গ্রন্থাগারের পুনর্বাসনের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। যদিও জানি আমাদের শক্তি খুবই সীমাবদ্ধ তবু আমাদেরই সহযোগী গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিপদের সময়ে আমরা কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারিনা। আমাদের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য সাহায্য করতে তো হবেই তাছাড়া এই বিপর্যয়ের পরে এই এলাকার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য হবে।

Editorial : Flood affected libraries in North Bengal.

সূচীকরণ প্রবেশিকা (১)

তপন সেনগুপ্ত

পরিভাষা

[সূচীকরণ সম্পর্কে এই ধারাবাহিক রচনার প্রথমে প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষার তালিকা দেওয়া হল।]

এই পরিভাষার তালিকা প্রস্তুত করতে

১। IASLIC : Glossary of cataloguing terms in Indian regional languages Calcutta, IASLIC, 1964.

২। Ranganathan, S R. : Classified catalogue code. 5th ed. Bombay, Asia Publishing House, 1964.

৩। Ranganathan S. R. : Library manual. 2nd ed. Bombay, Asia Publishing House, 1962.

এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের রচনায় ব্যবহৃত পরিভাষার সাহায্য নিয়েছি ও যতদূর সম্ভব প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি।

পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সর্বদা ঐ শব্দের অভিধানিক অর্থ বহন করবে এমন নাও হতে পারে। কারণ পরিভাষার সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে এবং পরিভাষা সর্বদাই কোন বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তাই পরিভাষার ব্যবহৃত শব্দগুলিকে সাধারণ অভিধানিক অর্থ দিয়ে বিচার না করাই ভাল। এজন্য সম্পৃক্ত বিষয়ের অভিধান অনুধাবন যোগ্য। (অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে ঐ শব্দের অভিধানিক অর্থের ঘোর বৈষম্য বিদ্যমান)।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা এখনও গড়ার মুখে। মোটামুটি স্থায়ী রূপ নিতে সময় লাগবে আরো কিছুদিন। পরিভাষার ব্যবহৃত শব্দগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ভর করছে শব্দগুলি সম্পৃক্ত বিষয়টি পরিস্ফুট করে তুলতে কতটা সার্থক হোল তার ওপর এবং কিছুটা আমাদের অভ্যাসের ওপর। এ বিষয়ে আমি সকলের কাছে সাহায্য-প্রার্থী। এই তালিকাটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা নয়। মতামত জানিয়ে তালিকাটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করলে বাধিত হব।

Absorption—বিলয়।

Abstract—সংক্ষেপ।

Abstracting—সংক্ষেপন।

Abstracting periodical—সংক্ষেপ পত্রিকা।

Abstracter -- সংক্ষেপক। Abstract অর্থে 'সংক্ষিপ্তসার' শব্দটিও প্রচলিত। কিন্তু এই শব্দটিতে 'সারাংশ' অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যেহেতু abstract সর্বদা সারসংক্ষেপ নয় তাই এক্ষেত্রে ডঃ রঙ্গনাথনের সুপারিশ 'সংক্ষেপ' কথাটি অধিক যুক্তিপূর্ণ মনে হয়।

Accession—পরিগ্রহণ।

Accession number পরিগ্রহণ সংখ্যা।

Adaptation—প্রকারান্তর।

Added entry - উপ-সংলেখ। Added entry অর্থে 'অতিরিক্ত সংলেখ' কথাটি প্রচলিত। কিন্তু অতিরিক্ত কথাটি ইংরেজী extra, excess, বাংলা উপরি, বাড়তি, প্রয়োজনের অধিক অর্থ বহন করে। কিন্তু সূচীকরণে মুখ্য সংলেখ ব্যতীত অন্য সংলেখগুলিকে বাড়তি বা প্রয়োজনের অধিক বলা চলে না—বরং এগুলি মুখ্য সংলেখটির পরিপূরক। তাই 'অতিরিক্ত সংলেখ' কথাটিকে যথার্থ মনে হয় না।

Administration—পরিচালনা।

Alphabetical অনুবর্ণ।

Alphabetical catalogue—অনুবর্ণ সূচী।

Alphabetical index—অনুবর্ণ নির্দেশী।

Alphabetical sequence – অনুবর্ণক্রম।

Alphabetisation—বর্ণ ব্যবস্থাপন।

Alternative—বিকল্প।

Alternative name—বিকল্প নাম।

Alternative name entry—বিকল্প নাম সংলেখ।

Alternative title - বিকল্প আখ্যা।

Amalgamation - সংযুক্তিকরণ।

Annotation—টীকা।

Arrangement—ব্যবস্থা।

Array - পংক্তি।

Artificial composite book – বিসংগত গ্রন্থ।

Assistant—সহকারী।

Assistant librarian—সহকারী গ্রন্থাগারিক।

Associated book—সম্পৃক্ত গ্রন্থ।

Author – গ্রন্থকার।

Author analytical গ্রন্থকার বিশ্লেষক।

Author catalogue—গ্রন্থকার সূচী।

Author, corporate—সংস্থা গ্রন্থকার।

Author entry—গ্রন্থকার সংলেখ।

Authar index entry—গ্রন্থকার নির্দেশী সংলেখ।

Auxiliary—সহায়ক।

Auxiliary title—সহায়ক আখ্যা।

Bay guide—খাড় প্রদর্শক।

Bibliographer—(১) গ্রন্থ-সূচীকার (২) গ্রন্থবিদ।

Bibliography—(১) গ্রন্থসূচী (২) গ্রন্থবিদ্যা।

Bibliography, analytical—বিশ্লেষক গ্রন্থসূচী।

Binder—বন্ধনী।

Binding—বাঁধাই।

Biographer—জীবনীকার।

Biography—জীবনী।

Bipartite—দ্বিভাগিক।

Book—গ্রন্থ।

Book, composite—সংগত গ্রন্থ।

Book index entry—গ্রন্থ নির্দেশী সংলেখ।

Book label—গ্রন্থ প্রতীক।

Book number—গ্রন্থাঙ্ক।

Bracket—বন্ধনী।

Bracket, angle—কৌণিক বন্ধনী।

Brcaket, circular—বৃত্তকার বন্ধনী।

Bracket, square ঋজু বন্ধনী।

Call number—স্থানাঙ্ক। call number—দলিলের অবস্থান (location) জ্ঞাতক। বর্গাংক বিষয় পরম্পরায় দলিলের অবস্থান বোঝায়। বর্গাঙ্কের সাথে গ্রন্থাঙ্ক একত্রে মিলে গ্রন্থাগার সংগ্রহে দলিলটির অবস্থান বোঝায়।

Canon—অনুশাসন।

Card—পত্রক।

Card catalogue—পত্রক সূচী।

Catalogue—সূচী।

Cataloguer—সূচীকার।
Cataloguing—সূচীকরণ।
Chain—পরম্পরা।
Chain index—পরম্পরা নির্দেশী।
Chain indexing—পরম্পরা নির্দেশন।
Characteristic—বৈশিষ্ট্য।
Class—বর্গ।
Class index entry—বর্গ-নির্দেশী সংলেখ।
Class number বর্গাঙ্ক।
Classic—ক্রপদী।
Classification—বর্গীকরণ।
Classified bibliography—অনুবর্গ গ্রন্থসূচী।
Classified catalogue—অনুবর্গ সূচী।
Classified index—অনুবর্গ নির্ঘণ্ট।
Classified sequence—বর্গক্রম।
Classifier—বর্গকার।
Code—সংহিতা।
Collaborator—সহযোগী।
Collaborator entry—সহযোগী সংলেখ।
Collation—অংগবর্ণন।
Collection—সংকলন।
Colon classification—দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ।
Colophon—পুষ্পিকা।
Committee—সমিতি।
Compiler—সংকলক।
Compiler entry—সংকলক সংলেখ।
Composite book—সংগত গ্রন্থ।
Compound name—যৌগিক নাম।
Conference—সম্মেলন।
Contributor—প্রদায়ক।
Co-ordinate—সমপংক্তি।
Co-ordination—সমন্বয়।
Corporate author—সংস্থা গ্রন্থকার।

Corporate body—সংস্থা ।

Corporate name—সংস্থা নাম ।

Cross reference—প্রতি সংযোজন ।

Cross reference entry—প্রতি সংযোজক সংলেখ ।

Cumulative index—ক্রমচয়িত নির্ঘণ্ট ।

Decimal classification—দশমিক বর্গীকরণ ।

Descriptive cataloguing—বর্ণনাত্মক সূচীকরণ ।

Dictionary—(১) অনুবর্ণ (২) অভিধান ।

Dictionary catalogue—অনুবর্ণ সূচী ।

Directory—নির্দেশিকা ।

Division—বিভাগ ।

Document—দলিল । দলিল শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ধরা হবে। জ্ঞানের যে কোন প্রকাশিত রূপ বোঝাতে দলিল শব্দটি ব্যবহার করা হবে ।

Earlier title - পূর্বাখ্যা ।

Editing—সম্পাদন ।

Editor—সম্পাদক ।

Editor entry—সম্পাদক সংলেখ ।

Editor index entry—সম্পাদক নির্দেশী সংলেখ ।

Encyclopædia—(১) বিশ্বকোষ (সর্ব বিষয়ের সমাহার)
(২) জ্ঞানকোষ (একটি বিষয় সম্বলিত)

Entry—সংলেখ ।

Entry word—সংলেখ পদ ।

Facsimile—অনুলিপি ।

Fascicule—স্তবক ।

Favoured country—ইষ্ট দেশ ।

Favoured language—ইষ্ট ভাষা ।

Favoured script—ইষ্ট লিপি ।

Festschrift—অভিনন্দন গ্রন্থ ।

First series—প্রথম মালা ।

First vertical—প্রথম লম্ব ।

Focus—লক্ষ্য ।

Forename—আদ্যনাম । শুধুমাত্র যে সব ক্ষেত্রে আদ্যনাম ব্যক্তিনাম বা মূল নাম বোঝাবে না সেক্ষেত্রেই আদ্যনাম কথাটি ব্যবহার হবে । দ্রাবিড়

ভাষাবর্গের অন্তর্গত ভাষাগুলির অধিকাংশেই নামের প্রথম পদ আত্মনাম বোঝায় না, যেমন, বেল্লারি সামান্য কেশভন। এখানে প্রথম পদ মূলনাম নয়- ব্যক্তির আদি নিবাসস্থল বোঝায়। কিন্তু আর্যভাষার অধিকাংশেই নামের প্রথম পদ ব্যক্তিনাম বা মূলনাম বিশেষ করে যারা পদবী ব্যবহার করেন তাদের প্রথম নাম সাধারণতঃ মূলনাম বোঝায়। এ ক্ষেত্রে Forename ও Personal name সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং এই উভয় ক্ষেত্রে 'মূলনাম' কথাটি ব্যবহার করা হবে।

Form heading—রূপ শিরোনাম।

Fundamental—প্রাথমিক।

Generalia class—সার্বিক বিভাগ।

Generic title—সামূহিক আখ্যা।

Guide—প্রদর্শক।

Guide card—প্রদর্শক পত্রক।

Half title—লঘু আখ্যা।

Heading—শিরোনাম।

Helpful sequence—অনুকূল ক্রম।

Hereditary—আনুবংশিক।

Homonrym—সমনাম।

Illustration—চিত্রণ।

Illustrator—চিত্রকর।

Imprint—প্রকাশন বিবরণী।

Index—নির্ঘণ্ট।

Index entry—নির্দেশী সংলেখ। সাধারণভাবে index বলিতে তালিকা জাতীয় কিছু বোঝায়—সেক্ষেত্রে নির্ঘণ্ট শব্দটি বাংলায় প্রচলিত আছে। কিন্তু index entry বলতে যে বিশেষ সংলেখটি বোঝায় তার কাজ হল কোন কিছু নির্দেশ করা। তাই সেক্ষেত্রে নির্দেশী সংলেখ পদটি ব্যবহৃত হবে।

Indexer—নির্ঘণ্টকার।

Indexing—নির্দেশন।

Indexing periodical—নির্দেশী সাময়িকী।

Institution—সংস্থা।

Irregular—অনিয়মিত।

Issue – অবদান।

Joint author—যুগ্ম গ্রন্থকার।

Joint author entry—যুগ্ম গ্রন্থকার সংলেখ।

Joint editor – যুগ্ম সম্পাদক।

Last name—অন্ত্যনাম। কিন্তু অন্ত্যনাম যদি Surname বা পদবী হয় তখন 'পদব' শব্দটি ব্যবহার হবে।

Learned society—বিদ্বৎ পরিষদ।

Libraian—গ্রন্থাগারিক।

Library hand – গ্রন্থাগার লিপি।

Main entry—মুখ্য সংলেখ।

Micro document—অনু দলিল।

Monograph – এক বিষয়ক।

Multifccal—বহু লক্ষ্যক।

Multiple heading - বহু শিরোনাম।

Multi volumed—বহু খণ্ডীয়।

New series – নব মালা।

Non-book materials – অপুস্তক দ্রব্যাদি।

Notation—প্রতীক।

Notation, mixed—মিশ্র প্রতীক।

Notation, pure—শুদ্ধ প্রতীক।

Note—টীকা।

Off print—উন্মুদ্রণ।

Open access—অবাধ অধিগম্য।

Open shelf—মুক্ত তাক।

Organisation—সংগঠন।

Over sized—অতিকায়।

Pamphlet—পুস্তিকা।

Part—ভাগ।

Perlodical—সাময়িকী।

Personal author – ব্যক্তি গ্রন্থকার।

Personal name – মূলনাম (দ্র: Forename)

Phase – পর্যায়।

Printer—মুদ্রক।

Printing—মুদ্রণ।

Procedure—প্রক্রিয়া :

Pseudonym—ছদ্মনাম।

Publisher—প্রকাশক।

Real name—প্রকৃত নাম।

Recto—পত্রমুখ।

Reference entry—সংযোজক সংলেখ। সূচীকরণে reference entryর মূল কাজ হল বিভিন্ন সংলেখগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন। শরীরে যেমন ধমনী ও শিরা রক্ত বহন করে শরীরকে জীবন্ত রাখে, বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগকে সজীব রাখে, reference entryগুলি তেমনি সূচীকে জীবন্ত রাখে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। তাই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে সংযোজক সংলেখ পদটি ব্যবহার করা হ'ল।

Reference libraian—সহায়ক গ্রন্থাগারিক।

Reference service—সহায়ক সেবা।

Reprint—পুনর্মুদ্রণ।

Reviser—পরিমার্জক।

Serial—ধারাবাহিক।

Series—মালা।

Series entry—মালা সংলেখ।

Series note—মালা টীকা।

Schedule—তালিকা।

Self—তাক।

Self register—তাকপঞ্জী।

Short title—হ্রস্ব আখ্যা।

Specific subject—বিশিষ্ট বিষয়।

Sub heading—উপ শিরোনামা।

Subject analytical—বিষয় বিশ্লেষক।

Subject analytical entry—বিষয় বিশ্লেষক সংলেখ।

Subject catalogue—বিষয় সূচী।

Sub title—উপাখ্যা।

Supplement—পরিপূরক।

Supplement—পরিপূরক।

Surname—পদবী (দ্রঃ Last name)

Symbol—সংকেত।

Standard—মান।

Standardisation—প্রমাণীকরণ।

Title—আখ্যা। (কোন ব্যক্তি প্রসংগে হলে, 'উপাধি' শব্দটি ব্যবহৃত হবে)

Title entry—আখ্যা সংলেখ।

Title index entry—আখ্যা-নির্দেশী-সংলেখ।

Title page—আখ্যা পত্র।

Translator—অনুবাদক।

Transliteration—প্রতিবর্ণীকরণ।

Under sized—ক্ষুদ্রকায়।

Unifocal—এক লক্ষ্যক।

Unit—একক।

Unit card—একক পত্রক।

Unit card system—একক পত্রক পদ্ধতি।

Verso—পত্রপৃষ্ঠ।

Volume—খণ্ড।

গোড়ার কথা

গ্রন্থাগার সম্পর্কে যুগচেতনা

বর্তমানকালে গ্রন্থাগার এমনই একটি তথ্যকেন্দ্র যেখানে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রন্থাগার ও তার ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের চিন্তার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগে শাসক ছিল সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র। স্বভাবতই সমাজের ধন-দৌলত, নিয়ম-কানুন থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগার সবই ছিল এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন বা তাঁদের অনুগ্রহধন্য আর দু'চারজনের হাতে। সুতরাং এ যুগে সাধারণ মানুষ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেত না—এমন কি বইগুলিকে সাবধানে সংগোপনে রাখা হত যেন নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তির পক্ষে বইগুলি সুলভ না হয়। এ অভিশাপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। আমরাও এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাই নি। এমন দিন আমাদের দেশেও ছিল যখন শাস্ত্র পাঠের অধিকার ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণের।

কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে শাসকেরা জনগণের প্রতিনিধি। প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

সুতরাং বই আজ আর শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়—বরং কিভাবে কত সহজে কত অল্প সময়ে বই সকলের ব্যবহারের জন্য তুলে ধরা যায় বর্তমানে সেই সহজ হতে সহজতর উপায় উদ্ভাবনই গ্রন্থাগারিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। গ্রন্থাগারে বই অবাধ অধিগম্য (open access) এবং সকলের ব্যবহারের জন্য মুক্ত তাকে (open shelf) লক্ষিত রাখা নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যে অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য সর্বত্র এই নীতি অনুসরণ করা না গেলেও গ্রন্থাগারিক ও সংশ্লিষ্ট সকলেই সর্বান্তকরণে এই নীতি গ্রহণ করেছেন ও অনতিবিলম্বে মুক্ত তাক ব্যবস্থা চালু করার প্রতি সকলেরই পূর্ণ সমর্থন আছে। সুতরাং বর্তমানকালে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র নয়। বর্তমানে জ্ঞানের যে কোনও প্রকাশিত দলিল (document) গ্রন্থাগারে স্থানলাভ করে। সুতরাং বর্তমানকালে গ্রন্থাগার সর্বশ্রেষ্ঠ সজীব সামাজিক তথ্যকেন্দ্র, যেখানে জ্ঞানের যে কোনও প্রকাশিত দলিল সংগৃহীত, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সজ্জিত ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশিত হয়।

জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের আধারেরও আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট। মৃণ্ময় ফলক আর "প্যাপিরাস রোল"-এর দিন তো বহুকাল আগে শেষ হয়েছেই এমন কি বইয়ের দিনও বুঝি ফুরিয়ে এল! অবশ্য এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যাই সব চাইতে বেশী। কিন্তু সেই সাথে একথাও সত্য যে বর্তমান-কালের গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গ্রন্থের আগার নয়, সেখানে জ্ঞানের যে কোন প্রকাশিত দলিলই পাঠকের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। এদের মধ্যে বই, পুঁথি, সাময়িক পত্র, পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি, স্বরলিপি, ছবি, নক্সা, মানচিত্র, ভূচিত্র, ম্যাক্সিকলণ্ঠন প্রভৃতির চিত্রিত কাঁচখণ্ড, ফিল্ম, অনুচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপরেকর্ড, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, স্পেসিফিকেশন, মনোগ্রাফ, রিপ্রিন্ট, রিপোর্ট, ডিসার্টেশন, গবেষণার ফলাফল ও এই জাতীয় আরও বহু প্রকাশন উল্লেখযোগ্য। একখানা বই ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসতে যতদিন সময় লাগে ততদিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে যায়। সুতরাং বর্তমানে বই কখনই সাম্প্রতিক খবর দিতে পারছে না অন্ততঃ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো নয়ই। সাম্প্রতিক খবর পেতে হলে পত্র-পত্রিকা, গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাদির ওপর বেশী নির্ভর করতে হয়। তাই আজকের দুনিয়ার পাঠকের চাহিদা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত তথ্যের প্রায় প্রতিটিই তার কাজে লাগে। সুতরাং গ্রন্থাগারের বইয়ের সাথে সাথে অন্যান্য প্রকাশনগুলিকেও পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রস্তুত রাখতে হয়। বিশেষ গ্রন্থাগার, যেমন কোন গবেষণাকেন্দ্রের গ্রন্থাগার হলে তো কথাই নেই। সেখানে গ্রন্থাগারিককে সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কোন বিষয়ে প্রগতির সাম্প্রতিক খবর দেবার জন্য। তা যদি না দেওয়া যায় তাহলে গ্রন্থাগার

ব্যর্থ। গবেষক সমাজ ভুল পথে চালিত হবেন, যা হয়ে গেছে তারই পেছনে ছুটবেন আরো কিছুদিন। সুতরাং প্রগতির পথে বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র

এখন কথা হল গ্রন্থাগারে এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনগুলি এসে জমা হচ্ছে এদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য এদের প্রত্যেকটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ প্রসংগে ডঃ রঙ্গনাথনকৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৮ খৃঃ সূত্রবদ্ধ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি মূল নীতি ১৯৩১ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত পঞ্চসূত্রের ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়

গ্রন্থ পাঠের জন্য—Books are for use.

প্রতি পাঠকের গ্রন্থ চাই – Every reader his book.

প্রতি গ্রন্থের পাঠক চাই—Every book its reader.

পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে—Save the time of the reader.

গ্রন্থাগার চিরবর্ধিষ্ণু—Library is a growing organism.

বর্তমানকালের গ্রন্থাগারিকতার দর্শনের প্রাণকেন্দ্র এই পঞ্চসূত্র। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সকল শাখার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিদ্যার মূলনীতি এই পঞ্চসূত্রের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। সূচীকরণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি শাখা। তাই সূচীকরণ অনুশীলনের মূলমন্ত্র এই পঞ্চসূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সূচীকরণের দর্শন যেন পঞ্চসূত্রের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে পঞ্চসূত্রের ব্যাপকতা ও ভাবের গভীরতা অসীম। সনাতন মূলনীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চসূত্র তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি অণু পরমাণুর সাথে নীতিগতভাবে জড়িত।

গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থাগারিককে নিয়ে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারিকের মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য হল গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সমন্বয় সাধন। কাজেই সঠিক গ্রন্থখানি পাঠকের হাতে যথাসময়ে তুলে ধরা গ্রন্থাগারিকতার দর্শনের মূলমন্ত্র। সেই সাথে গ্রন্থাগারের কোন গ্রন্থ যেন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে না থাকে সেদিকেও গ্রন্থাগারিকের নজর রাখতে হবে। তাই "গ্রন্থ পাঠের জন্য" এই সূত্র মনে রেখে প্রতিটি গ্রন্থ যেন পাঠক পায় সেদিকে গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সুতরাং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং পাঠস্পৃহা বাড়িয়ে তোলা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

গ্রন্থাগারিকতা ও বিক্রয়বিদ্যা

এই প্রসঙ্গে বর্তমানকালের বিক্রয়বিদ্যার (sales manship) মূলনীতি ও কৌশলগুলি আলোচনা করলে গ্রন্থাগারিকতার দর্শনের সংগে অনেক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

বিক্রেতা চান তার সমস্ত পণ্য বিক্রী হোক। গ্রন্থাগারিক চান তার সমস্ত সংগ্রহ পাঠকের দ্বারা ব্যবহৃত হোক।

বিক্রেতা চান ক্রেতাকে খুশী করতে। গ্রন্থাগারিক চান তার পাঠককে সন্তুষ্ট করতে। ক্রেতার চাহিদাকে কেন্দ্র করেই বিক্রয়বিদ্যার কৌশল গড়ে ওঠে। গ্রন্থাগারিকতার তত্ত্ব, বিজ্ঞান বা যা কিছু সবই পাঠককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বিক্রেতা বিজ্ঞাপন ও নানাবিধ প্রচারের সাহায্য নিয়ে থাকেন। পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য গ্রন্থাগারিক পুস্তক প্রদর্শনী, সভা, বক্তৃতা, সূচীর প্রচার ইত্যাদি করে থাকেন।

পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার অজ্ঞানতা (বা আংশিক অজ্ঞানতা) বিক্রেতার একটি মস্ত সম্পদ যা তাকে প্রচারের মাধ্যমে ক্রেতাকে লুব্ধ করতে সাহায্য করে। পৃথিবীর কোন মানুষই সর্বজ্ঞ নন। কাজেই গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও পাঠককে আকর্ষণ করার ও তাকে দেবার মত কিছু সব সময়ই থাকে।

বিরোধ শুধু একটি বিষয়ে। গ্রন্থাগারিকের সেবাধর্মে কোনও সরাসরি বৈষয়িক লাভের চিন্তা নেই যা বিক্রয়বিদ্যার প্রতিটি পদক্ষেপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিক্রয়-বিদ্যার মূল লক্ষ্য লাভ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকতার মূলমন্ত্র সেবা। এই সেবাধর্মই গ্রন্থা-গারিকতাকে বর্তমানকালের অন্যান্য চর্চাগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

বর্গীকরণ

যে কোন তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে হলে কিছু আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমাদের গ্রন্থাগারের সব কিছু পাঠকের কাজে লাগাব এই তত্ত্ব আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখব যদি সমস্ত বই ব্যবহারে লাগাতে হয়, যদি সমস্ত পাঠককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রয়োজনমত বই যোগান দিতে হয় তাহলে গ্রন্থাগারে বইগুলি নিশ্চয়ই একটা নিয়ম অনুযায়ী সাজান দরকার। সমস্ত বইগুলি যদি স্তূপীকৃত করা থাকে তাহলে পঞ্চনীতির সেখানেই সমাধি। তা ছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিমুহূর্তে নিত্যনতুন বই আসছে। সুতরাং গ্রন্থাগারের কলেবর দিনে দিনে বর্ধিত হবে। কাজেই একটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগারের সমস্ত কিছুকে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যত নতুন ধরনের প্রকাশনই আসুক না কেন যেন ঐ বিন্যাস ব্যবস্থায় মানিয়ে নেওয়া যায়। বইয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে একখানা বইয়ের অস্তিত্বের সাথে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য জড়িত, যেমন, গ্রন্থকার, আখ্যা, বিষয়, বইয়ের আকার, মুদ্রণ, কাগজ, মূল্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। বই সাজাতে হলে এর যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে (সাধারণতঃ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া সুবিধাজনক) কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সাজাতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে সমধর্মী বইগুলি এক জায়গায় জড়ো হবে—অন্যগুলি আলাদা হয়ে পড়বে। এইভাবে সমস্ত গ্রন্থাগার সংগ্রহ বিভিন্ন দলে বা বর্গে ভাগ হয়ে পড়বে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রন্থাগার সংগ্রহকে বিভিন্ন বর্গে বিন্যাস করার প্রক্রিয়াকে আমরা বর্গী-

করণ বলে থাকি। প্রত্যেক বর্গের জন্য বর্গীকরণের রীতি অনুযায়ী প্রতীক ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য বইখানাকে ঐ প্রতীক অনুযায়ী তার দল থেকে তুলে আনা যেতে পারে। আবার কাজ হয়ে গেলে ঐ প্রতীক অনুযায়ী আবার বইখানাকে তার জায়গামত রেখে দেওয়া যাবে। যে কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে বর্গীকরণ অপরিহার্য। অবশ্য গ্রন্থাগারের প্রকৃতি অনুযায়ী কিম্বা আর্থিক সম্বল ও ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্গীকরণের রকমফের হতে পারে। তবে এ কথা পরীক্ষিত সত্য যে গ্রন্থাগারে কোন না কোন প্রকারের বর্গীকরণ ব্যবস্থা রাখতেই হবে। অন্যথায় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার অসম্ভব। পশ্চিম দুনিয়ায় যন্ত্র এখন মস্তিষ্কের অনেক ভার লাঘব করছে। কমপিউটারের সাহায্যে এখন এমন বহু কিছু অল্প সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে যার জন্য সাধারণ অবস্থায় বহু মস্তিষ্কের বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হত। কিন্তু কমপিউটারকে দিয়ে কাজ করাতে হলেও তাকে কিছু রসদ যোগান দিতে হয় যার ভিত্তিতে কাজ হবে। বর্গীকরণ সম্পূর্ণরূপে বরবাদ করে দিয়ে কমপিউটারের সাহায্যে সব কিছু করা সম্ভব নয় কেননা কমপিউটারকে দিয়ে কাজ করাতে হলেও আমরা যে ধরনের বর্গীকরণ চাই সেই অনুযায়ী কমপিউটারকে সাজাতে হবে। সুতরাং বর্গীকরণের ধরন কি হবে তা গ্রন্থাগারিককেই ভাবতে হবে, তত্ত্ব খাড়া করতে হবে। তারপর প্রয়োগের ব্যবস্থা অবস্থা অনুযায়ী স্থির করা যায়।

সূচীকরণ

তা হলে দেখা গেল যে বর্গীকরণ হল আমাদের গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজাবার কৌশল। কিন্তু গ্রন্থাগার সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র বর্গীকরণ যথেষ্ট নয়। সূচীকরণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আর একটি কৌশল যা বাকী অভাবটুকু পূরণ করে। বর্গীকরণ ও সূচীকরণ একে অপরের পরিপূরক। বর্গীকরণের প্রতীক অনুযায়ী বইগুলিকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়। কিন্তু পাঠক কি করে জানবেন কোন বইয়ের জন্য গ্রন্থাগারিক কি প্রতীক ব্যবহার করেছেন? কিংবা বইখানা যদি অন্য কোন পাঠক পড়তে নিয়ে থাকেন তাহলে অন্যেরা কি করে জানবেন গ্রন্থাগারে বইখানা আছে কি না? আমরা দেখেছি একখানা বইয়ের অস্তিত্বের সংগে বৈশিষ্ট্য জড়িত, যেমন, গ্রন্থকার, বিষয়, আখ্যা, প্রকাশক, মূল্য, মুদ্রণ ইত্যাদি। আমরা সাধারণতঃ বিষয় অনুযায়ী বর্গীকরণ করে থাকি। তাহলে বইয়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সূচীকরণ হল এই বিশেষ ব্যবস্থা যা গ্রন্থাগার সংগ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে।

ইংরেজী Cataloguing শব্দের বাংলা ভাষান্তর হিসেবে সূচীকরণ শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। ইংরেজী শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনুসারে সূচীকরণ বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুক্তিপূর্ণ বিন্যাস বুঝি। ইংরেজী শব্দটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ "কাটা" এবং

"লোগোস" থেকে। "কাটা" শব্দের অর্থ হল "ধারা" বা "অনুযায়ী" এবং "লোগোস" শব্দের অর্থ কখনও "শব্দ" কখনও "যুক্তি" বা "ক্রম" বোঝায়। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সূচীকরণ গ্রন্থাগার সংগ্রহের যুক্তিসম্মত ভাবে তালিকা প্রণয়নের কৌশল বোঝায়। এবং এই কৌশল অনুযায়ী প্রস্তুত তালিকার নাম সূচী।

সুতরাং সূচীকরণ হল তত্ত্ব বা দর্শন এবং সূচী হল এই তত্ত্ব বা দর্শনের ব্যবহারলব্ধ ফল।

গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যখন সূচী কথাটিকে আমরা ব্যবহার করি তখন স্বভাবতই এই সূচী বলতে গ্রন্থাগার সূচী বুঝিয়ে থাকি। গ্রন্থাগার সম্পর্কে যুগচেতনা ও গ্রন্থাগারিকতার দর্শন গ্রন্থাগার সূচীকে অন্যান্য সূচীগুলি (যেমন, পুস্তক বিক্রেতার সূচী) থেকে কিছু গুণগত পার্থক্য এনে দিয়েছে। এক কথায়, গ্রন্থাগার সূচী হল দর্পণ বিশেষ। গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহ পাঠকের কাছে সমস্ত সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরা সূচীর কাজ। সুতরাং গ্রন্থাগারে সূচী হল গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহের কোনও নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী যুক্তিপূর্ণভাবে সজ্জিত তালিকা যা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও তালিকাভুক্ত যে কোনও সামগ্রীকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে, পূর্ণ বিবরণ জানায় ও গ্রন্থাগারে তার অবস্থান নির্দেশ করে।

A Primer of Cataloguing by
Tapan Sen

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ঃ মুর্শিদাবাদ

কুলাল সিংহ

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের ইতিহাসে জমিদারগণের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রন্থাগার অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন জমিদারগণের অবসর বিনোদনের এক মস্ত উপায় ছিল। এই ধরনের গ্রন্থাগারে আজও বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, কাশীমবাজার, লালগোলা, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যা ইতিহাসের গবেষকদের কাজে আসবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তির নিজস্ব গ্রন্থাগারও আছে মুর্শিদাবাদে। এগুলি বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে সমৃদ্ধ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলে কাশীমবাজারের বাণিজ্যগৌরব বহুগুণে বেড়ে যায়। বর্তমানে কাশীমবাজারের পূর্ব গৌরবের চিহ্ন বিশেষ আর কিছুই নেই। থাকার মধ্যে অতীতের চিহ্ন বহন ক'রে আছে দুটি সমাধিস্থান। একটিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশুকন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে। এই সমাধিক্ষেত্রের কিছু পশ্চিমে কাশীমবাজার ষ্টেশনের ঠিক উত্তরেই ওলন্দাজগণের একটি সমাধিস্থান আছে। কাশীমবাজারের আর দুটি দ্রষ্টব্যস্থান হ'ল এখানকার দুটি রাজবাড়ী। এ দুটির মালিক বর্তমানে যথাক্রমে শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীকমলারঞ্জন রায়। এই দুই রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে ছোটখাট দুটি গ্রন্থাগার আছে। তবে শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর গ্রন্থাগারের বহু পুস্তক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। দুটি গ্রন্থাগারেই উনিশ শতকের বেশ কিছু প্রামাণ্য মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অপর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নশীপুর রোড। হেষ্টিংসের আমলে দেবী সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর সিংহ এখানে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য বাহাদুর সিংহের তৃতীয় পুত্র উদন্ত সিংহই প্রথম রাজা উপাধি লাভ করেন। নশীপুরের রাজবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ী এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান। এই রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারটিও উল্লেখযোগ্য। নশীপুরের বড় আখড়াতেও একটি গ্রন্থাগার আছে।

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে বহু জৈন বণিকের বাস। মুর্শিদাবাদের উন্নতির সময় রাজপুতানা থেকে এই বণিকগণের আগমন। শ্রীজিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। এখানে সাধকশ্রেষ্ঠ নরোত্তমদাস ঠাকুর বাস করতেন। জিয়াগঞ্জের শ্রীহরেন সিংএর গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার বৈষ্ণবদের আখড়ায় বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মপুস্তক সংগৃহীত আছে।

মুর্শিদাবাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার হ'ল লালগোলার রাজবাড়ীর গ্রন্থাগার। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ এখানে স্থান পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর

পর। সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে এই গ্রন্থালয়ের বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে এখনও কিছু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ লালগোলার রাজবাড়ীতে আছে। লালগোলার রাজবাড়ীর সৌন্দর্য অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে বর্তমানে সেখানে একটি মানসিক রোগের চিকিৎসালয় করার জন্য, তবে সেখানকার গ্রন্থাগারটি এখনও সুসমৃদ্ধ ও সযত্নে রক্ষিত।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহের কথা আলোচনা করতে গেলে বহরমপুরের কয়েকটি গ্রন্থাগারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোলকাতা থেকে বহরমপুর কোর্ট প্রায় ১১৬ মাইলের পথ। মীর কাশীমের পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার নবাবের সৈন্যসামন্ত কেড়ে নিলেন তখন থেকেই বহরমপুরের উৎপত্তি। সে সময়ে নবাবকে আজ্ঞাধীনে রাখার জন্য মুর্শিদাবাদের কাছে এই স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। পরের দিকে কাশীমবাজার ও মুর্শিদাবাদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হলেও বহরমপুরকে কেন্দ্র করে ছোট শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির সূচনা হয়েছে, স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই বহরমপুরের জনবসতি কখনও হ্রাস পায়নি। ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ রামদাস সেন এখানে বাস করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিও বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে সুসমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পুস্তকই ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ গ্রন্থাগারটিও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অর্থাভাবে গ্রন্থাগারটির সম্যক যত্ন সাধন করা কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না।

বহরমপুর সহরের মধ্যে শ্রীনলিনাক্ষ ভৌমিকের বাড়ীতে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ ও পুঁথির একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে। এটি তাঁর পিতা যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক মূলতঃ সংগ্রহ করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন পাতঞ্জল দর্শন প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু। বর্তমানে এখানে ১০টী হস্তলিখিত পুঁথি ও কিছু সংখ্যক ধর্মগ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণ ইত্যাদি আছে।

এই ধরনের বিচ্ছিন্ন গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে আজও বহু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক লুকিয়ে আছে। কিন্তু বহু দিনের অযত্নে ও অব্যবহারে সেগুলি আজ অতি জীর্ণ দশাগ্রস্থ। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তরফ থেকে এই গ্রন্থ সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি সংগ্রহ করে একত্রে কোনও একটী গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন যাতে গবেষকগণ সহজে সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িকপত্রের কয়েকটি করে সংখ্যা পাওয়া যায়। সেগুলির microfilm করা অথবা বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে একত্রে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। ১৯৫৯ সালে মুর্শিদাবাদের জেলা গ্রন্থাগারের তরফ থেকে এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

মুর্শিদাবাদের গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে যে গ্রন্থাগারটির কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হ'ল মুর্শিদাবাদ প্যালেস লাইব্রেরী। মুর্শিদাবাদ প্যালেসের অপর

নাম হাজার দুয়ারী। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দর্শকের সমাগম হয় এই স্থানে। হাজারদুয়ারী প্রাসাদটি সত্যই অনুপম। তবে এটি বেশী দিনের পুরাতন নয়।

বীরজাফরের বংশধর নবাব হুমায়ুন জা ভাগীরথীর তীরে হাজারদুয়ারী প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। হুমায়ুন জা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন আরোহণ করেন মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে। তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাবপ্রাসাদের নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তারপর ১৮৩৭ সালে লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে এই প্রাসাদের নির্মাণকার্য সমাধা হয়। এর মাত্র এক বৎসর পর ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে হুমায়ুন জার মৃত্যু হয়। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, জেনারেল ম্যাকলাউড নামক এঞ্জিনীয়রের তত্ত্বাবধানে দেশীয় কারিগর দ্বারা আট বৎসর কাল ধরে এই প্রাসাদটি নির্মিত হয়। প্রাসাদের নিম্নতলে তোপখানা ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত একটি অস্ত্রাগার আছে। নবাবের দরবারকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, বৈঠকখানা অতি মনোরমভাবে সজ্জিত এবং দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। এই প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে ও অলিন্দে বহু মনোরম চিত্র শোভা পাচ্ছে। নবাব বংশের সকল বংশধরের চিত্র নানা ধরণের "লাণ্ডস্কেপ" ও যুদ্ধের চিত্র, আশ্রম, ইভ ও ম্যাডোনার ছবি, Burial of Sir John Moore এবং Raphael-এর Woman of Samoria (আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

সুবৃহৎ এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে দ্বিতলে একটি সুদৃশ্য কক্ষে নিজামত গ্রন্থাগারটি অবস্থিত, প্রথম অবস্থায় এখানে ইংরেজি পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং প্রাচ্যভাষার গ্রন্থ সংখ্যা ছিল ৩০০০। ইংরেজি গ্রন্থ এখানে বর্তমানে যা আছে তা' প্রধানতঃ ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানের পুস্তকাদি।

নিজামত গ্রন্থাগারে দুইটি পুস্তক তালিকা আছে। একটি ফার্সী ও আরবী পুস্তকের তালিকা, অপরটি ইংরেজী পুস্তকের তালিকা। প্রথম তালিকাটি ১৯৫৯ সালে লিখিত। সেই তালিকা অনুযায়ী এখানে ১৭ খানি হস্তলিখিত কোরাণ আছে। আইন-ই-আকবরীর একটি কপি ও Seir Mutaqherin চারটি খণ্ড এখানে পাওয়া যাবে। তালিকাটি অনুযায়ী শিয়া ধর্মগ্রন্থ এখানে আছে ৯১০ খানি, শিয়া ধর্মগুরুর জীবনী আছে ২০টি। সুন্নী মতাবলম্বীগণের ধর্মগ্রন্থ আছে ১৮২টি। সাধারণ কাহিনী গ্রন্থের সংখ্যা ৮০। জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক আছে ১৫৮ খানি। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে অভিধান ১২৪, সাহিত্যগ্রন্থ ৪৭৩, প্রবন্ধ গ্রন্থ ২৩, কবিতা ৯৪, ইতিহাস ৩১১, ভূগোল ১৭৮, উপন্যাস ৩৬, চিকিৎসা সম্পর্কীয় পুস্তক ৩২৯ এবং ৩২০টি গ্রন্থ অন্যান্য নানা বিষয় সম্পর্কীয়। এখানে রক্ষিত কোরাণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি কোরাণ উল্লেখযোগ্য :—

(1) The Koran—Mss in Jali Character, Writer—Taher Bin Mohammad Jafari Kashmiri (1083 Hijira), Contains of seal of Ahmad Shah, King of Delhi.

(2) The Koran—Mss in Nabrez Character, Writer Md. Reza Bin Mohammad Taki Tabrezi (1152 Hijira).

(3) The Koran—Mss in Nabrez Character. Writer unknown, Koran complete in 31 pages.

(4) The Koran—First two pages in Sulamani Character, remaining in Nabrez Character.

(5) The Koran—Mss in Nabrez Chracter (1106 Hijira)
,, (1160 ,,)
,, (1053 ,,)

ইংরেজি পুস্তকের তালিকা অনুযায়ী বিজ্ঞানের বই এখানে আছে ৩২৭টি। এর মধ্যে Edward Griffith-এর "The Animal Kingdom (১৮২৭), John Wright-এর Buffon's Natural History (১৮২৩)-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বহু সংখ্যক Encyclopædia-র মধ্যে Encyclopædia Britannica (১৮৭৫), Encyclopædia Metropolitana (১৮৪৫). Encyclopædia of Plants (১৮৪২), Encyclopædia of Trees and Shrubs (১৮৪২) ইত্যাদির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে ২৫৭টি রেফারেন্স পুস্তক আছে।

এই গ্রন্থাগারে ইতিহাসের বই আছে ৭৬৮টি। ইতিহাসের গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে কয়েকটির নামোল্লেখ করা প্রয়োজন :—

Daw, Alexander
History of Hindoostban.

Hamilton, Walter
Description of Hindoosthan. 2 Vols (1792)

Pyne, W. H.
History of Royal Residences. 3 Vols 1819.

Marshman, J. C.
History of India. 1837.

Maurice, Thomas.
Modern History of Hindoostban. 1802.

Malcolm, John
Memoirs of Central India. 1823.

Evidence of our transactions in the East Indies. 1782.

Narrative of the Nizamut affairs.

Collection of Treaties and engagements with the Princes and States of Asia. 1812.

Hastings, Warren

Memoirs relating to the State of India. 1786.

Malleson, G. B.

History of Indian Mutiny. 1879.

'Hansard' এখানে আছে ১৮০৬ সাল থেকে।

গল্প, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক আছে ৪৯৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি হ'ল :—

Grey, George

Journal of two expeditions of discovery in Australia. 2 Vols. 1841.

Rev. Boisgobey

Saved from the Harem. Vols. 1 & 2.

Bernier, Francis

Travels in Mughal Empire.

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পুস্তক আছে ৪২৬টি। এর অধিকাংশই খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক ও কবিগণের লেখা পুস্তক। জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ এখানে আছে ১২১ খানি। Warren Hastings এর Memoirs (1890), James Northcoteএর Life of Titian (1830) ইত্যাদি গ্রন্থ এর মধ্যে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডের আইন সংক্রান্ত বই আছে ১২২টি। ভারতীয় আইনের বই আছে ৬০টি।

মুসলমান ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে কিছু হিন্দুধর্মগ্রন্থও স্থান পেয়েছে, যেমন H. H. Wilsonএর Rigveda Samhita (১৮৬৬), Essays on the religion of the Hindoos (১৮৬২), Vishnu Purana (১৮৬৪), মন্মথ দত্তের মহাভারত (১৮৯৫) ও প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারত (১৮৯৩)। এ' ছাড়া উপনিষদ, বেদান্ত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবতম্ ইত্যাদি পুস্তক এখানে আছে। অর্ব্ব কালের লেখা কোরাণের টীকা ও সৈয়দ আমীর আলির 'এথিক্স্ অব ইসলাম' (১৮৯৩) বই দুটি এখানে আছে। পোষাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কীয় পুস্তক এখানে আছে ১০১টি।

অগণিত পত্রপত্রিকা এই গ্রন্থাগারের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম হ'ল :—

Asiatic Researcher (১৭৯৮ থেকে), Index to Asiatic Researcher by G. H. Huttmann (১৮৩৪), Walter Hamiltonএর East India Gazettee (১৮১৫), Calcutta Review (১৮৪৪ থেকে), British Foreign Review (১৮৪৪—৪৫), Ainsworth Magazine (১৮৫৩ থেকে), Westminister Quarterly Review (১৮৪৭—১৮৬৪) Blackwood Magazine (১৮৪৮—১৮৬৬), Dubline University Magazine (১৮৪৪—১৮৬৫), Penny Magazine ১৮৩২—১৮৪৫), Edinburg Magazine (১৮৫৭—১৮৬০), Journal of the Asiatic

Society of Bengal, Journal of the Asiatic Society of London, National Magazine, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society, Asiatic Quarterly Review, Hindoo Spiritual Magazine (১৯০৬—১৯১২) ইত্যাদি।

নবাব প্যালেসের এই গ্রন্থাগারটি আজ অযত্নে পড়ে আছে। অতি অল্প মাহিনার একজন পিওন ও দরওয়ানের হাতে গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। বহু গ্রন্থ ও পুঁথি আজ প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে এই গ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন। অন্যথায় অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ ও পুঁথিগুলি এই গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে জাতীয় গ্রন্থাগারে বা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রাখা চলতে পারে। এ' ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে মুসলমান ধর্মের Study Centre হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারের যথাযোগ্য ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়।

Collection of rare and Valuable Publications : Murshidabad
By Kunal Sinha.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৫)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৯-১৩৪০ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুনর্গঠিত হওয়ার পর উহার পরিবর্তিত নামকরণ হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কলিকাতায়ই আহূত হইত। জিলা সহরের কোথায়ও কোথায়ও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইলেও তাহা তেমনভাবে ফলপ্রসূ হয় নাই। কাজেই জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আজিকার দূরের কথা। হুগলী জিলা গ্রন্থাগার-সমিতি পূর্ব হইতেই জিলাভিত্তিক গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইতেছিল বলিয়া মাঝে মাঝে উহার উদ্যোগে জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহূত হইতেছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) বাঁশবেড়িয়ায় হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল। বাঁশবেড়িয়ারই প্রথম অধিবেশন হয়। এই দ্বিতীয়বার পুনরায় সেখানেই অধিবেশন হইল। বাঁশবেড়িয়ার সম্মেলনের পরে চার বৎসর কোন সম্মেলন হয় নাই।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী, শুক্রবার, ২৮শে জানুয়ারী, শনিবার এবং ২৯শে জানুয়ারী, রবিবার (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ, ১৪ই মাঘ ও ১৬ই মাঘ) শ্রীরামপুর মহকুমা সহরে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়্যাল হলে। এই সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, আই, ই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীকিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী, ডঃ গুরুদাস রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীবরদাপ্রসাদ দেব প্রভৃতি। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীবরদাপ্রসাদ দেব সম্মেলনের অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্বাগত জানান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণদান প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর সহরের এক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দেন। মাদ্রাজের আন্নামলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ টমাস, বড়োদা রাজ্য গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীনিউমোহন দত্ত, মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীশিয়ালী রামমৃত রঙ্গনাথন প্রভৃতির শুভেচ্ছাবাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সমিতির কার্যাবলীর আনুপূর্বিক বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এক ভাষণ দেন। তিনি তাহাদিগকে জিলার প্রায় সকল গ্রামেই বালকদের জন্য ছোট গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইতে আবেদন জানান। শ্রীকিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় জিলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডঃ গুরুদাস রায় ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাগারসমূহের এক

ইতিহাস বর্ণনা করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মাতৃভাষার চর্চা করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী বালকদের জন্য কি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধন করা যায় সেই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শোনান। বাঁশবেড়িয়ার শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশবেড়িয়ার বালকদের বিভাগের কাজ কিভাবে চলে তাহার সম্বন্ধে একটি লেখা পড়েন। শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই বালকদের বিভাগ খুলিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। সম্মেলনের সভাপতি গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া জিলা গ্রন্থাগার সমিতির মাধ্যমে উহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য সকলকে তৎপর হইতে বলেন।

এই সম্মেলনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক শ্রীউইল্‌কিন্‌সন সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। নানাপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক প্রদর্শিত দ্রব্যের সমাহার দেখিয়া তাঁহারা পরম সন্তোষ লাভ করেন। প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে ছিল গ্রন্থাগার সাময়িকী; বিদেশের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার বিদ্যালয় ও গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাচক্রের বিবরণপুস্তিকা; বিদ্যালয় ও সর্বজনীন গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, মাদ্রাজ, পঞ্জাব ও বড়োদার গ্রন্থাগার সমিতিসমূহের কার্যবিবরণী; গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র; ছাপার ব্লক ও বিভিন্ন আকারের ছাপার কাগজ; চিত্রফলক ও পাণ্ডুলিপি; হুগলী জিলা সম্পর্কিত পুস্তক; জিলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদিগের সম্পর্কিত পুস্তক, জিলার গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাননির্দেশক মানচিত্র; জিলার প্রাচীন খোদিতলিপি; দিলুয়ার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট-এর কার্যকলাপের প্রচারপত্র প্রদর্শনপদ্ধতি এবং বালকদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সম্মেলনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে স্বরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাসচিব মাননীয় খাজা নাজিমুদ্দিন সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভাষণান্তে প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতির কার্যাবলীর প্রশংসা করেন। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় যে অদম্য উৎসাহ লইয়া এই প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের কাজে ব্রতী হইয়াছেন তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য গ্রামাঞ্চলে আরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য তিনি সনির্বন্ধভাবে বলেন। তিনি ইহাও আশা করেন যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সহজ ভাষায় বই প্রকাশ করারও চেষ্টা হইবে। তিনি সভায় ঘোষণা করেন যে প্রদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেই সরকারী ব্যয়বরাদ্দে গ্রন্থাগারসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় শিক্ষাসচিবকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে ইত্যবসরে ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগাইবার জন্য তিনি যেন

বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেন। শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়ালচিত্র প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়া একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পান।

Library movement in Bengal (15)
By Gurudas Bandyopadhyay

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকাটি নিয়মিত পৌঁছায়।

পত্রিকার ছাপা, বাঁধাই এবং অন্যান্য খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার'-এর বিজ্ঞাপনের হার সামান্য বৃদ্ধি করে নিম্নলিখিতরূপ করা হয়েছে :

মলাটের	দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,,	,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫
,,	তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫
,,	,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০
,,	চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫
	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০
	অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য শর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন

সত্যব্রত সেন

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার বিশ বৎসর পরেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি—এটি একটি ঘটনা। অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ছিলো এই বাংলা দেশ। সমাজ উন্নয়নের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যেখানে অনিবার্য বলেই স্বীকৃত সেখানে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণে শৈথিল্য সমাজের কার্যকরী কর্ণধারদের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

বৃটিশ আমলে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন বিষয়ে একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ লাটসাহেব, অর্থনৈতিক কারণে সে প্রস্তাব আলোচনার সুযোগ দেননি। এই না-দেওয়ার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এরকম প্রচেষ্টা সরকারী বা বেসরকারী কোন তরফ থেকেই দেখতে না পাওয়া সত্যিই বেদনাদায়ক।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে গ্রন্থাগার বিষয়ে গ্রন্থাগার আইন ছাড়াই যখন সরকার অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং উন্নয়ন কাজও চলছে তখন আর আইনের প্রয়োজন কি? আইনের জন্য আইন কি বাঞ্ছিত?

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে প্রথম বাধা হচ্ছে উক্ত সরকারী মনোভাব। এখন এই মনোভাব কতখানি সঙ্গত পরীক্ষা করে দেখা যাক। কেননা আইনের জন্য আইন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়।

বিনা আইনে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি তাহলে কি এবং কেমন?

১৯৬১ সালে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সমাজশিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকাটির একটি অংশ, "গ্রন্থাগার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ : একটি অধ্যায়" শিরোনামায় বলা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা হচ্ছে—

(১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
(২) বাণীপুর ও কালিম্পং'এ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
(৩) জেলা গ্রন্থাগার
(৪) শহর মহকুমা গ্রন্থাগার
(৫) কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
(৬) থানা বা ব্লক বা অঞ্চল ভিত্তিতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার

এই অংশে আরও বলা হয়েছে (ক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোলকাতার জন্য যথার্থ সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করবে, (খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হবে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালক ও সমন্বয় সাধক সংস্থা, (গ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের

অন্যান্য কর্মী ছাড়াও চারজন সহকারী গ্রন্থাগারিক, একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন ডিরেক্টর থাকবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর স্বরূপ অন্য। (ক) কোলকাতার জন্য এটি সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করছে না, (খ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর এর কোন কর্তৃত্ব নেই, সমন্বয় সাধনের কাজও কিছুই করে না, (গ) কোন ডিরেক্টর তো নেই-ই। বরঞ্চ কৌশলে এই পদটির অবলুপ্তি ঘটানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এটি অবশ্য সম্পূর্ণ সরকারী গ্রন্থাগার।

বাণীপুর ও কালিম্পং-এ দুটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। তারা বলতে গেলে আপন-মনে যথাসাধ্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ দুটিও সরকারী গ্রন্থাগার।

এরপর জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে ১৯টি। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা বাদে প্রতি জেলায় একটি; বর্দ্ধমানে ও মেদিনীপুরে ২টী; ২৪ পরগণায় তিনটি তার টাকীস্থিত জেলাগ্রন্থাগারের চরিত্র সম্পূর্ণ সরকারী। টাকীর এই গ্রন্থাগারের ভিন্ন চরিত্রের কারণ দুর্বোধ্য।

এই জেলা গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল—

গৃহ নির্মাণের জন্য—৭৮০০০ টাকা
বই কিনবার জন্য - ১২০০০
আসবাবপত্রের জন্য—১৫০০০ ,,
ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযানের জন্য—২৫০০০ টাকা।

আরও স্থির হয় যে, প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিবছর কর্মচারীদের বেতন বাবদ ১০,১৪০ টাকা ছাড়াও

পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য পাবে ৩০০০ টাকা।
বিবিধ খরচের জন্য পাবে ২০০০ ,,।

এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, এই জেলা গ্রন্থাগারগুলি (ক) জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ও সমন্বয় সাধনের জন্য কাজ করবে। (খ) গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য এই জেলাগ্রন্থাগারগুলো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে কাজ করবে।

এইখানেই বর্ণিত হচ্ছে যে, জেলা গ্রন্থাগারসমূহের খরচ সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করেন। কিন্তু পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে জেলা গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী পরিষদের উপর। জেলা গ্রন্থাগার সমিতিটি ১৮৬০ সালের সমিতি পঞ্জীয়ন আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ। এই সমিতি গ্রাম্য গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠান সদস্য হিসাবে অনুমোদন দেয়, আর ব্যক্তিগত সদস্য হবার ব্যবস্থাও আছে। কার্যকরী পরিষদটি "is mixed body of official & non-officials."

সরকারী পুঁথিবদ্ধ এই চিত্রটুকু তুলে ধরবার পর বাস্তব চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই।

বাস্তব চিত্রটি হচ্ছে—

(১) আগেই উল্লেখ করেছি—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গ্রন্থাগার বা অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে কোন সমন্বয় সাধন ব্যবস্থা নেই। এইটি একটি স্বতন্ত্র সরকারী গ্রন্থাগার মাত্র। এটি কোলকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করে না। কোন ডিরেক্টরও এ পর্যন্ত নিযুক্ত হন নি। অন্য কোন গ্রন্থাগার পরিচালনের ব্যাপারে এর কোন কর্তৃত্বও নেই।

(২) জেলা গ্রন্থাগারগুলো, জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আদৌ দায়ী নয়, সেরকম কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি।

জেলা গ্রন্থাগার সমিতি গ্রন্থাগারগুলোকে প্রতিষ্ঠান সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন বটে কিন্তু তাদের কোন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, কোন সুষ্ঠু সহায়তাও করতে পারেন না। সেরকম ধারাদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বার্ষিক চাঁদাটি দেন, বিনিময়ে কিছু পুস্তক মাসে মাসে ধার হিসাবে পেতেও পারেন আবার নাও পেতে পারেন।

অনেক সমিতি আজও পর্যন্ত ১৮৬০ বা ১৯৬১ সালের সমিতি পঞ্জীয়ন আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নয়। উদাহরণ, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, আসানসোলস্থিত অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, তমলুকস্থিত অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার। এখনও মালদহ জেলা গ্রন্থাগারটি এডহক কমিটির আওতায়। রহড়াস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে কোন জেলা গ্রন্থাগার সমিতি নেই। শুধু দায়িত্বে আছে রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। আসানসোলে ও তমলুকে একটি করে গ্রন্থাগার কমিটি আছে।

অনেক জেলা গ্রন্থাগার সমিতির, সময়মত ও উপযুক্ত নিয়মানুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় না এবং সমিতির ধারা অনুসারে কার্যনির্বাহ হয় না। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার তার কোন হদিশ নেই। মুখ্যপরিদর্শক, (সমাজশিক্ষা) বা উপমুখ্যপরিদর্শক, (সমাজশিক্ষা), যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিং-এর উচ্চপদস্থ অফিসার, তাঁরাও এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন না। জেলায় জেলায় জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক যাঁরা আছেন, তাঁরাও এক একজন এক এক রকমভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি পরিচালনা করছেন। পরিচালনা করতে গিয়ে কোন কোন জেলা গ্রন্থাগারস্থিত পুস্তকযানটিকে ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি হিসাবে ব্যবহার করছেন,—কোন কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বিধিবহির্ভূত উপায়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করছেন, কোথাও কোথাও আবার ব্যবসাও গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারিকরাও নানা দোষের ভাগী হয়ে পড়ছেন।

কার্যকরী সমিতিটি যে 'Mixed body of official and non-officials' বলা হয়েছে তাও পরিষ্কার নহে। তবে একথা সত্য যে কার্যকরী পরিষদ কোথাও একরকমভাবে বা একই প্রকারে গঠিত নয়, যদিও সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগার সমিতির পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রক হওয়ার কথা :

(ক) কার্যকরী সদস্য হবেন ১০ থেকে ১২ জন।

(খ) নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে।

(১) দাতাদের থেকে প্রতিনিধি

(২) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের থেকে প্রতিনিধি

(৩) সাধারণ সদস্যদের থেকে প্রতিনিধি

(৪) শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি এই পর্যায়ে একজন শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা থাকলে ভাল হয়

(৫) গ্রন্থাগারিক—পদাধিকার বলে

(গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধির সংখ্যা বিভিন্ন হতে বাধা নেই।

(ঘ) কার্যকরী পরিষদে নিম্নরূপ পদ থাকবে—

(১) সভাপতি

(২) সহ-সভাপতি

(৩) সম্পাদক

(৪) সহকারী সম্পাদক—যদি গ্রন্থাগারিক সম্পাদক না হন তবে সহকারী সম্পাদক থাকবেন।

উপরোক্ত কথার অংশবিশেষও রক্ষা করে চলে না হাওড়া, হুগলী, বহরা, মালদহ। অংশবিশেষ অন্যান্য জেলাগুলোতে (টাকী বাদে) অনুসৃত হলেও জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মাত্র একটি জেলার সম্পাদকপদে বৃত আছেন। পাঁচটি জেলায় সহকারী সম্পাদক, ৩টি জেলায় শুধুমাত্র সদস্য, বাকী কয়টীতে জেলা গ্রন্থাগারিকের স্থান নেই কার্যকরী পরিষদে, যদিও তাতে তাঁর স্থান অতি অবশ্য থাকবার কথা।

আবার এই কার্যকরী পরিষদকে অনুমোদন দেবার জন্য একটী অদৃশ্য ধরাবস্তী সংস্থা আছে যার নাম, Advisory Council of Social Education. কিন্তু এই কাউন্সিলটির গঠনপদ্ধতি ও প্রয়োজন আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। আসলে জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিকই সবকিছু।

জেলা পর্যায়ে এই হতাশাব্যঞ্জক সাংগঠনিক চিত্রের ছায়া মহকুমা, শহর, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অবশ্য মহকুমা শহর গ্রন্থাগার যে ১০।১২টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সবকয়টি গত ২।৩ বছরের মধ্যে। প্রায় ৮।৯টিতেই এখনও উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগে টালবাহনা চলছে।

তবে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অনেকগুলির চিত্রই এখন দুঃখজনক। এসব ক্ষেত্রে কোথাও কর্মচারী নিয়োগকর্তা জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক, কোথাও স্থানীয় গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক, কোথাও স্থায়ী নিয়োগ, কোথাও ছ'মাস ছ'মাস। কোথাও বেতন সমাজশিক্ষা অধিকারিক কর্মচারীদের কাছে মানিঅর্ডার যোগে কমিশন কেটে

পাঠিয়ে দেন, কোথাও সম্পাদকের কাছে পাঠান। কোথাও নিয়মিত (নিয়মিত অবশ্য ১টি বা দুটি জেলার সীমাবদ্ধ) কোথাও ছ'মাসে বেতন। বেতনের টাকা যখন সরাসরি কর্মচারীদের কাছে পাঠান তখন যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হয় যে, স্থানীয় কমিটির সম্পাদক টাকা পয়সা ঠিকমত কর্মচারীদের দেন না। আবার কাউকে দিয়ে টিপসই দিয়ে যে কোন নামে কর্মচারীর বেতনও যে কোন কোন কমিটির সম্পাদক গ্রহণ করেছেন সে খবরও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার গ্রন্থাগারের সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক অধীন বেতন বেতনভুক পিয়ন। চাকুরীর নিরাপত্তা তো তিল মাত্রও নেই। বেতন পাঠানোর জন্য মনি অর্ডার-কমিশন, গ্রন্থাগারের জন্য মাসিক সামান্য ৫০ টাকা থেকে কেটে নেওয়া হয় কিংবা বেতন থেকে কাটা হয়।

এই গ্রন্থাগারগুলোর পুস্তক ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক কোন অর্থ বরাদ্দ পর্যন্ত নেই। গ্রন্থাগার সমিতি কিভাবে গঠিত হবে বা পরিচালিত হবে তার কোন সরকারী নির্দেশ নেই। একজন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক যদি বলেন প্রত্যেকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমিতি—সমিতি পঞ্জীয়ন আইন অনুযায়ী সমিতিবদ্ধ হবে, অন্য অধিকারিক এসে সে ব্যবস্থা বাহুল্য বলে ঘোষণা করেন। বাৎসরিক হিসাবপত্র পরীক্ষিত হয় একথা সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষে সত্য বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। আবার ইদানীং নাকি কোথাও কোথাও রাইটার্স বিল্ডিং থেকে নির্দেশ গেছে যে প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তহবিল গড়ে তুলতে হবে। তহবিল গড়ে তুলে কোথাও গচ্ছিত রাখার বন্দোবস্ত সম্পর্কিত নির্দেশ যদি না থাকে কিংবা তহবিল গড়ে তোলার ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে এই সব নির্দেশের মূল্য কি ?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত উপরোক্ত চিত্র থেকে নিশ্চয় এটা পরিষ্কার, বিনা-গ্রন্থাগার আইনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় খেসারত কতটুকু। এভাবে চালিয়ে সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে করলেও আসলে উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। সংখ্যা উল্লেখ করলে বা কতটাকা খরচ হয়েছে বললে উন্নয়নের চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় না। মহার্ঘ্যভাতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে একথা বলার মধ্যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় মাত্র।

অতএব গ্রন্থাগার আইন ছাড়াই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে ভাল চলেছে এই যুক্তি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের বাধা হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে দ্বিতীয় একটি বাধাও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ও বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে বলে মনে হয়। তাঁরা বলেন, গ্রন্থাগার আইন ভারতের তিনটী প্রদেশে তো প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন কাজ কি সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশী ? গ্রন্থাগার শুল্কের মাধ্যমে যে আয় হওয়ার সম্ভাবনা, তার চাইতে বেশি খরচ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গেও আইন প্রবর্তিত হলে শুল্ক ব্যবস্থার জন্য এই উন্নয়ন কি ব্যাহত হবে না ?

ঠিক এইভাবে প্রসঙ্গটি যখন উত্থাপিত হয়, তখন দেখা যায় অনেক জননেতাই বিব্রত হয়ে পড়েন এবং গ্রন্থাগার আইন বিষয়ে আলোচনার বিলম্ব ঘটাতে উৎসুক হন বা এই বিষয়ের আলোচনায় উৎসাহের অভাববোধ করেন।

এই ধরণের পরিস্থিতির একটী বিশেষ কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। কারণটি নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা উভয়ই :

(১) শিক্ষাপ্রসার তথা সমাজশিক্ষা প্রসার বিষয়ে অজ্ঞতা। সত্যিই উল্লেখ করতে আজ বেদনাবোধ করছি যে, দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বা পরিষদের সদস্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে কিনা বা থাকলেও সেটি কি, এ বিষয়ে খবরাখবর অনেক জননেতা একেবারেই রাখেন না।

(২) মূল শিক্ষানীতি প্রণয়নে ও অনুসরণে অনুদার বিশেষ স্বার্থমুখী প্রবণতা। জনসাধারণ শিক্ষিত হলে, অনেকেরই স্বার্থে আঘাত লাগবে। সুবিধাভোগীর আসন লুপ্ত হবে, জনসাধারণ অসাধারণদের মাথায় উঠে বসবে এমন আশঙ্কার প্রকাশ ১৯৩০ সাল থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে বিধানসভার পুরনো নথি ঘাঁটলে। সেই পুরনো সংকীর্ণ স্বার্থবাদীদের প্রেতাত্মা আজও বহু জননেতার কাঁধে ভর করে আছেন এ আশঙ্কা প্রকাশ করতে চাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

এই উভয় কারণই কিন্তু গোপন কারণ। কেননা, এর বহিরূপ হিসাবে প্রতিভাত করে উপস্থাপিত হয় অর্থসংস্থান সমস্যাটি সরকারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। বলা হয় গ্রন্থাগার শুল্ক মানে হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা। এখন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার শুল্ক নেই, অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণ আয় থেকেই শিক্ষাখাতের খানিকটা অংশ গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য বরাদ্দ করেছেন : শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্তরূপ অর্থবরাদ্দ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।

সত্যিই এ'রকমটি হলে আশঙ্কার কথা। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, এ আশঙ্কা অমূলক। অমূলক বলার কারণ নিম্নরূপ :

(১) গ্রন্থাগার শুল্ক থাকলে, সরকারী সাধারণ আয় থেকে অর্থবরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এটা আসলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরীকদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা মাত্র।

(২) গ্রন্থাগার আইনে গ্রন্থাগার শুল্ক ব্যবস্থা রাখতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই তো কিছুদিন মাত্র আগে মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে তো শুল্ক প্রসঙ্গ নেই।

(৩) এ ছাড়া গ্রন্থাগার সমাজশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব শিক্ষানীতিতে উহার আন্তরিকতা প্রাধান্য পেলে, এ কথা মেনে নিতে এতটুকুও কষ্ট হবে না যে গ্রন্থাগার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। গ্রন্থাগার প্রবর্তন জাতীয় কর্তব্য।

কাজেই এর জন্য যা কিছু ব্যয়, সবই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আয় থেকে বরাদ্দকৃত হওয়াই উচিত। স্থানীয় শুল্কের উপর একে নির্ভরশীল করে, উন্নয়নে অসমতায় সৃষ্টি অপ্রাসঙ্গিক।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে গণতন্ত্রের প্রতি অবহেলা প্রসঙ্গটিও বাধা হিসাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে গ্রন্থাগারগুলো সরকারী গ্রন্থাগার রূপে পরিগণিত হবে। অথচ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের নীতি নাকি এর পরিপন্থী। তাঁদের মতে নাকি সবকিছুই সরকারী আওতায় আনা উচিত নয়। কেননা সাধারণের কর্মপ্রচেষ্টা নাকি তখন এর সঙ্গে যুক্ত থাকে না। সরকারী কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য নাকি গ্রন্থাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যেও নাকি অবাঞ্ছিত বিক্ষোভ দেখা দেবে।

আমরা বলি, এ'ধরনের চিন্তা একেবারে অশোভন চিন্তা। নির্বাচিত ব্যক্তিরা যখনই সরকার চালানোর জন্য মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করছেন, তখন তারা দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এমন ধারণা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। সরকারী আওতায় গেলে জনসাধারণ ক্ষমতা-চ্যুত হন না বা জনসাধারণের দায়িত্ব শেষ হয় না। উপদেষ্টা সমিতি যুক্ত করে সামঞ্জস্য করা যায়। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা সরকার পরিচালন পদ্ধতি যতদিন বজায় থাকবে ততদিন সরকারী প্রতিষ্ঠানও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হবে। জনসাধারণ যদি সরকারের প্রতি উদাসীন হন কিংবা নির্বাচিত সরকার জনসংযোগ হারিয়ে ফেলেন, তবে একথাও সম্ভবত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বেসরকারী-সরকারী (Govt. Sponsord) পরিচালন ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

তারপর সরকারী কর্মকর্তাদের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতাও দূর করা সম্ভব, আইনের আওতায় থাকলে। সজ্জনেরা যেমন নিজের বিবেচনাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন না, অসজ্জনেরাও শাস্তির ভয়ে ত্রস্ত থাকতে বাধ্য।

কর্মচারী সমাজে বিক্ষোভ তো বিক্ষোভের কারণ থাকলে থাকবেই। তা এড়িয়ে যাওয়া কোন অবস্থাতেই যাবে না। তবে গোলামী কায়দায় বা গৃহভৃত্যের কায়দায় কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তার অব্যবস্থা থাকলে যোগ্য কর্মচারীর সমাবেশ ঘটে না, অযোগ্য কর্মচারীর সমাবেশ ঘটে। যার ফলশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী অযোগ্যতা বা অসৎকর্মতা। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এসব অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যাহোক করে, যে কোন লোক দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা, উন্নয়ন পথকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা মাত্র।

গ্রন্থাগার প্রবর্তনে চতুর্থ একটি বাধা আমাদের সামনে কোন কোন সমাজনেতা বা জননেতা তুলে ধরেছেন। অনেক জননেতা-যিনি রাজ্যসরকারের শিক্ষামন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন—একদিন বলেছিলেন যে, গ্রন্থাগার আইনের জন্য জনমত তৈরী হয়নি। এধরনের মন্তব্য আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমরা মনে করি।

কেননা, জনমতের দোহাই আসলে নিজের অনুদার সঙ্কীর্ণ শিক্ষানীতিকে সমাজে বিস্তৃত করারই অপকৌশল মাত্র। জনমত যাচাই হবে কি ভাবে? ইদানীং দেখা যাচ্ছে দলবেঁধে হৈ হট্টগোল করলে তবে তাদের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো হয়। কিছু দাবীদাওয়া স্বীকৃতও হয়। অর্থাৎ জনসাধারণের কর্মক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তির কিছু অপচয় হয়, সমাজ উন্নয়ন বিলম্বিত হয়। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও কি সেইরকম অবক্ষয়ী প্রচেষ্টা তাঁরা প্রত্যাশা করছেন? গ্রন্থাগারকে ঘিরে এধরণের আন্দোলন আহ্বান করেন যাঁরা, তাঁরা সমাজের বন্ধু নন, বরঞ্চ শত্রু। কেননা গ্রন্থাগার দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য। এর প্রতি নিরপেক্ষ যত্ন ও দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, গ্রন্থাগার আইন বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে পরিষ্কার বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই"। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত মতও দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত Library Advisory Committee-ও এ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন মত দিয়েছেন এবং একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে পাঠিয়েছেন মতামতের জন্য ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথনও এবিষয়ে একটি বিল তৈরী করে প্রচার করেছেন। এতেও কি জনমত বিধৃত হয়নি? এবিষয়ে আমাদের মনে হয়, এর বেশি কিছু করার জন্য আর চাপ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। স্মরণ রাখা দরকার যে ইতিমধ্যে গত ১৯৬৭ সালের গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি মিছিলেও এই গ্রন্থাগার আইনের দাবী ঘোষণা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের পথে তাহলে আসল বাধা বোধহয় অন্যত্র—স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের গোপন পথের চলাফেরা, যার জন্য আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি :—

(১) গ্রন্থাগারকে ঘিরে জমিদারী সংগঠন গড়ে উঠেছে।

(২) সরকারী অর্থানুকূল্যে এই নতুন জমিদারীর দাপট ও ঠাট বজায় রাখা হয়েছে।

(৩) জেলায় জেলায় সরকারী কর্মকর্তাদের খামখেয়ালীতন্ত্র প্রচলিত হয়েছে।

(৪) অর্থনৈতিক দিক থেকে বন্ধ্যাদশা দেখা দিয়েছে পাঠক ছাঁটাও ব্যবস্থা অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ মোটেই চিন্তিত নন, পাঠক বাড়ল কি কমল, বা উপকৃত হল কি হল না।

(৫) বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা অবহেলিত হচ্ছে। উপযুক্ত কর্মীর অভাব থেকে যাচ্ছে।

(৬) জনসাধারণও নিস্পৃহ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে।

(৭) শিথিল সরকারী কর্তৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম সব জেলায় অনুসরণে বাধ্য করা করা যাচ্ছে না। সংগঠনকে পুনর্গঠিত করতেও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

(৮) বেতন মনি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে কর্মীদের উপকার করতে গিয়ে কমিশন কাটা পদ্ধতির দ্বারা গ্রন্থাগারের বা কর্মীর আর্থিক ক্ষতি ঘটানো হচ্ছে।

(৯) কোথাও স্বল্প চাঁদা, কোথাও মোটা চাঁদা, কোথাও আবার বিনা চাঁদা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। একই রকম সরকারী অর্থানুকূল্য থাকা সত্ত্বেও অন্তাক্ত নিয়ম কানুন বিবিধ, কোথাও মুক্তদ্বার, কোথাও অনেক পথের কাঁটা।

(১০) অডিট ব্যবস্থা কোথাও অনুসৃত হয়, কোথাও হয় না। অর্থাৎ মনগড়া— যার জন্ত হিসাবপত্রে অফুরন্ত কারচুপি।

(১১) গ্রন্থাগার পরিচালকগোষ্ঠী বিশেষ স্বার্থবাদী পরিচালকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। অনিয়মের রাজত্ব সগৌরবে চলেছে।

(১২) গ্রন্থাগার পরিচালক গোষ্ঠী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিরোধ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

(১৩) গ্রন্থাগার কর্মী সমাজে অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান।

(ক) বেতন অল্প, (খ) ভাতা অল্প ও বৈষম্যমূলক। (গ) নিয়োগ, বরখাস্ত ও ছুটির উপযুক্ত নিয়ম নেই। (ঘ) পেনসন বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা গ্র্যাচ্যুইটি কিছুই নেই, (ঙ) নির্দিষ্ট সময়ে বেতনও পাওয়া যায় না।

(১৪) সরকারের নিম্নতম ঘোষণাও প্রতিপালনে বাধ্য করতে সরকার অক্ষম হয়ে পড়ছে।

(১৫) গ্রন্থাগারের গাড়ী বা কোন কর্মীকে কর্তাব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অবিসংবাদিত ভাবে।

অতএব, আমরা বলি এর থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মুক্ত করে উন্নয়ন কর্মসূচীকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হলে, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও স্থিতিশীল করতে হলে, অবশ্যই চাই গ্রন্থাগার আইন। অর্থাৎ (ক) গ্রন্থাগার সংগঠনকে মজবুত ও যুগোপযোগী করার জন্ত, (খ) গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তার জন্ত, (গ) সরকারী অর্থের অপব্যয় রোধ করার জন্ত, (ঘ) গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গের প্রতি সযত্ন সুবিচার করার জন্ত তথা সেবাকার্যের সম্প্রসারণের জন্ত, (ঙ) অর্থ ও পুস্তক নিয়ে দুর্নীতিমুক্ত গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্ত, সর্বোপরি গ্রন্থাগার পরিচালনায় একটা সার্বিক শৃঙ্খলা আনয়নের জন্ত, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই। গ্রন্থাগার আইন চাই গ্রন্থাগারের স্বার্থে, পাঠকের স্বার্থে, এবং গ্রন্থাগার কর্মীর স্বার্থে গ্রন্থাগারের মধ্যে যে "আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি।"

Attitude Towards Library Legislation in West Bengal
by Satyabrata Sen.

গ্রন্থ সমালোচনা

লৌকিক শব্দকোষ : কামিনীকুমার রায়। ডাঃ শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৬৮; পৃঃ ২৪৮; মূল্য ১২·৫০ মাত্র।

সাহিত্যের ভাষা ও শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষার সাথে সাথে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত আর একটি ভাষা পল্লীর হাটে-মাঠে-ঘাটে, চাষী, মুটে, মজুর, মাঝির প্রতিদিনের চলনে-বলনে, হাসি-কান্নায়, নাচে-গানে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে ভাষার শব্দগুলি অধিকাংশ সময়েই অভিধানে স্থান পায় না। অথচ লোকসংস্কৃতি ও লোকযান (Folk Culture and Folklore) বুঝতে হলে এই খেটে খাওয়া মানুষের ভাষা জানতে হবে, বুঝতে হবে। বিশেষ করে, বাংলা দেশের প্রাণ গ্রাম বাংলায় নিহিত। তাই বাঙ্গালীর সংস্কৃতি বুঝতে হলে গ্রাম বাংলার প্রাণের সুরের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। সে ছাড়া বাংলা ভাষার শিষ্ট রূপে ব্যবহৃত বহু শব্দই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়—কখনও তাতে অর্থের তারতম্য দেখা যায়। তাই বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং সেই সাথে বাঙ্গালী জাতির ধ্যান-ধারণা পূর্বাপর বুঝতে হলে সাধু ভাষার সাথে অন্যান্য উপ-ভাষাগুলি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যেক দেশেই লৌকিক ভাষার রূপ রক্ষা সহকারে ফুটিয়ে তুলতে গবেষক-পণ্ডিতেরা এগিয়ে আসেন। পূর্ববংগে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহের নেতৃত্বে অন্যান্য গবেষকেরা একত্রিত হয়ে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন আরম্ভ করেছেন এবং ইতিমধ্যে তার কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবংগে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় আঞ্চলিক ভাষা ও লৌকিক শব্দ নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে এ বিষয়ে গ্রন্থরচনা ইতিপূর্বে হয় নি। সেদিক থেকে শ্রীকামিনীকুমার রায় পথিকৃতের সম্মান অর্জন করেছেন। এই ধরণের লৌকিক শব্দ সংগ্রহের জন্য যৌথ প্রয়াস আবশ্যক। কিন্তু লেখক একক প্রচেষ্টায় এই ধরণের একটি দুরূহ কার্য সমাধা করে বহুর শ্রম লাঘব করেছেন এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজে রসদ যুগিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি ও লোকযান নিয়ে গবেষণার কাজে এই ধরণের শব্দকোষ খুবই প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এবং বাংলাভাষায় এই ধরণের শব্দকোষের অভাব বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। 'লৌকিক শব্দকোষ' এতদিনের সেই অভাব কিছুটা পূরণ করল।

লৌকিক শব্দকোষে বাংলার সর্বাঞ্চলের উপভাষা ও বিভাষা থেকে শব্দ চয়ন করা হয়েছে। লেখক শব্দগুলোকে কয়েকটী বর্গে ভাগ করেছেন, যেমন—ঘরবাড়ী, গৃহ-সামগ্রী' চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, আচার-অনুষ্ঠান ও নামাবলী। এর ফলে এই বিশেষ

বিষয়গুলি সম্পর্কে গ্রাম বাংলার চেতনা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। প্রতিটী শব্দের সাথে বিস্তারিত টীকা বহুস্থলেই খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। সামান্য কয়েক হাজার শব্দের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার নিজস্ব রূপটি মধুরভাবে ফুটে উঠেছে।

লৌকিক শব্দের প্রতি অনুসন্ধিৎসা গবেষক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পাঠকের মধ্যেও যথেষ্ট এবং বড় বড় অভিধানগুলি এ বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। তাই আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের সাধারণ গ্রন্থাগার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে সহায়ক সেবার (Reference Service) পক্ষে খুবই উপযোগী হবে বলে মনে হয়।

শব্দগুলিকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু শব্দগুলির কোন বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট নেই। অধিকাংশ বাংলা বইয়ে যেখানে নির্ঘণ্টের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয় সেখানে নির্ঘণ্ট পাওয়া যায় না। লৌকিক শব্দকোষ ঐ একই দোষে দুষ্ট।

লেখকের প্রচেষ্টা মহৎ ও বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং ভূমিকালিপিতে লেখক ভবিষ্যতে আরও কিছু দান করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তাই এই পর্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর দু'একটি বাড়তি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি :

(১) উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে আমাদের বাংলা হরফ যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়। বাংলা হরফকে বানান লেখার সাথে সাথে বন্ধনীর মধ্যে I. P. A. (International Phonetic Association/ Alphabet) অনুযায়ী সঠিক উচ্চারণ দেখালে বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে আঞ্চলিক তারতম্য নিখুঁত ভাবে ধরা পড়বে। (ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ দেখাতে গিয়ে Prof. Daniel Jones থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকলেই I. P. A. ব্যবহার করেছেন এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা এ বিষয়ে একমত যে, যে কোন ভাষার উচ্চারণ বোঝাতে হলে I. P. A. অনুসরণ করা সব চাইতে শ্রেয়)। ছাপার অসুবিধা থাকলে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান হরফকে যে "ভারতীয় রোমক বর্ণমালা"র প্রস্তাব করেছেন. যে কোন ছাপাখানায় তা সহজলভ্য এবং বলাবাহুল্য. এই পদ্ধতি অনুসরণ করলেও এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজন খুব সুন্দরভাবে মেটান যাবে।

(২) শব্দগুলির আলোচনার সময় ব্যুৎপত্তি অনুধাবন করলে দেখা যাবে বহুক্ষেত্রেই বাংলা লৌকিক শব্দের সাথে অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার লৌকিক শব্দগুলির মধ্যে মিল আছে। এইভাবে অগ্রসর হলে এই ধরণের গ্রন্থ ভবিষ্যতে ভারতীয় আর্যভাষাগুলির লৌকিক শব্দের তুলনামূলক আলোচনার পথে যথেষ্ট সহায়ক হবে—এবং শুধু তাই নয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রেও আলোকপাত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

তপন সেনগুপ্ত
Book Review

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৪ পরগণা

স্নেহেন্দু স্মৃতি পাঠাগার। সুভাষ নগর। বসগ্রাম

গত ৩১শে আগষ্ট পাঠাগারের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন হয় ব্যালট প্রথায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন :

সর্বশ্রী তড়িৎ কুমার সরকার (সভাপতি) শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি) মনোহরকুমার সুর (সম্পাদক) প্রদীপকুমার দাস (সহঃ সম্পাদক ও হিসাবরক্ষক) অসীমকুমার ঘোষ ও সুভাষচন্দ্র বেপারী (গ্রন্থাগারিক) সাধনচন্দ্র বিশ্বাস (কোষাধ্যক্ষ) অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী বেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকচন্দ্র পান, দেবনাথ পান ও সুশীলকুমার হালদার (সদস্যগণ)।

এই নির্বাচন হয় তিন বৎসরের জন্য। ১লা আশ্বিন ১৩৭৫ থেকে নবনির্বাচিত কার্যকরী সমিতি পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সমাজসেবী ও গ্রন্থাগারানুরাগী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীনিরঞ্জন কুমার নাথ ও ঝিকরা জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাস যথাক্রমে এই নির্বাচনের প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসার ছিলেন।

গত ৯ই আগষ্ট পাঠাগারে 'শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বেপল্লী 'রাধাকৃষ্ণণ'এর ৮০ তম জন্মোৎসব পালন করা হয়।

বর্ধমান

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। সাটিনন্দী।

গত ৪ঠা আশ্বিন (ইং ২১-৯ ৬৮) পাঠাগার প্রাঙ্গনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায়ের সভাপতিত্বে যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা মহাশয়ের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রার্থনা সভা ও পরে আলোচনা সভা। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন সভাপতি ও সাটিনন্দী বিদ্যায়তনের ভাই-বোনেরা। কয়েকজন স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে পাঁজা মহাশয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বলেন। সভাটি মনোরম ও উপভোগ্য হয়।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি পাঠাগার। শ্রীখণ্ড

গত মহাষ্টমীর দিন সমিতির উদ্যোগে ২৪তম বীরাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কাটোয়া মহকুমা শাসক শ্রীতারক দাস বসাক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা স্কুল

বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন, ব্যায়াম, জিমন্যাষ্টিক ও ব্রতচারী নৃত্য-গীত প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রকে এবং ফুটবল লীগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দাস সমিতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই সমিতি ১৯৫২ সালে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ, বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ন্যাশন্যাল ওয়েট-লিফটিং ও বডি বিল্ডিং এসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ লাঠি সমিতি, জেলা ইয়ুথ ওয়েল ফেয়ার কাউন্সিল, বর্ধমান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতি সংস্থার সদস্য।

গত ২রা অক্টোবর সমিতির উদ্যোগে গান্ধী জন্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী

গত ৩০শে ভাদ্র, সোমবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের প্রবীণতম অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীপুলিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন মহাশয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার। নিজবালিয়া

গত ২রা অক্টোবর ১৯৬৮ সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন প্রত্যূষে গ্রন্থাগার ভবনে গান্ধীজীর মূর্তিতে মালা অর্পণ করা হয়। গ্রন্থাগারের কিশোর সদস্য ও সভ্য-সভ্যাবৃন্দ মিলিত হয়ে জাতীয় সঙ্গীত ও প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে। ঐদিন বিকালে গ্রন্থাগার ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র ঘড়া মহাশয়। তিনি 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অবদান' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সভায় স্থানীয় জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তির সমাবেশ হয়। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

সম্প্রতি নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সহায়তা করার জন্য সরকারী অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাগারে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার দিবস
(সম্পাদকীয়)

মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভব
এস. আর. রঙ্গনাথন

শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন
মায়া ভট্টাচার্য

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৬)
শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি মনোজ্ঞ সেমিনার
শুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচীকরণ প্রবেশিকা (২)
তপন সেনগুপ্ত

বিয়োগ-পঞ্জী

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থাগার সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকার প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (৩৩ হজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪.) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০১৫।

'গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় চিঠিপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

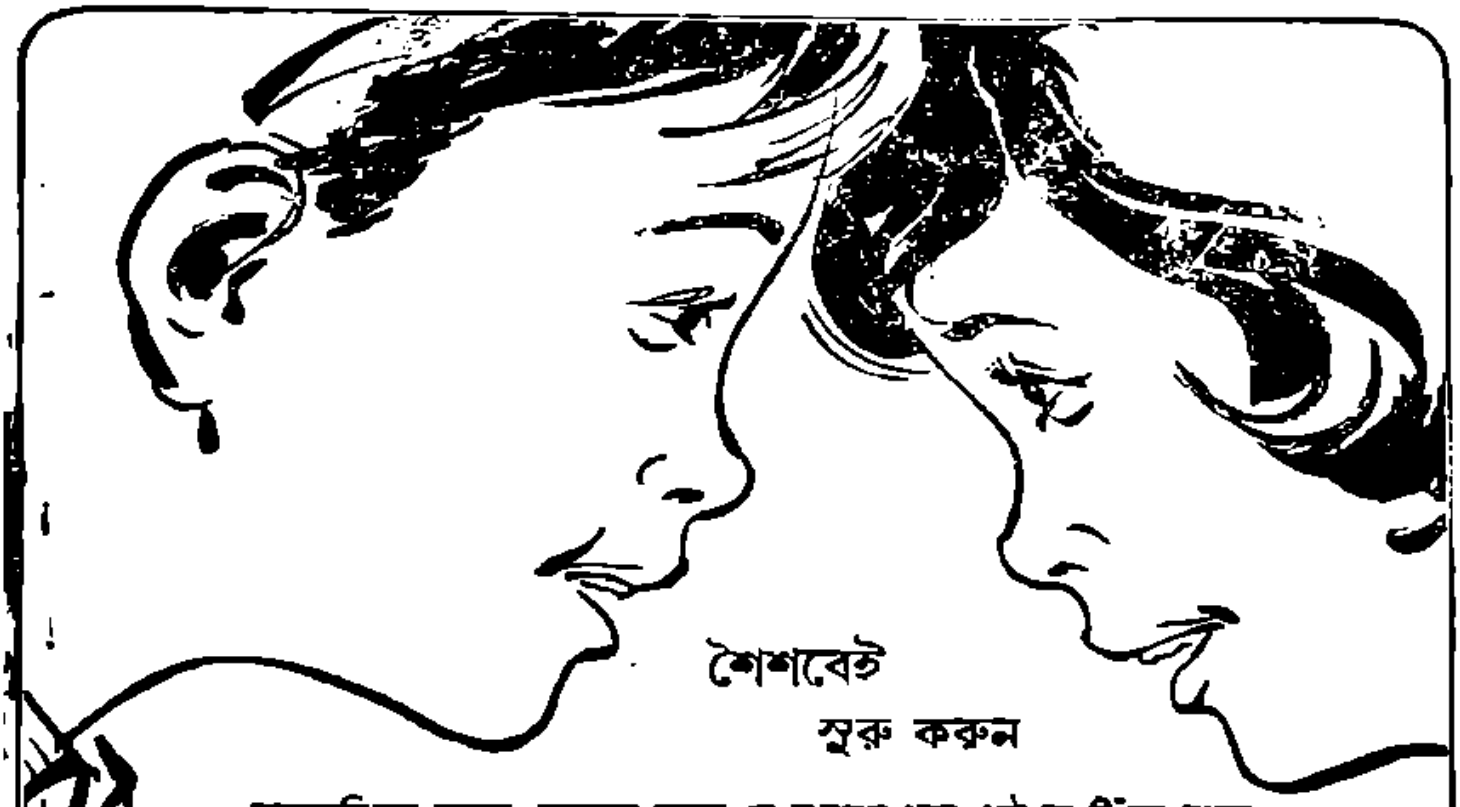

শৈশবেই
সুরু করুন

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, সুকুমার বয়সে যে-অভ্যাস গড়ে ওঠে তা টিঁকে থাকে আজীবন। সঞ্চয়ের অভ্যাস এমনি একটি অভ্যাস যার পত্তন হওয়া উচিত অল্প বয়সেই। তাছাড়া, ঐ বয়সে নিজের নামে একখানা চেকবই হাতে পেলে কচি মনে বাড়বে আত্মপ্রত্যয়—চরিত্র গঠনে যা একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

তেরো বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক, মেয়াদী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) অথবা পৌনঃপুনিক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট) অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং সে-অ্যাকাউন্ট চালাতে পারে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : ১, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

পত্রিকার ছাপা, বাঁধাই এবং অন্যান্য খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার'-এর বিজ্ঞাপনের হার সামান্য বৃদ্ধি করে নিম্নলিখিতরূপ করা হয়েছে :

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫
তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০
চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০
অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৩

সম্পাদকের নিবেদন

ইংরেজী বর্ষশেষে পরিষদ সদস্যদের নিকট নিবেদন, বছরের প্রথমভাগেই আপনার সদস্য চাঁদা পরিষদ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিন।

সুলভ মূল্যে প্রকাশন বিক্রয়

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানান যাচ্ছে যে, আগামী জানুয়ারী মাসে পরিষদের অফিস ও গ্রন্থাগার নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হবে।

পরিষদের নবনির্মিত ভবনের ঠিকানা : P134, C.I.T. Scheme, L-11, Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক— নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৮ | ১৩৭৫, অগ্রহায়ণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার দিবস

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এ বৎসর ১৪ই নভেম্বর এবং ১৪ই থেকে ২০শে নভেম্বর সারা ভারত ব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ রূপে পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ১৪ই নভেম্বরই গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালনের তাৎপর্য এই যে ১৯১৯ সালের ১৪ই নভেম্বর মাদ্রাজের গোখেল হলে বরোদার লাইব্রেরী সমূহের তদানীন্তন ডিরেক্টর পরলোকগত জে. এস কুড়ালকরের সভাপতিত্বে প্রথম সর্বভারতীয় পাবলিক লাইব্রেরী কনফারেন্স-এর উদ্বোধন হয়েছিল। এই দিবসটিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে ১৪ই নভেম্বর পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে শিশু দিবস রূপে পালন করা হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিটি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, বিদ্বৎ সভা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বুক ট্রাষ্ট, সাহিত্য অকাদেমী, বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থা, প্রকাশন সংস্থা, পুস্তক ব্যবসায়ী, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের নিকট জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে গত পনের বছর ধরেই অনুরূপ উদ্দেশ্যে ২০শে ডিসেম্বর এবং ২০শে ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহকাল গ্রন্থাগার দিবস এবং গ্রন্থাগার সপ্তাহ রূপে পালন করে আসছে। ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় বলে এই দিবসকেই গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য প্রথম দু বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে ১৯শে আগষ্ট গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালন করা হয়েছিল। ১৯শে আগষ্ট পরিষদের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল বলে প্রথমে ঐ দিনটিকেই গ্রন্থাগার দিবসরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাই হোক দিবস ছিল উপলক্ষ্য, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিনে বা এক সপ্তাহব্যাপী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচার ও প্রসারের জন্য সভা, সমাবেশ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে জনচেতনা জাগ্রত করা এবং নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে আগ্রহী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এর প্রবর্তন হয়েছিল। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদও যে আজ যে

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এই গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের আহ্বান দিয়েছেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছেও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই আবেদন পৌঁছেছে কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে এতদিন যাবত যে দিবস বা সপ্তাহ পালন করে আসা হচ্ছে হঠাৎ তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় আবার অল্প দিনের ব্যবধানে এই দুটি সপ্তাহ পালন করাও সম্ভব নয়। সুতরাং ২০ ডিসেম্বর এবং পরবর্তী এক সপ্তাহ পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালন করা হচ্ছিল তা এ বৎসরও যথারীতি পালন করা হচ্ছে।

অবশ্য গ্রন্থাগারিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে সারা ভারতে 'গ্রন্থাগার দিবস' এবং 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' একই সঙ্গে পালন করা উচিত এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট দিবসটি ধার্য করার পূর্বে বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমুন্নতির ফলে আজ প্রত্যেক দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপারে ভারত আজও পিছিয়ে রয়েছে। এখানে ওখানে ব্যাঙের ছাতার মত লাইব্রেরী গজালেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হয়েছি একথা বলা চলে না। একটু ভাল করে খোঁজ করলেই দেখা যাবে, এই অজস্র গ্রন্থাগারের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যকই উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় এবং গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ইত্যাদির বিচারে এর অধিকাংশই খুব উন্নত মানের পরিচয় দেয় না। প্রকৃত পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যাও আমাদের দেশে খুবই কম। এ ব্যাপারে জনসাধারণ এবং সরকারের ঔদাসীন্য বেদনাদায়ক। স্বাধীন ভারতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রীতি তো বাড়েই নি বরং মনে হয় যেটুকু ছিল দিন দিন বই পড়ার সেই আগ্রহও যেন লোকে হারিয়ে ফেলছে। গ্রন্থাগার দিবস বা গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে তাও তো আমাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই রয়ে গেছে। তাতে করে গ্রন্থাগারের প্রতি জনচেতনা কি বাড়ছে? এমনটা হবার কারণ কি?

ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি বিশেষ করে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হচ্ছে? গ্রন্থাগারের প্রতি জনচেতনা জাগ্রত না হবার মূলে কি রয়েছে?

বেশ কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটি মডেল পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্টের খসড়া করেছিলেন এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য সরকারই এখনো পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কোন চেষ্টাই করছেন না। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে কি ভাবছেন? গোড়ার গলদ দূর না হলে যতই তাঁরা গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করুন তা সরকারী 'বনমহোৎসব' বা অনুরূপ কোন উৎসবের মত শূন্যগর্ভ হয়ে উঠবে বলেই আমাদের অনুমান।

Editorial : The National Library Day and the Library Day in West Bengal.

মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভব

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা ৩)

এস আর রঙ্গনাথন

ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স : অনারারী প্রফেসর,

ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর—৩।

[অনুবাদ : মায়া ভট্টাচার্য, লাইব্রেরীয়ান, ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর -৩]

[সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিগত শিক্ষা, মর্যাদা, বেতনের হার অথবা বৃত্তি-সংক্রান্ত রচনাদি —এর যে কোন দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, ১৯২৪-এর আগে মাদ্রাজে কোন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ছিল না। প্রথম গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হয় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৪-এ ; এবং দ্বিতীয় পদ সৃষ্টি করা হয় কয়েম্বাতুর সাধারণ গ্রন্থাগারে ১৯৩০-এ। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রথম স্নাতক কর্মী নিয়োগ করা হয় ১৯২৫-এ। তাদেরকে কর্মস্থলে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সুসংবদ্ধ করা হয় ; বৃত্তিগত বিভিন্ন প্রযুক্তির সম্যক বিবর্ধন সাধিত হয় ; এবং পাঠক বৃত্তিগত সেবা পেতে থাকে। এর ফলে জনসাধারণের কাছে বৃত্তিধারী কর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৬০ পর্যন্ত সেই সামান্য বেতন-হারের কোন পরিবর্তন হয় নি।]

১ ১৯২৫ এর পূর্বে গ্রন্থাগারিকতা

১৯২৪ পর্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তখন ছিল মাদ্রাজ লিটেরারী সোসাইটির গ্রন্থাগার, কয়েম্বাতুর সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কয়েকটি কলেজ গ্রন্থাগার, আর অল্প কয়েকটি শহরে কিছু চাঁদা-নির্ভর গ্রন্থাগার। চাঁদা-নির্ভর গ্রন্থাগারের মধ্যে যেটি প্রথম সেটি প্রায় একশ বছর আগে মাদ্রাজবাসী ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারে প্রথম থেকেই বই সাজান হত পরিগ্রহণ সংখ্যার ক্রমানুসারে। পরে কিন্তু বিনোদনই এই গ্রন্থাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং বৃত্তিকুশলী কোন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন এখানে অনুভূত হয় নি। মিউজিয়াম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যৌথভাবে রাজ্যের অপর দুটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তার কাজ ছিল কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করা ; গ্রন্থাগারের বই বা পাঠকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ প্রথা বৃটিশদের কাছ থেকে পাওয়া। গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করত অল্প কয়েকজন কেরানী। এদের মধ্যে মাত্র একজন স্কুলের শিক্ষা শেষ করেছিল। কলেজ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব থাকত একজন অধ্যাপকের উপর। গ্রন্থাগারের সব রকম কাজ করে এমন একজন কেরানী বা আধা কেরানীর কাজের তত্ত্বাবধান করাই তার একমাত্র কাজ ছিল। কয়েকটি শহরে যে অল্প কয়েকটী সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল তাতে একজন

করে পরিচারক থাকত ; তার কাজ ছিল বইগুলি সাবধানে রাখা আর সদস্যদের মধ্যে কেউ বই পড়তে নিলে তা লিখে রাখা। এ রকম অবস্থায় গ্রন্থাগারে যারা কাজ করত তাদের শিক্ষা, বৃত্তিগত জ্ঞান, পদমর্যাদা বা উপযুক্ত বেতন কিছুই ছিল না। গ্রন্থাগার কর্মীরা তখন যারা কারিগরী পেশায় নিযুক্ত তাদের পর্যায়েও পৌঁছয় নি। এই কারণেই ১৯২৪-এর আগে মাদ্রাজ রাজ্যে কোন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ছিল না।

২ ১৯২৪ এ একটিমাত্র বৃত্তিগত পদ

বেতন হারের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, মাদ্রাজ রাজ্যে বৃত্তির উপযুক্ত প্রথম গ্রন্থাগারিক পদের সৃষ্টি করল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তার গ্রন্থাগারের জন্য। এই পদের বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে প্রায় হাজারখানেক আবেদনপত্র এল। আবেদনকারীদের মধ্যে একদিকে ছিল স্কুলের ছাত্র, যারা লিখেছিল যে তারা পড়াশুনা ভালবাসে, আর অন্য দিকে ছিল ৭০।৮০ বছরের বৃদ্ধ যারা চেয়েছিল গ্রন্থাগারে শান্তিতে সময় কাটাতে। অল্প কিছু স্নাতকও আবেদন করেছিল, কিন্তু তা করেছিল কেবলমাত্র আকর্ষণীয় বেতন-হারের জন্য। তাদের কারও গ্রন্থাগারে কাজের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, এমন কি, কোন ধারণাও ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমি মনোনীত হয়েছিলাম ; কিন্তু আমার পুরন কলেজের অধ্যক্ষ এই মনোনয়নে শোকপ্রকাশ করে বলেছিলেন "তুমি যুবক এবং কর্মঠ, গ্রন্থাগারের কাজ তোমার জন্য নয়। গ্রন্থাগারে বসে থাকার চেয়ে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার কাজই অনেক বেশী আকর্ষণীয়"। ইনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সমিতির একজন সদস্যও ছিলেন। গ্রন্থাগারিক হিসাবে কয়েকদিন কাজ করার পর আমি বুঝলাম গ্রন্থাগারের কাজে বুদ্ধির কোন ব্যবহার নেই। দিনে ৫ থেকে ১০ জনের বেশী পাঠক গ্রন্থাগারে আসত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমার ছিল, বেতনের হারও ভাল ছিল ; কিন্তু আমার কোন বৃত্তিগত শিক্ষা ছিল না ; এমন কি এরূপ বিশ্বাসও ছিল না যে গ্রন্থাগারের কাজের উপযুক্ত হওয়ার জন্য কোন কিছু শিক্ষার প্রয়োজন থাকতে পারে। কাজেই যদিও বৃত্তিপোষোগী পদ একটি ছিল, কিন্তু ১৯২৪-এ মাদ্রাজে বৃত্তিগত শিক্ষা বা বৃত্তিগত কাজ কোন গ্রন্থাগারে ছিল না। আমি ঐ পদ ত্যাগ করে আমার কলেজে শিক্ষকের কাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম ; কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ—একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী ভদ্রলোক—আমাকে বিদেশে যাওয়ার সুবিধা গ্রহণ করে তারপর পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে বললেন।

৩ বিদেশে গ্রন্থাগারিকতার সংস্পর্শে

১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৫ এর জুন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে আমার প্রায় শতখানেক গ্রন্থাগার দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি দেখলাম যে, ঐ সব গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কয়েকটির গ্রন্থাগারিক নিজেদের সর্বতোভাবে বৃত্তির উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। বেশ কিছু বৃত্তি সম্পর্কিত বইপত্রও আমি পেলাম। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই বৃত্তিগত কিছু প্রযুক্তির

ব্যবহার ছাড়াও দেখলাম যে, কয়েকজন প্রগতিশীল গ্রন্থাগারিক নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে নিযুক্ত ; উদ্দেশ্য—বৃত্তিগত প্রযুক্তিগুলিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা। এ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, গ্রন্থাগারিকতা একটি বুদ্ধিগত বৃত্তি ; এবং এ বৃত্তি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অবলম্বন করার উপযুক্ত। তা ছাড়া, আমার এ বিশ্বাসও জন্মাল যে, গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি অবলম্বন করলে সমাজ সেবার বেশ ভাল সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। প্রচলিত কতকগুলি প্রযুক্তি আমাকে আকৃষ্ট করল। এমন কি, তাদের গভীরে প্রবেশ করার আহ্বান পেলাম।

স্থির করলাম যে, মাদ্রাজে ফিরে এই বৃত্তিই অবলম্বন করব ; এবং প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, মূলসূত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং অবিরাম গবেষণাদ্বারা গ্রন্থাগারিকতাকে বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করব।

৪ এক মন্বন্তর বাধা

১৯২৪-এর এপ্রিলে যখন আমি যুক্তরাজ্যে তখনই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই অনুযায়ী, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পাঠাই। বৃত্তিগত প্রযুক্তিগুলির প্রয়োগ ও অনুন্নয় সেবা চালু করার জন্য এতে পাঁচটি নতুন পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব ছিল। ১৯২৫-এর জুলাই মাসে যখন মাদ্রাজে পৌঁছলাম, দেখলাম একাডেমিক কাউন্সিলের আলোচ্য-বিষয়-সূচিতে তিনটি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে—কিন্তু কোন পদের জন্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল সার্টিফিকেটের চেয়ে বেশী নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এটা তখনকার গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্মীরই কাজ ; এই কর্মীটির শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল স্কুল সার্টিফিকেট পর্যন্ত। স্বভাবতই নতুন কর্মীর ক্ষেত্রে তার নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা উচ্চতর যোগ্যতা সে অনুমোদন করতে পারেনা। সুতরাং আমি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিলাম—কাজটি সুখকর হয়নি মোটেও। নবনিযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন সম্বন্ধে লাইব্রেরী কমিটির বিশ্বাস জন্মাতে নানা প্রমাণ-যুক্তির অবতারণা করতে হল। ভগবানের দয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

৫ অপ্রতুল বেতন-হার

সে সময়ে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অধস্তন কর্মচারীদের মাসিক বেতন-হার শুরু হত ৩০ টাকা থেকে এবং শেষ হত ৪০ টাকায় ; দুবছর অন্তর ১ টাকা করে বাড়ত। অন্য পেশায় নিযুক্ত অধস্তন কর্মচারীদের বেতন-হার শুরু হত ৪০ টাকা থেকে আর শেষ হত ১২০ টাকায়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষণে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষকদের বেতন-হার ছিল এই রকম। যে কোন প্রযুক্তি-বৃত্তির পক্ষে এই বেতন-হার নিতান্তই সামান্য। কারণ শিক্ষকতা ছাড়া অন্য সব বৃত্তিতে অনুরূপ ক্ষেত্রে বেতন-হার শুরু হত কমপক্ষে ১০০ টাকা থেকে এবং উপরের দিকে যেত ২৫০ টাকা পর্যন্ত।

৬ দ্রুত মর্যাদা লাভ

দু বছর অর্থাৎ ১৯২৭-এর মধ্যেই বইগুলি অনুকূল উপায়ে বর্গীকৃত ও সূচিকৃত করা হল ; একই সঙ্গে এই উদ্দেশ্যেই "কোলন" বর্গীকরণ পদ্ধতি ও অনুবর্গ সূচিকরণ রূপায়িত করা হল ; অবাধ অভিগম্যতা প্রবর্তিত হল ; প্রগাঢ় অনুলয় সেবা পরিবেশন করা হল এবং পরিচালনার কাজ যথেষ্ট সরল করা হল। এ সবই সম্ভব হয়েছিল কারণ, নবনিযুক্ত পাঁচজনই বেশ শিক্ষিত ছিলেন। অধিকন্তু, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁদের অধিকাংশই অসাধারণ-ভাবে আপন কাজে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। এখানে পরলোকগত সি সুন্দরমের কথা আমার বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং নানা কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যাঁরা গ্রন্থাগারে আসতেন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দৈনিক প্রায় ৩০০র মত। তাঁরা সবাই এইসব কর্মীদের কাজের—বিশেষ করে অতি অল্প সময়ে তাঁদের যে বই দরকার তা বের করে আনার প্রশংসা করতেন। স্বাভাবিক কারণেই স্নাতক কর্মীদের সম্বন্ধে পাঠকদের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল। তার ফলে পাঠকদের চোখে তাঁদের মর্যাদা বাস্তবিকই যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল।

৭ মর্যাদা ও বেতনের অসমতা

খুব শীঘ্রই তাদের অর্জিত এই মর্যাদার কথা অনেকেই জানল। সাগর তীরের সান্ধ্য ভ্রমণে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা—যেমন স্যার সি এস শিবস্বামী আইয়ার, স্যার ষ্টোকস, জাস্টিস্ পণ্ডিতন্নী শাস্ত্রী—গ্রন্থাগারের কোন কর্মীর সঙ্গে দেখা হলেই কিছুক্ষণ থামতেন ; তার সঙ্গে করমর্দন করতেন ; এবং কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলতেন। ক্রমশঃ এই ঘটনা সমুদ্র বেলাভূমিতে ভ্রমণরত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল—তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যারা চেষ্টা করেও উচ্চপদস্থ লোকদের নজরে পড়তে পারে নি ; অথচ এই সব উচ্চপদস্থ লোকেরাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করতেন। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা আমায় যা জিজ্ঞাসা করল, তার বক্তব্য অনেকটা এইরকম—"তুমি নিশ্চয়ই তোমার কর্মচারীদের অনেক বেতন দাও!" "একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?" "দেখা যায় স্যার অমুক, দেওয়ান বাহাদুর অমুক, অধ্যাপক অমুক সমুদ্রতীরে তোমার কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করেন, মনে হয় যেন তারা সব সমপর্যায়ের লোক।" আমি যখন তাদের বেতন হারের কথা প্রকাশ করলাম, তারা বিস্মিত হল। এইভাবে মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সূত্রপাত হল ; বৃত্তিধারীদের প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষা ছিল ; জনসাধারণের সেবার মাধ্যমে স্বোপার্জিত সামাজিক মর্যাদাও তাঁদের ছিল ; কিন্তু ছিল না তাদের বৃত্তির উপযুক্ত বেতন-হার। প্রায় ১৯৬০ পর্যন্ত ঐ অতি সামান্য বেতন-হারই চালু ছিল। সে যাই হোক, ১৯৩০-এ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টায় সরকার এই রাজ্যে গ্রন্থাগারিকের দ্বিতীয় একটি পদের বেতন বৃত্তির উপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করে। সেটা হ'ল কয়েম্বার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদ। এই হল মাদ্রাজ রাজ্যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্ভবের কাহিনী।

Sprouting of the Library Profession in Madras (Musing on library service 3) By Dr. S. R. Ranganathan.

শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথন

মায়া ভট্টাচার্য

০ ভূমিকা

"রাও সাহেবের দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম 'গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান'। টাকাটা সেই পেয়েছে। ছোট ছেলে তাতে খুবই খুশী।"—উক্তিটি শ্রীমতী সারদা রঙ্গনাথনের—জ্ঞানসাধক প্রফেসর ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের স্ত্রীর। প্রফেসর তার পুরনো ছাত্র মহলে রাও সাহেব নামেই পরিচিত।

সময় ১৯৫৭। স্থান—দিল্লী। সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চয় সব দান করেছেন প্রফেসর। উদ্দেশ্য—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এক রিসার্চ প্রফেসরের পদ সৃষ্টি। প্রফেসরের বয়স তখন ৬৪। বয়সে ১৬ বছরের ছোট স্ত্রী। ছেলের বয়স ২৫ বছর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধ্যাপকের এক ছাত্র মন্তব্য করেছেন: "টাকাটা রাওসাহেব তার ছেলের জন্য রাখলে পারতেন!" উক্তিটি এই মন্তব্যেরই উত্তর।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে, এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বহু মনীষীর বহু দান এবং অবদান রয়েছে। প্রতি গ্রন্থাগারিকের কাছে তাঁরা স্মরণীয় এবং বরণীয়। এঁদের মধ্যে কোন মহিলা ছিলেন কি না তা জানি না। অধ্যাপক রঙ্গনাথনকে আমরা চিনি; তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার মত রসদ আমার নেই। কিন্তু শ্রীমতী রঙ্গনাথনকে হয়তো আমরা ততটা জানি না; কারণ জানার কোন সুযোগ পাওয়া যায় নি। এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতিটি দানের মূলে শ্রীমতী রঙ্গনাথনের আগ্রহ ও ইচ্ছা কাজ করেছে।

অনেক সময় জিজ্ঞাসা জেগেছে জ্ঞানতপস্বী রঙ্গনাথনের এত সব অবদানের পিছনে এই ভদ্রমহিলার কি কোন ভূমিকা নেই? এই যে প্রফেসর সংসার-পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে সব সময় আপন কাজে ডুবে আছেন—এতে এই ভদ্রমহিলার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার রূপ কি? এই যে সব সময় হাসি-খুশী, স্নেহময়ী, স্বামী সেবায় ব্যস্ত—এ কি তাঁর অন্তরের প্রকৃত রূপেরই প্রতিফলন?

ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে না এলে এর সঠিক উত্তর মেলে না। বছর তিনেক হল প্রফেসর ও শ্রীমতী রঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। কৌতূহলী মন সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসাও করেছে অনেক কিছু। যা জেনেছি তাতে বিস্ময়ের অনেক খোরাক জুটেছে; শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছে।

শ্রীমতী রঙ্গনাথনের জন্ম ১৯০৮ এর ১১ই অক্টোবর। বিয়ে ১৯২৯-এ। ১৯৩২-এ একমাত্র ছেলে বঙ্কেশ্বরের জন্ম। ১৯৬৮-র ১১ই অক্টোবর ৬০ বছর পূর্ণ হল শ্রীমতী

রঙ্গনাথনের। ভারতীয় রীতিতে এই বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনজনেরা তাদের শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানায়। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সকল সদস্য তাঁর আপন জন। বৃত্তির সামান্য একজন সদস্যা হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগটুকু গ্রহণ করছি।

১ আচার-আচরণ

প্রফেসর খবর পাঠিয়েছেন। নতুন এক প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে। তাতে যার যার দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে : বুঝে নিতে হবে কিভাবে কি করণীয়। চলেছি দেখা করতে। পথেই দেখা। সকালে উঠে বেশ খানিকটা হেঁটে আসেন। হাঁটা শেষ করে ফিরছেন বাড়ীর দিকে। বল্লেন, "এগোও, আসছি।"

ছোট্ট লোহার গেট খুলে দুধাপ উঠলেই দুদিক খোলা জালে ঢাকা এক চিলতে বারান্দা। তিন দিকের দেয়াল ঘেসে তিনখানা বেঞ্চ পাতা। এতক্ষণে অনেকেই এসে গেছেন। বসে আছেন তারা বেঞ্চের উপর। যারা উপস্থিত তাদের পেশা গ্রন্থাগারিকতা। ভারতের প্রায় সব জাতের লোক আছেন এদের মধ্যে। একটা মোড়া নিয়ে আর এক দিকের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসলুম।

জালের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। দেখলুম – শ্রীমতী রঙ্গনাথন আসছেন। মন্দিরে গিয়েছিলেন। ফিরছেন সেখান থেকে। ধর্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ ঘরণী। পড়নে গাঢ় রংএর সিল্ক শাড়ী। গায়ে সাদা ব্লাউজ। গহনার মধ্যে নাকে হীরের নাকছাবি সব আগে নজরে পড়ে। চোখে সাবেকী আমলের গোল ফ্রেমের চশমা। হাঁটার সময় মাথাটা শরীর থেকে সামান্য এগিয়ে একটু নীচু করে রাখেন।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন 'মাম্মি'। সবাই বলে মাম্মি। কে কবে প্রথম এই বলে ডেকেছিল তা কেউ জানে না। মৃদু হেসে সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন ; সম্পূর্ণ নিরহংকার অভিব্যক্তি। মাতৃভাষা তামিল। কানাড়া, হিন্দী ও জর্মন ভাষায়ও অল্প অল্প কথা বলতে পারেন। এক এক করে সকলের কুশল নিলেন : প্রসাদী কুমকুম এগিয়ে ধরলেন সকলের দিকে। আলাপে-অভ্যর্থনায় সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত উদার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রফেসর ফিরে এলেন। বারান্দার উত্তর-পশ্চিম কোণে দুটি বেঞ্চের সঙ্গমস্থলটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। আসন করে বসলেন। মাম্মি এসে সকালের জল খাবার দিয়ে গেলেন। দুটি ছোট বাটিতে খাদ্য ও দুটি গ্লাসে পানীয়। আসলে সেগুলি কি বস্তু তা জানি না। খেতে খেতে কথা বলতে লাগলেন প্রফেসর।

বেলা সাড়ে নটা। মাম্মি এসে হাজির। স্নানের তাগাদা। একবার নয়, বার বার। ১০টা নাগাদ প্রফেসর উঠলেন। প্রত্যেককেই কিছু কাজ দিয়ে গেলেন। স্নান সেরে তাগাদা করে গেলেন একবার।

খেতে বসেছেন প্রফেসর। পরম যত্নে স্বামীর পাশে বসে খাওয়াচ্ছেন মাম্মি। কথায় কথায় একদিন বলে ফেলেছিলেন প্রফেসর, 'অন্যের হাতের রান্না তেমন ভাল খাই না'।

বলেই ছেলেছিলেন। খেতে খেতেই এক একজনকে ডাকছেন : কিছু কিছু করণীয় বলে দিচ্ছেন। বেলা সাড়ে বারোটা। মাম্মি এসে হাজির। "ওঠ তোমরা, এবার খেতে যাও।" আস্তে আস্তে উঠতে হল সবাইকে। প্রফেসর বিশ্রাম নিতে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য।

বেলা দুটো থেকে আবার কাজ। সবাই এসে হাজির হয়েছে। প্রফেসর তদারক করে গেলেন একবার। এখন চিঠিপত্রের জবাব দেবেন। পিএ-কে নিয়ে বসলেন : বিকেল সাড়ে তিনটে। জলখাবারের সময় হয়েছে। হাতের থালায় বাটি-গ্লাস নিয়ে আবার মাম্মি এসে হাজির। কাজ চলেছে পুরোদমে। সন্ধ্যা হয়ে এল। হাজির হলেন মাম্মি। "আর নয়। এবার তোমরা বাড়ী যাও।" একে একে সবাই উঠে পড়ে। অনেকবার তাগিদ দেবার পর প্রফেসর ওঠেন। সন্ধ্যার পরই আজকাল খেয়ে নেন প্রফেসর। পরম যত্নে তাকে খেতে দেন মাম্মি। তারপর রাতের বিশ্রামের পরিপাটি বন্দোবস্ত করে দেন।

এইভাবে শেষ হয় একটা দিন। প্রতিদিন এই দিনেরই পুনরাবৃত্তি। জানি না রাতের কোন অবসরে নিজের দিকে একবার তাকাবার সময় হয় কিনা মাম্মির। কিন্তু কোনদিন কোন অভিযোগ দানা বাঁধেনি মনে। নিরবচ্ছিন্ন এক কর্মযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত জীবন প্রফেসরের। নিশ্চিন্ত এক সরল পরিবেশে চলেছে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। ঐ পরিবেশ কিন্তু মাম্মিরই সৃষ্টি। কর্মের সাফল্য কি তার পরিবেশের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে ?

২ সারদা রঙ্গনাথন প্রফেসরশিপ

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম সারদা রঙ্গনাথন প্রফেসরশিপের কথা। উত্তরে শুনলাম তার ইতিবৃত্ত।

তখন ১৯৪৭। ভাইসচ্যান্সেলর স্যার মরিস গায়ারের আমন্ত্রণে রাও সাহেব দিল্লী ইউনিভারসিটিতে যোগ দিয়েছেন : কোন বেতন বা অনরারিয়াম নেন না তিনি। দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে তখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রফেসরশিপ ছিল না। স্যার মরিস তখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে রিজিয়াস প্রফেসরশিপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন। মনে মনে ইচ্ছা, সম্ভব হলে রাও সাহেবকে এই পদে বসাবেন। কোন দিক থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন না। অতঃপর হাজির হয়েছেন দেশীয় রাজাদের কাছে। বরদা ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মহারাজাকে রাজিও করিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৮এ সর্দার প্যাটেলের নীতিকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের সম্পর্কটা বেশ একটু তিক্ত হয়ে উঠল। স্যার মরিসের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৪৯-এ দেশে ফিরে গেলেন স্যার মরিস। ১৯৫০-এ মারা গেলেন তিনি।

এর পর ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তখন ভাইসচ্যান্সেলর। রাও সাহেব মাদ্রাজে এসেছেন।

এক চিঠি এল ডঃ সেনের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন, "স্যার মরিসের বড় ছেলে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে, তার বাবা মৃত্যুকালে তাঁর সামান্য সঞ্চয় থেকে রঙ্গনাথন প্রফেসরশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০ পাউণ্ড দান করে গেছেন। এ টাকাটার তাঁরা কি ব্যবস্থা করবেন ?" ডঃ সেন এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। রাও সাহেব কিছু জানেন কি না তাই জানতে চেয়েছেন। রাও সাহেবের মা তখন বেঁচে। খবর শুনে পরিবারের সবাই খুব অভিভূত। প্রফেসরশিপ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঐ টাকা নিতান্তই সামান্য। স্যার মরিসের আত্মার শান্তি হয় এমন কোন কাজে ঐ টাকা ব্যয় করার পরামর্শ দিলেন রাও সাহেব।

রাও সাহেবের কাছে অনেক লোক আসে। রাও সাহেবকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এটাও জানেন শ্রীমতী রঙ্গনাথন। কিন্তু, স্বামী বহুজনের শ্রদ্ধার পাত্র—এ ঘটনা তার মনে তখনও বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। তখন ১৯৫৩। বিদেশে বাস করার সংকল্প নিয়ে দেশ ছাড়লেন রাওসাহেব। উঠলেন গিয়ে স্যুইটজারল্যাণ্ডে। ঐ বছরই ইণ্টারন্যাশনাল ট্র্যাণ্ডার্ডস্ অরগানিজেশনের এক মিটিংএ যোগ দিতে যাচ্ছেন ডঃ রঙ্গনাথন। শ্রীমতী রঙ্গনাথনও গেলেন তাঁর সাথে। স্বামীর পাশে বসে তাঁর কর্মক্ষেত্রের কিছু পরিচয় পেলেন তিনি। পরিচয় পেলেন তাঁর প্রভাবের। দেখলেন বাইরের পৃথিবী তার স্বামীকে কি চোখে দেখে! বুঝলেন তাঁর এতদিনের গবেষণাই আজ দুনিয়ার চোখে তাকে এত বড় শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে। স্বামীর এ পরিচয় এতদিন তাঁর প্রায় অজানাই ছিল। তাই এই ঘটনা তাঁকে বেশ অভিভূতই করে ফেলল। একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমাদের যা টাকা আছে তা দিয়ে কোন রিসার্চ প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করা যায় না ?" স্বামীর পাল্টা প্রশ্নে ব্যাপারটা সব খুলেই বল্লেন তাঁকে। স্যার মরিসের ইচ্ছার কথাও উল্লেখ করলেন ঐ প্রসঙ্গে। প্রফেসরের কাছে শুনেছি—সব কথা শুনে তিনি প্রথমে বেশ বিস্মিতই হয়েছিলেন।

ছেলেকে ডেকে মায়ের ইচ্ছার কথা জানালেন। খুশী হয়ে মত দিলেন ছেলে ; পিতা মাতার যোগ্য সন্তান। দিল্লী ইউনিভার্সিটির কথাই প্রথম মনে এল প্রফেসরের। লিখলেন কর্তৃপক্ষের কাছে : এক লক্ষ টাকা দিতে চান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এক রিসার্চ প্রফেসরের পদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। উত্তর এল : ঐ টাকায় গরীব ছাত্রদের জন্য কিছু স্কলারসিপের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। রিসার্চ প্রফেসরসিপের কোন উল্লেখ নেই।

শ্রীমতী রঙ্গনাথনকে জানালেন প্রফেসর। সব শুনে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করার কথা বল্লেন তিনি। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক আসন্ন তখন। সানন্দে রাজী হলেন কর্তৃপক্ষ। স্থির হল ঐ পদের নাম হবে সারদা চেয়ার ইন লাইব্রেরী সায়েন্স। তখন ১৯৫৬-র অক্টোবর।

ঐ সময় মিউনিকে অনুষ্ঠিত হয় ইণ্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী কনফারেন্স। প্রফেসর সেখানে উপস্থিত। ইংলণ্ড থেকেও অনেক প্রতিনিধি এসেছেন। তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন প্রফেসরকে। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রফেসর গেলেন লণ্ডনে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে

এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রফেসর বল্লেন, "ভারত আজ অনেক এগিয়ে গেছে। শীঘ্রই সেখানে এক ইউনিভার্সিটিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এক রিসার্চ প্রফেসরের পদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; ইউ কে-তে যা এখনও সম্ভব হয় নি।" প্রফেসরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সেয়ার্স সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন "ব্যাপার কি?" খুলে বল্লেন প্রফেসর। সব শুনে তিনি বল্লেন, 'পাশ্চাত্য প্রথায় ঐ চেয়ারের নাম দাও সারদা রঙ্গনাথন চেয়ার। শুধু সারদাকে কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না।" তাঁরই পরামর্শে ঐ চেয়ারের নামকরণ হল সারদা রঙ্গনাথন চেয়ার ইন লাইব্রেরী সায়েন্স। ১৯৭৯-র শতবার্ষিকী উৎসবের সময় ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল এই নতুন পদ প্রতিষ্ঠার কথা।

৩ সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেন্ট

এইভাবেই একদিন শুনলাম সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেন্ট প্রতিষ্ঠার কাহিনী। রিসার্চ প্রফেসারের পদ সৃষ্টি করা হল। রিসার্চ করা হবে সেখানে—শ্রীমতী রঙ্গনাথনের মনে বিরাট আশা। প্রায়ই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন "কেমন কাজ হচ্ছে ওখানে?" "কাজ হচ্ছে; কিন্তু, এখনও কোন রিপোর্ট বেরোয় নি"—স্বামীর সংক্ষিপ্ত উত্তর। অনেক দিন অনেক বার অনেকের কাছে করেছেন ঐ একই প্রশ্ন। সব উত্তরেরই সারমর্ম এক। এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল এক দিন স্বামীকে বল্লেন, "আচ্ছা, এমন কোন বন্দোবস্ত করা যায় না যাতে যাঁরা সত্যিই রিসার্চ করছেন তাঁরা খানিকটা উৎসাহ পান? বইএর রয়ালটি পাচ্ছি। এই টাকাটাকে ঐ কাজে লাগান যায় না?" প্রফেসার বুঝলেন —কি বলতে চান শ্রীমতী রঙ্গনাথন। বল্লেন "দেখি কি করা যায়!" ছেলের মতামত নিলেন। এবারও খুশী হয়েই ছেলে মত দিল।

ওদিকে ১৯৪২-এ প্রফেসারের ৬০ বছর পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে তাঁর ছাত্রেরা একটা ফাণ্ড তুলেছিলেন। ৪০০০ টাকার ফাণ্ড। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে—এই ছিল উদ্দেশ্য। টাকাটা অনেকদিন পড়েই ছিল, কোন কাজে লাগান হয় নি। ঐ টাকাটাকে কেন্দ্র করেই ১৯৬৩-তে প্রতিষ্ঠিত করা হোল এনডাউমেন্ট। শ্রীমতী রঙ্গনাথনের ইচ্ছা ও আগ্রহে স্থির হল নামকরণ হল "সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেন্ট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স। ডঃ রঙ্গনাথনের সমস্ত বইয়ের রয়ালটি যাবে এনডাউমেন্ট—এ রকম বন্দোবস্ত করা হল।

ঠিক হল এই এনডাউমেন্টের উদ্দেশ্য হবে (১) সর্বপ্রকারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন; (২) সারদা রঙ্গনাথন লেকচার ইন লাইব্রেরী সায়েন্সের আয়োজন করা—এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুর ভিত্তি হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণালব্ধ সর্বাধুনিক জ্ঞান এবং (৩) এই সব বক্তৃতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণালব্ধ সর্বাধুনিক জ্ঞানের প্রকাশনে সর্বরকম সহযোগিতা।

গত ১৯৬৪—থেকে সারদা রঙ্গনাথন লেকচারের আয়োজন ও তা প্রকাশনের বন্দোবস্ত

করা হচ্ছে। গবেষণাসহ সর্বাধুনিক জ্ঞান প্রকাশের উদ্দেশ্যে দুটি সাময়িকী প্রকাশ করে এই এন্ডাউমেণ্ট। একটি "হেরাল্ড অফ্ লাইব্রেরী সায়েন্স"; অপরটি "লাইব্রেরী সায়েন্স উইথ এ স্লাণ্ট টু ডকুমেণ্টেশন"। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ডি আর টি সি-র সহযোগিতায়।

৪ রামায়ণ পুরস্কার

আরও অনেক দান আছে শ্রীমতী রঙ্গনাথনের। তখন ১৯৫৭। শ্রীপেরাম্বুরে সংস্কৃত কলেজের বাৎসরিক উৎসব। উৎসবে পৌরোহিত্য করছেন ডঃ রঙ্গনাথন। পুরস্কার বিতরণ করবেন শ্রীমতী রঙ্গনাথন। একে একে পুরস্কার বিতরণ শেষ হল। শ্রীমতী রঙ্গনাথন বল্লেন "এতক্ষণ আমি যে পুরস্কার বিতরণ করলাম তা সবই অপরের দেওয়া। আমার নিজেরও কিছু দেওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষ যদি অমত না করেন, তা হলে প্রতি বছরের সব চেয়ে ভাল ছেলেকে একটি করে রামায়ণ দেবার বন্দোবস্ত আমি করতে পারি।" সানন্দে রাজী হলেন কর্তৃপক্ষ। সেই থেকে এই রামায়ণ পুরস্কারের বন্দোবস্ত চলে আসছে সংস্কৃত কলেজে।

৫ ম্যাঙ্গালোর কলেজ মেডেল

সেবার ১৯৫৮-য় ডঃ রঙ্গনাথন গেছেন ম্যাঙ্গালোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে। শ্রীমতী রঙ্গনাথনও গেছেন তাঁর সাথে। সেখানে গিয়ে জানলেন যে ওখানেই তাঁর স্বামী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। সে ১৯১৬-র কথা। অঙ্কের লেকচারার এস আর রঙ্গনাথন। মনটা বুঝি কেমন হয়ে গেল। ঠিক করলেন নিজের তরফ থেকে ঐ কলেজে পুরস্কার দেবার বন্দোবস্ত করবেন। কর্তৃপক্ষকে জানালেন তাঁর ইচ্ছা। সানন্দে রাজী হলেন কর্তৃপক্ষ। ঠিক হল প্রতি বছর ঐ কলেজের যে ছাত্র ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় অঙ্কে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তাকে শ্রীমতী রঙ্গনাথনের তরফ থেকে একটি মেডেল উপহার দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করলেন শ্রীমতী রঙ্গনাথন।

৬ উজ্জয়িনী হাইস্কুল পুরস্কার

১৯৫৯। উজ্জয়িনী হাইস্কুল। স্কুল ডে-র উৎসব অনুষ্ঠান। পৌরোহিত্য করছেন : রঙ্গনাথন। পুরস্কার বিতরণ করবেন শ্রীমতী রঙ্গনাথন। পুরস্কার বিতরণ শেষ হল। শ্রীমতী রঙ্গনাথন ঘোষণা করলেন "প্রতি বছর এই স্কুলের যে ছাত্র সব দিক থেকে সেরা বলে বিবেচিত হবে আমার তরফ থেকে তাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।" সেই থেকে ঐ স্কুলে চালু হল সেরা ছাত্রের জন্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা।

৭ নমস্কারান্তে ইতি

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলার দায়িত্ব অনেকাংশেই এই বৃত্তির সদস্যদের। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব সবটাই তাদের। এই দুই কাজের

জন্যই চাই অর্থ। ওয়েলফেয়ার ষ্টেটে এ অর্থ যোগান দেওয়ার দায়িত্ব মূলতঃ সরকারের। তাই সরকারী আনুকূল্য যেখানে স্তিমিত ব্যক্তিগত দান সেখানে অপার মহিমায় সমুজ্জ্বল। শ্রীমতী রঙ্গনাথনের এই ত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেই কারণেই গত ১১ই অক্টোবর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক গ্রন্থাগার কর্মী তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রীমতী রঙ্গনাথনকে। ব্যাঙ্গালোরের গ্রন্থাগার কর্মীরা এসেছিলেন। এসেছিলেন এখানকার মহিলা গ্রন্থাগার কর্মীরাও। তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলে আমিও জানাই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।

Shrimati Sarada Ranganathan
By Maya Bhattacharyya

---

২০ ডিসেম্বর—গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী ঃ

২০শে ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহ

১। জনসভা, প্রদর্শনী সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন

২। পশ্চিমবঙ্গে বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযোগী একটি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ।

৩। উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যার্থে পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহের আবেদন।

কেন্দ্রীয় জনসভা

শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৮—সন্ধ্যা ৬টা :
ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৬)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৪২ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৭শে পৌষ, রবিবার বিকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে প্রথম কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরে এই ধরনের সম্মেলন আর হয় নাই। এই সম্মেলনে সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ্। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল এবং উদ্বোধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ও সহরতলীর আশীটি গ্রন্থাগার এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। উপস্থিত প্রধান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন: রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীসনৎ কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীকিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসচীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীসুধীর বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, শ্রীমালিকলাল মল্লিক, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ইংরেজী ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনুকূলে রাষ্ট্রের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা-সমূহের চেতনা জাগ্রত করার উপায় উদ্ভাবনই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তিনি এই বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীয় ভবনেই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—তাহা হইল জ্ঞানবিকিরণ। তিনি মনে করেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলন একটা সাময়িক পরিস্থিতি নয়, ইহা স্থায়িভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং আমাদের মানসিক উন্নতিসাধন ও কার্য-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই ইহা করা হইয়াছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগার অজ্ঞাত ছিল না। ভারত বাস্তবিকই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। এখানকার গ্রন্থাগারে শুধু যে এই দেশের নানাস্থানের অধিবাসীরাই আনাগোনা করিতেন তাহা নহে বহির্ভারত হইতে বহু লোক ভীড় জমাইতেন। এখন বর্তমান শিক্ষার ব্যবস্থাকে চালিয়া সাজিবার কথা চিন্তা করা হইতেছে। কাজেই এই অবস্থায় উহাকে এমনভাবে চালিয়া সাজা দরকার যেন এই পুনর্গঠনের মধ্যে গ্রন্থাগার উহার প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারে। এক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগার যেমন একদিকে মহৎ উপকার ও কল্যাণ সাধন করিতে পারে অপর দিকে তেমনই

অনিষ্টসাধনের বীজও উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কাজেই পুস্তক নির্বাচনে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; কোনক্রমেই পুস্তক নির্বাচনের মানকে নিম্নগামী করা চলিবে না। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাঠক যে বই চান তাহা সরবরাহ করাই প্রত্যেক গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হইলেও সকল রকমের বই রাখা প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয়। সহরে ও নগরে গ্রন্থাগারের মধ্যে সুব্যবস্থিত সহযোগিতা দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার তাহার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিবে না। স্থানীয় লোকের সেবা করার দিকে গ্রন্থাগারের নজরও রাখিতে হইবেই কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে বৃহত্তর দেশের সেবা করাও উহার কাজের একটি অঙ্গ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল ইংরেজী ভাষণে বলেন যে, এই দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা অন্য কোন নগর হইতে পিছনে পড়িয়া নাই। বহু পূর্বে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি এবং মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য পাশ্চাত্ত্য কলাবিজ্ঞানের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট' আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক সর্বপ্রথম ইঙ্গ-বঙ্গ পত্রিকা 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স' প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের যোগসাধন ভারতীয় জীবনের বুদ্ধিভূমিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিল। রিচার্ডসন, ডিরোজিও, পামার ও কার্কপ্যাট্রিক-এর শিক্ষা তাঁহাদের পাদপীঠে বহু যুবককে জড়ো করিল। যাহা কিছু পুরাতন তাহাকে নস্যাৎ করিয়া তাহার পরিবর্তে নূতনকে আবাহন করিবার জন্য যুবকরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এই মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাই এই উৎসাহী যুবকদের মধ্যে ইংরেজী কলা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে যাহা ভাল তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে।

এই দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে পুঁথি সংরক্ষিত হইত। এই ধরণের পুঁথির সংগ্রহালয় হিসাবে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবার বহুপূর্বে ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া ও মিশরে গ্রন্থাগার দেখা যাইত, কিন্তু বৈদিক যুগে এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে এদেশে পুঁথির গ্রন্থাগার ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সপ্তম খৃষ্টাব্দে ইউয়ান চুয়াঙ ভারতে আসিয়া এদেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ঘুরিয়া দেখেন। সেই সময়ে এদেশে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল তাহা জানা যায় এই ঘটনা হইতে যে তিনি চীনে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে ৫২০টি পুঁটলীতে ৬৫ খানা পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন।

নালন্দার রত্নোদধিতে পুঁথি রাখা হইত। কিভাবে ইহা একেবারে নষ্ট হয় তাহা জানা যায় নাই। প্রায় সেই সময়েই বিখ্যাত পাল রাজাদের চেষ্টায় বাংলাদেশে ওদন্তপুরী

ও বিক্রমশিলার দুইটি বিশাল পুঁথির গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খলজীর এক সামরিক কর্মচারীর হাতে ১২০২ খৃষ্টাব্দে ওদন্তপুরী ধ্বংস হয়। সেই সাবেকী আমলের গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া ইহার চেয়ে বেশী কিছু বলা যায় না। চীনে বহু বড় বড় বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। দশম ও একাদশ খৃষ্টাব্দে বহু ভারতীয় শ্রমণ ভারতীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য সেখানে যাইতেন। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে উদয়বাসী ধনপাল নামক এমনই একজন শ্রমণ চীনে গিয়াছিলেন। অপর ভারতীয় শ্রমণ তাঁহার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ভারতে গ্রন্থাগার স্থাপনে জৈনদের চেষ্টাও নগণ্য নয়। রাজপুতানা, গুজরাত, পাটনা, জয়সলমীর, সুরত, কাম্বে, খরাড, ভাটনগর ও আমেদাবাদের উপাশ্রয়ে বহু সদ্‌গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

এখন বাংলা দেশের কথা বলা যাক। মঠে সাধারণতঃ অনেক পুস্তকসংগ্রহ থাকে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, পাবনা এবং ত্রিহুতে মঠে বহু পুস্তকসংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মঠগুলিও এই ধরনের সংগ্রহে সমৃদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সকল দিকেই এখন ছোটবড় বহু গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এরূপ বহুসংখ্যক গ্রন্থাগারের কথা স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে নাই।

ঢাকা, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জিলায়ও পুস্তকসংগ্রহ আছে। বাঁকুড়া এবং বিক্রমপুরেও দেখা যায়। ঢাকায় পণ্ডিতদের কাছেও বহু পুস্তকসংগ্রহ রহিয়াছে।

তন্ত্রের পুঁথিসংগ্রহের ব্যাপারে কৃষ্ণনগরের রাজার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। মানকরের হিতলাল মিশ্রের বেদান্তের সংগ্রহ সহ এক বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। অল্প হইলেও শ্রীরামপুর মহাবিদ্যালয়ের ক্যারী সাহেবের সংগ্রহ অতি মূল্যবান ছিল। এখানে সেখানে টোলগুলিতেও সংস্কৃত পুঁথির অল্পবিস্তর সংগ্রহ আছে। হরিনাভি ও ভাটপাড়ায় বড় বড় গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিবার মত সংগ্রহ ছিল। মহারাজ ঠাকুরের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার আছে। এরূপভাবে রাজা রাধাকান্ত দেব ও শ্রীরামকমল সেনের গ্রন্থাগারের কথাও উল্লেখ করা যায়। রাজা পীতাম্বর মিত্র, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই কলিকাতাবাসী।

ভারতে গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জন্য বর্তমানে যে আন্দোলন হইতেছে তাহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবর্গ উত্তমতর এবং অধিকতর সন্তোষজনক অবস্থা আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই দিকে এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই দেশের উন্নতির দিকে একটি পদক্ষেপ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রদেশের অভ্যন্তরে নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধনে সহায়তা করিয়াছে। মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত গত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ইহা প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনও একটি বড় ঘটনা।

গ্রন্থাগারের একটী অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু বলিতে চাই। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারের বইগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। ভারতের বাহিরে অনুসৃত এবং ভারতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রচলিত সর্বাধুনিক প্রণালী অনুসারে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মেলভিল ডিউই কর্তৃক উদ্ভাবিত দশধিক বর্গীকরণের কার্যকরী পদ্ধতি গ্রন্থাগারগুলিতে প্রবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।

যাহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা বাংলাদেশে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ পড়িবার অবাধ সুযোগ পায় তদুদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান ও উপযোগী গ্রন্থাগারে যথা—কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রত্যেক গ্রন্থকারকে তাহার প্রকাশিত পুস্তকাবলীর নির্দিষ্টসংখ্যক খণ্ড বিনামূল্যে দান করিবার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের সমীপস্থ হইবার প্রকৃষ্ট সময় আসিয়াছে। সমস্ত সর্বজনীন গ্রন্থাগারেরই একটি কিশোর বিভাগ থাকা উচিত। কিশোরদের কৌতূহল নিবৃত্তি করা ও তাহাদের মানসিক বৃত্তির উন্মেষসাধনের সহায়ক সুনির্বাচিত কিশোর সাহিত্য এই সকল গ্রন্থাগারে থাকিবে। পাশ্চাত্ত্য ধরনের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অভাব ত' বহুদিন হইতেই আছে। ইহার আশু প্রবর্তন ও বহুল ব্যবহার খুবই বাঞ্ছনীয়।

পাঠকবর্গের নীচ প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের কুরুচি সৃষ্টির এবং সেই কুরুচির ইন্ধন যোগাইবার চেষ্টা করিয়া গ্রন্থকাররা ভীষণ অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। পাঠকবর্গের সত্যকার মানসিক বিকাশ এবং নৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের লেখনী চালনা করা উচিত।

এই সম্পর্কে সর্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহের সুস্পষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে। যে পুস্তককে উহার বাজে এবং সুরুচিবিরোধী মনে করিবে সেই পুস্তককে তাহাদের সংগ্রহের তালিকা হইতে বাদ দিবে। গ্রন্থকারের শক্তিশালী লেখনী অধিকতর সুস্থ মনোভাব নিয়া চালিত হইলে এবং সর্বজনীন গ্রন্থাগারের অধিকতর শুভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে জনমনকে মহত্ত্বের ও কার্যক্ষমতার উচ্চস্তরে তোলা সম্ভব হয়। অন্য কিছুই সমাজের অন্যায় আচরণকে দূর করিতে পারে না।

Library movement in Bengal (16)
By Gurudas Bandyopadhyay

একটী মনোজ্ঞ সেমিনার

সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কোলকাতায় USIS (United States Information Service), রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে ২১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হোল। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটের সুপ্রশস্ত, মনোরম এবং সুদৃশ্য একটি হলে এই সেমিনারের স্থান নির্বাচিত হয়েছিল।

সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কি করে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভালভাবে সেবা করতে পারে।

এই ধরণের আলোচনাচক্রের আয়োজন আমাদের দেশে, যতদূর মনে হয়, প্রথম। এতে অংশ গ্রহণ করার জন্য অধ্যাপক, ছাত্র ও গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয় করার একটি প্রচেষ্টা উদ্যোক্তাদের ছিল। যদিও খুব ভাল সাড়া পাওয়া গেছে বলা ঠিক হবেনা, কিন্তু এই আলোচনাচক্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক যোগদান করে আলোচনাচক্রটিকে সার্থক করে তুলেছিলেন।

আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকদের ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অনেক বিষয় সম্বন্ধে পরস্পরের ধারণাকে পরিষ্কৃত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এর পূর্বে আমাদের দেশে কখনও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগারের সমস্যাকে ভেবে পাঠ্য পুস্তকের সীমিত জ্ঞানকে কখনও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। গ্রন্থাগারে কেন অনেক জিনিস সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়না, কেন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনা, কেন গ্রন্থাগারিকের সমস্যাগুলিকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়না, কেন পরস্পরকে আমরা দোষারোপ করে থাকি—এসব জিনিস বুঝবার জন্য একটি সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল এই আলোচনাচক্রে।

এই আলোচনাচক্রে প্রায় চল্লিশজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেছিলেন—পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে। অতিথিরূপে এসেছিলেন অধ্যাপক জর্জ এস বন, বিখ্যাত পণ্ডিত ও পুলিট্‌জার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা, ভারতে USIS এর সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকর্তা ডঃ শ্রীমতী মার্গারেট ক্ল্যাপ এবং ভারতে USIS গ্রন্থাগারসমূহের অধিকর্তা শ্রী ক্ল্যাঙ্ক পি ডালিংটন।

এই সুযোগে মিষ্টভাষী, অমায়িক অধ্যাপক বন ও মিঃ ফ্যাঙ্ক ডারলিংটন সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলামনা। অধ্যাপক বনের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল যখন গত বছর দিল্লীতে ইয়াসলিক কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেছিলেন।

অধ্যাপক বন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে কাজ করেছেন। ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক ও বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল তাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি নিতে প্রলুব্ধ করে। ১৯৫১ সালে "Study of Enginering Business paper" শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ সমাপ্তির পর গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। Americin tectnical and Public libraries এ গ্রন্থাগারিক হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন. রাটজার্স ও হাউই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদান করেছেন, পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে কাজ করেছেন. আপনে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে, টোকিওর কিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তুরস্কে গ্রন্থাগার-বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে।

মিঃ ফ্রাঙ্ক ডারলিংটন সাদার্ণ ক্যালিফরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করে সুনামের সঙ্গে লাহোর ও থানাতে Library Servicesএর অধিকর্তা হিসাবে কাজ করেন।

৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় আলোচনাচক্রের উদ্বোধন হয় স্বামী অকুণ্ঠানন্দের ভাষণের পর। সেমিনারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন ডঃ মার্গারেট ক্ল্যাপ। রাপোর্টার জেনারেলের দায়িত্বভার সম্পাদন করেন মিঃ পি জে যোশী।

প্রথম সেসনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের কর্তব্য (Functions of the Library in College and University Education) বিষয়ে আলোচনা হয়। এই অধিবেশনে মডারেটর হিসাবে কার্য সম্পাদন করেন অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিষয়টির উপর প্রারম্ভিক মন্তব্য রাখেন অধ্যাপক বন, বিষয়টির উপর টীকা (Coments) পরিবেশন করেন সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা ও ফণিভূষণ রায় এবং রিপোর্টারের দায়িত্ব সম্পাদন করেন শ্রীনীলেশচন্দ্র সরকার।

এই সেসনে আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই দার্শনিক হয়ে উঠেছিলো, কারণ আলোচনার ধারা অনেকটাই পুঁথিগত বিদ্যা ও গতানুগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যতিক্রম শ্রীফণিভূষণ রায়। তিনি শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অধ্যাপক বন কুশলী বক্তার মত গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্তব্যের বিবরণ তুলে ধরেন। বর্তমান লেখকের মনে অনেকদিন থেকে এই ভাবনা গুরুত্ব লাভ করেছিল যে যদি শিক্ষা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক না হয়ে কেবল কতগুলি পাঠ্য পুস্তকের মুখস্ত করা বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তবে গ্রন্থাগার ব্যবহার সীমিত হতে বাধ্য।

শুক্রবার ১লা নভেম্বর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন বসে। দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম পর্বে আলোচ্য বিষয় ছিল: সুফল ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা (Organizing the Libray for effective use)। আলোচনায় মডারেটর ছিলেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রারম্ভিক মন্তব্য রাখেন শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত। টীকা পরিবেশন

করেন সর্বশ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জটাধারী মিশ্র। রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীনবীনচন্দ্র কর।

আলোচনা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। কয়েকটি গ্রন্থাগারের স্থান সংকুলানের অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে একটি আলোচনা উল্লেখযোগ্য। পুরাণো মজবুত অট্টালিকা ভেঙ্গে না ফেলে কেমন করে সেসব অট্টালিকাকে গ্রন্থাগারের উপযোগী করে তোলা যায়—এ বিষয়ের উপর অধ্যাপক মিশ্র (কটক র‍্যাভেনস্ কলেজ) গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও প্রশ্ন করেন যে, গ্রন্থাগার ভবন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে (in stages) তৈয়ারী করা যায় কি না।

অধ্যাপকগণ উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ধাপে ধাপে তৈয়ার করার অসুবিধা হচ্ছে যে একটি স্তর তৈয়ার করার পর যখন অন্যস্তরে হাত দেওয়া হোল তখন দেখাগেল যে পূর্বকার স্তর তখন স্থাপত্যগত দিকদিয়ে পুরণো হয়ে গেছে। অধ্যাপকগণ prefabricated অট্টালিকা তৈয়ারীর উপর জোর দেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থসংগ্রহ (collection)। মডারেটর ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক মন্তব্য রাখেন মিঃ ডানিংটন টীকা পরিবেশন করেন ডঃ আদিত্য ওহদেদার। রিপোর্টারের দায়িত্ব সম্পাদন করেন শ্রীঅরুণলাল দে। সংগ্রহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেকেই foreing exchangeএর অসুবিধার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। ডঃ ওহদেদার বলেন যে উন্নতিকামী ও উন্নত দেশগুলির সমস্যা এক নয়। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাকে বিচার করে দেখতে হবে।

স্বাভাবিক ভাবে আজ গ্রন্থাগার লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রহের সমস্যা আলোচনা করা হয়েছিল।

তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল : "আরও অর্থবহ গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রসঙ্গে" (Towardo a more meaningful use of the library)। মডারেটর ছিলেন ডঃ আদিত্য ওহদেদার, প্রারম্ভিক মন্তব্য রাখেন অধ্যাপক এন. কে. গৌড়, টীকা পরিবেশন করেন অধ্যাপক বন ও অধ্যাপক ব্রজবন্ধু মিশ্র। রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেন শ্রী জে. বি. সিংহ। অধ্যাপক গৌড় অবাধপ্রাপ্তি (open access), দ্রুত ইস্যু করা ও ফেরত দেওয়া (quick charging and discharging), সংযোজন তালিকা সঞ্চারণ করা (curculation of addition list), ভাল অনুসন্ধান সেবা (reference service) প্রভৃতির উপর জোর দেন। অধ্যাপক বন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতে 'ডকুমেন্টেশন' সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ধারণা করা হয়ে থাকে, আমেরিকার ধারণা তা থেকে একটু স্বতন্ত্র। ডকুমেন্টেশনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বললেন (It is the information in usuable form।" অধ্যাপক বন Universe knowledgeএর ভিতরে advanced reference course শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দেন। শ্রী সি. ডি. সরকারও অধ্যাপক বনের সুর ধরে দেবার চেষ্টা করে বলেন "Universes of knowledge" একটি অন্য ধরণের বিষয়।

কোন কোন বক্তা ভাল Guidebook প্রকাশ করার উপর জোর দিয়ে বলেন যে এই ধরণের পুস্তকের সাহায্যে পুস্তক নির্বাচন সহজ হয়ে উঠবে।

শনিবার ২রা নভেম্বর চতুর্থ বা সমাপ্তি অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর মূল্যায়ন ও গ্রন্থাগারের সেবা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা (Evaluating and interpreting of library services)। বিষয়টি খুবই মূল্যবান, কিন্তু ভারতে চিরকাল উপেক্ষিত। কারণ বোধ হয় এই যে আত্মপ্রচার ও আত্মসমালোচনা দুটোতেই আমরা সমান ভীত। বিষয় কিন্তু দুটি। দুটি বিষয়কে একসঙ্গে গ্রথিত করা হয়েছিল। মডারেটরের দায়িত্ব সম্পাদন করেন অধ্যাপক বন।

অধ্যাপক বন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকটি মান (standard) পেশ করেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানকটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দেওয়া হোল। বিষয়টির উপর প্রারম্ভিক মন্তব্য পেশ করেন শ্রীজীবানন্দ সাহা ও রিপোর্টারের দায়িত্ব সম্পাদন করেন বর্তমান প্রবন্ধের লেখক। শ্রীসাহা বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে বিষয়টির অনেকগুলি অবহেলিত দিক তুলে ধরেন। শ্রী এস. এম. কুলকার্ণী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমস্ত অধিবেশনগুলির মধ্যে যদিও বিষয়গত দিক দিয়ে এই অধিবেশন ছিল সবচেয়ে মূল্যবান এবং আমার মনে হয়েছিল অনেক উপেক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহারিক দিক দিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই অধিবেশনকে একটু তাড়াতাড়িই শেষ করে দেওয়া হোল।

বিকেলে ডেলিগেটদের কোলকাতার কয়েকটি গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র সেমিনারটিকে যদি এখন বিচার করি তবে দেখতে পাব যে, সেমিনারের কয়েকটি মূল নিয়মকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ভালভাবে সেমিনার টেকনিক গড়ে ওঠেনি। শ্রী সি. ডি. সুব্বারাও ইয়াসলিক বুলেটিনে সেমিনার টেকনিক সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যাহোক, ডি. আর টি. সির সেমিনার পরিচালনা পদ্ধতি মডেল হিসাবে ধরে যদি আমরা বিচারে অবতীর্ণ হই, তবে দেখতে পাব সুন্দর পরিবেশ, সমস্ত রকম সুবিধা, ভাল বক্তা এবং আলোচ্য ভাল বিষয় থাকা সত্ত্বেও সেমিনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক নিয়ে সুক্ষ্মভাবে আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য সব কিছুই ব্যর্থ বলা চলেনা, অন্ততঃ অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকদের মত বিনিময় ও পরস্পরকে বুঝবার একটি ভাল মাধ্যম সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফল কিছুটা সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

প্রথমতঃ—দুই একটি বিষয় ছিল একটু abstract বা Philosophic ধরণের। যেমন "Functions of Libraries in College and University Education" এর উপরে আলোচনা করতে গেলে এই আলোচনায় ব্যবহারিক দিকটি উপেক্ষিত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ—বক্তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিষয় সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিলনা। অবশ্য

তার কারণও ছিল, বক্তাদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপক বা গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলীর একজন যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাল ধারণা আছে আমি বলবনা।

তৃতীয়ত—মডারেটর কোন সময়েই তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে—যখন বক্তা কোন বিষয় বহির্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন—তাকে বিষয়ের মেরুতে নিয়ে আসার কোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত রয়েছেন। ফলে, অনেক বক্তা বিভিন্ন বিষয়কে মিশিয়ে ফেলে যাঁর যে ভাবে খুশী "go as you like" গোছের বক্তব্য রেখেছেন, তার থেকে কাজের জিনিস বেছে বের করা বেশ দুরূহ, সন্দেহ নাই।

চতুর্থতঃ অনেক সময়েই খুব জানা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে না-জানা বিষয়কে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। যেমন Readers service সম্বন্ধে আলোচনায়, অন্য সবই আলোচিত হয়েছে একমাত্র Readers service ছাড়া। Reders seivice এর সীমারেখা কি, কোন পরিধি পর্যন্ত service দেওয়া চলে বা একজন গবেষককে কোন পরিধি পর্যন্ত একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সেবা করা সম্ভব তা মোটেই আলোচিত হয়নি।

গ্রন্থাগারের সেবাবলীর মূল্যায়ন (Evaluation of library Service)—এই বিষয়কে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে, সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণাকে তুলে ধরা হয়নি, যদিও একমাত্র শ্রীজীবানন্দ সাহাই কয়েকটি বিষয়ের ব্যবহারিক দিক নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে সচেষ্ট ছিলেন।

পঞ্চমতঃ শ্রীকানওয়াল খুব তাড়াতাড়ি তাঁর একটি লেখা পড়ে শোনান। অনেক ডেলিগেট তার মধ্যে কি আছে অনুধাবন করেননি বা করার সময় পাননি। শ্রীকানওয়ালের লেখার উপর কোন আলোচনাই হয়নি। যদিও এর মধ্যে বেশ ভাল ভাল সুপারিশ আছে যা এখনই আমাদের বোধ হয় অনুসরণ করা উচিত; এখানে শ্রীকানওয়ালের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবনা। তবে তার একটি মন্তব্য "In college and Univesity libraries there is no need to depth classification because the emphasis of depth classificat'on is mainly on microdocuments বিশেষভাবে সমালোচনার অপেক্ষা রাখে।

ষষ্ঠতঃ বর্ত্তমান লেখকের অন্য একটি প্রস্তাবনা বিফল হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে আমেরিকার 'workshop method' এই সেমিনারে অনুসৃত হবে, কিন্তু তাহয়নি। এসব সত্ত্বেও বলবো যে উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য গৃহীত মান (Standard)

[(১) আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদ (ALA) ও আমেরিকার কলেজ ও রিসার্চ লাইব্রেরীসমূহ কর্তৃক (ACRL) গৃহীত এবং (২) অধ্যাপক রঙ্গনাথন ও UGC সুপারিশযুক্ত মানকের উপর ভিত্তি করে রচিত]

কলেজ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী (functions) : শিক্ষায়তনের শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনভিত্তিক সেবাকরা।

১ গঠন ও পরিচালনা

১১ গ্রন্থাগারিক

ক) ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে সরাসরি দায়ী

খ) অন্যান্য প্রধান পরিচালকবৃন্দের সমপদমর্যাদা সম্পন্ন (rank)

গ) শিক্ষাসূচীর অধিকর্তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুবিধা

ঘ) পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী, সম্প্রসারণকারী, গবেষণা বিষয়ক সমিতির সভ্য।

১২ গ্রন্থাগার কমিটি

ক) শুধু উপদেশমূলক (advisory)

খ) সভ্য : গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে অনুরাগী বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলী

গ) গ্রন্থাগার ও শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ

ঘ) বিভাগীয় পুস্তক তহবিল বণ্টন করা

ঙ) সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে গ্রন্থাগারিক নিয়মিত সভ্য।

১৩ ছাত্রকমিটি : গ্রন্থাগার ও ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

১৪ গ্রন্থাগার আয়ব্যয়ক (Budget)

ক) পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক দায়িত্ববদ্ধ

খ) গ্রন্থাগারের সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রন্থাগারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রয়করুন।

১৫ সংগঠন

ক) অধিকারের (anthority) পথরেখা সুনির্দিষ্টকরণ

খ) যোগাযোগের পথরেখা সম্বন্ধে সাধারণ বোধগম্যভাবে সীমানির্ধারণ

গ) গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য দায়িত্ববদ্ধ

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা এবং কার্য পরিচালনার প্রণালী সম্বন্ধে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ।

২। আয়-ব্যয়ক (Budget) (UGC এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) : কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

ক) কমপক্ষে মোট বাজেটের শতকরা ৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য

খ) শতকরা ৫ ভাগের বেশি যদি ছাত্রসংখ্যা, পাঠ্যবিষয়, গবেষণা সূচী এবং বৃত্তিমূলক কলেজ প্রভৃতির দ্রুত সম্প্রসারণ হয়।

গ) "ভাল কলেজ গ্রন্থাগার সাধারণতঃ পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য যাহা ব্যয় করে তার

দ্বিগুণ অথবা তার চেয়ে বেশী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে।"

খ) অধ্যাপক রঙ্গনাথনকৃত সূত্র : পাঠদ্রব্যাদির জন্য ব্যয়, কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ের আনুপাতিক হার ৫ : ৪ :১ (নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য) : এবং ৪ : ৫ : ১ (পুরাতন প্রতিষ্ঠানের জন্য)

২২ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (কলেজে)

ক) রঙ্গনাথন : ৬৪ টাকা ছাত্র/বৎসর (নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য)
১০০ " / ছাত্র বৎসর (পুরাতন প্রতিষ্ঠানের জন্য)

খ। বৃত্তিমূলক কলেজের জন্য ৬৮ টাকা ছাত্র/বৎসর (নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য)
১০৪ " / ছাত্র বৎসর (পুরাতন প্রতিষ্ঠানের জন্য)

১৩ গবেষণাসংক্রান্ত কার্যাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (বিশ্ববিদ্যালয়ে)

ক) রঙ্গনাথন : ২০,০০০ টাকা/বৎসর/গবেষণার বিষয় ও শিক্ষাদান কার্যাদির জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হবে। (উপরের দ্রষ্টব্য)

৩। **কর্মী** (প্রধান গ্রন্থাগারিকের অধীনে)

৩১ বৃত্তিধারী (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী) সংখ্যা পরিবর্তনসাপেক্ষ, সর্বনিম্ন ৩ (প্রধান, পাঠকদের সেবামূলক কার্যের জন্য, কারিগরী প্রণালীর জন্য)

৩১১ রঙ্গনাথনকৃত সূত্র (বিশ্ববিদ্যালয়) : কাজের পরিমাণ/কর্মীসংখ্যা, বৎসরভিত্তিক (উপরের মত)

ক)	পুস্তক বিভাগ (Book Section)	০.২৫/বৎসর
খ)	পত্রপত্রিকা (Periodical Section)	০.০৩/বৎসর
গ)	কারিগরী (Techinical)	০.৩০/বৎসর
ঘ)	রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance)	২/বৎসর
ঙ)	অনুসন্ধান সেবা (Reference)	১.৩ বৎসর দুইবারে (Shift)
চ)	পুস্তকাদি সঞ্চারণ : (Circulation)	৩.৯/বৎসর দুইবারে (Shift)
		আধাবৃত্তিকুশলী
ছ)	মোট :	৮/বৎসর

৩১২ হ্যারড রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যার উপর ভিত্তিকৃত। ৫ প্রথম ৭৫০+১/প্রতি অতিরিক্ত ৫০০

ক) গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা, শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সমতুল্য।

খ) পদোন্নতি, অতিরিক্ত শিক্ষা ও কর্মসম্পাদন কৌশলের উপর নির্ভরশীল।

৪। কলেজের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলীতে যেসব কর্মী নিযুক্ত।

ক) গ্রন্থাগার ব্যবহার বিষয়ক

খ) গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত বিষয়ক পরামর্শ

গ) কমিটি বিষয়ক কর্ম সম্পাদন

ঘ) পাঠতালিকা প্রস্তুতকরণ।

৩২ আবৃত্তিকুশলী :

(ক) বৃত্তিকুশলীদের সঙ্গে আনুপাতিকহারে পরিবর্তনসাপেক্ষ।

(খ) রক্ষনাবেক্ষন : উপরোক্ত বৃত্তিকুশলী সম্বন্ধীয় সূত্রে অন্তর্ভুক্ত।

(গ) হারবার্ট রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় : ৫ বৃত্তিকুশলী,৩ আবৃত্তিকুশলী প্রথম ৭৫০ জন ছাত্র + ১.১/প্রতি ৫০০ অতিরিক্ত ছাত্র পিছু।

৪ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ (পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি)

(ক) ছাত্রদের সমস্ত পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাপ্রদান ও ছাত্রদের আগ্রহমূলক পুস্তকাদি সরবরাহ, কর্মীদের আগ্রহ ও প্রয়োজন ভিত্তিক পুস্তকাদিরও ব্যবস্থাকরণ।

(খ) সভ্যতা সংস্কৃতি সংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক অন্তর্ভুক্তকরণ।

(গ) সমস্ত বিষয়ের এবং সমস্ত ভাষার মূল্যবান বিবেচিত রেফারেন্স পুস্তক।

(ঘ) পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ (উপরের ১—৩ বিষয়)।

(ঙ) সর্বরকম বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক পুস্তক।

(চ) অপ্রয়োজনীয় একাধিক সংখ্যা (copy) পরিহারকরণ : পাঠ্যসূচী ও ছাত্রসংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

(ছ) অবিরাম অপ্রয়োজনীয় বর্জন (weeding)।

(জ) গ্রন্থাগারিক সাধারণ দ্রব্যাদি ও সুষম সংগ্রহের জন্য দায়িত্ববদ্ধ।

(ঝ) বিষয়তালিকা ও ভাল বিবলিওগ্রাফীর সাহায্যে অবিরাম মূল্যায়ন (evaluation)।

(ট) পরিমাপ : (Size) : পাঠ্যসূচী, স্নাতকশিক্ষাক্রম, শিক্ষাদানরীতি, ছাত্র ও শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল।

(১) সর্বনিম্ন ৫০,০০০ ভল্যুম/প্রথম ৬০০ ছাত্র + ১২,০০০ ভল্যুম/প্রত্যেক অতিরিক্ত ১০০ ছাত্র।

(২) ক্ল্যাপজর্ডান সূত্র : ৫০,৭৫০ ভল্যুম (পুস্তক ৩৪,০০০ টাইটেল ৪২,০০০ ভল্যুম, পত্রপত্রিকা ২৫০ টাইটেল, ৩,৭৫০ ভল্যুম ও সরকারী ডকুমেন্ট ৫,০০০ ভল্যুম) মূল স্নাতক পূর্ব সংগ্রহ ;+১০০ ভল্যুম/শিক্ষক ; ১২ ছাত্র, ১২/অনার্স প্রোগ্রাম, ৩৩৫ প্রধান বিষয়, ৩,০৫০/মাষ্টার্স প্রোগ্রাম, ২৪,০০০/ডকটরাল প্রোগ্রাম।

(৩) রক্ষনাবেক্ষন : কলেজ ১০,০০০ ভল্যুম+১,৫০০ পুস্তক এবং ৫০ জার্নাল গবেষণাবিষয়ক/বৎসরে সংযোজন প্রধান ক্যাটালগ হবে সমগ্র সংগ্রহের একটি যৌথ তালিকা (Union Catalogue)।

৫ গ্রন্থাগারগৃহ, সুবিধা :

কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত কার্যাদি সম্পাদনের উপযুক্ত, সম্প্রসারণ সাধ্য পুস্তকাদি অবাধ স্থাপ্তির সুবিধা, আলোবাতাসযুক্ত, শান্ত, আরামদায়ক, মনোরম পরিবেশ।

৬ সেবা (Service) :

(ক) ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন ভিত্তিক।

কর্মীদের, গবেষক ও বিশেষ ছাত্রদের ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয়ের রেখাচিত্র (Profile)।

(খ) পাঠ্যসূচী, বিষয়ানুরাগ, শিক্ষাপ্রণালী ও বর্তমান বিষয় সম্বন্ধে অবহিতকরণের প্রয়োজন (Current Awareness needs)।

৭ মূল্যায়ন (Evaluation) :

(ক) পুস্তক সঞ্চালন ও অনুসন্ধানসেবার সংখ্যা।

: প্রতিবৎসরের পরিবর্তন।

(খ) পাঠসম্বন্ধীয় সমীক্ষা, সুযোগের ব্যবহার।

(গ) আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনপ্রথার সাহায্যে গ্রন্থাগারের অপূর্ণতার সমীক্ষা (কতজনকে সেবা করা যায়নি ইত্যাদি)।

(ঘ) প্রায়শঃ আত্মসমীক্ষা (Self-Survey) : সেবার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (১ থেকে ৭ পর্যন্ত)।

৮ আন্তঃগ্রার সংযোগ :

নিয়মগত, অনিয়মগত, সেবা- উপায় (resource).

৯ REFRENCES :

(1) "Standards for College Libraries" (Col res lib. 1959, July ; p274-280).

(2) Ranganathan (SR) Academic library system : fourth Plan period. (Lib Sc. 1965 ; 293-347).

(3) Clapp (Virner W) & Jordan (Robert T). Quantitative Criteria for adequacy of Academic Labrary collections. (Col res lib 1965 ; Sept ; 371-80).

(4) Blanchard (JR). Planning the conversion of a College to a University Library. (Col res lib. 1968, July ; 297-302).

Report of a Seminar on University and College Libraries
Oct. 21—Nov. 2, 1968 at the Ramkrishna Mission,
Calcutta, (Sponsored by USIS & IASLIC)
By Subhas Chandra Mukherjee

সূচীকরণ প্রবেশিকা (২)

তপন সেনগুপ্ত

সূচীর কাজ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সমন্বয় সাধন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ ঐ মূল লক্ষ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হয়েছে।

সূচীকরণ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। স্বভাবতই সূচীকরণের দর্শন ও তার প্রয়োগবিদ্যার নিয়ম-কানুনগুলিও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সজ্জিত রাখা প্রয়োজন। এই কারণেই গ্রন্থের বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পাঠক ও গ্রন্থাগারিক (ও তার সহকর্মী) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এজন্য কিছু কিছু উপকরণ (tool, instrument) প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্মৃতির ওপর নির্ভর করা যুক্তিসংগত নয়। গ্রন্থাগার চিরবর্ধিষ্ণু। বড় গ্রন্থাগারের কথা বাদ দিলেও একটি মাঝারি ধরণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও তাঁর গ্রন্থাগার সংগ্রহের সমস্ত খুঁটিনাটি মনে রাখা সম্ভব নয়। সে ছাড়া গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছাড়া তার অন্যান্য সহকর্মীরা আছেন যাঁদের কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিক তাঁর চিন্তাকে রূপায়িত করেন। সুতরাং গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন যে কোন দিন যে কোন দক্ষ কর্মী যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। (অবশ্য কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়ে পড়ে)। তাই ব্যবস্থাটি হওয়া উচিত বিজ্ঞানসম্মত, স্মৃতিনির্ভরশীল নয়। স্মৃতিনির্ভরশীল হয়ে পড়লে কোন কর্মী অনুপস্থিত হলে সেই বিভাগ অচল হয়ে পড়ে, যা আদৌ কাম্য নয়। সর্বোপরি বর্তমানকালে কোন গ্রন্থাগারিকই শুধুমাত্র তাঁর সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে চলতে পারেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানের প্রকাশিত দলিলগুলির সম্পর্কে অবহিত থাকা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে স্মরণশক্তির চাইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সজ্জিত উপকরণগুলি (যেমন বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী, সংকেতপঞ্জী ইত্যাদি) অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে, এই উপকরণগুলি ছাড়া বর্তমান কালে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কাজ চালান মুস্কিল। এই উপকরণগুলি গ্রন্থাগারিকের বন্ধু ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এ তো গেল গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনের কথা। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে সব চাইতে বেশী প্রশ্ন তোলেন যিনি তিনি হলেন পাঠক। বস্তুতঃ পাঠকের চাহিদা ও কৌতূহলগুলি বিশ্লেষণ করেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাগুলি গড়ে উঠেছে। পাঠকের বিভিন্ন চাহিদা ও কৌতূহল মেটাবারজন্য

জন্ত গ্রন্থাগারিককে নানা উপকরণের সাহায্য নিতে হয়। সূচী হল এই ধরণের একটি অপরিহার্য উপকরণ যা পাঠক ও গ্রন্থাগারিক উভয়কেই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। সূচীর আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-শীল গ্রন্থাগারিকেরা বহু আলোচনা করেছেন এবং সূচীকরণের নিয়মকানুন নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। পত্রক সূচীর বিরাট আকৃতি ও ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যয়ভার ইত্যাদির জন্ত বহু সমালোচনা হলেও সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, গ্রন্থাগারের কোন না কোন রূপের সূচী অপরিহার্য যা গ্রন্থাগার সংগ্রহকে সকলের কাছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করবে।

সূচীকরণের মূল লক্ষ্য ও সূচীর কাজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের আলোকে বিচার করা যেতে পারে এবং সূচীকরণের অনুশাসনগুলির মধ্যে কোনও তাত্ত্বিক বিরোধ উপস্থিত হলে পঞ্চসূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে তার মীমাংসার সূত্র পাওয়া যাবে।

গ্রন্থ সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব আর নেই। 'গ্রন্থ পাঠের জন্ত'—এই নীতি স্বীকার করে নেওয়ার সংগে সংগে গ্রন্থ পাঠকের সামনে তুলে ধরা প্রথম অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যরূপে এসে পড়ে। আজ আর কেউ বই শেকলে বেঁধে রাখার কথা চিন্তা করতে পারেন না। বরং আজকাল বইগুলি মুক্ত তাকে সাজিয়ে রেখে পাঠককে তার প্রয়োজনীয় বই বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বইগুলি মুক্ত তাকে সজ্জিত থাকলেও গ্রন্থাগারের সূচীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। তাই প্রথম নীতিকে সার্থক করতে হলে প্রতিটি দলিল গ্রন্থাগারে পরিগৃহীত হওয়ার সংগে সংগে সূচীভুক্ত করতে হবে। কারণ সূচী হল গ্রন্থাগার সংগ্রহের দর্পন বিশেষ। সূচীতে অন্তর্ভুক্ত সংলেখগুলি থেকে পাঠক জানতে পারবেন গ্রন্থাগার সংগ্রহে তার কাম্য গ্রন্থখানি আছে কিনা। তাই সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন যে কোন সময়ে সূচী গ্রন্থাগার সংগ্রহের শেষ পরিগৃহীত দলিলটি সম্পর্কেও পাঠককে অবহিত করতে পারে।

পঞ্চসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের (প্রতি পাঠকের গ্রন্থ চাই, প্রতি গ্রন্থের পাঠক চাই) সার্থক রূপায়ণের জন্ত প্রতিটি দলিলকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে সূচীর জন্ত প্রয়োজনীয় সংলেখগুলি তৈরী করতে হবে। একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সাথে গ্রন্থকার ছাড়া আরও অন্ত বহু ব্যক্তি (যেমন অনুবাদক, সম্পাদক, যুগ্ম-গ্রন্থকার সংকলক, চিত্রকর), বা সংস্থা (যেমন প্রকাশক বা উদ্যোগী সংস্থা), বা বিষয় কিম্বা মালা (series) প্রভৃতি যুক্ত থাকে। বিভিন্ন পাঠক গ্রন্থের এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থখানি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন, অনুসন্ধান করেন; সুতরাং পাঠকের সুবিধার জন্ত ও বই-খানির ব্যবহার বাড়াবার জন্ত—এই উভয় দিক থেকেই সূচীতে বইখানির ওই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অনুযায়ী সংলেখ থাকা প্রয়োজন। আবার কোনও সংকলনে হয়ত বহু গ্রন্থকারের রচনা স্থান পেয়েছে, যেমন নাটকের সংকলন

বা কবিতার সংকলন, ইত্যাদি। অথবা একই লেখকের বিভিন্ন রচনার একটি নির্বাচিত সংকলন যেমন……শ্রেষ্ঠ গল্প, ইত্যাদি) হতে পারে যার আখ্যা থেকে ঐ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রচনাগুলি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। আবার একই বইয়ে হয়ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গতানুগতিক গ্রন্থকার সংলেখ, আখ্যা সংলেখ ও বিষয় সংলেখ করা যথেষ্ট নয়: আলোচ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে গ্রন্থকার, আখ্যা ও বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষক সংলেখ (analytical entry) প্রস্তুত করতে হবে। একমাত্র তাহলেই গ্রন্থখানির পূর্ণ রূপ বা চরিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাবে এবং গ্রন্থ ও পাঠক উভয়ের প্রতি সুবিচার করা হবে।

সূচীকরণের দিক থেকে চতুর্থ সূত্র (পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে) সার্থক করতে হলে পূর্বকথিত উপায়ে পাঠকের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থখানিকে বিচার করতে হবে ও সেই অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে যেন কোন দলিল সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এসে সংলেখ খুঁজে পেতে পাঠকের অযথা সময় নষ্ট না হয়। পাঠকের সময় বাঁচাতে হলে সূচীকারের নিজেরও সময় বাঁচাতে হবে যেন সূচীকার আরও বেশী সময় পাঠকের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে উক্তিটির মধ্যে বিরোধ মনে হলেও আসলে 'পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে'—এই সিদ্ধান্তের সংগে সংগেই সূচীকারের সময় বাঁচাতে হবে' অনুসিদ্ধান্ত রূপে এসে পড়ে। অর্থাৎ সূচীকরণের সময় সূচীকারের নজর রাখতে হবে যেন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট না হয়। একখানি দলিলে যত তথ্য পাওয়া যায় তা সবই সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে সূচীকরণ সংহিতা (catalouging code) সূচীকারের সহায়ক সাধিত্র। আবার গ্রন্থাগারের চরিত্র অনুযায়ী সূচীর রূপ বদলায়। গবেষণা গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের চরিত্র এক নয়, প্রয়োজন ভিন্ন ধরণের। সুতরাং সূচীর গঠনও সেই অনুযায়ী হবে। সংহিতায় যেমন নির্দেশ আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে—এ ধরণের রক্ষনশীল পুঁথি-কেন্দ্রিক মনোভাব গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর পক্ষে গৌরবের নয়। মনে রাখতে হবে কোন সংহিতাই চির স্থিতিশীল নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সংহিতায় সূচী তৈরী করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্জন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন সূচীকারের দায়িত্ব।

গ্রন্থাগার চির বর্ধিষ্ণু। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা যেন এই ক্রমবর্ধনশীলতার সাথে মানিয়ে চলতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সূচীকরণের বিষয়েও একথা সত্য। সূচীকরণ সংহিতা প্রস্তুত করার সময় জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশের বহুমুখী চরিত্রের প্রতি ও সেই সাথে পাঠকের চাহিদা ও কৌতূহলের পরিবর্তনশীলতার প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে গ্রন্থাগারের বর্তমান ও সম্ভাব্য চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সূচীর গঠন, পত্রক সূচীর জন্য কাষ্ঠনির্মিত আধারের আকৃতি, সূচীকরণ

বিভাগের সংগঠন ও গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সূচীকরণের জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়গুলিও গ্রন্থাগারিককে ভাবতে হবে।

সংক্ষেপে সূচীর কাজ হল

১ গ্রন্থের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মালা ইত্যাদির মাধ্যে সংলেখ প্রস্তুত রেখে সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া

২ সম্ভব অনুযায়ী একই লেখকের সমস্ত রচনা একই নামের অন্তর্ভুক্ত করে একত্রিত রাখা যার ফলে পাঠক কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে একই লেখকের রচনা কি কি গ্রন্থ আছে, এক স্থানে পেতে পারে—কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী একই লেখকের নামের ভিন্ন রূপগুলির মধ্যে সংযোজক সংলেখের দ্বারা যোগসূত্র স্থাপন করে পাঠককে সাহায্য করা

৩ প্রতিটি গ্রন্থ, এমনকি প্রয়োজন হলে গ্রন্থের অংশবিশেষ সূচীভুক্ত করা

৪ বিষয় সংলেখগুলি এমন ভাবে সাজান যেন একই বিষয়গুলি একত্রিত হয় ও সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়

৫ প্রয়োজন অনুযায়ী আখ্যা সংলেখ প্রস্তুত করা

৬ পাঠকের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি সংযোজক সংলেখ (Cross refrence entry) প্রস্তুত করে পাঠককে এক সংলেখ থেকে অন্য সংলেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা

৭ গ্রন্থের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও আকৃতিগত পরিচয়ের জন্য বর্ণনাত্মক সূচীকরণ (Descriptive cataloguing) যেমন, আখ্যা, সংস্করণ ও প্রকাশন সম্বন্ধীয় বিবরণ, এবং অংগবর্ণন (collation)।

৮ গ্রন্থাগারে দলিলটির অবস্থা বোঝাবার জন্য প্রতিটি সংলেখে স্থানাঙ্ক লিখন।

আজ থেকে বহুকাল পূর্বে ১৮৭৬ সালে কাটার সূচীকরণের লক্ষ্য ও লক্ষ্যসাধনের উপায়গুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রকাশ করেছেন :

১ কোন পাঠককে গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত করা যদি—

ক গ্রন্থকারের নাম জানা থাকে

খ আখ্যা জানা থাকে

গ বিষয় জানা থাকে

২ কোন গ্রন্থাগারে

ঘ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থকার প্রণীত

ঙ　কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধীয়

চ　কোন নির্দিষ্ট রূপ বা মানের

গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত করা।

৩　কোন বিশেষ গ্রন্থের

ছ　সংস্করণ (গ্রন্থের আকৃতিগত পরিচয় ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য)

জ　প্রাকৃতিক চরিত্র

সম্বন্ধীয় নির্বাচনে সহায়তা করা।

লক্ষ্য সাধনের উপায় :

১　গ্রন্থকার সংলেখ (ক ও খ এর জন্য)

২　আখ্যা সংলেখ (খ এর জন্য)

৩　বিষয় ও প্রতি সংযোজক সংলেখ ও অনুবর্ণ সূচী (গ ও ঙ এর জন্য)

৪　সংলেখে মান ও ভাষা সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশন (চ এর জন্য)

৫　সংস্করণ ও প্রকাশন সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশন ও অংগবর্ধন (ছ এর জন্য)

৬　টীকা সংযোজন (জ এর জন্য)

একথা অনস্বীকার্য যে, কাটার বর্ণিত সূচীকরণের লক্ষ্য ও ঐ লক্ষ্যসাধনের উপায়গুলির মূল্য আজও পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নি। বরং পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখকের রচনায় ও বিভিন্ন সম্মেলনের আলোচনায় কাটারের পুনরাবৃত্তিতে কাটার বর্ণিত নীতির অভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়েছে; শুধুমাত্র বিভিন্ন সময়ে সূচীকরণের নিয়মকানুনগুলির প্রয়োগে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সূচীর কার্যক্ষেত্র আরও ব্যাপক করা হবে কি না এবিষয়ে মতান্তর দেখা দেয়। প্রকাশনের জটিলতা, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জী, নিত্য নতুন আবিষ্কার ও কমপিউটারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এই ধরণের বিরোধের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু সূচীকরণের লক্ষ্য সম্পর্কে সনাতন মূল্যবোধগুলি এ সবের উর্ধে এবং সেক্ষেত্রে কাটার বর্ণিত নীতিগুলি এখনও জীবন্ত।

১　Sengupta, B.　Cataloguing—its theory & practice. 1264. pp. 4-7.

২　Quigg, P. J.　Theory of Cataloguing—an examination guidebook. 1966. pp. 9-11

৩　Mann, M.　Introduction to Cataloguing and classification of books. 1943. p. 100

৪　Cutter, C.A.　Rules for a Dictionary Catalog.

বিয়োগ-পঞ্জী

রঘুনাথ সত্যানন্দ পারকি

মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী অধ্যাপক পারকি গত ২২শে অক্টোবর পরলোক-গমন করেন। ৺ পারকির জন্ম ১৯০১ সালের ১৭ই মার্চ। তিনি ১৯৩১ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ নেন। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচীকরণ ও বর্গীকরণের করেস্‌পণ্ডেন্স্ কোর্স'ও তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পুণার বৈজারবাই ওয়াদিয়া গ্রন্থাগারের (ফার্গুসন কলেজ) গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫১—১৯৫৪ রয়াল এশিয়েটিক সোসাইটির বোম্বাই কেন্দ্রের স্পেশাল অফিসার ছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ডি আর টি সি'র অধ্যাপক হন। অধ্যাপক পারকি ইংরেজী, মারাঠি ও হিন্দী ভাষায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক পুস্তক রচনা করেন।

'Reference service to libraries', 'Decimal classification—a survey and comparison', 'Principles of library classification', 'Decimal classification and colon classification in perspective', 'দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

তিনি মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৮ সালে অখিল ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও তিনি সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘ তাঁর একষষ্টিতম জন্মদিবস পালন করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

—সু

●

মনোরঞ্জন রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক মনোরঞ্জন রায় গত ১১ নভেম্বর শনিবার নাগেরবাজার রাইগুরু এভিন্যুতে নিজভবনে পরলোকগমন করেন। গত কিছুকাল যাবত তিনি ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় বাংলা ১২৯৭ সালের ২১শে চৈত্র ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লৌদ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯০৮ সালে এন্ট্রান্স এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯১০ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে ১৯১২ সালে তিনি বি, এ পাশ করেন। অতঃপর ১৯১৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইংরেজীর 'এ' গ্রুপে এবং ১৯২০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ইংরেজী 'বি' গ্রুপে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়েও এম. এ. পাশ করেন।

এ ছাড়া তিনি ঢাকা আইন কলেজ থেকে ১৯২০ সালে আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী এম. এ ডিগ্রিও লাভ করেন।

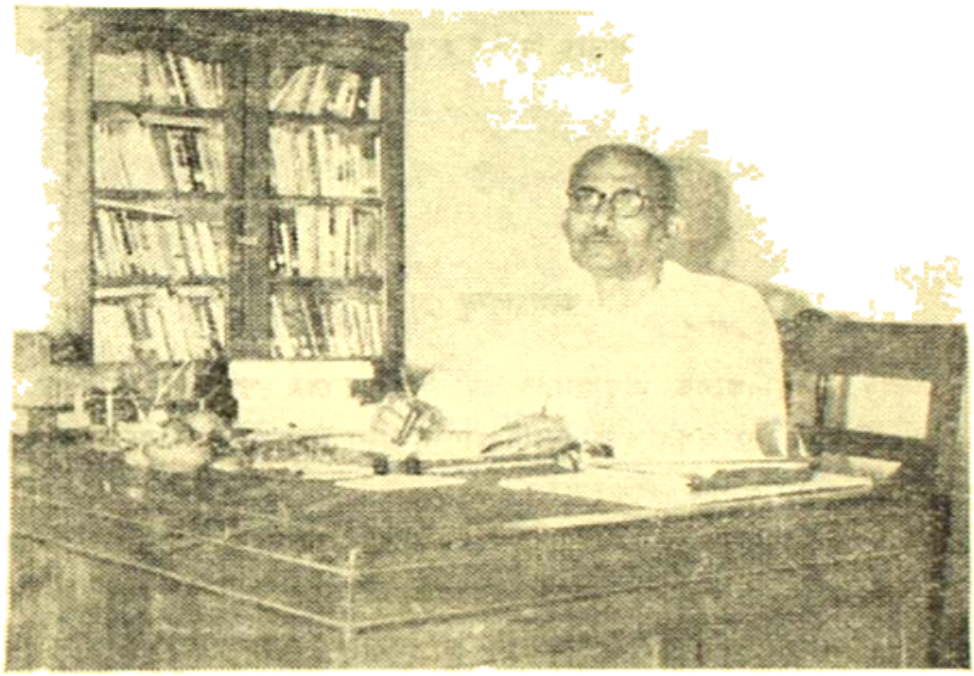

তিনি ময়মনসিংহের সারোয়ারচর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং রেক্টর রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ময়মনসিংহ জজ কোর্টে অল্প কিছুদিন আইনজীবির কাজও করেন। শ্রী রায় ঢাকা লাইব্রেরীর ক্যাটালগার হিসাবে প্রথম গ্রন্থাগারের কাজে প্রবেশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক হন। তিনি ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরও পুনরায় কিছুকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অফিসার ইন-চার্জ রূপে কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত রহড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার (রহড়া) ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে।

শ্রী রায় বেশ কয়েকটি বইয়ের লেখক। ওরিয়েন্টলংম্যান কর্তৃক ১৯৪৯ সালে দুই

খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'Brief Survey of World History' বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টার-মিডিয়েট এবং প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত।

এছাড়া কিছু স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন।

তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। পুত্র মালয়ে একজন মেডিক্যাল অফিসার। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়েছে। জামাতা জীবনবীমা কর্পোরেশনের একজন অফিসার। কনিষ্ঠা কন্যা পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল সার্ভিসের একজন গেজেটেড অফিসার।

গত ১৮ই নভেম্বর রহড়া জেলা গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ একটি সভায় মিলিত হয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান :

—নি

অমলেন্দু দেব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী অমলেন্দু দেব গত ১৯শে নভেম্বর, ১৯৬৮ রাত ৮টা ১৫ মিনিটে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই নাবালক পুত্র রেখে গেছেন।

শ্রী দেব ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ও ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দীর্ঘ একুশ বছরের কর্মজীবনে তিনি বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখেছেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ যে কয়জন কর্মী আছেন শ্রী দেব ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য।

শ্রী দেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ ২০শে নভেম্বর বেলা ২-৩০ টায় এক শোকসভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র স্বর্গত দেবের বিশেষ গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। শ্রীধরণীধর মাইতিও সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হবার পর শ্রীদেবের পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মানার্থে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ ঐদিনের মত বন্ধ হয়ে যায়।

—চ

কুমুদ নাথ দত্ত

পরিষদের সদস্য কুমুদনাথ দত্ত গত এপ্রিল মাসে পরলোকগমন করেন। মাত্র কয়েক বছর আগে আমরা শ্রী দত্তের সঙ্গে পরিচিত হই। ইদানিং তিনি পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন এবং পরিষদের কাজকর্মে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে পরিষদ অফিসে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। সম্প্রতি দীর্ঘদিন ধরে আমরা তাঁর দেখা না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছি, ইতিমধ্যে একদিন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিলেন। স্বভাবতই এই সংবাদ জেনে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। কুমুদবাবু বেশ পরিশ্রম স্বীকার করে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বাকী পড়া তিন বছরের বর্ষসূচী খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করে দিয়েছিলেন; তাছাড়া ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে লিখবেন বলেও উনি ঠিক করেছিলেন এবং সম্ভবত· এর মালমসলাও কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলেন।

কুমুদনাথ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত বংশের সন্তান এবং মর্থ স্বরাবরন স্কুলে ও বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। শ্রী দত্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রয়াল এয়ার ফোর্সে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং 'রসচক্র' প্রভৃতি সাহিত্য সংস্থার উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তাঁর কয়েকটি বিচিত্র শখও ছিল—তন্মধ্যে পশু-পক্ষী পালন একটি। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ দৈনিক পত্রে ছাপাও হয়েছিল। এছাড়া তাঁর বাড়ীতে তাঁর নিজস্ব একটী বইয়ের সংগ্রহ তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর এক কন্যা কলকাতার ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগারে কাজ করতেন সম্প্রতি বিবাহের পর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। অপর কন্যা ডাক্তারী পাস করে দিল্লীতে চাকুরী করেন।

জানা গেল, কন্যার বিবাহের কথাবার্তা পাকা করতে গিয়ে ভাবী বৈবাহিকের গৃহে হঠাৎ হার্টফেল করে কুমুদবাবুর মৃত্যু হয়।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং একটি শোকপ্রস্তাবও গৃহীত হয়।

—নি

Obituary : Raghunath Satyananda Parkhi ; Manoranjan Ray ; Amalendu Deb & Kumudnath Datta.

স্বর্গত মনোরঞ্জন রায়ের ফটোটি শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থকার :: সাহিত্য : সংস্কৃতি

একটি সোভিয়েট প্রকাশক সংস্থা পূর্ব বাঙলার কথ্য ভাষার (dialects) ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন। শ্রীগোপাল হালদার ব্যাকরণটির গ্রন্থনা সম্পূর্ণ করেছিলেন ১৯৩৫ সালে। সোভিয়েট ভারতবিদ্ ও বাঙলা ভাষায় বিদুষী মাদাম Bykova বইটির পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করেছেন।

• • •

বামপন্থী মার্কিন ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার নব্বই বছর বয়সে গত ২৫শে নভেম্বর বাউনড ব্রুক, নিউ জার্সিতে পরলোকগমন করেছেন। পুলিৎজার পুরস্কার-প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন—তার মধ্যে 'জাংগল', 'অয়েল' ও 'বোষ্টন' সব থেকে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'জাংগল'ই তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ দশকে বাঙলার বিপ্লবী যুব সমাজের অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন আপটন সিনক্লেয়ার।

• • •

সম্প্রতি বিলেত থেকে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—পত্রিকার নাম 'দর্পণ', সম্পাদকের নাম সুলতান। পুরো পত্রিকাটিই হাতে লিখে তারপর মিমিওগ্রাফ করা হয়েছে। এই পত্রিকায় পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রবাসীদের—বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তাদের মিলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

• • •

কবি ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ স্বর্গত মনোমোহন ঘোষের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব আগামী জানুয়ারী মাসে শুরু হবে। এই উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সমগ্র ইংরেজী রচনা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কলকাতা, যাদবপুর, দিল্লী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। ২৭শে নভেম্বর দ্বারভাঙ্গা হলে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত তাঁর পুস্তকাবলীর সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়। আগামী ২০শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

• • •

ডঃ এন. কে, সিংহের নেতৃত্বে who's who কমিটি বাঙলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের (১৮১৮—১৯০৪) ইতিহাস প্রকাশ করেছেন। বইটি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পাওয়া যাবে।

• • •

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ২৬শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে Framing of the Constitution of India বইটির উদ্বোধন করেন। বইটি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত।

সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে ভারতীয় সাহিত্যের একটি অভিধান শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে। হারভের 'দি অক্সফোর্ড কমপ্যানিয়ন টু ইংলিশ লিটরেচার'-এর মতই এই অভিধানটি ভারতীয় সাহিত্যের পাঠকদের খুব কাজে আসবে। ভারতের সব কয়টি প্রধান ভাষার সাহিত্যই এতে স্থান পাবে। অভিধানটির যুগ্ম-সম্পাদনা করছেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান ডঃ আর কে দাশগুপ্ত।

• • •

'ইন্সটিটিউট অব হিষ্টরিক্যাল ষ্টাডিজ'-এর উদ্যোগে একটি জাতীয় জীবনী অভিধান (Dictionary of National Biography) রচিত হচ্ছে। ভারতে এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এতে অবিভক্ত ভারতের ১৩০০ বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী থাকবে। বর্তমানে যাঁরা জীবিত রয়েছেন তাঁদের জীবনীও এতে থাকবে। এছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অতিরিক্ত খণ্ডও প্রকাশ করা হবে। এতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর জীবনী স্থান পাবে।

—বে

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : গ্রন্থাগারিক : গ্রন্থাগার কর্মী

আগামী ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

এতে সাংগঠনিক কার্যসূচী এবং কার্যকরী সমিতির নির্বাচনানুষ্ঠান ব্যতীত একটি সেমিনারের আয়োজনও হয়েছে। আলোচ্য বিষয় :

'Library Personnel—Public, University and Government : education, recruitment and service conditions' এবং 'Reading Material in Indian Languages'.

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এ্যাক্ট অনুসারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর প্রথম ডীন নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীঅমলেন্দু বসু। শ্রী বসু দীর্ঘদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

• • •

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান রূপে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি ইতিপূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক এবং পরে পরিষদের সহ-সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্প্রতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি বর্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি। ইতিপূর্বে কয়েক বছর পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি বৃটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন।

• • •

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী পূর্ণ সময়ের লেকচেরার রূপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিয়েছেন।

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্সিটিউট অব টেকনোলজি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি সোদপুরে অবসর জীবন যাপন করছেন।

• • •

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র মুরলীধর মুলে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তথাকার গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান রূপে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন। শ্রীযুত মুলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য।

—অ

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারকর্মী সমন্বয় কমিটীর ডাকে

১২ই জানুয়ারী, '৬৯ রবিবার, ২ ঘটিকায়

সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারকর্মী সম্মেলন

স্থান : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন ভবন

প্রতিনিধি ফি : ১ টাকা

প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীকে যোগদান করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও শ্রীসত্যব্রত সেন

(যুগ্ম আহ্বায়ক)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফল : আগষ্ট—১৯৬৮

প্রথম শ্রেণী

(বর্ণানুসারে)

১ ইভা মজুমদার
২ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নমিতা চট্টোপাধ্যায়
গীতা মজুমদার
৩ সরযূকান্ত মিশ্র
৪ দিলীপকুমার মিত্র
৫ শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৬ বিভাবসু ঘোষ
৭ মীনা সেনগুপ্ত (শ্রীমতী ঘোষ)
৮ অমিয়কুমার চন্দ
৯ উমা মজুমদার
১০ অনবদ্য সান্যাল
১১ অরুণকুমার রায়
১২ বরুণকুমার ঘোষ
১৩ বিমলকুমার গোস্বামী
১৪ কণা বাগচী
১৫ অর্চনা বিশ্বাস
১৬ এ, পদ্মাবতী দেবী
১৭ অনু বাগচী।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১ উৎপল সরকার
২ স্বপন দাশগুপ্ত
৩ রবীন্দ্র গোস্বামী
৪ দেবকুমার রায়
৫ নরেশচন্দ্র সেন
৬ সন্তোষকুমার মিশ্র
৭ অমিয়কুমার মৈত্র
৮ শ্যামলচন্দ্র বসাক
৯ অমিয়কুমার ভোগরা
১০ পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়
১১ রণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়
১২ প্রদ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩ প্রশান্তকুমার সাহা
১৪ সুনীলচন্দ্র দে
১৫ পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য
১৬ শঙ্কর চক্রবর্তী
১৭ নির্মলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
১৮ স্বপনকুমার বাগচী
১৯ রেখা মুখোপাধ্যায়
২০ অঞ্জনকুমার দে
২১ অনু দাশগুপ্ত
২২ রমা রায়
২৩ সজলকুমার সেন
২৪ অনিলচন্দ্র পাল
২৫ দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৬ কল্যাণকুমার মজুমদার
২৭ সুচিত্রা রায় চৌধুরী
২৮ গায়ত্রী ঘোষ
২৯ পরিমলকান্তি বসু
৩০ সুব্রাংশু কুমার মিত্র
৩১ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৩২ বাণী চক্রবর্তী
৩৩ অনিমেশ চন্দ্র সুর।

যাদবপুরের বি. লিব. এসসি পরীক্ষার ফল : ১৯৬৮

(রোল নম্বর অনুসারে)

প্রথম শ্রেণী

চিত্রলেখা বসু
বিষ্ণুপ্রসাদ মহাপাত্র
অশ্বিনীকুমার সেন
গীতিকা বক্সী
বাসন্তী দাশগুপ্ত (গুহ)
কণা কুণ্ডু
জয়শ্রী ভট্টাচার্য
অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
চুয়া চক্রবর্তী (বন্দ্যোপাধ্যায়)
শিপ্রা চৌধুরী
অশোককুমার হাজরা
নমিতা বসু
কমলা রাঘবন
রঘুনাথ সেনাপতি
মল্লিকা ঘোষ
মুন্নলা বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় শ্রেণী

ধনুর্ধর রা
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
রাজেশ্বর কুমার সিং
রত্না সাহা
রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ ঘোষ
কস্তুরী মুখোপাধ্যায়
পূর্ণিমা উকিল
মণিকা গুহ
নন্দিনী আইচ
দিলীপকুমার চক্রবর্তী
সুনীতি মজুমদার
পার্বতীশংকর সারেঙ্গী
লিলিকুটি ভি. এ (ভগিনী জিয়ারেটি)
রেবা বসু
অরুণকুমার সিনহা
শ্যামাপদ সেন
তারাদাস মুখোপাধ্যায়

Notes & News

ভ্রম সংশোধন

গত 'আশ্বিন' সংখ্যায় প্রকাশিত পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফলে রোল নং ৭-এর নামটি হবে আনন্দ প্রসাদ আচার্য।

—স. গ্র

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার। কলিকাতা-৯।

পাঠাগারের উনবিংশ বার্ষিক আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতা আগামী জানুয়ারীতে হবে। যোগাযোগের ঠিকানা :—পাঠাগার সম্পাদক, ১৬-৮এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।

জাতীয় গ্রন্থাগার। কলিকাতা-২৭

গত ১৪ই থেকে ২০শে নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনে 'জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ডাকে সারা ভারত ব্যাপী এই বৎসরই প্রথম 'জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালিত হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়ি, মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, উর্দু, পাঞ্জাবী ও মারাঠী ইত্যাদি ভাষার বই স্বতন্ত্রভাবে সাজানো হয়েছিল। এই সঙ্গে সংস্কৃত পুস্তকও প্রদর্শিত হয়।

বর্ধমান

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পাণ্ডবেশ্বর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন গত ৪ঠা নভেম্বর, '৬৮ বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্বোধন করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন দুর্গাপুর মহকুমা শাসক শ্রী এস, এন, রায়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দু বিকাশ পাল গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সুভাষ পাঠাগার। কটকডাঙ্গা। কালনা।

সম্প্রতি গ্রন্থাগারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ২২৫ জন এবং পুস্তক সংখ্যা ২৫০০ খানি।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন। সিউড়ী।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, তাঁর পরলোকগত পুত্র অধ্যাপক মুক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে গ্রন্থাগারে ২২৮ খানি পুস্তক দান করেন। গত ২৭শে অক্টোবর, '৬৮ বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রী জি বেঙ্কটরমনের পৌরোহিত্যে পুস্তকগুলি আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রদান করা হয়।

পুস্তক ক্রয়ার্থে শ্রীসুকুমার গুহ ও শ্রীনরকুমার গুহ সম্প্রতি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে চারশো দু'টাকা দান করেছেন।

হাওড়া

সারস্বত লাইব্রেরী। মাকড়দহ।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, '৬৮ সারস্বত লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সদস্যগণ ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হন :

সর্বশ্রী সত্যনারায়ণ শ্রীমানী (সভাপতি), কানন্বিহারী শ্রীমানী (সহঃ সভাপতি) নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) শচীকান্ত শ্রীমানী (সহঃ সম্পাদক), গোবিন্দ শ্রীমানী (কোষাধ্যক্ষ), সনৎকুমার ভট্টাচার্য (গ্রন্থাগারিক), দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, অজয় নস্কর, সুরেন শ্রীমানী ও সুজয় শ্রীমানী (সদস্যগণ)।

সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : কৃষ্ণা দত্ত

ভ্রম সংশোধন

বর্তমান সংখ্যার একটি ফর্মায় প্রুফ সংশোধনের কিছু ত্রুটি ঘটায় ছাপায় বহু ভুল থেকে গেছে। (৩১১ থেকে ৩১৪ পৃঃ)। তালিকা অনাবশ্যক দীর্ঘ না করে নীচে এর কয়েকটির উল্লেখ করা হল :

'তাকে'	স্থলে	'তাঁকে'	হবে
Eriginering	,,	Engineering	
tectical		technical	
৩১ সে		৩১ শে	
Libray		Library	
আন্ত		আন্তঃ	
foreing	,,	forcign	
সম্বন্ধে	,,	সম্বন্ধে	,,
Universe knowledge	,,	Universe of Knowledge	,,
পুস্তক	,,	পুস্তক	,,
চহুর্থ	,,	চতুর্থ	,,
কার্সবলীর	,,	কার্যাবলীর	,,
সম্পূর্থ	,,	সম্পূর্ণ	,,

এই ত্রুটির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। —স. গ্র.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস

এ ই সং খ্যা য

ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস। সম্পাদকীয় ১৫৭

গ্রন্থাগারিকের বৃত্তির বেতন-হারের উন্নতিতে বিলম্ব

এস. আর. রঙ্গনাথন

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৭)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৩)

কল্পন সেনগুপ্ত

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার

গ্রন্থ সমালোচনা

ঠিকানা বদল

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা ঃ পৌষ ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংধ্য কার্যালয়ে (৩৩ রজবুরীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০৩৫।
- 'গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২. এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সঙ্কলিত প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ ৺শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগোপযোগী প্রকাশনায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সুর্য রায় অঙ্কিত বহু রঙীন ছবি। [৯·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

রবীন্দ্র-দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [৯·৫০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সুষ্ঠু আলোচনা। [১২·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

ডাঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·০০]

ডেটিনিউ

৺অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড: কলিকাতা-৯

ফোন: ৩৫-৭৬৬৯

পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিল

[শ্রাবণ ১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত গৃহ নির্মাণ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণের পর থেকে ১৩-১-৬৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ]

		টাকা			টাকা
১	মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ	৫০	১৬	অনিলকুমার দত্ত	২
২	তপন সেনগুপ্ত	২৫	১৭	দুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪
৩	বিশ্বনন্দন ভট্টাচার্য	৫	১৮	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১
৪	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	১৯	বিশ্বনাথ গুপ্ত	২৫
৫	ভলি চক্রবর্তী	১০০	২০	আহ্বায়ক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার	
৬	সুনীলভূষণ গুহ	১০		পরিষদ পুনর্মিলন সমিতি	২৫
৭	বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের		২১	সুজিতকুমার ঘোষ	৫
	সভ্য ও কর্মিবৃন্দ	২৫	২২	ছন্দা মজুমদার	৫
৮	রঞ্জিত চক্রবর্তী	২০	২৩	অরুণকান্তি দাশগুপ্ত	১০০
৯	নচিকেতা মুখোপাধ্যায়	২০	২৪	কল্পনা দত্ত	৫
১০	গণেশ ভট্টাচার্য	১০০	২৫	অনিলকুমার ধারা	২
১১	অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৫	২৬	তপেশ গঙ্গোপাধ্যায়	২০
১২	অজিতকুমার পাল	২	২৭	মিত্রা সে	৫
১৩	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	১০০	২৮	মালতী তাজরা	৫
১৪	সম্পাদক, কানাই স্মৃতি পাঠাগার	২৫	২৯	অনিল দত্ত	১
১৫	চিত্তরঞ্জন বেরা	৫	৩০	কমলা মিত্র*	২০

*কিস্তিতে কিস্তিতে ২০ টাকা করে মোট ১০০ টাকা দেবেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ, ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের	দ্বিতীয়	পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,,	,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫
,,	তৃতীয়	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫
,,	,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০
•	চতুর্থ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
	সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ ,,
	,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ ,,

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৯ | ১৩৭৫, পৌষ

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রকাশন ও পাঠাভ্যাস

সম্প্রতি নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগারিকগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে সাংগঠনিক কার্যসূচী এবং কার্যকরী সমিতির নির্বাচনানুষ্ঠান ব্যতীত একটি সেমিনারের আয়োজনও করা হয়েছিল। যদিও সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি এখনো আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি তবু সম্মেলন প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের মুখে যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তা হতাশাব্যঞ্জক। সম্মেলনে অবশ্যই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর ভাষণও তাঁরা নিশ্চয়ই দিয়েছেন। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে যে বিশেষ সমস্যাবলী তা এই সম্মেলনে নিশ্চয়ই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সেমিনারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য স্থির করা হলেও সময়াভাবে তা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়নি। সম্মেলনের চারদিনের মধ্যে একদিন নির্দিষ্ট ছিল স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার জন্য। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণেও মনোযোগের বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অধিকাংশ প্রতিনিধিই প্রস্তুত হয়ে আসেন না। ফলে একের পর একে অসংলগ্ন উক্তি করতে থাকায় অনর্থক সময়ের অপচয় হয়।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের হ্যাণ্ডি সার্কেলের গত মাসিক অধিবেশনে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ডি আর টি সি-র সেমিনারে হ্যাণ্ডি সার্কেলের যে সব সদস্য যোগ দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের এই সকল অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, প্রায় একই ধরণের লোক একই ধরণের বিষয় এই দুটি সেমিনারে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু তবু তার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয় কেন? সেমিনার পরিচালনা পদ্ধতিই এজন্য দায়ী বলে তাঁরা মনে করেন। ডি আর টি সি-র সেমিনারে আলোচ্য বিষয়বস্তু ঠিক হয় এক বছর আগে। সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সার সংক্ষেপ করার ব্যাপারে এবং কারো প্রবন্ধের কোন বক্তব্য যাতে বাদ না পড়ে যায়

এজন্য তাঁরা বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন। এই ধরণের সম্মেলনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আলোচনা করা সম্ভব তো হয়ইনা—উপস্থিত করাই দুরূহ হয়। সেজন্য তাঁরা সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলি থেকে এক দুই করে প্রতিজ্ঞা (propositions) প্রস্তুত করেন।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের শ্রীযোশী দুঃখের সংগে তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার কথা এবং ইন্দোর সম্মেলনে তাঁর আশাভংগের কাহিনী বললেন। সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রকাশিত পাঠ্যবস্তু (Reading materials in Indian languages)। শ্রীযোশী পরিশ্রম স্বীকার করে মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সম্মেলনের জন্য তৈরী করেছিলেন। কিন্তু মাত্র চার মিনিট সময়ে প্রবন্ধটি ভালোভাবে উপস্থিতই তিনি করতে পারেন নি।

শ্রীযোশীর প্রবন্ধটি ঐ ষ্টাডি সার্কেলের অধিবেশনে পাঠ করা হয়। এই প্রবন্ধটির বক্তব্য শুধু যে মারাঠী ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয় সমস্ত ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি জাতির শিক্ষায় অগ্রসরতা এবং সমৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় তার পুস্তক প্রকাশ ও পাঠাভ্যাস থেকে। আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থাও যেমন অবহেলিত—পাঠাভ্যাসও তেমনি শোচনীয়। অথচ এশিয়ারই একটি দেশ জাপানের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়- জাপানে ৭ কোটি লোক বই পড়ে—তাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগই অল্প বয়স্ক। গত ১৯৬৭-র আগষ্ট মাসে জাপানে ১৪২০টি নতুন প্রকাশিত বইয়ের ১·৯ কোটি কপি ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া পুরানো সংস্করণের পুনর্মুদ্রণের সংখ্যাও কম নয়।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনের মতই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনগুলিও ত্রুটিমুক্ত নয়। কয়েক বছর পূর্বে এক সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঠাভ্যাস সম্পর্কে এক সমীক্ষার কথা উঠেছিল কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। অথচ আমাদের দেশে পাঠাভ্যাস কমে যাচ্ছে বলে আমরা প্রায়ই আক্ষেপ করি। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল এরূপ একটি ব্যাপক সমীক্ষা করতে যেরূপ অর্থ ও সুশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন তাতে বর্তমানে পরিষদের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় একাজ করা সম্ভব নয়। শ্রীযোশীর প্রবন্ধকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশন সম্পর্কেও অনুরূপ প্রবন্ধ রচিত হোক এবং পাঠাভ্যাস সম্পর্কে সমীক্ষা করা হোক। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে যদি সমস্ত ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে এরূপ একটি সমীক্ষা করা হয় তবে একটি কাজের কাজ হয়। তাহলে দেশের প্রকৃত চিত্র আমরা পাব।

Reading Materials in Indian languages and reading habits

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন-হারের উন্নতিতে বিলম্ব

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা ৪)

এস আর রঙ্গনাথন

ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স : অনারারী প্রফেসর,

ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর—৩।

[অনুবাদ : মায়া ভট্টাচার্য, লাইব্রেরীয়ান, ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর —৩]

১ মাদ্রাজে বিলম্ব

এই সিরিজের তৃতীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, ১৯৩০-এর কাছাকাছি মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকতা কারিগরী-পেশা থেকে বৃত্তিতে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তন কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল :

১ জনসাধারণকে বিশেষ বুদ্ধিগত সেবা পরিবেশন :

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী বৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বলে নির্দিষ্ট করণ ;

৩ উপরন্তু চাকুরির জন্য স্নাতকোত্তর বৃত্তিগত শিক্ষা আবশ্যিক বলে নির্দিষ্ট করণ :

৪ স্বীয় ক্ষেত্রে আরোহী ও অবরোহী প্রথায় গবেষণা বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ;

৫ অবরোহী প্রথায় গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র নামে পরিচিত মূলসূত্রগুলিকে গ্রহণ করা :

৬ বৃত্তিধারীদের প্রতিষ্ঠান—যথা রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলি ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্ভব ; এবং

৭ সামাজিক যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ।

কিন্তু বৃত্তির যোগ্য বেতনহার পেতে প্রায় আঠার বছর দেরী করতে হয়েছে।

২ বিলম্বের কারণ

বেতন হারের উন্নতি বিষয়ে বিলম্বের কারণ নানাবিধ। এই সিরিজের তৃতীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকদের অগ্রিম সামাজিক মর্যাদা লাভের ফলে অনেকেরই মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন-হার তার মর্যাদারই উপযুক্ত। তাছাড়া, সরকারী অর্থের তত্ত্বাবধায়কদের সাধারণ সংরক্ষণশীলতা ও প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই। অধিকন্তু বেতন-হার সংশোধনের বিরুদ্ধে বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির প্রতিকূলতাও ছিল। শিক্ষকতা বৃত্তির ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবের ফল সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলেজিয়েট সার্ভিসের অধস্তন কর্মচারীদের

অপেক্ষা ইন্সপেকটিং এবং টিচিং সার্ভিসের অধস্তন কর্মচারীদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও যথাযোগ্য বৃত্তিগত বেতন হার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধক শক্তি মাদ্রাজে কার্যকরী ছিল তা আজও অপসারিত হয় নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণে সরকার কর্তৃক আয়োজিত এক সম্মেলনে আমি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগারিকদের জন্য যথাযোগ্য এক বৃত্তিগত বেতনহার উপস্থাপিত করেছিলাম। একটি নিতান্ত অকেজো প্রথার কারণে তা নাকচ হয়ে যায়: যদিও যে সব কারণে সেই প্রথার উদ্ভব তার অস্তিত্ব বহুদিন লোপ পেয়েছে। বিলম্বের এই কারণগুলির উদ্ভব ঘটেছিল বৃত্তির বাইরে। বৃত্তির মধ্যে উদ্ভূত কারণও ছিল। এ রকম তিনটি ঘটনার উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

৩ গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব

১৯৬৫-এ আমি নাগপুর যাই ঐ রাজ্যের প্রথম রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনে সাহায্য করতে। আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অতিথি; তিনি আবার ছিলেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। একদিন রাত্রে খাবার টেবিলে তাঁকে বললাম যে, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের বেতন-হার অত্যন্ত সামান্য। তার উত্তরে তিনি যা বল্লেন তার বক্তব্য - আমিও তা বুঝতে পারি। উনি একজন এম-এ। দশ বছর আগে আপনার কাছে শিক্ষা নিয়েছেন। তারপর লণ্ডনে গিয়েও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। এ সব সত্ত্বেও আমি তাঁর বেতন-হারের উন্নতি করতে সফল হইনি"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কী সে বাধা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম ব্যক্তিরও অনতিক্রম্য?" তিনি বল্লেন যে কোষাধ্যক্ষই এর প্রতিবন্ধক। তিনি আরও বললেন: "আগামীকাল আপনার সম্মানে যে সান্ধ্য আসরের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আপনার পাশে কোষাধ্যক্ষের বসবার ব্যবস্থা করে দেব। কেন তিনি এ ব্যাপারে বাধা দিচ্ছেন এটা জেনে আমায় জানাবেন।" সেই আসরে কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে কিছুক্ষণ সাধারণ সৌজন্যসূচক কথাবার্তা বলার পর আমি বললাম, "এটা খুবই বিস্ময়কর যে গ্রন্থাগারিকের সর্বপ্রকার শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনও সেই পুরনো বেতন-হারেই রয়ে গেছেন।" কোষাধ্যক্ষের উত্তর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যা বল্লেন তার বক্তব্য: "বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-হার কি কেবলমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে না আসলে কাজের উৎকর্ষতার ভিত্তিতে ঠিক হবে?" আমি বল্লাম যে, দুটোই বিবেচনার বিষয়। তারপর একটি অত্যন্ত বাস্তব উত্তর এল কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে। তাঁর বক্তব্য: "সেই প্রতিষ্ঠার সময় থেকে গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর কত বই কেনা হচ্ছে অথচ দেখছি কতগুলি বই সেই একই পুরনো জায়গায় রয়ে গেছে খোঁজ নিয়েছেন কি - কি ভাবে পাঠকদের বই দেওয়া হয়

আর কি পরিমাণ ধুলো জমেছে বইএর উপর? মাদ্রাজের সঙ্গে নাগপুরের তুলনা করুন। গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োবো—ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াচ্ছে না কি?"

৪ ইংলণ্ডীয় শিক্ষা অপর্যাপ্ত

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে বললেন, "একজন লেকচারার ক্লাশে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। তাই তাঁকে লাইব্রেরীতে বদলী করেছি। ক' মাসের জন্য তাঁকে আপনার কাছে পাঠাব। কিছু ট্রেনিং দিয়ে দেবেন?" সে সময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেতন-হার সবদিক থেকে কম ছিল। গ্রন্থাগারিকের বেতন ছিল সব থেকে কম। একজন জুনিয়র লেকচারারের সমান বেতন যাতে পেতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থাগারিক আরও শিক্ষণ লাভের জন্য এক বৎসর লণ্ডনে কাটিয়ে আসেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত ভাল বেতন-হার পাবার যোগ্য হতে হলে ইংলণ্ডে যাওয়া প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্তও বটে। ফিরে এসে তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর বেতনের তেমন কোন উন্নতি হল না। সুতরাং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বেতন-হারের সঙ্গে তুলনীয় একটি বেতন-হারের আবেদন জানিয়ে তিনি এক দরখাস্ত করলেন। কিন্তু সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ সে আবেদন নাকচ করে দেন এই মন্তব্য করে যে, সম পর্যায়ের বেতন-হার দাবী করার আগে তাঁর দেওয়া সেবার মান সমপর্যায়ের হওয়া উচিত। ঐ গ্রন্থাগারিক আমায় জানালেন যে, সেই শিক্ষা-বছরের শেষেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। সেই সময়ে ঘোষণা করা হয় যে, প্রথম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়; আর আমাকে বলা হল তার সভাপতি হবার জন্য। কিন্তু আমাকে "না" বলতে হল; কারণ তখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত; বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সেবা ব্যবস্থা তখন গড়ে তুলছি, মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের উন্নতির চেষ্টা করছি, এবং সেই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি সূচিকরণ, বর্গীকরণ, গ্রন্থাগার পরিচালন, অনুলয় সেবা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। সম বৃত্তিধারী কোন বন্ধুর এই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা একান্তই অবাঞ্ছিত; আমার মনে হল যে, যদি সে সম্মেলনের সভাপতি হতে পারে, তাহলে তার মর্যাদা নিশ্চয়ই বাড়বে। সুতরাং আমি তার নাম সুপারিশ করি এবং তা গৃহীতও হয়। পরের গ্রীষ্মেই অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করে যে, একজন বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করবে; এবং এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ চায়। আমি সমবৃত্তিধারী আমার সেই বন্ধুর নাম প্রস্তাব করি; এবং তাঁকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু, বেতনের হার ছিল মাদ্রাজের তুলনায় অনেক কম। এর কোনই উন্নতি হোল না; আবার কারণ দেখান হল যে, সেবা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। ১৯৪৮-এ তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর সি আর রেড্ডির সঙ্গে দিল্লীতে আমার দেখা হয়। তিনি আমায় যা বল্লেন তার বক্তব্য: আমাদের লাইব্রেরীয়ান বস

সময়ই তাঁর বিলিতি শিক্ষার বড়াই করছেন আর নালিশ জানাচ্ছেন এই বলে যে, তাঁর বেতন নিতান্তই সামান্য ; যদিও লাইব্রেরীতে তার সেবা ব্যবস্থার সামান্য উন্নতিও তিনি করছেন না। আপনারও কি বিলিতি শিক্ষা সম্বন্ধে এই ধরনের বাতিক আছে ? যাহোক, সুখের বিষয় যে তিনি অন্যত্র চলে গেছেন।"

৫ গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে কৃষিজীবী

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য আপন চেষ্টায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ; স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদেরই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করেছিলেন ; সে কারণে শিক্ষকদের মত গ্রন্থাগারিকের বেতন-হারও নিম্নপর্যায়ে স্থিরীকৃত হল। ১৯৪৫-এ আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই। দেখলাম যে, ছজন স্নাতকের বেতন-হার তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত জুনিয়র লেকচারারদের বেতন হারের মত নিম্ন-পর্যায়ের ; এঁরা ছাড়া আর কারো সাধারণ বা বৃত্তিগত কোন শিক্ষাই নেই। আর তাদের বেতন-হার এত কম যে ভাবাই যায় না—মাসিক ৫০ টাকারও অনেক কম। কর্মীদের অধিকাংশই ছিল ভূমি-সমন্বিত কৃষিজীবী, যাদের বাস ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১০ মাইলের মধ্যে। তারা গ্রন্থাগারে কাজ নিয়েছিল, কারণ, তখনকার দিনে সরকারী বা প্রায়-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন চাকুরী তাদের কাছে একটা মর্যাদার ব্যাপার ছিল ; গ্রন্থাগারে কোন সেবা ব্যবস্থা ছিল না বল্লেই চলে। বেতন হারের কোন পরিবর্তন করা প্রায় অসাধ্য ছিল। পাঠকক্ষে সেবা পরিবেশন বা প্রযুক্তির কাজের উপযুক্ত করে তাদের গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না।

৬ বিক্ষিপ্তভাবে বেতন-হারের উন্নতি

বৃত্তির বেতন-হারের সামগ্রিক উন্নতিতে বিলম্ব হলেও বিক্ষিপ্তভাবে দু' একটি উন্নতির ঘটনা সব সময়ই ঘটেছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী স্থাপিত হল, তখন গ্রন্থাগারিক হলেন একজন ইংরেজ ; এবং সেবা ব্যবস্থা থাক আর নাই থাক, এক উচ্চ বেতন-হার যুক্ত হল ঐ পদের সঙ্গে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বরোদার গায়কোয়াড় যখন রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূচনা করেন তখন তিনি তৎকালীন প্রচলিত ইঙ্গ-মার্কিন প্রথা অনুসরণ করেন এবং যোগ্য বেতন হার সমন্বিত এক গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করেন। যথাযোগ্য শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে তিনি গ্রন্থাগারিকের পদে নির্বাচিতও করেন তাছাড়া, পাঠকদের সেবা পরি-বেশনাও ছিল বৃত্তির যথানুযায়ী। কিন্তু কথায়ই বলে "এক কোকিলে বসন্ত আসে না"। উপরন্তু সবটাই নির্ভর করত মহারাজার সদিচ্ছার উপর। রাজকীয় বরোদা রাজ্য যখন বোম্বাই রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেল তখন আর সে প্রথা সংরক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। যে সব আমেরিকান অধ্যাপক পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে কাজ করতেন

তাঁদের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঐ অঞ্চলে গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থার মান ধাপে ধাপে উন্নীত করেছিল। সেখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের একটি স্কুলও ছিল। পর্যাপ্ত না হলেও সেখানে বেতন হারেরও সামান্য উন্নতি করা হয়েছিল। এই শতাব্দীরই তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের সংযোগকালে একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির উপযুক্ত বেতন হার লাভ করেন। ১৯৪২-এ তৎকালীন ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর স্যার মরিস গয়ার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুনর্বিন্যাস ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে আমার সুপারিশ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তিনি সেন্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজের তৎকালীন ইতিহাসের অধ্যাপক বর্তমানে পরলোকগত এস দাশগুপ্তকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষণ নিতে প্রেরণ করেছিলেন। দাশগুপ্তের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অতি উচ্চস্তরের। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বৃত্তিগত শিক্ষণেও তিনি উচ্চস্তরের যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৯৪৩ এর মে মাসে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে তিনি চমৎকারভাবে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং সেবাব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেন। আধুনিক গ্রন্থাগার প্রযুক্তির উপর তার বেশ দখল ছিল। কিন্তু তাঁর এই নিয়োগের বিরোধী এক শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। ১৯৪৩ এর ডিসেম্বরে স্যার মরিস গয়ার যখন মাদ্রাজে আসেন তখন তিনি এ সম্বন্ধে আমায় জানিয়ে ছিলেন। ১৯৪৪ এ আমি দিল্লী যাই। সে সময় দেখলাম যে, গ্রন্থাগারিকের বেতন হার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমার সব সুপারিশগুলিই কার্যকরী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি স্যার মরিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তার সন্দেহ হল যে, সুপারিশের ঐ অংশটি যাতে তার নজরে না আসে ঐ বিরোধী শক্তিই তার ব্যবস্থা করেছে। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এর প্রতিকার করলেন এবং গ্রন্থাগারিকের বেতন হার বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারের সমান পর্যায়ে উন্নীত করলেন।

Delay in the improvement of salary scale of the Library profession (Musings on library service, 4) by Dr. S. R. Ranganathan

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৭)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলনের (১৯৩৫ খ্রী:) সভাপতি খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ তাঁর ইংরেজী ভাষণে বলেন, "এই সম্মেলন প্রস্তাবিত কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া উক্ত পরিষদ গ্রন্থাগার পরিচালনের কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারে সেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করাই এই উপলক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। এই নগরের গ্রন্থাগারসমূহের প্রতিনিধি স্থানীয় একটি সংস্থা হিসাবে ইহার কর্তব্য হইবে কলিকাতার গ্রন্থাগারসমূহকে ইহাতে যোগদানে রাজী করাইয়া পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, গ্রন্থাগারসমূহের অবস্থার উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা বা অন্য কথায় বলিতে গেলে কিভাবে উহাদিগকে সুব্যবস্থিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা যায় সেই সম্পর্কে পথ বাৎলাইয়া দেওয়া এবং এইভাবে কলিকাতার পাঠকবর্গের নিকট উহাদিগকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলা।

"এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে প্রস্তাবিত সংস্থা গঠিত হওয়ার পরেই ইহার কার্য-পরিচালনে নগরের গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষকে সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল হইবার জন্য এবং কলিকাতার নামডাক অনুযায়ী ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আবেদন জানাই।

"কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে আমার সভাপতির ভাষণে আমি কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল কলিকাতাকে কয়েকটি মহালে ভাগ করিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করা এবং এইভাবে পারস্পরিক পুস্তক বিনিময়ের সুযোগ করিয়া দেওয়া। ইহা দ্বারা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে শুধু যে সৌহার্দই স্থাপিত হইবে তাহা নয় কতকগুলি একজাতীয় বইয়ের অনাবশ্যক সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিয়া তজ্জনিত সঞ্চয়ের দ্বারা প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহও বাড়ান যাইবে। এই ইঙ্গিতের সঙ্গে বিশেষ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহের কথাও ছিল। যদি এরূপ ব্যবস্থা হয় যে প্রত্যেক গ্রন্থাগার উহার এলাকানির্বিশেষে একটি মহালের অংশ হিসাবে কাজ করিবে তবে আমার মনে হয় নানাবিধ পুস্তক ক্রয়ের একটা পরিকল্পনা স্থির করা সম্ভব হইবে। সকল গ্রন্থাগারের আর্থিক সম্বল সমান নয় এবং বিশেষ করিয়া এই কারণে ইহা অত্যাবশ্যক যে কতকগুলি গ্রন্থাগার একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে স্থির করিবে উহাদের পক্ষে যে যে বই ক্রয় করা আবশ্যক তাহা ছাড়া আর কি কি ধরণের বই উহারা প্রত্যেকে কিনিবে।

"এই পরিকল্পনা অনুসারে পাঠকবর্গ পড়িবার বই নির্বাচনের বিরাট ক্ষেত্র

পাইবে এবং এই সকল গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহ কেবল যে বিভিন্ন রকমের হইবে তাহা নয় বহুসংখ্যকও হইবে।

"এই বিষয় নিয়া আলোচনা করার সময় স্বভাবতঃই একজন পুস্তক নির্বাচন কিভাবে হইবে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদে যোগদানকারী বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ বই কিনবার ব্যাপারে পুস্তক নির্বাচকমণ্ডলীর পরামর্শে চালিত হইলে এই সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যাইতে পারে।

"কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হইলে স্থানীয় গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহযোগ্য বইয়ের সুপারিশ করার জন্য এরূপ একটি মণ্ডলী গঠন করিতে পারে এবং তাহা করা হইলে বাংলাদেশের যে কোন গ্রন্থাগারেই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে। এই মণ্ডলী মাসে মাসে বা পক্ষে পক্ষে বইয়ের তালিকা প্রকাশ করিবে। এই তালিকা হইতে গ্রন্থাগারসমূহ উহাদের রুচি অনুযায়ী বই সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনার একটি সুবিধা হইবে যে প্রতিটি গ্রন্থাগারের বই নির্বাচনের পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে আর নির্বাচিত বইয়ের এবং পরোক্ষভাবে পাঠকের মানও অনেক উন্নত হইবে।

"পুস্তকসংগ্রহের পরে আসে উহার সন্নিবেশের কথা। গ্রন্থাগার পরিচালনের দায়িত্ব যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই কথা আবার বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ ও তালিকাভুক্তির জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী গ্রহণ করিবার প্রয়োজন সর্বাধিক! তালিকাভুক্তি এমনই একটি চাবিকাঠি যাহা পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইগুলিকে সহজপ্রাপ্য করিয়া তোলে। এই কারণেই এই চাবিকাঠিটিকে সর্বদা সচল রাখা দরকার।

"আমার বক্তব্য শেষ করিবার আগে আমি বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাবও আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতে চাই। শুধু তাই নয়, ঐ ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করার কথাও বলি।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে উহারও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। কারণ ছোট ছোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা কমাইয়া কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিলে উক্ত গ্রন্থাগারসমূহে ব্যয়িত টাকাকড়ির অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইত বলিয়া তাঁহাদের মত। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ইংলণ্ডের জিলা গ্রন্থাগারের পদ্ধতিতে ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে বই পরিবেশন করিতে বা ধার দেওয়ার কাজ করিতে পারিবে। এই প্রস্তাব স্বতঃই আপনাদের ভাল লাগিলে এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কেন বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ করিতে পারিবে না তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

অতঃপর ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার, যুক্ত প্রদেশের

শিক্ষামন্ত্রী, বোম্বাইএর শিক্ষাবিভাগের সচিব, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, বোম্বাই,এলাহাবাদ, লখনৌ, আলীগড়, ঢাকা, হায়দরাবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচী পৌরসভার পৌরপ্রধানগণ, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ টমাস এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীশিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী :

১ কলিকাতার গ্রন্থাগারসমূহের এই সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সরকার এবং কলিকাতা পৌরসভার নিকট এই সুপারিশ করিতেছে যে তাহারা যেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণের জন্য বা শিক্ষণের সহায়তা করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২ যেহেতু শিক্ষাসংস্কৃতির বিকিরণের মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা রহিয়াছে এবং যেহেতু অর্থাভাব নিবন্ধন কলিকাতার অধিকাংশ গ্রন্থাগার নগরবাসীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেছে না সেহেতু কলিকাতার গ্রন্থাগারসমূহের এই সম্মেলন অধিকতর দক্ষতার সহিত উহাদের স্বাভাবিক কার্যাবলী পরিচালন উহাদিগকে সক্ষম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার ও কলিকাতা পৌরসভাকে নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অবহিত হইতে বলিতেছে।

৩ গঠনোন্মুখ কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে ইংরেজীতে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত বলিয়া এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিতেছে।

৪ কলিকাতা পৌরসভা হইতে যে সকল গ্রন্থাগার অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে উহাদের উপর কোন্ বিষয়ের শতকরা কত ভাগ কিনিবে এই সম্পর্কে আরোপিত সর্তাবলী এবং পূর্ব বৎসরে কোন গ্রন্থাগার কর্তৃক ব্যয়িত টাকার অর্ধেকের বেশী পৌরসভা মঞ্জুর করিবে না এই আধুনিক বিধান শিথিল করিবার জন্য এই সম্মেলন কলিকাতা পৌরসভাকে নির্বাবন্ধাতিশয় সহকারে বলিতেছে।

৫ এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে কলিকাতা ও উহার বাড়তি অঞ্চলের সর্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহকে লইয়া কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠনপূর্বক উহাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

৬ এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংস্থার পক্ষ হইয়া অতিরিক্ত সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতাসহ কার্য পরিচালনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি অস্থায়ী মণ্ডলী গঠন করা হইল। এই মণ্ডলী বিশেষ করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্যসহ একটি বিশদ সংবিধান প্রণয়ন করিবে।

১। শ্রীহরিশঙ্কর পাল	৯। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী
২। খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ	১০। শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়
৩। শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র	১১। অধ্যাপক নাসির আলী খান
৪। শ্রীপঞ্চাননচন্দ্র নিয়োগী	১২। শ্রী এইচ, পি, চক্রবর্তী
৫। শ্রীসুধীর বসু	১৩। শ্রী জে, এম, দত্ত
৬। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	১৪। শ্রী এস, চ্যাটার্জী
৭। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার	১৫। শ্রী এম, এল, ব্যানার্জী
৮। শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক	১৬। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক, শ্রীসুধীর বসু এবং শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়কে এই সভাসীর সম্পাদক নির্বাচিত করা হইল। চারজন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ চলিতে পারিবে।

সভাপতি খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে বলেন যে, তিনি আশা করেন, প্রকাশ্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কার্যে পরিণত হইবে। এই সম্মেলন আহ্বানের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ইহা আহ্বানের ব্যাপারে আহেরীটোলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরি প্রথমত উদ্যোগী হয় এবং হাতে কোন সম্বল না নিয়াই উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এই সম্মেলন আহ্বানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রচার সচিব শ্রীকমল ধর এই সম্মেলনের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। তিনি উহাদিগকে, প্রদর্শনীর সংগঠকদিগকে, স্বেচ্ছাসেবক, প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া তাহার ভাষণ শেষ করেন।

সম্মেলনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা, কলিকাতার প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা ও কার্যবিবরণী, ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস -এর কর্মচারী শ্রীনরেন্দ্র গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রদত্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঁধান বইয়ের নমুনা প্রদর্শনীর জিনিসের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। কমলা ইন্‌স্টিটিউশন-এর শ্রীরমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সম্পাদিত 'উষা' নামক একখানি হাতেলেখা মাসিক পত্রিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

স্যার হরিশঙ্কর পাল এবং শ্রী জে. এম. দে এই সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের দানেই এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

Library movement in Bengal (17)
Gurudas Bandyopadhyay

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৩)

তপন সেনগুপ্ত

সূচী ও সূচীকরণ সংহিতার ক্রমবিকাশ

ভূমিকা :

খ্রীষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে সুমেরীয় নৃগোষ্ঠীকে উৎকীর্ণ পুস্তকতালিকা থেকে আরম্ভ করে আজকের গ্রন্থাগারে সূচীকরণে কমপিউটারের ব্যবহার পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সত্যিই বেশ রোমাঞ্চকর। মূলতঃ প্রাচীন দলিলগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ইতিহাস। আবার প্রাচীন দলিলগুলির প্রধান আধার হ'ল দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার। এদিক থেকে গ্রন্থাগার মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক। গ্রন্থাগার সংগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মনীষীর চিন্তা ভাবীকালের সাধনার জন্য পুঞ্জীভূত আছে। আবার সূচী হল এই গ্রন্থাগার সংগ্রহের দর্পণ বিশেষ। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত অমূল্য রত্নরাজি সূচীর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সংগে সংগে সূচীকরণের ধরণও পরিবর্তিত চিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। সামাজিক অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে লেখার উপকরণগুলির পরিবর্তন, কাগজ ও মুদ্রণশিল্পের প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কারগুলি গ্রন্থাগার ভাবনাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করেছে। বর্তমান কালেও প্রকাশনের জটিলতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজনীয়তা প্রকট করে তুলেছে।

সূচীকরণের ইতিহাস গ্রন্থাগারের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রন্থাগার থাকলেই তার সংগ্রহের যেমন হিসেব রাখা প্রয়োজন তেমনি পাঠকের কাছে গ্রন্থাগার সংগ্রহের বিশদ বিবরণ উপস্থিত করা প্রয়োজন। তাই রূপ ও প্রকৃতি যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারের আদিকাল থেকে সূচীকরণের চর্চা চলে আসছে এবং যুগে যুগে সময়, প্রয়োজন ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে সূচীকরণের রূপ ও রীতি-নীতির রদ-বদল হয়েছে। পুরানো অচল সূত্র বাতিল করে নতুন সূত্র জন্ম নিয়েছে। এইভাবে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সূচীকরণের ধারা উপধারাগুলি প্রতিদিন পরিপুষ্ট হচ্ছে ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে সারা দুনিয়ার গ্রন্থাগারিকেরা এই সূত্রগুলিকে অগণিত পাঠকের সেবায় ব্যবহার করছেন।

আদি যুগ :

ঠিক কবে কখন কোথায় যে প্রথম মানুষের মনে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল বলা মুস্কিল। অপার বিস্ময়ে ভরা ব্রহ্মাণ্ডের সামনে মানুষ নিতান্ত অসহায়।

অজানাকে জানার কৌতূহল মানুষের স্বভাবজাত। যেদিন থেকে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের স্থায়ী রূপ দেবার প্রয়াস পেল ও সেই সঙ্গে যখন জ্ঞানচর্চার তাগিদে জ্ঞানের আধারগুলির সংরক্ষণ আরম্ভ হল ইতিহাসের সেই বিস্মৃত শুভক্ষণটিকেই বোধ হয় গ্রন্থাগারের জন্মলগ্ন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রাচীনতম গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যের অধিকার নিয়ে মিশর ও ব্যাবিলনের দাবীর মধ্যে কোনটিই কম জোরালো নয়। ব্যাবিলনে লেখার উপকরণ ছিল মৃৎফলক আর মিশরে প্যাপিরাস। স্বভাবতই মৃৎফলক অনেক বেশী দিন স্থায়ী হত এবং প্যাপিরাস নষ্ট হয়ে যেত খুব শীগগিরই। তাই দলিলের প্রাচীনত্বের দিক থেকে ব্যাবিলনের মৃৎফলক অগ্রাধিকার পেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মিশরে আরও প্রাচীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না।

খ্রীষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে নিপ্পুরে একখানি সুমেরীয় মৃৎফলকে বাষট্টী আখ্যাযুক্ত একটি তালিকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে চব্বিশটি আখ্যা ছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত সাহিত্য কীর্তি। এই তালিকাটির গঠন বা উদ্দেশ্য, কিংবা এটি কোন বিশেষ গ্রন্থাগার সংগ্রহের সূচী কি না এ বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায় না। তবে সূচীর একটি অন্যতম প্রাচীন নিদর্শনরূপে এই তালিকাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

আদিযুগের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই কোন না কোন ধরণের সূচী ছিল। সূচীকরণ সংহিতা বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝি স্বভাবতই এই ধরণের কোন কিছু খ্রীষ্টের জন্মের আগে আশা করা যায় না। সে যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না বললেই চলে। জ্ঞান চর্চাও সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিকাশ তখনও হয় নি। সে ছাড়া তখন ছিল ব্যক্তি মনীষার যুগ। পাণ্ডিত্যই ছিল গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতার মাপকাঠি। সুতরাং প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পণ্ডিত গ্রন্থাগারিক তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সূচী প্রস্তুত করতেন এবং ঐ গ্রন্থাগারে তাঁর অনুসৃত নীতিই ছিল সূচীকরণ সংহিতা। তবে দেখা গেছে বিষয়, গ্রন্থকার ও আখ্যা—গ্রন্থের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন ও সেই সাথে গ্রন্থাগারে গ্রন্থের অবস্থান জ্ঞাপক কোন প্রতীক ব্যবহার করেছেন [এ যুগে গ্রন্থে ছিল মৃৎফলক অথবা প্যাপিরাস]। তবে বর্তমানকালের মত উপ-সংশ্লেষ তৈরীর নজীর নেই। যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সূচী তৈরী হত এবং গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন মত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে টীকা জুড়ে দিতেন।

উত্তর মিশরের এদফু (Edfu) মন্দিরের গ্রন্থাগারের সূচী সব চাইতে প্রাচীন গ্রন্থাগারের সূচী বলে জানা যায়। এই সূচীটি একটি বইয়ের তালিকা মাত্র এবং গ্রন্থাগারের দেওয়ালে খোদাই করা ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে আক্কাদ (Akkad) শহরে ব্যাবিলনীয়রা প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপন

করেন। এই প্রাচীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা দেখে নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে গ্রন্থাগারিক ইবনিসারু (Ibnissaru) বর্গীকরণ ও সূচীকরণে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। এই গ্রন্থাগারে অনুবর্গ সূচী ছিল। সে ছাড়া পাঠক কি ভাবে বই পেতে পারেন সে বিষয়ে নির্দেশ ছিল। একটুকরো প্যাপিরাসের ওপর নিজের নাম ও বইয়ের নাম লিখে দিলে গ্রন্থাগারিক বইখানি এনে দিতেন।

ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে আসিরিয়রা গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্রিয়া-কৌশল অনুকরণ করেন। বিশেষ করে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ প্রক্রিয়া তো বটেই। সম্রাট প্রথম সালমানজার (Shalmaneser) খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতকে চালায় (Calah) প্রথম আসিরিয় গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। কিন্তু সাতশ' খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে স্থাপিত নিনেভ (Nineveh) শহরের গ্রন্থাগার ছিল সংগ্রহের উৎকর্ষতায় ও সুব্যবস্থাপনায় অতুলনীয়। ৬৮৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সম্রাট অসুরবনিপাল এই গ্রন্থাগারের দরোজা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। নেবো জুকুব য়ুবিন (Nebo-Zuqub-Yubin) গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এই গ্রন্থাগারের ভগ্নাবশেষ থেকে দেখা যায়, প্রত্যেক তাকে মৃৎফলকগুলি সুন্দরভাবে বিভিন্ন বর্গে সাজান ছিল। প্রত্যেকটি মৃৎফলকে স্থানাঙ্ক খোদাই করা ছিল। সেই সাথে কোন রচনা একাধিক মৃৎফলকে উৎকীর্ণ থাকলে প্রতিটি ফলকে সেই ফলকের ও পরবর্তী ফলকের প্রথম পংক্তি উৎকীর্ণ থাকত।

এই সময় থেকে চারশ বছর বাদে আলেকজান্দ্রিয়া জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মিশরে নীল নদের দুই তীরে অপর্যাপ্ত প্যাপিরাস পাওয়া যেত। সুতরাং মিশরীয়রা মৃৎফলকের বদলে প্যাপিরাসের ওপর কালি দিয়ে লিখত। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থশালা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, ব্রুখিয়ুম (Bruchium) এবং সেরাপেয়ুম (Serapeium)। ৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সম্রাট জুলিয়স সীজার আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে ব্রুখিয়ুম ধ্বংস করেন। পরে এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা এই গ্রন্থাগার আবার সাজিয়ে তোলেন। অবশ্য এন্টনি গ্রন্থাগার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য খুব সরল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তখনকার দিনে একমাত্র পার্গামনের বিরাট গ্রন্থাগার আলেকজান্দ্রিয়ার সংগে পাল্লা দিতে পারত। অতএব এন্টনি পার্গামন আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করলেন; আর বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার প্রেয়সী ক্লিওপেট্রাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। মহারাণী ক্লিওপেট্রা অমূল্য উপহার সাদরে বরণ করে সযত্নে নতুন করে সাজিয়ে তুললেন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার। এইভাবে একটি গ্রন্থাগারের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আর একটি গ্রন্থাগারের পুনর্জন্ম হল।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক কবি ক্যালিমেকাসের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ক্যালিমেকাস তাঁর গ্রন্থাগারে প্রায় একশ' কুড়িটি বর্গে বিভক্ত অনুবর্গ সূচী তৈরী করেছিলেন। মহাকাব্য, নাটক, ইতিহাস, আইন, দর্শন, অলংকার ইত্যাদি প্রধান বিভাগগুলি আবার বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত করা ছিল। প্যাপিরাসের টুকরোয় লেখা সংলেখগুলি তখন গ্রন্থকার অনুযায়ী বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী সাজান থাকত। একই আধ্যাযুক্ত একাধিক রচনা থাকলে প্রতিটি সংলেখে রচনার প্রথম পংক্তিটির উল্লেখ করা হত। এ ছাড়া গ্রন্থাগারিক ক্যালিমেকাস সংলেখে রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা যোগ করে দিতেন এবং বহু সংলেখে গ্রন্থকারের জীবনীও যোগ করে দিতেন।

জ্ঞানের জগতে বর্গীকরণের মৌলিক চিন্তার জন্য গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের নাম সর্বপ্রথম এসে পড়ে। মিশরীয় সম্রাটেরা এ বিষয়ে এ্যারিষ্টটলের চিন্তা আহরণ করেন। সম্ভবতঃ ক্যালিমেকাসও তাঁর বর্গীকরণ ও সূচীকরণের পরিকল্পনার জন্য এ্যারিষ্টটলের কাছে ঋণী। এ্যারিষ্টটলের মৃত্যুর পর বৈয়াকরণিক টাইরানিও ৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তাঁর গ্রন্থাগার সংগ্রহকে নতুন করে সাজান ও সূচী তৈরী করেন।

সুপ্রাচীনকালে জ্ঞানচর্চার অন্যতম পীঠস্থান ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাগার ও তার সংগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। ভারতবর্ষে বৃৎকসকের ব্যবহার ছিল না। গাছের পাতা ও বাকলের ওপর কালি দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল যা মোটেই বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না—বিশেষ করে, ভারতের আর্দ্র জলবায়ুতে তো নয়ই। কিন্তু বেদ-উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগে ভারতে জ্ঞান চর্চার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল এবং সেক্ষেত্রে কোন গ্রন্থাগার না থাকা কখনই সম্ভব নয়। বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিশাল গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নালন্দায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত, এমন কি, এশীয়ার অন্যান্য দেশ থেকে বহু ছাত্র জ্ঞানলাভের জন্য সমবেত হত। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার। বিশাল গ্রন্থাগার তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকায় বিভক্ত ছিল। রত্নদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক নামে এই তিন অট্টালিকার প্রথমটিতে শুধু ধর্মপুস্তক রাখা হত। এত বড় গ্রন্থাগারে কোন সূচী ছিল না যা পাঠকদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অবহিত করার কোন সুব্যবস্থা ছিল না এ হতেই পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাচীন ভারতের এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। কেননা, এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল কালের করালগ্রাস এড়িয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছতে পারে নি।

মধ্যযুগ :

খ্রীষ্টের জন্ম থেকে শুরু করে ১৮৩১ খৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়মে পানিনির ধোগদানের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘকালকে সূচীকরণের ইতিহাসের মধ্যযুগ বলা যেতে পারে। পানিনির সময় থেকে পানিনি প্রণীত ৯১ সূত্র সম্বলিত সূচীকরণ সংহিতা অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সূচীকরণ আরম্ভ হয়। পানিনির আগে আর কোন সূচীকরণ সংহিতা প্রস্তুত হয় নি এমন নয়। তবে কিনা সূচীকরণের বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তাই সেগুলি তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং সময়ের বিচারে স্থায়ী হয় নি।

খ্রীষ্টের জন্মের পর থেকে প্রথম দশ শতক পর্যন্ত গ্রন্থাগার কিংবা তার সূচী সম্পর্কে

খুব বেশী কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। অষ্টম শতাব্দীতে রোমের সেণ্ট ক্লিমেণ্ট গীর্জার গ্রেগরী কর্তৃক প্রদত্ত বইয়ের সূচী ও সমসাময়িক ইয়র্ক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আলকুয়িন কর্তৃক প্রস্তুত সূচী দুটি উল্লেখযোগ্য। এই সূচী দুটির বৈশিষ্ট্য হল এর কোনটিই গতানুগতিক প্রথা অনুসরণ করে নি। প্রথমটি প্রার্থনার ভাষায় ও দ্বিতীয়টি ছন্দোবদ্ধ কবিতায় সমগ্র সংগ্রহ বর্ণনা করেছে। তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলে এই সূচীর কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক জোরাল প্রতিবাদ খাড়া করা যেতে পারে সন্দেহ নেই। তবে কি না কেবলমাত্র বইয়ের সূচীও যে অপূর্ব সাহিত্য হতে পারে এই সূচী দুটি তার জীবন্ত নিদর্শন।

জার্মানীর রাইখনাউ (Reichnau) গ্রন্থাগার ৮২২ খৃঃ থেকে ৮৪২ খৃঃ মধ্যে তাদের সূচী তৈরী করে ফেলে। অনুবর্গ সূচীর মধ্যে আবার একই গ্রন্থকারের রচনাগুলি যতদূর সম্ভব একত্রিত রাখার চেষ্টা দেখা যায়। ফলে এই সূচী সার্থক অনুবর্গ সূচী হয়ে উঠতে পারে নি। সূচীকরণে গ্রীকদের সব চাইতে বড় অবদান হল গ্রন্থকার সংলেখ। গ্রীকরাই প্রথম গ্রন্থকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত আরম্ভ করে। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে ও তাদের সূচী প্রস্তুত হয়। কিন্তু সূচীকরণের তাত্ত্বিক প্রশ্নে বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

মহান আলফ্রেড ৮৭১ খ্রীঃ যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলিতে জ্ঞানচর্চার আবহাওয়া বিশেষ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু নর্মান বিজয়ের পর দ্রুত পটপরিবর্তন আরম্ভ হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসার নিয়ে বিভিন্ন দলে মতবিরোধ বহু কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তার মধ্যে এই সময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রসার অন্যতম প্রধান সন্দেহ নেই। অসংখ্য গীর্জা গড়ে ওঠে দেশের আনাচে-কানাচে। প্রতি গীর্জায় কমপক্ষে তিনজন ধর্মযাজক থাকতেন যার মধ্যে প্রথমজন ছিলেন প্রধান পুরোহিত, দ্বিতীয়জন তাঁর সহকারী ও তৃতীয়জন সমবেত প্রার্থনা সংগীত পরিচালনা করতেন এবং গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সুতরাং প্রতি গীর্জায় একটি গ্রন্থাগার থাকতই। তা ছাড়া ধর্ম-প্রচারকেরা যেখানেই যেতেন সংগে নিয়ে যেতেন বলতে গেলে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। তবে কিনা এ কথা সত্য যে এই গ্রন্থাগারগুলির নিয়ন্ত্রণ করতেন ধর্মযাজকেরা। এই সব গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের নিকট অবাধ অধিগম্য (open access) ছিল না।

স্পানহোম (Spanheim) গীর্জার পুরোহিত জোহান ট্রিথেম (Johann Tritheim) ১৪৯৪ খৃঃ ১০০০ পুরোহিতের জীবনী সম্বলিত একখানি সূচী প্রকাশ করেন। এই সূচী তারিখ অনুযায়ী সাজান হয়েছিল।

১৪৪৫ খৃঃ জুরিখের কনরাড জেসনার Bibliothea universalis -- প্রকাশ করে সূচীকরণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। ১৫৪৫-এ গ্রন্থকার সূচী ও ১৫৪৮-এ বিষয় নির্দেশী (Subject index) প্রকাশ করেন। সমসাময়িক ধারা অনুযায়ী গ্রন্থকার সূচীতে মূল নাম অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল এই যে, তিনি বিভিন্ন

সংলেখগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রতি সংযোজক সংলেখের (Cross reference entry) ব্যবহার আরম্ভ করেন ও অন্যান্য গ্রন্থাগার তাঁর ধারা অনুসরণ করলে গুণমান স্থানাঙ্ক জুড়ে নেবার পরামর্শ দেন। ১৫৪৮-এ এই ধরণের সূচী প্রস্তুত করে কনরাড জেসনার যথেষ্ট দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৫৯০ খৃঃ এ্যান্ড্রু মনসেল (Andrew Maunsell) Catalogue of English Printed Books প্রকাশ করেন এবং ভূমিকায় তাঁর অনুসৃত সূচীকরণের নীতি ব্যাখ্যা করেন। মুখ্য সংলেখের জন্য তিনি মূল নামের পরিবর্তে পদবীর ব্যবহার আরম্ভ করেন। সেই সাথে অনুবাদক, মুদ্রক ইত্যাদির নামে উপসংলেখ প্রস্তুত করেন। বেনামী বইয়ের জন্য আখ্যা বা বিষয় নিয়ে সংলেখ প্রস্তুত আরম্ভ করেন। এই প্রচেষ্টাগুলি সূচীকরণে খুবই উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। সূচীকরণে এই অবদানের জন্য সাধুবাদ যাঁর প্রাপ্য সেই এ্যান্ড্রু মনসেল ছিলেন একজন অল্পশিক্ষিত পুস্তক বিক্রেতা মাত্র—কোন গ্রন্থাগারের বিদ্বান গ্রন্থাগারিক নন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায় দিকে দিকে। মুদ্রণশিল্পের প্রসার, গীর্জার আধিপত্যের বিনাশ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, গ্রন্থাগারের প্রসার, সর্বোপরি রেঁনেসাস ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঢেউয়ে পুরানো চিন্তাগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। মানুষ নতুন করে ভাবতে শেখে, জানতে চায়। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জোয়ার বয়ে চলে পশ্চিমের দুনিয়ার ধার ছোঁয়া লাগে দিকে দিকে। কিন্তু জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থাগারের প্রসারের তুলনায় সূচী ও সূচীকরণের প্রগতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এ যুগে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সূচীকরণ সংহিতা বলে কোন কিছু তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি এবং প্রকাশিত সূচীগুলিও সূচীকরণের ক্ষেত্রে তেমন কোন আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য স্যর টমাস বড্‌লে (Sir Thomas Bodley) একটি সূচীকরণ সংহিতা প্রস্তুত করেন। তিনি অনুবর্ণ সূচীর সংগে গ্রন্থকার নির্দেশী (Author index) রাখার পক্ষে জোর দেন।

ফ্রেডারিক রস্‌টগার্ড (Frederic Rostgaard) ১৬৯৭ খৃঃ প্যারিসে একটি নতুন সূচীকরণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ১৬৯৮ খৃঃ এই সংহিতার দ্বিতীয় সংস্করণ Profet d'une nouvelle methode pour dresser le catalogue d'une bibliotheque নামে প্রকাশিত হয়। তিনি অনুবর্গ সূচীতে সংলেখগুলি তারিখ অনুযায়ী ও বইয়ের আকার অনুযায়ী সাজাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সেই সংগে তারিখ অনুযায়ী সাজাবার পক্ষে বিকল্প ব্যবস্থাও অনুমোদন করেন। সব শেষে বিষয়গুলির অনুবর্ণ নির্দেশী ও গ্রন্থকার নির্দেশী রাখার নির্দেশ দেন।

বিপ্লবোত্তর ফরাসী দেশে ১৭৯১ খৃঃ সরকার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সূচী তৈরী করার নির্দেশ দেন ও সংগে সংগে সূচীকরণের জন্য খুব সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত নির্দেশ পাঠান।

গ্রন্থাগারগুলিকে পত্রকসূচী ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ এই প্রথম পত্রক-সূচীর ব্যবহার আরম্ভ হল। সংলেখের জন্য পত্রকের ওপর আখ্যাপত্রের নকল নেওয়া হত এবং সেই সাথে সাজানোর সুবিধার জন্য গ্রন্থকারের পদবী কিম্বা গ্রন্থকার না থাকলে আখ্যার মূল পদটিকে চিহ্নিত করা থাকত। উপরন্তু বইয়ের আকার, পৃষ্ঠা বা খণ্ড সংখ্যা চিত্রণ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের ধরণ ইত্যাদির বিবরণ দেওয়ার নির্দেশ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে রেভারেণ্ড টমাস হার্টওয়েল হর্ণ (Rev. Thomas Hartwell Horne) একটি সূচীকরণ সংহিতা ও বর্গীকরণের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। বর্গীকরণের ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে টমাসের অবদান হল এই যে তিনি কোন গ্রন্থকে শুধুমাত্র একটি বিষয় সংলেখ ও বর্গীকরণ পরম্পরায় একটি মাত্র স্থানে বর্গীকৃত করে রাখা যথেষ্ট মনে করতেন না। অর্থাৎ গ্রন্থের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্য ও আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা সম্বন্ধে টমাস সজাগ ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজের কুইন্‌স্ কলেজের সূচী তৈরী করেন ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কুইন্‌স্ কলেজের সূচী ১৮২৭ সালে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে বহুদিন ধরে বহু জল্পনা-কল্পনা ও অর্থব্যয় হয় কিন্তু কাজ কিছু হয় না।

আধুনিক যুগ :

১৮৩১ খৃঃ এণ্টনি পানিজির ব্রিটিশ মিউজিয়মে যোগদান সূচীকরণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পানিজি ছিলেন একজন ইতালীয় আইনজীবি। রাজনৈতিক কারণে ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে এসে ব্রিটিশ মিউজিয়মে অতিরিক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকের চাকুরী গ্রহণ করেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তির এই গ্রন্থাগারিক সূচীকরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

১৮৩৬ খৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রশাসন ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবনের জন্য কমিটি নিয়োগ করা হয়। অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থাগারে সূচীর অবস্থা ও সূচীকরণের ব্যবস্থা এই কমিটির কার্যসূচীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বহু কর্মী ও দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পানিজি এই সময় সাক্ষ্যদান কালে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও মেধার পরিচয় দেন এবং কর্তৃপক্ষকে তাঁর মত গ্রহণ করাতে সমর্থ হন। পরের বছর পানিজি মুদ্রিত পুস্তকের সংরক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ খৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ সূচীকরণে পানিজির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে পানিজি প্রবর্তিত ৯১ ধারা সম্বলিত সূচীকরণ সংহিতার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১৮৪১ খৃঃ এই সংহিতার প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পানিজি আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর বেশী জোর দেন। আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের শুধুমাত্র মূল নাম পাওয়া গেলে সংলেখে কেবলমাত্র মূল নামই ব্যবহার করা হত। তেমনি আখ্যাপত্রে ছদ্মনাম থাকলে আসল নাম জানা থাকলেও সংলেখে ছদ্মনামই ব্যবহার করা

হোত। সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতায় আখ্যাপত্রের তথ্যের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদিক থেকে সর্বাধুনিক সংহিতায় পানিজি প্রব তত্ত্বিনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বলা চলে। পানিজির ৯১ ধারার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুখ্য সংলেখে রূপ শিরোনামের (Form heading) ব্যবহার যা পরবর্তীকালে রূপ শিরোনাম ও সংস্থা গ্রন্থকার (Corporate author) সম্পর্কে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

১৮৪৭ খৃঃ আবার ব্রিটিশ মিউজিয়মের আভ্যন্তরীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য কমিটি নিয়োগ করা হয়। দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষ্যদানকালে সূচী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টমাস কার্লাইল বলেন—এ এমনই একটি কাজ যার জন্য দক্ষ হাতের প্রয়োজন। অন্যথায় কখনই সুফল পাওয়া যেতে পারে না। অপরদিকে পণ্ডিত সমালোচক জন কলিয়ার পানিজির ৯১ ধারাকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেন যে, পানিজির অসংখ্য নিয়ম-কানুন শুধুমাত্র যে সূচী তৈরীর ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করছে তাই নয়, যে সূচী তৈরী হচ্ছে তা নিতান্তই অকেজো এবং অর্থহীন। তারপর বিকল্প পন্থা হিসেবে তিনি তার নিজের মত অনুযায়ী পঁচিশখানা বই সূচীভুক্ত করেন। পানিজি তার নিজের পদ্ধতি সমর্থন করতে গিয়ে কলিয়ার কর্তৃক সূচীকৃত ঐ পঁচিশখানা বইয়ের নজীর ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য, ব্যারিষ্টার পানিজির আক্রমণ সাহিত্যিক কলিয়ারের হৃদয়ে বড় ব্যথার কারণ ঘটিয়েছিল।

১৮৫০ খৃঃ আমেরিকার চার্লস জুয়েট ৩৯ ধারা সম্বলিত একটি সূচীকরণ সংহিতার পরিকল্পনা করেন যা ১৮৫২ খৃঃ গৃহীত ও মুদ্রিত হয় (Charles C. Jewett : Smithsonian report on the construction of catalogues of libraries, and of a general catalogue and their publication by means of separate, stereotyped titles, with rules and examples. Washington, Smithsonian Institution, 1852.) সংস্থা গ্রন্থাগার সম্পর্কে জুয়েট নতুন চিন্তা আনয়ন করেন এবং কোনরকম রূপ শিরোনামের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি সংস্থার নামে সংলেখ প্রস্তুত করেন। ছদ্মনামের ক্ষেত্রেও জুয়েট পানিজি অনুসৃত পথে না গিয়ে আসল নামে সংলেখ লেখেন। তেমনি বেনামী বইয়ের ক্ষেত্রে আখ্যায় উল্লেখযোগ্য পদ নির্বাচনের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আখ্যার প্রথম পদকেই সংলেখ পদ ধরে সংলেখ প্রস্তুত করেছেন।

সূচীকরণের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর হল ১৮৭৬ যখন চার্লস অ্যামী কাটার অনুবর্ণ সূচী সংহিতা (Charles Ammi Cutter : Rules for a dictionary Catalog) প্রণয়ন করেন। প্রথম সংস্করণে মোট সূত্রের সংখ্যা ছিল ২০৫ যা ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে ৩৬৯ এ দাঁড়ায়। এই সংহিতায় অ-পুস্তক দ্রব্যাদি (যেমন, পাণ্ডুলিপি, রানচিত্র ইত্যাদি) সূচীকরণের জন্যও প্রয়োজনীয় সূত্র ও আলোচনা ছিল। কাটার বর্ণিত সংহিতায় জুয়েট অনুসৃত নীতিগুলি সমর্থিত হয়েছে। কাটারের সংহিতায় সূচীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি সূচীকরণের মূল লক্ষ্যের আলোকে বিচার

করা হয়েছে ও সংহিতার গঠনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর ছাপ আছে। গ্রন্থাগারে সূচীর প্রয়োজনীয়তা ও তার কাজ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি রেখে কাটার লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসেবে একের পর এক সূচীকরণের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। সনাতন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি তাই সর্বযুগের সর্বকালের গ্রন্থাগারের পক্ষে বরণীয়।

১৮৭৬ সালে আমেরিকায় ও পরের বছর ১৮৭৭ সালে ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। সেই সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলন এই পরিষদগুলির নেতৃত্বে সংগঠিত রূপে অগ্রসর হয়। সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে ও এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে চেতনা বিস্তারের কাজে পরিষদগুলি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সাথে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকেও দৃষ্টি পড়ে। সূচীকরণ সংহিতার প্রয়োজনীয়তা ও সূচীকরণ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য বিধানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন Condensed Rules for Author and Title Catalog প্রকাশ করেন। এই বছরেই গ্রেট বৃটেনে লিভারপুল শহরে সূচীকরণের নিয়মকানুনগুলি সংশোধন করা হয় এবং পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও বডলিয়ান গ্রন্থাগারের সংহিতার সাথে একসঙ্গে ১৮৯৩ খৃঃ প্রকাশ করা হয়। ১৮৮৬ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন Condensed Rules for a Card Catalog প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ১৮৮৯ সালে Library School Card Catalog Rules প্রকাশ করেন। পানিজির সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সূচীকরণের তাত্ত্বিক প্রশ্নে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। উপরিউক্ত সংহিতাগুলি ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সূচীকরণ সংহিতা প্রণীত হয়। জার্মানীতে Dziatzko's Instructions (যাকে ভিত্তি করে ১৯০৮ সালে Prussian Instructions রচিত হয়) এবং বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালী, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ডেও সূচীকরণ সংহিতা প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ সালে মেলভিল ডিউইর নেতৃত্বে লাইব্রেরী ব্যুরো গঠিত হয়। ডিউই প্রস্তাব করেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের যৌথ প্রচেষ্টায় সূচীকরণ সংহিতা তৈরী করা উচিত এবং তাহলে সূচীকরণে সামঞ্জস্য রক্ষা হবে। ফলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যমে ১৯০৮ সালে Cataloguing Rules : Author and Title Entries প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংহিতায় অ-পুস্তক দ্রব্যাদি সূচীকরণের সূত্রগুলি যথেষ্ট ছিল না। সে ছাড়া বর্ণনাত্মক সূচীকরণের বিষয়েও বিশদ আলোচনা ছিল না। উপরন্তু অন্যান্য সূত্রগুলি সংখ্যায় অত্যধিক ছিল যা ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে বিভ্রান্তিকর হতে পারে বলে সমালোচনা উঠল। এ ছাড়া বিষয় সংলেখের জন্য কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশ এই সংহিতায় নেই। এই সংহিতা অনুযায়ী সূচী প্রস্তুত করতে হলে শুধুমাত্র আখ্যাপত্রের তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করলে চলে না, অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯০৮ সালে জার্মানীতে Prussian Instructions প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমান

কালের গ্রন্থাগারে এই সংহিতা অচল হয়ে পড়েছে। কেননা, সংহিতার সূত্রগুলি বর্তমান কালের বহু সমস্যাসঙ্কুল প্রকাশনের সূচীকরণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক নয়।

১৯১৩ সালে প্যারিসে Association Des Bibliothecaires Francais সূচীকরণ সংহিতা প্রকাশ করেন।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ম সংহিতা প্রকাশিত হয় (Rules for compiling the Catalogues in the Department of printed books)। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে এবং ১৯৪৮ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়। বেনামী বইয়ের এবং স্থান নামে সংলেখ প্রস্তুত করার সূত্রগুলি এবং প্রতি সংযোজক সংলেখগুলি খুবই বিভ্রান্তিকর।

১৯৩১ সালে প্রকাশিত Vatican Code গ্রন্থাগার জগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে এবং সূচীকরণের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ রূপে গণ্য হয়।

১৯৩৪ সালে ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন Classified Catalogue Code প্রণয়ন করে সূচীকরণে বহু মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন। ১৯৬৪ সালে এই সংহিতার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা রূপায়ণের পেছনে ডঃ রঙ্গনাথনের CCC এবং Heading and Canons : comparative study of five catalogue codes এর প্রভাব যথেষ্ট।

১৯০৮ সালে যৌথ উদ্যমে রচিত সংহিতার বিরুদ্ধে চারিদিকে সমালোচনার ঝড় ওঠার পর থেকে নতুন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাথমিক খসড়া প্রকাশিত হয়। এই সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল— Part I. Entry and Heading এবং Part II. Description of Book. কিন্তু এই খসড়া প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ. ডি. অস্‌বর্ণ Crisis in···Cataloging শিরোনামায় একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করে সংহিতার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করেন। অস্‌বর্ণের প্রবন্ধ আমেরিকার সমস্ত গ্রন্থাগারে পাঠান হয়েছিল। রচনাশৈলীর দিক থেকে অস্‌বর্ণের প্রবন্ধটি খুবই উচ্চাঙ্গের। সুতরাং তাঁর সমালোচনা সংহিতার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াও দেশের ভিতরে ও বাইরে সূচীকরণ সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক মহলে আলোচনার জোয়ার এনে দেয়। বিভিন্ন সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি রেখে ১৯৪১ এর খসড়া সংহিতাকে সংশোধন করে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন সূচীকরণ সংহিতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালে (A. L. A. Cataloging Rules for Author and Title entries)। কিন্তু এই সংহিতায় বর্ণনাত্মক সূচীকরণ যুক্ত হয় নি। ১৯৪৬ সালে লাইব্রেরী অব কংগ্রেস Studies of Descriptive Cataloging : A Report to the Librarian of Congress by the Director of the Processing Department প্রকাশ করেন। পরে ১৯৪৯ সালে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে লাইব্রেরী অব কংগ্রেস Rules for Descriptive Cataloging প্রকাশ করেন

বর্ণনাত্মক সূচীকরণের জন্য আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এই 'Rules' গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে লাইব্রেরী অব কংগ্রেস Rules forDescriptive Cataloging-এর জন্য একটি পরিপূরক (Supplement 1949-51) প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ সালে লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সূচীকরণ সংহিতার সমস্ত পরিবর্তনগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করেন।

১৯৪৯ এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৮ এর সমস্যাগুলির বিশেষ কোন সমাধান করতে পারে নি। উপরন্তু নতুন সংহিতায় সূত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংস্থা গ্রন্থকার সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। ১৯০৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত দু'দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে পৃথিবীর বুকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে, প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায় এবং নতুন প্রকাশনের সংখ্যা ও জটিলতা অবিশ্বাস্য রকমের বৃদ্ধি পায়। এই নতুন অবস্থার সামনে সূচীকরণ সংহিতাগুলি কোন সমাধান উপস্থিত করতে পারে না। ফলে দিকে দিকে সূচীকরণ সংহিতার নীতিগুলির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ হেন সময়ে ১৯৫৩ সালে লুবেৎসকীর বিখ্যাত রচনা Cataloging Rules and Principles : A Critique of the A. L. A. Rules for Entry and a Proposed Design for their Revision প্রকাশিত হয়। সংগে সংগে গ্রন্থাগার জগতে আলোড়ন পড়ে যায়। লুবেৎসকীর এই রচনা অপূর্ব সাহিত্য বললে অত্যুক্তি হয় না। অসবর্ণের পর এই ধরণের রচনা আর হয় নি। কিন্তু অসবর্ণ অপেক্ষা লুবেৎসকী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছেন ও প্রতিটি সূত্রের চুলচেরা বিচার করে সেই সূত্র প্রয়োজন কিনা প্রশ্ন তুলেছেন ও সমাধান নির্দেশ করেছেন। সংস্থা গ্রন্থকার সম্পর্কে লুবেৎসকী পুরানো সংহিতাগুলির জট খুলে সহজ সমাধান নির্দেশ করেছেন। বর্তমানকালের প্রকাশনের জটিলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে যে সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা প্রস্তুত হয়েছে লুবেৎসকী তার প্রধান কারিগর বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

ইতিমধ্যে সূচীকরণের মৌলিক প্রশ্নে বিভিন্নদেশের মধ্যে ঐক্যমত গঠনের উদ্দেশ্যে ইফলার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ১৯৫৯ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য লণ্ডনে ইফলার আন্তর্জাতিক সূচীকরণ সম্মেলনের প্রাথমিক সভা হয়। পরে ১৯৬১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সূচীকরণ সম্মেলনে সূচীকরণের মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের আলোচনার ধারার সাথে কাটার বর্ণিত নীতিগুলির সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন দেশের সূচীকারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ও পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা (Anglo-American Cataloguing Rules) গঠনে সহায়ক হয়।

A Primer of Cataloguing (3) By Tapan Sen

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার

উদীয়মান পাঠাগার

পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার অন্তর্গত ১নং বাধিয়া অঞ্চলের বিদ্যাধরপুর ও উত্তর মুকুন্দপুর দুইটি গ্রাম। সংখ্যার দিক দিয়ে যদিও দুইটি গ্রাম তবু পঞ্চায়েত নিয়মানুসারে এদের একটি নাম, মুকুন্দপুর গ্রাম সভা। গ্রাম দুটি দীঘা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামদ্বয়ের লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০০। জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-দ্বেষ বা মনোমালিন্য নাই। যে কোন উৎসবে দুই গ্রামের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে কাজ করেন। হিংসা বা বিরোধ একেবারে যে নাই এ কথা বলা চলে না। তবে যে বিরোধ আছে সে বিরোধ পুঁজিপতির সঙ্গে পুঁজিপতির; সাধারণ মানুষের মধ্যে চিরমিলন বিদ্যমান। সরল গ্রাম্য পরিবেশ, সেখানকার ছেলেমেয়েরা সেই পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়। তাই গ্রাম দুইটির ছেলেমেয়েদের মধ্যে অর্থাৎ ছাত্র সমাজের মধ্যে আছে প্রীতি এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ইং ১৯৬৬ সালে এই গ্রামদ্বয়ের কতিপয় ছাত্র 'পল্লীশ্রী' নামক একটি ক্লাব স্থাপন করেন। মুকুন্দপুরে ডাকঘর স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীগণ একটি গৃহ ১৯৬৩ সালে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাকঘর না হওয়ায় জন্য ঐ গৃহে ক্লাবের কাজ চলতে থাকে। পরে গৃহটি মেরামত না করার জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

"পল্লীশ্রী" ক্লাবের এই অবস্থা দেখে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে নতুন ভাবে কাজ করার উৎসাহ জাগে। ছাত্র সমাজ একত্রিত হলেন। বিশেষ করে তাঁদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলেন মুকুন্দপুর নিবাসী শ্রীযুত মুরারী মোহন বারিক মহাশয়। ছাত্র সমাজ মুরারীবাবুকে তাঁদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

ইং ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে বিদ্যাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজ এবং তাঁদের নবনির্বাচিত নেতা মুরারীবাবুর উপস্থিতিতে একটি অধিবেশন হয়। এতে পল্লীশ্রী ক্লাব নতুন রূপে জন্ম নিল "উদীয়মান পাঠাগার" রূপে। এই পাঠাগার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ। তাই তাঁরা পাঠাগারের মাধ্যমে একটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পাঠাগারের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য দুটি গ্রামের মধ্যস্থলে একটি (বটতলায়) স্থান নির্বাচন করেন। শ্রীমুরারী মোহন বারিককে সম্পাদক এবং শ্রীউমাকান্ত পাত্রকে গ্রন্থাগারিক রূপে নির্বাচন করা হয়।

ইং ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে তার ছাত্র সংখ্যা: নিরক্ষর—২৫ জন, আক্ষরিক জ্ঞানযুক্ত—১৫ জন, মোট ৪০ জন, সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার বিশাল এবং শিক্ষক শ্রীঅমলেন্দু বিকাশ মাইতি। বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পুস্তক

সংগ্রহ করায় বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৭০০। পত্র পত্রিকার সংখ্যাও খুব কম নয়—খেলাধূলা, সমাজশিক্ষা, রাস্তা পরিষ্কার, অনুষ্ঠান, গৃহ নির্মাণ, প্রচার ও জনসংযোগ প্রভৃতি বিভাগগুলি এই পাঠাগারের অঙ্গীভূত। পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও যথেষ্ট। সপ্তাহে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতি বার বই বিলি করা হয়। এই বই বিলির গড় সংখ্যা বর্তমানে ২৫-৩০।

পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৩৮ জন। ইং ১৯৬৮ সালে সর্বপ্রথম এগার জন সদস্য নিয়ে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। বর্তমানে পাঠাগারের সভাপতি রূপে আছেন বিদ্যাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত শ্রীহরিচরণ নন্দী, বিএ, বিটি মহাশয়। সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক রূপে আছেন যথাক্রমে শ্রী মুরারী মোহন বারিক এবং শ্রীউমাকান্ত পাত্র।

রামনগর ১নং আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থার সমাজশিক্ষা সংগঠক, শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র পাল বি এ (অনার্স) স্থানীয় গ্রাম সেবক, শ্রীযুত পঞ্চানন দাস এবং স্থানীয় চন্দনপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাঃ করুণা কেতন দাস এম বি, বি এস মহাশয় এঁদের নিকট এবং বিদ্যাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নিকট এই পাঠাগার চিরকৃতজ্ঞ। এঁরা ছাড়াও পাঠাগার গ্রামবাসী বন্ধুগণের নিকট নানাভাবে ঋণী।

সরকারী সাহায্য লাভের জন্য পাঠাগার কর্তৃপক্ষ সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করেছেন। শীঘ্রই সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের মঞ্জুরী পাওয়া যাবে বলে আশা আছে।

—শ্রীপ্রণবকুমার মংগল

পশ্চিমবঙ্গের মহকুমা/শহর গ্রন্থাগারের তালিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি নিম্নবর্ণিত মহকুমা/শহর গ্রন্থাগার স্বীকৃত। প্রবর্তিত হয়েছে। এর সব কটি অবশ্য এখনও চালু হয় নি।

মেদিনীপুর

(১) আলাপিনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম।

(২) প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি শহর গ্রন্থাগার, মহিষাদল।

(৩) টালওয়ালিয়া মহকুমা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর।

২৪ পরগণা

(৪) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট মহকুমা গ্রন্থাগার, বারাকপুর।

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন মহকুমা গ্রন্থাগার, সরিষা।

(৬) বনপী সাধারণ গ্রন্থাগার, বনপী

(৭) বরিষা শহর গ্রন্থাগার, বরিষা

(৮) বরাহনগর শহর গ্রন্থাগার, বরাহনগর

(৯) কর্মব্রতী সংস্থা শহর গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা

বর্ধমান

(১০) কাটোয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, কাটোয়া

(১১) কালনা শহর গ্রন্থাগার, কালনা

(১২) রাণীগঞ্জ শহর গ্রন্থাগার, রাণীগঞ্জ

দার্জিলিং

(১৩) গ্রমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার, কার্সিয়াং

(১৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি

হুগলী

(১৫) মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ শহর গ্রন্থাগার, মাহেশ

(১৬) কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার, কোন্নগর

নদীয়া

(১৭) নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার (শহর), নবদ্বীপ

মালদহ

(১৮) হরিশ্চন্দ্রপুর শহর গ্রন্থাগার, মালদহ

পুরুলিয়া

(১৯) হরিপদ সাহিত্য মন্দির শহর গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

মুর্শিদাবাদ

(২০) কান্দী মহকুমা গ্রন্থাগার, কান্দী

উপরোক্ত কুড়িটি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের মধ্যে ৯, ১০, ১২, ১৮ ও ২০ নম্বরে উল্লিখিত গ্রন্থাগারগুলি এখনো কার্য আরম্ভ করেনি ।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও গ্রন্থাগার : নতুন বেতনক্রম

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইউ.সি.সি.র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন বেতনক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সম্পর্কে ডেপুটি সেক্রেটারী কর্তৃক শিক্ষা অধিকারকে লিখিত একটি পত্রে [নং ২১২৮ Edu (C S) ৪p-৯/৬৭ তাং ১১ই ডিসেম্বর '৬৮।] বলা হয়েছে :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার (ক) শরীরচর্চা শিক্ষার ডিরেক্টর/ইনষ্ট্রাক্টর, (খ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজ শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত করেছেন।

তাই শিক্ষা অধিকারিকের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে যে, নতুন বেতনক্রম

• বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ থেকে যথাবিহিত উপায়ে চালু করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।...

• এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ নেই, সম্ভবত ভুলক্রমে এই অনুল্লেখ। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি লেখা হয়েছে।

তবে, উক্ত আদেশের নকল যথাযথভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে অনুরূপ আদেশ পাঠানো হয়।

এই বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে :

(ক) প্রফেশনাল সিনিয়র (প্রফেসর) : বেতনক্রম ১১০০-৫০-১৩০০-৬০-১৬০০ টাকা। যোগ্যতা (i) প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ, এম.এস.সি, এম.কম. ডিগ্রী। তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী। এম. লিব. এস. সি অধিক অনুকূল যোগ্যতা

(ii) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (প্রকাশিত পুস্তকাদিসহ)

উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হবে বিধিবদ্ধ উপায়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মারফৎ। যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের (বিভাগীয় প্রধান) সমতুল।

(খ) প্রফেশনাল সিনিয়র (রীডার) : বেতনক্রম : ১০০০-৫০-১২৫০-৬০-১৪০০ যোগ্যতা :

(i) প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ., এম.এস.সি., এম.কম. ডিগ্রী। তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী। এম. লিব. এসসি ডিগ্রী অধিক অনুকূল যোগ্যতা।

(ii) কোন গ্রন্থাগারের দায়িত্বপূর্ণপদে অন্তত ৭ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা।

(iii) ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং গবেষণাকাজে অভিজ্ঞতা (প্রকাশিত পুস্তকাদিসহ)।

উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হবে বিধিবদ্ধ উপায়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মারফৎ। যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের (বিভাগীয় প্রধানের) সমতুল।

(গ) প্রফেশনাল জুনিয়র (লেকচারার) : বেতনক্রম : ৪০০-৪০-৮০০-৫০-১৫০৲।

যোগ্যতা : প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম. ডিগ্রী। তৎসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. লিব. এস. সি. ডিগ্রী। অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ, এম.এস.সি., এম.কম ডিগ্রী। তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা।

উপরোক্ত ১ এর (খ) ও (গ) সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, যাঁরা ইতিপূর্বে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে কমিশনের সুপারিশকৃত বেতনক্রমের সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের যোগ্যতা যাই হোক না কেন, তাঁরা এখনও সেই সুবিধা পেতে থাকবেন।

তবে প্রফেশনাল জুনিয়ারদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ (গ) এর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান অনড় রাখতে হবে এবং যখন যে কর্মী নূনতম যোগ্যতা অর্জন করবেন, তখন থেকেই নতুন বেতনক্রমের সুবিধা দেওয়া চলতে পারে।

এ ক্ষেত্রেও বিধিসম্মত উপায়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২। কলেজের ক্ষেত্রে (বেসরকারী)

(ক) প্রফেশনাল জুনিয়র (লেকচারার) : বেতনক্রম : ৩০০-২৫-৬০০৲।

যোগ্যতা : এম.এ, এম.এস.সি., এম.কম ডিগ্রী। তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা।

তবে যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁরা যদি বি.এ, বি.এস সি, বি.কম পাশ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন, এবং গ্রন্থাগারের কাজে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হন, তবে নতুন বেতনক্রমের সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন। যে ক্ষেত্রে এর চাইতেও যোগ্যতা কম, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত যোগ্যতা প্রাপ্ত হবার পর নতুন বেতনক্রমের সুবিধা পাবার অধিকারী। (মন্তব্য : এ ক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ বৎসর কাজ করার পর উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জিত হল বলে ধরা হবে কিনা, তার উল্লেখ নেই)।

অবশ্যই বিধিবদ্ধ ভাবে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন বেতনক্রম চালু হবে।

বিঃ দ্রঃ। অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষাদপ্তরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

FOLKLORE LIBRARY Dr. Piyushkoti Mahapatra Indian Publications. 3 British Indian Street, Cal-1. Price. 6.50. PP. 63.

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। খুব পিছনে চলে গেলেও এই শতকের প্রথম দশকের আগে আমরা পৌঁছাতে পারি না। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যেই গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু পঠন-পাঠন এবং নানা সংযোগী ও সহযোগী কর্মের ও ধ্যানের সংযোজন, আবৃতি এবং নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হয়ে এসেছে। বস্তুতঃপক্ষে ইতিহাসের পথ ধরে অতটা পিছিয়ে যেতে পারলেও, সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জনসচেতনতায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বোধ ও বিদ্যার সত্যিকার অধিবাসনা ঘটেছে একান্ত সাম্প্রতিক কালে। বিগত দুই দশক থেকেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই গ্রন্থাগার ও গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের যা কিছু প্রস্তুতি, প্রতিশ্রুতি ও সার্থকতা। তবে আমাদের এষণা ও প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত অনেকটাই সীমাবদ্ধ থেকেছে বোধে, বোধিতে, আলোচনায়, তর্কে, অধিবেশনে, সভা সমিতিতে, বাচনে ও ভাষণে, পঠন-পাঠনের নানা অভ্যাসে—অর্থাৎ এক কথায় এ শুভ ইচ্ছার নানা রূপায়ববে। আমাদের বহু ইচ্ছাই আজ পর্যন্ত বৃহৎ ব্যাপ্ত সার্থক কোনো কর্মে অনূদিত হতে পারে নি। আর তা পারেনি বলেই, অত্যন্ত দুঃখের কথা হলেও, এ দেশে, ইউনেসকোর সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো সত্যিকার আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার জন্মলাভ করতে পারে নি। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর মত প্রথম শ্রেণীর সহরেও আজ পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই।

যাই হোক তবু একালে অনেকেই আমরা গ্রন্থাগারিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি ও করছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গ্রন্থাগার পরিষদেও গ্রন্থাগার বিদ্যার চর্চা চলেছে। অনেক শিক্ষিত, মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিবান মানুষেরাও এ পথে পা বাড়িয়েছেন। এটা সুখের কথা সন্দেহ নেই। এবং নানা ধরণের কিছু কিছু গ্রন্থাগার দেশে প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিও নানা ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এবং আগেই বলেছি, পঠন-পাঠনের নানা ভূমিকায়, নানা পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকাশ, ভাষণে এবং অধিবেশনে আলোচনায় এবং প্ল্যান ও প্রোগ্রামের নানা প্রস্তুতিতে আমরা কিছুটা তৎপরতা এবং নিষ্ঠাও দেখাতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে বিনয় সরকারের ভাষায়—, বাঙালীর মগজের খ্যাতি প্রায় বিশ্ববিশ্রুত। এ সব দিক থেকে ডঃ মহাপাত্রের গ্রন্থখানি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এবং গ্রন্থাগারবিদ্যার ইতিহাসে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজনা। গ্রন্থটি বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার পরিচালনা—(লোকশ্রুতি-গ্রন্থাগার)

—সম্পর্কে বিরচিত। বর্তমানে এ ধরণের গ্রন্থাগার আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। এবং যে সব সংগ্রহশালা আছে বা গ্রন্থাগার আছে—সেখানেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থও নেই। অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহও নেই। তবু বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চার দিক থেকে এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের একটি গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা খুব সময়োচিত সন্দেহ নেই। এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বটে।

এ গ্রন্থের সমগ্র বিষয়বস্তুটি এমন একটি সীমান্ত রেখার উপর বিচরণশীল যে অন্ততঃ ২টি বিষয়ে সম্যক প্রজ্ঞা না হলেও, জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার পক্ষে এ রকম একটি গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ডঃ মহাপাত্র এদিক থেকেও যোগ্যতম ব্যক্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কর্মে তিনি ইতোমধ্যেই প্রতকীর্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা কর্মের সঙ্গেও তিনি বহুদিন ধরে বিশেষভাবে আযুক্ত থাকায়—মুদ্রণকলায় এবং প্রকাশন শিল্পেও তিনি এবন্ পারঙ্গম। লোকযান বা লোকশ্রুতি প্রসঙ্গেও তাঁর জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত। লোক সাহিত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং আলেখ্য নির্মাণেও তাঁর অভিজ্ঞতা এবং এ সম্পর্কে নানা ধরণের গবেষণালব্ধ তাঁর ভূয়োদর্শন তাঁকে এই মহৎ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে। লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সম্যক অবহিতি এবং গ্রন্থবিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রোজ্জ্বল। ডঃ মহাপাত্রের কেবলমাত্র পথিকৃতের সম্মানই প্রাপ্য নয়, পরন্তু প্রথম প্রয়াসেই তিনি যে অসামান্য সাফল্য এবং গ্রন্থাগার হিসাবে বিস্ময়কর কলাসিদ্ধি অর্জন করেছেন তা যথার্থতঃই ঈর্ষার যোগ্য। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বিষয়ানুগ এবং পরিমিত। উপস্থাপনা সহজ ও সাবলীল। এবং বিষয় বিন্যাসও পরিব্যক্ত। তবে পরিশেষের ইনডেক্সটি আর একটু দীর্ঘায়ত হলে ভালো হত। এবং সমগ্র গ্রন্থ পাঠের পর অন্ততঃ একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জির অভাব বার বার অনুভব করেছি। গ্রন্থের মধ্যেও নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গের অবতারণায় গ্রন্থকার যদি কিছু অমর গ্রন্থের উল্লেখ করতেন তাহলে গ্রন্থখানির মর্যাদা আরো অনেক বৃদ্ধি পেত বলে মনে হয়। এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এ ধরণের গ্রন্থে ফুটনোট ব্যবহারে আমি মোটেই অনীহ নই, পরন্তু প্রত্যাশী।

গ্রন্থ মধ্যে বিস্তৃত প্রকরণ বিন্যাসে, বিষয়টি তার সামগ্রিকতার ঐশ্বর্য পূর্ণায়ত হয়ে ধরা পড়েছে। Background Materials, Classification, Cataloguing, Administration, Services to the readers, Preservation এই ন'টি ভাগে সমগ্র বিষয়টিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বক্তব্যের স্পষ্টতায়, ভাষার প্রবহমানতায় এবং সুন্দর সার্থক উদাহরণ প্রয়োগে গ্রন্থটি অদীক্ষিত সাধারণ পাঠকেরও মন জয় করবে। কিন্তু ডঃ মহাপাত্র বিশেষজ্ঞদেরও যদি তাঁর গ্রন্থের পাঠকসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেবার প্রয়াসী হতেন তাহলে গ্রন্থটি আরো সর্বাঙ্গসুন্দর হত। এত শ্রম ও নিষ্ঠার সম্প্রযোগে তিনি যখন এ রকম একটি গ্রন্থ, সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করলেনই তখন আরো একটু গভীর ও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করলে আরো ভালো হত। উপস্থাপনায়, আঙ্গিকে এবং বিন্যাসে আরো

একটু ব্যাপক ও বৃহত্তের অনুসারী হলে চমৎকার হত। হয়তো তিনি বিষয়টির নতুনত্ব স্মরণ করে, এবং আমাদের দেশের পটভূমি—বিশেষ করে আমাদের লঘু চিত্তের সহজিয়া বুদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করে এবং সর্বোপরি গ্রন্থটির বিরল ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে, সমস্ত জটিলতা ও দুরূহ সব পরিণামী ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ পরিহার করে, যথাসম্ভব সহজ করে বিষয়টি আলোচনা করতে চেয়েছেন। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সার্থক নিশ্চয়ই। বইটি একান্ত ভাবেই বহুজন সমাদৃত হয়েছে। তবে ইয়োরোপে এবং আমেরিকায়, লোকশ্রুতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং পঠন-পাঠন এমন পূর্ণতার স্তরে এসে পৌঁছেছে যে বিষয়টির মধ্যে অনেক অনেক বিমিশ্র সূক্ষ্ম জটিলতা ও প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে গিয়েছে।

আমাদের দেশের সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত লোক সাহিত্যের সংগ্রহ এবং সংরক্ষণেও রবীন্দ্রনাথ আদি পুরুষ। তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' এদিকে প্রথম প্রচেষ্টা। এবং এ সব কাজ কবিগুরু করে গিয়েছেন বিগত শতকের শেষ ভাগে। হয়তো আজকের মত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যান নি, কিন্তু তিনিই প্রথম আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। আমাদের কালে ব্যাপকভাবে লোকশ্রুতির চর্চা আমাদের দেশেও যখন শুরু হয়েছে এবং আমাদের শিক্ষিত সমাজের বড় একটি অংশ এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল, এমন কি বিষয়টি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন আশা করা যায়,—আমাদের দেশেও লোকযান সম্পর্কিত বিশেষ গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালা প্রচুর স্থাপিত হবে। এবং তখন এ গ্রন্থের সমাদর অবশ্যম্ভাবী। সেই অগ্রগতি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করেই মনে হয়েছে বিষয়টি আরো একটু বিস্তৃত-ভাবে এবং গভীর ভাবেও আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে Materials, Acquisition, Classification এবং Service to reader এই চারটি অধ্যায় আরো তথ্য এবং বিভিন্ন তত্ত্বের সমাবেশে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় প্রচলিত নানা পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে আরো সম্যকভাবে আলোচিত হলে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হত।

Classificasion প্রসঙ্গে ডঃ মহাপাত্র ডিউই ডেসিম্যাল স্কিম নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি তাঁর ভাষায়ই অন্যান্য "good number of classification schemes prepared by experinced and talented librarians" সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলে সুন্দর হত। ডিউই পদ্ধতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেও বলা যায় যে, ইয়োরোপে এবং আমেরিকার বিভিন্ন লোকশ্রুতি গ্রন্থাগারে এবং সংগ্রহশালায় ঐ সব "exprienced and talented librarians" প্রবর্তিত স্কিমগুলির উপযোগিতা-সময়ের হাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই বিষয়টির উপরে, ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনগুপ্ত আলোকপাত করেছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। ঠিক তেমনি "Service to reader" এবং "Acquisition" প্রসঙ্গেও আধুনিক ইয়োরোপ-আমেরিকার গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালায় প্রবর্তিত নানা পদ্ধতিগুলি এখানে উল্লেখিত হলে সুসঙ্গত হত।

উপকরণ অর্থাৎ 'Materials' এর তালিকাটিও আরো একটু বিস্তৃত হলে সুসমন্বিত হত।

কী হলে আরো ভালো হত—, সুন্দর হত—এ নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ, আরো ভালোর কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। আপাততঃ ড: মহাপাত্র তাঁর এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থে আমাদের যা উপহার দিয়েছেন—তাতেই আমরা পরিতৃপ্ত, বিস্মিত এবং কৃতকৃতার্থ। তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি যে এ ধরণের একটি বিরল এবং দুরূহ বিশেষ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। এ কথা নির্দ্বিধায় আমরাও বলছি যে, প্রথম প্রয়াসের সমস্ত ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি ভারতীয় গ্রন্থবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম সংগ্রহ। শ্রদ্ধেয় ড: নীহাররঞ্জন রায়ের ছোট মুখবন্ধটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে গ্রন্থখানির বহিরঙ্গ সজ্জা অর্থাৎ মুদ্রণ এবং প্রচ্ছদ সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। গ্রন্থের আকৃতি সাধারণ ডিমাই সাইজের হলেই যেন ভালো হত। এবং মুদ্রণ ও বন্ধনও আর একটু পরিপাটি এবং শ্রীমণ্ডিত হলে গ্রন্থের অন্তরঙ্গ জনসাধারণের সমন্বয় ঘটতে পারত। অলমতি বিস্তারেণ।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বিদ্যাসাগর রচনাবলী। দেবকুমার বসু সম্পাদিত। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ প্রকাশিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১০·০০।

ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর মানসাকাশ যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর আবির্ভাবে উজ্জ্বল হয়েছিল বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী সুপ্তির পর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণ ঘটে। আমাদের সমাজ যখন কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে আচারসর্বস্বতাকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার জীবনের ক্ষীণ হৃদ্‌স্পন্দনকে বজায় রাখতে ব্যগ্র হয়েছিল জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিলগ্নে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর রামমোহনের উত্তরসাধক। সমাজ সংস্কার ও সাহিত্যের ভিত্তি-নির্মাণে রামমোহনের কাজকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান বিদ্যাসাগর। "বিদ্যা-সাগরের চরিত্র বিচার করলে আমরা প্রধানতঃ তাঁহার তিনটি মানসবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি—সংস্কারমুক্ত মন, মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ।" শতাব্দীকাল পরে বলে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের ধারণা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট হবে কি না জানি না। না হওয়াই স্বাভাবিক। এই আশঙ্কায় তাঁর সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক হিসাবে তাঁর লেখা একটি পত্রের কয়েকছত্র উদ্ধৃত করছি, "আমি বার্কলের দর্শন আমার কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত করি নাই, কারণ উহাতে ছাত্রগণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া বরং আরও বদ্ধমূল হইবে; তেঁহেতু তাহারা একজন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মুখে বেদান্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে।" শতাব্দীকাল পূর্বের কোন ব্রাহ্মণ পরিবারজাত সন্তানের এহেন উক্তি প্রায় অবিশ্বাস্য।

জীবনবাদী বিদ্যাসাগর সব কিনিষের মূল্যায়ন করতেন দৈনন্দিন জীবনের উপযোগিতার আলোকে। সেই জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করছে তাঁর এই উক্তি। তাঁর যুক্তিবাদী মনের যথাযথ পরিচয় পেতে গেলে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মানবপ্রেম এমনই গভীর ও ব্যাপক যে তাঁর পরিচয় পাবার জন্য কোন গবেষণা প্রয়োজন হয় না। তাঁর সমগ্র জীবনই মানবপ্রেমের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। তাঁর বহু সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে এই মানবপ্রেমের অনুপ্রেরণা। সুগভীর মানবপ্রেম বলেই তাঁর জন-নরেন্দ্র নামক অর্ণবযানের জলমগ্ন হাওয়ার ঘটনায় বলেছিলেন, দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের লোককে একত্র ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া এই সাতশত লোককে একত্র একসময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ! এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছে বলিয়া বোধ হয় না।'

বিদ্যাসাগরের 'প্রধান কীর্তি বঙ্গ ভাষা।' বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে যতি-চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ এবং সার্থক অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে কি ভাবে শুষ্ক জড়ভাষার দেহে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তা আজ কোন ব্যক্তির কাছে অবিদিত নয়। ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জীবনের পঙ্ক-পল্বলে সাগরের সমগ্র লবণাম্বুরাশির প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন যে পুরুষসিংহ সেই বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়েছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী শ্রীদেবকুমার বসু। চারখণ্ডে সমাপ্য রচনাবলীর যাঁরা প্রকাশ করেছেন (অধুনা অপ্রাপ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত) তাঁরা এমন সমগ্রিকভাবে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বর্তমান কাঞ্চনকৌলিন্যের যুগে খ্যাতিলাভের সহজ পন্থা পরিহার করে বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশের দ্বারা তিনি 'জাতীয়-কর্তব্য' পালন করতে অগ্রণী হয়েছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত না করে পারছি না। সযত্ন প্রকাশিত এই রচনাবলীর দিকে সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তাঁরাও বঞ্চিত জাতীয় ঋণ পরিশোধে সমর্থ হবেন বলে মনে করি। আর একটি কারণে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী গ্রন্থাকার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের পরম সহায়ক। সেটি এই: সম্পাদক মশাই খণ্ডগুলির শেষে একটি করে গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছেন। এই গ্রন্থপঞ্জী থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ ও জীবন সম্পর্কিত বহু তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরীভূত হবে। বলাই বাহুল্য, গবেষক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে এর মূল্য বড় কম নয়।

তোলানাথ ঘোষ

Review of Books

ঠিকানা বদল

Ring out the old, ring in the new…

ইংরেজী পুরানো বছর ১৯৬৮ বিদায় নিল ; ১৯৬৯ শুরু হল। আর ডিসেম্বর মাসের গোড়া থেকে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুরানো ঠিকানা তেত্রিশ নম্বর হজুরীমল লেন থেকে নতুন ঠিকানায় উঠে যাবার। নতুন ঠিকানা পি, ১৩৪, সি আই টি স্কীম, ৪২, কলিকাতা ১৪ ; অর্থাৎ ১০ কিংবা ৩৩ নং বাসে শিয়ালদা থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যেতে এন্টালী পদ্মপুকুর বাস ষ্টপেজের কাছে নেবে গলি দিয়ে একটু এগিয়ে এলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন ভবন। নতুন পাড়ায় নতুন পরিবেশে এই জটিল নতুন ঠিকানায় পরিষদের দপ্তর, গ্রন্থাগার, প্রকাশন বিভাগ, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার দপ্তর ইত্যাদি সবই চলে যাচ্ছে। নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে প্রথম প্রথম হয়তো অনেকেরই অসুবিধে হবে। বিশেষ করে কলকাতার বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন। তাছাড়া যাতায়াতের অসুবিধাও একটু হবে। তবু নতুন ঠিকানায় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি—ওটাই যখন এখন পরিষদের নিজস্ব ভবন ! পরিষদ তার নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হল এ খুবই সুখের কথা। তবু একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে ! সেই 'কিন্তু' হচ্ছে পিছনে ফেলে রেখে আসা হজুরীমল লেনের ষোল বছরের অত্যন্ত অভাস্থ, পরিচিত সেই স্থানটি ছেড়ে যাচ্ছি বলে।

… …Growl you may but go you must……

লরি ও টেম্পোযোগে পুরানো বাড়ী থেকে নতুন বাড়ীতে মালপত্র চালান হচ্ছে—টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ক্যাবিনেট, র‍্যাক, বই, কাগজপত্র ইত্যাদি ; জিনিষপত্র বাঁধাছাদা, গোছানো, ওঠানো-নামানোয় সবাই ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই অনেক জিনিসপত্র সরানো হয়ে গেছে। ঘরগুলি কেমন অস্বাভাবিক ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

স্মৃতিচারণ করতে বসে অতীত ঘটনাপ্রবাহ এবং ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের বর্ণনায় হয়তো একটু অতিরঞ্জন দোষ এসে যেতে পারে। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে থাকে সহস্র রকমের তিক্ততা, গ্লানি, অসাফল্যও ও বেদনা। কাল অতীত হয়ে গেলে সেই সব তিক্ততা, গ্লানি, অসাফল্য ও বেদনা আমাদের মন থেকে মুছে যায়—মনে থেকে যায় শুধু বড় বড় ঘটনা—আমাদের সাফল্যের মোদ্দাকথা—ছোটখাট অসাফল্যের ও মনোমালিন্যের কথা আমরা ভুলে যাই। পিছনে ফেলে রেখে আসা হজুরীমল লেনের ইতিহাসও আমাদের কাছে তেমনি মনে হচ্ছে। বিশেষ করে এই দীর্ঘ সময়ের পুরো সময়টাই যাঁদের এই হজুরীমল লেনে ছিল, 'নিত্য আনাগোনা', তাঁদের কাছে আজ এটাই মনে হবে।

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত হজুরীমল লেনে পরিষদের এই ষোল বছরের জীবনেই নানা দিক দিয়ে সাফল্য দেখা দেয়,এ সাধারণের মধ্যে এর পরিচিতি ব্যাপক হয়—গ্রন্থাগারবিদ্যা স্বীকৃতি লাভের পথে

দ্রুত এগিয়ে চলে। হুজুরীমলের এই সান্ধ্য কার্যালয়ে এসেই পরিষদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। কর্মচঞ্চল সান্ধ্য কার্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে কত বিভিন্ন লোকের আনাগোনা হয়েছে। বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকগণ এই অখ্যাত গলিতে এসেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় পরিদর্শনে। এখানকার কর্মচাঞ্চল্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত এস আর রঙ্গনাথন, শ্রীযুক্ত বি এস কেশবন প্রভৃতি —এখনো তাঁরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথা উঠলেই প্রায়ই সেকথা উল্লেখ করেন।

হুজুরীমল লেনে এই লেখকের আনাগোনা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৫২ সালেই। অবশ্য 'নিত্য আনাগোনা' শুরু হয়েছিল অনেক পরে। কলকাতার একটি গ্রন্থাগারকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করতে সেই গ্রন্থাগারের জনৈক কর্মী পরিষদের অফিসে এসেছিল। তখন পরিষদের অফিস ছিল এই হুজুরীমল লেনেরই ২৯।২ নম্বরে। প্রথম দিন অফিসে ঢুকতেই ধোপদুরস্ত কোচানো ধুতি এবং গিলে করা পাঞ্জাবী পরা, মুখে সিগারেট অতি সৌখিন এক ভদ্রলোককের দেখা পাওয়া গেল। পরে জানা গিয়েছিল তিনি পরিষদের তখনকার কর্মসচিব শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তখন প্রথম সাক্ষাতে পরিষদের কর্মধারা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল নিতান্তই ভাসা ভাসা। এর অল্প কিছুকাল পরেই সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র হিসেবে এই পরিষদে তার আনাগোনা শুরু হয়েছিল আবার। সে সময়ে পরিষদের প্রায় সব কর্মকর্তা এবং বহু কর্মীর সংগে তার পরিচয় হয়েছিল। তার পক্ষে তখন থেকে মনে করার কোন অসুবিধা হয়নি যে সেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরই একজন। এই হুজুরীমল লেনের সান্ধ্য কার্য্যালয়ের যেন কি একটা আকর্ষণ ছিল, একটা যেন প্রচ্ছন্ন আহ্বান ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ের সেই আবহাওয়াটা যেন আর বজায় নেই। গত কিছুদিন যাবত পরিষদ যেন খুবই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। হয়তো এটা মনের ভুলও হতে পারে।

পরিষদের এই সান্ধ্য কার্যলয়ে একদিকে বিপুল উদ্যমে এবং প্রচণ্ড বেগে কাজ চলত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কূট এবং জটিল তর্ক থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্ক কোন কিছুই বাদ যেত না। একদিকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করত—দপ্তরের কাজ চলত—'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তারই মধ্যে মাসে মাসে প্রকাশিত হত—এক একদিন যেন ঝড় বয়ে যেত। নৈনিক হরেনের দোকানের কয়েক গ্যালন চা ওরফে পাঁচনও উড়ে যেত (অবশ্য দোকানটি আসলে হরেনের নয়, দোকান শ্যামবাবুর ; কিন্তু দোকানের কর্মী শ্রীহরেন চা পরিবেশন করত এবং দোকানের সর্বেসর্বা ছিল বলে এখানে হরেনের দোকান বলেই পরিচিত)। চা কে খাচ্ছে এবং কে দাম দিচ্ছে তা নিয়ে প্রায় সময়েই মাথা ঘামাত না কেউ। দাম না পেলে অবশেষে দু' একজনের কাছ থাকে যে দামটা পাওয়া যাবে সেটা হরেনের জানা ছিল।

B L A কে রহস্যচ্ছলে কেউ কেউ Bengal Lunatic Asylum বলে থাকেন দেখেছি। [পরিষদের Lunatic গণ মার্জনা করবেন আশা করি] কিন্তু এই

হজুরীমল লেনেই কত নাটক অভিনীত হয়েছে—কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই ষোল বছরে—তাঁদের মধ্যে যে কিছু বাতিকগ্রস্থ লোকও ছিল না এ কথা জোর করে বলা যায় না। এদের কেউ বা 'লাইব্রেরী লাইব্রেরী করিয়া আপনার আখিক পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন'—কেউ কেউ উপহাসের পাত্র হয়েছেন।

একঘেয়ে নীরস কাজ, ফাইল, চিঠিপত্র, ড্রাফ্‌ট, মেমোরাণ্ডাম, সভা, বিতর্ক ইত্যাদির মধ্যে এরাই এনেছে জীবনের দু'এক ছিটে ফোঁটা—সরস এবং হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণায় যান্ত্রিকতার একঘেয়েমী দূর হয়ে গেছে। এইসব ছোটখাট ঘটনাও তুচ্ছ করবার নয়।

আমেরিকার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নামের আগে 'ডাক্তার' টাইটেল দেখে একবার কোন রোগী তাঁকে কল দেবার প্রস্তাব করেন। বাড়ীর পরিচারিকা ফোনটি ধরেছিল। বিজ্ঞানী সকর্ণে শুনলেন যে তাঁর দাসী বলছে, 'উনি তেমন ভালো ডাক্তার বলে আমার মনে হয় না, কোন রোগ উনি ভালো করতে পারবেন বলেও মনে হয় না', আপনি বরং অন্য ডাক্তার দেখান।'

বেশ কয়েক বছর আগে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে ফোন করতে হয়েছিল। অফিস বন্ধ হতে তখনো বেশ কয়েক মিনিট বাকী। ফোনটা কেউ ধরছে না দেখে ছেড়ে দেব ভাবছি, এমন সময় অপর প্রান্ত থেকে অত্যন্ত বিরস কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো, কাকে চাই?'

'এটা কি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিস?' আমার এই প্রশ্নের জবাবে অপর প্রান্তের রাগতস্বরের জবাব এল, 'আজ্ঞে না মশাই, এটা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের অফিস।' উত্তরদাতা ফোনটা ঠকাস করে সম্ভবত টেবিলের ওপরেই নামিয়ে রাখলেন। কয়েকবার 'হ্যালো', 'হ্যালো' করেও আর সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু পরেই ঠাস ঠাস জানালা বন্ধের শব্দ পাওয়া গেল এবং অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা কিছু সংলাপও কানে আসতে লাগল:

"আজ কেউ নেই, ভাবছি একটু সকাল সকাল বাড়ী যাব···রোজতো রাত দশটার আগে বাবুদের নড়বার নাম নেই···হুঁ, যতোসব···একটা আড্ডাখানা···হবে না? ঘর সংসার তো কারো নেই···যত সব পাগলের আড্ডা···রাত নটার সময় আবার ফোন হুঁ···

এ সংলাপ আদৌ না অপর কারো উদ্দেশ্যে তা ঠিক বোঝা না গেলেও এ যে পরিষদের সেই সুবিখ্যাত ম্যানেজারের উক্তি তা আর বুঝতে অসুবিধা হল না।

দোষ অবশ্যই দেওয়া যায় না। তখন জানুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীত। আর এ দৃশ্য তো অতি পরিচিত—অফিস বন্ধ করার সময় বহুক্ষণ পার হয়ে গেছে, তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছে বা কাজ হচ্ছে—ম্যানেজারের শত তাড়াতেও কেউ উঠবার নাম করছে না।

হঠাৎ একদিন কোন এক প্রাক্তন কর্মকর্তার সংগে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও বেচারা ধরা পড়ে গেল।

'কী তোমাকে যে আজকাল কোন ব্যাপারেই দেখা যায় না? পলায়নপর ব্যক্তি কাতর হয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই, ট্রেনটা ফেল করব। আজকাল মোটেই সময় পাই না,—অফিসের কাজে রাত নটা দশটা হয়ে যায় ফিরতে।'

কিন্তু পরে দেখা গেল মহাপুরুষটি রোজই সন্ধ্যা ছটার ট্রেনে বাড়ী ফেরেন। আরও একটু খবর নিয়ে জানা গেল, বউয়ের কড়া নির্দেশ আছে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়ী ফেরার।

ব্যক্তি অবশ্যই সংগঠনের চেয়ে বড় নয়। তবুও সত্যিকারের কর্মী দুর্লভ। এ কথা শুধু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নয় সকল সংগঠনের বেলায়ই সত্য। কোন দু'জন লোকই একরকম নয়। যে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ সমস্যা, কর্মস্থলের কাজকর্ম, পারিবারিক কর্তব্য—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি কর্তব্যও নিশ্চয়ই পালন করতে হবে। এমন কি, যারা অকৃতদার তাদেরও কোন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা নেই এ কথা বলা যায় না। বেশ কিছু মধ্যবয়সী পুরানো এবং অভিজ্ঞ কর্মী নানা কারণে পরিষদ ছেড়ে গেছেন—কারো হয়তো দূরে চলে যেতে হয়েছে চাকুরীর খাতিরে—কেউ বা অন্য কারণে এখন আর পরিষদে আসতে পারেন না।

পরিষদের জনৈক প্রবীণ কর্মকর্তা নাকি একবার পরিষদের কোন একজন কর্মীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে স্বগতোক্তি করেছিলেন,—'এই মরেছে, তবে তো এমন ভালো কর্মীটিরও হয়ে গেল।'

তবু সুখের বিষয়, সাম্প্রতিক কালে পর পর কয়েকটি শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল—সমবৃত্তিধারীদের এবং পরিষদের কর্মীদের মধ্যেই। শ্যামবাজার, বেহালা ও বালিগঞ্জে সানাই বেজে উঠল। আর বি এল এঁর সেই সব নাম করা ভোজনরসিকের রসনাতৃপ্তির ভালো-রকম বন্দোবস্তই হয়েছিল এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানে। ব্যক্তিগত জীবনেরও যে দাবী আছে··· তাতো পূরণ করতেই হয়! এঁরা তা করেছেন। এঁদের কল্যাণ হোক। হয়তো হুজুরীমল লেন এঁদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়েই থাকবে।

আর কয়েকদিন পরেই যখন অফিস এই হুজুরীমল লেন থেকে চলে যাবে তখন বন্ধ হয়ে যাবে পরিষদের লোকজনের যাতায়াত এই পথে—হরেনের দোকানের মালিককে আর হেঁকে বলতে শোনা যাবে না—'বারো কাপ চা, বেঙ্গল লাইব্রেরী'—থাকবে না ছাত্রছাত্রীর ভীড়। বঙ্গিনাথবাবুদের বাড়ীর (৩০ নং হুজুরীমল লেনের বাড়ীটি বঙ্গিনাথ বাবুদেরই—তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী এবং পরিষদেরও পার্ট টাইম কর্মী; অকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে) সামনে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো কোন সংশয়গ্রস্ত পথিক উল্টোপিঠে হরেনের চায়ের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—'আচ্ছা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসটা কোথায় গেল বলতে পারেন?' আর এই শর্মা ভাবছে:

I shall not pass this way again.

—ভণ্ডুলানন্দ শর্মা।

The shifting to a new address

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

কলকাতার কেন্দ্রীয় জলসভা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ষ্টুডেন্টস হলে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য। শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারিকদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ডঃ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তনের কথায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু মহাশয় বলেন, সর্বপ্রথমে শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় হুগলি জেলায়। ১৯৩৭ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার শিক্ষণ প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বতোমুখী করে তুলেছে গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগার দিবসে-গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রবর্তন সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রত্যেকটি প্রস্তাবকেই কার্যকরী করে তোলার জন্য প্রত্যেককেই সক্রিয় হতে হবে। এ ছাড়া বড় প্রয়োজন উপযুক্ত বইয়ের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবগুলি সভায় অনুমোদনের প্রস্তাব হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন গ্রন্থকার ও গ্রন্থাগার পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে না। উপযুক্ত চাঁদা ও দান গ্রহণ করেও গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শ্রী রায় উৎকৃষ্ট মানের বই প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতিতে প্রত্যেকেই যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন সেজন্য ডঃ অমিয় কুমার সেন সভাস্থ সকলের নিকট আবেদন জানান।

পরিষদের সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার যদিও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান তবুও সমাজের প্রত্যেকের কাছ থেকে গ্রন্থাগার কোন সাহায্য পায়নি। আর গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথমে এগিয়ে এসেছেন গ্রন্থাগারিকেরাই। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতে গ্রন্থাগারের জন্য মাথাপিছু স্বল্প ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য শেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং অনুরূপ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

অদ্য ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেছে :

১। এই সভা মনে করে যে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষর নিরক্ষর ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দুরবস্থা এবং অসংগঠিত অবস্থার স্থায়ী সমাধান একমাত্র সুসংবদ্ধ ও আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পরে নির্বাচিত বিধান মণ্ডলী পশ্চিমবঙ্গে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে তৎপর হইবেন বলিয়া এই সভা আশা করিতেছে।

২। এই সভা মনে করে, কলিকাতা মহানগরীতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতার নাগরিকগণ একটি পৌর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য কলিকাতা পৌর সভাকে অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে পৌরসভা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রস্তাবটিকে অনির্দিষ্ট কালের মত স্থগিত রাখিয়াছেন। এই সভা অবিলম্বে কলিকাতা করপোরেশনের পরিচালনায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। এই সভা মনে করে যে, দেশের প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে একটি করিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের খুব কম বিদ্যালয়েই যথোচিত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। এই কারণে এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রতিবেদক :—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Library Day News

সম্পাদকের নিবেদন

পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশে বিলম্ব হবে বলে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত 'গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ' ও 'গ্রন্থাগার সংবাদ' এবং 'বার্তা বিচিত্রা' সংক্রান্ত সংবাদগুলি এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।

পরিষদের সদস্যগণকে অবিলম্বে তাঁদের দেয় বার্ষিক চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করছি। পরিষদের বর্তমান আর্থিক সংকটে তাহলে অন্ততঃ কিছুটা সাহায্য করা হবে।

—স. গ্র.

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

একই লক্ষ্যের অভিমুখে (সম্পাদকীয়)
সূচীকরণ প্রবেশিকা (৪) তপন সেনগুপ্ত
ডি-আর-টি-সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮)
সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ইন্দোরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলন
ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়
বুখারেস্টের যে সব লাইব্রেরীতে পড়েছি অমিতা রায়
চিঠিপত্র
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ
গ্রন্থাগার সংবাদ
বার্তা বিচিত্রা

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা ঃ মাঘ ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৩ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খ্যাত-অখ্যাত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধারণ কার্যালয়ে (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন, পি, ১৫৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে।
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় চিঠিপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

উত্তরপাড়া। হুগলী

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব সমিতির ব্যবস্থাপনায় ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯ উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতিত্ব করিবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের ডীন ডঃ অমলেন্দু বসু।

সম্মেলনে 'পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা' ও 'পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে দুইটি মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপিত হইবে।

সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রবন্ধ বা সুপারিশ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। বিষয় দুইটির গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই; এই কারণে তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ এ ক্ষেত্রে আলোচনার বহির্ভূত থাকিবে। তথ্যাদি লেখক কর্তৃক গৃহীত বা অন্য প্রামাণ্যসূত্রে সংগৃহীত হইতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত ধারায় আলোচনা করা প্রয়োজন :

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা :

১. উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি, ২. কর্তৃপক্ষের সংবিধান, গঠন ও কার্যক্রম, ৩. কর্তৃপক্ষের স্তরবিন্যাস, ৪. অর্থসাহায্যের রূপ, ৫. আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যবস্থা।

পশ্চিম বঙ্গে বিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা :

১. বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয় ও তাহাদের ছাত্র সংখ্যা।

২. বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা :

(ক) স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কক্ষ, (খ) গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময়, (গ) পুস্তক ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ, (ঘ) বৎসরে ছাত্রদিগকে পুস্তক লেনদেনের সংখ্যা ও সুযোগ, (ঙ) বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের সংখ্যা, (চ) মোট পুস্তক সংখ্যা।

৩. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সংক্ষিপ্ত সুপারিশ সমূহ।

আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাবলী আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি। ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

- সম্মেলন ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। ৪ এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-০০ ঘটিকায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ৬ এপ্রিল, রবিবার অপরাহ্ণ ৫-০০ ঘটিকায় সমাপ্ত হইবে।
- যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদ সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নহেন তাঁহাদের দুই টাকা করিয়া প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য-প্রতিষ্ঠান দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।
- প্রত্যেকের নিজস্ব মশারি ও বিছানা আনিতে হইবে। সম্মেলনে অবস্থান ও আহারাদির জন্য জন প্রতি মোট ৬·০০ টাকা ধার্য হইয়াছে। অতিরিক্ত আহারাদির জন্য প্রতি বেলায় অতিরিক্ত ১·৫০ হিসাবে দিতে হইবে এবং এই সম্পর্কে পূর্বেই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে।
- সম্মেলনে আহারাদির জন্য দেয় টাকা এবং যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের নাম কর্মসচিব, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব সমিতি, উত্তরপাড়া, হুগলী এই ঠিকানায় ২ এপ্রিল, ১৯৬৯ মধ্যে পাঠাইতে হইবে।
- কলিকাতা হইতে সম্মেলনে উপস্থিত হইবার যাতায়াত ব্যবস্থা :
  ১. শ্যামবাজার (টালা খাল ধার) হইতে শ্রীরামপুরগামী ৩ নং বাসে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী। ভাড়া ৩৩ পয়সা। শ্রীরামপুর হইতে ঐ গ্রন্থাগার, ভাড়া ২৬ পয়সা।
  ২. হাওড়া রেল ষ্টেশন হইতে ৫১, ৫৪, ও ৫৬নং বাসে বালি খাল পর্যন্ত ভাড়া ২২ পয়সা। বালি খাল হইতে গ্রন্থাগার পদব্রজে ৭ মিনিটের পথ। রিক্সাও পাওয়া যায়। হাওড়া রেল ষ্টেশন হইতে উত্তরপাড়া ষ্টেশন ট্রেনে ভাড়া ৩২ পয়সা। ষ্টেশন হইতে গ্রন্থাগার ভবন ১২ মিনিটের পথ।
  ৩. শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন হইতে ডানকুনি শাখার বালিঘাট ষ্টেশন, ভাড়া ৪০ পয়সা।
- অন্যান্য সংবাদের জন্য কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন, পি. ১৩৪, স্কিম ৫২, (বেচুলালরোড) ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪, অথবা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়,
অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী
১১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব কমিটি,
উত্তরপাড়া, হুগলী

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, স্কিম নং ৫২,
বেচুলাল রোড, ইণ্টালি,
কলিকাতা-১৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১০ | ১৩৭৫, মাঘ

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ একই লক্ষ্যের অভিমুখে ॥

বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা এখন আমাদের দেশে স্বীকৃত হলেও এই বৃত্তিকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা গ্রন্থাগারিকেরা যে খুবই সচেষ্ট একথা বলা চলে না। স্বাধীন ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজে অন্যান্য বিশিষ্ট বৃত্তিধারীদের মতই গ্রন্থাগারিকদের কি স্থান হবে এজন্য গ্রন্থাগারিক বৃত্তির লোকেরা খুব একটা উদ্বেগ বোধ করেন বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শনও যে কয়েকটি মূলসূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে নিরন্তর গবেষণা ও চিন্তাচর্চার প্রয়োজন আছে এ সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে শতকরা কতজন অবহিত? আমরা গ্রন্থাগারিকরা কি একই লক্ষ্যের অভিমুখে চলেছি? বোধ হয় নয়।

বৃত্তির উন্নতিকল্পে এ যুগে সারা দুনিয়ার বৃত্তিধারীরা স্ব স্ব বৃত্তিধারীদের সংগঠন গড়েছেন এবং সেই সংগঠনের পতাকাতলে সংঘবদ্ধভাবে এসে দাঁড়াচ্ছেন: গ্রন্থাগারিকেরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষেও গ্রন্থাগারিকদের সংগঠন গড়া হয়নি এমন নয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত সংহতি গড়ে উঠেছে কি? ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সহ কয়েকটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং প্রতি রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। মুষ্টিমেয় লোকেই এই সব পরিষদ আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। বেশীর ভাগ বৃত্তিধারীদেরই এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায় না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণা ও চিন্তাচর্চা নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। প্রকৃতপক্ষে গবেষণার জন্য যে উচ্চাশা, মেজাজ এবং শিক্ষা থাকা প্রয়োজন আমাদের মধ্যে অল্প লোকেরই তা আছে। অপ্রিয় সত্য হলেও একথা বলতে হয় যে, গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রাপ্ত এমন বহু সুযোগসন্ধানীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের লক্ষ্য থাকে কেবলমাত্র উচ্চ বেতনহারের কর্মখালির বিজ্ঞাপনের দিকে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জন্য এদের দরদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন উচ্চপদে আসীন হলে এই সব ব্যক্তির চরিত্র সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়। তখন গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার বৃত্তি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং স্বধর্মী গ্রন্থাগার বৃত্তিধারীদের আর কিছুরই এঁরা পরোয়া করেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত এই সকল ব্যক্তির দ্বারা গ্রন্থাগারিক সমাজের তথা দেশের যে কোন উপকারই হবে না একথা সহজেই অনুমেয়।

অপরদিকে এমন অনেক মেধাবী ছাত্র পাওয়া যাবে যারা সত্যই গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নতিতে সহায়তা করতে পারতো, কিন্তু সুযোগের অভাবে ও আর্থিক অনটনের জন্য উচ্চশিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারা প্রবেশই করতে পারছে না এবং একটা সামান্য বেতনের চাকুরী জোগাড় করতে পারছে না বলে যাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে। আর অনেক ক্ষেত্রেই কর্মে নিয়োগের সময় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কিংবা মেধার বিষয়ে কোন বিবেচনা করা হয়না।

সুতরাং আমাদের দেশে যে এমন অবস্থায় বৃত্তির উন্নতি কি করে হবে তা ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ জি সি-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন বেতনক্রম চালু হতে যাচ্ছে। কিন্তু একথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন একবার এই বেতনক্রম চালু হলে কজন প্রকৃত গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নতিকামী লোক এই সব পদে নিযুক্ত হবেন। আর তখন, আশংকা হয়, গ্রন্থাগার বৃত্তির অগ্রগতি আরও কিছুদিন পিছিয়ে যাবে। এ নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কি কিছুই করণীয় নেই ?

কিছুদিন থেকে আর একটি নতুন সুর শোনা যাচ্ছে। উচ্চ বেতনের পদে এখন থেকে গ্রন্থাগারিকদের বদলে স্কলারদের নিয়োগ করার স্বপক্ষে কেউ কেউ ওকালতি করছেন। এটা যে খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলাই বাহুল্য। এর অর্থ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করা। এতে সুযোগসন্ধানীদের এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে গ্রন্থাগারবৃত্তির সংহতিকে আরও নষ্ট করার সুযোগ এসে যাবে। কারণ যাই হোক, এই চিন্তার লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করে অনুসন্ধান করার সুযোগ কমই। কাজেই একজন গবেষকের সমস্যা আর একজন গবেষকই সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। সেজন্যই গবেষক পণ্ডিতকে গ্রন্থাগারের মাথায় প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রস্তাব আসছে।

কিন্তু আজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যখন একজন বিজ্ঞানীকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করে রাখবার মতো ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেছে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহু ধরণের গবেষণা হচ্ছে এবং এই গবেষণা ও চিন্তাচর্চা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তখন যদি একজন গবেষক পণ্ডিতকে গ্রন্থাগারের মাথায় বসানো হয় তখন ব্যাপারটা কি রকম হবে? গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয় আয়ত্ত করতে উক্ত গবেষক পণ্ডিতকে তাঁর নিজের বিষয়কে ক্রমশঃ ভুলে যেতে হবে। তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয়ে কিছু না জেনে এই বিংশ শতাব্দীতে যদি এ ধরণের পণ্ডিত দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে কেউ ভেবে থাকেন তবে সে কথাই স্বতন্ত্র।

ভারতের সকল গ্রন্থাগার পরিষদগুলি যদি এখনই এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন না হন তবে অদূর ভবিষ্যতেই এই বৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত দুর্দিন যে আসবে একথা সুনিশ্চিত।

Editorial : Togetherness of our destiny.

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৪)

তপন সেনগুপ্ত

সূচী ও সূচীকরণ সংহিতার ক্রমবিকাশ

সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা : অবশেষে বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা Anglo American Cataloguing Rules প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রচুর। বহু কাগজপত্রে লেখালেখি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তারপর ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাগার জগতের সামনে হাজির হয়েছে নতুন সংহিতা যা সূচীকরণের গতানুগতিক চিন্তার সীমানা ছাড়িয়ে সমস্যাগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার ও সমাধান করার পক্ষে নতুন পথের নির্দেশ বয়ে এনেছে।

নতুন সংহিতা তিন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে সংলেখ ও শিরোনাম, দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণনাত্মক সূচীকরণ ও তৃতীয় পর্যায়ে অপুস্তক দ্রব্যাদির সূচীকরণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সংলেখ ও শিরোনাম সংক্রান্ত সূত্রগুলি ALA Catalog Code Revision Committee-র তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত Seymour Lubetzky এবং তারপর থেকে C. Sumner Spalding এই কমিটির কাজকর্ম সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন। বর্ণনাত্মক সূচীকরণের সূত্রগুলি Library of Congress Descriptive Cataloging Division এবং ALA Descriptive Cataloging Committee-র যৌথ প্রয়াসের ফল। অবশ্য এ বিষয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা ও ALAর সম্মেলনগুলিতে আলোচনা ও মত বিনিময়ের দ্বারা যতদূর সম্ভব বিভিন্ন মতামতগুলির মধ্য থেকে সার বস্তু আহরণের চেষ্টা হয়। Cataloging Code Revision Committee এবং ALA Cataloging and Classification Section সংলেখ ও শিরোনামের বিষয় আলোচনার জন্য দুটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। প্রথম আলোচনা চক্রের আসর বসে ১৯৫৮ সালে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয় ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে। এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি ছাড়াও বহু সূচীকার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে বর্ণনাত্মক সূচীকরণের বিষয়েও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ভাবের আদান প্রদান করা হয়।

British Library Association (BLA) এবং Canadian Library Association (CLA) নতুন সংহিতা রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংলেখ ও

শিরোনাম বিষয়ক আলোচনায় CLA বহু মূল্যবান সুপারিশ করেছে। তেমনি BLA-র প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তাই যদিও এই সংহিতায় British Text ও North American Text এর মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু এই উভয় তর্জমাই একই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে মূল নীতিগুলির বিষয়ে মতৈক্য সম্ভব হয়েছে। তাই সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতার সূচীকরণে সমসাময়িক চিন্তাধারাগুলির সমন্বয় সাধিত হয়েছে বলা চলে।

নতুন সংহিতা সূচীকরণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐকামত আনয়নের পথ সুগম করে দিয়েছে। ১৯৬১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে রচিত এই সংহিতার মূলনীতিগুলির ব্যাপকতা অসীম এবং নির্দিষ্ট কোন সমস্যা সম্পৃক্ত সূত্রগুলি মূলনীতিগুলির আলোকে বিচার্য। আবার কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সূত্র নির্দিষ্ট না থাকলে সেক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বিষয়ের মূলনীতি প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য এই সংহিতার সূত্রগুলি বর্তমানকালের প্রকাশনের জটিলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে গঠন করা হয়েছে। বর্তমানকালের গ্রন্থাগারে অপুস্তক দ্রব্যাদি একটি বেশ বড় অংশ জুড়ে আছে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অপুস্তক দ্রব্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নতুন সংহিতায় অপুস্তক দ্রব্যাদি সূচীকরণের পদ্ধতি যথেষ্ট যত্ন সহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে আর কোন সংহিতায় এমন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নি। মূলতঃ বৃহদাকার গ্রন্থাগার ও গবেষণা গ্রন্থাগারের যাবতীয় সমস্যাগুলির কথা চিন্তা করে গঠিত এই সংহিতায় তাই যে কোন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকেরা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। বিরোধ এড়ানোর জন্য স্থানবিশেষে বিকল্প সূত্রের ব্যবস্থা আছে। সর্বোপরি মুস্কিল আসানের জন্য মূলনীতিগুলি তো আছেই।

নতুন সংহিতায় আখ্যাপত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গতানুগতিক নিয়মকানুনগুলোর কড়া শাসনে সূচীকারকে বহু সময়েই হিমশিম্ খেতে হত। বহু সময়েই নিয়মের ঘাই মেটাতে বই ছেড়ে বইয়ের বাজারে ছুটতে হত তথ্য আহরণের জন্য। নতুন সংহিতায় আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ও সংলেখপদ এবং শিরোনাম বাছাইয়ের নিয়মগুলিরও বহু পরিবর্তন হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে নতুন সংহিতার সূত্রগুলি বাস্তবানুগ। যার ফলে তাত্ত্বিক কচকচির বেড়া ডিঙিয়ে সমস্যাগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচারের ও সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

নতুন সংহিতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে :

১ নতুন সংহিতায় গ্রন্থ ও গ্রন্থজাতীয় প্রকাশন সম্পৃক্ত সূত্রগুলি একত্রিত হয়েছে যা আগের সংস্করণগুলিতে সংহিতার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিল। সংলেখ প্রস্তুত করার সমস্যাটিকে প্রধানতঃ গ্রন্থকার নির্বাচনের সমস্যারূপে দেখা হয়েছে এবং এই গ্রন্থকার

নির্বাচনের পটভূমিকায় ব্যক্তি গ্রন্থকার, সংস্থা গ্রন্থকার প্রভৃতির সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে।

২ নতুন সংহিতা অনুযায়ী গ্রন্থকার মূলতঃ যে নামে পরিচিত সেই নামে সংলেখ প্রস্তুত করা হবে। এই নাম গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম বা ছদ্ম নাম বা কোন প্রদত্ত নাম কিম্বা উপাধি হতে পারে। এই নীতি সংহিতার সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। এই নীতির ফলে আগে যেখানে গ্রন্থকারের পূর্ণনাম জানা না থাকলে অন্য কোনও সূত্র থেকে তাঁর পূর্ণনাম জেনে নিয়ে সংলেখ সম্পূর্ণ করতে হত, সেখানে বর্তমানে গ্রন্থকার যদি সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত হন তাহলে তাঁর সংক্ষিপ্ত নামই দিতে হবে—পূর্ণনাম নয়। যেমন, Wells, H. G. বা Wodehouse, P. G. এর ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণনাম Wells, Herbert George বা Wodehouse Pelham Grenville লিখবার প্রয়োজন নেই কেননা: H. G. Wells এবং P. G. Wodehouse নামেই তাঁরা সারা পৃথিবীর পাঠক সমাজের কাছে সুপরিচিত।

৩ উপরিউক্ত নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে কোন লেখক যদি বরাবর ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ছদ্মনামে, যদি একাধিক ছদ্মনাম বা ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম দুই-ই ব্যবহার করে থাকেন তাহলে যে নাম বেশী ব্যবহার করেছেন সেই নামে এবং সর্বশেষে নিতান্ত বিরোধ দেখা দিলে প্রকৃত নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। এরই সঙ্গে আবার বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া আছে। কোন গ্রন্থকার যদি বিভিন্ন নামে লিখে থাকেন তাহলে আখ্যাপত্রে যে নাম পাওয়া যাবে সেই নামে সংলেখ প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংলেখগুলিকে সংযোজক সংলেখ দিয়ে জুড়ে দিতে হবে।

৪ দুই বা ততোধিক গ্রন্থকার, সম্পাদক, সংকলক ইত্যাদির রচনায় সংলেখ গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য দায়িত্ব যে ব্যক্তির তার নামে হবে। কিন্তু যদি মুখ্য দায়িত্ব কার বোঝা না যায় তাহলে আখ্যাপত্রে প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তির নামে সংলেখ হবে। আবার তিনের অধিক গ্রন্থকার হলে এবং মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচন করা না গেলে আখ্যা অনুযায়ী সংলেখ হবে।

৫ বেনামী বা অনিশ্চিত গ্রন্থকারের বা বেনামী কোন দলের রচনায় সংলেখ আখ্যা অনুযায়ী হবে।

৬ গ্রন্থকারের নামের সাথে তারিখ [জন্ম ও মৃত্যুর] যদি সূচীকরণের সময় জানা থাকে বা সহজলভ্য হয় তাহলে দেওয়া যেতে পারে। অন্যথায় একই নামের দুই গ্রন্থকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য তারিখ ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। নতুবা শিরোনামে তারিখের প্রয়োজন নেই। একই নামের দুই গ্রন্থকারের মধ্যে তফাত বোঝাতে অনেক সময় গ্রন্থকারের উপাধি বা ঐ জাতীয় কোন অলংকার ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্যই এই ধরণের তথ্য আখ্যাপত্রে থাকা চাই—সূচীকারের মনগড়া হলে চলবে না।

৭ সংস্থা গ্রন্থকারের ক্ষেত্রেও মূলনীতি অনুযায়ী সংস্থার যে নাম সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও প্রচলিত সেই নামে সংলেখ রচিত হবে (অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া)।

৮ আগের সংস্করণগুলিতে সংস্থা গ্রন্থকারগুলির মধ্যে আবার Societies ও Institutions নাম দিয়ে কতকগুলি সংস্থাকে পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা হত। এই বিভাজন কোনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা হয় নি এবং সূত্রগুলি আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না। ফলে কর্মরত সূচীকার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি সকলের কাছেই এই বিষয়টি অনেকটা হেঁয়ালী ভরা ছিল এবং বহুক্ষেত্রেই যুক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে "মহাজন পন্থা" অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সুখের বিষয় নতুন সংহিতায় এই পার্থক্যের বেড়া তুলে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে সংস্থা যে নামে সর্বাধিক খ্যাত সেই নামেই সংলেখ প্রস্তুত হবে। যেমন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ক্ষেত্রে সংস্থার নামে সংলেখ রচিত হবে।

৯ মূলনীতির সাথে সমতা রক্ষা করে সংস্থা যে নামে সর্বাধিক পরিচিত হবে সেই নামেই সংলেখ রচনা করতে হবে। সুতরাং এই পরিচিত নাম সব সময় পূর্ণ নাম নাও হতে পারে। সংস্থা যদি সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত হয় তাহলে ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। যেমন S.C.B. Medical College (পূর্ণনাম Sriram Chandra Bhanja Medical College), U N E S C O (পূর্ণনাম United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), EURATOM (পূর্ণনাম European Atomic Energy Community) ইত্যাদি।

১০ কোন সংস্থার নাম পরিবর্তন করা হলে ঐ নতুন নামে সংলেখ করতে হবে। কোন সংস্থা যদি পাঁচবার নাম বদল করে তাহলে সূচীতে ঐ পাঁচ নামেই সংলেখ থাকবে—শুধুমাত্র সর্বশেষ নাম ব্যবহার করলে চলবে না।

১১ কোন সংস্থার অধীনস্থ কোনও বিভাগের যদি মূল সংস্থার উল্লেখ ব্যতীত পরিচয় স্পষ্ট না হয়, কিম্বা ঐ বিভাগের নিজস্ব নামের সাথে যদি অন্য কোনও সংস্থা বা তার অধীনস্থ কোন বিভাগের নামের সাথে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহলে সে সব ক্ষেত্রে ঐ বিভাগকে মূল সংস্থার পরে উপশিরোনাম রূপে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু যদি ঐ বিভাগ স্বনামে যথেষ্ট পরিচিত হয় এবং পরিচিতির জন্য মূল সংস্থার নামের উল্লেখের প্রয়োজন না থাকে তাহলে সে সব ক্ষেত্রে বিভাগ তার নিজস্ব নামেই সূচীতে শিরোনামের স্থান দখল করতে পারবে। যেমন, Bodleian Library যদিও Oxford Universityর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যেহেতু স্বনামধন্য তাই সংহিতার নিয়ম অনুযায়ী Bodleian Library নামেই সংলেখ প্রস্তুত করা হবে।

১২ সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে যে সমস্ত সংগঠনগুলি সরকারের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক বিষয় ইত্যাদির সাথে জড়িত ঐ সমস্ত দপ্তরের প্রকাশনগুলি সরকারী প্রকাশনরূপে গণ্য হবে এবং সরকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত করা হবে। যেমন, India. Ministry of Defence. কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে বা সরকারের সাহায্যপুষ্ট বহু সংস্থা আছে যেগুলি

বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কাজে ব্যাপৃত। যেমন, National Library, Central Glass and Ceramic Research Institute প্রভৃতি। এই ধরণের সংস্থাগুলির সংলেখ সরকারের নামে হবে না—সংস্থা গ্রন্থকার সংলেখের নীতি অনুযায়ী সংস্থার নামে হবে।

১৩ যদিও তথাকথিত Societies এবং Institutions এর পার্থক্য নীতি হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে তাহলেও নতুন সংহিতায় কিছু কিছু সংস্থার ক্ষেত্রে স্থান নামে সংলেখ প্রস্তুত করার বিধান আছে। এ বিষয়ে প্রধান হল গীর্জা বা স্থানের নাম অনুসারে পরিচিত হয়ে থাকে (যেমন—London. St. Paul's Cathedral)। সে ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, বিমান ঘাঁটি, হাসপাতাল ইত্যাদি ধরণের সংস্থাগুলির নামের সাথে যদি স্থান নাম জড়িয়ে থাকে তাহলে স্থান নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু সংস্থার নামের প্রথম পদ যদি স্থান নাম হয় তাহলে সাধারণ ভাবে সেই সংস্থার নামেই সংলেখ প্রস্তুত হবে। যেমন Carnegie Library of Pittsburgh এর সংলেখ Pittsburgh. Carnegie Library হবে। কিন্তু Calcutta Technical School এর সংলেখের জন্য স্থান নাম নতুন করে লেখার প্রশ্ন ওঠে না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বহুদিন ধরে যে প্রথা চালু আছে হঠাৎ তার আমূল পরিবর্তন করা খুব সহজ নয়। সময়, দক্ষ কর্মী ও সর্বোপরি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। তাই বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে ও বিভিন্ন সমস্যাগুলির সংগে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নেবার জন্য এই অতিরিক্ত বিধানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত মূল বিষয়গুলি ছাড়াও আরও বহু বিষয়ে নতুন সংহিতা পূর্বেকার সংহিতাগুলির চাইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ এই নতুন সংহিতা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের পর্যন্ত চুলচেরা বিচার করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাই সংলেখ নির্বাচন থেকে শুরু করে বর্ণনাত্মক সূচীকরণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে এবং এই সংহিতার সূত্রগুলির ব্যাপকতা অসীম। প্রকাশন ব্যবস্থায় সহসা কোন বিপ্লব উপস্থিত না হলে আশা করা যায় এই সংহিতা আগামী বেশ কিছুদিন গ্রন্থাগারিকদের চাহিদা মেটাবে।

নতুন সংহিতা বেরোবার সংগে সংগেই পাশ্চাত্যের গ্রন্থাগারিক মহলে আলোড়ন পড়ে যায় এবং এই সংহিতা ব্যবহারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের ঝড় ওঠে। লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস ঠিক করেছে যে নতুন সংহিতা যে সমস্ত জায়গায় পুরানো নিয়মের সাথে মিলছে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন সূত্রগুলি মাত্র ব্যবহার করা হবে। অন্যথায় পুরানো প্রথা চালু থাকবে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেন—laws of economics are more powerful than the rules of cataloging. আমেরিকায় যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ানো হয় এমন চল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে তারা যদিও নতুন সংহিতা বলতে

সকলে এক কথায় "আ-হা-মরি" করতে নারাজ—তবুও তারা ভেবে দেখেছেন যে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের "Superimposition" বোঝাতে হলেও তো নতুন সংহিতার নতুনত্বগুলো বোঝাতেই হবে। তাই যদি হয় তা হলে আর একটুর জন্য বাকী রাখা কেন? নতুন সংহিতার তত্ত্ব ও প্রয়োগপদ্ধতি পুরোপুরিই শেখান ভাল। তা ছাড়া আজ বাদে কাল নতুন সংহিতার প্রয়োগ তো হবেই।

লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস আমেরিকায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের সূচী তৈরী করে এবং বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ বইয়ের জন্য মুদ্রিত কার্ড পাওয়া যায়। আমেরিকার অধিকাংশ গ্রন্থাগার এই মুদ্রিত কার্ড ব্যবহার করে। এর ফলে একদিকে যেমন সূচীকরণের খরচ বাঁচে, তেমনি আবার সারা দেশে সূচীকরণে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তাই আমেরিকায় সূচীকরণে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এদেশে নতুন সংহিতার ব্যবহার অনেকাংশে নির্ভর করে এবিষয়ে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের কর্মপন্থার ওপর।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে British National Bibliographyতে নতুন সংহিতার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে এবং BNB মুদ্রিত কার্ডগুলিও গ্রেটবৃটেনের বহু গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কমনওয়েলথের সমস্ত দেশগুলিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল যে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করছে তার সর্বত্রই সূচীর জন্য BNB মুদ্রিত কার্ডগুলি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং নতুন সংহিতা অনুযায়ী প্রস্তুত কার্ডগুলি ইতিমধ্যেই বহু গ্রন্থাগারে পুরানো কার্ডগুলির সংগে সহ অবস্থান আরম্ভ করেছে এবং এই সহ অবস্থান সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ বলেই শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং কোন গ্রন্থাগারে পুরানো সূচীর সাথে নতুন সংহিতার ব্যবহার করতে হলে সামান্য প্রয়োজনীয় রদবদলের জন্য গ্রন্থাগার বিশেষে দু'চারজন অতিরিক্ত দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে। এই প্রয়োজন মেটান সম্ভব হলে নতুন সংহিতা ব্যবহারের পথে অন্য কোন বিরাট অন্তরায় আছে বলে মনে হয় না।

A Primer of Cataloging (4)
By Tapan Sen

ডি আর টি সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮)

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ক শিক্ষা ও গবেষণার অঙ্গ

০ উদ্দেশ্য :

ডি আর টি সি'র বাৎসরিক সেমিনার ডি আর টি সি'র গবেষণা ও শিক্ষাপ্রদান কার্যাবলীর একটি অঙ্গ।

ইহা গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের গবেষক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের (Librarian at Service Point) ভিতর ভাবের আদান প্রদানের সংযোগ সেতু। এই ধরণের যোগাযোগের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদানে পরস্পর লাভবান হন এবং নতুন জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হয়।

১ সেমিনার সংগঠন-প্রণালী শিক্ষা :—

এই সেমিনারের মাধ্যমে ডি আর টি সি'র ছাত্রদের সেমিনার সংগঠনপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা হয়। ডি আর টি সি'র ছাত্রদের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

সেমিনার আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব থেকেই অধ্যাপকগণ ছাত্রদের বিভিন্নরকম কাজের ভার দিয়ে থাকেন।

ডেলিগেটদের ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসা এবং তাঁদের থাকার জন্য হোষ্টেল প্রভৃতির ব্যবস্থাদি করা থেকে আরম্ভ করে সেমিনারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করতে হয়।

২ সম্পাদনা ; সূচী ও নির্দেশিকা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা :—

সেমিনার ভল্যুমের মাধ্যমে ছাত্রদের সম্পাদনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। সম্পাদনা ছাড়াও, নির্দেশিকা সূচী প্রস্তুতকরণ (index) সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদান কার্যে সেমিনার ভল্যুমকে ব্যবহার করা হয়।

৩ সমবায়িক ভিত্তিতে কার্যসম্পাদনের প্রেরণা লাভ :—

সেমিনারের পূর্বে ও সেমিনারের সময় বিভিন্ন কাজে ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করে নিজেদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সেমিনারের সময় বিভিন্ন রকম আলোচনায় ও আলোচনা-উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে পরস্পর সহযোগিতা করে থাকেন।

৪ ছাত্রদের নিজেদের উপর আস্থার ভাব জাগরিত করা : –

সেমিনারের সময় ছাত্রদের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে হয়। সেমিনারে পঠীয়

আলোচনাসভায় (Group meeting) রিপোর্টার অথবা দলনেতা হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এইভাবে নানারকম দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের নিজেদের উপরে আস্থা জাগরিত করার চেষ্টা করা হয়।

৫ বৃত্তিতন্ত্রের (Professionalism) উন্মেষসাধন

অনেক গ্রন্থাগারিক হয়তো বেশ কয়েক বৎসর যাবত এই বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন কিন্তু তাদের ভিতর বৃত্তিগত শিক্ষার একান্ত অভাব দেখা যায়। তার কারণ তাঁরা সেরকম ভাবে শিক্ষা পায় না। গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নানা প্রকার কার্যাবলীর মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে নানা প্রকার আলাপ আলোচনা ও কোন বৃত্তিমূলক সমস্যা সমাধানের কার্যে সহযোগিতা মূলক মনোভাবের সাহায্যে বৃত্তিতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। এই সেমিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম কার্য সম্পাদনে ও আলোচনা সভায় যোগদানের সাহায্য ছাত্রদের ভিতর বৃত্তিতন্ত্রের উন্মেষসাধনে ডি-আর-টি-সি প্রয়াসী হন।

৬ রিফ্রেসার কোর্সের পরিপূরক :—

এই সেমিনার কর্মরত ডকুমেন্টালিষ্টদের রিফ্রেসার কোর্সের পরিপূরক। প্রতি বৎসর যে সমস্ত নতুন বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে সেমিনারের এই পাঁচদিন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত ডকুমেন্টালিষ্টদের নতুন দিক সম্বন্ধে কাজ লাভে সাহায্য করা হয়। বিভিন্ন ডকুমেন্টালিষ্ট যাঁরা বিভিন্ন রকম গ্রন্থাগারে কর্মে নিযুক্ত তাদের পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাজের নতুন দিক সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব হয়।

খ সেমিনার পরিচালনা পদ্ধতি :—

ডি-আর-টি-সি'র সেমিনার পদ্ধতি অভিনব। কয়েক বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে ডি-আর-টি-সি সেমিনার পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মান (Standard) ঠিক করে নিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে ডি-আর-টি-সি'র সেমিনার পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করছি এই কারণে যে তাহলে ডি-আর-টি-সির সেমিনারের ধারাবাহিকতা বুঝতে সুবিধা হবে।

১ ডি-আর-টি-সি সেমিনার প্রতিবৎসর ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সুবিধার জন্য সমস্ত অংশই পূর্বপরিকল্পিত ও সময়সূচী নির্ধারিত। প্রতি বৎসর মার্চ মাসের ভিতরেই সেমিনারে আলোচ্যবিষয় এবং সম্ভাব্য ফ্যাসেট (যে দিক থেকে সমস্যাকে দেখা ও সমাধান করা যেতে পারে) জানিয়ে দেওয়া হয়। এপ্রিলের ১০ তারিখের প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রেরিতব্য প্রবন্ধের মোটামুটি আঙ্গিকের পরিধি (outline) ৩০ এপ্রিলের ভিতর ডি-আর-টি-সি'তে পাঠাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। মে মাসের ভিতর ডি-আর-টি-সি প্রয়োজন হলে, সম্পাদনার প্রয়োজনে লেখককে প্রবন্ধের কোন বিশেষ অংশ পরিবর্ধন, পরিমার্জন, পরিবর্জন করার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকে। একই চিন্তার পুনরাবৃত্তি যাতে না বিভিন্ন প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা ডি-আর-টি-সি'র সম্পাদনার একটি বৈশিষ্ট্য। ৩১ জুলাইয়ের

মধ্যে মূলপ্রবন্ধ অবশ্যই ডি-আর-টি-সিতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি ডি-আর-টি-সি সেমিনার ভলুম ও প্রবন্ধ হইতে উদ্ভূত প্রস্তাবাবলী ডেলিগেটদের পাঠিয়ে দেন, যাতে করে ডেলিগেটগণ বিশেষভাবে প্রস্তুতির পর সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেমিনার ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে আরম্ভ হয়। সুতরাং, প্রতি বৎসর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রস্তুতি পর্ব চলে বৎসরের প্রথম থেকেই, ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে একটি বিশেষ পরিণতিকে লক্ষ্য করে।

২ প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠিত সেমিনারকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলে। সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত Plenary Session অনুষ্ঠিত হয়। Plenary Session-এ প্রবন্ধ পেশ করা ও উহার কি কি facet আলোচিত হতে পারে, তার ওপর অভিমত নেওয়া হয়। বেলা ৩টা থেকে ৫-৩০ পর্যন্ত দলীয় আলোচনা বৈঠক বসে (Gorup discussion)।

২১ লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে এবং প্রবন্ধ রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী প্রবন্ধ থেকে প্রস্তাবাবলী (Propositions) তৈয়ার করা হয়।

২২ সেমিনারে প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ পরিবেশন করার সময় প্রবন্ধকার অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধি প্রস্তাবাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর যুক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ দিক থেকে প্রবন্ধকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যেমন : (১) কেন এইধরণের গবেষণা করা হোল (২) গবেষণাটিতে কি কি উপায় বা মাধ্যম অবলম্বিত হয়েছিল (৩) ফলাফল অথবা সিদ্ধান্ত।

২৩ Plenary Session-এ প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ পরিবেশন করা হয় এবং প্রস্তাবাবলী থেকে উদ্ভূত ক্যাসেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। যে কোন ডেলিগেট নতুন ক্যাসেট আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে পারেন।

২৪ প্রবন্ধ থেকে উদ্ভূত প্রস্তাবাবলী এবং এর ক্যাসেট দলীয় আলোচনার জন্য (Group discussion) প্রেরিত হয়।

২৪১ সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী ডেলিগেটদের সুবিধাজনক সংখ্যা নিয়ে একটি দল (Group) তৈয়ার হয়। প্রত্যেক দিনের জন্য প্রতি দলের একজন করে দলপতি (Group leader) ও একজন রিপোর্টার নির্ধারিত হন। এই দলীয় সভায় কোন প্রস্তাবাবলীর সমাধান বা কোন বিকল্প সংশোধনী থাকলে তা পরদিন Plenary session-এ সেই বিশেষ দলের দলপতি (যে দল থেকে উদ্ভূত সমাধান বা সংশোধনী) অথবা সেই দলের কোন সংশোধনী অধিবেশনে পেশ করতে হয় এবং তারপর সেই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক চলে। বিতর্ক থেকে প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত না হলে ভোট গ্রহণ করা হয়। অনেক সময় এই রকম দলসভার আলোচনা থেকে কোন গবেষণার ইঙ্গিত আসে। প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটি ডেলিগেটকে সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে হয়। দলীয় সভার আলোচনার মাধ্যমে সেই দলের সম্মিলিত মনোভাবকে দলের নেতা অধিবেশনে পেশ করেন। ইহা সমবায়িক কর্ম সম্পাদনের একটি প্রচেষ্টা।

নিম্নে দল ও দলে অংশগ্রহণকারীদের একটি নমুনা তালিকা দেওয়া হোল (ডি-আর-টি-সি কর্তৃক রচিত ।

অংশগ্রহণকারীদের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

বি দ্রঃ । যদি কোন ডেলিগেটের নাম এই তালিকায় প্রদর্শিত না হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক শ্রীজি ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করুন ।

২ প্রত্যেক সদস্যকে দলীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে (যে দলে তাঁর নাম ও কার্যের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে) ।

নাম	দল
আব্দুল রহমান	E
আবিদি	F
ভট্টাচার্য	D
দেশপ্রভু	B
গিরজাকুমার	F
গোয়েল	E
মঙ্গলা	A
রাঘবেন্দ্র রাও	G
মুখার্জি	F
...	

দলীয় সদস্য

দল A	দল F
মঙ্গলা	আবিদি
সদাশিবরাও	গিরজাকুমার

নাম	দল
সুরগাবেগম	মুখার্জী
ইত্যাদি	ইত্যাদি

দলপতি

	১৭ তারিখ	১৮ তারিখ
দল	দলপতি	দলপতি
A	রঙ্গনাথন (টি)	মঙ্গলা
B		,,
C	,,	,,
D	ভট্টাচার্য(জি)	শোলা (এমএস) (মিসেস)
E	,,	,,
F	মুখার্জি (এস সি)	আবিদি
G	বাসুদেব রাও (কেএন)	সুন্দরম (কেকে) (মিসেস)

ডি-আর-টি-সি সেমিনারের সমস্ত দিক বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায় প্রত্যেকটি কার্য-প্রণালী একটি রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ।

নিম্নে সেমিনারের বিষয়সূচী ও সেমিনারের নিয়মাবলীর একটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দিলাম এই কারণে যে যেখানেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানবিষয়ক কোন সেমিনারের আয়োজন করা হোক না কেন ডি-আর-টি-সি সেমিনারের এই আদর্শ '(model) গ্রহণ করলে সেমিনার পরিচালন ব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও একটি বিশেষ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদিত হবার পথে অনেকখানি সহায়তা করবে ।

ডি-আর-টি-সি সেমিনার (৬) (১৯৬৮)

সময় সূচী :—

তারিখ	সময়	বিষয়সূচী
ডিসেম্বর		
১৫	০৮.১৫—০৯.১৫	নাম তালিকাভুক্তিকরণ
	০৯.৩০—১১.০০	উদ্বোধন অনুষ্ঠান : ডঃ ডি নারায়ণমূর্তি
	১১.৩০—১২.৩০	প্রারম্ভিক অধিবেশন (Plenary Session)। প্রস্তাবাবলী পেশ করা হয় দলীয় আলোচনার জন্য
	১৫.০৫—২০.০০	দলীয় আলোচনা (Group discussion) সভা
	০৯.০০—১০.৩০	বক্তৃতা
১৬-১৮	১৮.০৫—২০.০০	প্রারম্ভিক অধিবেশন (Plenary session) দলীয় সভায় আলোচনার প্রস্তাবাবলী পেশ করা হয়।
	১০.৩০—১১.০০	বিরতি
	১০.৩০—১২.৩০	Plenary Session এ পূর্বদিন দলীয় আলোচনাচক্রে উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
	১৫.০০—১৭.৩০	দলীয় আলোচনা সভা
	১৮ ০০—২০.০০	বক্তৃতা
	০৯.০০—১০.৩০	প্লিনারি অধিবেশন। পূর্বদিন দলীয় আলোচনা উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সমাপ্তি অধিবেশন ! বক্তা শ্রীকে. আর. এস পাওজা, জেনারেল ম্যানেজার—হিন্দুস্থান মেশিন টুলস, ব্যাঙ্গালোর।

বক্তৃতা

১৫ ডিসেম্বর :—"Use of computer in Doc finding Systems" (Lecture I) —শ্রী এস. ভেংকটরমন। সভাপতি ডঃ এস. কৃষ্ণাণ—ন্যাশনাল অ্যারোনটিকাল লেবরেটরী, ব্যাঙ্গালোর।

(Lecture 2)

১৭ ,, (১) সারদারঞ্জনাথন এনডাউমেণ্ট : লক্ষ্য ও কার্যাবলী—অধ্যাপক এ. নীলমেঘন

(২) অধ্যাপক রঙ্গনাথনের বাণী—(সেমিনার উপলক্ষ্যে টেপ রেকর্ড)

(৩) অধ্যাপক আর. এস. পাকী : বর্ণীকরণের অগ্রযাত্রা (মরণোত্তর উপস্থাপন) (Posthumous Presentation)

সেমিনারের নিয়মাবলী :—

১ সাধারণ

১১ প্রত্যেকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিবার জন্য উপস্থাপনকারীকে প্রারম্ভে ৫ মিনিট ও শেষে উত্তর দেবার জন্য ৩ মিনিট সময় অনুমোদন করা হয়।

১২ সংশোধনী প্রস্তাবকারীকে সাধারণতঃ প্রারম্ভে মাত্র ৩ মিনিট সময় দেওয়া হয়।

১৩ অন্য যে কোন বক্তাকে কোন প্রস্তাবের উপর বলার জন্য সাধারণতঃ ৩ মিনিট সময় দেওয়া হয়।

১৪ কোন প্রস্তাবের প্রস্তাবকারীকে যদি দ্বিতীয়বার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সময় দেওয়া হয়, তাহলেও অন্য কোন লোককে একাধিকবার কোন প্রস্তাব ও উহার সংশোধনীর উপর বলার অধিকার দেওয়া হয় না।

১৫ একটি সংশোধিত প্রস্তাবকে নতুন প্রস্তাব হিসাবে ধরা হবে শুধু কোন প্রস্তাবকারী থাকবে না।

১৬ কোন প্রস্তাবের সংশোধনী নিম্নলিখিত এক অথবা একাধিক বিষয় নিয়ে গঠিত হতে পারে।

১ কোন একটি শব্দের বিলুপ্তিকরণ

২ কোন একটি শব্দ সংযোজন এবং কোন একটি শব্দের অনুকল্পন।

১৭ কোন সংশোধনী কোন প্রস্তাবকে 'না' (negative) এ ন্যস্ত করবে না।

১৮ প্রস্তাব সর্বরকম সন্দেহ অথবা অস্পষ্টতায়, সভাপতির বিধানই চূড়ান্ত।

১ প্রস্তাব পেশ করার জন্য, প্লিনারী অধিবেশন।

২১ অধিবেশনের প্রথম অর্ধাংশ, সেই সব লেখকগণ যাহাদের প্রবন্ধ প্রস্তাবের অংশীভূত হয়েছে এবং প্লিনারী অধিবেশনে পেশ করতে হবে, সভাদের অনুরোধে তাঁদের স্ব স্ব প্রবন্ধ হতে উদ্ভূত কোন বিষয় সম্বন্ধে, প্রয়োজনীয় তথ্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ডেলিগেটদের অবহিত করতে পারেন।

২২ পরীয় সভায় আলোচনার্থ বিবেচনার জন্য, প্রস্তাবের সমস্ত ফ্যাসেটকে প্লিনারী অধিবেশনে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৩ ইহা সভাপতি বা অন্য কোন ডেলিগেট লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

২৪ যে কোন ডেলিগেট এক বা একাধিক ফ্যাসেট আলোচনার জন্য বিবেচনার্থ উপস্থাপিত করতে পারেন।

২৫ বিবেচনার্থে কোন ক্যাসেটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন ভোট নেওয়া হবে না।

২৬ ডেলিগেটগণ প্লিনারী অধিবেশনে উত্থাপিত কোন ক্যাসেট লিখে রাখবেন এবং তাঁদের স্ব স্ব দলীয় আলোচনাসভায় আলোচনাকালীন সেই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করবেন।

৩ প্রস্তাবের চূড়ান্তকরণের জন্য প্লিনারী অধিবেশন

৩১ প্রত্যেকটি প্রস্তাব কোন একজন ডেলিগেট দ্বারা উপস্থাপিত করা হবে এবং অন্য একজন ডেলিগেট দ্বারা সেই প্রস্তাবটি সমর্থিত হবে।

৩২ যদি কোন দল কোন সংশোধনী উত্থাপন না করেন, তবে সাধারণতঃ প্রস্তাব আলোচনা করার কোন প্রয়োজন হয় না।

৩৩ অবশ্য কোন ডেলিগেট প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

৩৪ যদি কোন প্রস্তাবের একাধিক সংশোধনী থাকে, তবে সভাপতি ক্রমান্বয়ে উক্ত প্রস্তাবগুলিকে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করবেন।

৩৫ প্রত্যেকটি সংশোধনী ও চূড়ান্ত প্রস্তাবের ওপর, প্রয়োজন হলে, ভোট গ্রহণ করা হবে।

৪ দলীয় সভার (Group Meeting) জন্য নিয়মাবলীর খসড়া।

৪১ সাধারণ

৪১১ সাধারণতঃ প্লিনারী অধিবেশনের নিয়মাবলী দলীয় সভায়ও অনুসৃত হবে, শুধু নিম্নলিখিতগুলি ছাড়া :

১ দলপতির অনুমতিসাপেক্ষে একজন সভ্য একবারের বেশিও বলতে পারবেন

২ কোন ভোটের প্রয়োজন নাই

৩ এটাই যথেষ্ট, যদি দলপতি তাঁর দলীয় অভিমত অনুধাবন করতে পারেন।

৪১২ সম্ভাব্য উপায়ে, দলের সমস্ত সভ্যকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪১৩ সর্বাগ্রে প্লিনারি অধিবেশনে উপস্থাপিত কোন প্রস্তাব, যা দলীয় আলোচনার্থে অর্পণ করা হয়েছে, তার মীমাংসা করতে হবে।

৩১৪ তৎপর, যে কোন দল, (Group) প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রস্তাবের পরিপূরক অন্য কোন প্রস্তাব তৈয়ারী ও বিবেচনা করতে পারেন।

৪২ দলনেতা

৪২১ দলনেতা নিয়মানুযায়ী সভার কার্য পরিচালনা করবেন।

৪২২ যখন কোন প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হবে, তখন দলনেতা প্রস্তাবটি অথবা উহার কোন সংশোধনী যেরকমই হোক না কেন, কনভেনারের কাছে পৌঁছিয়ে

দেবেন, যাতে করে সন্ধ্যায় সভাদের গমন প্রাক্কালে, বিভিন্ন দলের চিন্তাধারা পুনর্বিন্যাসিত-করণ-পূর্বক ঠিক সময়ে উহার কপি তৈয়ারী ও বণ্টন করা হয়।

৪২৩ দলনেতা, সেদিন বিকাল ৫-১৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও কনভেনারের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যাপারে রিপোর্টারকে সাহায্য করবেন।

৪৩ রিপোর্ট

৪৩১ রিপোর্টার আলোচনায় যোগদানকারী দলীয় সদস্যদের নাম এবং সম্ভব হলে এক পক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ করবেন।

৪৩২ রিপোর্টার ৩৩১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করে সেদিন বৈকাল ৫-৩০ মিনিটের মধ্যে কনভেনারের নিকট অর্পণ করবেন।

৪৩৩ প্রত্যেকবারের প্রস্তাব সম্বন্ধে এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের নামীয় রিপোর্টে দলসংখ্যা (Group number) ও তারিখ লিখতে হবে। এটা দলনেতা ও রিপোর্টারের যুগ্ম স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে।

প্রবন্ধ কি ভাবে মৌখিক উপস্থাপিত হবে সেজন্যও নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫ প্রবন্ধ মৌখিক উপস্থাপিতকরণ

১ প্রত্যেকদিন প্রথম প্লিনারি অধিবেশনে, রিপোর্টার জেনারেলের কোন একটি প্রস্তাব পাঠ সমাপ্ত হলে, প্রবন্ধের লেখক (কে কার প্রবন্ধ থেকে প্রস্তাবটি উদ্ধৃত হয়েছে) প্রবন্ধটি মৌখিক উপস্থাপিত করতে হবে।

৬ উপস্থাপিত করার সময়, যথাসম্ভব, কেন বিশেষ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে এবং কাজটি করার সময় কি কি ভাবে সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে এবং সমস্যাকে বিচার করার সময় কি ধরণের উপায় অবলম্বিত হয়েছে এবং শেষে মোটামুটি কি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

৭ এই সংক্ষেপিত-প্রবন্ধ মৌখিক উপস্থাপনকালে প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত প্রস্তাবটির পশ্চাৎপট মনে রাখতে হবে।

৮ এই সংক্ষেপিত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ৩৫০টি শব্দের বেশি হবে না এবং উপস্থাপনের জন্য ৫ মিনিটের বেশি সময় ব্যয়িত করা চলবে না।

৯ ইহা অনুরোধ করা যাচ্ছে যে প্রত্যেক লেখক বা লেখকের অনুপস্থিতিতে লেখকবর্গের অন্যতমপ্রাপ্ত কেহ মৌখিক উপস্থাপিত-করণের জন্য সংক্ষেপিত প্রবন্ধ পূর্বেই তৈয়ার করবেন যাতে প্লিনারী অধিবেশনের সময় এইজন্য সময় অপব্যয়িত না হয়।

সমস্ত কাজের সুবিধার জন্য এবং আলোচনা যাতে বেসুর থেকে বিচ্যুত না হয় সেইজন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা সম্পাদিত হবে। যেমন : **Bond Strength : Intensity of the relation between any two constituents of a subject, a constituent being either a**

Basic Subject or a Phase or facet or a link in a chain. Glos. G 94 (modified).

খ কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব আলোচনা

এবার কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করছি। অধ্যাপক নীলমেঘন রচিত প্রবন্ধ "Development of a Subject and its impact on classification : a case study" নামক প্রবন্ধ হতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়।

B1 প্রস্তাব (Proposition)

B11 বিবৃতি (Statement)

It is helpful to deem "Chemical Engineering" to be a Special Basic Subject going with the Main Subject "Engineering." [Paper BA]

B12 আলোচনার জন্য বিচার্য বিষয়

1 Helpfulness of deeming Chemical Engineering as a Special Basic Subject.

2 Alternative position for Chemical Engineering in the School.

3 Criteria for deeming Chemical Engineering as a Special Basic Subject.

এই প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক নীলমেঘন "Chemical Engineering"-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ইহা এখন Engineering এর শাখা বিশেষ। কিন্তু Engineering-এর অন্য কয়েকটি শাখার যেমন Civil Engineering, Building, Engineering, Power Production Engineering এর মত ইহা কি Engineering-এর প্রচলিত বিভাগ ?

Chemical Engineering এ রকম একটি বিষয় নয়। কিন্তু ইনজিনিয়ারীং-এ ব্যবহৃত অনেক 'Isolate' Chemical Engineering-এ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে 'Isolate idea','materials,' Process এবং Phenomena (কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারীং-এ ব্যবহৃত) সীমাবদ্ধ। সুতরাং যদি Chemical Engineering কে Special' হিসাবে ধরা হয় তবে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সমস্ত দলই এই প্রস্তাবকে উপযোগী মনে করায় কোন সংশোধনী উপস্থাপিত হয় না। কিন্তু আরও এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনটি বিভিন্ন দল থেকে নির্দেশ আসে।

যেমন : ১ The helpfulness of deeming chemical Engineering as a Special Basic Subject should be evaluated by actual service to clientele over a reliable period of time. (Groups A and B)

২ Evolving a criteria for deeming a Special Basic Subject as

going with a specific Host Subject when more than one Host Subject is involved (Group E).

শ্রী এম, এ গোপীনাথের প্রবন্ধ—"Group of Electronic Properties—a Case Study" নামক প্রবন্ধ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

"In grouping Matter (Property) isolates, it is necessary, as a first step, to correlate each of the isolates with an appropriate Basic Subjects." (Paper BD).

সংশোধনী : ১ In grouping Common Matter (Property) isolates, it is necessary, as a first step, to correlate each of the isolates with an appropriate Basic Subject. (Group F).

২ "In grouping matter (Property) isolates, it is necessary to correlate each of the isolates with an appropriate Basic Subject and with one of the five fundamental categories successively."

(Group C).

প্রস্তাবটিকে নানাভাবে আলোচনা করা হয়। কোন সময় হয়তো সহসম্বন্ধ (Correlate) বের করার অসুবিধা হতে পারে, অথবা একই Property isolate কে একাধিক Basic Subject-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে হয়। এই সব ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় কি হতে পারে। আলোচনায় ঠিক হয় যে যদি একাধিক মূল বিষয়ের (Basic Subject) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে হয় সে ক্ষেত্রে দ্বিবিন্দু বর্ণীকরণ (Colon) সিডিউলে যে মূল বিষয় (Basic class) পূর্বে লিপিবদ্ধ আছে অথবা abstract সেই মূল বিষয়ের (Basic Class) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন quantity যেখানেই আসুক না কেন একে mathemetcal Property হিসাবে ধরে নিতে হবে। যেখান থেকে Property টির উৎপত্তি হয়েছে সেই স্থানের সঙ্গে একে সম্বন্ধযুক্ত ধরতে হবে।

পরবর্তী গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ আসে : Criteria should be developed to correlate an isolate with one and only one Basic Subject if it is found to correlate with two or more Basic Subjects.

বলাবাহুল্য, মূল প্রস্তাবটিই অধিকসংখ্যক লোকের গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

শ্রীকণিভূষণ রায় ও শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ "Project technique in the teaching of documentation" এবং অধ্যাপক এ, নীলমেঘম ও শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ "Project technique—a case study" নামক প্রবন্ধ উদ্ধৃত নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করা হয় :

'The individual Project Method is effective in the teaching of subjects such as Documentation Work. (Papers CA and CB).

একেও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হারের উন্নতি করতে হবে। শ্রী বি, এল ভরদ্বাজের প্রবন্ধের বিষয় ছিল "Personnel in Government Libraries : their Problems and Prospects" এই সমস্যাটি অত্যন্ত জরুরী, কারণ এতে তিনি সরকারী, আধা সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগের গ্রন্থাগারের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধে গ্রন্থাগারিকদিগের বেতন, পদমর্যাদা এবং কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শ্রী ভরদ্বাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দেন —সেটি হচ্ছে ১৯৪৭ সনে প্রথম বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকগণের (Librarian-grade I) বেতন বিশ্বালয়ের উপাধ্যায়ের (Reader) বেতনের হার অর্থাৎ ২৭৫-২৫-৫০-৩০০-৮০০ টাকার সমতুল ছিল। কিন্তু এখন তাঁরা ৭০০-১১৫০ টাকা হারে বেতন পাবার অধিকারী হলেও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকগণ এখন মাত্র ৩৫০-৯০০ টাকা হারে বেতন পান, যদিও এমন অনেক সরকারী গ্রন্থাগার আছে যা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মতই বৃহৎ ও সম্প্রসারিত।

দ্বিতীয় আলোচনাচক্রটি ভারতীয় ভাষার পঠন-পাঠনের উপকরণ (Reading materials in Indian Languages) পপুলার প্রকাশনের (বোম্বাই) তরফ থেকে শ্রীসদানন্দ ভাটকল পরিচালনা করেন। এই বিষয়ে পরিষদের পত্রিকাতে সাতটি নিবন্ধ ছাপা হয়। সর্বশ্রী ভাটকল এবং বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের উপকরণ (Reading Materials in Bengali Language) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই সর্বশেষ আলোচনা চক্রে শ্রোতাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।

গ্রন্থাগার পরিষদের এই রূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। তবে সম্মেলনের প্রাক্কালে সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব হতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে বিভিন্ন পরিষদের আলোচনার বিষয়বস্তু একই প্রকার না হয়। আলোচনাচক্র (Seminar) এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে উপযুক্ত ফললাভ করা যায়। বাঙ্গালোরে অবস্থিত ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টার (D R T C) এর সেমিনার পরিচালনার পদ্ধতিকে মান ধরে যদি আলোচনা চালানো যায় তবে সম্মেলন নিঃসন্দেহে আরও সুন্দর রূপ নিবে।

সম্মেলনের তৃতীয় ও পরিসমাপ্তির দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ঐ দিন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সভার প্রথমে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তথাপি নির্বাচনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৬৯-৭০ সনের কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন :

ব্যক্তিগত সদস্য

১। ডঃ বি, ভি, আর, রাও, গ্রন্থাগারিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সভাপতি
২। ডঃ (কুমারী) এস, চিতলে, ডেপুটি অ্যাসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর জেনারেল, ডিরেক্টর জেনারেল অব হেল্‌থ সার্ভিসেস, নতুন দিল্লী। সহ-সভাপতি
৩। শ্রীসুবোধ কুমার মুখার্জি, অধ্যাপক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।
৪। ,, মগনানন্দ, গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তর প্রদেশ।
৫। ,, কে, এন, রাও, অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ, বিজয়ওয়াদা।
৬। ,, রামজি শর্মা, জয়ন্তপুর এষ্টেট, মুজাফ্‌ফরপুর, বিহার।
৭। ,, জে, সি, মেহতা, পরিচালক, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী, দিল্লী। সম্পাদক
৮। ,, এন, সি, চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, অর্থ মন্ত্রক গ্রন্থাগার, নতুন দিল্লী : সদস্য
৯। ,, ও, পি, জিথা, আমেরিকান লাইব্রেরী পুস্তক সংগ্রহ বিভাগ, নতুন দিল্লী ,,
১০। ,, বি, এল ভরদ্বাজ, গ্রন্থাগারিক, যোজনা বিভাগ গ্রন্থাগার, নতুন দিল্লী ,,
১১। ,, গুরনাম সিং, আমেরিকান লাইব্রেরী পুস্তক সংগ্রহ বিভাগ, নতুন দিল্লী ,,
১২। ,, এস, কে, সোরে, গ্রন্থাগারিক, সচিবালয় গ্রন্থাগার, মহারাষ্ট্র সরকার, বোম্বাই ,,
১৩। ,, ধনপত রায়, গ্রুপ অফিসার, ডিফেন্স সায়েন্স ল্যাবরেটরী, নতুন দিল্লী ,,
১৪। ,, নসীব চাঁদ, হাউস নং ৪ সেক্টর, চণ্ডীগড় ,,
১৫। ,, ই, ডেভিড গ্রন্থাগারিক, ক্রিশ্চিয়ান মেডিকাল কলেজ ভেলোর, মাদ্রাজ ,,
১৬। ,, এ, এ, এইচ, আবিদি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়
১৭। ,, জে, এল, সরদানা, গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী পর্ষদ, নতুন দিল্লী
১৮। এস, এম, গাঙ্গুলী, সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা
১৯। সি, পি, বশিষ্ঠ, গ্রন্থাগারিক, হিন্দু কলেজ গ্রন্থাগার, দিল্লী
২০। ডি, পি, গুপ্ত, ,, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক গ্রন্থাগার, নতুন দিল্লী
২১। এম, এম, রাওয়াল, গ্রন্থাগার সংরক্ষক, আমেদাবাদ
২২। শ্রীমতী কে, কাপুর, গ্রন্থাগারিক, আমেরিকান লাইব্রেরী নতুন দিল্লী
২৩। শ্রী এস, কে, চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ, নতুন দিল্লী প্রতিষ্ঠানগত সদস্য
২৪। ,, জি, এস, ব্যাস রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন, ভূপাল ,,
২৫। ,, আর, এস, পি, সিং সিনহা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাটনা ,,

২৬। ,, আর, এস, ভরদ্বাজ, গ্রন্থাগারিক ভারত সরকার, বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার

২৭। ,, ধনীরাম, গ্রন্থাগারিক, ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট, নতুন দিল্লী

২৮। ,, বি, পি, মিত্র, গ্রন্থাগারিক, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাটনা

: রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের প্রতিনিধি :

১। অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ—শ্রীসর্বোত্তম ভবনম, বিজয়ওয়াদা (অন্ধ্র প্রদেশ)

২। আসাম গ্রন্থাগার পরিষদ—বশিষ্ঠ রোড, গৌহাটি (আসাম)

৩। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ)

৪। বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সংঘ—সিনহা লাইব্রেরী রোড, পাটনা (বিহার)

৫। দি ফেডারেশন অব পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন—২৯, উড হাউস, বোম্বাই-১ (মহারাষ্ট্র)

৬। হিমাচল গ্রন্থাগার পরিষদ—সরকারী জেলা গ্রন্থাগার, নাহান (হিমাচল প্রদেশ)

৭। কেরালা গ্রন্থালয় সংঘম্—ত্রিবন্দ্রাম (কেরালা)

৮। পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ—২৩৩, মডেল টাউন, জলন্ধর (পাঞ্জাব)

৯। উৎকল গ্রন্থাগার পরিষদ—নয়াগড়, জিঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১০। উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ—৫৩৫, নেতাজী মার্গ, এলাহাবাদ (উত্তর প্রদেশ)

১১। মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থালয় সংঘ—১৭২, নাইগম ক্রেসী রোড, পাদার (বোম্বাই)

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। আলোচ্য বিষয় :—ভারতে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

পরিচালনায় : ডঃ বি, ভি, আর, রাও

মুখ্য প্রতিবেদক : শ্রী বি, এল, ভরদ্বাজ

প্রতিবেদক : শ্রী জে, এল, সর্দানা

: প্রস্তাবাবলী :

১। প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্কুলানের ব্যবস্থা থাকা উচিত প্রত্যেক প্রকারের গ্রন্থাগারের শতকরা হিসাবের ভিত্তিতে। শিক্ষা সংক্রান্ত ও বিশেষ গ্রন্থাগারে এই অনুদানের পরিমাণ হবে বার্ষিক বাজেটের শতকরা ৬ হতে ১০ ভাগ এবং এই বরাদ্দের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ ব্যয়িত হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য।

২। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ 'সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা/বি, লিব, এসসি ও এম, লিব, এস সি পাঠ্যক্রমে সমপর্যায়ের মান বজায় থাকবে। এম, লিব, এস দিতে বিশেষীকরণ ও বি, লিব, এসসিতে গবেষণাগারের কাজের উপর জোর দিতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের

গ্রন্থাগারিকদের জন্য রিফ্রেশার কোর্স, ওয়ার্কশপ, প্রীগ্রকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হবে।

৩ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীগণকে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে 'বহিরাগত' পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(ক) **বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহ :** বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি শিক্ষকদের সমপর্যায়ের হবে।

(খ) **সার্বজনীন গ্রন্থাগার** (Public Libraries) : রাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সমহারে হবে। জেলা গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম অন্ততপক্ষে জেলা শিক্ষা পরিচালকের (District Education Officer) সমতুল হবে এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের বেতনক্রম হবে শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কর্মিগণের সমতুল।

গ) **সরকারী গ্রন্থাগার সমূহ :** পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সরকারী বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাকারী পরিসংখ্যায়কের সমপর্যায়ের হবে।

(ঘ) **বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ :** পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কারিগরী/পরিচালনা সংক্রান্ত বা গবেষণাকারীদের সমতুল হবে।

(ঙ) **বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহ :** বেতন ও পদমর্যাদা স্নাতক ও শিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকদের সমতুল হবে।

৫। দেশের কৃষ্টি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে একদিকে সর্বস্তরে গ্রন্থাগারের ব্যাপক উন্নয়ন অপরদিকে প্রভূত পরিমাণে বৃত্তিকুশলী সংগ্রহের জন্যও গ্রন্থাগারের ব্যাপক উন্নতি অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতির পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন কেন্দ্রে ও প্রতিটি রাজ্যে সমপর্যায়ের এক একটি জাতীয় গ্রন্থাগার পর্ষদ।

৬। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি জাতীয় পঞ্জী রক্ষা করবেন।

৭। গ্রন্থাগারে কার্যের সর্বাধিক সুফল লাভের জন্য গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি হতে অন্য বৃত্তিতে পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এক সংস্থা হতে অন্য সংস্থায় পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন রাজ্য-ভিত্তিক ও সংস্থা-ভিত্তিক গ্রন্থাগার বৃত্তির আশু প্রবর্তন।

২। **আলোচ্য বিষয়**—ভারতীয় ভাষায় পুস্তকাদি

পরিচালক : শ্রীসদানন্দ জি, ভাটকল

মুখ্য প্রতিবেদক : শ্রী বি, এল, ভরদ্বাজ

প্রতিবেদক : শ্রী গুরনাম সিং

নিম্নলিখিত সংশোধনী কয়েকটি গ্রুপ থেকে উপস্থাপিত হয় :

১ Delete the word "work" from the proposition. (Groups A and B).

২ Delete the words "Subjects such as" from the proposition. (Group C).

৩ Add "only" after "effective" and before "in" and add at the end "in advanced professional courses." (Group E).

৪ The word "effective" may be replaced by the word "useful". (Group G).

নানাভাবে আলোচনার পরে নিম্নলিখিত সংশোধনী গৃহীত হয় :

"The individual project method is an effective one in the teaching of Documentation."

৬ সেমিনারের মূল্য নির্ধারণ ও প্রস্তাব

১ এবারে সেমিনারে ৮৫ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। অনেক ডেলিগেট এই প্রথমবার এই সেমিনারে উপস্থিত হলেন যেমন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন ডেলিগেট।

২ ডেলিগেটদের ভিতর কাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল, প্রত্যেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সমস্ত পরিবেশকে কর্মমুখর রেখেছেন।

৩ অনেকে মন্তব্য করেছেন যে স্বদেশে, বিদেশে অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা তাদের আছে, কিন্তু এমনটি দেখেননি। সুশৃঙ্খল এই সেমিনারের অভিজ্ঞতা অপূর্ব, না দেখলে অনুধাবন করা যায় না।

৪ সেমিনারের প্রবন্ধগুলি গবেষণামূলক। Case Study-র উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধগুলি রচিত। প্রবন্ধের সংখ্যাও বেশি, মূল্যবান ও যথেষ্ট উচ্চস্তরের। দুটি নতুন শব্দের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য একটি 'Chemical method,' অন্যটি Extramural activity'। প্রথমটির উৎপত্তি অনুসন্ধান সেবা শিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে। ডাক্তারীশাস্ত্রে Chemical method অনুযায়ী যেমন রোগের নিদান সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়, তেমনি অনুসন্ধান সেবার সময়েও নিদান বা সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষ পুস্তককে ব্যবহার করে Reference Librarian তাঁর রোগী বা এ ক্ষেত্রে পাঠককে নিদান সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। দ্বিতীয়টি অধ্যাপক বনের ডি আর-টি-সির ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রঙ্গনাথন কর্তৃক প্রদত্ত শব্দ। অধ্যাপক বন তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় গ্রন্থাগারিকের Campus এর বাইরে নানা প্রকার জনসংযোগমূলক কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন। 'Extramural' শব্দটি বৃত্তের বাইরে বুঝাতে বা Campus এর বাইরে বুঝাতে বিশেষ অর্থবহ শব্দ।

৫ ডি-আর-টি-সি প্রতি বছরই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নতুন কোন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করে থাকেন। এর Doc finder বা গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের কমপিউটারের ভূমিকা সম্বন্ধে ডি-আর-টি-সি গবেষণা আরম্ভ করেছে। এ বিষয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত অধ্যাপক রঙ্গনাথনের 'Doc finder' নামীয় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

৬ ডি-আর-টি-সি সেমিনার এ বছরের মত শেষ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আগামী বৎসরের কাজেরও সূত্রপাত হল। ডি-আর-টি-সির কর্মধারায় কোন বিরতি নেই, এ নিরবিচ্ছিন্ন চঞ্চল প্রবহমান নদীর মত।

D R T C Seminar (6) (1968)
by Subhas Chandra Mukhopadhyay

ইন্দোরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ সম্মেলন

ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়

গত ২৭ শে ডিসেম্বর ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্রনাট্যগৃহে মনোরম পরিবেশের মধ্যে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের চারদিনব্যাপী সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫১ সালের ১২ই মে থেকে ১৪ই মে শ্রী টি, ভি ওয়াকনিসের সভাপতিত্বে পরিষদের নবম অধিবেশনও এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন অবশ্য এখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, এখনকার মহাবিদ্যালয়গুলি তখন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইন্দোরবাসীদের আতিথেয়তার কথা সুবিদিত। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক দিক থেকে মধ্যভারতের রাজধানী ইন্দোরের গুরুত্ব কম নয়। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন মধ্যভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল এবং অন্যান্য সতেরটি জেলা নিয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয়। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। লোক সংখ্যা ৩, ২৩, ৭২, ৪০০। সাঁচী ও ভারহুতের ধ্বংসাবশেষ, বাঘ, উদয়গিরির গুহা, মান্দাসারের স্তম্ভ এবং খাজুরাহোর মন্দির মধ্যভারতের সংখ্যাতীত শিল্পকলা নিদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দুইশত ষাটজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এর মধ্যে ২০।২৫ জন মহিলাও ছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন সর্বশ্রী ভি ভি গিরি, ইন্দিরা গান্ধী, কে, পি রেড্ডি, ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণণ, সি, রাজাগোপালাচারী, মোরারজী দেশাই, ওয়াই বি, চ্যবন, জে এল হাতি, পি গোবিন্দ মেনন, ভি কে আর, ভি, রাও, ত্রিগুণা সেন, কে, কে, শাহ, এস, এম, সিনহা, রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, ইন্দোরের মহারাণী উষা দেবী, তুকোজী রাও হোলকার, ডঃ ডি, এস, কোঠারী ডি, সি, পাভাতে (পাঞ্জাবের রাজ্যপাল), ভগবত ঝা আজাদ, জগন্নাথ রাও (মধ্য-প্রদেশের পূর্তমন্ত্রী), ডঃ রঙ্গনাথন এবং বিদেশের গ্রন্থাগারিকগণ।

সম্মেলনের পর ঘণ্টাদুয়েক বিরতি দিয়ে আবার শুরু হত বৈকালীন অধিবেশন। সভার প্রারম্ভে ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী কে, এল, যোশী সমবেত অতিথিবৃন্দ ও প্রতিনিধিমণ্ডলীকে স্বাগত জানান। তাঁর ভাষণে তিনি গ্রন্থা-গারের বর্তমান কলাকৌশল সম্বন্ধে জনসাধারণের অনভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া তিনি বলেন যে, সাধারণ লোক "Subject Card, Author Card" ইত্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নয় এবং সংক্ষিপ্তসার (abstracts) ও গ্রন্থপঞ্জীর (bibliography) উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ নয়। প্রায় তিন হাজারেরও বেশী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থা-গারিকগণ এখনও করণিকের কাজ করেন এবং এখনও অনেক গ্রন্থাগারে বিভ্রান্তিমূলক বর্গীকরণ

(Calssification) পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ ছাড়া সূচীকরণ এবং অন্যান্য কাজকর্ম এমনভাবে করা হয় যে, সাধারণ পাঠকের কাছে তা সহজে বোধগম্য হয় না বা তাদের এই বিষয়ে কোন নির্দেশ সম্বলিত কোনো পুস্তিকাও সরবরাহ করা হয় না—এ কথাও তিনি প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দেন।

শ্রী ঘোশীর কিছু কিছু মন্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য। তাঁর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয়, সাধারণ ও বিশেষ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ-ভাবে পর্যালোচনা করার সময় নিশ্চয় এসেছে।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিদায়ী সভাপতি শ্রীসোহন সিং তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে স্বাধীনোত্তর ভারতে গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগার ব্যবহারের বহুল প্রসারের জন্য তিনি জাতীয় গ্রন্থাগার পর্ষদ স্থাপন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, দুই বৎসর পূর্বে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক এই পর্ষদ স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়ের খসড়ায় এই পর্ষদের জন্য কোন অর্থ সংস্থান না থাকায় শীঘ্রই এটা বাতিল হয়ে যায়। প্রধান অতিথির ভাষণে গোয়ালিয়রের রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া ইন্দোরে এই অধিবেশনের আয়োজন করার এবং বিশেষ করে তাঁকে এই সভায় আমন্ত্রিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে আসে ধন্যবাদের পালা। প্রথমে ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীজি, এন ট্যাণ্ডন অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী সমবেত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পরিষদের অন্যতম সহসভাপতি এবং সম্পাদক পদ্মশ্রী বি, এস কেশবন্ ও শ্রী ডি, আর, কালিয়া এই সভাতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে 'গ্রন্থাগার কর্মী' (Library Personnel) এই বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। পরিচালনা করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বি, ভি, রাঘবেন্দ্র রাও। এই বিষয়ে উনিশটি প্রবন্ধ পরিষদের পত্রিকাতে ছাপা হয়; যদিও প্রবন্ধ রচয়িতারা সকলে এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করেননি। সর্বশ্রী এন, সি, চক্রবর্তী, বি, এস, ভরদ্বাজ, আর, এস, মিট্টাল, ই ডেভিড ইত্যাদি সদস্যগণ তাদের প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এর উপর কিছু বিতর্ক ও আলোচনা চলে। শ্রী এন, সি, চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধ "Library Perssonnel in India" য় যাতে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে পত্রযোগে বা অন্যান্য ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কর্মরত গ্রন্থাগারিকদিগের আধুনিক বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য Refresher Course Workshop methods ইত্যাদি চালু করার জন্য বলেন। শ্রী আর, এস, মিট্টাল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে গ্রন্থাগার সমূহের জন্য বিশেষ বিভাগ এবং পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকে একটি শিক্ষামূলক বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, আই, এ, এস; আই, এফ, এস বৃত্তির ন্যায়

প্রস্তাবাবলী :

১। দেখা গেছে যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিশু, সমসাময়িক, বিজ্ঞান ও কারিগরী বৃত্তির যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তকাদি অপ্রচুর। এ কারণে লেখক ও প্রকাশকগণকে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশে প্রেরণা যোগাতে প্রভূত প্রযত্ন লওয়া প্রয়োজন।

২। সর্বভারতীয় উন্নতির প্রয়োজনে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমানের ও মূল্যবান পুস্তকাদি প্রদেশের সর্বত্র সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

৩। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রাজ্য পর্যায়ের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি ক্রমেই অধিকতর গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে আত্মনিয়োগ করেছেন যাতে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদির এক বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী সহজলভ্য হয়।

৪। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, গ্রন্থাগার সমূহ এবং পুস্তক ও সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতার সমন্বয়ে বিভিন্ন পন্থা ও উপায়কে কার্যকরী করতে হবে। প্রত্যেক বৎসরে, বিশেষতঃ নভেম্বর মাসে 'জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ' সমাজের সর্বস্তরের সহযোগিতায় সার্থক ভাবে পালন করতে হবে এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংস্থা গঠন করতে হবে।

৫। এই আলোচনা সভা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও কার্যকরী সমিতিকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যকরী 'কর্মী মণ্ডল' গঠন করতে অনুরোধ করছে।

17 All India Library Conference, Indore,
By Dhrubatara Mukhopadhyay

ভ্রম সংশোধন

পৌষ সংখ্যার 'পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিল' শীর্ষক সংবাদে "শ্রাবণ ১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত···" ইত্যাদি স্থলে 'শ্রাবণ ১৩৭৫ সংখ্যায়' হবে।

গত আশ্বিন (১৩৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী গীতা মিত্রের 'দুর্গা সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার : নৈনিতাল' প্রবন্ধের গোড়াতেই যেখানে আছে "গত বছর মার্চ মাসে নৈনিতালে বেড়াতে গিয়ে···" সেখানে হবে "এই বছর মে মাসে নৈনিতালে বেড়াতে গিয়ে···ইত্যাদি।"

অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত—স. গ্র।

বুখারেষ্টের যে সব লাইব্রেরিতে পড়েছি

অমিতা রায়

১৯৫১ সালে বুখারেষ্টে গিয়ে প্রথম যে বস্তুটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সেটি হল ওখানকার একটি লাইব্রেরি। কেননা, বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের হষ্টেলের যে-ঘরটিতে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তার নম্বর ছিল ৭ আর তার পাশের ঘর অর্থাৎ ৬ নম্বর ঘরের দরজায় বড় বড় করে লেখা ছিল— BIBLIOTECA অর্থাৎ গ্রন্থাগার। তার পাশের ঘরটি ছিল রীডিং রুম।

রুমানিয়ার ভাষার বিন্দু বিসর্গও তখন জানতাম না। কিন্তু সময়ে অসময়ে যখনি গিয়ে লাইব্রেরির খোলা শেল্‌ফ্‌ বা রীডিং রুমের কাঁচের আলমারির সামনে দাঁড়াতাম, সারে সারে সাজানো বইগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত কৌতূহল বোধ করতাম। চারপাশের মানুষদের সরব কথাবার্তা আর ঐ বইগুলোর নীরব বক্তব্য যেন একই ভাবে আকর্ষণ করত। যদিও রুমানিয়ান ভাষার বর্ণমালা রোমান লিপি বলে বইগুলোর, মলাট পড়ে কিছু কিছু বুঝতাম, কিন্তু তাদের ভেতরের পাতাগুলোর দিকে মূর্খের মতন চেয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না।

বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান বোধহয় আমার অসহায় বিমূঢ়তা দেখে মনে মনে একটু অনুকম্পা বোধ করতেন। কিন্তু আমাকে সহানুভূতি জানাবারও কোন ভাষা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ এমন কোন ভাষা ছিল না, যা তিনিও জানেন, আমিও জানি। মাস দেড়েক পরে প্রথম যেদিন তাঁর কাছে গিয়ে বই চাইলাম সেদিন বোধহয় আমার চেয়ে তাঁর আনন্দ বেশি হয়েছিল।

হষ্টেলে লাইব্রেরির জন্যে আমাদের আলাদা করে চাঁদা বা টাকা জমা দিতে হত না। আমাদের হষ্টেলে শুধু নয়, সব জায়গাতেই ছিল ঐ একই ব্যবস্থা। সারা রুমানিয়াতে সমস্ত শিক্ষালয়েই দেশী বিদেশী সব ছাত্রছাত্রী যেমন বিনা মাইনেয় পড়ত তেমনি বিনামূল্যে লাইব্রেরির সব সুযোগসুবিধে পেত।

আর সে সুযোগসুবিধেও অপর্যাপ্ত। জলের কল খুলে ঘটি ভরতে যতটুকু সময় বা পরিশ্রম লাগে, বুখারেষ্টের সব লাইব্রেরিতেই দেখেছি বই পড়তে বা নিতে সেইটুকুই সময় দিতে হয়। করতে হয় ততটুকুই কষ্ট। বুখারেষ্টের হষ্টেল লাইব্রেরিগুলি ছিল বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লাইব্রেরিয়ান কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে বই, কাগজ, পত্রিকা বা আনবার সব নিয়ে আসতেন। তাই প্রচণ্ড শীতে যখন রাস্তার ওপর একহাত করে বরফ জমত, তখন খবরের কাগজটা আনবার জন্যেও আমাদের রাস্তায় বেরুবার দরকার হত না। আমাদের প্রয়োজনীয় কোন বই হষ্টেল লাইব্রেরিতে না থাকলে লাইব্রেরিয়ান নিজেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সেটি নিয়ে আসতেন।

হষ্টেল লাইব্রেরি থেকে যে কেবল আমরাই অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরাই বই নিতাম তাই নয়।

ওখানে যারা ঘরদোর সাফ করত, দরজায় পাহারা দিত, বা লিফট চালাত তারাও প্রায়ই লাইব্রেরিয়ানের দরবারে গিয়ে হাজির হত। ওরা অবশ্য বই বাড়ী নিয়ে যেত না। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পড়ত। কেবল গল্পের বই নয়; পড়ার বইও পড়ত পরীক্ষার জন্যে। এ প্রসঙ্গে হয়ত মনে হতে পারে যে, একটু লেখাপড়াজানা মেয়েরাই ছাত্রাবাসে কাজ পায়। তা কিন্তু নয়। রুমানিয়াতে ১৯৪৭ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বছরের মধ্যেই সারা দেশের লোকের অক্ষর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছিল বাধ্যতামূলক। তাই এই সব হস্টেল লাইব্রেরীতে উচ্চতম পর্যায়ের গবেষক থেকে নবসাক্ষর অমাদারনি পর্যন্ত সকলেরই দেখেছি অবাধ গতি।

লাইব্রেরিয়ানকে এদের সকলকেই সামলাতে হত। এবং কেবলমাত্র বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ থাকত না। একখানা বই চাইলে পাঁচখানা বইয়ের নাম তিনি বলে দিতেন। বলতেন পড় না পড়, পাতা উলটে দেখতে ক্ষতি কি?

এ জাতীয় সহযোগিতা বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগীয় লাইব্রেরি অর্থাৎ রুমানিয়ান ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের লাইব্রেরিতেও পেয়েছি। ঐ বিভাগের লাইব্রেরিতে একদিন ইনডেক্স কার্ডের বাক্সে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের রুমানিয়ান অনুবাদ খুঁজছিলাম। কিন্তু ওখানে রবীন্দ্রনাথের এত অনুরাগী পাঠক থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বই নেই দেখে আশ্চর্যই হলাম। লাইব্রেরিয়ানকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, এমন সময় তিনি নিজে উঠে এলেন। আমার অসুবিধের কথা শুনে বুঝিয়ে বললেন, আমি যেখানে খুঁজছি ওখানে আছে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের হদিস। আধুনিক সাহিত্যের কার্ডগুলি শুধু আমাকে দেখিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, আমাকে একটি বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের যাবতীয় রুমানিয়ান অনুবাদ সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরো তথ্য জানতে গিয়ে রুমানিয়ার আকাদেমি লাইব্রেরীতেও যাবার সুযোগ হয়েছিল। রুমানিয়ায় গিয়ে জেনেছিলাম যে, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রুমানিয়ায় এসেছিলেন এবং সেই আগমনের কথা আজও অনেক রুমানিয়ান সানন্দে স্মরণ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তখনকার কাগজপত্র থেকে ঐ সময়কার সম্পূর্ণ তথ্য জানবার আগ্রহ হয়। শুনলাম যে ঐসব পুরোনো খবরের কাগজ একমাত্র আকাদেমি লাইব্রেরি ছাড়া আর কোথাও নেই। কিন্তু আকাদেমি লাইব্রেরি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের লোকদের জন্যে। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খানিকটা দুরধিগম্য।

তখন আমি কিছুদিনের জন্যে দিনের বেলা বুখারেষ্টের ভারতীয় এমব্যাসিতে কাজ করছি আর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছি। এমব্যাসি থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তাই একদিন আকাদেমিতেও গিয়ে হানা দিলাম। গিয়ে দেখি আকাদেমিতে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেছে। ভালমতন ইংরাজি বলতে পারেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দোভাষীর কাজ করার জন্যে একজন ফরাসি জানা ও আর্মাণ জানা মহিলাকে এই বিভাগে

ধরে আনা হয়েছে এবং দারুণ গবেষণা চলছে—ভারতীয় আগন্তুকের পক্ষে কোন ভাষাটা জানা সম্ভব।

ভারতীয় আগন্তুক যখন বললেন যে, তাঁর পক্ষে দুটো-ভাষার কোনটাতেই কথা বলা সম্ভব নয়, তখন এই দুজন মহিলা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন বটে কিন্তু যার সঙ্গে আমার কথা বলার কথা সেই ভিক্তিল কিনদেয়া পড়লেন মুস্কিলে। এঁরা ধরে রেখেছিলেন ভারতীয় এমব্যাসি থেকে যখন স্রাভব্য তথ্য চাইতে আসছে, তখন সে তথ্য নিশ্চয়ই একটা বইয়ের ফর্দ বা খান দুই ছবির বেশি কিছু হবেনা। সে যে এসে খবরের কাগজ পড়তে চাইবে সে কথা তাঁরা ভাবেন নি। একে তো রাজতন্ত্রের আমলের খবরের কাগজ প্রজাতন্ত্রের যুগে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই পাথর যে সরাতে চাইছে তার বাড়ি আবার লৌহ যবনিকার ওপারে। সমস্যা বিষম সে বিষয়ে সন্দেহ কী? কিন্তু সেকথা আন্দাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক, আমাকে বসতে বলে তিনি ঘুরে এলেন এবং বেশ খানিকক্ষণ অর্থাৎ প্রায় আধঘণ্টা পরে এসে আমাকে নিয়ে চললেন আরচাইভ্‌স্‌-এর দিকে। অনেক সিঁড়ি আর লম্বা লম্বা পাথরের বারান্দা পেরিয়ে ছোট্ট একটা ঘরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কাগজ আসছে। বসুন।

তার কিছুক্ষণ পরেই খবরের কাগজের বাঁধানো দপ্তরগুলো এসে গেল এবং যথাযথ পাতাগুলোর পেজ মার্ক দিয়ে কিনদেয়া বেরিয়ে গেলেন। আমার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হল। কিন্তু আকাদেমির লাইব্রেরিতে ঢুকতে পাওয়ার আনন্দ বা রুমানিয়ান কাগজে অপ্রত্যাশিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ফ্যাকসিমিলি দেখতে পাওয়ার উত্তেজনা কোনটাই সেদিন ভালভাবে উপভোগ করতে পারি নি। তার আগেই ডুবে গিয়েছিলাম পাতার পর পাতা রবীন্দ্র প্রশস্তি আর রবীন্দ্রনাথের ভাষণের রিপোর্টের মধ্যে।

তখন শরৎকাল, পথে গরম নেই। কিন্তু আকাদেমির পাথরের ঘরে ঠাণ্ডায় প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে যাবার অবস্থা। তবুও তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে নি। একমনে পড়ে আর নোট করেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটু উষ্ণতার সঞ্চারে আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলতে দেখি আমার টেবিলের পাশে একটা রুশ হীটার বসিয়ে দিয়ে কিনেদেয়া খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ জানাতে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম না তো?

তিনটের পর লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়। কিছু আগে এসে কিনদেয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আবার সেই জটিল পথ দিয়ে বাইরের দরজায় পৌঁছে দিলেন। আরো একদিন আসবার কথা বলে কাগজপত্র ওখানে রেখেই চলে এলাম।

দ্বিতীয় দিন গিয়ে আমার কাজ শেষ হল এবং সেই সঙ্গে হল কিছুটা উপরি লাভ। ভিক্তিল কিনদেয়া ওখানকার একজন উৎসাহী ভারততাত্ত্বিক। তিনি মধ্যযুগীয় রুশ পর্যটক নিকিতিন-এর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'তিন সাগরের পারে ভ্রমণ'-বইটি প্রাচীন রুশ ভাষা

থেকে রুমানিয়ান ভাষায় সটীক অনুবাদ করেছেন। ঐ রুশ বইটি অবলম্বনে ১৯৫৬-৫৭ সালে রুশ-ভারত সহযোগিতায় 'পরদেশী' নামে একটি হিন্দি ছবি বোম্বাইতে তোলা হয়েছিল। এতে অভিনয় করেছিলেন নারগিস ও একজন রুশ অভিনেতা। প্রকাশপ্রতীক্ষিত সেই বইয়ের একটি কপি নিজে হাতে নাম লিখে সেদিন কিমনদেয়া আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। যে দেশ কোনদিন দেখেন নি সে দেশ সম্বন্ধে যে তাঁর কী গভীর জ্ঞান তা ঐ বইয়ের প্রায় ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকাভাষ্য পড়ে খানিকটা বোঝা যায়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, দেশে ফেরার পর আমার সংগ্রহের আরো কিছু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সঙ্গে কিমনদেয়ার ঐ বইটি এবং ঐ সব লাইব্রেরিতে বসে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা কিছু নোট করেছিলাম সেই নোট সমেত খাতাটি হারিয়ে যায়।

ঐ নোটগুলির ভিত্তিতে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। সম্পাদকীয় কাঁচিতে ক্ষতবিক্ষত চেহারায় সেই লেখাটি দেশের রবীন্দ্রশতবার্ষিকী (১৯৬১) সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে।

বুখারেস্টের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত সেই সোনার ফসলের আর প্রায় কিছুই আজ আমার কাছে নেই। শুধু লাইব্রেরিয়ানদের সৌজন্য আর সহযোগিতার স্মৃতিটুকুই এই দশ বছর পরেও অম্লান আছে।

Libraries as I have seen in Bucharest
by Amita Roy

চিঠিপত্র

মহাশয়,

গ্রন্থাগার পৌষ, ১৩৭৪ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার সম্মেলনাদির উপর প্রকাশিত মন্তব্যের প্রভাব হতে পারে মনে করে গ্রন্থাগারিক হিসেবে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি।

প্রথমেই বলে রাখি যে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে সব অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নাম করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংযোগ ও সৌহার্দের এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সমষ্টিগতভাবে আমাদের বৃত্তি বিষয়ে যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য।

বিষয়বস্তুটি আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন পরিচালন পদ্ধতি ও সেখানে বৃত্তিমূলক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন ও ডি-আর-টি-সি সেমিনারের উল্লেখ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে। প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অন্যান্য রাজ্য বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ বৎসরান্তে বা দুই বৎসরান্তে কি উদ্দেশ্যে সম্মেলনের আয়োজন করেন; ডি-আর-টি-সি বাৎসরিক সেমিনারেরই বা উদ্দেশ্য কি; কাহাদের এই সব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়; এবং কাহারা ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ ব্যতীত ও নিজ অধিকারে এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অধিকার (আইন সঙ্গত অধিকার) রাখেন? এই প্রশ্নগুলির জবাব আমাদের সকলেরই জানা আছে। একটু অনুধাবন করলেই—ডি-আর-টি-সি সেমিনার ও গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সম্মেলনের বৃহৎ পার্থক্য ও উদ্দেশ্য বোঝা যাবে।

গ্রন্থাগার পরিষদগুলি দ্বারা আয়োজিত সম্মেলনে বহুধরণের, বহুমতাবলম্বী ও মানসিক উৎকর্ষের দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের সভ্যগণ যে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহশীল হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! আর সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে কাহারো অংশ গ্রহণে বাধা থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। ইহার ভাল দিকটার প্রধান উদ্দেশ্য—অল্পবয়স্ক, আগ্রহশীল গ্রন্থাগার কর্মিগণ প্রাজ্ঞ সুধবর্গদের সান্নিধ্য ও চিন্তার উৎকর্ষ সাক্ষাতে উপলব্ধি করতে পারেন। অর্বাচীনের দল উপস্থিত মতো নানা কারণে যে সব উৎপাত ও অসঙ্গত আচরণ করে তা অবশ্য পরিতাপের বিষয়, কিন্তু তাকে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন বলে মনে হয় না। ইন্দোরে দেখলাম কয়েকজন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে সেমিনার আলোচনায় ও পর পর 'পয়েন্ট অব অর্ডার' তুলতে থাকলেন। পরিতাপ করা ছাড়া এ বিষয়ে আর বলার কিছু দেখি না। নিরাশ হয়ে সব নস্যাৎ ভাবার কারণ নেই। ভাল আলোচনাও হয়েছে। সেমিনারের জন্য যে সব প্রবন্ধ পাওয়া গেছে এবং যেগুলি বুলেটিনে ছাপা হয়েছে তার মধ্যে সুচিন্তিত লেখাও রয়েছে। সেমিনার করা হয়েছে বলেই সেজন্য লেখা ও সেমিনারের সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া গেছে।

খুবই পরিচিত গ্রাম্য একটি তুলনা আমার মনে পড়েছে ডি-আর-টি-সি সেমিনার ও গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার সম্পর্কে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সেমিনারকে যথাক্রমে মঠে বা আশ্রমে ও মেলা বা হাটের মধ্যে ধর্মসভার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ধর্মপ্রচারকগণ চিরকালই হাটে যাতায়াত করে আসছেন। অধুনা আধুনিকদের সংখ্যা বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই; হাটের মধ্যে ধর্মসভার প্রয়োজন পূর্বের চাইতে বর্তমানে অধিক বই কম নয়। যে সকল জ্ঞানী গ্রন্থাগারিক নির্জন গুহাবাস করছেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই।

ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের বন্ধু শ্রীযোশীর প্রবন্ধ সংক্রান্ত যা সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়েছে তাতে আমি বিস্মিত বোধ করছি। শ্রীযোশী সম্মেলনের জন্য কোন লেখা বা চিঠি এ সম্বন্ধে পাঠাননি। বিভিন্ন ভাষার পুস্তকাদি সম্বন্ধে যখন আলোচনা হচ্ছিল সেই সময় শ্রীযোশী আমাকে তার একটি লেখা আছে জানান। ডায়রেকটর শ্রীভাটনগর তৎক্ষণাৎ শ্রীযোশীকে অন্যান্য প্রবন্ধকারদের ন্যায় সময় (অবশ্য) অবস্থা বিবেচনায় সে সময় খুবই কম করতে হয়েছিল) দেন তার বক্তব্য বলতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযোশীর প্রবন্ধ আসে যা উপস্থিত কেহ দেখেন নি, ছাপা হয়নি, বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ ও সময় ছিল না। পরে শ্রীযোশী আমাকে বললেন যে তাঁর প্রবন্ধটি দীর্ঘ, তিনি খানিকটা সংক্ষেপ করে ডাঃ এঃ পঃ বুলেটিনে ছাপাবার জন্য পাঠাবেন। এই প্রস্তাব সাগ্রহে আমি গ্রহণ করেছি, এবং প্রবন্ধের প্রতিক্ষায় আছি। এমতাবস্থায় শ্রীযোশী কলকাতা ফিরে যে কোন প্রসঙ্গে কি বললেন বিস্তারিত না জানতে পারলে মতামত কিছু প্রকাশ করা চলে না। নমস্কারান্তে,

নতুন দিল্লী-২৩ নিবেদক,

১. ২. ৬৯ শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী

Letters to the Editor.

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

বিগত ১২ জানুয়ারী ৬৯, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমন্বয় সমিতির আহ্বানে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন ভবনে পশ্চিমবঙ্গে সর্বশ্রেণীর বেতনভুক কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এবং উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার। প্রায় ৭৫ জন গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি ফি ছিল একটাকা।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ ওহ্‌দেদার বলেন, গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলনও গ্রন্থাগার কর্মীদের করে যেতে হবে। গ্রন্থাগারের মর্যাদা ও গ্রন্থাগার কর্মীর মর্যাদা দুই-ই সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। গ্রন্থাগারের ব্যবহার যে আজও সীমিত, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর জন্য সরকারী শিক্ষানীতিই দায়ী; অর্থের অভাব শুধুমাত্র অজুহাত, যুক্তিসঙ্গত বিচার নয়।

অতঃপর সভাপতির নির্দেশে সমন্বয় সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে, সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে কি কি করা হয়েছে তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ১৯৫৪ সালে মালদহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বৃত্তির ও বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। তারপর ইছাপুর সম্মেলনে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়।

পুরাতন পে কমিটির কাছে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। কিন্তু পে কমিটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথায় কর্ণপাত না করেই বিবিধ সুপারিশ করেন। পুস্তক সংখ্যার ভিত্তিতে বেতন এই অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও সেই পে-কমিটির দান।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগীত গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সংগঠন গড়ে ওঠে। তখন দুই সমিতির চেষ্টায় নানা আবেদন নিবেদন ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৬৪ সাল থেকে নির্দিষ্ট বেতন প্রথা তুলে দিয়ে একটি হতাশাব্যঞ্জক বেতনক্রম ১৯৬৫ সালে প্রকাশ করে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ গ্রন্থাগার কর্মীরা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে যার অনিবার্য ফলশ্রুতি, গ্রন্থাগার কর্মী সমন্বয় সমিতি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দুটি বিক্ষোভ মিছিল। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে অপরটি নিজেদেরই। অনতিবিলম্বে, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নতুন একটি বেতনক্রম ঘোষিত হয় যা আংশিক সন্তোষজনক সন্দেহ নেই।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে U.G.C সুপারিশ চালু করানোর জন্য চেষ্টা করা হয়। এজন্য ১৯৬৭ সালে এক প্রতিনিধি দল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে দিল্লীতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এরই ফলস্বরূপ ঘটে কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার U.G.C-র সুপারিশ কার্যকরী করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে লক্ষ্য রেখে পে-কমিশনের কাছে বিস্তৃত দাবীপত্র পেশ করা হয়েছে। তবে, এশিয়াটিক সোসাইটি, মহাজাতিসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে বিশেষ কিছু করা যায় নি, যদিও এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীরা সংগঠিত ভাবেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

এর পর বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, সর্বশ্রী তুষার সান্যাল, শুভ্রাংশু মিত্র, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, বিশ্বনাথ কোলে, অনিল দত্ত, অমিয় ব্যানার্জি, হরেকৃষ্ণ দত্ত, সমর দত্ত, মণীন্দ্র চন্দ্র, অরুণা দত্ত সিং, সাধন দাস।

অতঃপর, প্রস্তাবাকারে একটি দাবীপত্র পেশ করা হয়, এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই দাবীপত্রে (১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (২) ডে-ইউনিভার্সিটি হোম, (৩) পলিটেকনিক গ্রন্থাগার, (৪) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, (৫) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রস্তাব আছে।

এরপর সমন্বয় সমিতির একটি সাংগঠনিক প্রস্তাব ও সংবিধান সাময়িকভাবে কাজ চালানোর উপযুক্ত করে গৃহীত হয়।

রাজ্য শিক্ষাসচিব সমীপে প্রতিনিধিদল

গত ১১ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধিদল প্রাক্তন শিক্ষাসচিব ডঃ ভবতোষ দত্তের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিলিত হন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ, জি, সি, বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করার বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ডঃ দত্ত জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ১-৩-৬৬ তারিখ থেকে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়েছেন। (এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দিষ্ট আদেশ 'গ্রন্থাগার' নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭৫ দ্রষ্টব্য) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতনক্রম চালু করার প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষা সচিব জানান যে, তাঁর কাছে লিখিতভাবে পেশ করা হলে এ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত জানান হবে।

পশ্চিমবঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথার বিলোপ ও প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে সরকারী আওতায় আনার ব্যবস্থা, উক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা, সার্ভিসরুল প্রভৃতির কথা

জিজ্ঞাসা করা হলে ডঃ দত্ত বলেন, সরকার এ সকল দাবীও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ও পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের দাবীতে ডঃ দত্ত বলেন নীতিগতভাবে তিনি এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও কয়েকটি বাস্তব অবস্থা এর রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ও বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা সম্পর্কে ডঃ দত্ত আশ্বাস দেন যে শীঘ্রই এ সম্পর্কে এক সরকারী নির্দেশ জারী করা হবে।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রশ্নে শিক্ষাসচিব জানান, নির্বাচনের পর জনপ্রিয় সরকারই এ কাজের প্রকৃত অধিকারী। তবে এ সম্পর্কে আনুষঙ্গিক কাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

রহড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন পরিদর্শন।

গত ২৯ শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় রহড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের মোট ৩২ জন শিক্ষক ও ছাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন ভবন পরিদর্শন করেন। এক চা চক্রের ঘরোয়া পরিবেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষারত ছাত্র ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার প্রারম্ভে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করা হয় এবং পরিষদের কাজে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়। উপস্থিত সকলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে ও সক্রিয় সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার পর সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ হয়।

পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব

গত ২১ শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের এক মনোজ্ঞ পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন হয় কলেজ স্কোয়ারের ইণ্ডেপ্লেটস্ হলে। অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ফুণিভূষণ রায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত, বাদ্যবাদন, আবৃত্তি ও অভিনয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক : বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

[গত ২০শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পত্রিকার স্থানাভাববশতঃ বিগত পৌষ সংখ্যায় আমরা কেবলমাত্র কলকাতার কেন্দ্রীয় জনসভার বিবরণ প্রকাশ করেছিলাম। এই সংখ্যায় অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠানাদির বিবরণ দেওয়া হল।—স. গ্র।]

কোচবিহার।

স্থানীয় লাল্‌সাউন হলে গত ২৬শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাহর্তা শ্রীভাস্কর ঘোষ, আই, এ, এস মহোদয়। ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়।

পি. ডি, এম, এম, লাইব্রেরী। হলদিবাড়ী।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর বিভিন্ন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এক ঘণ্টাব্যাপী একটি লোকগীতির অনুষ্ঠানও এই সঙ্গে ছিল। প্রবীণ শিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন সরকার গ্রন্থাগার দিবসের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীপরিতোষ চন্দ্র রায় এই সভায় গ্রন্থাগার আইন বলবৎ করার প্রস্তাব করেন এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানান। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিশেষে পাঠাগারের সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করা হয়।

চব্বিশ পরগণা

জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার। গাইঘাটা।

২২ শে ডিসেম্বর 'বাণীশ্রী'র (গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার পত্রিকা) পরিচালনায় গ্রন্থাগার সপ্তাহ ও নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাণীশ্রীর মুখ্য সম্পাদক শ্রীস্বপনকুমার গুপ্ত স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী গঠনের জন্য অভিভাবকবৃন্দের নিকট আবেদন জানান।

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার। বনগ্রাম।

২০শে ডিসেম্বর সুভাষনগর সংস্কৃতিতীর্থ নেহেরু পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শ্রীঅমিতবরণ বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা,

প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীমনোহর কুমার সুর গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার এক প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী। মেটেলী।

গত ২০ শে ডিসেম্বর, '৬৮ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৫ জন নূতন সদস্য বৃদ্ধি করা হয়। বিকালে শ্রীঅমূল্যগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীসুধীর চক্রবর্তী ও অমিয়ভূষণ গুহ গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, শিক্ষা ও সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নদীয়া

আদর্শ পাঠাগার। নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালন করেন। ২০শে ডিসেম্বর প্রভাতী অনুষ্ঠান ও পতাকা উত্তোলন, ২১শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার কর্মিসম্মেলন ও ২২শে ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিত সরকারের পৌরোহিত্যে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর প্রমথ চৌধুরী শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রদ্যোৎ গোস্বামী, ডঃ অরুণ গোস্বামী, ও শ্রীমলয় ভট্টাচার্য। সপ্তাহের শেষ দিনে গ্রন্থাগার কর্মীদের এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়।

পুরুলিয়া

পুনর্ভব গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখা ও হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে ২০শে ডিসেম্বর বেলা ৩।।০ টায় কর্মী সমাবেশ ও ৪।।০ টায় জনসভা আহ্বান করা হয়। লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ ঘোষ বক্তৃতা করেন।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অভিনয় হয়।

বর্ধমান

আসানসোল অপর জেলা গ্রন্থাগার।

আসানসোল অপর জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬শে ডিসেম্বর এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অপর জেলা বিচারপতি শ্রী এস্, এন, সান্যাল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য রাখেন পরিষদের সহঃ কর্মসচিব শ্রীসুধীর সান্যাল ও কাউন্সিল সদস্য শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভাশেষে আনন্দানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বিজয়া দত্তরায়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার।

জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দের সভাপতিত্বে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারটিকে সুসজ্জিত করা হয় এবং পাঠকক্ষে শিক্ষামূলক সচিত্র প্রাচীরপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সভায় উত্তরবঙ্গের বন্যায় বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করার অনুরোধ জানান হয়।

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্য আছে এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বয়স্কশিক্ষার প্রসার সম্ভব—যাতে দেশবাসী বিনাটাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে সেজন্য সরকারের গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা উচিত—এই মর্মে সভাপতি মহাশয়, গ্রন্থাগারিক, শ্রীঅমল কুমার দে ও শ্রীরামশঙ্কর মজুমদার প্রভৃতি তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ থাকায় তাঁর লিখিত ভাষণটি সভায় পাঠ করা হয়।

বীরভূম

কবিলপুর কালরুদ্র পাঠাগার।

শ্রীহারাধন পালের সভাপতিত্বে ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সর্বসাধারণ যাতে বিনাটাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে সেজন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্যপালের নিকট পাঠানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার

থেকে যাতে নিয়মিতভাবে কুড়িখানার পরিবর্তে চল্লিশখানি বই এই গ্রন্থাগারে পাঠানো হয় তার জন্য জেলা গ্রন্থাগারকে অনুরোধ জানান হয়।

স্বজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার। মালদহ।

গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী আইহোতে স্বজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান, আলোচনা সভা গ্রন্থ মেলা ও প্রদর্শনী ইত্যাদি ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন, জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীঅমিতাভ সরকার, মালদহ জেলা-গ্রন্থাগারিক শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলা-গ্রন্থাগারিক ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনিল দত্ত, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারিক ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারিক কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন, এ, সি, ইনষ্টিটিশনের শিক্ষক শ্রীত্রিদিব গুপ্ত ও স্থানীয় শিক্ষক শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। ১লা জানুয়ারী বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মালদহ-জেলা গ্রন্থাগার-কর্মী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা-সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীঅমিতাভ সরকার। রূপপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম দিনাজপুরের সহ-জেলা-গ্রন্থাগারিক শ্রীঅবনী ভলাপাত্র এবং সভায় ভাষণ দেন শ্রীঅমিতাভ সরকার, শ্রীঅনিল দত্ত, শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীসুশীল ভৌমিক ও শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ ও মালদহ জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা হয় এবং গ্রন্থাগার আইন চালু করার দাবী সহ বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণের উপযোগী একটি চিত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এক সপ্তাহ কাল খোলা রাখা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর সমাপ্তি সভায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ ও পাঠক পাঠিকা ব্যতিরেকে মহকুমার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। সমগ্র জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যাতে অবিলম্বে একটি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় এবং উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবহার উপযোগী একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। তাছাড়া উত্তরবঙ্গে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যার্থে যাতে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

হাওড়া

দক্ষরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। দক্ষরপুর।

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রীসত্যচরণ পাল মহাশয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। ৯৭।৩, নস্করপাড়া রোড, ঘুসুড়ী।

ঘুসুড়ী বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীতুষারকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশঙ্করকুমার পাণ্ডাল।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার। হুগলী।

গত ২৫ শে ডিসেম্বর মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র মণ্ডপ। বালী।

গত ২৭শে ডিসেম্বর, স্থানীয় রবীন্দ্র মণ্ডপে 'গ্রন্থাগার সপ্তাহ' পালন করা হয়। সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত সর্বশ্রী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ভূষণ গুহ, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী। হুগলী।

গত ২২ শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে লাইব্রেরী হলে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী কর্তৃক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর গ্রন্থাগারিক শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং এই প্রাচীন গ্রন্থাগারটির বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহকর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ও বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বক্তা আগামী নির্বাচনে যারা জনপ্রতিনিধি হিসাবে অবতীর্ণ হবেন তাদের নিকট থেকে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন চালু করা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী করেন। সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে আগামী নির্বাচনে শ্রীরামপুর বিধান সভা

কেন্দ্রে নির্দলীয় প্রার্থী বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক বলেন যে, আইন চালু করা হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয় তবে গ্রন্থাগার আইন চালু করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে তিনি যদি নির্বাচিত হতে পারেন তবে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে সচেষ্ট হবেন। সভাপতি শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য এবং জনশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীশিবপ্রসন্ন সরকার কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পাণ্ডিহাল।

গত ২০শে ডিসেম্বর, সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গড়বালিয়া রাখালচন্দ্র মাধ্য ইন্‌স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রী মন্মথনাথ পাণ্ডা মহাশয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার মাইতি।

গ্রন্থাগারের বিশেষ বার্ষিক প্রদর্শনী গত ৩রা থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮ পর্যন্ত সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর বিষয় ছিল 'অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার'।

সর্বোদয় গ্রন্থাগার। হাওড়া।

১২।২ বাসে শিবপুর সেকেণ্ড বাই লেন, হাওড়া-২ এর শিশু ও যুব কল্যাণ পরিষদ পরিচালিত সর্বোদয় গ্রন্থাগার গত ২২ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই দিনে গ্রন্থাগারটিকে সুন্দরভাবে সাজান হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য। শিশু ও যুব কল্যাণ পরিষদের সভ্যসভ্যাগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীঅনবদ্য সান্যাল আলোচনার উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক সুধরঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা এবং পাঠকের অভিরুচি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। প্রধান অতিথি শ্রীচঞ্চলকুমার সেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস তথা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন। সভা-সভ্যাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশনের পর সভানেত্রীর ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

হালিধাড়া সত্যাশ্রম পাঠাগার। খালিয়া।

হালিধাড়া সত্যাশ্রম পাঠাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকিশোরীমোহন বসু মহাশয়। তিনি গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন।

সর্বশ্রী ভূষণ চক্রবর্তী, অমরদেব দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তরুলতা মিত্র সময়োচিত ভাষণ দান করেন।

সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : রুমা দত্ত

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থকার :: সাহিত্য : সংস্কৃতি

'ন্যাশনাল সারভিস কোর'-এর উদ্যোগে রাসবিহারী এভিনিউ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের সংযোগ-স্থলে গত ১লা ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একটি জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশনায়ক ও মনীষীদের চিন্তাধারা প্রচারই এর উদ্দেশ্য ছিল।

• • •

নয়াদিল্লি গালিব একাডেমি ২১শে ফেব্রুয়ারী কবি গালিবের জন্মশতবার্ষিকী দিনে গালিব সম্পর্কিত একটি তথ্যপঞ্জী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। একাডেমির পক্ষ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গালিব সম্পর্কিত তথ্য ও সংবাদাদি বাংলার একাডেমির দফতরে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ঠিকানা : সম্পাদক, গালিব একাডেমি, হামদরদ বিলডিংস, দিল্লি-৬।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গালিবের জীবনীর ওপরে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রঙীন চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

• • •

গত ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সাহিত্য একাডেমির পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

• • •

'সংগ্রহশালা সপ্তাহ' উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম-এ লোকশিল্প সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

• • •

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যে সমস্ত সুধী ব্যক্তি এসেছিলেন তাঁদের রবীন্দ্র স্মৃতি-মূলক ভাষণ টেপ রেকর্ডিং করে রাখার এক ব্যাপক কার্যসূচী বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের শ্যামবাজার কেন্দ্র গ্রহণ করেছেন এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শ্যামবাজার কেন্দ্রে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের এক মূল্যবান ইতিহাস বিবৃত করেন।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত, নাটক ও চারুকলা আকাদেমি চলতি বছর থেকে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও অঙ্কন শিল্পের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য পর্যায়ক্রমে একজনকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দিল্লির সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পুরস্কারের ন্যায় রাজ্য আকাদেমির পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের পরিমাণ নগদ ২০০০ টাকা ও একটি অভিজ্ঞান পত্র।

এই বছর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের জন্য এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপকরূপে প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হয়েছে।

• • •

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রানভার্ড লিটারেচার কোম্পানি কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। ব্রিটানিকার বহু দুষ্প্রাপ্য খণ্ড প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে।

• • •

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির নাম 'ডিকশনারি অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি' (ভারতীয় ইতিহাসের অভিধান)। অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গ্রন্থখানির প্রণেতা এবং নিউ ইয়র্ক শহরের অর্জ ব্রাজিলার, ইনকর্পোঃ নামক সংস্থা এর প্রকাশক।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম উদ্যোগে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতে, ১৯৬৭ সালে। গ্রন্থখানিতে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার পাঁচ শত বছর থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার ঐতিহাসিক তথ্য, যেমন, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নাম, স্থান, দেশের রীতিনীতি ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে।

• • •

শ্রীরামপুর কলেজের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব গত ডিসেম্বর মাসে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনের নবজাগরণের পথিকৃৎ উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর কলেজের সঙ্গে সংযোগ ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার অগ্রগতিতে শ্রীরামপুর কলেজের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও স্মরণ করা হয়।

• • •

গত ৩০ শে নভেম্বর, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসুর ষষ্টিতম জন্মদিন ছিল। এই উপলক্ষে শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা' ও শ্রীবিমল রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দৈনিক কবিতা'র বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। 'কলকাতা'র বিশেষ সংখ্যাটির অতিথি সম্পাদক শ্রীনরেশ গুহ ও শ্রীঅরুণকুমার সরকার। 'কলকাতা'য় শ্রীবুদ্ধদেব বসুর অনুরাগী বাংলাদেশের সুধিবৃন্দের কয়েকজনের (যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, জীবনানন্দ দাস প্রভৃতি আছেন) কিছু নতুন ও কিছু পুনর্মুদ্রিত রচনা আছে।

সংকলয়িতা : বেণু দত্ত

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, উত্তরপাড়া

৪ - ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯

গ্রন্থাগার

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই সং খ্যা য়

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন হারের উন্নতি (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চিন্তা ৫) — ডঃ এস আর রঙ্গনাথন — ৪১৯

বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার — অমিতা রায় — ৪২৫

শিবপুর বটানিক্সের গ্রন্থাগার — কুণাল সিংহ — ৪২৯

সভ্যতা ও গ্রন্থাগার — নির্মলেন্দু মান্না — ৪৩২

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন : একটি খসড়া — সুধাংশুকান্তি সান্যাল — ৪৩৪

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন (সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ) — ৪৪৯

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা ঃ ফাল্গুন ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থানুরাগীদের দ্বারা ১৯২৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী যে কেউ এর সদস্য হতে পারেন। এই পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সদস্য চাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০৲ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৲ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৲ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৲ টাকা

'গ্রন্থাগার-'এর নিয়মাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।
- পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার কোন সংখ্যা যথাসময়ে না পৌঁছালে এক মাসের মধ্যে জানাতে হয়; অন্যথায় সেই সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।
- গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। স্বাগত-অস্বাগত সকলের রচনাই প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হয়। ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।
- পত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠি পত্রে প্রকাশিত লেখকদের নিজস্ব মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা পত্রিকা সম্পাদক দায়ী নন।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পুস্তক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধ্য কার্যালয়ে (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন, পি, ১৫৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে।
- "গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় চিঠিপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১১ | ১৩৭৫, ফাল্গুন

॥ সম্পাদকীয় ॥

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবারের সম্মেলন হচ্ছে উত্তরপাড়ায়। উত্তরপাড়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্প্রতি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উৎসব সমিতির ব্যবস্থাপনাতেই ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল উক্ত গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিক দিয়ে হুগলী জেলা যথেষ্ট অগ্রসর। জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫৯ খৃঃ উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল্যবান সংগ্রহের দিক থেকে গ্রন্থাগারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারের প্রায় চল্লিশ হাজার বইএর শতকরা ৯০ ভাগই সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর। জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়াও হুগলী জেলায় শতাধিক ও অর্ধশতাধিক বৎসরের পুরানো কয়েকটি গ্রন্থাগার এখনো টিঁকে রয়েছে: যেমন, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৮), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৭১), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৯১), বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির লাইব্রেরী, দেওড়াফুলী (১৯০৮) ইত্যাদি। এইসব লাইব্রেরীর বেশিরভাগই অবশ্য কোনরকমে টিঁকে আছে। পুরানো বই, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি মূল্যবান সংগ্রহের সম্ভার দিনের পর দিন অযত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অর্থাভাবে এদের অধিকাংশেরই নতুন বই কেনার সামর্থ্য নেই। অর্থাভাবে মূল্যবান পুরানো বই ও পত্রিকা বাঁধানো এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতরূপে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এইসব পুরানো গ্রন্থাগারের গৃহ সংস্কার, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন এবং এগুলিকে যুগোপযোগী আধুনিক গ্রন্থাগারের রূপ দেওয়ার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া এসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশেরই উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নাই। কর্মীর অভাবে এইসব গ্রন্থাগারের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

এবারের সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধে 'পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা' নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিদের এই ধরণের কিছু সমস্যার কথাও ভাবা উচিত। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে যেমন কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তেমনি ইতিপূর্বে বেসরকারী উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির ব্যয় বহন করেন সরকার। কিন্তু শতাব্দী ও অর্ধশতাব্দী

যাবত যে সব গ্রন্থাগার দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে সেইসব প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের সম্ভারকে কি বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার আমাদের কোন দায়িত্ব নেই? পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সকল গ্রন্থাগারের কি স্থান হবে তা ভাবা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

সম্মেলনে আলোচ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগারের শোচনীয় অবস্থার প্রতি পূর্বের কয়েকটি সম্মেলনেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রের মর্মস্থল গ্রন্থাগারই সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। পরিণামে যে কী হতে চলেছে তাতো আমরা প্রত্যহই দেখতে পাচ্ছি।

উত্তরপাড়ার অয়োবিংশ সম্মেলন হচ্ছে হুগলী জেলার তৃতীয় সম্মেলন—প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ১৯৪১ সালে বাঁশবেড়িয়ায় (তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন), এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রী বি. আর. সেন। দ্বিতীয়বার ১৯৬৬ সালে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল শ্রীরামপুরে, সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। এবারের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ-বিভাগের ডীন ডঃ অমলেন্দু বসু।

এই সম্মেলন কেমন হবে এবং প্রতিনিধিরা কিরূপ গুরুত্বসহকারে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সম্মেলন উপলক্ষে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়ে থাকে। কলকাতা সহরের উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ায় সেইরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে কিনা বলা কঠিন। এই সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করছে গ্রন্থাগার কর্মীদের ওপর। গ্রন্থাগার আইন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে জনমত জাগ্রত করতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদেরই এগিয়ে আসতে হবে; সভা, সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। কেননা সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন কিংবা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ কতখানি জড়িত একথা বুঝতে না পারলে জনসমর্থনের কথা কল্পনা করা যায়না। একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নিষ্ক্রিয় জনসমর্থনকে সক্রিয় করে তোলা যাবে এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবীতে জনসাধারণই এগিয়ে আসবে। এজন্য সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার দাবীও পাশাপাশি রাখা প্রয়োজন। স্বভাবতই যে দেশের শতকরা ৭০ জনই নিরক্ষর সেখানে গ্রন্থাগারের আবেদন সর্বজনীন হতে পারেনা। কিন্তু নিরক্ষর যদি বুঝতে পারে যে তার সন্তান-সন্ততির ভালোভাবে বাঁচার জন্য গ্রন্থাগার আইন একান্ত প্রয়োজনীয় তবে সেও অবশ্যই এই আন্দোলনে সামিল হবে।

Editorial : 23rd Bengal Library Conference.

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বেতন-হারের উন্নতি

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা ৫)

ডঃ এস আর রঙ্গনাথন

ন্যাশন্যাল রিসার্চ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স এবং অনারারী প্রফেসর, ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেন্টার, ব্যাঙ্গালোর ৩।

[অনুবাদ : মায়া ভট্টাচার্য, লাইব্রেরীয়ান, ডি-আর-টি-সি, ব্যাঙ্গালোর ৩]

১ অপ্রত্যাশিত সুযোগ ১

তখন ১৯৪৬ ; আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুহ রায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম ; তিনি তখন নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারিক। এর বক্তব্য : কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের বেতন হার পরিবর্তনের জন্য একটি পে-কমিশন নিয়োগ করেছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের হয়ে কিছু বলার কেউ নেই। সুতরাং ঐ চিঠির অনুরোধ, আমি যেন এগিয়ে গিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করি। উত্তরে লিখলাম : এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ভারত সরকারের গ্রন্থাগারিকদের যে পরিষদ আছে তাকেই : আমি বাইরের লোক ; এ ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে পারি না। কিন্তু সমানে অনুরোধ চললো কারণ তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করছেন না। এর উত্তরে লিখলাম : কমিশন যদি অন্তত মতামত দেবার একটা আমন্ত্রণও জানাত তা হলেও হয়তো তাদের হয়ে বক্তব্য উপস্থিত করতে পারতাম। কিন্তু উত্তর এল : গ্রন্থাগারিকরা কমিশনের তরফ থেকে এমন কোন অনুরোধের ব্যবস্থা করতে পারছে না।

২ সুযোগ গ্রহণ

শেষপর্যন্ত, সুযোগ গ্রহণ করব বলে স্থির করলাম। কমিশনের সভাপতি ও সম্পাদক দুজনেই আমার পরিচিত। তারই সুযোগ গ্রহণ করে সভাপতিকে লিখলাম : গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষক হিসাবে গণ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতন-হার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম যে উত্তর পেলাম তা বেশ নিরাশ হবারই মত ; যা হোক, চিঠিপত্র চলতে লাগল। এক পর্যায়ে এসে সভাপতি যা লিখলেন তার বক্তব্য ছিল এই রকম : "মনে হচ্ছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দেওয়া গ্রন্থাগার সেবার উচ্চতর মানই আপনার মনে রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কিছুই নেই যা দিয়ে আপনার প্রস্তাবিত বেতন-হার সমর্থন করা যায়।" উত্তরে লিখতে হল "বর্তমান কর্মচারীরা কেরাণীদের বেতন-হার ভোগ করছেন এবং তাদের যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তা কেরাণীগিরিরই উপযুক্ত। ভারত সরকারের প্রকৃত গ্রন্থাগার সেবা পাওয়ার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সমীচীন। কিন্তু তা পাওয়া যাবে না যদি না তাঁরা এমন বেতন দেন যা বুদ্ধি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের আকর্ষণ করতে পারে

এবং তাদের ধরে রাখতে পারে। কোন জায়গা থেকে শুরু করতে হবে আমাদের—বীজ আগে না গাছ আগে!' অবশেষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতন-হারের সুপারিশ করতে রাজী হল কমিশন। এ এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ।

৩ বীজ ফেলা হল, অঙ্কুরোদ্গম হল না

১৯৪৭-এর মাঝামাঝি: তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। কয়েকজন সরকারী গ্রন্থাগারিক আমার সঙ্গে দেখা করে বল্লেন যে আমার সুপারিশ করা বেতন-হার অনুমোদিত হয়েছে। আমাকে ভারত সরকারের গ্রন্থাগারিকদের যে পরিষদ আছে তার সভাপতি নির্বাচিত করা হল—সম্ভবতঃ পুরস্কার স্বরূপ! কিন্তু প্রফেসর, রীডার, সিনিয়র লেকচারার বা জুনিয়ার লেকচারারের বেতন-হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগার কর্মীদের পদগুলিকে বর্গীকৃত করে নি কমিশন। এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য আবার আমার কাছে অনুরোধ এল। কিন্তু কমিশন আমাকে জানাল যে এ কাজ তাঁদের করার কথা নয়; এ কাজ করবেন সরকার নিজে। তখন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে শুরু হল এক প্রবল রেষারেষি। তাঁরা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। কেউ কেউ এমনও বললেন "আমি আপনার সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণা করতে চাই। শুধু কম বেতনের জন্যই তা করতে পারছি না। যদি কেবল উচ্চতর বেতন-হারটি আমায় পাইয়ে দেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিছু কিছু গবেষণার কাজ করব।" এ ব্যাপারে আমি ভারত সরকারের সঙ্গে কিছুই করে উঠতে পারি নি। পরে জানলাম যে প্রতিমস্তক-গ্রন্থাগারের বই এর সংখ্যাই তার গ্রন্থাগারিকের বেতন-হার নির্দিষ্ট করার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড আলোড়ন; প্রত্যেক বিভাগেই বই-এর সংখ্যা যতদূর সম্ভব বেড়ে গেল। গবেষণার আকুল আগ্রহী সেই গ্রন্থাগারিক দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতন হারটি পেলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎ পথে ঐ গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে দেখা। অভিনন্দন জানালাম তাঁকে। হেসে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করলেন তিনি। তারপর বললাম, "কখন গবেষণা শুরু করছেন?" সহজ উত্তর "যখন বেতন কম ছিল তখন পারিবারিক দায় দায়িত্বের ধরণ ছিল এক। এখন বেতন বেড়েছে; পারিবারিক দায় দায়িত্বের ধরণও হয়েছে অন্য রকম।" শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। "বীজ ফেলা হয়েছে; অঙ্কুরোদ্গম এখনও হয় নি। এরপর কমিশনের সভাপতির সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তাঁকে মুখ দেখাব কি করে?"—মনে তখন এই চিন্তা।

৪ প্রথম শ্রেণীর বেতন-হার পাবার সংক্ষিপ্ত উপায়

কয়েক বছর পরে এক যুবক একটি যন্ত্রকে প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শতসূত্রে বিশ্বাসী। শীঘ্রই তিনি ডকুমেণ্টেশনের কাজ ও সেবা পরিবেশনা শুরু করলেন। তাঁর মাসিক ডকুমেণ্টেশন লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রকেও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

অন্যান্য মন্ত্রকের সভায় তাদের যার যার গ্রন্থাগারিক ঐ ধরণের ডকুমেন্টেশন লিষ্ট প্রণয়ন করার পরামর্শ দিলেন। এক মন্ত্রকের গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে সংযোজিত নূতন গ্রন্থের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবর্ণ সূচী মাঝে মাঝে প্রকাশ করে এই পরামর্শে সাড়া দিলেন। সেই মন্ত্রকও একেই ডকুমেন্টেশন লিষ্ট বলে মনে করল। এই ঘটনা অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্রকের গ্রন্থাগারিকদের কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করল। তাদের বিবেচনায় এটা ছোঁয়াচে রোগ; ভাবলেন যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। একে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাইলেন তাঁরা। যে সব গ্রন্থাগারিকরা ডকুমেন্টেশন লিষ্ট বের করেছেন তাঁদের বিদ্রূপ করলেন তারা। পরে, তাঁদের বর্জন করা হবে বলে ভয় দেখালেন। তার পরে তাঁরা ঐ সব মন্ত্রকের আণ্ডার সেক্রেটারীদের কাছে এই সব গ্রন্থাগারিকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। কিন্তু এ সব কিছুই বিফল হল। ইতিমধ্যে অপর একটি মন্ত্রকের গ্রন্থাগারিক প্রথম শ্রেণীর বেতন-হার পেতে চাইলেন। এদিকে সেটা নির্ভর করছে তাঁর পরিচালনায় কত বই আছে এবং তাঁর অধীনে কত কর্মচারী কাজ করেন তার সংখ্যার উপর। সুতরাং তিনি সতর্কতার সঙ্গে কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। এক কোণে জমা হয়ে পড়ে থাকা উনবিংশ শতাব্দীর কিছু বই আবিষ্কার করলেন তিনি এবং সেগুলিকে নিয়ে এলেন গ্রন্থাগারের তাকে। তিনিও বের করলেন ডকুমেন্টেশন লিষ্ট তারপর আবেদন করলেন অতিরিক্ত কর্মচারীর জন্য আর চাইলেন বই রাখার জন্য অতিরিক্ত জায়গা। এতে টাকা লাগবে। সুতরাং সেই মন্ত্রকের সেক্রেটারী তাঁর ডেপুটিকে পাঠালেন আমার কাছে পরামর্শ নিতে। ঘটনাক্রমে, এই সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমায় নিয়ে যাওয়া হোল সেই গ্রন্থাগারে। কিন্তু সেদিন থেকেই সেই চতুর গ্রন্থাগারিক এক মাসের ছুটিতে চলে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সেই বইগুলি দেখে হতবাক হলাম; সেগুলি যেন আমায় বিদ্রূপ করছিল। সুতরাং আমি সেক্রেটারীকে পরামর্শ দিলাম যে ঐ সমস্ত বই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে তুলে ফেলতে হবে এবং তা করলে তাকে যে পরিমাণ স্থান হবে তা দিয়ে আগামী আরও কয়েক বছর চলতে পারবে। তারপর তথাকথিত সেই ডকুমেন্টেশন লিষ্ট আমায় দেখান হল। দেখলাম যে পরিগ্রহণ সংখ্যার ক্রমানুসারে সাজান সংযোজিত বই এর এক তালিকা। মন্তব্য করলাম "কোন ভাবেই একে ডকুমেন্টেশন লিষ্ট বলা চলে না"। "ডকুমেন্টেশন লিষ্ট তাহলে কি?" জিজ্ঞাসা করলেন সেক্রেটারী। বললাম "অমুক মন্ত্রকের গ্রন্থাগারে এর নমুনা দেখতে পাবেন"। সরল সেই সহকারীটি, যিনি তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁদেরই ফাইল থেকে সেই মন্ত্রকের ডকুমেন্টেশন লিষ্টের এক কপি নিয়ে এলেন। এ ঘটনায় সেক্রেটারী অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর নিজের মন্ত্রকের এই ডকুমেন্টেশন লিষ্টকে একটি ধাপ্পা বলে রায় দিলেন; কিন্তু গ্রন্থাগারিকটি, সত্যি ভাগ্যবান। ছুটি থেকে ফিরে আসার আগেই সেই সেক্রেটারী বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

৫ অপ্রত্যাশিত সুযোগ

কয়েক বছর ইউরোপে বাস করার পর ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারীতে ভারতে ফিরলাম।

এর কিছুদিন পরেই ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের সভাপতি ডঃ সি ডি দেশমুখ ইউ জি সি কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি লাইব্রেরী কমিটি নিয়োগ করেন ; এবং ঐ কমিটির সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি আমায় আমন্ত্রণ জানান। এই ঘটনাকে আমি গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন-হার সম্বন্ধে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ব্যাপারে বিধিদত্ত দ্বিতীয় সুযোগ বলে মেনে নিলাম। ১৯৫৯-এ মধ্যবর্তী এক রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিটির নিম্নলিখিত সুপারিশ ইউ জি সির অনুমোদন লাভ করল ; যদিও নানা কারণে পূর্ণ রিপোর্টটি প্রকাশিত হতে দেরী হল ১৯৬৫ পর্যন্ত।

"বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মচারীরা প্রফেসর, রিডার, লেকচারার, ও অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারারদের অনুরূপ পদমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ও বেতন-হার সমন্বিত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হবে ; এবং শিক্ষকদের বেতন-হার যখনই পরিবর্তিত হবে সেই সঙ্গে ঐ বেতন-হারও পরিবর্তিত হবে।"

৬ পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বেতন-হার

এ সম্বন্ধে সুপারিশের বিস্তৃত বিবরণ নিচের তালিকায় দেওয়া হল :

ক্রম সংখ্যা	পদ	বৃত্তিগত মর্যাদা	শিক্ষাগত যোগ্যতা		শ্রেণী	বেতন-হার
			নিম্নতম (১)	কাম্য (২)		
১	গ্রন্থাগারিক	প্রফেশনাল সিনিয়র (উচ্চপদস্থ বৃত্তিকুশলী)	দ্বিতীয় শ্রেণীর এম লিব এস্ সি, অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এ, এম এস সি এবং প্রথম শ্রেণীর ডিপ লিব এস সি বা বি লিব এস সি ; কোন গবেষণা গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নির্দিষ্টকৃত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অন্য কোন বিষয়ে ডক্টরেট	১	৮০০-৫০-১২৫০ (প্রফেসরের)
২	ডকুমেন্টালিষ্ট	ঐ	ঐ	ঐ	২	৫০০-২৫-৮০০ (রীডারের)
৩	উপ/সহকারী গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	অনুলয় সেবা গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৫	মুখ্য বর্ণকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৬	মুখ্য সূচীকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭	রক্ষণ গ্রন্থাগারিক	প্রফেশনাল জুনিয়ার নিম্নপদস্থ বৃত্তিকুশলী)	প্রথম শ্রেণীর ডিপ লিব্, এস্ সি বা বি লিব্, এস্ সি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বি এ, বা বি এস্ সি বা বি কম্		৩	২৫০-২০-৫০০ (লেকচারারের)
৮	সহকারী বর্ণকার	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
৯	সহকারী সূচিকার	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
১০	পরিগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
১১	সাময়িকী গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
১২	উচ্চপদস্থ গ্রন্থাগার সহায়ক (অনুলয় সেবা বিভাগ ব্যতীত)	প্রফেশনাল অ্যাসিস্টেন্ট (সহায়ক বৃত্তিকুশলী)	ঐ		৪	১৫০-১০-২৫০ (অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারারের)
১৩	নিম্নপদস্থ গ্রন্থাগার সহায়ক (অনুলয় সেবা বিভাগ ব্যতীত)	অর্ধ-বৃত্তি কুশলী	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত			

উক্ত রিপোর্টে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত শ্রেণী নির্দেশ করাও হয়েছিল।

৭ কার্যে রূপায়ণ

উপরোক্ত সুপারিশ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কার্যে রূপায়িত করা হয়। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ও কোন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করা হচ্ছে। বর্তমানে মনে হচ্ছে ভারত সরকারকে এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই বলে যে শিক্ষক-শ্রেণীর বেতন-হার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। বছর দুই ধরে আমি এ ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিক ও কয়েকটি কলেজ গ্রন্থাগার পরিষদের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাচ্ছি। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। তাছাড়া,

সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা ইউ-জি-সি বেতন হারের, সুবিধা পান নি। সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও এই সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করে নি। এ বিষয়ে এ রকম সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকেই শুনতে পাই। উপর মহলে যা কিছু করা সম্ভব তার সব কিছুই করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এটা কার্যে রূপায়িত করতে হলে গ্রন্থাগারিকদের নিজের নিজের কাজের মান উন্নীত করে তাঁদের কর্তৃপক্ষকে ইউ-জি-সি বেতন-হার কার্যে রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

৮ নালিশ

ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে নালিশ শুনতে পাই। যখন তখন কোন মন্ত্রী, বা ভাইস চ্যান্সেলর বা প্রফেসর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এই বলে যে গ্রন্থাগারিকদের উচ্চতর বেতন-হারের মাধ্যমে সরকারী অর্থের একটা বিরাট অপচয় ঘটানর জন্য আমিই দায়ী। তদের অভিযোগ এই যে, এখন তাঁরা যে গ্রন্থাগার সেবা পেয়ে থাকেন তা বেতন-হার পরিবর্তনের পূর্বের সেবার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। তাদের নালিশের জবাব দেই এই ভাবে: "আপনাদের নালিশ আমাকে সেই প্রবাদটি স্মরণ করিয়ে দেয় যা এক মহিলা সম্বন্ধীয়; যিনি একটি পবিত্র গাছকে একশ আটবার প্রদক্ষিণ করার ধর্মীয় অনুষ্ঠান কালেই অভিযোগ করেছিলেন যে তখনও পেটে বাচ্চা জন্মায় নি। আপনারা সবেমাত্র উচ্চতর বেতন-হার কার্যে রূপায়িত করছেন। এরপর থেকেই তো বুদ্ধিবৃত্তিতে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং চরিত্রবান সব ব্যক্তিরা এই বৃত্তি গ্রহণ করবে। যতদিন না যথেষ্ট পরিমাণে এই ধরনের লোক এই বৃত্তি গ্রহণ করে, নিজেদের বৃত্তিকুশলী করে গড়ে তোলে, এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার নেয়, ততদিন পর্যন্ত উচ্চতর বেতন-হার থেকে প্রাপ্য সুখ সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।" সেই একই সঙ্গে নবীন যুগের গ্রন্থাগারিকদের কাছে আমার আবেদন "আপন ক্ষমতার যতদূর করা সম্ভব, পাঠকের প্রতি আপনাদের সেবা পরিবেশনা উন্নত করুন। মনে করুন এই সিরিজের তৃতীয় প্রবন্ধে যা বলেছি। সেখানে দেখতে পাবেন ২৫ বছর আগের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পথিকৃৎযুগের কর্মচারীদের ছবি, যারা চমৎকার সেবা পরিবেশনার দ্বারা জনসাধারণের চোখে উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যদিও তদের বেতন ছিল মাসিক ১০০ টাকারও অনেক কম। তাঁদের সেই বিশিষ্ট পরিবেশনই দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থাগারিক আপনাদের এবং পরবর্তী যুগের গ্রন্থাগারিক আপনাদের অনুগামীদের জন্য এই যথাযোগ্য বেতন-হার অর্জন করেছে। সেবা পরিবেশনার মান নীচু করে দেবেন না। যদি তা করেন, এই নূতন বেতন-হার বর্জিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ভগবান না করুন! আপনাদের ভবিষ্যত আপনাদেরই হাতে।"

Improvement of the salary scale of library profession (Musings on library service. 5) by Dr. S. R. Ranganathan.

বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

অমিতা রায়

বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্মৃতিচারণের পর মনে হয় যে গ্রন্থাগারে দু বছর ধরে এত আনাগোনা করেছি, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও না দিলে এ বক্তব্য বোধ হয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আগেই বলেছি বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে ছিল আমাদের ছাত্রাবাসের মতন বিভিন্ন ছাত্রাবাসের গ্রন্থাগার। তাছাড়াও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভিন্ন Faculty-র লাইব্রেরি এবং অন্যান্য বিভাগ ও লেবোরেটরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি।

বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। এর সৃষ্টি হয় ১৮৬৪ সালে আর ১৮৬৭-তে স্থাপিত হয় এর গ্রন্থাগার। কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি কারণে গ্রন্থাগারটি তার কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৯১ সালে যখন এটি আবার নতুন করে চালানো হয় তখন এর একমাত্র সম্বল ছিল ছাত্রছাত্রীদের সামান্য চাঁদা আর একতলার দোকানঘরের ভাড়া।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালে যখন নতুন করে দেশ গড়া শুরু হল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের দিকে চোখ ফেরাতে দেখা গেল যে, ঐ ৫৩ বছরে সেখানে জমেছে মাত্র ৯৫, ০০০ বই।

১৯৪৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হল ব্যাপক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সংস্কার। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অধীনস্থ Facultyর গ্রন্থাগারগুলি খোলা হল এই সংস্কারের প্রথম কাজ। এই সময়ে যে গ্রন্থাগারের বিকাশের জন্য শুধু সরকারী দপ্তর থেকে অপরিমিত অর্থসাহায্য করা হল তাই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গ্রন্থাগারের দরজা খুলে দেওয়া হল শিক্ষাপিপাসু সব মানুষের কাছে—সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট হোক আর না-ই হোক। তাও বিনা প্রবেশদক্ষিণায়।

সেই সময়টা দীর্ঘদিনের যুদ্ধ এবং পর পর দু বছরের অনাবৃষ্টির ফলে রুমানিয়ার চলেছিল এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট। তার জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখা হয় নি।

এই ইতিহাসটুকু অবশ্য আমার পড়া এবং শোনা কথা। ১৯৫৯ সালে ভূতপূর্ব রাজপ্রাসাদের উল্টোদিকে রাজধানী বুখারেষ্টের যে বিশাল প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে দেখেছি, তার গায়ে আগের দশকের সংগ্রামের কোন আঁচড়ই দেখি নি। তবে রুমানিয়ার সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বই পড়ার অদম্য পিপাসা দেখেছি, তাতে মনে

হয়েছে যে, বাধ্যতামূলক বয়স্কশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্যেই বোধহয় ওদেশের মানুষ আজ এত বহুমুখী হয়েছে।

ষাটের দশকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের শেষ দিনের হিসেবে জানা যায় যে, সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গ্রন্থাগারগুলির বইয়ের মিলিত সংখ্যা ছিল ১০,২৯,৭৫৬ আর ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত প্রতি বছরে গড়ে ৩৫,০০০ করে নতুন বই ঐ সব গ্রন্থাগারে এসেছে। প্রতি বছরে ১০ লক্ষের ওপর পাঠক ঐ সব লাইব্রেরিতে এসেছে আর ২০ লক্ষের ওপর বইয়ের লেনদেন হয়।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বই নেওয়ার নিয়মও খুব সরল। প্রথমে লাইব্রেরিতে আসার জন্য এক বছরের একটি অনুমতিপত্র নিতে হয়। লাইব্রেরির একতলাতেই এটি দেওয়া হয়। দোতলার ক্যাটালগ ঘরে ঢোকবার সময় এই অনুমতিপত্রটি দেখাতে হয়। ক্যাটালগ ঘরে ইনডেক্স কার্ড দেখে বইয়ের নাম ইত্যাদি কর্মে লিখে অনুমতি-পত্র সমেত ঐ কর্মগুলি রীডিং রুমে জমা দিতে হয়। তখন রীডিং রুম থেকে পাঠককে একটি সীট নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়। পাঠক নির্দিষ্ট সীটে বসে অপেক্ষা করেন। বই তাঁর টেবিলে পৌঁছে দেওয়া হয়। পড়া হয়ে গেলে বই ও সীট নং ফিরিয়ে দিয়ে অনুমতিপত্রটি ফেরৎ নিয়ে পাঠক চলে যান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কোন লোকই হট করে ঢুকলে গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় থাকে না কি! তা বিলক্ষণ থাকে না। কেননা, রুমানিয়ার প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িক বাসিন্দা বিদেশীদেরও আইডেনটিটি কার্ড থাকে। গ্রন্থাগারে ঢোকার সময় ঐ কার্ডটি দেখাতে হয় এবং দ্বাররক্ষী পাঠকের নামধাম সব লিখে নেন। তাই পাঠকের পক্ষে যেমন গ্রন্থাগারের ক্ষতি করে পালানো সম্ভব নয়, তেমনি গ্রন্থাগারের সদস্য হবার জন্য আলাদা পরিচয়পত্রেরও দরকার হয় না।

একবার ভেতরে ঢুকলে কিন্তু লাইব্রেরির মধ্যে বিনা প্রয়োজনে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি কারো নেই। বইয়ে দাগ দেওয়া, মন্তব্য লেখা বা বই ছেঁড়া গুরুতর রকম দণ্ডনীয় অপরাধ। সাধারণ পাঠক একসঙ্গে তিনটি করে বই ধার নিতে পারেন; বিশেষ অনুমতি নিয়ে পাঁচটি। শিক্ষকরা একসঙ্গে পাঁচটি বই নিতে পারেন। শিক্ষকরা ও ছাত্ররা ৩০ দিন বই রাখতে পারেন, অন্যরা ১০ দিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হয় সকাল ৭-৩০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত; faculty-র লাইব্রেরীগুলিও অতক্ষণই খোলা থাকে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা অবধি। মধ্যে ১ঘণ্টা বিশ্রাম। হস্টেল লাইব্রেরিগুলি আবাসিকদের সুবিধা অনুযায়ী দিনে ৮ ঘণ্টা খোলা থাকে। পরীক্ষা ও তার প্রস্তুতির সময় সব লাইব্রেরিই আরো বেশিক্ষণ খোলা থাকে।

এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করছি। এসব সংখ্যাই কিন্তু ১৯৬০ সালের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—বিভিন্ন ভাষায় সর্ববিধ বিষয়ের বই এখানে আছে ৩০০,০০০। এখানে প্রাচীনতম রুমানিয়ান বই আছে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের আর প্রাচীনতম বিদেশী ভাষার বই আছে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দের। বিভিন্ন ভাষার পত্রপত্রিকা আছে ৫,০৯৮ টি। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে পারিস থেকে প্রকাশিত Jean Baptiste Tavernier-এর ফরাসি ভাষায় লেখা ভারত ভ্রমণবৃত্তান্তও আছে এখানে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রন্থাগার—বইয়ের সংখ্যা ১০,১৮৫। বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রবাদ আন্দোলনের ইতিহাস আছে এখানে।

বিভিন্ন Faculty-র গ্রন্থাগার

পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র—বইয়ের সংখ্যা ৫২,৯৬৩। Pythagorus, Euclid, Archimedes, Maxwell, Newton, Marie Curie প্রমুখ অঙ্কশাস্ত্রী ও বৈজ্ঞানিকের সমগ্র রচনা আছে এই গ্রন্থাগারে।

রসায়ণ শাস্ত্র—বইয়ের সংখ্যা ২১,৯৩৭।

প্রকৃতিবিজ্ঞান—বইয়ের সংখ্যা ৩৩,১১০। Darwin-এর সমগ্র রচনা এর অন্যতম সংগ্রহ।

ভূগোল-ভূবিদ্যা - বইয়ের সংখ্যা ৪৬,৭৯৬।

দর্শন—বইয়ের সংখ্যা ৭৬,৫১৪। এর সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Plato, Aristotle, Bacon, Spinoza, Voltaire, Descartes, Kant ও Hegel এর রচনাসম্ভার।

আইনবিজ্ঞান—বই ও পত্রিকার সংখ্যা ১৭৫,৩৯১।

ইতিহাস—বইয়ের সংখ্যা ৪০,৫৯৫।

ভাষা ও সাহিত্য—বইয়ের সংখ্যা ১৫৩,৪৯৫। পত্রিকার সংখ্যা ১,০০০ পত্রিকার ১০,৩৪৭ খণ্ড। বিদেশী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার বই এর অন্তর্গত। তার মধ্যে প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থাগারে আছে চীনা, আরবী, তুর্কী ও তাতার ভাষার বই। বিভিন্ন ভাষা বিভাগের ৮টি বিভাগীয় গ্রন্থাগার এর অধীনে।

উদ্ভিদবিদ্যা—বইয়ের সংখ্যা ১৬,২৯৭।

প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়মের গ্রন্থাগার—বই ও পত্রিকার সংখ্যা ২৯,৩৩১।

ছাত্রাবাসিক গ্রন্থাগার সব গ্রন্থাগার মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা ৩৭,৬৪৩।

রাজধানী বুখারেষ্টে কিন্তু এ ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থাগার আছে। নিচের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলির তালিকা থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। উল্লিখিত গ্রন্থাগারগুলিকেও অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে।

বিষয়	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
বিবিধার্থ	৬
পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র	৪

রসায়নশাস্ত্র	৪
প্রকৃতিবিজ্ঞান	৬
ভূগোল-ভূবিদ্যা	৫
দর্শন	৫
অর্থনীতি বিজ্ঞান	৪
আইন বিজ্ঞান	২
ইতিহাস	৫
ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব	৫
কলা, অভিনয় ও সঙ্গীত	৫
ক্রীড়া	১
স্থাপত্য	৫
কারিগরী বিদ্যা	৭
কৃষি ও পশুপালন	২
চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা	৭

উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ১৯৬১ সালে বুখারেষ্ট থেকে প্রকাশিত Ghidul Bibliotecii Centrale a Universitatzii "C. I. Parhon" নামক গাইডবই থেকে উদ্ধৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রজাতন্ত্রবাদের যুগে বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী C. I. Parhon-এর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অবশ্য সম্প্রতি আমার আর একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে The Rumanian Institute for Cultural Relations with Foreign Countries-এর নিমন্ত্রণে দিন পনেরোর জন্যে রুমানিয়া ঘুরে এসেছিলাম। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্য কোন লাইব্রেরিতেই গিয়ে বসা সম্ভব হয় নি। তবে ঐ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একবার ঝাঁকি দর্শন দিয়ে এসেছিলাম এবং সে সময় গ্রন্থাগারের পরিচালক শ্রীযুক্ত নিকোলেস্কুর কাছে শুনেছিলাম যে, এখন ওখানকার বইয়ের সংখ্যা হয়েছে প্রায় ৫,০০,০০০। অবশ্য এখন মানে তখন অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের কথা বলছি। গত দু বছরে নিশ্চয়ই ঐ সংখ্যার সঙ্গে আরো বেশ কয়েক হাজার বই যোগ হয়েছে।

The University Library of Bucharest.
by Amita Roy

শিবপুর বটানিক্‌সের গ্রন্থাগার

কুণাল সিংহ

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার পদাতিক সৈন্যের লেঃ কঃ রবার্ট কীড সর্বপ্রথম ভারতের বৃটিশ সরকারের নিকট উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যান স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গভর্ণর জেনারেল সাগ্রহে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন এবং লণ্ডন সুপ্রীম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পরের বৎসর শলিমারে কর্ণেল কীডের নিজস্ব উদ্যানের নিকট একটি ভূখণ্ড নির্বাচিত হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আয়তন ছিল ৭০ একর। এখনকার উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যানটি ছাড়া বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্ণেল কীড নিজে একজন Horticulturist ছিলেন এবং তিনি শলিমারে তাঁর নিজস্ব উদ্যানে দেশ বিদেশের বহু গাছপালা সংগ্রহ করে রোপন করেছিলেন। তাঁকে উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যানের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। কর্ণেল কীড তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭৯৩ খৃঃ) এখানকার তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে গেছেন। কীডের মৃত্যুর পর সরকার স্থির করেন যে এই উদ্যানটির দায়িত্ব এখন একজন অফিসারের উপর ন্যস্ত করা হবে যিনি উদ্ভিদবিদ্যা উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকবেন না। তাই কর্ণেলের পর মাদ্রাজে কোম্পানীর উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ ডঃ উইলিয়াম রক্সবার্গের হাতে উদ্যানটির ভার ন্যস্ত করা হ'ল।

ডঃ রক্সবার্গ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে অনেক বছর ধরে উদ্ভিদবিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী উদ্ভিদবিজ্ঞানী। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত তিনি "বটানিক্‌সে"র তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অতঃপর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় তাঁকে ভারত থেকে চলে যেতে হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। ডঃ রক্সবার্গ হচ্ছেন ভারতের প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞানী ; তিনি ভারতীয় উদ্ভিদগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিখেছিলেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনে তিনি Flora Indica নামে এদেশীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উদ্ভিদবিদ্যার উদ্যানটির অনেক দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। ১৮২০ সালে Dr. Wallich ও Dr. Carey'র প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত একটি সংস্করণ লিখিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন Dr. William Carey। পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উদ্ভিদ সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তক ছিল রক্সবার্গের "Flora Indica". ১৮৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ হুকারের "Flora of British India" বইটি প্রকাশিত হয়। Taxonomyর এটি একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

১৯৬৩ সালে এই উদ্যানের পরিচালনার ভার Botanical Survey of India-র উপর ন্যস্ত হয়। সেই সময়েই Roxburgh এর সুবিখ্যাত বইটির পূর্ণমুদ্রণের ভার ভারত সরকার নিয়েছিলেন। Roxburgh's Icones নামক গ্রন্থে রক্সবার্গ তাঁর Flora Indica

গ্রন্থে বর্ণিত উদ্ভিদের চিত্রাদি প্রকাশ করেছিলেন। ৩৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলি Botanical Survey of India কর্তৃক "Icones Roxburghianae" বা "Drawings of Indian Plants" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে। শিবপুরের এই গ্রন্থাগারটিতে Roxburgh এর লেখা নতুন ও পুরাতন দু'টি গ্রন্থই সংরক্ষিত। Flora Indica ছাড়া কোম্পানীর অর্থে রক্সবার্গ "Plantae Coromandelianae" নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এটিও শিবপুরের উদ্ভিদবিদ্যা উদ্যানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

রক্সবার্গের পর বটানিকসের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন Dr. Buchanan, F. R. S। পরে তিনি Dr. Francis Hamilton Buchanan নামে পরিচিত হন। Dr. Buchanan একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও প্রাণীবিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সংগৃহীত তথ্যের কিয়দাংশ তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত হয় এবং অপরাংশ বহুদিন পর "Montgomery Martin's History, Topography and Statistics of Eastern India" নামে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এই গ্রন্থটির বহুল প্রচলন ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে। সে সময়কার অনেক গ্রন্থাগারেই এই পুস্তকটি থাকতো। এখন পর্যন্ত যে সকল প্রাচীন গ্রন্থাগার তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সেগুলির গ্রন্থসংগ্রহে এই পুস্তকটি পাওয়া যাবে। শিবপুরের গ্রন্থাগারেও এই পুস্তকটি স্থান পেয়েছে।

খুব অল্পদিনের জন্যই Dr. Hamilton Buchanan এই উদ্যানের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১৭ সালে Dr. Nathaniel Wallich শ্রীরামপুরের শল্যচিকিৎসক ছিলেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। East India Companyর অর্থনৈতিক সহযোগিতায় প্রকাশিত Dr. Wallich "Plantae Asiaticae Rariors" নামক তাঁর একটি পুস্তকে ভারত ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি স্থানের (যেমন সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্, ইত্যাদি) উদ্ভিদের বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্য চিত্র সহকারে প্রকাশ করেছিলেন।

এর পর Dr. W. Griffith এই উদ্যানটির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আসেন। উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থটি ন'টি খণ্ডে বিভক্ত। তৎকালীন ভারত সরকার এই পুস্তকটি মুদ্রণের ভার নিয়েছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা উদ্যানের তত্ত্বাবধায়কগণ লিখিত প্রায় সবক'টি পুস্তকই বর্তমানে এই উদ্যান গ্রন্থাগারে সংগৃহীত। Dr. Griffith-এর পর এখানকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন যথাক্রমে Dr. Hugh Falconer, Dr. Thomson Thomson, Dr. Anderson ও C. B. Clarke।

১৮৭১ সালে Dr. George King এই উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। তাঁর সময়ে উদ্যানটির বৃহদাংশ ১৬৬৪ ও ১৮৬৭ সালের দু'টি বড় সাইক্লোনে ধ্বংস হয়ে যায়। Dr. King ধৈর্য না হারিয়ে উদ্যানটিকে আবার সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে থাকেন। Annals of the Royal Botanic Gardens এর আটটি খণ্ড তাঁর সময়ে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৭ সালে এই পত্রপত্রিকাটির প্রথম খণ্ড লেখা হয়েছিল। প্রথম থেকে সবকটি খণ্ডই এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

এই গ্রন্থাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হ'ল Van Someren ও Van Dyck কর্তৃক লিখিত। Indicus Malabaricus। এখানকার কয়েকটি পুস্তকে Xylograph এর নমুনাও চোখে পড়ে। তাছাড়া ভূবিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থও এখানে আছে।

১৮২০ সালে এই উদ্যানটির এক বৃহৎ অংশ সরকার 'বিশপস্ কলেজ'' প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। ১৮৮০ সালে বিশপস্ কলেজ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানে Engineerig College প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থাগার এটি। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সঠিক ভাবে জানা না গেলেও আনুমানিক ভাবে বলা যেতে পারে যে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। Taxonomy সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি এখানে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া 'List of dried specimens of plants collected under the superintendence of Dr. Wallich'ও এই গ্রন্থাগারে রয়েছে। গ্রন্থাগারিক সমেত এই গ্রন্থাগারের চারজন কর্মচারী বৃত্তিকুশলী। কিন্তু গ্রন্থাগারিক নিজে কলাবিভাগের স্নাতক। তাঁর পক্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা সঠিকভাবে রচনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানকার পুস্তকতালিকা এখনও অসম্পূর্ণ।*

এই গ্রন্থাগারের বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন। ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রাচীন ও আধুনিক পত্রপত্রিকায় এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। বস্তুতঃ এই প্রাচীন পত্রপত্রিকাগুলিই গ্রন্থাগারটির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। এই পত্রপত্রিকাগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা এখনও সম্ভবপর হয় নি। তালিকা সম্পূর্ণ হলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের অনেক কাজে আসবে বলে মনে হয়।

Library of the Shibpur Botanic
by Kunal Sinha.

* পুস্তক তালিকা অসম্পূর্ণ থাকার কারণ হিসেবে প্রবন্ধ লেখক যা উল্লেখ করেছেন সম্পাদক নিজে অবশ্য এই যুক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না।—[স. গ্র.]

সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

নির্মলেন্দু মাল্লা

সভ্যতা শব্দের সঙ্গে যে অনুভব

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের শুভবুদ্ধি কেবলই গড়ে তুলতে চাইছে—নিজেকে, পরিবেশকে। তার দুই চোখে আদিগন্ত শস্যের স্বপ্ন, তার চিন্তায় সমাজ, রাষ্ট্র, ঈশ্বর। তার হৃদয়ে কত আশা এবং দুরাশা, তার ভাবনায় জ্ঞান এবং কর্মপরিকল্পনা। মানুষ জানে তাকে সভ্য হতেই হবে—বিশ্বসভ্য : তবেই বিকশিত হবে তার সভ্যতা। এই বৃহৎ বিশ্বে তার অন্তহীন সংগ্রাম এবং সমন্বয়ের নাম সভ্যতা : এই সংগ্রাম ও সমন্বয় তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। এই প্রতিযোগ এবং সহযোগের ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণশক্তি কোথায় কিভাবে সাড়া দিয়েছে, কিভাবে সমস্যার সমাধান করেছে তাই দিয়ে তার সভ্যতার বিচার।

শব্দের প্রথম প্রতিরূপ

সভ্যতার উষাকাল থেকেই মানুষের কাছে সমস্যা ছিল কেমন করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান করা যায়, ভাবনাচিন্তাকে কোন কিছুর মধ্যে স্থায়িত্ব দেয়া যায়। তাই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ পর্বতগুহার মধ্যে ছবি এঁকেছে, শব্দ উচ্চারণ করেছে। তারপর সে চেষ্টা করল শব্দকে এঁকে রাখতে।

মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতা জেগে উঠল, মানুষ মাটির নরম পাতের ওপর শক্ত জিনিষ দিয়ে খুঁটে খুঁটে সরলিপি বা বাণমুখে লেখা লিপি (Cuneiform Script) রচনা করল। ছবি ক্রমে প্রতীক হয়ে উঠল। নরম মাটির ওপর একদিন বিকশিত হয়েছিল উদ্ভিদ, সভ্য মানুষের প্রাণ প্রথম নিজেকে মেলে ধরেছিল মাটির ওপরেই।

কত বিচিত্র লিপি ও পুঁথি

প্রাচীন মিশরের মানুষ উদ্ভাবন করল চিত্রলিপি (Hieroglyphic)। ছবি এঁকে তারা মনের ভাব বোঝাত। প্রাচীন চীনেও ছবি ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লিখন প্রণালী প্রচলিত হল। প্রায় এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীকগণ বাইশটি ব্যঞ্জনবর্ণ পেয়েছিল ফিনিসিয় বণিকদের কাছ থেকে। তারা এর সঙ্গে স্বরবর্ণ যোগ করল। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'আলফা', দ্বিতীয় অক্ষর 'বেটা', ইংরেজী ভাষায় এ থেকে এল 'অ্যালফাবেট', বা সজ্জিত বর্ণমালা শব্দটি।

মিশরের মানুষ লিখত গাছের ছালের ওপর, গ্রীকরা তাকে বলত প্যাপিরস, তা থেকে এসেছে ইংরেজী শব্দ 'পেপার'। ফিনিসিয় বণিকরা গ্রীসে যে প্যাপিরাস পাঠাত তার বেশিরভাগ আসত বাইব্লস নগর থেকে। গ্রীকরা ঐ কাগজকে বলত বাইব্লস।

সেই কাগজে লেখা বইয়ের নাম হল বিবলিয়া, তা থেকে এল বাইবেল যার অর্থ বই।

আরো অনেক কিছুর ওপর মানুষ লিখেছে ; পাথরের ওপর, তালপাতার ওপর, পশুচর্মের ওপর। কাগজ আবিষ্কার করতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে অ্যাসিরিয়দের রাজা ছিলেন আসুর বানিপাল। তাঁর রাজধানী নিনেভে এক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল. সেখানে সুমেরীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় লেখা প্রায় বিশ হাজার মাটির ফলক পাওয়া গেছে। ভাষা এবং সাহিত্যসৃষ্টির পরই মানুষ আত্মনিয়োগ করেছিল গ্রন্থাগার সৃষ্টিতে, তার এই প্রচেষ্টা মানুষের বিপুল শ্রমের স্বাক্ষর।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা মানুষের জীবনের সমস্ত উপকরণ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল মৃত মানুষের পরিচর্যার দিকে। মিশরীয় নৃপতিরা সব কিছুকেই ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন. বিরাট বিরাট মন্দির এবং প্রাসাদের দেয়াল, থাম এবং অলিন্দ ভরে উঠল চিত্রে এবং চিত্রলিপিতে, যেন তাঁরা প্রাসাদের গায়ে গ্রন্থাগার এঁকে দিতে চাইলেন। প্যাপিরাসের ওপর ধরে রাখলেন দেশের ইতিহাস।

কিন্তু সে সভ্যতা স্থায়ী হয়নি। নৃপতিরা তাদের ঐশ্বর্য অপচয় করল মৃত মানুষের কবরে, পিরামিডে. মৃতদেহের অলঙ্করণে, উপচর্যায়। দেশের সাধারণ মানুষ হল বঞ্চিত। আর তাই সে সভ্যতার আয়ু শেষ হয়ে গেল।

অনেক কারণে সভ্যতা মরে যায়—মহামারীতে. শত্রুর আক্রমণে, একতার অভাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকে. দক্ষ প্রশাসনের দৈন্যে। এটা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বুঝে আসছে। তাই তার চেষ্টা কি ভাবে সে তার চিন্তাধারাকে রক্ষা করবে। তাই সে গ্রন্থাগার গড়েছে। ভেবেছে এর বুঝি বিলুপ্তি নেই। কিন্তু না, যুগে যুগে এক একটি সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের উন্নতি-অবনতি হয়েছে। যখন এক একটি সভ্যতা নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন গ্রন্থাগারগুলিও রক্ষা পায়নি। সভ্যতার সারবস্তু গ্রন্থাগার ; সভ্যতার মতই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়. সে আপনি বাঁচে না।

গ্রীক সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

প্রাচীন গ্রীসে সমুদ্র আর পাহাড়পর্বতে ঘেরা সীমাবদ্ধ স্থানে গড়ে উঠল ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র। এদের মধ্যে এথেন্স জ্ঞানচর্চার উন্নত হয়ে উঠল। এথেন্সের মন্দিরে এবং বিদ্যালয়ে থাকত গ্রন্থাগার। গ্রীক মনীষীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি ছিল খুবই সমৃদ্ধ। প্লেটো, অ্যারিস্টটল. হেরোডোটাস গ্রন্থ সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। অ্যারিস্টটলের ছাত্র আলেকজাণ্ডার একটি গ্রন্থাগার গড়েছিলেন গুরুর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে।

গ্রীক সভ্যতার মূল কথাটি হচ্ছে মানুষের অন্তরসত্তার উদ্বোধন। মানুষ জেগে উঠল

তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে। সে কারও আজ্ঞাধীন নয়; সে একমাত্র নিজেরই অধীন; রাষ্ট্র এবং সমাজরক্ষার জন্য যে নিয়মশৃঙ্খলার তার সম্মত একমাত্র তারই কাছে তার অধীনতা। চিন্তার ক্ষেত্রে সে স্বরাট।

'দাস কে? যে আত্মচিন্তা প্রকাশ করতে অক্ষম, একমাত্র সেই দাস', ইউরিপাইদিস বলতেন।

'বিশ্বরীতি এবং ফিলিস্তিনরা ভালবাসে টাকা', প্লেটো বলতেন, 'আমরা ভালবাসি জ্ঞান।'

'সবচেয়ে আনন্দের জিনিস কি?' গ্রীসের মানুষ প্রশ্ন করত নিজেদের, নিজেরাই উত্তর দিত, 'পণ্ডিত লোকের কথা শোনা।' তাই দেখা যেত মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এথেন্সের মানুষ সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রীক সভ্যতা নিজের ভেতরকার দায়ভাগ হারিয়ে ফেলছিল। বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে কলহ শুরু হল, গ্রীকরা তাদের জীবনযাত্রার দাসনির্ভর হয়ে পড়েছিল, ফলে শত্রুর বার বার আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রীকসভ্যতার সারবস্তু সংরক্ষিত ছিল গ্রীক এবং উত্তর আফ্রিকার গ্রন্থাগারে। কোনো শত্রু তাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারেনি। বরং কেউ কেউ যেমন, রোম এবং তুরস্ক তার গ্রন্থসম্পদ নিয়ে গেছে নিজের দেশে। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ কাজ করছে প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারা। পশ্চিমী সভ্যতাকে গড়ে তোলার মূলে রয়েছে গ্রন্থাগার।

রোমক সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

রোমের মানুষ তাদের বিশাল সভ্যতা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার নির্মাণের দিকে লক্ষ্য দিল। গ্রন্থাদি সংরক্ষণ কক্ষ, পাঠাগার, গ্রন্থ সরবরাহ এবং জনসাধারণকে গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগদান—সব কিছুর দিকে নজর দিল। জনগ্রন্থাগারের ভাবধারা তারা গ্রীসের কাছ থেকে পেয়েছিল এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাদের গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

তখন প্যাপিরাসের ওপর হাতে লিখে বই তৈরী হত। তা জুড়ে জুড়ে লম্বায় বেড়ে যেত এবং তাকে গুটিয়ে একটা চোঙা বা নলের ভেতর রাখা হত। আয়তন অনুযায়ী পাঁচ দশ বা শতাধিক নলের ভিতর এক একটি বই থাকত। জনসাধারণের ধনী ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার নির্মাণ করতেন। উত্তর আফ্রিকার টীমগাড গ্রন্থশালা রোমক সভ্যতার আরো অনেক নিদর্শনের মতই ধ্বংসপ্রায় কিন্তু এখনো তার প্রধান প্রবেশ পথের মাথার দাতার নাম ক্ষোদিত রয়েছে। জুলিয়াস সিজারের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল খুবই সমৃদ্ধ। রোমের জ্ঞানীগুণীরা নিজেদের পছন্দমত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন।

জ্ঞান মানুষের জন্মে আনিয়ে তোলে মানুষের বৃত্তিগুলি। অন্ধচিন্তা থেকে মুক্ত করে রোমের মানুষ রাজ্য শাসন, আইন প্রণয়ন এবং শিল্পকলার দিকে লক্ষ্য দিয়েছিল, তারই পরিণত ফল তাদের গ্রন্থাগার।

কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠার পর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তার পতন শুরু হল। এর কারণ মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা অনুভূতিগুলি মরে যাচ্ছিল। তারা মানুষকে বিশেষতঃ ক্রীতদাসকে আর মানুষ বলে গণ্য করত না। তাদের তারা নিজের খাদ্য করে তুলেছিল। যে সভ্যতায় মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকে না, সেখানে মানবিক সম্পর্কগুলি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাও মরে পড়ে। রোমও বাঁচল না। তার সভ্যতা ভেঙে পড়ল, তার চিন্তাধারা এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার ছড়িয়ে পড়ল।

মধ্যযুগের সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

রোম সভ্যতার পতনের সময় ইউরোপে নানা অশান্তি আর গোলযোগ। ধীরে ধীরে চারটি সভ্যতা গড়ে উঠল—ফরাসী, জার্মান, রুশ এবং ইংরেজী। সর্বত্র অত্যাচার আর অরাজকতার মধ্যে কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ অধিক শালিক হয়ে বসল। মধ্যযুগে দেখা দিল একদিকে জমিদার ও তার অনুগৃহীতের দল, অন্যদিকে দরিদ্র কৃষিজীবী।

সামন্তদের কাজ ছিল খাজনা আদায় করে শান্তির সময় ফূর্তিতে জীবন যাপন আর যুদ্ধের সময় যুদ্ধযাত্রা। তাদের দুর্গের মধ্যে গ্রন্থাগার যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মগোপন করল। বস্তুতঃ এই পরিবেশে জ্ঞানসাধনা সম্ভব নয়। আর দরিদ্র কৃষকের সময় কোথায় সুযোগ কোথায় জ্ঞানচর্চার! মধ্যযুগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছিল ধর্মযাজকদের মঠের ভেতর। সেখানে গ্রন্থাগার থাকত সেই কালে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

মধ্যযুগের এই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কুচিত জ্ঞানচর্চা আমাদের বুঝিয়ে দেয় অন্তরে সৃষ্টি প্রেরণা না থাকলে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায় না। যে কোন সভ্যতার জীবনীশক্তির পরিমাপ হল তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। একটি সভ্যতার ভেতরে কতখানি সৃষ্টিপ্রেরণা জেগে ওঠে, জ্ঞানসাধনা কতখানি প্রসারিত হয়ে ওঠে, আর কতখানিই বা তার ভেতরে বাসা করে এবং অবসাদ, তার সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে গ্রন্থাগার। সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং প্রাণসত্তাই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। খোলা মনে সংস্কার ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে যতবেশী যোগাযোগ একটি সভ্যতা রাখতে পারবে ততই তার গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যখনি কোন সভ্যতা স্বতন্ত্র এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে, তার গ্রন্থাগারের উন্নতির দরজাও তখনি বন্ধ হয়ে যাবে। মধ্যযুগের ইতিহাস এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছে।

ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রিটেন, ইতালী এবং রাশিয়ায় সামন্তশ্রেণীর পাশাপাশি বণিক, ব্যবসায়ী আর মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হতে লাগল। নতুন নতুন শহর গড়ে উঠল। প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস দেখা

গেল। কারণ ঐ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার দিকে ঝোঁক এসেছে, জেগে উঠেছে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা।

ইউরোপে নবজাগরণ ও গ্রন্থাগার

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পর পণ্ডিতগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন এবং বহুস্থানে জ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হল। রেনেসাঁ বা নব-অভ্যুদয়ের যুগে এক বিস্ময়কর প্রেরণা নিয়ে শিল্পে-সাহিত্যে-বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে ইউরোপের মানুষ জেগে উঠল আর তারই অমৃতস্পর্শে গ্রন্থভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল।

জার্মানীতে এলেন গুটেনবার্গ, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হল। ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনিষ্টারে মুদ্রণযন্ত্রে পুস্তকের মুদ্রিত রূপ দান করলেন উইলিয়ম ক্যাক্সটন। গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রন্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এল।

সাহিত্যে মানবতাবাদের সুর ধ্বনিত হল। সবকিছুর কেন্দ্রে আছে সেই মানুষ যে মানুষ অপরিমেয়, যে মানুষের কোনো পরিসীমা নেই। এই অনন্ত বিশ্বে তুমি কেবলই অন্বেষণ করবে, অভিধানের উদ্দেশ্যে বের হবে। এলেন পেত্রার্ক, বোক্কাসিও।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এলেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন। কোপার্নিকাস গ্রন্থ রচনা করে জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত হানলেন—বললেন—পৃথিবীই সূর্যের চারধারে ঘোরে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান পুস্তক সংগ্রহের ধারা গড়ে উঠেছিল, সেই পরিবেশে নিউটনের প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠল, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানময় সভ্যতার সূচনা হল।

লণ্ডন নগরে কটনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে বসে ফ্রান্সিস বেকন গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন—তারা যেন নিজেরাই গবেষণা করে দেখে প্রকৃতি কি ভাবে কাজ করে।

নবজাগরণের যুগে গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারই প্রকৃত ঐশ্বর্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইউরোপের দেশে-দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এল। এবার তার লক্ষ্য—জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচার প্রয়োজনে, আরও সম্পদের আয়োজনে গ্রন্থাগার, নয় সে ধনীগৃহের বিলাস কিংবা প্রাচীন প্রত্নভাণ্ডারের কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন।

সভ্যতার রূপ ও ক্রমবিকাশ যে ধরণের হবে গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ হবে সেই ধরণের কারণ সভ্যতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছেদ্য। সভ্যতা সৃষ্টির মূলে মানুষের যে প্রয়োজনবোধ, যে সংগ্রামবোধ এবং আত্মিক উন্নতির চেষ্টা, গ্রন্থাগার সৃষ্টির মূলেও তাই। মানুষের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে রক্ষা এবং ব্যবহারের আগ্রহ থেকেই গ্রন্থাগারের উদ্ভব। মানুষ যে ভাবে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায় সে ভাবেই সে তার গ্রন্থাগার গড়ে নেয়। এইখান থেকে সে পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা আহরণ করে, আপন অভিজ্ঞতা

উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে দেয়—সভ্যতার এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত হয়।

নবজাগরণের ইতিহাস এই কথা বলে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ এবং জার্মান যে উন্নতিলাভ করেছে তার মূলে আছে গ্রন্থাগার। নবজাগরণের যুগেই এটা সকলে উপলব্ধি করেছিল যে বিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাই বিজ্ঞান সমিতি, একাডেমি, ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল এবং তাদের সঙ্গে এক একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগার তৈরী হতে লাগল।

মধ্যযুগের শেষে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজ্য জয়ে বেরিয়েছিল, তারা যে দেশ থেকে যত পেয়েছে গ্রন্থ লুঠ করে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। তারই পরিণাম লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ভারতবর্ষের বুকের রক্ত ঐখানে জমা আছে। সমাজের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটেনে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, এর পেছনে ছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্য থেকে অর্জিত অর্থসম্পদ। ইংরাজ বণিক, সৈনিক, পর্যটক পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযান করে নিয়ে এল সমগ্র মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ শিল্প ও গ্রন্থ সম্পদ। টমাস হাওয়ার্ড বিভিন্ন দেশ থেকে পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন তাই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম হয়ে দাঁড়ায়।

সপ্তদশ শতকের শেষে ইংলণ্ডে বহু নতুন গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। ক্রমেই বই সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে লাগল। পূর্বে বই ছিল দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের প্রতীক এবং সে কারণে ব্যক্তিগত মানমর্যাদার প্রতীক। কাজেই খুব সাজিয়ে গুছিয়ে দেখার জন্যে বই রাখা হত ধনেদী পরিবারে। অষ্টাদশ শতকের মানুষ যুক্তি ব্যবহারের দ্বারাই গ্রন্থাগারের বইয়ের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। জন-গ্রন্থাগারের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্রিটেনের কবি, কথাসাহিত্যিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ যা দান করেছেন তার মূলে আছে গ্রন্থাগার। ইংরেজ সভ্যতার ভালো দিকগুলি, যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত উদ্যম, দেশপ্রেম ইত্যাদি গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রতিপালিত, আবার তার অন্ধকার দিক, তার অপহরণ ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির সাক্ষীও এই গ্রন্থাগার।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিঃশুল্ক জনগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইংলণ্ডে অনুসন্ধান শুরু হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট অনুমোদিত হয়। জার্মানীতে জনগ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে।

উনবিংশশতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই ইংলণ্ডে বিশেষ গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। ক্রমে লণ্ডন হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগারকেন্দ্র। বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে

বিংশ শতাব্দীতে যে শিল্প ও কারিগরিবিজ্ঞানের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে পশ্চিমী দুনিয়ায় তাতে এযুগের বিজ্ঞান ও কারিগরিভিত্তিক সভ্যতা এক নতুন সম্ভাবনার আলো এসে উপস্থিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে দু'টি মহাযুদ্ধ যেমন সভ্যতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তেমনি বুঝিয়ে দিয়েছে ফলিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের কি মূল্য। ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পবাণিজ্য-বিজ্ঞানের বিশেষ গ্রন্থাগার গঠন এবং সম্প্রসারণের বিরাট উদ্যম দেখা দিয়েছে। উৎপাদন শিল্প কেন্দ্রগুলি এইসব গ্রন্থাগার থেকে পুস্তকাদি গ্রহণ করে তাদের উৎপাদন পদ্ধতির যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ও গবেষণা গ্রন্থাগারের অবদান অনন্যসাধারণ এবং সমগ্র বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে ও এক বিশাল পর্ব যার আর পরিসীমা নেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কত জটিল তা বুঝতে হলে অন্ততঃ ব্রিটিশ মিউজিয়মের দিকে একবার তাকাতে হবে। এর ভেতর দিয়ে সমগ্র ইংরেজী সভ্যতা তার ভেতরকার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। কটন, রবার্ট ও এডওয়ার্ড হার্লে, হান্স স্লোয়ান প্রভৃতি ব্যক্তির দানে ব্রিটিশ মিউজিয়মের আদিরূপ গড়ে ওঠে। স্লোয়ান একটি উইল করে দুড়ি হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ এবং প্রদর্শশালা জনসাধারণকে দিতে চান। স্লোয়ানের মৃত্যুর পর সম্রাট দ্বিতীয় জর্জ এ বিষয়ে উদাসীন রইলেন। তখন হাউস অফ কমন্সের স্পীকার উদ্যোগী হয়ে স্লোয়ান, কটন এবং হার্লের সংগ্রহ একত্র করে ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যাক্ট পাশ করান। রাজশক্তি নয়, প্রজাশক্তিই গ্রন্থাগার সৃষ্টির মূল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়মের উদ্বোধন থেকে ইংরেজী সভ্যতার প্রাণশক্তি সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ প্রত্নবস্তু, আর্টগ্যালারী, গ্রন্থ ইত্যাদির মধ্যে বিচিত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে, তাকে বৃহৎ এবং মহিমাময় করে তুলেছে, তাকে জনসাধারণের ব্যবহার্য করে তুলেছে। এ কাজ যে সহজ নয় তা আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। বিশেষভাবে বিশ্বের সর্বত্র তখন ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রতিনিধি যে ভাবে গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে তা স্মরণীয়।

গ্রন্থাগার কি ভাবে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল তার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—চতুর্থ জর্জ যখন তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার একলক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড মূল্যে রাশিয়ার জারের কাছে বিক্রী করতে চাইলেন অমনি দেশের লোক দাবী করল অর্থের মোহ ছেড়ে জাতির জন্যে ঐ গ্রন্থাগার দান করতে হবে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ছোট একটি ঘটনা। কোথায় ফরাসী পাণ্ডুলিপি বিক্রী হচ্ছে, ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারিক হেনরি এলিস সে দিকে লক্ষ্য দেননি—এ নিয়ে এক সাংবাদিক অভিযোগ তুলতেই হাউস অফ কমন্সের প্রতিনিধি, ট্রাষ্টি এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন বসে গেল। দেশের লোক সাক্ষী দিতে ছুটে এল। বহু মানুষের চেষ্টার ফলে ব্রিটিশ মিউজিয়ম বিশ্বসভ্যতার পরিচয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। এইখানে বসেই দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কার্ল মার্ক্স যে মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

এ দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এর সভ্যতা এবং গ্রন্থাগার একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে। এর কোন পূর্ব নজীর ছিল না। একটা বিরাট দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে সভ্যতার পত্তন করতে হলে বই-এর সহায়তা যে একান্ত প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে যে গ্রন্থাগার অপরিহার্য আমেরিকার ইতিহাস সেই কথাই ঘোষণা করছে।

আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ মিউজিয়মের অনেক পেছনে ছিল কারণ তার জন্মই অনেক পরে। কিন্তু কংগ্রেস গবেষণা গ্রন্থাগার হিসেবে দেশসেবার যে নজীর রেখেছে তার তুলনা বিরল। তার নীতি হচ্ছে 'যুক্তই সমস্যা সমাধানের জন্যে যুক্তই গ্রন্থ উপস্থাপন।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোন্নতির মূলে আছে তাদের গবেষণা গ্রন্থাগার।

রুশ সভ্যতায় অঙ্গ গ্রন্থাগার

এ কালের রাশিয়া নতুন করে তার সভ্যতা রচনায় প্রয়াসী। গ্রন্থাগার তারই অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তার ধ্বনি—সাক্ষরতাই সাম্যবাদের পথ। প্রতিটি জনপদে সে গ্রন্থাগার ছড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। তার অনুবাদ ব্যবস্থা অতুলনীয়।

লেনিন লাইব্রেরি হল রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। সারা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এই গ্রন্থাগার।

ভারতীয় সভ্যতা ও গ্রন্থাগার

সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে ভারতের মানুষ চিন্তাকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার চিত্রলিপি তার নিদর্শন।

বৈদিক যুগে মানুষের জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল। তখন বেদ ছিল শ্রুতিনির্ভর, তার পরে তা লিখিত হয়। তখন আচার্য গৃহে পরম যত্নে গ্রন্থাগার রচিত হত। শিষ্যবৃন্দ তা থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।

বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসীরা যেখানেই চৈত্য বা বিহার স্থাপন করেছেন সেখানেই গড়ে তুলেছেন গ্রন্থাগার। গ্রন্থ আশ্রয়লাভ করেছিল জৈনদের উপাশ্রয়ে, হিন্দুর মঠ-মন্দিরে, রাজার প্রাসাদে এবং ধনীগৃহে। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৃহৎ অঙ্গ ছিল গ্রন্থাগার।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে শিল্প-সাহিত্য-গণিত শাস্ত্র-নিদানতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

মুসলমান যুগে বাদশাহদের গ্রন্থাগার ছিল। অবসর সময়ে তাঁরা বই পড়তে ভালবাসতেন। গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুন প্রাণ হারান। রাজপুত রাজাদের কেল্লাতেই থাকত গ্রন্থাগার। কাশ্মীরনগরীর গ্রন্থাগার অতীতকাল থেকেই খ্যাতি লাভ করেছিল।

সেন রাজত্ব কালে বাংলাদেশেরও বহু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এ দেশ নরম পলি মাটির দেশ, আর্দ্র জলবায়ুর দেশ। খুব যত্ন নিয়ে পুঁথিপত্র রক্ষা করতে হত।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মানুষ সাধনা করেছিল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য নতুন করে আবিষ্কার করতে। তাই গড়ে উঠছে এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এবং বিপুলায়তন ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ইতিহাস ওতপ্রোত হয়ে আছে। আজকের ভারতবর্ষ এ যুগের উপযোগী করে তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাধনায় নিমগ্ন।

পরিবর্তনের পথে গ্রন্থাগার

আধুনিক সভ্যতা যন্ত্র ও কারিগরি সভ্যতা। গ্রন্থাগারের মধ্যেও যান্ত্রিক কলাকৌশল অনুপ্রবেশ করেছে এবং আরো বেশি মাত্রায় করবে। গ্রন্থাগারে কেবল মাত্র গ্রন্থই থাকবে না, এমন কি গ্রন্থ নাও থাকতে পারে; থাকবে মাইক্রোফিল্ম, কম্পুটার, ফিল্ম, রেকর্ড, টেপ রেকর্ড; মাইক্রো-স্কপেক রিডার মেসিন, মাইক্রোটেকষ্ট, ফিল্মাক, ডকুম্যাট রিডার-প্রিন্টার, রোল্যাকপি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। এ যুগের লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরি, হবে নব নব তথ্যসৃষ্টির কারখানা।

উপসংহার

সভ্যতা এবং গ্রন্থাগারের বিশাল বিচিত্র রূপ আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক কর্মপ্রেরণায়। আজ বাষ্টি মানুষের কাছে বিশ্বের সমস্ত মানুষের চিন্তা ও চেতনা ধরা দিতে চাইছে আর স্রষ্টা মানুষেরা তাদের স্বকাল, স্বদেশ অতিক্রম করে দূরদেশ ও অনাগত কালের মানুষের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ছেন।

দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ—
আমি কি বিরাট।
নিজেকে মনে হচ্ছে যেন এক ত্রিকালজ্ঞ ঋষি।
আমার মাথায় হাজার বছরের পুরনো জটা,
আমার পরনে হাজার বছরের পুরানো বাকল॥

*

আমার ভাবনার ভেতর
নক্ষত্রের সেই আলো এসে পড়েছে
যে এই বিশ্বসৃষ্টির সময় যাত্রা শুরু করেছিল;
সে সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে
আমার চেতনার বৃত্তে
একটি তির্যক রশ্মিপাত করছে।

সে এনেছে দূর নক্ষত্রের দ্যুতি, বর্ণ এবং উত্তাপ,
আমি মহাবিশ্বচেতনার উত্তাপে সঞ্জীবিত ।।

•

দেখছ না হাজার মাইল ধরে
'আমার জন্যে বিগত কালের মনীষীরা
সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছেন ;
শুনছ না তাঁরা কি বলছেন :
আমরা যেমন করে বেঁচেছি
তার চেয়ে অনেক ভালো করে
তুমি বাঁচবে বলে
আমরা নতুন ভুবনের মানচিত্র এঁকে ছিলাম
আমরা সব বলে গেলাম,
আমরা সব দিয়ে গেলাম ।।'

Civilization & Library
by Nirmalendu Manna

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (উত্তরপাড়া) সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়ার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত 'সভ্যতা ও গ্রন্থাগার' শীর্ষক প্রদর্শনীর বক্তব্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর নির্দেশনায় আছেন শ্রীনির্মলেন্দু দাস্রা, শিল্প-নির্দেশনা—শ্রীবৈদ্যনাথ মাইতি, রূপায়ণে—সর্বশ্রী প্রদীপচন্দ্র ঘড়া, বেচারাম ঘোষ, নিবেন্দু দাস্রা, বিমল মাইতি, মানব মিশ্র এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দ। যে সব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনীর উপকরণ সংগৃহীত তাদের লেখক এবং চিত্রকরদের কাছে প্রবন্ধ লেখক ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।—লেখক।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন ঃ একটি খসড়া

তুষারকান্তি সান্যাল

পশ্চিমবংগের জন্য সার্বজনীন গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার-পরিপূরক। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক হয়, তবে সেটা সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতার কথা চিন্তা করেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আন্তঃ-উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দিন এসেছে।

আমরা বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্মরণ করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি বলেই শিক্ষার সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা দূরদৃষ্টি ও চিন্তার অভাব সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছে সেটা অনেকটা পোষাকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই এ ব্যবস্থা জনজীবনে যথেষ্ট সচেতনার সৃষ্টি করতে পারে নি। এটা দ্বিমুখী ফল প্রসব করেছে : কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে এবং যুগপৎ জনমানসে এর কোনও প্রতিফলন না হওয়ার, ফলে সেদিক থেকেও উন্নতির জন্য—প্রয়োজনীয় সাড়া সৃষ্টি করতে পারছে না। এর ফলে অনুযোগ প্রশ্রয় পাচ্ছে। নামেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে, নির্দিষ্ট অঙ্কের পরিমাণ অনুসারে মাথা পিছু টাকাও ব্যয় করা হচ্ছে—কিন্তু সমস্তটার মধ্যেই এমন ক্ষীণ অনুদান ও উদ্যোগ রয়েছে যে, গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারছে না।

সামাজিক চাহিদার অভাবহেতু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিংবা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির প্রশ্নটাও খুব সহজেই এড়িয়ে যেতে পারছেন। ফলে জনচেতনার মান নিম্নমুখী হওয়ার শ্রেণী সচেতনতাও একেবারেই গড়ে উঠছে না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র পথ হল গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আইনের দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা-করা। আইন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবাঞ্ছিত অবস্থাকে রোধ করবে এবং প্রগতিশীল উন্নয়নমূলক বাঞ্ছিত ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবে। আইনের দৃঢ়ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর কার্যপদ্ধতি এবং ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আইনসভার সদস্যদের প্রত্যক্ষ গোচরে থাকবে; অপরদিকে গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলনে জনচেতনার মান অগ্রসরমান হবে।

গ্রন্থাগার আইন শুধুমাত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকনির্ণয় করবে তাই নয়, সরকারী অর্থের অপচয় রোধ করে, শুধুমাত্র শিক্ষিতদের জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করবে তাই নয়, আপামর সাধারণের স্ব-প্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম হবে, এর ফলে দেশের কারিগরি, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সর্বজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হবে।

নিম্নলিখিত রূপরেখার ওপর ভিত্তি করে ও আইনের প্রযুক্তিমূলক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইনসভার সদস্যগণ নির্দিষ্ট আইন করবেন।

এই গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা গঠন করবার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠন ও সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে কয়েকটি সভা করে মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হোয়েছে।

সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হোয়েছে। এই ব্যবস্থাকে সফলতার পথে এগিয়ে দেবার একমাত্র দায়িত্ব সরকারের। সরকার গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকাংশের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর সার্থক রূপায়ণে ব্রতী হবেন। বৃটেন ও ভারতের যে সকল রাজ্যে ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইন চালু হোয়েছে, তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন রচিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া

আইনের আখ্যা : এই আইনকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৯, এই আখ্যা দেওয়া হবে।

পরিধি : সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমার মধ্যে এই আইন কার্যকর হবে।

কার্যকরী করার তারিখ : সরকার যে বৎসর ও দিন থেকে এই আইন কার্যকরী করা বিহিত মনে করবেন, সেই সময় থেকে এই আইন কার্যকরী হবে।

কতকগুলি সংজ্ঞা : (১) আইনের নির্দিষ্ট পরিবর্তন সাপেক্ষে পুস্তক বললে বোঝাবে :

(ক) নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত কোনও খণ্ড বা এর অংশ এবং প্রচার পুস্তিকা।

(খ) সামগ্রিকভাবে কিংবা খণ্ডাংশে প্রকাশিত কোন সঙ্গীত, কোনও বস্তুর খসড়া কিংবা পরিকল্পনা, মানচিত্র ;

(গ) দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত কোনও পত্রিকা বা সাময়িকী ; চলচ্চিত্র বা শ্রবণদৃশ্যমান বস্তু সামগ্রী।

(ঘ) পাণ্ডুলিপি ; সামগ্রিক কিংবা অংশত।

(২) পুস্তক লেনদেন বলতে বোঝাবে—

(ক) পাঠকক্ষের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকের লেনদেন কিংবা পুস্তক সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সরবরাহ।

(খ) সদস্যপত্রের বিনিময়ে পুস্তক লেনদেন।

(গ) কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা জনসাধারণের সমগ্র অংশকে পুস্তক সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সরবরাহ।

(৩) সার্বজনীন গ্রন্থাগার বলতে বোঝাবে—

জনসাধারণের করদাতা আয় দ্বারা—সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সংগঠিত ও পরিচালিত

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যেখানে বিনাশুল্কে পাঠস্পৃহা তৃপ্ত করা সম্ভব।

(৪) নজিরাদি উল্লেখ কর্ম বলতে বোঝায় কোনও নির্দিষ্ট পুস্তক বা সমতুল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ধরণের তথ্য সরবরাহের উল্লেখ। জনসাধারণ এই ধরণের তথ্য-সংগ্রহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঠস্পৃহা তৃপ্ত করতে পারেন বা গবেষণা বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করতে পারেন

(৫) আঞ্চলিক ভাষা বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট রাজ্যের বা অঞ্চলের ভাষা।

(৬) বৎসর বলতে ইংরাজি অর্থবৎসর বোঝাবে। রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট রাজ্যে জনসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার স্থাপন, পরিচালন ও এর উন্নতির ও সম্প্রসারণের ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

উপরোক্ত কর্মসূচী সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করবার জন্য নির্দিষ্ট রাজ্য সরকার

(ক) প্রতি তিনবছরে একটি বিশেষজ্ঞ উপসমিতি গঠন করে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পরিচালন ও প্রসারণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন এবং সরকারের কাছে সমুন্নতির জন্য নির্দিষ্ট মান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত পেশ করবেন ; সরকার এইগুলি কার্যকরী করতে তৎপর হবেন।

(খ) সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সরকার নিম্নোক্ত বস্তুগুলি সংগ্রহ করবেন :

(১) রাজ্যে প্রকাশিত পুস্তকাদি

(২) আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদি

(৩) বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদি

(৪) নির্দিষ্ট রাজ্যের বা অঞ্চলের সম্পর্কে বা এর জনগণ সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকাদি

(৫) রাজ্য সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাদি

(৬) ভারতীয় ভাষা সমূহে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি।

(গ) রাজ্যের জনসাধারণের পুস্তকের পাঠস্পৃহা নিবারণের ও পুস্তকাদি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য গ্রন্থপাঠের সুব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলবার জন্য এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করবেন।

(চ) গ্রন্থাগার ব্যবহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বৃত্তিকুশলী কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবার জন্য শিক্ষণকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাবেন ;

(ছ) গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদার ব্যবস্থা করবেন এবং সেটা অবশ্যই হবে শিক্ষকদের সমতুল।

(জ) দেশের মধ্যে যে সকল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি যাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সফলতার পথে নিয়ে যায় তার জন্য পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার কৃত্যক (Library Authority)

রাজ্য সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগার কৃত্যকের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইনের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব করে তুলবেন। সরকারের প্রত্যেক পরিচালনাধীন গ্রন্থাগারগুলোর ওপর কৃত্যকের আবশ্যিক এক্তিয়ার থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ইত্যাদি) গ্রন্থাগারগুলো পরিদর্শনের অধিকার থাকবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য একটি পৃথক অধিকার (Directorate) থাকবে। গ্রন্থাগারাধিকারের ওপর গ্রন্থাগার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির দায়িত্ব থাকবে। একমাত্র পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলোর স্বাধীনতা থাকবে।

রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাজ্যের গ্রন্থাগারাধিকারিক (Director of Libraries) হিসেবে কাজ করবেন। রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রসারণ প্রভৃতির জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর (গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মন্ত্রীর) কাছে। রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক উপ-গ্রন্থাগারিক এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে।

রাজ্যের Registar of Books অবশ্যই গ্রন্থাগার অধিকারের আওতায় থাকবেন প্রশাসনের ক্ষেত্রে।

রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যকের সাংগঠনিক রূপরেখা

রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যকই হোক কিংবা জিলা গ্রন্থাগার কৃত্যকই হোক উভয় ক্ষেত্রেই অধিকসংখ্যায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকা চাই। কারণ মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হোল জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন শ্রেণী চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা যায়। এতে করে জনগণের চেতনার স্তরকে উন্নত করা সম্ভব হবে এবং ইতিহাসের গতিকে সমাজতন্ত্রের পথে সঞ্চালিত করতে সক্ষম হবে। সুতরাং গ্রন্থাগার কৃত্যকের সাংগঠনিক রূপরেখা এমন হওয়া চাই যাতে করে নির্দিষ্ট বাস্তব অবস্থার বিভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব পায়।

সভাপতি : রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মন্ত্রী)

সম্পাদক : রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্পাদক : রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক (পদমর্যাদা বলে)।

সদস্যবৃন্দ :

(১) শিক্ষা সচিব।

(২) শিক্ষা অধিকার।

(৩) আইনসভা মনোনীত ২জন সদস্য।

(৪) রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ২জন প্রতিনিধি।
(৫) অর্থ সচিব।
(৬) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২ জন প্রতিনিধি।
(৭) ২ জন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত।
(৮) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের একজন প্রতিনিধি।
(৯) সমাজ শিক্ষা আধিকারিক।
(১০) কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের একজন প্রতিনিধি।
(১১) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশেষজ্ঞ।

গ্রন্থাগার কৃত্যকের কার্যসীমা :

পদাধিকার বলে মনোনীত ব্যক্তিগণ ছাড়া সদস্যগণ চার বৎসরের জন্য সদস্যপদে বৃত থাকবেন। যতদিন পর্যন্ত সাময়িক শূণ্য পদ আনুষ্ঠানিক ভাবে পূরণ না হয়, ঐ পদে সাময়িকভাবে মনোনীত ব্যক্তি বৃত হতে পারেন।

গ্রন্থাগার কৃত্যকের কার্য :

যেহেতু রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে দায়ী থাকবে সেইহেতু গ্রন্থাগার কৃত্যকের নিম্নোক্ত ন্যূনতম এক্তিয়ার থাকার প্রয়োজন আছে :

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাধারণ তত্ত্বাবধান ও প্রশাসন।
(খ) সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে কিংবা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের অধিকার থাকবে। পরিদর্শনের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিতে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা দেখবেন এবং আদর্শ গ্রন্থাগারের মনোন্নয়নে সচেষ্ট কিনা—না হলে নির্দিষ্ট সুপারিশ দেবেন। সরকার সুপারিশগুলি বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কার্যগুলি আবশ্যিক বলে বিবেচিত হবে :

(ক) অন্ততঃ প্রতি ছয় মাসে একবার এই কৃত্যকের সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য সময় ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারকে নির্দিষ্ট পরামর্শ দেবে।
(গ) এই কৃত্যকের কার্যপরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট উপ-সমিতি নিয়োগ করবেন।

রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার :

গ্রন্থাগার আইনের বাস্তব রূপায়ণে ও রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যকের সুপারিশগুলি কার্যকরী করবার জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার থাকবে। প্রধানতঃ গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার প্রশাসনিক দিকের বিভিন্ন দিকের তত্ত্বাবধান করাই হবে এই গ্রন্থাগার অধিকার-এর কাজ এবং নিম্নবর্ণিত কাজগুলি হোল মুখ্য :

(১) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণের জন্য বার্ষিক কিংবা স্বল্প ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এবিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দপ্তরের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

(২) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তৃত ও পরিসংখ্যানভিত্তিক বিবরণী পেশ করা।

(৩) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিকুশলী করে তোলা। প্রয়োজনীয় শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়, এক্ষেত্রেও সেইসকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) গ্রন্থাগার কৃত্যকের সুপারিশমতে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং পরিদর্শকের বিবরণী কৃত্যকের বিবেচনার জন্য পেশ করা।

(৫) সরকারী অনুদান সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা করা।

(৬) রাজ্যের জেলাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির সীমা নির্দেশ করা।

(৭) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাজ্যের গ্রন্থাগারাধিকারিক হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি গ্রন্থাগার কৃত্যকের সম্পাদকরূপে কাজ করবেন

রাজ্য-কেন্দ্রীয়গ্রন্থাগার :

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকবে রাজ্য-কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার।

জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক :

রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যকের পরই হোল জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের স্থান। জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলি। এদের জন্য আর পৃথক আঞ্চলিক কৃত্যক সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের দায়িত্ব হোল জেলা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলি সুপরিচালিত করা এবং জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(১) জেলা গ্রন্থাগার

(২) টাউন মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী

(৩) ব্লক লাইব্রেরী

(৪) অঞ্চল গ্রন্থাগার

(৫) গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং

(৬) ক্ষুদ্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের সাংগঠনিক রূপরেখা

নিম্নলিখিত উপায়ে জেলার গ্রন্থাগার কৃত্যকের সাংগঠনিক রূপ দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে একটি জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক থাকবে, যে গ্রন্থাগার কৃত্যককে কেন্দ্র করে একটি গ্রন্থাগার জেলা থাকবে।

সভাপতি : সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সদস্য।

সম্পাদক : জেলা-গ্রন্থাগারিক সম্পাদকরূপে কাজ করবেন।

সদস্যবৃন্দ :

(১) নির্দিষ্ট জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি।

(২) জেলা পরিষদের একজন মনোনীত প্রতিনিধি।

(৩) পৌরসভা মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(৪) জেলার সমাজশিক্ষা অধিকর্তা (পদাধিকারবলে)।

(৫) নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি।

(ক) কল্যাণ লাইব্রেরী

(খ) এরিয়া লাইব্রেরী

(গ) টাউন মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী

(ঘ) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (বাণীপুর, কালিংপঙ, টাকী।)

(ঙ) সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলি থেকে একজন প্রতিনিধি।

(চ) রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে চারজনকে মনোনীত করবেন।

(১) উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক।

(২) সরকারী ও অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষ।

(৩) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি।

(৪) গ্রন্থাগারের প্রতি দরদী।

অর্থ :

গ্রন্থাগারগুলির অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা কি হবে সেটা সরকারই স্থির করবেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ১·৫ ভাগ সার্বজনীন গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

ঋণ স্বীকার :

1. Kerala Library Bill : Ranganathan. 2. Report of the working Group on Libaries. 3. ILA Souvenir 1968 এবং

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে অনুষ্ঠিত এই বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা সভা।

Library Legislation for West Bengal :
A Draft by Tushar Kanti Sanyal

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন

[ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ]

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার বিকল্প ব্যবস্থায় যে বিশেষ কিছু কাজ হয় না তা আমাদের দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। আইনের আশু প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি সেখানে দীর্ঘসূত্রিতা বিপজ্জনক। এতে সমাজের ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চেষ্টা নতুন নয়। এই আইনের একাধিক খসড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমসাময়িক সরকার পক্ষের উপযুক্ত উৎসাহের অভাবেই এই আইন অতীতে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে আমরা যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি দলের কাছে মৌখিক অঙ্গীকার পেয়েছিলাম যে, তাঁরা ক্ষমতায় এলে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করবার ব্যবস্থা করবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গ্রামাণ্য খসড়া আইনকে গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশসহ অনতিবিলম্বে পেশ করার দায়িত্ব পরিষদের ওপর এসে বর্তেছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে, যথাক্রমে মাদ্রাজে ১৯৪৮ সালে, অন্ধ্রে ১৯৬০ সালে, মহীশূরে ১৯৬৪ সালে, এবং মহারাষ্ট্রে ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। কেরালাতে গ্রন্থাগার আইন-এর বিল আইন সভার বিবেচনায় রয়েছে।

এই আইনগুলো ছাড়া দুটি খসড়া আইনও প্রণীত হয়েছে—তার একটি ভারতবর্ষের যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপ রচিত এবং অপরটি খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন রচিত। আরও কয়েকটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিক কোনও বক্তব্য না থাকায় আমরা আমাদের বিবেচনার মধ্যে সেগুলিকে আনছি না।

ওই বিধিবদ্ধ আইনগুলো ও খসড়াগুলো বিশ্লেষণ করে যে জায়গায় বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে সেইগুলি গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষভাবে আহূত সভায় আলোচিত হয়েছে। ওই বিধিবদ্ধ আইন খসড়াগুলির এইসব বক্তব্য ও গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ পর পর নিম্নে পেশ করা হোল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিষয়গুলি আলোচনা করে তাদের সুপারিশ প্রদান করলে তার ভিত্তিতে সরকারের কাছে পেশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচিত হবে।

১ রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপ্তি (Scope)

রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে জনসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার

স্থাপন, পরিচালন, সম্প্রসারণ ও এর উন্নতির জন্য ইতিকর্তব্য নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন।

সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন গ্রন্থাগারের ওপর আবশ্যিক এক্তিয়ার থাকবে এবং সরকারের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর ওপর থাকবে পরিদর্শনের অধিকার। উভয় ক্ষেত্রেই পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। গ্রন্থাগারগুলো গঠন, পুস্তক লেনদেন, গ্রন্থপঞ্জি সরবরাহ, কর্মীদের অবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান বজায় রাখছে কিনা এবং নেতিবাচক চলে প্রতিবিধানের উপায় সম্পর্কে যথাকর্তব্য নির্দেশিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে যথাবিহিত কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এইরূপ এক্তিয়ারের ব্যবস্থা করবার কারণ হোল, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে তাকে রোধ করা এবং আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাঞ্ছিতকে ত্বরান্বিত করা।

কালক্রমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগত প্রচেষ্টায় যে সব গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, যাদের চাঁদা নেওয়াটা অপরিহার্য কিন্তু সরকারী অনুদান বঞ্চিত এবং দেশের বিভিন্নস্থানে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত উদ্যোগে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো আছে ধীরে ধীরে সেগুলি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। গ্রন্থাগার আইনে তার জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ থাকবে। যে গ্রন্থাগারগুলো এই সুযোগ গ্রহণ করবেন তাঁদের বাৎসরিক অনুদান ও পুস্তক ক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সাধারণ সদস্যদের দেয় চাঁদা মকুব করবার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

২ রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যক (State Library Authority)

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি পরিচালন সংস্থার প্রয়োজন আছে। আইন ও বসড়াগুলোতে এই সংস্থা বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছে যথা—Library Authority, Library Council, Library Committee. এই সংস্থাকে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

যে কোনও রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার দিয়ে তৈরী। কাজেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে তার সমগ্র রূপটিকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করে দেখা দরকার। এইজন্য রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকারের দায়িত্ব মুখ্যত রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও শুধুমাত্র সেগুলিকে নিয়ে তার কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই মনে করে যে, সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন গ্রন্থাগারগুলোর ওপর থাকবে কৃত্যকের আবশ্যিক এক্তিয়ার এবং সাহায্যপ্রাপ্ত (যথা—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ ধরণের গবেষণা সংস্থা বা শিক্ষা সংস্থা ইত্যাদি) গ্রন্থাগারগুলোর ওপর থাকবে পরিদর্শনের অধিকার (right of inspection)। রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ ও সমমানধর্মী করবার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার কৃত্যক প্রত্যক্ষ

পরিচালনাধীন ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিদর্শন করবেন এবং মনোন্নয়নে যথাকর্তব্য নির্দেশ করলে রাজ্য সরকার সেগুলো সুপারিশ করবেন।

(ক) সংগঠন—বিভিন্ন আইন ও বিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই কৃত্যকের সংগঠনে কয়েকটি নির্দিষ্ট মন্ত্রী, কর্মসচিব বা অন্য সদস্য নেবার বন্দোবস্ত আছে। এই সাধারণ সদস্যবৃন্দ হলেন—

শিক্ষামন্ত্রী—সভাপতি

অন্যান্য সদস্য—শিক্ষাসচিব, শিক্ষা অধিকর্তা, আইন সভার নির্বাচিত স[illegible] (২ থেকে ৬ জন পর্যন্ত
রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একজন করে সদস্য
রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদের একজন করে সদস্য
মনোনীত বিশেষজ্ঞ (১ থেকে ৪ পর্যন্ত)

এগুলো ছাড়া যে বিভিন্ন সদস্যরা আছেন তাঁরা বিভিন্ন আইন ও বিলে বিভিন্ন সংখ্যায় এবং বিভিন্ন পদাধিকারবলে স্থান পেয়েছেন। এই কৃত্যকের সচিব হিসেবে কাজ করবার জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অধিকর্তা, গ্রন্থাগার সহঃঅধিকর্তা প্রভৃতির নাম সুপারিশ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতে এই কৃত্যকের সংগঠন নিম্নরূপ হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়েছে—

শিক্ষামন্ত্রী—সভাপতি।

অন্যান্য সদস্য—শিক্ষাসচিব, অর্থসচিব, শিক্ষা অধিকর্তা, আইনসভার দুইজন সদস্য, পর্যায়ক্রমে (দুই বৎসর অন্তর)। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একজন প্রতিনিধি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দুইজন প্রতিনিধি, জেলা গ্রন্থাগারিকদের থেকে নির্বাচিত দুজন প্রতিনিধি। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ মনোনীত একজন প্রতিনিধি, সমাজশিক্ষা আধিকারিক। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি, সরকার মনোনীত তিনজন বিশেষজ্ঞ, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক (ইনি এই কৃত্যকের সচিব হিসেবে কাজ করবেন)।

(খ) কাজ :—বিভিন্ন সুপারিশগুলো পরীক্ষা করে পরিষদের মনে হয়েছে যে, এই কৃত্যকের কাজ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন :

১ এই আইনটি কাজে পরিণত করার জন্য যা কিছু করণীয় সেগুলো সরকারকে সুপারিশ করা,

২ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করা, এবং

৩ এই আইনের বিধানমত অন্যান্য সমস্ত ইতিকর্তব্য সম্পাদন করা।

(৪) রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক সম্পর্ক (Structural relation)

বিভিন্ন আইন ও বিলের সুপারিশ বিভিন্ন রকমের হলেও রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক রূপের সমস্যা মূলতঃ এই যে,

সমগ্র রাজ্যের জন্য যেমন একটি কৃত্যক থাকবে, রাজ্যের শহর এলাকা এবং গ্রামীণ এলাকার জন্যও বিভিন্ন কৃত্যকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমত এই যে, সমগ্র রাজ্যের জন্য কৃত্যকটির নীচে বিভিন্ন জেলার কৃত্যকের ব্যবস্থাই সমীচীন। এই জেলা—কৃত্যকই গ্রাম বা শহর উভয় এলাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিচালন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

সমগ্র অঞ্চলকে এই জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের এলাকাধীনে আনবার জন্য কলকাতা সমেত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে নিম্নবর্ণিত ১৯টি গ্রন্থাগার জেলায় বিভক্ত করতে হবে, যথা—কলকাতা, কুচবিহার, চব্বিশপরগণা (২টী), জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, পশ্চিমদিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্দ্ধমান (২টী), বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর (২টী), হাওড়া, হুগলী।

পূর্ববর্ণিত সুপারিশ গ্রহণ করলে, জেলা-গ্রন্থাগার কৃত্যকের একটি সাধারণ সংগঠনের রূপরেখা দেয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন আইন ও বিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই শহর বা গ্রামাঞ্চলের কৃত্যকের জন্য মোটামুটি যে কয়রকমের সদস্যের বন্দোবস্ত করা আছে, তা হলো—

১ আঞ্চলিক পৌর প্রতিনিধি
২ আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
৩ পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি
৪ জনপরিচালিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি
৫ মনোনীত নাগরিকদের প্রতিনিধি
৬ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা প্রতিনিধি
৭ জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক
৮ সরকারী প্রতিনিধি
৯ এবং কিছু অন্যান্য প্রতিনিধি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমত এই যে, এই কৃত্যক নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা যেতে পারে—

সভাপতি : জেলা শাসক

সম্পাদক : জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক

সদস্যবৃন্দ : ১ নির্দিষ্ট জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দুজন প্রতিনিধি
২ জেলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি
৩ পৌরসভা মনোনীত একজন প্রতিনিধি

৪ জেলার সমাজশিক্ষা অধিকর্তা

৫ নিম্নলিখিত সংস্থা থেকে দুজন প্রতিনিধি

(ক) কল্যাণ লাইব্রেরী

(খ) এরিয়া লাইব্রেরী

(গ) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসমূহ (বাণীপুর, টাউন ইত্যাদি)

৬ সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলো থেকে একজন প্রতিনিধি।

৭ নিম্নোক্ত সংস্থাগুলো থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(ক) নির্দিষ্ট জেলার উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা

(খ) নির্দিষ্ট জেলায় রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষ

(গ) বিশেষ ধরণের পেশাভুক্ত জনপ্রতিনিধি (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)। (ঘ) গ্রন্থাগারের প্রতি দরদী—

(৫) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার, রাজ্য গ্রন্থাগারিক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার সার্ভিস (State Library Directorate, State Libralan and State Library Service).

বিভিন্ন আইন ও বিল পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সুষ্ঠু কার্যক্রম রূপায়ণের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার অধিকারের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেছেন। এবিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমতও এই যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একটি :

১ স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার অধিকারের (Directorate) প্রয়োজন আছে।

২ রাজ্য গ্রন্থাগারিক এই স্বতন্ত্র অধিকারের আধিকারিক (Director) রূপে কাজ করবেন।

৩ এই ব্যবস্থার সমস্ত কর্মীকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গ্রন্থাগার সার্ভিসের অধীনে আনা প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আরও মনে করে যে, এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দপ্তরটি একজন মন্ত্রীর সামগ্রিক দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করা উচিত এবং রাজ্য গ্রন্থাগারিককে এই মন্ত্রকের সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা বিধেয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে, একমাত্র এই পথেই সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সম্ভব এবং এই পথেই এই ব্যবস্থা ব্যাপক ও গভীরভাবেই সমগ্র জনজীবনের অংশভাক্ হতে পারবে।

৬ অর্থসংস্থান (Finance)

বিভিন্ন আইন ও বিলের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনের ব্যয় সরকারের সাধারণ তহবিল থেকে নেয়া এবং বিশেষ করে আদায়

করার মারফত অর্থসংস্থান করা এই উভয়বিধিই প্রচলিত আছে। নীতিগতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কর প্রবর্তনে গ্রন্থাগার পরিষদের কোনও আপত্তি নেই। অবশ্য পরিষদ একাধিকবার ঘোষণা করেছে যে, এই কর প্রতীক মাত্র—শুধু এই করের ভিত্তিতে একটি রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা অসম্ভব।

নানাকারণে নতুন কর চাপানোর সুপারিশকে স্বার্থান্বেষীরা তাঁদের কাজে লাগিয়ে সমগ্র পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেবার ব্যবস্থা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমত এই যে, জনসাধারণের শিক্ষা এবং চিন্তাধারার বিকাশের কথা মনে রেখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণকে অনতিবিলম্বে কার্যকর করা দরকার। তার জন্য ব্যয়বরাদ্দের যে কোনও উপায়ই করা প্রয়োজন।

পরিষদ মনে করে যে, এই খাতে ব্যয়ের একটি ন্যূনতম মানকে সামনে রেখে অবিলম্বে কাজ শুরু করার দরকার। ব্রিটেনের রবার্টস কমিটির সুপারিশ ছিল যে, ন্যূনতম মাথাপিছু দুটাকার মতো (১৯৫৮ সালের হিসেব মতো) বই কেনার জন্য ব্যয় করতে না পারলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মারফত সার্থক কিছু করা সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনের অন্যান্য ব্যয় এর অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এই ন্যূনতম খরচের পরিমাণ (সেটা শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের ১.৫% হবে কিনা বিবেচনা করতে হবে) বর্তমানে কী হবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। এ ব্যয় আবশ্যিক এবং এখনই করা দরকার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে, যে কোনও সরকারের আবশ্যিক ব্যয় বহনের জন্য যে উপায়গুলো আছে (কর নির্দ্ধারণ সমেত) সেইগুলোকে কাজে লাগিয়েই অর্থ সংস্থান করতে হবে এবং যে কোনও প্রগতিশীল রাষ্ট্র সমাজের বিত্তবান শ্রেণী থেকে করের অর্থ সংগ্রহ করে, কাজ চালানোর যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিই আশু চালু করা হোক।

কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এই খাতে অনুদান যাতে আরও বেশী করে পাওয়া যায় তার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা চালাতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধকরণ ও সুষ্ঠু উন্নয়ন ছাড়া সারা ভারতব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক সুসংবদ্ধকরণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক আর্থিক দায়িত্ব বহন করবার প্রয়োজন। ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করবার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব আশু ও অপরিহার্য। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অবশ্য রেখে এ ব্যয় যথার্থ বলে বিবেচিত হবে।

Library Legislation for West Bengal
(Working Paper for the 23rd Bengal Library Conference,
Uttarpara (Hooghly), April 4—6, 1969).

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা

[ত্রয়োবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ]

ভূমিকা :

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে ১৯৬৪ সালে সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত ও ১৯৬৬ সালে বারহাট্টায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব প্রস্তাব ঐ দুই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল তাদের বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি বলেই বর্তমান সম্মেলনে আবার এবিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক এবং অনতি বিলম্বে এই অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। ঐ সভায় আরো স্থির হয় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর কিছু প্রশ্নাবলী তৈরী করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ঘুরে একটা সমীক্ষা করা হবে (Sample Survey) এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রবন্ধ রচনা করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরাজীতে একটা প্রশ্নাবলী তৈরী করা হয় এবং ঐ প্রশ্নাবলীর সাইক্লোষ্টাইলড কপি নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ঘুরে পরিষদের কর্মিরা তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ৪৮টি বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই ৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টি প্রাথমিক (Primary), ৮টি মাধ্যমিক (High) ও ৩৯টি উচ্চমাধ্যমিক (Higher Secondary) বিদ্যালয় আছে। নীচে এই ৪৮টি বিদ্যালয়ের জেলাগত বিভাস দেওয়া হোল :

	মোট সংখ্যা	বালক	বালিকা	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক
কলিকাতা	১৬	১১	৫	১	১	১৪
হুগলী	৭	৫	২		১	৬
হাওড়া	৩	১	২		২	১
মালদা	২	১	১			২
মেদিনীপুর	১৬	১৪	২		৩	১৩
২৪ পরগণা	৪	৩	১		১	৩
	৪৮	৩৪	১৩	১	৮	৩৯

এদের কাছে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ১। বিদ্যালয়ের নাম ২। ঠিকানা ৩। প্রতিষ্ঠা ৪। প্রকৃতি (হাই, হায়ারসেকেণ্ডারী ইত্যাদি) ৫। ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি (Nature of management : Private, Govt. aided etc.) ৬। ছাত্র সংখ্যা ৭। স্কুল লাইব্রেরী আছে কিনা ? ৮। স্কুল লাইব্রেরীর জন্য আলাদা ঘর আছে কিনা ? ৯। ঘরের মাপ ১০। পুস্তক ও পত্রপত্রিকার মোট

সংখ্যা ১১। পুস্তক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ১২। পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের সংখ্যা ১৩। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি না? ১৪। যদি থাকে কত ঘণ্টা আছে? ১৫। গতবছর ছাত্রদের কাছে কত বই ইস্যু করা হয়েছিল ১৬। ছাত্ররা তাক থেকে বই নিতে পারে কিনা? ১৭। সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক আছে কিনা? ১৮। যদি থাকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৯। যদি থাকে তাঁর বেতনক্রম ও অন্যান্য ভাতা ২০। গ্রন্থাগারিকের নাম।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান অবস্থা :

যে ৪৮টি বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম ছাত্র সংখ্যা মেদিনীপুর জেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের (এটি একটি হাই স্কুল)। এঁদের ছাত্র সংখ্যা ২৪২। এখানে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নেই, একজন করণিক গ্রন্থাগার দেখাশুনা করেন। সবচেয়ে বেশি ছাত্র সংখ্যা কলকাতার একটি বালক বিদ্যালয়ের (এটি হায়ার সেকেণ্ডারী মাল্টিপারপাস প্রাইভেট স্কুল। এঁদের ছাত্র সংখ্যা ১৪৭৭। এখানে সব সময়ের জন্য একজন গ্রন্থাগারিক আছেন, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বি, এ, সাট লিব। তাঁর কোন বেতনক্রমের উল্লেখ করা হয়নি। ১৫০+১৭·৫০+১০ মোট ১৮৭·৫০ টাকা তিনি বেতন পান। গ্রন্থাগারিকদের বেতনের ব্যাপারে প্রাইভেট স্কুলগুলোর অবস্থা যে খুবই শোচনীয় এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৪৮টি বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার আছে বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে ৩৩টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ঘর আছে। কিন্তু সেই ৩৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯টি ঘরের মাপ উল্লেখ করেছেন, বাকি ৪টি কোন মাপের উল্লেক করেন নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অফিস ঘরের মধ্যে গ্রন্থাগার আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের জন্য যে সব ঘরের মাপ পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঘরের মাপ ৭′×১২′ (হুগলী জেলার একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে) এবং সবচেয়ে বড় ঘরের মাপ ৪০′×২০′, (একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, হুগলী জেলায় অবস্থিত)। পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা সর্বনিম্ন ৫০০ (হাওড়া জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে) এবং সর্বোচ্চে ৮০০০ (হুগলী জেলার একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে)।

পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য নিয়মিত ব্যয়বরাদ্দ অনেক স্কুলেই নেই। ৪০টি স্কুল একটা করে টাকার অঙ্ক উল্লেখ করলেও কেউ কেউ বলেছেন গত বছর বই কিনতে ঐ টাকা খরচ হয়েছে। সবচেয়ে কম টাকা খরচ করেছেন মেদিনীপুর জেলার একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। এঁরা ৬০ টাকার বই গত বছর কিনেছেন। সবচেয়ে বেশি টাকার বই কিনেছেন কলকাতার একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। এই টাকার পরিমাণ ৫০০০ টাকা। এখানেও সর্বসময়ের জন্য কোন গ্রন্থাগারিক নেই।

৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টিতে কোন পত্রিকা বা সংবাদপত্র রাখা হয়না। ৪টি বিদ্যালয়ে ১খানা করে পত্রিকা রাখা হয়। ৭টি বিদ্যালয়ে ২খানা করে,

৮টি বিদ্যালয়ে ৩খানা করে, ৭টি বিদ্যালয়ে ৪খানা করে, ৬টি বিদ্যালয়ে ৫খানা করে, ৩টি বিদ্যালয়ে ৭খানা করে, ৩টি বিদ্যালয়ে ৮খানা করে, ১টি বিদ্যালয়ে ১১খানা, ১টি বিদ্যালয়ে ১৩খানা ও ১টি বিদ্যালয়ে ২০খানা পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। নতুন নতুন ধ্যানধারণা সর্বপ্রথম এদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের এই চিত্র অত্যন্ত দুঃখজনক বলে আমরা মনে করি।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় বা Library hour আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে ২৫টি বিদ্যালয় বলেছেন 'আছে'। এদের মধ্যে কোথাও সপ্তাহে ২ পিরিয়ড, কোথাও সপ্তাহে ১৪ পিরিয়ড এবং ২১ পিরিয়ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে বিদ্যালয় দুটি সপ্তাহে ১৪ পিরিয়ড ও ২১ পিরিয়ড সময়ের উল্লেখ করেছেন সে দুটি বিদ্যালয়ের ১টিতেও কোন গ্রন্থাগারিক নেই।

গত বছর কত বই ও পত্র পত্রিকা ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ইস্যু করা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে ৭টি বিদ্যালয় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। বাকি ৪১টি যে সংখ্যার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা ২০০ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ২৪০০০। সবচেয়ে বেশি বই ইস্যু করেছেন হুগলী জেলার একটি হাওড়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, এঁরা সপ্তাহে ৪ পিরিয়ড লাইব্রেরী আওয়ার হিসাবে রেখেছেন। এঁদের পুস্তক সংখ্যা ৮০০০। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নেই।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল ছাত্ররা সরাসরি তাক থেকে বই নিতে পারে কি না? এ প্রশ্নের জবাবে ১০টি বিদ্যালয় 'হ্যাঁ' বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই ১০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২টিতে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক আছেন। ২২টি বিদ্যালয় বলেছেন ছাত্রদের কখনো কখনো তাক থেকে বই নিতে দেওয়া হয়।

সর্ব সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক আছে কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে ১১টি বিদ্যালয় জানিয়েছেন আছে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় এদের মধ্যে M.A. Dip Lib থেকে সুরু করে P.U. Cert. Lib. পর্যন্ত আছেন। কলকাতার একটী গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুলের গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A. Dip. Lib ইনি ২০০ টাকা বেতন পান (বেতনক্রমের উল্লেখ নেই) অন্যান্য ভাতা নিয়ে এঁর বেতন দাঁড়ায় ৩৩১'৮৫। কলকাতার আর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা B.A. Dip. Lib. ইনি ১৬৭—৩১৭ বেতনক্রম অনুসারে বেতন পাচ্ছেন। B.A. (Hons) Dip. Lib. ও M.A. B. Lib. গ্রন্থাগারিকরাও ১৬৭—৩১৭ বেতনক্রম অনুসারে বেতন পাচ্ছেন বলে জানা যায়। B.A. Cert. Lib. গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বেতনের উল্লেখ আছে। একজন P.U. Cert. Lib. ১০০—১২০ টাকা

বেতনক্রম অনুসারে বেতন পেয়ে থাকেন। সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের এই বৈষম্য দূর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

উপরের তথ্য থেকে আমরা বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বিদ্যালয়ের একটা গড়পড়তা ছবি দেখতে পাই। এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা গড়ে ৬৩৭ জন করে, সকলেরই গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারের জন্য যে সব ঘর আছে তার গড় মাপ ২২০ বর্গফুট। গড় পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২৩০০ মত। এঁরা গ্রন্থাগারের জন্য গড়ে ৩৮০ টাকার মত বছরে খরচ করেন। এদের মধ্যে ½ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নেই। ছাত্র পিছু বছরে বই ইস্যু হয় গড়ে ৩ খানা করে; ছাত্র পিছু খরচ ধরলে পরিমাপ দাঁড়ায় গড়ে ৬০½ পয়সা মাত্র। ঘরের পরিমাপ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে ঘরটি ১৫ হাত × ৭ হাত। ঐ ঘরে ২৩০০ বই রাখবার মত আলমারী বা সেল্ফ রাখলে ব্যবহার্য যে অংশটি বাকি থাকে তার পরিমাপ দাঁড়ায় ১১ হাত × ৫ হাত। এর মধ্যে গ্রন্থাগারিককে বসতে হলে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য যে স্থানটুকু বাকি থাকবে তাতে কোন রকমে মাত্র ৫ জন ছাত্রকে বসে পড়তে দেওয়া যায়। কাজেই গ্রন্থাগারের ঘরে বসে পড়তে পারবে ভেবে যদি Library Hour-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যবস্থা অর্থহীন।

গ্রন্থাগারের জন্য খরচের ব্যাপারেও গড় হিসাবে দেখা যায় একটী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার খরচ করে বছরে ৩৮৫ টাকা মাত্র। ছাত্রদের মাথাপিছু ৬০½ পয়সা মাত্র। বাংলাদেশের এই ধরণের যে কোন স্কুলের স্পোর্টস ফি, ক্যান্ টিন বলে যা নেওয়া হয় তাও বোধহয় এই খরচের অনেক বেশি।

বই লেনদেনের চিত্র আরো ভয়াবহ। হিসাবে দেখা যায় যে ছাত্র পিছু বছরে ৩ খানি করে মাত্র বই ইস্যু হয়েছে। অর্থাৎ একটী ছাত্র প্রতি ৪ মাসে ১ খানি করে বই লাইব্রেরী থেকে নিয়েছেন। এর থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তা এই যে বাংলা দেশের বিদ্যালয়গুলির পরিচালকমণ্ডলী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে এতদিন চরম অবহেলা করে এসেছেন এবং এখনো করে চলেছেন আর এই কারণেই তাঁরা কোন সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করেননি।

যে পরিচালকমণ্ডলী গ্রন্থাগার সম্পর্কে চরম উদাসীন তাঁরা গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে যে সহানুভূতিশীল হবেন না এটা সহজেই বোঝা যায় তাই শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতনও হতাশ ব্যঞ্জক।

আমরা যে তথ্যের আলোচনা করলাম এটি বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত উঁচু মানের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নমুনা, কাজেই নীচু মানের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থা যে আরো ভয়াবহ একথা বোধহয় বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখেনা। বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী যে এদিক দিয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেননি একথা জোর গলায় বলা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের টাকার অভাব এর কারণ একথা

বিশ্বাসযোগ্য নয় এই কারণে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য গ্রন্থাগার যদি একান্ত প্রয়োজনীয় হয় তবে তাকে বাতিল করে বিদ্যালয় চলে কি ভাবে ? আমরা গ্রন্থাগারিক কাজেই আমাদের কাছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সবদিক দিয়েই অপরিসীম। আমরা বিভিন্ন সম্মেলনে এই নিদারুণ অবহেলার দিকে বার বার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখি একাধিক শিক্ষা কমিশন এই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বকে একই ভাবে জোর দিয়ে বর্ণনা করেছেন, কাজেই এই সব কমিশনের সুপারিশের প্রতিও বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর অবজ্ঞা একই সঙ্গে আপত্তিজনক।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

নীচে কয়েকটি কমিশন, কমিটি এবং সমীক্ষার উক্তি দেওয়া হোল যা আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করবে।

বিভিন্ন সুপারিশ :

মুদালিয়র কমিশন (Secondary Education Commission, 1952-53) রিপোর্টে বলা হয়েছে :

শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য Library hour-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এমন একজন সুশিক্ষিত শিক্ষপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে যিনি বেতন ও পদমর্যাদায় উচ্চমানের (Senior) শিক্ষকদের সমকক্ষ হবেন।

ভারত সরকার নিয়োজিত Library Advisory Committee (Report of Advisory Committee for Libraries, 1959, rev. ed. 1960) রিপোর্টের পঞ্চম অধ্যায়ের সুপারিশে বলা হয়েছে : In places where it may not be possible to run independent public libraries school libraries may serve the public after school hours."

সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই সুপারিশ করেছেন এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিধিকে আরো প্রসারিত করবার কথা চিন্তা করেছেন।

ভারত সরকারের National Council of Educational Research and Training এর পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট পশ্চিম বাংলার শতকরা ৬০ ভাগ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার কিছুটা ওঁদের প্রকাশিত রিপোর্ট Educational Facilities Available in the Higher Secondary Schools of West Bengal (1963-64) এর ভাষায় নীচে দেওয়া হোল "...The library of a school may be regarded

as another index of teaching facilities. Every school should possess a well-equipped library. The school library should possess several copies of each of the book recommended by the Board of Secodary Education in adition to books of reference and other books of general interest to students. Students should be encouraged to develop the habit of general reading and every effort should be made to induce the student to use the school library properly. For all this it is necessary to appoint a whole time and trained librarian who will be placed in charge of the library. The school library should be accomodated in a spacious room. There should be separate period for use of library by students in the school routine."

ভারত সরকার নিয়োজিত কোঠারী কমিশন (Education Commission, 1964-66) রিপোর্টে বলা হয়েছে। কুরাল প্রাইমারী স্কুলের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কমিশন সুপারিশ করেছেন, "School libraries should be integrated in the system of public libraries and be staked with reading material of appeal both to children and neo-literates". বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের বিষয়ে এই কমিশন বলেছেন : "the scales of pay for librarians should also be related to those for teachers in a suitable manner."

আমাদের বক্তব্য :

৪৮টি বিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগারের বিষয়ে যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তার ভিত্তিতে আজ আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি যে বর্তমান বিদ্যালয়গুলির পরিচালক মণ্ডলীর গ্রন্থাগারের প্রতি যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতে তাঁরা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছেন এবং সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও অনুরূপ ভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন. এই কারণেই আমাদের মনে হয় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিকাশের প্রশ্ন আজ শুধু মাত্র আয়ব্যয়ের প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি একটি সামাজিক সমস্যার দিকে একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আজ আমাদের চিন্তা করতে হবে যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবারও আমাদের দাবী পেশ করব ; না অনতিবিলম্বে একটা বিশেষ কমিটি নিয়োগ করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানাব।

—চন্দনকুমার সেন

সম্পাদকের নিবেদন

সম্প্রতি পরিষদ কার্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং অপর কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। বহু সদস্য এজন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পত্র দিয়েছেন। পত্রিকার প্রকাশকাল যত শীঘ্র আবার পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ যাতে পত্রিকা প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়-সূচী অনুযায়ী প্রকাশিত হয় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হঠাৎ জ্বরবোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন' ধারাবাহিক রচনাটির প্রকাশ আপাততঃ বন্ধ রাখতে হয়েছে। পত্রিকার বিলম্বিত প্রকাশ আরও অধিক বিলম্বিত হবে বলে এই সংখ্যায় শ্রীতপন সেনগুপ্তের ধারাবাহিক রচনা 'সূচীকরণ প্রবেশিকা' এবং 'গ্রন্থাগার সংবাদ' ও 'বার্তা বিচিত্রা' সংক্রান্ত সংবাদগুলি প্রকাশ করা গেলনা। এগুলি পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

পরিষদ সদস্যগণকে অবিলম্বে তাঁদের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে অনুরোধ করি। পরিষদের বর্তমানে যে খুবই আর্থিক সংকট চলেছে একথা সদস্যগণ যেন ভুলে না যান।

ভ্রম সংশোধন

'গ্রন্থাগার' মাঘ সংখ্যায় শ্রীঅমিতা রায়ের 'যুখারেষ্টের যে সব লাইব্রেরীতে পড়েছি' লেখাটির প্রথমেই যেখানে ছাপা হয়েছে '১৯৫১ সালে যুখারেষ্টে গিয়ে··· ইত্যাদি' ওটি হবে '১৯৫৯ সালে'। ঐ লেখায়ই (৪২০ পৃঃ) 'একটা রুম হীটার বসিয়ে দিয়ে কিনেছেন' স্থলে 'একটা রুম (room) হীটার বসিয়ে কিনেছেন' হবে। ঐ সংখ্যারই ইংরেজী সূচীপত্রের এক স্থানে গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে।

সংশোধিত রূপটি এই :

DRTC Seminar (6) (1963)

Subhas Chandra Mukhopadhyay

17 All-India Library Conference, Indore

Dhrubatara Mukhopadhyay

এই ভুলগুলির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।—প্র.

গ্রন্থাগার

ফর্ম ৪

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬)-র

৮-ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি নিম্নে প্রকাশিত হইল :

১। প্রকাশস্থান—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশকাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি—ভারতীয়

ঠিকানা—১০০।১ ভূপেন্দ্রমোহন এভিনিউ. কলিকাতা-৪

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি—ভারতীয়

ঠিকানা—১০০।১ ভূপেন্দ্রমোহন এভিনিউ. কলিকাতা-৪

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

জাতি- ভারতীয়

ঠিকানা—৩।৪ মধুসূদন ব্যানার্জী রোড.

ফ্ল্যাট এ, কলিকাতা-৫৬

৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে. উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(স্বাক্ষর)

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

তারিখ ১০।৩।৬৯

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সংখ্যা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

অগ্রগতির নিদর্শন (সম্পাদকীয়)

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

ডঃ অমলেন্দু বসু ৪৬৫

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ—হরিকেশ চট্টোপাধ্যায় ৪৭২

শুভেচ্ছা বাণী ৪৭৪

প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের তালিকা ৪৭৫

বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার ক্রমবিকাশ—বিমলকান্তি সেন ৪৭৯

গ্রন্থাগার সংবাদ ৪৯০

বার্তা বিচিত্রা ৪৯৫

সম্মেলন প্রদক্ষিণ —স্বর্ণ সেন ৫০০

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা ঃ চৈত্র ১৩৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটী বই

West Bengal Library Directory

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ।

মূল্য ২০৲ টাকা।

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য২৲টাকা।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃষ্ট সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫৲ টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমল কুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহার রঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক।

মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার-নাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর এই গ্রন্থটিতে বর্ণানুক্রমে লেখকের নামানুযায়ী যে সংখ্যাগুলি নির্দেশ করা হয়েছে তা গ্রন্থাগারের পুস্তক বর্গীকরণে ।৭শেষ সহায়তা করে। সংখ্যাগুলি 'প্রমীল-সংখ্যা' বলে পরিচিত। অল্প কয়েকখানা বই অবশিষ্ট আছে। মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭৲ টাকা। সবগুলি বইয়েই পুস্তক বিক্রেতাদের ২৫% ও পরিষদ সদস্যদের ১৫% কমিশন দেওয়া হবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক— নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১২ } { ১৩৭৫, চৈত্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

অগ্রগতির নিদর্শন

'গ্রন্থাগার' চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হল। আগামী বৈশাখে এই পত্রিকাটি তার অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করে ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সংক্রান্ত এই মাসিক পত্রিকাটি এখন পরিষদের জীবনে একান্তই অপরিহার্য। একথা ঠিকই যে, পরিষদের বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ একটি দিক মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বৃত্তিমূলক সংগঠনকে নিজ সদস্যদের বৃত্তিসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখতে গিয়ে যে সব মাধ্যমের আশ্রয় নিতে হয়, নিজস্ব এইরকম একটি পত্রিকা প্রকাশ তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত একটি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান, যা আবার একটি বিদ্বৎ সমিতিও বটে, এইরূপ একটি পত্রিকার মাধ্যমে তার সদস্যদের গবেষণা ও চিন্তাচর্চার পথও প্রশস্ত হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই পত্রিকাতে যেমন একদিকে চলেছে বৃত্তির কলাকৌশল ও আকাদেমিক গবেষণা ও চিন্তাচর্চালব্ধ বিষয়ের ওপর আলোচনা, অন্যদিকে তথ্যপ্রচার ও পরিষদ সংক্রান্ত খবরাখবর সর্বদাই সদস্যগণকে জানাতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিষদের বক্তব্য সরকার, দেশের রাজনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণের গোচরে আনতে হয়। পরিষদের মুখপত্রকে যদি তার এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে হয়, তবে তাকে সর্বাংশে এর উপযুক্ত স্তরে উঠতে হয়। কিন্তু এই 'উপযুক্ত হয়ে ওঠার' ব্যাপারটা রাতারাতি সম্ভব নয়। পরিষদের মুখপত্র তার নিজস্ব ধারায় সেই পরিণতির দিকেই অগ্রসর হচ্ছে বলে আমাদের ধারণা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস এবং এই পরিষদের কর্মধারার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর জন্মলগ্নে আকাদেমিক আলোচনা এবং চিন্তাচর্চাই এর একমাত্র বিষয় ছিল। গ্রন্থাগার-প্রেমীরা খানিকটা সমাজ-হিতৈষণা-প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। পরিষদে বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক সমস্যার আলোচনারই ছিল তখন প্রাধান্য। গ্রন্থাগারিকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলন ও

স্বার্থরক্ষার কথা তখন এমনভাবে শোনা যায়নি। গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিতের সংখ্যা তখন ছিল নগণ্য। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত বৃত্তিধারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের শিক্ষণের সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, উপযুক্ত বেতনের সমস্যা, উপযুক্ত বিকাশের সমস্যা, বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির সমস্যা—তাছাড়া স্বদেশ ও স্ব-সমাজের উন্নতিকল্পে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকার কথা পরিষদকে ভাবতে হয়। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত একটি বিদ্বৎ সমিতি কেন ট্রেড ইউনিয়নের পথে চলেছে—কিছু কিছু লোক এরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এটাই যে এর স্বাভাবিক পরিণতি সেকথা মেনে নিতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের যদি নিজের বুক বুঝে নিতে হয় এবং যাতে অনাদর ও অবহেলায় তাদের তলিয়ে না যেতে হয়, তার জন্যই তাদের পক্ষে সঙ্ঘশক্তির একান্ত প্রয়োজন। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গেই বলা প্রয়োজন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি চিরকালই পরিহার করে এসেছে। পরিষদ যেমন গ্রন্থাগার বৃত্তিধারীদের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করে তেমনি জনসাধারণের কল্যাণের কথা—দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির কথাও চিন্তা করে। এরই নিদর্শন পাওয়া যাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির প্রস্তাবে। সম্প্রতি উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীতে ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী যাঁরা অনুধাবন করবেন এই কথাই তাঁদের কাছে মনে হবে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে পরিষদের প্রচেষ্টার পেছনেও রয়েছে সেই একই মনোভঙ্গী।

একটি কথা সম্ভবতঃ খুলে বলাই ভাল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পাঁচছড়া বাঁধা নেই। অবশ্য একথা থেকে মনে করবার কোন কারণ নেই যে, পরিষদ রাজনীতির স্পর্শ বাঁচিয়ে চলবে। পরিষদের দৈনন্দিন কাজকর্মে অহরহই নানা রাজনৈতিক প্রশ্ন দেখা দেয়। সে সকল প্রশ্নের মীমাংসাও করতে হয় রাজনৈতিকভাবেই। এমনও হতে পারে যে, কোন বিতর্কমূলক প্রশ্নে পরিষদ হয়তো ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন—অথচ অন্য অনেক প্রশ্নেই হয়তো তাকে পুরোপুরিভাবেই সমর্থন করেন। কেননা পরিষদ সকল সময়েই সকল প্রকার দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকেছে।

যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য পরিষদের কর্মধারার ও অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংগঠনের কাঠামোই এমন হয়ে থাকে যেখানে সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। গ্রন্থাগার জনসাধারণের সেবা করে। সুতরাং গ্রন্থাগার পরিষদেরও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না। আর জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। সে তো স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ারই সামিল। এই পরিবর্তিত পটভূমি সঠিকভাবে অনুধাবন করলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ন্যায় একটি গতিশীল (dynamic) প্রতিষ্ঠানের এবং বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির পথটি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Editorial : Milestones on the way of our progress.

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

ডঃ অমলেন্দু বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগের প্রধান এবং
ফ্যাকালটি অব লাইব্রেরী সায়েন্সের ডীন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য ও কর্মিবৃন্দ, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও সমবেত সুধিগণ,

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে, খৃষ্টীয় ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে, বঙ্গগৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণসঞ্চারিণী সভাপতিত্বে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়েছিল, সেই পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সম্মেলনে পৌরোহিত্যের আমন্ত্রণ লাভ করে আমি একদিকে যেমন গৌরবান্বিত বোধ করছি, অপরদিকে আমি এই সম্মানের অযোগ্য এই বোধে সঙ্কুচিত হয়েছি। আজকের দিনে গ্রন্থাগারিকের কর্ম জটিল, কঠিন, বিশেষভাবে নিপুণ specilized কর্ম। আমি সেই নিপুণতার অধিকারী নই, অতএব এই পরিষদের নিপুণ সভ্য ও কর্মীদের সামনে তাঁদের বৃত্তি ও কর্তব্য সম্বন্ধে নতুন কথা বলার মতো ধৃষ্টতা রাখিনা। পক্ষান্তরে, এই পরিষৎ কখনো কখনো সভাপতিত্বে বরণ করেন এমন ব্যক্তিকে, যিনি ঠিক বিশেষজ্ঞ নন, তবুও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে আগ্রহী। আমি বৃত্তিতে গ্রন্থাগার কর্মী নই বটে, কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যতীত আমার অধ্যাপনা বৃত্তি সচল থাকতে পারে না, তদুপরি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব লাইব্রেরি সায়েন্সের সভ্যবৃন্দ সদস্যগণ আমাকে ডীন্ পদের জন্য নির্বাচিত করেছেন, সেই সূত্রে আমি অবনতমস্তকে আপনাদের দেওয়া শিরোপার সম্মান গ্রহণ করে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার গৌরব ও দৈন্যবোধ অন্য এক কারণে প্রবল। আমাদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপাড়ায়, এমন এক জনপদে, যে জনপদ আধুনিক বঙ্গদেশে বস্তুত আধুনিক ভারতবর্ষেই, আধুনিক ধরণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ও সমাজ সেবার প্রগতিতে পুরোধার উজ্জ্বল মর্যাদাসম্পন্ন। আজ থেকে ১১০ বৎসর পূর্বে এই উত্তরপাড়ায় আদর্শবাদী সমাজসেবী, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন মহাশয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে গ্রন্থাগারটি সংগঠিত করেছিলেন, সে গ্রন্থাগারের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব যথাকালে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, কিন্তু শতাধিকশততম বার্ষিকী উৎসব হিসাবে এ বৎসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ কথা সর্বতোভাবে সমীচীন যে, এই উৎসব এবং গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন উত্তরপাড়ায় সমারম্ভে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উনিশ শতকী বাংলার বহুমুখী প্রগতিতে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ছিল অসামান্য, উত্তরপাড়ার এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কয়েকটি নাম যা কিনা ঐতিহ্য সচেতন যে কোনো বাঙালীর পক্ষেই অবিস্মরণীয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদ্রি লং সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, শ্রীঅরবিন্দ। অতএব আজ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় উত্তরপাড়ায়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের কর্মসূচী আমরা শুরু করব সেই প্রতিভাধর অগ্রজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন দ্বারা।

ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমি বৃত্তিতে গ্রন্থাগারকর্মী নই ; কিন্তু আমার বৃত্তি ও গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি পরস্পরের পরিপূরক, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আমার জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর বাদ দিয়ে তারপরে দশকের পরে দশক চলেছে কোনো না কোনো গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্যোন্যাশ্রয়ে। গ্রন্থাগার ছাড়া আমি চলতে পারিনা, গ্রন্থাগারের আবহাওয়ায় আমার প্রাণ সতেজ। পক্ষান্তরে আমা হেন ব্যক্তি, অধ্যয়ন যার শ্বাসপ্রশ্বাস, তারাই গ্রন্থাগারের অবলম্বন। পাঠক হিসাবে, গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য হিসাবে, আমি একাধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকেছি ও আছি, দেশে ও বিদেশে, প্রাগ্রসর দেশে ও অনগ্রসর দেশে, ধনী দেশে ও স্বল্পবিত্ত দেশে, গ্রামে ও নগরে, অনেক অনেক গ্রন্থাগার দর্শন করার ও ব্যবহার করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমি পেয়েছি। আমার নিজেরও book-collection-এর কিছু নেশা আছে। এই সব সুবাদে যদি আজ অপরাহ্নে আপনাদের সামনে আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত দু-চারটি চিন্তা পেশ করতে সাহসী হই, তাহলে আশা করি, আমার দুঃসাহস আপনাদের ক্ষমাসুন্দর সহিষ্ণুতায় মার্জিত হবে। আমার চিন্তাগুলি যে খুব একটা মৌলিক এমন দাবীও আমার নেই, অন্যে এ সব চিন্তা প্রকাশ করেন নি এমনও হয়তো নয়, আপনাদের বিভিন্ন বার্ষিক সম্মেলনে সম্ভবত এ হেন চিন্তা ও প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। বাইবেল বলেছেন, There is nothing new under the sun ; আমি শুধু এইটুকু দাবী করব যে আমি জ্ঞানতঃ অপরের উক্তির প্রতিধ্বনি করছি না, আমার চিন্তা আমারই দীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফল।

আমার চিন্তা কয়েকটি আপনাদের কাছে পেশ করার শুরুতেই বলতে হচ্ছে যে, আমার বিচারে সময় এসেছে, যখন গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কতকগুলি চিরাচরিত ধারণার মৌল পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থাগার বলতে এতকাল যা বুঝে এসেছি, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধ, তা বদলে যাওয়া দরকার, কেননা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের স্বরূপ, ধর্ম, সংগঠন, সবারই পরিবর্তন আবশ্যক।

কোন্ পরিবর্তনের কথা আমি চিন্তা করছি বিষয়টির কিঞ্চিৎ বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। আপনারা সকলেই জানেন যে, গ্রন্থাগার সভ্য জগতে, কিছু একটা আজকেরই আবিষ্কার নয়। যে কাল থেকে কোনো শাসন ব্যবস্থা ও তৎসঙ্গে জনজীবনযাত্রা সুগঠিত ও প্রগতিশীল হতে থাকল সেকাল থেকেই দেশের কোনো কোনো স্থানে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল, এবং এ সব কেন্দ্রে অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার লালিত হতে থাকল। আমাদের দেশে বৌদ্ধ বিহারগুলি, মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে বিশাল মঠগুলি (আজকের দিনেও দাক্ষিণাত্যের বিশাল সমৃদ্ধ হিন্দু মঠগুলি), আলেকজান্দ্রিয়ার, কর্ণোভার, পাদুয়ার, ক্যান্টারবেরির অতুলনীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি, পরবর্তীকালে মেক্সিকোর আজটেক্ জাতির বৃহৎ মন্দিরে, হাজার হাজার গ্রন্থের ভাণ্ডার সযত্নে রক্ষিত হত। রক্ষিত হত, যে কালে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি, কাগজেরও বহুল প্রচলন হয়নি। যে কালে লিপি বস্তু হিসাবে

ব্যবহৃত হত তাম্রপত্র, ভূর্জপত্র, তালপত্র সভার পাতা (মিশরীয় প্যাপিরাস্ যা থেকে 'পেপার' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে) ইত্যাদি নানান রকমারি লিখনবস্তু। স্বভাবতই এসব সামগ্রী খুব একটা সহজ ব্যবহার্য ছিল না, নানারকমে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল, সর্বোপরি এ সব হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংখ্যায় মাত্র কয়েকটি হতে পারত। ইংরেজ কবি চসর একটি আদর্শবাদী জ্ঞানান্বেষী বিদ্যার্থীর চরিত্র বর্ণনাকালে সপ্রশংসভাবে বলছেন যে ছাত্রটি দরিদ্র ছিলেন, অন্যান্য সহপাঠীর মতো পোষাকে আশাকে অর্থব্যয় করতেন না, হাতে টাকা পেলে বই কিনতেন, তাঁর বইয়ের সংখ্যা ছিল

Twenty bookes, clad in blak or red,
Of Aristotle and his philosophye.

আজকের দিনে কুড়িখানা পুস্তকের ভাণ্ডার নিশ্চয় কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, সাধারণ ইস্কুলের ছাত্র বৎসরান্তে ইস্কুল থেকে কেতাবী পুস্তকের যে তালিকা পেয়ে থাকেন তাতে কুড়িখানার অধিক বইয়ের নাম থাকে। কিন্তু চসার-এর কালে ইংল্যাণ্ডে মুদ্রণ বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল, পুস্তক মানেই ছিল অতীব সীমিত সংখ্যক হাতে-লেখা পুঁথি, সুতরাং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে কুড়িখানা পুঁথির ভাণ্ডার খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বৈ কি! এ সব পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হত, কীট ও আবহাওয়ার বিনাশ থেকে। কিন্তু মানুষের হিংস্রতম শত্রু মানুষ স্বয়ং ; কীট বা ছ্যাতলার হাত থেকে যদি বা গ্রন্থ ভাণ্ডার রক্ষা করা গেল, মানুষের হাত থেকে রক্ষা করা হল অসম্ভব। খলিফা ওমরের আদেশে জ্বালিয়ে ছাই করা হয়েছিল প্রাচীন জগতের বৃহত্তম ও মহত্তম গ্রন্থাগার, আলেকজান্দ্রিয়ার অতুলনীয় গ্রন্থাগার, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবধি মিশরের ফারাওদের আদেশে সংগৃহীত হয়েছিল লিখিত সামগ্রী, যার সংখ্যা নাকি ছিল লাভলক্ষেরও অধিক! অনুরূপ বিনাশের কবলে পড়েছিল আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিহার গ্রন্থাগারগুলি, বিশেষত বিক্রমশীলা, জগদ্দল, ওদন্তপুরী, নালন্দা। আজও আপনারা নালন্দায় গেলে ভগ্ন গ্রন্থাগার-প্রকোষ্ঠের গাত্রে অগ্নিশিখার কালিমা দেখতে পাবেন। এই সব বিহার থেকে সামান্য কিছু পুঁথি নিয়ে কিছু শ্রমণ সেকালে পালিয়ে ছিলেন নেপালে ও তিব্বতে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে আবার সেই তিব্বত থেকে পলায়মান দলাই লামার সঙ্গে ভারতে এসেছে অনেক পুঁথি যার কিছু আপনারা দেখতে পাবেন বুদ্ধগয়ায় নবনির্মিত তিব্বতী মন্দিরের দোতলায়।

এই প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির উদ্ভব হয়েছিল কোন্ কারণে, জাতির ও সমাজের কোন্ প্রয়োজন সাধন তারা করত? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লাইব্রেরী' নামক প্রবন্ধে বলছেন :

> বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যেও বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আলোকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে!

বস্তুত মুখের ভাষাকে লিপ্যায়িত করা সভ্যতার ইতিহাসে একটি অতি মূল্যবান সোপান। প্রত্যেক ভাষা মূলত কথিত ভাষা। শিশু কথা বলে, লিখতে জানে না, পড়তে

জানে না। কথা বলা মানুষের মুখ্য প্রয়োজন, পড়া লেখার প্রয়োজন সে অনুপাতে লঘু। প্রাচীন মানুষ কথা বলেছেন, লিপি আবিষ্কার করেন নি, করার প্রয়োজনও তেমন হয়নি। কিন্তু প্রাচীন সমাজে, প্রত্যেক সমাজে, এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হল, তাঁরা priests, পুরোহিত, তাঁরা নানারকম যন্ত্রতন্ত্র ঝাড় ফুঁক, আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার বিদ্যাদ্বারা নিজ নিজ সমাজের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতেন। এঁদের মন্ত্রাদি এঁরা মুখস্ত রাখতেন, মুখস্ত বিদ্যাটি নিখুঁত রাখবার জন্য, বিদ্যার পরম্পরা নিটোল রাখবার জন্য, তাঁদের প্রয়োজন হল মুখের ভাষাকে লিপায়িত করা। কিন্তু প্রাচীনকালে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল অল্প। আরিস্টটল্ কথোপকথনের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞান দান করতেন, তাঁদেরকে পুস্তক পড়তে বলেননি, যদিও তাঁর বক্তৃতামালা আজ দুই হাজার বৎসর যাবত দুনিয়ার সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। বৃহদারণ্যকে যখন গার্গী ও অজাতশত্রু পরে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী আত্মার স্বরূপ আলোচনা করছেন তখন তাঁরা কোন অথরিটি কোট্ করছেন না, অপরের চিন্তার ভেলায় ভাসছেন না। সেকালে চিন্তা ও জ্ঞান ছিল মৌলিক। কিন্তু কালে যখন চিন্তার ধারা হল বহুমুখী যখন এক বা তুল্য প্রশ্নকে কেন্দ্রে রেখে নানা ও বিপরীত মতামতের সমাবেশ হল, তখন স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন ও মতগুলিকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হল। গ্রন্থের প্রচলন হল, গ্রন্থ অধীত হতে থাকল, শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝখানে গ্রন্থের সেতু গড়ে উঠল। কালক্রমে গ্রন্থের সংখ্যা বাড়তে থাকল, গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হল, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের সভ্যতার মূল্যবান অঙ্গ বলে পরিগণিত হতে থাকল।

যে সুধিজনের সম্মুখে আমার এই ভাষণ পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের কাছে এখন একটি জরুরী কথা নিবেদন করব। কথাটি এই: এতক্ষণ যে জ্ঞানচর্চার, গ্রন্থোৎপত্তির ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বর্ণনা আমি করেছি, এই সবই সমাজের বিশেষ শ্রেণীর জন্য, সর্বজনের জন্য নয়। পড়তে বা লিখতে শিখেছেন কারা?—সমাজের সেই মুষ্টিমেয় লোক যাঁরা পৌরোহিত্য বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই গ্রন্থপাঠ করছেন, গ্রন্থাগারগুলি তাঁদেরই জন্য, তাঁদের বাইরে যে বিশাল জনসমাজ তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এই জ্ঞানের গ্রন্থের গ্রন্থাগারের।

এই কথাটি আমার প্রথম চিন্তার মূলে নিহিত। যে কালে সমাজে বিদ্যা ছিল অতি সীমিত সংখ্যক লোকে নিবিষ্ট, তখন স্বভাবতই গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ছিল একরকম। আমি বলতে পারি সেকালে গ্রন্থাগার ছিল সমাজের অলঙ্কার, সমাজদেহের অঙ্গ নয়। কিন্তু সুধিবৃন্দ, আজকের সমাজ কি সেই পুরানো অবয়বতন্ত্রেই চলছে? কোনো দূর দেশের সমাজের কথা আপনাদের ভাবতে বলছি না, আমাদের এই বাঙলা সমাজের কথাই ভাবুন। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এই সমাজের প্রকৃতিতে, ধর্মে, কাঠামোতে, কত তুমুল পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেল, কত পরিবর্তন সাধিত হবে অচিরেই। এই পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারেরও স্বরূপ, প্রয়োজনীয়তা, মূল্য পরিবর্তন হতে হবে নতুবা ধাবমান কালচক্র

কোন্ দূর পশ্চাতে ফেলে চলে যাবে গ্রন্থাগারকে, আগামী কালে গ্রন্থাগার পরিণত হবে নেহাতই একটি ঔৎসুক্যময় mummyতে।

অথচ যে উন্মুখ প্রগতিপরায়ণ বাংলাদেশের কল্পনায় আজ আমরা কর্মোদ্যত, সে বাংলাদেশে তো বিদ্যামাত্র সীমিত সংখ্যক নরনারীর জন্য কূপবদ্ধ হলে চলবে না, বিদ্যা বিকীর্ণ হতে হবে সর্বজনমধ্যে। কেন সর্বজন? প্রথমত, বিদ্যার অধিকার আজকের মানুষের মৌলিক অধিকার। দ্বিতীয়ত, সমাজের কোনো অংশেই বিদ্যার অভাব থাকলে সেই আংশিক দুর্বলতায় সমগ্র সমাজের অবক্ষয় ঘটবে। আজকের জটিল সমাজ সংগঠনে আংশিক সমৃদ্ধির আর দিন নেই, সমৃদ্ধি হতে হবে সর্বব্যাপক। কিন্তু সমৃদ্ধি আসবে কোথা থেকে? আসবে সর্বজনের কর্মোদ্যম থেকে। অতএব প্রত্যেক কর্মীকে, অর্থাৎ সর্বজনকেই যার যার কর্মে উৎকৃষ্ট হতে হবে। অথচ কর্মের উৎকর্ষ তো কখনই আত্ম-সম্পূর্ণ নিশ্চলতায় আবদ্ধ থাকতে পারে না. উৎকর্ষের পরে আরো উৎকর্ষ তার পরে আরো উৎকর্ষ কর্মীকে আহ্বান করে ক্রমঅগ্রধাবমান দিগন্তের মতো। সুতরাং কর্মীকে নিয়ত জানতে হবে তাঁর কর্মের নতুন নতুন তত্ত্ব, নতুন নতুন প্রণালী, তার জ্ঞান হতে হবে নিরলস। যিনি কৃষক, তিনি জানবেন কৃষির নতুন কথা, যিনি যন্ত্রচালক, তিনি জানবেন তাঁর যন্ত্রের নবতম উন্নতি, যিনি দোকানদার, তাঁকে তাঁর ব্যবসা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে প্রতিনিয়ত। সমগ্র সমাজ হবে dynamic, চলনশীল; সুতরাং সমাজের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র, প্রতিটি কর্মী হবে এই চলনশীলতায় ধাবিত, সুতরাং প্রতিটি কর্মীকে প্রতিদিন জানতে হবে তাঁর কর্ম-ক্ষেত্রের কোথায় কখন কী ভাবে কোন্ নতুন চিন্তা, নতুন তথ্য নতুন প্রয়োজন প্রভাবিত করেছে।

অতএব আমার প্রস্তাব যে, আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রথম শ্রেণীতে থাকবে চিরাচরিত ধারার গ্রন্থাগার—ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিগুলি, বড় বড় পাব্লিক লাইব্রেরিগুলি, প্রতি জিলা শহরে বড় লাইব্রেরি। এসব গ্রন্থাগার হচ্ছে বস্তুত গ্রন্থভাণ্ডার। গ্রন্থগুলি যাবতীয় বিষয়ক অথবা, নিদেন পক্ষে, কতকগুলি বিষয় সংক্রান্ত স্পেশ্যালাইজ্ড্ সংগ্রহ। এসব ভাণ্ডারে বিষয়গুলি সংক্রান্ত গ্রন্থের আনুপূর্বিক সম্পূর্ণ এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক, যাঁরা স্পেশ্যালিষ্ট, তাঁরাই এসব গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন। স্বভাবতই সমাজে এ হেন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, অতএব এসব গ্রন্থভাণ্ডারের ব্যবহারও হবে সীমিত। অপর দিকে সারা দেশ ছেয়ে যাবে ছোট ছোট গ্রন্থাগারে, যাকে আমি বলতে চাই গ্রন্থকক্ষ। এহেন গ্রন্থকক্ষ থাকবে গ্রামে গ্রামে, সহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রন্থকক্ষের সংখ্যা হবে জনবসতির অনুপাতে। এসব গ্রন্থকক্ষের গ্রন্থ সংগ্রহে কোনো সম্পূর্ণতার প্রয়াস থাকবে না। এগুলিতে সংগৃহীত থাকবে কেবল সেই সব পুস্তক যাতে করে দেশের এবং অঞ্চলের প্রচলিত বৃত্তি সম্বন্ধে নবতম তথ্যাদি পাওয়া যাবে। বীরভূমের যে কিষাণ ধানের পোকা নিয়ে বিব্রত হয়েছেন তিনি জানবেন ধানদহের কিষাণ কী উপায়ে এই পোকার উচ্ছেদ সাধন করছেন, তাঁর পাড়ার অথবা গ্রামের

গ্রন্থকক্ষে up to date তথ্য সম্বলিত পত্রিকা বা পুস্তক পাওয়া যাবে। পাড়ায় বা গ্রামে সমাজ জীবনে নিত্য কত ছোট বড় সমস্যার উদ্ভব হয়, স্থানীয় অধিবাসীরা হয় তো কোনো সময় এই সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান করতে পারবেন না, তখন তাঁরা গ্রন্থকক্ষে লভ্য পত্রিকা ও পুস্তকের সাহায্যে জানলেন যে সমস্যাটি শুধু তাঁদেরই নয়, অন্য জিলার ও মহকুমার অধিবাসীরাও এহেন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা জানবেন অন্যেরা কতটা, কী উপায়ে সমস্যা-সমাধানের পথে এগিয়েছেন। এই সব ক্ষুদ্র গ্রন্থকক্ষের গ্রন্থ সংগ্রহ কখনই ভাণ্ডারে পরিণত হবে না। গ্রন্থকক্ষের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট, সীমিত, কারয়িত্রী বা প্র্যাক্‌টিক্যাল : স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁদের যার যার বৃত্তিপালন, সহজ সুগম সুন্দর আনন্দময় করার জন্য যতটুকু পুস্তকাশ্রিত তথ্য ও জ্ঞান প্রয়োজন সেটুকু সরবরাহ করা। বই তাঁরা জমিয়ে রাখবেন না। জমিয়ে রাখার পরিণাম কৃপণ মনোবৃত্তি, vested interest ; এ হেন মনোবৃত্তির স্থান হবে না আমার পরিকল্পিত গ্রন্থকক্ষে। কোনো শুষ্ক ভাণ্ডার নয়, নিয়ত প্রবহমান গ্রন্থের বাহিনী, তারা আসছে আর যাচ্ছে—এই হবে গ্রন্থকক্ষ। তিন মাস, ছয় মাস, বারো মাস পরে পরে পুরনো পত্রিকা ও পুস্তকগুলি চলে যাবে জিলা কেন্দ্র গ্রন্থাগারে, সেখানে তারা ভাণ্ডার জাত হবে, সংরক্ষিত হবে মহাকালের অপেক্ষায়।

এখানে একটি প্রচণ্ড প্রশ্ন উঠবে যে, যে দেশের অসংখ্য অধিবাসী, নিরক্ষর সে দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কোথায় ? লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে পড়তেই পারেন না, সেখানে বই পড়ার লোক কোথায় ? এ প্রশ্নের দুটি উত্তর আছে। প্রথমত, প্রগতিশীল প্রগতিমনা গণশাসনে সর্বজন সাক্ষরতা অর্জন করা সুকঠিন নয়। সর্বজনীন প্রাইমারি এডুকেশন ও জোরদার অ্যাডাল্ট এডুকেশন চালু হলে অল্প কয়েক বৎসরেই দেশের সর্বস্তরে সাক্ষরতার অধিক বিস্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ দুরূহ নয়। সাক্ষরতা তো অর্জিত হল, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে পঠনসামগ্রী অর্থাৎ reading materials সরবরাহ করা না হয়, সাক্ষর ব্যক্তিগণের হাতের পাশেই যদি গ্রন্থকক্ষ না থাকে, তাহলে ঐটুকু সাক্ষরতা অচিরেই বিলুপ্ত হবে। বিস্তা অর্জন করা দুরূহ, বিস্তার বিলুপ্তি সহজ। আমার প্রস্তাব যে, প্রাইমারি এডুকেশন-এর অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হোক। ইস্কুলে যে বিস্তা initiated হবে, পরে গ্রন্থকক্ষে সে বিস্তা consolidated হবে।

আমার দ্বিতীয় যুক্তি অন্য ধরণের। জানিনা আপনারা গ্রহণ করতে চাইবেন কিনা।

সুধিগণ, আমার দ্বিতীয় যুক্তি আসলে এই আবেদনে বলছি যে, বিস্তার্জন ও বিস্তাচর্চা সম্বন্ধে আপনাদের যে চিরাচরিত ধারণা বলবৎ আছে, সে ধারণা পালটে ফেলুন। আমরা বরাবর জেনে এসেছি যে জ্ঞান ও বিস্তা মানে হচ্ছে পড়তে লিখতে জানা। যিনি যত পড়তে লিখতে জানেন তিনি তত বিদ্বান ও জ্ঞানী। আপনি যত বেশী পাশ দিচ্ছেন ততই আপনি বিস্তার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করছেন। পাশ দেওয়া ও বিস্তালাভ আমি

সমার্থ বলে মনে করি না, কিন্তু সে তর্ক আজ থাক। আসল কথা হচ্ছে, বই পড়ে, দিব্যি দিব্যি কাগজ লিখে কেউ হয়ত প্রমাণ দিলেন যে, তিনি কোন এক বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করেছেন, প্রমাণ দিলেন যে, তিনি মেটিরিয়া মেডিকা জানেন, বিজলী ব্যাটারি তৈরি করতে জানেন, নানা রকম পাথরের প্রভেদ জানেন, ইত্যাদি। কিন্তু ধরুন, কোনো যুবক যদি ও বিষয়ে বই পড়েনি, কেবল গুরুমুখ নিঃসৃত বাণী শুনে স্মরণে রেখেছে, যদি এ বিষয়ে সে যুবক খাতায় কিছু লেখেনি বা লিখতে পারে নি অথচ মৌখিক সব কথা নির্ভুলভাবে বলে যেতে পারে, তাহলে কি আপনারা বলবেন না যে যুবকটি এই বিদ্যার অধিকারী? বিদ্যার বাহন কি কেবল পড়া ও লেখা? অন্ধ ছেলে মেয়েরা তো সচরাচরিক অর্থে পড়তে লিখতে পারেন না, তাদের পড়া-লেখা ও আমাদের পড়া-লেখা তো সমতুল নয়, কিন্তু তারা বিদ্যা অর্জন করেন নি, এমন কথা বলবে কে? আমার আবেদন হচ্ছে যে বিদ্যাচর্চার প্রচলিত ধারণায় যেন আমরা আবদ্ধ না থাকি। বিজ্ঞান যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে মনে হয় অনতিদূর ভবিষ্যতে পুস্তক, লিপি, লেখন কর্ম, পঠন কর্ম ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলানো অবশ্যম্ভাবী। আজকের দিনেই এমন হয়েছে যে আপনার কাছে যদি আমি কোনো কথা জ্ঞাপন করতে চাই তাহলে চিঠি না লিখে একটি ডিক্টাফোনে আমার বক্তব্যটি ধরে রাখলাম, ডিক্টাফোনের রেকর্ডখানা—সে ঠিক রেকর্ড নয়, টেপ রেকর্ডের ছোট টেপের অংশ মাত্র অথবা মাইক্রোফিল্মের অংশ মাত্র—সেটিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, আপনি সেটিকে কলে বসিয়ে আমার কথাটি শুনে নিলেন। চিঠির কাজ হয়ে গেল। আমিও লিখলাম না, আপনিও পড়লেন না, আমি বললাম, আপনি শুনলেন, তাতেই কাজ হয়ে গেল। প্রচলিত বিদ্যার্জন পদ্ধতিতে আমরা দৃষ্টিশক্তি ও হাতের পেশীর শক্তি প্রয়োগ করেছি, আগামী কালে করব বাক্‌শক্তি ও শ্রবণ শক্তি। বিদ্যার তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। আজকের দিনেই পুস্তক সম্বন্ধে নতুন ধারণা চালু হয়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে, অক্সফোর্ডের বডলিয়নে, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব্ কংগ্রেসে, বিদেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো গ্রন্থ ভাণ্ডারগুলিতে অধুনা হাতে লেখা ও মুদ্রিত পুস্তক যতগুলি, মাইক্রোফিল্ম্ প্রায় ততগুলিই। পাঁচ বছর আগে আমি ইংল্যাণ্ডের একটি নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার ছিলাম ছয় মাস। তাদের নতুন লাইব্রেরি, তারা পুরানো দুষ্প্রাপ্য বই কিনতে পারে নি। তৎপরিবর্তে তারা সেই দুর্লভ বইগুলির মাইক্রোফিল্ম্ ও ফোটোস্ট্যাট তৈরী করিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছে। আমাদের দেশে আমরাই বা কেন এমনটি করব না? মনে করুন, "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যগ্রন্থের যে অনন্য পুঁথিখানা পণ্ডিতপ্রবর বসন্তরঞ্জন রায় উদ্ধার করেছিলেন, সেটি স্বচক্ষে ক'জনে দেখতে পারে, তার পাতা ওল্টাতে পারে? অপর পক্ষে ঐ পুঁথিখানার অসংখ্য ফটো কপি করানো যেতে পারে, দেশে বিদেশে অসংখ্য বিদ্যার্থী সেটি অধ্যয়ন করতে পারেন। বস্তুত ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় এখন লণ্ডনে বসে এই পুঁথির ফটো কপি-নির্ভরে অতি মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশ করছেন।

আমার প্রস্তাব যে গ্রন্থ কক্ষগুলিতে পুস্তক যত থাকবে, তার চেয়ে অধিক থাকবে

ফিল্‌ম্ ও রেকর্ড। যাঁরা পড়তে পারেন তাঁরা পড়বেন, অন্যেরা শুনবেন। বই ভালো লেখা হলে শুনবে না কেন? পুরাতন বাংলা সমাজে কথকতার মাধ্যমে কত তথ্য কত শিক্ষা কত ধারণা প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হত আজকের গ্রন্থ কক্ষেও সুলিখিত পুস্তক সুপঠিত হলে অনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হবে। তাছাড়া audio-visual aids-এর সংগ্রহ থাকবে এসব গ্রন্থকক্ষে, অধিবাসিগণ ফিল্‌ম্ দেখবেন, শুনবেন, চার্ট দেখবেন, গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে, অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

আমার কল্পনার এই শিক্ষাকক্ষ সমগ্র গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতির কেন্দ্র হবে। একটি নাটমঞ্চ থাকবে, খেলার মাঠ থাকবে, বাগান থাকবে, সব মিলিয়ে গ্রামেরই সম্পত্তি। গ্রামের ও পাড়ার লোকের নিজ হাতে তৈরী জিনিষ। বাল্যকালে পড়েছিলাম বুকার টি ওয়াশিংটনের জীবনী। কীভাবে তিনি ও তাঁর নিগ্রো ছাত্ররা মিলে নিজ হাতে ইস্কুল গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন, আসবাব সমেত। নিজেদের জিনিষ, অতএব কেউ কিছুর ক্ষতি করত না। আজ আমাদের মনোবৃত্তি হয়েছে যে সব কিছুই উপর থেকে চাপানো। সরকার করে দিচ্ছে, আমার কি, তোমার কি? পার তো এ থেকে কিছু মুনাফা করে নাও, না হোক একটু লোকসানই করিয়ে দাও। লাইব্রেরির বইয়ের পাতা কাট, নিদেন পক্ষে শ্লীল অশ্লীল মন্তব্যে লিপিবদ্ধ কর। কিন্তু আমি যে গ্রন্থকক্ষের কল্পনা আপনাদের সামনে পেশ করছি, সেখানে সমস্ত ব্যাপারটি অধিবাসীদের নিজেদের। তাঁরাই বই সাজাবেন, ফিল্‌মের ব্যবস্থা করবেন, আলোচনার আয়োজন করবেন, খেলাধূলা, বাগান, সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন। এখানে বৈনায়িক কোনো কর্ম নেই, কোনো নেতিবাদ নেই।

আমার যে কল্পনা আপনাদের কাছে পেশ করলাম, তা কি খুব একটা Utopian মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হয় না। আমি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অনেক গ্রামে এই ধরণের স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার দেখেছি। কবি মোহিতলাল মজুমদার এবং আমি এক সঙ্গে অনেকবার আহূত হয়ে এ সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কোনো না কোনো উৎসবে যোগ দিয়েছি, সে সব গ্রন্থাগার ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির নাভিকেন্দ্র। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি গ্রীস দেশের গ্রাম্য অঞ্চলে কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। সেখানে 'মাইকেনি' প্রসিদ্ধ নাম, ইতিহাসে, সাহিত্যে, হোমার-এর কাব্যে, সোফোক্লিসের নাটকে, সেখানে হাল্কী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা প্রাণ হনন করেছিলেন স্বামী আগামেম্‌নন্-এর। সেই মাইকেনি গ্রামে গিয়ে দেখলাম দরিদ্র, হতদরিদ্র গ্রামবাসীরা দারিদ্র্য সত্ত্বেও কী পরিচ্ছন্নভাবে নির্মাণ করেছে একটি ছোট গ্রন্থাগার, তার সঙ্গে একটি মিউজিয়ম, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। মনে হয়, আমার কল্পনা নিতান্ত বাস্তুচ্যুত নিরালম্ব নিরাশ্রয় নয়। জাতির পুনরুজ্জীবনকালে, গ্রন্থাগারের এই নবরূপায়ণ প্রাণবন্ত ও মূল্যবান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার যদি জাতীয় পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হয়, তাহলে বলাই বাহুল্য, গ্রন্থাগারিকের কল্যাণ আমাদের কাম্য হবে প্রতিনিয়ত। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের সমস্যাদি সম্বন্ধে দুটি মুখ্য বিষয় এবারকার সম্মেলনে আলোচিত হবে: (১) পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার

আইন, (২) পশ্চিম বঙ্গের স্কুলসমূহে গ্রন্থাগার সেবাবিধি। দুটিই জরুরী ও মূল্যবান বিষয়। আমার সন্দেহ নেই যে সম্মেলনের আলোচনা মণ্ডপে বিষয় দুটি সম্পর্কে কার্যপ্রসূ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছি এই কারণে যে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ও পরিষদের কর্মসচিব একযোগে যে লিপিকা বিতরণ করেছেন, তাতে তাঁরা সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট থেকে প্রবন্ধ আহ্বান করার সময় বলেছেন, "প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।" এই তথ্যভিত্তিক কথাটিতে আমি আকৃষ্ট হয়েছি। টি এস্, এলিয়ট বলেছেন, An ounce of fact is nobler than tons of generalisation; আজ আমাদের চিন্তা ও কর্ম প্রতিনিয়ত তথ্যভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। আমাদের সমস্ত সংকল্প দাঁড়াবে প্রস্তরদৃঢ় তথ্যের ভিত্তিতে। সম্মেলনের সদস্যগণ যুক্তির ও তথ্যের শাণিত অস্ত্রের সঙ্গে সংমিশ্রিত করুন তাঁদের জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, কর্মপ্রত্যয়, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। শিক্ষকের কাজ, গ্রন্থাগারিকের কাজ আকস্মিক বহির্রঙ্গ বিচারে বড়োই একঘেয়ে, তাতে কোন সৌন্দর্য নেই, glamour নেই। যিনি glamour কামনা করেন তিনি শিক্ষকের, গ্রন্থাগারিকের কর্মে misfit, কিন্তু যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা জানবেন যে চোখের সামনে যখন দেখা যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ছেলেরা, মেয়েরা মেধা ও চিন্তার দিক দিয়ে বাড়ছে, যখন একেকটি বিকাশমান মানবসত্তা পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হচ্ছে, তখন সৎশিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক মাত্রেই অন্তরে আশ্চর্য উত্তেজনা ও আনন্দ বোধ করেন। জগতে কোনো বিকাশই মনুষ্যচিত্ত বিকাশের তুল্য নয়, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

সম্মেলনে যোগদানকারীদের হাতে আমি এখন তুলে দিচ্ছি পরবর্তী কার্যক্রম। ভাষণটি আমি শেষ করব একটি উদ্ধৃতি দিয়ে; কেননা, উদ্ধৃতিটির বাক্য দু'টির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। উদ্ধৃতিটি আমি নিয়েছি একবিংশ সম্মেলনের সভাপতি সুহৃদ্বর অধ্যাপক ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে: "সরকারের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন, পরিষদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা একসঙ্গে যুক্ত হলে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা আশা করি যে, পশ্চিম বাংলার নূতন সরকার এ বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে বাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করবেন।"

[ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (উত্তরপাড়া, হুগলী ৪ – ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯) পঠিত]

Presidential Address by Dr. Amalendu Basu, Head of the Department of English & Dean, Faculty of Library Science, Calcutta University.

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে উৎসব সমিতির আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যশ্লোক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অতুল কীর্তি—উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর পদধূলিধন্য এই গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে তাঁহাদের ত্রয়োবিংশ সম্মেলনের আয়োজন করিয়া আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা মহকুমা ও গ্রামাঞ্চল হইতে বহু গ্রন্থাগার-কর্মীর আগমনে আজ আমাদের এই গ্রন্থাগার প্রাণচঞ্চল। এই গ্রন্থাগার তথা উত্তরপাড়ার ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া থাকিবে। ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জেলার গ্রন্থাগার সম্মেলনও এখানে বহু বৎসর পূর্বে একবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এই গ্রন্থাগারে এই প্রথম। বিদ্যাবিবর্ধন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে হুগলী জেলা পুরোধা হিসাবে পরিগণিত। আজ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত যে দুইটি বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে আপনারা এই সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সুনিশ্চিত আশা ও বিশ্বাস এই সম্মেলন সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখার,—ইহার উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি, পরিষদীয় সংবিধান, গঠন ও কার্যক্রম, অর্থ সাহায্যের রূপ এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। সম্মেলনের উদ্বোধকরূপে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে আপনাদের এই আলোচনা সমধিক গুরুত্বমণ্ডিত করিয়াছে। দেশের ও দশের সেবায় সাধারণ গ্রন্থাগারের যে অপরিসীম দান তাহা আজ এই বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে আর অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থাগার-আইন ব্যতিরেকে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সুপরিচালনা অসম্ভব। বর্তমান সম্মেলন গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখায় যে নির্দেশনা দান করিবে সরকার তাহা সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিয়া অচিরে কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই সম্মেলনের অপর মুখ্য আলোচ্য বিষয়। তথ্যভিত্তিক আলোচনা ও সুসংগত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সহিত বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত। শিশুমনের যথাযথ পরিব্যাপ্তি তথা তাহার যথাযথ স্ফুরণে বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের অবদান অসীম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ সম্পর্কে আমাদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার এবং জনসাধারণ যথেষ্টভাবে সচেতন নহেন। তাহার ফল শিশুমনের সম্যক পরিস্ফুরণের অভাব। জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের ভিত্তি শিথিল হইলে তাহা মঙ্গলকর নহে। এই কারণে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত জানাইয়া আপনারা সরকারকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন,—এ আশা দেশবাসী সকলেই পোষণ করেন।

উত্তরপাড়া তথা এই গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যের বিষয় এই পুস্তিকাভুক্ত অন্যান্য নিবন্ধে থাকায় তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উত্তরপাড়াবাসী ও এই গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে আপনাদের স্বাগত জানাই এবং আমাদের ব্যবস্থাপনার সকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। এই গ্রন্থাগারে পাঠকসাধারণের 'পাঠকচক্র' নামে একটি সংগঠন আছে। বিগত কয়েক বৎসরে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাহাদের ভূমিকা ও অবদান স্থায়ী স্বীকৃতিসাপেক্ষ। এই গ্রন্থাগার সম্পূর্ণরূপে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারের সহিত সাধারণের সহযোগিতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত এই পাঠকচক্র স্থাপনা করিয়াছে। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন এবং এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান তাহাদের সহযোগিতা ব্যতীত কখনই অনুষ্ঠিত হইত না। আমরা তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক প্রকাশন সংস্থা, শান্তি বুক ষ্টোরস্, সকল সংবাদ প্রতিষ্ঠান, রাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকিরণচন্দ্র গুপ্ত, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার প্রশাসক শ্রী জে, আর, সেনগুপ্ত, স্মারকপুস্তিকার বিজ্ঞাপনদাতাগণ এবং আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগী যাঁহাদের নাম এই স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হইল না তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আপনাদের সকলকে প্রীতি নমস্কার জানাই।

Address by Shree Hrishikesh Chattopadhyay,
Chairman of the Reception Committee

সম্মেলন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন ঃ

স্বদেশ থেকে :

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
২। শ্রী এস. আর. রঙ্গনাথন
৩। উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
৪। উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
৫। শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
৬। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কর্মসচিব—শ্রী জে সি মেহতা
৭। জাতীয় গ্রন্থাগারিক—শ্রী ডি আর কালিয়া
৮। কর্মসচিব, IASLIC—শ্রী জি বি ঘোষ
৯। শ্রী এন সি চক্রবর্তী—দিল্লী
১০। সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রীসুশীল রায়

বিদেশ থেকে :

1. UNESCO, Chief Unesco Library & Documentation Service—Mr. E. N. Petersen
2. Assistant Keeper, Dept. of Oriental Printed Books & Mss., British Museum—Mr. G. E. Marrison
3. Librarian of Congress—Mr. L. Quincy Mumford
4. A. L. A. Executive Director—Mr. David H. Clift
5. Secretary, Canadian Library Association
6. Special Libraries Association, Executive Director—Mr. G. H. Ginader
7. ASLIB, Director—Mr. Leslie Wilson
8. Association of Research Libraries, Executive Director—Mr S. A. MCarthy
9. Secretary FID, General, Mr. F. A. Sviridov
10. President, Library Association of Singapore—Mrs. Patricia Lim
11. Director of Library Service, Ghana Library Board—Mr. D. E. M. Oddoye
12. Head of PANSDOC—Dr. A. R. Mohajir
13, Biblioteka SSSR

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের তালিকা।

[তালিকাটি জেলাভিত্তিক এবং প্রতিনিধির নামের বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ]

বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধির সংখ্যা : মুর্শিদাবাদ—১২, মেদিনীপুর—১৫, মালদহ—৯, পুরুলিয়া—১৮, হাওড়া—৪০, বীরভূম—১২, কুচবিহার—২, দার্জিলিং—২, জলপাইগুড়ি—২, বাঁকুড়া—১৬, বর্ধমান—১৬, ২৪ পরগণা—৩৭, হুগলী—৫২, পশ্চিম দিনাজপুর—৭, নদীয়া—১২, কলিকাতা—১১৫, অন্যান্য—২০।

কলিকাতা

সর্বশ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল—ফুলোজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিমা দাস—জাতীয় গ্রন্থাগার, অতীন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ রায়, অসীম ঠাকুর—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অজিত সিংহ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অমিতাভ বসু—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অরুণকুমার রায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অপর্ণা বসু, অনিলকুমার চক্রবর্তী, অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ কুমার রায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অশোক বসু—ঐ, উমা মজুমদার—জাতীয় গ্রন্থাগার, কমলা বসু—মুরলীধর গার্লস কলেজ, কালিপ্রসাদ—জাতীয় গ্রন্থাগার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ভট্টাচার্য—সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা, গীতা সাহারায়, গীতা মিত্র—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোবিন্দলাল মল্লিক—কানাই স্মৃতি পাঠাগার, গুরুশরণ দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, ছন্দা চন্দ্র, জয়ন্তী রায়—কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, তপতী মুখোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত—ব্রিটিশ কাউন্সিল, তুষারকান্তি সান্যাল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী—অক্সফাম আশ্রম লাইব্রেরী, দীপ্তিময় রায়—ব্রিটিশ কাউন্সিল, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য—ভারতীয় ভূতত্ত্ব সংস্থা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দিলীপকুমার বসু, দীপনারায়ণ সেবনাথ, দেবেশ রায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দিলীপকুমার গাঙ্গুলী, দীনেশচন্দ্র সরকার—রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দিলীপকুমার সাহা, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ডি, টি, মুখার্জী—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, নিত্যাইচন্দ্র বসু—শৈলেশ্বর লাইব্রেরী, নিরঞ্জন বিকাশ সে—পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, নারায়ণচন্দ্র সাহা—ন্যাশনাল এটলাস অরগেনাইজেশান, ননীগোপাল বসাক—কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীহার বসাক—মহাজাতি সদন, পল্লব সিংহ, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক—মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, প্রভাতচন্দ্র সে, প্রতিমা সেনগুপ্ত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবালকুমার ঘোষ, প্রাণগোপাল দত্ত, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রমোদচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ জানা—বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ, প্রীতি চৌধুরী, প্রীতি মিত্র—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ফণিভূষণ রায়, ফণিভূষণ পুলিনলাল—পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, ভি বাসুদেবন—আমেরিকান লাইব্রেরী, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বি বি. মুখার্জী—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিচিত্রা সাহা, বেলা বসু, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দত্ত—হেমচন্দ্র পাঠাগার, বাণী বসু, বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—ইণ্ডিয়া ফরেন্স লিঃ ভাস্করানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভবরঞ্জন দাস চাকলাদার—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, মণিমোহন প্রামাণিক—দেশবন্ধু লাইব্রেরী, মধুসূদন চন্দ্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মণি ঘোষ, মনোজ দাস, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মিহির সেন, মৃণালকান্তি কুমার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রমা দাস—ব্রিটিশ কাউন্সিল, রথীন চৌধুরী, রমলা মজুমদার—ব্রিটিশ কাউন্সিল, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাধানাথ রায়—যাদবপুর এসোসিয়েশন, রতনকুমার দাস—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শম্ভু পাল—সুধীরা মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, শোভা ঘোষ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শুভ্রা সরকার, এম. পার্থসারথী—ব্রিটিশ কাউন্সিল, এস. এন. চৌধুরী—আমেরিকান লাইব্রেরী, সুখনারায়ণ সিংহ—শ্রীমহেশ্বরী বিদ্যালয় লাইব্রেরী, শ্যামলী ভট্টাচার্য মালটিপারপাস গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুল, শুভ্রা লাহিড়ী, শীলা গুপ্ত—জাতীয় গ্রন্থাগার, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুদেব চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সমীরকুমার বসু, সুনীল মণ্ডল—অল ইণ্ডিয়া ইনিষ্টিটিউট অফ হাইজিন সনৎকুমার বাগচী, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমর দত্ত—শিশির স্মৃতি পাঠাগার, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধীর ব্রহ্ম—জাতীয় গ্রন্থাগার, সমীর চ্যাটার্জী—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, হাসি বসু, হরেকৃষ্ণ দত্ত, হিরণকুমার দত্ত, হৃষিকেশ গুপ্ত—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গ্রন্থাগার।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন : জনাব সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, সন্তোষ মিত্র, ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন হাজরা, ডঃ অমিয়কুমার সেন, অরুণ মিত্র, হৃষিকেশ চ্যাটার্জী, সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলা দেবী, মোহিত ব্যানার্জী, নীতিশ বাগচী।

কুচবিহার

সর্বশ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু—বোকালির মঠ বিবেকানন্দ পাঠাগার, সুবল চন্দ্র গুহ—চিংড়া বাস্তা ক্লাব লাইব্রেরী।

২৪ পরগণা

সর্বশ্রী অরবিন্দ ঘোষ—২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, অলকা নন্দী—রামকৃষ্ণ মিশন বেসিক ট্রেনিং কলেজ, অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ দত্ত—বড়িশা পাঠাগার, অশোক হাজরা—অড়িয়াদহ, অমলাংশু সেনগুপ্ত—২৪ পরগণা জেলাগ্রন্থাগার (দক্ষিণ), অসীমকুমার দত্ত, অবধূত কুমার সরকার—বরাহনগর মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, উষা গুহঠাকুরতা,

গঙ্গাধর হালদার—কাকদ্বীপ বিদ্যোদয় সাধারণ পাঠাগার, গোবিন্দচন্দ্র দেবনাথ—গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির পাঠাগার, চঞ্চল কুমার সেন, দীপক গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র পাল—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন আবাসিক কলেজ, নিমাই চাঁদ অধিকারী—হালিসহর রামপ্রসাদ লাইব্রেরী, নরেন্দ্রনাথ সামন্ত—অশ্বত্থতলা জনসেবক সংঘ গ্রন্থাগার, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—বিপদনাশিনী স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, প্রবীর কুমার দে—চাবড়া হাট স্কুল লাইব্রেরী, পরেশনাথ বিশ্বাস—গোপালপুর পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার, বিভাবসু ঘোষ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী—জেলা গ্রন্থাগার ২৪ পরগণা (উত্তর), ভূতনাথ ভট্টাচার্য—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী—হরিনাভি প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাসবিহারী মিত্র—তালপুকুর চানক পাঠাগার, রাণী ভট্টাচার্য—ফকিরচাঁদ কলেজ লাইব্রেরী, রামচন্দ্র নন্দী—বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি পাঠাগার, শিশিরেন্দু ভট্টাচার্য—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শক্তি শংকর চক্রবর্তী—সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট মহকুমা গ্রন্থাগার, শিখা নাগ, শচীনন্দন দে—তিলক সাধারণ পাঠাগার, সত্যব্রত সেন—জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া (২৪ প:) সুধীর ঘোষ, সুনীল ভূষণ গুহ, সমরনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরন্ময় গুপ্ত, হারাধন পাণ্ডা—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম (রহড়া) রাধানাথ সিংহ—ভারতী ভবন।

জলপাইগুড়ি

সর্বশ্রীঅরুণ কৃষ্ণ বর্মা—শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পাঠাগার, রাখালচন্দ্র মালাকর—মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী।

দার্জিলিং

সর্বশ্রীকমল কুমার ডাহাল—মংপু এরিয়া লাইব্রেরী, নিত্য রঞ্জন গুহ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার শিলিগুড়ি।

নদীয়া

সর্বশ্রীঅনিলকুমার কর—প্রজ্ঞানন্দ গ্রামীণ আঞ্চলিক পাঠাগার, অলোক কুমার দত্ত—উলা সাধারণ পাঠাগার, এন. সাধু—কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয় বিভূতিভূষণ বিশ্বাস মদনপুর সাধারণ পাঠাগার, বিনয় চ্যাটার্জী—কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ, বিশ্বনাথ সিংহ—নদীয়া জিলা লাইব্রেরী, বলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী, বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল—নতিডাঙ্গা তরুণ সংঘ সাধারণ পাঠাগার, মদনমোহন মল্লিক—নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ দে—শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, রণজিত কুমার দাস—দক্ষিণ পাড়া বিবেকানন্দ গ্রামীণ গ্রন্থাগার রামচন্দ্র বিশ্বাস—তরুণ পাঠাগার।

পশ্চিম দিনাজপুর

সর্বশ্রীঅমরেশ চন্দ্র দত্ত—ইসলামপুর পল্লী পাঠাগার, গোপালচন্দ্র সাহা—বিনাশিরা শ্রীকৃষ্ণ পল্লী পাঠাগার, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, রামকৃষ্ণপুর শিরিশ পল্লী পাঠাগার, দিলীপ

কুমার ভট্টাচার্য—অমৃতখণ্ড অঞ্চল পল্লী পাঠাগার, বীনা দাশগুপ্ত—বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার, সরোজকুমার সাহা—শ্রীকৃষ্ণ পল্লী পাঠাগার, ষষ্ঠীচন্দ্র মোহান্ত—বিনাশিরা শ্রীকৃষ্ণ পল্লী পাঠাগার।

পুরুলিয়া

সর্বশ্রী অস্তালোক বন্দ্যোপাধ্যায়—রঘুনন্দন পাঠাগার, অর্ধেন্দু শেখর কর যোদক—দেবীপ্রসাদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, অমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া, কমলাপদ ফৌজদার—প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, গোলগোবিন্দ কুইরী—বিবেকানন্দ পাঠাগার, দুঃখহরণ কুমার—পুঁথিঘর, ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—শ্রীরাম গ্রন্থাগার, প্রণত মুখোপাধ্যায়—গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরী, প্রভাকর অধিকারী—মিলন সাহিত্য ভবন, বদনচন্দ্র ভাণ্ডারী—গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, বিশ্বনাথ কোলে—জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া, ভবানী প্রসাদ সরকার, রবিলোচন মুখোপাধ্যায়—সুবাসিনী পাঠাগার, রোহিনী কান্ত মাহাতো—নবারুণ সাহিত্য সদন, সুশান্ত কুমার হাজরা—জেলা গ্রন্থাগার, সুধীর রঞ্জন সরকার—মধুতখী সরস্বতী লাইব্রেরী, সুভাষ চন্দ্র শেঠ—রাজামাটি যোগানন্দ সাধারণ পাঠাগার।

বর্দ্ধমান

সর্বশ্রী কুমারীশ ভট্টাচার্য · বৈদ্যনাথপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার, কৌমুদী ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আবশপুর সাধারণ পাঠাগার, গোপীনাথ সেনগুপ্ত—বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার, ধনেশ্বর মুখোপাধ্যায়—বিষ্ণগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার, ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায়—স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার, ধনপতি সামন্ত—রাম রতন গ্রন্থাগার, নিমাই চরণ কর—নূতন হাট মিলন পাঠাগার, প্রণব বক্সী—গুসকরা গ্রামীণ পাঠাগার, বিজয়া দত্ত রায়—অপর জেলা গ্রন্থাগার, বিধু ভূষণ সরকার—মাটিশ্বর ভোলানাথ পাঠাগার, বিশ্বনাথ হালদার—কাশীরাম দাস পাঠাগার, অরবিন্দু বিকাশ পাল—বৈদ্যনাথপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি পাঠাগার, সজনী নারায়ণ রায়—যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, শচীন্দ্র নাথ ঘোষাল—অকাল পৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার, শুকদেব মুখোপাধ্যায়—কুমিরকোলা প্যারী মোহন গ্রামাঞ্চলিক পাঠাগার, মোহিনীমোহন দাস ঠাকুর—জ্ঞানদাস লাইব্রেরী।

বীরভূম

সর্বশ্রী অনাথ শরণ মুখোপাধ্যায়—লোকপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার, অরুণঙ্কর মুখোপাধ্যায়—ঘুড়িষা কল্যাণ লাইব্রেরী, জিতেন্দ্রনাথ সরকার—সাতপুর অতুলশিব লাইব্রেরী, তরুণ কুমার রায়—বেড়গ্রাম পল্লী সেবানিকেতন গৌরী বালা স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বৃন্দাবন

(পরবর্তী অংশ ৪৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার ক্রমবিকাশ

বিমলকান্তি সেন

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনা ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বীজ বপন করে। এই বৈজ্ঞানিক গবেষনার ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'Asiatic Researches'-এর প্রকাশনা আরম্ভ হয়।

ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার ঢেউ ধীরে ধীরে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ফলস্বরূপ ১৮৩৩ সালে আবির্ভূত হয় বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ'। যতদূর জানা যায়, এটি শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। অন্য অনেক ব্যাপারের মত, ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও বাঙালী সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে পথ দেখিয়েছে।

'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ'-র যখন প্রকাশনা শুরু হয়, তখন সমগ্র ভারতে ১০টির বেশী বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ছিল না। বলা বাহুল্য, সব কটি পত্রিকাই প্রকাশিত হত ইংরেজীতে। তৎকালীন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'Transactions, Medical and Physical society of Calcutta'; 'Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, 'Journal of the Asiatic society'; 'Madras Journal of Literature and Science' প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' কার চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং কতদিন ধরে চলেছিল সে তথ্য নিবন্ধকারের পক্ষে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

১৮৩৩ থেকে ১৮৭১, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তাও সঠিক জানা যায় না।

১৮৭১ সালে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে 'চিকিৎসা দর্পণ' পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ হয়। যতদূর জানা যায়, পত্রিকাটি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত চলেছিল এবং ঐ সময়ে পত্রিকাটির পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই দশকে একটি সাধারণ বিজ্ঞানের, একটি কৃষি বিজ্ঞানের ও চারটী চিকিৎসা বিজ্ঞানের, মোট ছটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৯৩০ এর আগে আর কোন দশকে এতগুলি পত্রিকার প্রকাশ দেখা যায়নি।

১৮৮৩ সালে 'বিজ্ঞান দর্পণ' ও 'হ্যানিম্যান' এই দুটি পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ হয়। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত চলেছিল এবং ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পত্রিকাটি একটি মাত্র খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ১৮৮৪ সালে বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়। এই দশকের অন্যান্য পত্রিকাগুলি হল 'চিকিৎসা সম্মিলনী', 'চিকিৎসা দর্পন' ও

'চিকিৎসা সংগ্রহ'। 'চিকিৎসা সম্মিলনী'র প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৮৪ সালে। যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় এ পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল না। ১৯১২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। প্রথম সিরিজে পত্রিকাটির ১০ খণ্ড এবং দ্বিতীয় সিরিজে ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম সিরিজের ১০ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-১৯০০ সালে। আর দ্বিতীয় সিরিজের ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৩-১১ সালে।

১৮৮৬ সালে কলকাতা থেকে 'কৃষি গেজেট' পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়। মাত্র ১টি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধীয় এইটিই প্রথম পত্রিকা।

১৮৮৭ সালে রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নদীয়া জেলার মোল্লাবেলিয়া থেকে 'চিকিৎসা দর্পন' এর প্রকাশ আরম্ভ হয়। এ পত্রিকাটির মাত্র ২টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ ১৮৮৮ সালের পর এ পত্রিকাটির আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না। ১৮৮৯ সালে কলকাতা থেকে 'চিকিৎসা সংগ্রহ'-র প্রকাশ আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত এর মাত্র দুটি খণ্ডের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯০ সালে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 'ভিষক দর্পণ' এবং 'চিকিৎসা ও সমালোচক' পত্রিকা দুটির প্রকাশ আরম্ভ হয়। নাম থেকেই বোঝা যায় যে পত্রিকা দুটি ছিল চিকিৎসা বিষয়ক। প্রথম পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৯১ সালে। এ পত্রিকাটি ১৯১৩ অব্দি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির তেইশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৯৫ সালে সত্যকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায়। এ পত্রিকাটি ছিল স্বল্পায়ু। ১৯০২ সালে যখন পত্রিকাটির ৮ম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'কৃষক', 'প্রকৃতি,' 'চিকিৎসা প্রকাশ' ও 'ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির প্রকাশ আরম্ভ হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই পত্রিকাগুলির কোনটিই অকাল মৃত্যুর কবলে পড়েনি। প্রত্যেকটি পত্রিকাই দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে।

'কৃষক' পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯০০ সালে। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। এবং এই সময়ে পত্রিকাটির ৩২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৮ সালে 'প্রকৃতি' এবং 'চিকিৎসা প্রকাশ' এই দুটী পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। 'প্রকৃতি' পত্রিকাটী ছিল সাধারণ জ্ঞানের। এটী ২৫ বছর ধরে চলেছিল। ১৯৩৩ সালে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার সময় পর্যন্ত এর ৯ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিকিৎসা প্রকাশ' পত্রিকাটীর প্রকাশ আরম্ভ হয় নদীয়া জেলার আন্দুলবেরিয়ার। পরে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে; ১৯৬২-র পর এ পত্রিকাটীর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

নারায়ণ কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদনায় 'ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট' এর প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯০৯ সালে। এটারও প্রকাশস্থল ছিল কলকাতা। নামে ট্রেড গেজেট হলেও পত্রিকাটিতে শিল্প ও কৃষিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল বলে মনে হয়। এই সময়ে এর ১৮টী খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 'বিজ্ঞান', 'আয়ুর্বেদ', 'হ্যানিম্যান', 'কৃষি সম্পদ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির প্রকাশ আরম্ভ হয়।

অমৃতলাল সরকারের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'বিজ্ঞান' পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯১২ সালে। পত্রিকাটী মাত্র ১৯১৭ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। এই সময়ে এর ছ-টী খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কৃষি সম্পদ' পত্রিকাটীর কখন প্রকাশনা শুরু হয়, কখনই বা এটী বন্ধ হয়ে যায়, সে তথ্য আজও নিবন্ধকারের পক্ষে জানা সম্ভবপর হয়নি। পত্রিকাটীর ১৩শ থেকে ২৬শ খণ্ডে ক্রমান্বয়ে ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল মুদ্রিত আছে। পত্রিকাটীর বছরে দুই খণ্ড, কখনও তার বেশিও প্রকাশিত হত। সেই হিসাবে ১৯১৪/১৬ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হওয়ার কথা। এ তারিখের ব্যতিক্রম ও ঘটতে পারে। কারণ বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু পত্র পত্রিকার প্রকাশ বিঘ্নিত হয়েছিল।

কলকাতাস্থিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ সালে 'আয়ুর্বেদ' নামীয় মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৯২৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার সময় পর্যন্ত ৮ খণ্ড প্রকাশিত বলে জানা যায়।

১৯১৭ সালে কলকাতাস্থিত বিখ্যাত হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানী থেকে 'হ্যানিম্যান' পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয়। এ পত্রিকাটি আজও চলছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষায় জীবিত বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে 'হ্যানিম্যান'ই সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে 'প্রকৃতি', 'আয়ুর্বিজ্ঞান', 'চিকিৎসা জগৎ', 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা' প্রভৃতির প্রকাশ আরম্ভ হয়। এর মধ্যে প্রথম দু'টি ছিল স্বল্পায়ু ও শেষ দুটি তার উল্টো।

১৯২৪ সালে সত্যচরণ লাহার সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'প্রকৃতি' পত্রিকাটির প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৯২৮ সালে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় ৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। বলা প্রয়োজন যে, এ পত্রিকাটিও ছিল সাধারণ বিজ্ঞানের।

কলকাতা থেকে 'আয়ুর্বিজ্ঞান' এর প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালে। ১৯২৭ সালের পরে পত্রিকাটির আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে পত্রিকাটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পরই ১৯২৮ সালে বাংলাভাষায় জীবিত বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত (প্রচার সংখ্যা প্রায় ৪০০০) পত্রিকা 'চিকিৎসা জগৎ' এর প্রকাশনা

আরম্ভ হয় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। এই মাসিক পত্রিকাটি কলকাতা থেকে আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯২৮ সালে 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা' নামক আরও একটি দীর্ঘায়ু পত্রিকার জন্ম হয়। পত্রিকাটি কলকাতাস্থিত মহেশ ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে আজও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে 'কৃষিলক্ষ্মী', 'আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী', 'ভানিম্যান প্রকাশিকা', 'কৃষি', 'বিজলী', 'নরনারী', 'কৃষিকথা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির প্রকাশ আরম্ভ হয়।

'কৃষিলক্ষ্মী', পত্রিকাটির সূচনা কবে হয় সঠিক জানা যায়নি। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে 'গ্রোব নার্সারী' কর্তৃক প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির ১০শ ও ২১শ খণ্ডের উপর যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সাল মুদ্রিত আছে। এর থেকে অনুমিত হয় যে পত্রিকাটির সূচনা ১৯৩০।৩১ সালের কোন সময় হয়ে থাকবে। ১৯৫১ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা যায়। 'আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনীর' প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯৩১ সালে। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে পত্রিকাটির ৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

'ভানিম্যান প্রকাশিকা' সম্বন্ধেও বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। এই পত্রিকাটির ৩য় খণ্ডের প্রথম সংখ্যার উপর ১৯৩৬ সাল মুদ্রিত দেখে মনে হয় পত্রিকাটির প্রকাশ ১৯৩৩।৩৪ সালের কোন সময় আরম্ভ হয়েছিল। এ পত্রিকাটী কতদিন পর্যন্ত চলেছিল সে খবরও জানা যায়নি।

১৯৩২ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি ও সাধারণ বিজ্ঞান এই তিনটী বিজ্ঞানের ব্যাপক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৩ সালে দেখা গেল এর ব্যতিক্রম। বিদ্যুৎকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত হ'ল 'বিজলী'। পত্রিকাটির প্রকাশ আজও অব্যাহত। পত্রিকাটিতে বিদ্যুৎ ছাড়াও সাধারণ বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯ সালে আরও দুইটী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। 'নরনারী' ও 'কৃষিকথা'। ব্যাপক বিষয় থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ে যাওয়ার যে পথ দেখিয়েছিল 'বিজলী' এবং 'নরনারী'ও ঐ পথ অনুসরণ করল। এর বিষয় হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র বিভাগ, যৌন বিজ্ঞান। সুবোধ মিত্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটী এখনও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক চালু পত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যার দিক থেকে এর স্থান দ্বিতীয়।

'কৃষিকথা', ডিরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার, বেঙ্গল কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটী যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হত, তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৬ সালের একটী সংখ্যা থেকে। উক্ত সংখ্যায় 'কৃষিকথা'র গ্রাহকদের প্রতি আবেদনে সম্পাদক লিখছেন "কৃষিকথা'র বার্ষিক চাঁদার হার এতাবৎকাল নামমাত্র ১ টাকা ছিল। যখন উক্ত হার

নির্দিষ্ট হইয়াছিল তখন এ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা মাত্র ৭,০০০ ছিল।" বাংলা ভাষায় আর কোন বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা উক্ত সংখ্যা স্পর্শ করতে পেরেছে বলে জানা যায়নি। এই বহুল প্রচারিত মাসিকটি কবে এবং কেন বন্ধ হয়ে যায়, সে খবর নিবন্ধকারের কাছে আজও অজ্ঞাত। পত্রিকাটির ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষ সংখ্যায় 'মার্চ ১৯৪৭' মুদ্রিত আছে। তবে এই সংখ্যাটী পত্রিকাটীর শেষ সংখ্যা ছিল কিনা, তাও সঠিকভাবে জানা যায়নি।

ভারতীয় ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞানের পত্রিকার অভাব বরাবরই দেখা গেছে। এখনও ভারতের অনেক ভাষাতে সাধারণ বিজ্ঞানের কোন পত্রিকা নেই। ১৯৪৮ সাল থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাংলা ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞানের পত্রিকার অভাব পূরণ করে আসছে। এই বৈজ্ঞানিক পত্রটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় মাসে মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে এর প্রচার সংখ্যা ২,০০০ স্পর্শ করেছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে 'আয়ুর্বেদ জগৎ', 'ব্যায়াম', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই তিনটীর প্রথম দুটী এখন আর জীবিত নেই। 'আয়ুর্বেদজগৎ' ও ব্যায়াম' এর প্রকাশনা ১৯৪৭-৪৮ সালে আরম্ভ হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। প্রথমোক্ত পত্রিকাটির ২য় ও ৩য় খণ্ডের উপর যথাক্রমে ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ বাংলা সাল মুদ্রিত আছে। তারপরও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে খবরও আমাদের জানা নেই। 'ব্যায়াম' পত্রিকাটির ৭ম খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যাই শেষ সংখ্যা বলে মনে হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে।

'বসুন্ধরা' পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, বেঙ্গল কর্তৃক ১৯৪৯ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটিতে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার জোয়ার এসেছে। স্বাধীনতার আগে পত্রিকার সংখ্যা যা ছিল পরবর্তী ২০ বছরে সে সংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। যেমন ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষায় মাত্র ৪।৫টি বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত। বর্তমানে সে সংখ্যা প্রায় আটগুণ বেড়েছে।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' (১৩৫১—?) ; 'খাদ্যশ্রী' (১৯৫২—৫৭) ; 'চাষ ও চাষী' (১৯৫৫—) ; 'আরোগ্য' (১৯৫৬—৬১) ; রোগী চিকিৎসা (১৯৫৮—) ; 'নির্বাণ ব্যায়াম পত্রিকা' (১৯৫৫—), ১৯৬৬ সাল থেকে পত্রিকাটি "নির্বাণ যোগ ও ব্যায়াম পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬০-এর পরবর্তীকালে বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আর কখনও এত অল্প সময়ে এত বেশী পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। এই সময়ের পত্রিকাগুলি হল : চিত্ত (১৯৬?— ?) ; নিরাময় (১৯৬০—) ;

দৃষ্টিশক্তি (১৯৬১—) : আয়ুর্বিজ্ঞান (১৯৬১—) : আরোগ্য (১৯৬২—) ; আমীণ (১৯৬২—) ; মানবমন (১৯৬২—) ; চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান (১৯৬৩) : প্রম্বন শিল্প (১৯৬৩—৬৪) ; কৃষিপ্রগতি (১৯৬৩ —) ; ভেষজ ও ভেষজী (১৯৬৩ –) ; স্বাস্থ্য দীপিকা (১৯৬৩—) ; আধি ব্যাধি (১৯৬৪—) : বিচিত্র সংবাদ (১৯৬৪) : নার্সিং বার্তা (১৯৬৪—?) : হোমিও জ্যোতি (১৯৬৪—) ; ব্যায়াম চর্চা (১৯৬৪—) : সার সমাচার (১৯৬৪—) ; স্বাস্থ্য সাধনা (১৯৬৪—) ; অন্ন ভাবনা (১৯৬৫—?) ; ঔষধ ও প্রসাধনী (১৯৬৫—) : সুখী মন (১৯৬৫—) ; বিজ্ঞান বার্তা (১৯৬৬—) ; জীবন যৌবন (১৯৬৬ —) : কৃষিলক্ষ্মী (১৯৬৬ —) : বিজ্ঞানী (১৯৬৭—) ; সুন্দর জীবন (১৯৬৭ —) : তোমার জীবন (১৯৬৭?—) ;

এ পর্যন্ত যে পত্রিকাগুলির কথা বলা হল, সেগুলি পুরোপুরি বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি দ্বিভাষী ও বহুভাষী পত্রিকা আছে। এগুলিতে বাংলা প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং হয়। এ ধরণের পত্রিকাগুলির মধ্যে ভূবিদ্যা (১৯৩৬—) ; সচিত্র আয়ুর্বেদ (১৯৩৮ —) ; Indian Journal of Theoretical Physics (1953—) ; আয়ুর্বেদ (১৯৫৫—৬০) ; Journal of the Bengal Tuberculosis Association (1957—) ; Journal of the Association of Engineers (1958—) ; আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পত্রিকা (১৯৬০—) ; Engineering Industries of Howrah (1969—) ; আয়ুর্বেদ ভারতী (১৯৬১—) ; শ্রীসরস্বতী (১৯৬২—) ; হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব পত্রিকা (১৯৬৫—) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে যেগুলি এখনও চলছে সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

ভারতের অন্যান্য ভাষার বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাগুলির মত বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকাতেও প্রধানতঃ তথ্যমূলক ও পপুলার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। জন-সাধারণকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলাই হচ্ছে পত্রিকাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। একমাত্র হিন্দী বাদে বাংলা বা ভারতের অন্য কোন ভাষার বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় আদৌ গবেষণা পত্রের প্রকাশ বড় একটা দেখা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এলাহাবাদ থেকে হিন্দীতে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান পরিষদ অনুসন্ধান পত্রিকা'টিতে নিয়মিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। হিন্দীতে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশনার শুরু বাংলার চেয়ে অনেক দেরীতে হলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র সমন্বিত পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে হিন্দী বাংলাকে নিঃসন্দেহে পেছনে ফেলে গেছে। হিন্দীভাষী বিজ্ঞানীদের অদম্য প্রচেষ্টা এবং হিন্দীপ্রীতি যে এর মূলে, তা বলাই বাহুল্য। জানি না, বাঙালী বিজ্ঞানীরা কবে এরূপ প্রচেষ্টা এবং বাংলা ভাষা প্রীতির পরিচয় দিতে পারবেন।

পরিশিষ্ট

নিম্ন তালিকাটিতে পত্রিকাটির নাম, আরম্ভের তারিখ, ঠিকানা, সম্পাদকের নাম, পর্যায় কাল, চাঁদার হার, বিষয় এবং দ্বিভাষী ও বহুভাষী পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে ভাষার নামও দেওয়া হল। যে সব ক্ষেত্রে পত্রিকাটির বিষয় পত্রিকাটির নাম থেকেই বোঝা যায়, সেখানে আর বিষয়ের উল্লেখ করা হল না।

১। আধি ব্যাধি ১৯৬৪—

পি/৫ নিউ সি, আই, টি রোড, (মৌলালী জংশন), কলিকাতা-১৪। সম্পাদক—নীহার কুমার মুন্সী ও অন্যান্য। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। চিকিৎসা বিজ্ঞান।

২। আয়ুবিজ্ঞান ১৯৬২—

৭১-বি কর্নওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সম্পাদক—ভূপতিভূষণ সেন। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

৩। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পত্রিকা ১৯৬০ —

৯৩-এ সুইস পার্ক, কলিকাতা-৩৩। সম্পাদক—কবিরাজ কিশলয় কান্তি রায়। মাসিক। ৬০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। ইংরেজী ও বাংলা

৪। আয়ুর্বেদ ভারতী ১৯৬১—

৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। সম্পাদক—কবিরাজ বগলা কুমার মজুমদার। ত্রৈমাসিক। ৭৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত

৫। Engineering Industries of Howrah 1960—

হাওড়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৮ বেলিলিওস রোড, হাওড়া। সম্পাদক—এ, এন, দাস। ত্রৈমাসিক। ৩ টাকা প্রতি সংখ্যা। ইংরেজী ও বাংলা।

৬। Indian Journal of Theoretical Physics 1953—

ইন্সটিট্যুট অব থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স। বিজ্ঞান কুটির, ৯ ১ মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪। সম্পাদক— ত্রৈমাসিক। ১৫ টাকা প্রতি বর্ষ। ইংরেজী ও বাংলা

৭। ঔষধ ও প্রসাধনী ১৯৬৫—

বেঙ্গল কেমিষ্টস্ অ্যাণ্ড ড্রাগিষ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন, ১০ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১। সম্পাদক—পীযূষকান্তি গুহ। মাসিক। ২৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

৮। কৃষি প্রগতি ১৯৬৪—

৪৭/ডি আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪। সম্পাদক—দীনেশ চন্দ্র লোধ। মাসিক। ২৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

৯। কৃষি লক্ষ্মী ১৯৬৬—

২৫, রামধন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪। সম্পাদক—অমরনাথ রায়। মাসিক। ২৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

১০। গ্রামীণ ১৯৬২—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল খাদি অ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড পি-৮ হাইড লেন, কলিকাতা-১২। সম্পাদিকা—প্রতিমা বোস। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। শিল্প বিষয়ক।

১১। চাষ ও চাষী ১৯৬০—
অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিয়ন এগ্রিকালচার অ্যাসিষ্ট্যাণ্টস্, ওয়েষ্ট বেঙ্গল। ৮০, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। সম্পাদক—মোহম্মদ মোসরফ হোসেন। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

১২। চিকিৎসা জগৎ ১৯২৮—
পি-৭৩ নিউ সি, আই, টি, রোড, এন্টালী, কলিকাতা-১৪। সম্পাদক—ডাঃ এ, ডি, মুখার্জি। মাসিক। ৭৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

১৩। Journal of the Association of Engineers 1958—
২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। সম্পাদক—এ, দেব। ত্রৈমাসিক। ১ টাকা প্রতি সংখ্যা। বাংলা ও ইংরেজী

১৪। Journal of the Bengal Tuberculosis Association 1257—
২১, ডক্টর সুন্দরী মোহন অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-৪। সম্পাদক—ডঃ এস, সি. দ। দ্বিমাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। বাংলা ও ইংরেজী

১৫। জীবন যৌবন ১৯৬৮—
পূরবী বুক ষ্টোর, ৩এ, ডক্টর জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-১২। সম্পাদক—পি, কে, দাশ মাসিক। ১ টাকা প্রতি সংখ্যা। যৌনবিজ্ঞান

১৬। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৪৮—
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। সম্পাদক—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাসিক। ১ টাকা প্রতি সংখ্যা।

১৭। তোমার জীবন ১৯৬৭ (?)—
মাতা মুদ্রণী, রুম নং ৪৩, ১৬.১৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সম্পাদক—এন্, এন্, মুখার্জি। মাসিক। ১৫.০০ প্রতি বর্ষ (সডাক)। যৌনবিজ্ঞান

১৮। দৃষ্টিশক্তি ১৯৬১—
অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অব ব্লাইণ্ডনেস, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-১২। সম্পাদক—ডাঃ নীহার কুমার মুন্সী ও মুরারী ধর। ত্রৈমাসিক। ২৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা। চক্ষু রোগ

১৯। নর নারী ১৯৩৯—
৬ডি, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-২৫। সম্পাদক—সুবোধ কুমার মিত্র। মাসিক ১'০০ প্রতি সংখ্যা। যৌনবিজ্ঞান

২০। নিরাময় ১৯৬০—

পুরুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, পো: পুরুলিয়া, জিলা—পুরুলিয়া। সম্পাদক—গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়। মাসিক। ২.৫০ প্রতি বর্ষ। হোমিওপ্যাথী

২১। নির্মাল্য যোগ ও ব্যায়াম পত্রিকা ১৯৫৫—

বালিচক যোগ ব্যায়াম মন্দির, হাওড়া। সম্পাদক—সুনীল কুমার। দ্বিমাসিক। ৩ টাকা প্রতি বর্ষ।

২২। বসুন্ধরা ১৯৪৮—

ডিরেক্টরেট অব্ এগ্রিকালচার (এগ্রিক্)। ৭১, গ্রেহাম রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মাসিক। ১৯ পয়সা প্রতি সংখ্যা। কৃষি

২৩। বিজলী ১৯৩৩—

২৩-এ আশুতোষ চন্দ্র মাধব রোড, কলিকাতা-২০। সম্পাদক—গোপাল লাল সান্যাল মাসিক। ৩৭ পয়সা প্রতি সংখ্যা। বিদ্যুৎ

২৪। বিজ্ঞান বার্তা ১৯৬৬—

২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। সম্পাদক—সুমন গাঙ্গুলী ও অন্যান্য। অর্ধ-বার্ষিক। ১ টাকা প্রতি সংখ্যা।

২৫। বিজ্ঞানী ১৯৬৮—

বৈজ্ঞানিকী সংস্থা, ১।৩, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-১৯। মাসিক। ২.৪০ প্রতি বর্ষ (সডাক)।

২৬। ব্যায়াম চর্চা ১৯৬৪—

৮বি, ঘোষ লেন, পো: বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সম্পাদক—চারাধন চক্রবর্তী। মাসিক। ৪০ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

২৭। ভেষজ ও ভেষজী ১৯৬৩—

১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১। সম্পাদক—হরীন কুমার মুখোপাধ্যায়। মাসিক। ১৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

২৮। মানব মন ১৯৬১—

পাভলভ ইন্‌স্টিটিউট, ১৩২।১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪। সম্পাদক—ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী। ত্রৈমাসিক। ৪ টাকা বার্ষিক (সডাক)। মনোবিদ্যা

২৯। রোগী চিকিৎসা ১৯৫৮—

সুন্দর হোমিও সদন, ১১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। সম্পাদক—মাসিক। ৪ টাকা প্রতি বর্ষ। হোমিওপ্যাথী

৩০। শ্রীসরস্বতী ১৯৬২—

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।

সম্পাদক—অমর নাথ চক্রবর্তী। ত্রৈমাসিক। মুদ্রণবিদ্যা

৩১। সচিত্র আয়ুর্বেদ ১৯৪৮—

বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড, ১, গুপ্ত লেন, কলিকাতা-৬। সম্পাদক—কানেশ্বর শর্মা কমল। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত।

৩২। সার সমাচার ১৯৬২—

ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি, ৯১এ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। সম্পাদক—শিবদাস রায়। ত্রৈমাসিক। ২·৬০ প্রতি বর্ষ (সডাক)। কৃষি

৩৩। সুখী মন ১৯৬৫—

৯৭।১, সার্পনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। সম্পাদক—অসীম বর্ধন। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। মনোবিদ্যা

৩৪। সুন্দর জীবন ১৯৬৭—

১১৭।১; বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সম্পাদক—এস, কে, মজুমদার। মাসিক। ১ টাকা প্রতি সংখ্যা। যৌনবিজ্ঞান

৩৫। স্বাস্থ্য দীপিকা ১৯৬৩—

ফরভাইস লেন, কলিকাতা-১৪। সম্পাদক—নিত্যইপদ মুখোপাধ্যায়। মাসিক। ৬ টাকা প্রতি বর্ষ (সডাক)। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা

৩৬। স্বাস্থ্য সাধনা ১৯৬৪—

৫৭।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সম্পাদক—কমল ভাণ্ডারী। মাসিক। ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা। ব্যায়াম

৩৭। হোমিও জ্যোতি ১৯৬৪—

C/o. ডাঃ সুধীর কুমার অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক সঙ্ঘ। ২৭৪।১এ, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৩৪।

সম্পাদক—ডাঃ মহিম ভট্টাচার্য। ত্রৈমাসিক। ২·৫০ টাকা প্রতি বর্ষ।

৩৮। হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব পত্রিকা ১৯৬৫—

হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ৬২।১, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া।

সম্পাদক— মাসিক। ৪·৫০ প্রতি বর্ষ।

ইংরেজী ও বাংলা

৩৯। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ১৯২৮—

এস. ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। সম্পাদক—ডাঃ বি, কে, সরকার। মাসিক। ৪০ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

৪০। হ্যানিম্যান ১৯১৭—

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৬৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মাসিক। ৬০ পয়সা প্রতি সংখ্যা।

বিঃ দ্রঃ—আমি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছি। বিভিন্ন সূত্র থেকে বাংলা ভাষায় যে সব পত্রিকার খবর পেয়েছি, সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রবন্ধে তা বিবৃত করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষায় আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যার খবর আমি পাই নি। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমাকে যদি সেই সব বাংলা পত্রিকার হদিশ দেন, তাহলে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। খবরাদি 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের নিকট অথবা সরাসরি B. K. Sen, INSDOC, Delhi-12 এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

Development of Scientific Periodicals in Bengali
by B. K. Sen

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কাশীপুর ইন্সটিটিউট। ৪৩ কাশীপুর রোড। কলি-৩৬

গত ৭ই ডিসেম্বর, '৬৮ কাশীপুর ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ তহবিলে ২৫'০০ টাকার একটি ড্রাফ্‌ট মেয়রের কাছে অর্পণ করা হয়।

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার। ১৮-এক শীতাম্বর ঘটক লেন, কলি-২৭

শ্রীদেবকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে গত ২৭শে অক্টোবর, '৬৮ গ্রন্থাগারের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্যে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

সভাপতি—শ্রীমণি সান্যাল, সহঃ সভাপতি—সর্বশ্রী দেবকুমার ঘোষ, গিরীন্দ্রনাথ বসু, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্রীঅমলকুমার গোস্বামী, সহঃ সম্পাদক—শ্রীকল্যাণকুমার রায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিশ্বতোষ পাল, গ্রন্থাগারিক—শ্রীপরিমল চক্রবর্তী, সভ্যগণ—সর্বশ্রী সুনীতিসুন্দর ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অশোক দাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগারে বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ২৩১০। সম্প্রতি ডাঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থাগারে ১০০'০০ টাকা দান করেছেন।

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার। ২৭।১এ অশোকগড় ইষ্ট, কলি-৩৫

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগারের দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ১৯শে জানুয়ারী এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়। শ্রীহরিপদ ঠাকুর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগারের পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ও নকুলচন্দ্র সেন স্মৃতিভবনের উদ্বোধনকল্পে একটি 'চ্যারিটি শো' প্রদর্শিত হয়।

২৪পরগণা

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার। সুভাষনগর। বনগ্রাম।

গত ২৮শে কার্তিক, ১৩৭৫ বিশ্বশিশু দিবস ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর '৭৯তম জন্মদিবস বিপুল উৎসাহে পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সময়োপযোগী ভাষণ ও নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। ১৫ই

অগ্রহায়ণ তারিখে "নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস" উদ্‌যাপন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীমনোহরকুমার সুর এই দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

দার্জিলিং

ব্রুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার।

শ্রী এ. আর. গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ১৫ই ডিসেম্বর, '৬৮ নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সমাজের উপর শিক্ষার প্রভাব ও সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়।

হুগলী

মাঝেরগ্রাম পল্লীমঙ্গল সমিতি। মাঝেরগ্রাম।

প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগারের সূচনা ১৯৩০ সালে এবং মাঝের গ্রাম পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগেই। ইতিমধ্যে নানা হাত বদল ও নাম পরিবর্তনের পর ১৯৬৮ সালে আবার পল্লীমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় এটি সাধারণ গ্রন্থাগাররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। গড়বিজয়পুর।

বিগত নভেম্বর মাসে বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের দ্বাবিংশতম বার্ষিক অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে জেলা শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীসুধীন্দ্রমোহন রায় এবং জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারীক শ্রীমেহেনবংশী মণ্ডল সভায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের স্থান—এই মর্মে একটি ভাষণ দেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবদনচন্দ্র ভাণ্ডারী।

বর্ধমান

বহড়াণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। বহড়াণ।

বহড়াণ পল্লী উন্নয়ণ সমিতির উদ্যোগে গত ১৭ই নভেম্বর, '৬৮ শিশুদিবস পালন করা হয়। গত ১লা ডিসেম্বর সমাজশিক্ষা দিবস এবং ২০শে ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

সুভাষ পাঠাগার। কটকডাঙ্গার। কালনা।

সুভাষ পাঠাগারের নবম বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান গত ২৬শে জানুয়ারী, '৬৯ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, প্রীতি ক্রিকেট, শিশুক্রীড়া, আবৃত্তি ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তোলে।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন গত ২১শে এপ্রিল, '৬৮ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী তিন বছরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন—সভাপতি—শ্রীদেবলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাঃ সভাপতি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, সম্পাদক—শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীনিমাইচাঁদ ঘোষ, সহঃ সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীশক্তি আরাধ্য চট্টোপাধ্যায়।

গত ২রা অক্টোবর, গান্ধী শতবার্ষিকী এবং ১৭ই নভেম্বর 'বিশ্বশিশু দিবস' গ্রন্থাগারে উদ্‌যাপন করা হয়। নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস পালন করা হয় গত ১লা ডিসেম্বর।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন। সিউড়ী।

সম্প্রতি ধরুরাসোল থানার বারাবণ গ্রামের শ্রীগুলজার হোসেন ১০১·০০, (একশত এক টাকা), দুবরাজপুর গোশালা কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ ১০০১·০০ (এক হাজার এক টাকা), এবং লাভপুরের শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১টি পুস্তক দান করে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে গত ২৩শে জানুয়ারী, '৬৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল সেন মহাশয় এবং সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। এই দেশবরেণ্য নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাগারে মহাত্মাজীর একখানি আবক্ষ মর্মরমূর্তি স্থাপনের ব্যয় নির্বাহার্থে বীরভূম রাইস মিল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ৪০০০ (চার হাজার) টাকা দান করা হয়।

পল্লীশ্রী পাঠাগার। দক্ষিণ কাসিমনগর।

পল্লীশ্রী পাঠাগার ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট ২৮৪১টি পুস্তক আছে এবং সদস্য সংখ্যা ২২৪ জন ; গ্রন্থাগারটি এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে আসছে। গত কয়েক বৎসর যাবত গ্রন্থাগারটিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে।

রামনারায়ণ গ্রামীণ পাঠাগার। রণজিতপুর।

গত ১৪ই ডিসেম্বর, '৬৮ রামনারায়ণ গ্রামীণ পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন সভায় সাহিত্যিক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও সাংবাদিক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তার ভাষণের পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মালদহ

প্রগতি সঙ্ঘ, ঝিমপুর। পোঃ গৌরীমারী।

গ্রন্থাগারটি ১৯৫৬ সালে মহানন্দা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই এতদঞ্চলের একমাত্র গ্রন্থাগার। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ৬৭, পুস্তক সংখ্যা ২১৬। এখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাক্ষরতা অর্জনে এই গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে।

মুর্শিদাবাদ

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার। জেমো। কান্দী।

১০৪তম রামেন্দ্রসুন্দর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ১৪ই ডিসেম্বর, '৬৮ পাঠাগারে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভবতোষ দত্ত। গ্রন্থাগারের ইতিহাসে বর্ণনা করেন সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দুনারায়ণ রায়।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গত ২রা অক্টোবর এবং ১৩ই ডিসেম্বর দুটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান্ধী জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর স্বরচিত এবং গান্ধী সম্পর্কিত যাবতীয় পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং চিত্রের একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

গত ১৪ই নভেম্বর, '৬৮ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবসে বিশ্ব শিশুদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্র, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় শ্রীনেহেরুর জীবন আলেখ্যের প্রদর্শনীটি উপস্থিত জনসাধারণকে মুগ্ধ করে।

নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস পালন করা হয় গত ১লা ডিসেম্বর। নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিতদের উপযোগী চিত্র, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গত তিন বৎসর যাবত তমলুক জেলা গ্রন্থাগার নিয়মিত একটি পাঠচক্রের আয়োজন করে আসছেন। জনসাধারণের মধ্যে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। পাঠচক্রের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

পল্লীজ্যোতি পাঠাগার। কুকুরহাটী।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত পল্লীজ্যোতি পাঠাগার মেদিনীপুর সুতাহাটা থানার অন্তর্গত কুকুরহাটী গ্রামে অবস্থিত। গ্রন্থাগার সুপরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী সমিতি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হয়: সভাপতি—শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য, সহঃ সভাপতি—শ্রীদুলালচন্দ্র দাস, সম্পাদক—শ্রীকালীনাথ দাস, সহঃ সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু দাস ও শ্রীসুদর্শন দাস, গ্রন্থাগারিক—শ্রীনীলেশচন্দ্র চালর' : সহঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীনিতাইচাঁদ মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুভাষচন্দ্র মাইতি, হিসাব নিরীক্ষক—শ্রীনিরঞ্জন দাস ও শ্রীশক্তিপদ মণ্ডল।

গ্রন্থাগারের সর্বপ্রকার উন্নয়ন কল্পে স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হয়েছে।

হাওড়া

জেলা পাঠাগার সংঘ। ৫।৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-১

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ অন্যান্য বছরের মত এবারও পণ্ডিত নেহেরুর জন্মদিবস উপলক্ষে গত ১৪ই-১৬ই নভেম্বর, '৬৮ পর্যন্ত জেলা পাঠাগার ভবনে তিন দিন ব্যাপী শিশু ও কিশোর উপযোগী এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কলিকাতাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল ও স্থানীয় প্রকাশকগণের সহযোগিতায় প্রদর্শনীটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়।

হুগলী

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী। ১ নেতাজী এভিনিউ।

গত ২৪শে নভেম্বর, '৬৮ শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে একটী পাঠ্যপুস্তক বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংবাদ প্রস্তুত ও সম্পাদনা : কৃষ্ণা দত্ত

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থকার :: সাহিত্য : সংস্কৃতি

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক সভায় জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী' কনক দেওয়া হয়। অন্যান্যদের মধ্যে স্যার সি. ভি. রমনকে 'স্যার উইলিয়াম জোনস্ পদক' ও অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশকে 'দুর্গাপ্রসাদ খৈতান স্বর্ণপদক' দেওয়া হয়।

• • •

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কবি ও ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেন। ঐ দিনটিই তাঁর জন্মদিন ছিল। তাঁর মৃত্যুতে কবি জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন আরেকটি বিশিষ্ট কবি-প্রতিভাকে আমরা হারালাম।

বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকার উত্তরাধিকার যে কয়টি পত্র পত্রিকা সার্থকভাবে বহন করতে পেরেছে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ১৯৩২ সাল থেকে পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। মাঝখানে কয়েক বছরের বিরতি ছাড়া পত্রিকাটি গত মাস পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আজকের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি 'পূর্বাশা'তেই আত্মপ্রকাশ করেন। শুধু কবি বা ঔপন্যাসিক হিসাবেই নয়, শ্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর শেষ রচনা কবি জীবনানন্দ দাশের ওপর একটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশের পথে।

• • •

এ বছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার 'আর কোনখানে' গ্রন্থের জন্য, শ্রীনারায়ণ সান্যাল 'অপরূপ অজন্তা'র জন্য এবং শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বাংলার লৌকিক দেবতা'র জন্য।

লীলা মজুমদার শিশু সাহিত্য ও বয়স্কদের সাহিত্য রচনায় সমান শক্তিময়ী। 'আর কোনখানে' বইটি স্মৃতিকথামূলক, এতে তাঁর শৈশব থেকে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত দিনগুলি বিবৃত হয়েছে। 'বিকর্ণ' এই ছদ্মনামে পরিচিত নারায়ণ সান্যাল কথা সাহিত্যে যেমন দক্ষ তেমনি ভাল ছবি আঁকতে জানেন। পুরস্কৃত বই 'অপরূপ অজন্তা' বইটির সমস্ত ছবি তাঁর নিজের আঁকা। অজন্তা গুহায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্রতিটি চিত্রের অনুলিখন করেছেন—সেই সঙ্গে ছবিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সব জাতকের কাহিনী রয়েছে তার বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গুহায় কোথায় কোন্ ছবির অবস্থান—তাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠায় গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বাংলার বিভিন্ন গ্রামে লৌকিক দেবতার বিবরণ ও ছবি সংগ্রহ করে বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অভাব পূরণ করেছেন।

সাহিত্য আকাদমীর কার্যনির্বাহক পর্ষদ ১৯৬৮ সালের আকাদমী পুরস্কারের জন্য দশটি বই অনুমোদন করেছেন। কোন বাঙালী লেখক এবার আকাদমী পুরস্কার পান নি।

• • •

সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ির ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর ২৩৮ খানি ফরাসী গ্রন্থ তাঁর অগ্রজ শ্রী বি. এন. ভাদুড়ি চন্দননগরের ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র 'অ্যাসোসিয়েশন দু শান্দারনগর' কে দান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হুগলির জেলাশাসক শ্রীচিত্ত-রঞ্জন গুহ মজুমদার এই দান গ্রহণ করেন।

• • •

চারজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি সাহিত্য আকাদমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী, কানাড়ী কবি শ্রী দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র এবং হিন্দী কবি শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থ।

• • •

সম্প্রতি ডঃ অসীমা চ্যাটার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা একটি ফ্যাকালটির ডীন নির্বাচিত হলেন।

• • •

কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের বহু প্রাচীন গ্রন্থ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের সহিত সম্মিলিত হয়ে এই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সৃষ্টি হল। আগামী এপরিল মাস থেকে এই গ্রন্থাগারের কাজ চলবে। এজন্য বর্তমান জেলা গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার থেকে এই সম্প্রসারণের জন্য ৮০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারটি কলকাতার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত।

সংকলয়িতা : বেণু দত্ত

Notes & News

(৪৮০ পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্র দে—লোকপুর অগ্রণী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - বিশ্বভারতী, শিশির কুমার সেন—মাধাইপুর পি. এম. গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, শান্তি কুমার রায়—বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়—বিশ্বভারতী, সুধাময় দাস—উচকরণ কল্যাণ লাইব্রেরী, হারাধন মুখার্জী—ইলাম বাজার সাধারণ গ্রন্থাগার।

বাঁকুড়া

সর্বশ্রী অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় - রবীন্দ্র গ্রামীণ পাঠাগার, অমিত কুমার মুখার্জী—তালডাংরা কল্যাণ লাইব্রেরী, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—খৃষ্টান কলেজ গ্রন্থাগার, গোপাল কুণ্ডু—ঝাঁটী পাহাড়ী গ্রামীণ পাঠাগার, তারাপদ গাঙ্গুলী—খাতড়া কল্যাণ লাইব্রেরী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার, নবকুমার মণ্ডল, কল্যাণ নিকেতন মিলিমিলি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, নিমাই চন্দ্র চরণ—ঝাঁকাদহ রবীন্দ্র পাঠাগার, পঞ্চানন সিংহ—রবীন্দ্র পাঠচক্র, পিসগোপাল, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল—বিষ্ণাদরপুর বাণীশ্রী পল্লী গ্রন্থাগার, ভবগোপাল দত্ত—জেলা গ্রন্থাগার, ফটিক চন্দ্র গোস্বামী—খাতড়া কল্যাণ লাইব্রেরী, সুখেন কুমার দাস, হরনাথ দে—গজদহ নেতাজী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, হরিসাধন দাস—ঐ, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়—নড়রা পল্লী গ্রন্থাগার।

মেদিনীপুর

সর্বশ্রী অজিত কুমার ঘোষ—হানওয়ালিয়া মহকুমা গ্রন্থাগার, গোষ্ঠবিহারী খাটুয়া—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, তারাপদ মাইতি—সর্বোদয় পাঠাগার, দামোদর রায়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী—সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিশচন্দ্র পট্টনায়ক—ধানগা জ্ঞানের আলো গ্রামীণ গ্রন্থাগার, প্রভাংশু কুমার দাস - দাঁতন সোস্যাল ক্লাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী, পুলিন বিহারী সাহু—শ্রীনিবাস স্মৃতি পাঠাগার, পাঁচকড়ি নায়ক—খড়ার সীতারাম মেমোরিয়াল পাবলিক (গ্রামীণ) লাইব্রেরী, প্রাণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন দাস—গড়বেতা পাবলিক লাইব্রেরী, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ নারায়ণদিঘি সাধারণ পাঠাগার, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, শচীনন্দন কর্মকার—সভিহা সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার।

মালদহ

সর্বশ্রী আকরাস আলী—গয়েশবাড়ী ইয়ংমেন্স লাইব্রেরী, আজাদ আলী, কালাচাঁদ মণ্ডল—স্বামী বীনাপাণী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁচল গ্রামীণ গ্রন্থাগার, নারায়ণ দত্ত—বাচামারি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, নিতাই ঘোষ—তারাপুর তরুণ লাইব্রেরী, বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—হজনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, সুশীল কুমার ভৌমিক—জেলা গ্রন্থাগার।

মুর্শিদাবাদ

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল—রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, ব্রজদুলাল গোস্বামী—নিমতিতা মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, মাধুরী বরাট—বহরমপুর গার্লস কলেজ, রমণী মোহন সরকার—আর, এন, ক্লাব লাইব্রেরী, শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—রুকুনপুর উচ্চ বিদ্যালয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার, শিবানী কুমার রাহা—জেলা গ্রন্থাগার, শ্যামাপদ প্রামাণিক—রুকুনপুর উঃ বিঃ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সবিতা প্রসাদ দুবে—শ্রীপৎ সিং কলেজ, সন্তোষকুমার বিশ্বাস—রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, যতেশ আচার্য—দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার হরেন্দ্র নাথ দাস—গাজিন নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার।

হাওড়া

সর্বশ্রী অমিয় চন্দ্র, আশীষ কুমার ঘোষ—ইণ্ডিয়ুমিন ওয়ার্কস্ লাইব্রেরী বেলুড়, আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী—মহীয়ারী সাধারণ পুস্তকালয়, কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, গণেশচন্দ্র সাবুখাঁ—সালকিয়া মাধব স্মৃতি পাঠাগার, গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ রায়—মাধব স্মৃতি পাঠাগার সালকিয়া, চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, জহরলাল বোস—মাজু পাবলিক লাইব্রেরী, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—বালী সাধারণ পাঠাগার, নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির পাঠাগার, নলীগোপাল ঘোষ—প্রগতি সংঘ ক্লব্যাল লাইব্রেরী, পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—গড় ভবানীপুর রামপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতন ও প্রাক্তন ছাত্র সমিতি ও সাধারণ পল্লী পাঠাগার, প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বালী সাধারণ গ্রন্থাগার, প্রবীর বিশ্বাস, প্রমোদরঞ্জন সিংহরায়—প্রগতি সংঘ ক্লব্যাল লাইব্রেরী, প্রীতম কুমার রায়—প্রিয়নাথ সাহিত্য মন্দির, ফণিভূষণ সেন—বীণাপানি লাইব্রেরি, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ সামন্ত—সিঙ্গেশর বিদ্যোৎসাহী পাঠাগার, বিমলকুমার মাইতি—সবুজ গ্রন্থাগার, বাসুদেব লাহিড়ী—বিবেকানন্দ লাইব্রেরী, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিকচন্দ্র অধিকারী—জুগার সাহা শক্তি পাঠাগার, মনোরঞ্জন জানা—গড়বাদিয়া রাধালচন্দ্র মাল্লা ইন্‌স্টিটিউশন, মানবমোহন মিত্র—সবুজ গ্রন্থাগার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দু মাল্লা, শঙ্করকুমার সান্যাল—বিবেকানন্দ পাঠাগার, সুধাবিন্দু দে—জেলা পাঠাগার, সলিলকুমার পাল—রায়গঞ্জ পাবঃ লাইব্রেরী, হরপ্রসাদ মাইতি—গোহালাই জ্ঞান মন্দির, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, অনবদ্য সান্যাল, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—তরুণ সংঘ বাকসারা, অনিলকুমার গোস্বামী—আমতা পাবঃ লাইব্রেরী।

হুগলী

সর্বশ্রী অনিলকুমার দাঁ—শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগার, অনিলকুমার দত্ত—হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অজিত পাল, অরুণকুমার গুপ্ত, অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—হরিপাল

কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার, অসীমকুমার মণ্ডল—তারকেশ্বর যুবসংঘ লাইব্রেরী, আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার, গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়—জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গোপাল নারায়ণ চৌধুরী—জয়গঞ্জ স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, গোবিন্দ রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়—উত্তর বাহিনী লাইব্রেরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাদ্দার—শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগার, তারাশংকর চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণদেব স্মৃতি প্রগতি সাধারণ পাঠাগার, দেবনারায়ণ দত্ত—বেলমুড়ি নেতাজী তরুণ সংঘ পাঠাগার, দাশরথী ভট্টাচার্য—আশুতোষ স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, নিমাইচন্দ্র মান্না—মোক্ষদাময়ী পাঠাগার, নিত্যগোপাল গোস্বামী—আইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার, প্রভাসকুমার শীল—জেলা গ্রন্থাগার, প্রদীপকুমার ঘোষ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, প্রশান্ত দে, পরিমল মুখার্জী, পঙ্কজ হালদার, পতিতপাবন কুণ্ডু—সুরভি পাঠাগার, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চিন্তা, বকুল মিত্র—দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার, বিষ্ণু দত্ত—গোকী স্মৃতি গ্রন্থাগার, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার, ভোলানাথ কর—মহানাদ সাধারণ পাঠাগার, মদনমোহন পাল—অরবিন্দ পাঠাগার, মৃন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জিত দাস, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বাকুলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পাঠাগার, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, রমা রায়, রামপদ পাল—আনন্দ নগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার, রণজিতকুমার সিংহ, রাধানাথ সিংহ—ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোং লিমিটেড, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলন, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত—জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, শুভ্রাংশু মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ পাল—মগরা সাধারণ পাঠাগার, শংকরনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়—বেলমুড়ি নেতাজী তরুণ সংঘ পাঠাগার, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়—মগরা সাধারণ পাঠাগার, সঞ্জীব দাশগুপ্ত, সর্বাণী তরফদার, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, সলিল রায়—উত্তরপাড়া।

[কলকাতার কাছেই এবারের সম্মেলন হওয়াতে অনেকেই নিজ নিজ বাসস্থল থেকে যাতায়াত করেছেন; কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন কিন্তু নাম রেজেষ্ট্রী করাননি। এজন্য তাঁদের নাম এই তালিকায় ছাপা সম্ভব হয়নি। স. গ্র.

List of delegates & observers

সম্মেলন প্রদক্ষিণ

স্বর্ণ সেন

প্রতি বছরের মত এবারেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হল অনাড়ম্বর কিন্তু সৌহার্দ-পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। এবারের ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী। শিক্ষিত বনেদী শহর উত্তরপাড়ার সুনাম ও ঐতিহ্য আছে বহু বিষয়ে। সেদিক থেকে মর্যাদাপূর্ণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উত্তরপাড়ায় হওয়ার ঘটনা একে অপরের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

• • •

৪ঠা এপ্রিল সকাল থেকে আরম্ভ হল বহু সামাজ ও অসামান্তের আগমন। সুন্দর শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে আরম্ভ করে টিনের সুটকেস, সতরঞ্জি, কিট্‌স্ ব্যাগের মেলা। সেই সাথে বিদেশী চারচাকার ছোট বাড়ী থেকে হংকং ব্যাগ হাতে এপ্রিলের ঝুপুর রোদ্দুরে টেরিলিনে আবৃত সাহেব পদার্পণ করলেন উত্তরপাড়ার মাটিতে। কিন্তু এমন কি কথা ছিল? প্রতিনিধিদের পূর্বাহ্নে জানাবার জন্ত অনুরোধ করা হয়েছিল বহু আগে থেকে। সেই অনুযায়ী আহার-বাসস্থানের বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু এ কী! এরা কেউ কি জানিয়েছিলেন কোন কিছু? অভ্যর্থনা সমিতি হতবাক। গ্রন্থাগার পরিষদের জনৈক কর্মকর্তা উচ্চহাস্তে সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন—হা-হা-হা। আমাদের প্রতিনিধিরা জানিয়ে আসেন না। এটাই হল এঁদের বৈশিষ্ট্য। একটু গোলমাল তো হবেই। এই তো প্রাণ!

• • •

উত্তরপাড়া কলেজ বাড়ীতে প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। প্রতিনিধিরা কম-বেশী সবাই ব্যস্ত। সিলভিক্রীনের শিশিটা সময়মত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে অধিবেশন আরম্ভের ঘন্টা পড়েছে। চিরুনিটাও ঠিক এই সময়ই হারাল।

—এ্যাটাচ্‌ড্ বাথ নেই কেন? অভিযোগ করলেন জনৈক প্রতিনিধি।

—কি মুস্কিল, এটা কলেজ ক্লাসরুম। কোথায় আছেন?

—আচ্ছা, বেচারা। বাঁচলে হয়।

• • •

ভি আই পি ও অনুরাগীর ভীড়ে মিশে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এলেন সম্মেলন উদ্বোধন করতে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে রাজনীতির ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে আতঙ্কিত অনেকেরই শঙ্কা ছিল মন্ত্রীর আগমন মানে স্লোগান আর প্রসেশন। তাহলে কি হবে! কিন্তু কী আশ্চর্য কোন প্রসেশন এলো না, স্লোগানও শোনা গেল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নির্মলীয় গ্রন্থাগারিক!

এবারের সম্মেলনে শুরুতেই নতুন নজীর সৃষ্টি হল। সভাপতি ও উদ্বোধকের নাম সমর্থন করতে গিয়ে সমর্থক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দিলেন সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য করণীয় নিয়ে। সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই সভাপতিকে বুঝি ছুঁয়ে অনুমতির অপেক্ষা না রেখে [তখনও তো প্রস্তাবনা শেষ হয় নি, সুতরাং অনুমতির প্রশ্নই ওঠে না !] যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া চলে এমন চমকপ্রদ অভিনব ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না। তবে কি না পুরানো কনভেনশন ভেঙে নতুন নজীর সৃষ্টি করাই তো ইদানীংকালের রেওয়াজ। সুতরাং শুরুপদের পক্ষে এই টেকনিক শিক্ষণীয় !

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সম্মেলন চলে একটি কক্ষে যেখানে অধিকাংশ সিরিয়স প্রতিনিধি ঢুকে পড়েন। কিন্তু আর একদল অধিকতর সিরিয়স প্রতিনিধি থাকেন আশে-পাশে ; এঁরা 'ইম্পর্টেন্ট টপিক্স'গুলি নিয়ে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়েন চারিধারে। প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র—অর্থাৎ মাটির গ্লাস, অভাবে চায়ের ভাঁড়—যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে জমা পড়ে কয়েক ডজন চারমিনারের ধ্বংসাবশেষ। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয়, ইয়াহিয়া খাঁকে আর রাখা চলে কি না—হো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে—এ কী ক্রেমলিনের প্রভাব, তাহলে অবিলম্বে সতর্কীকরণ প্রয়োজন……ইত্যাদি।

• • •

এমন একটি বৃত্তের কাছাকাছি গিয়ে চমকে উঠলুম। কেন্দ্রে গ্লাস-এ্যাসট্রের বদলে দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ জ্যোতিষ ঠাকুর। অন্যতঃ কুড়িখানা প্রসারিত হাতের রেখা একই সংগে পাঠ করছেন।

—তোমার হাতে সূর্য, মানে রবি, হুঁ ঠিক ধরেছি—একবার উঠেছিল কিন্তু আবার পড়ে গেছে। তা ভাবনা কি ? আবার উঠবে। ওঠা-পড়া নিয়েই তো সংসার।

একটু দূরে আর একটি বৃত্তে অনেকগুলি মাথা খুব ঘনিষ্ঠ দেখে এগিয়ে গেলুম আকর্ষণীয় কিছুর আশায়। সম্মেলন তখনও শেষ হয় নি। কিন্তু ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত-গুলি ডিকটেট করছেন একজন, আর চার পাঁচজন কপি করে চলেছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের জন্য। সোমবারের জমায়েত সফল করতে হলে এ খবর আজই পৌঁছে দিতে হবে কলকাতায়। অতএব আরো চার পাঁচজনকে পাকড়াও করা হোল। কপি শেষ হতে না হতেই তারা ছুটল কলকাতায় বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে। দেরী হলে চলবে না। সম্মে-লনে সিদ্ধান্ত হবার সংগে সংগে সে খবর পৌঁছে দিতে হবে শহরে, গ্রামে। পরবর্তী কার্য-ক্রমের জন্য সংগঠিত হতে হবে। সুতরাং বিশ্রামের সময় নেই—ছুটে যাও, শীগগির্।

• • •

আর একটি বৃত্তের দিকে এগিয়ে গেলুম।

—বুঝলি, মানে আমাদের সম্মেলনগুলো যা হচ্ছে না, একেবারে যা তা। হ্যাঁ, সেমিনার বলতে হয় ওদেশে। যেমন পেপার, তেমনি ডিসকাশন।

—যা বলেছিস। সেরিডন পকেটে না থাকলে বলা যায় না।

এমন সময় সম্মেলনের মূল সভাপতির গলা শোনা গেল। প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা····· আমি দেশে ও বিদেশে বহু সেমিনার এ্যাটেণ্ড করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তা আলোচ্য বিষয়ের বহু দূরে থেকে আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগল আপনাদের আলোচনা। আপনাদের বক্তব্য যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ ·····ইত্যাদি।

সংগে সংগে বৃদ্ধটি নড়ে চড়ে উঠল।

—এবারের পেপারগুলো যা হয়েছে না—আ—শু—ন। —হুঁ হুঁ বাবা। লাইব্রেরী ওয়ার্লডে যারা যদি থাকে তো সে এখানেই। হেঃ হেঃ হেঃ।

* * *

চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে উত্তরপাড়া কলেজে এলুম। ক্লাসরুমের চেয়ার টেবিল সরিয়ে প্রতিনিধিদের বিছানা পাতা হয়েছে। অনেক চেনামুখের হদিশ পেলুম না। একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল এই উত্তরপাড়ায় বহু প্রতিনিধির মামুলালয়। সুতরাং রব দেখা·····।

আর একটি দৃশ্য মনে পড়ল। সকালের দিকে একজন প্রবীণ গ্রন্থাগারিককে ঢুকতে দেখে তরুণেরা শশব্যস্তে সিগারেট নিভিয়ে এগিয়ে গেলেন।

—কখন এলেন স্যর? এত সকালে এলেন কি করে? পথে কষ্ট হয়নি তো?

—না, না কষ্ট আর কি! এখানেই তো আমার শ্বশুর বাড়ী।

দীর্ঘ পনের মিনিট সম্মেলন কক্ষের চারিদিক পর্যটন করে 'স্যর' চলে গেলেন। তরুণেরা নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরিয়ে বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে 'স্যর'এর উল্লেখযোগ্য অবদান সম্পর্কে গভীর তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ডুব দিলেন।

কলেজ কমনরুম এখন ডাইনিং হল। প্রতিনিধিরা খেতে বসেছেন। কলেজের অধ্যাপকেরা ছোটাছুটি করে তদারক করছেন সব কিছু। কলে জল নেই কেন? কোথায় গেল দারোয়ান পাম্প ঘরের চাবি নিয়ে? ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অধ্যক্ষ নিজে।

চেনা-অচেনার ভীড়ে হারিয়ে গেলুম। কোলাপসিবল গেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বর্তমান ভুলে গিয়ে হাজির হলুম অতীতের এক অশান্ত দুপুরে। ১৯৬৭-র ১৬ই ডিসেম্বর। গণতন্ত্র রক্ষার দাবীতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল উত্তরপাড়ার সচেতন ছাত্র-সমাজ। ঐ গেট ভেঙে বর্বর পুলিশের দল ঢুকেছিল শিক্ষাঙ্গনে। তাণ্ডবের স্বাক্ষর রেখে গেছে ঘরে ঘরে। দেওয়ালে বুঝি এখনও রক্তের দাগ! কান পাতলে বুঝি এখনও শোনা যায় অসংখ্য আহতের কাতর চীৎকার।

হঠাৎ চমক ভাঙল পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। একটি ঘরের জানালায় উঁকি মেরে দেখি আমাদের পরিচিত দাদাকে ঘিরে সংগীত সম্মেলন বসে গেছে—

আমার লাগল রে মন লাগল রে তাই
এই খাঁচাতে দিন কাটে মোর খেলার ছলে·····

সত্যি অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটু আগেই এদের দেখেছি তর্জনী তুলে গ্রন্থাগার আইনের চুলচেরা বিচার করতে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা, দাবী-দাওয়া নিয়ে এরাই আলোচনা করেছেন—শপথ নিয়েছেন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার। অবসর সময়ে এরাই আবার বেঞ্চি বাজিয়ে শিশুর মতন মেতে উঠেছেন গানের তালে।

সমাপ্তি অধিবেশনের শেষে শান্তিনিকেতনের শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি হুবহু তুলে দিয়ে আমার এই সম্মেলন প্রদক্ষিণ শেষ করছি :

"ওরে চলরে সবাই
দল বেঁধে যাই, জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারে
চকমেলানো দালানবাড়ী
মস্ত প্রাসাদ গঙ্গা পারে
আসলো হেথায় বোঁচকা মাথায়
পরিষদের কর্মী সকল
তিনটে দিনের খাটুনি বড়ই
সামলাতে হয় মস্ত ধকল।
আসলো প্রবীর, কর্মী ও বীর
B L A তে বড়ই মায়া
লক্ষ্মীভায়া সৌরীন ঘোষ
সঙ্গে তাহার কর্মী জায়া।
এলেন চলে সবার প্রিয়
মোদের বাণী দিদিমণি
বিজয় ভায়া, বিজয় দাদা ;
শান্ত মানুষ দাদা ফণি
উত্তরপাড়ার সাজ মিলন
এবার লবে যাই চলে ঘর
মনটা পড়ে রইল হেথায়
দেখা হবে আসছে বছর।"

Around the Conference by Swarna Sen

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী,

৪-৬ এপ্রিল, ১৯৬৯

সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

গত ৪-৬ এপ্রিল, ১৯৬৯, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় উক্ত গ্রন্থাগারে ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন অধিবেশন

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে। সম্মেলনের মূল সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ও গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের ডীন ডঃ অমলেন্দু বসু। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী তরুণ মিত্রের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীপ্রবীর কুমার রায়চৌধুরী বলেন, ভারতের চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও এই আইনের পথপ্রদর্শক পশ্চিমবঙ্গ আজও গ্রন্থাগার আইন থেকে বঞ্চিত। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের সুযোগ ও সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিস্তারের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন। এ ছাড়াও প্রত্যেক বিদ্যালয়েও যাতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার জন্যও দাবী জানানো হবে প্রত্যেকটি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কেও এক সুষ্ঠু নীতি ঘোষণা করা আশু প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বাতিল করাও অন্যান্য দাবীর মধ্যে একটি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী এস, এল ভাটারের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ পাঠ করেন অভ্যর্থনা সমিতির সহ সভাপতি হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী এন, এন সেন। সভাপতির ভাষণ পাঠের পরেই শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, রেডিও, চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রন্থাগারই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমও এই গ্রন্থাগার। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যিক বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শতকরা ১০।১৫ টির বেশী বিদ্যালয়ে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার নেই। এমন কি বিদ্যালয়ের বাজেটে বাৎসরিক ৬০ টাকার বেশী বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য

রাখতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান শ্রীরায়। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের অব্যবস্থা একটি সামাজিক সামগ্রিক সমস্যা। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অর্থ (note) বই মুখস্থ করে পাশ করা অশিক্ষারই নামান্তর, এই অবস্থা পরিবর্তনে গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলন সমপর্যায়ের ও সমমুখী, এই জন চেতনার দাবীকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ও সব সময়ে আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিলা দেবী। স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তর কালে ভারতের শিক্ষার হারের সমীক্ষার বিবৃতিতে ডাঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, চীন দেশ মাত্র দশ বৎসরে তার শতকরা ৮৫ জন অশিক্ষিতকে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করতে পেরেছে, সেখানে বিশ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতে আজ শতকরা ৩২ জনের বেশী শিক্ষিতের হার হয়নি। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধাও বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভারত তার এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-বুভুক্ষুদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারেনি। শিক্ষার প্রতি অবহেলার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যে দেশে ২০০ কোটি টাকা খরচ করে টেলিভিশন বসানো হয় সেখানেই আবার শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা হয়—অর্থ সংকটের অজুহাতে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এক সামগ্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আহ্বান জানান। কেবলমাত্র আন্দোলনের প্রসার হলেই চলবে না। আন্দোলনের গুণগত উৎকর্ষের দিকেও, নজর দিতে হবে, এই বলে শুরু করেন, রবীন্দ্র জীবনীকার ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতে, বিশেষ করে, বাঙলা দেশে বার মাসে তের পার্বন, কিন্তু আমরা সেই সব আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে সামান্য অর্থও গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করি না। আর শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে শিশুমনে অসংখ্য বইয়ের চাপ থাকায় তার পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সময় ও সুযোগ থাকে না। শিক্ষার পদ্ধতির এই অব্যবস্থা দূরীকরণ সমাজের প্রত্যেক স্তরে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে পারলেই গ্রন্থাগার আন্দোলন হবে সার্থক ও সর্বজনীন। কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদেশরাজ কালিয়া ১৯৬৬-৬৭ সালের শিক্ষা কমিশনের সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারতে বৎসরে শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় মাথাপিছু ৩ পয়সা, সেই অনুপাতে ব্রিটেনে খরচ হয় ৬ টাকা। ব্রিটেন ভারত থেকে ১৯ গুণ অধিকতর সম্পদশালী, অথচ তার শিক্ষা খাতে ব্যয় ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ৯·৩ পয়সা হলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন সুরাহা হয়নি, এজন্য শ্রীকালিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশু এক স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। জনাব শহীদুল্লা বলেন, ব্রিটেনে অষ্টম বার্নাড শয়ের আমলে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু ভারতে, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে আজও বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। এ বড় লজ্জার কথা। তিনি অভিযোগ

করেন, বইয়ের চেয়ে এখানে গ্রন্থাগারকক্ষ ও তার আনুষঙ্গিক বাহুল্যই বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাধান্য পায়।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র বলেন, বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের দাবী এক জাতীয় দাবী। এই দাবীকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানাবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এই প্রসঙ্গে তিনি সমিতিতে আলোচনাও করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে নূতন আলোকে ব্যক্ত করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের নমুনা। এই কাজের জন্য তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীমিত্র অভিযোগ করেন, শিক্ষার ব্যয় অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তার আওতায় পড়ে না— সরকারী যোজনা কমিশনে এর ফলে শিক্ষার বিস্তার সীমিত হয়ে পড়ছে, এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন তিনি দাবী করেন। স্থানীয় বিধানসভার প্রতিনিধি শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা গ্রন্থাগার আইনের দাবীকে স্বাগত জানিয়ে এই দাবী যাতে বিধানসভায় আলোচিত হয় তার জন্য তিনি তৎপর হবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিভিন্ন বক্তা ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় রাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকিরণ চন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক বিমল বসু, অধ্যাপক হেরম্ব ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত শিশু গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা শ্রীমতী বাণী বসু, বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রমলা মজুমদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা বিভাগের অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরাজ কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক পীযুষ মহাপাত্র, অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ চোজদার, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীমোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৪০০ প্রতিনিধি ও ২০০ দর্শকের সমাবেশে, শান্তি বুক ষ্টোরস নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া ও বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা আয়োজিত প্রদর্শনীর বর্ণাঢ্য সমারোহে সমুজ্জ্বল ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক অধিবেশনের সমাপ্তি হয় এক মধুর পরিবেশে। প্রাথমিক অধিবেশনের সমাপ্তি পরেই উপস্থিত প্রত্যেককে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করেন অভ্যর্থনা কমিটি পাবলিক লাইব্রেরীর ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসব কমিটি।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

সাঁওতাল স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলনে সভার কার্য পরিচালনা করেন পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসুশান্ত হাজরা। কর্মি সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

বলেন, অন্যান্য চাকুরীতে ব্যবস্থা থাকলেও গ্রন্থাগার কর্মিদের কোন সার্ভিস রুল নেই। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয়। ফলে গ্রন্থাগারিক পদে কোন নিয়োগই হয় না, এমন কি গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্যও করা হয় না। এ সমস্ত প্রথারই অবলুপ্তি প্রয়োজন। শিক্ষকদের ন্যায় বেতনক্রম ও পদমর্যাদা, সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যয়, শীতপ্রধান অঞ্চলে বিশেষ অনুদান প্রভৃতি দাবী গ্রন্থাগারিকদের ন্যায্য দাবী। অনেক ক্ষেত্রে আবার গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীর পূর্বে স্থায়ী জামানত রেখে কাজ করতে হয়। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও এক চরম অব্যবস্থার নামান্তর। এই সব প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গ্রন্থাগারিককে আন্দোলনে সামিল হতে শ্রীরায়চৌধুরী আহ্বান জানান। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর বক্তব্যকে সমর্থন করে শ্রীমধুকেশ ভট্টাচার্য বলেন, পরিচালন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রমানুযায়ী প্রথমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে পরে মন্ত্রী পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। শ্রী নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, গ্রন্থাগারিকের কোন প্রতিনিধি জেলা শিক্ষা কাউন্সিলে নেই। তিনি প্রস্তাব করেন, কিঞ্চিৎ অনুদানের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারকে না চালিয়ে এ প্রকল্প বরং বন্ধ করে দেওয়া ভাল। শ্রীমুরারীমোহন সেনের বক্তব্যে সংগ্রামী আন্দোলনের রূপ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, আন্দোলনে কেবল দাবী না করে সেই দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও এগিয়ে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ দে বলেন, প্রত্যেক চাকুরীতেই চাকুরীর মর্যাদা আছে, আছে নিয়ম-কানুন কিন্তু গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম। অনিশ্চিত বেতন, চাকুরীর অস্থায়িত্ব, বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধির (yearly increment) অনিশ্চয়তা, বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগারিকের বেতনের তারতম্য, প্রভৃতি অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন, শ্রীশিবানী কুমার রাহা, যতীন আচার্য, গোপীনাথ সেনগুপ্ত ও মদন মোহন মল্লিক প্রমুখেরা। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, অন্যান্য প্রকল্পে যখন প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ পাওয়া যায় তখন গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থের অপ্রতুলতার কথা বার বার বলা অযৌক্তিক।

সভায় স্থির হয়, গ্রন্থাগারিকদের এই সব বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ৭ই এপ্রিল বেলা ১১টায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক গণ ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা কালে শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত বলেন, সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে গ্রন্থাগারিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের দিন এসেছে, তাই প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারিকেরা বৃহত্তর সংগ্রামেও নামতে পিছপা হবেন না। শ্রীঅনিল দত্ত প্রস্তাব করেন, আগামী ২৩শে এপ্রিল স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বার্ষিক সম্মেলনের পর এই গণ মিছিল গঠন করা সংগঠনের পক্ষে সুবিধাজনক। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ও শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, স্বল্প সংখ্যক কর্মি ও অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে কোন কাজ ফলপ্রসূ হবে না। শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ প্রস্তাব করেন, উপস্থিত সম্মেলনের মধ্য থেকে

প্রাথমিক পর্যায়ে এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরে বৃহত্তর ডেপুটেশনের বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে শ্রীসত্যব্রত সেন, রাসবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রস্তাব করেন, ৭ই এপ্রিলই গণ ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীসুধীর কান্তি সান্যাল প্রস্তাব করেন, গণ ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এক প্রতিনিধি দল ঠিক করা হোক, যারা ডেপুটেশনের স্থান, কাল ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রত্যেককে ওয়াকিবহাল করবেন। সভায় সর্বশ্রী সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, রাসবিহারী ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ কোলে, সুশান্ত হাজরা, শিবানী কুমার রাহা ও শ্রীমতী বিজয়া দত্ত রায়কে নিয়ে এক প্রতিনিধি কমিটি গঠন করা হয় এবং ঐ দিনের মত সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন : মূল প্রবন্ধ আলোচনা

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে আলোচনা হয় সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন : রূপরেখা"। মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কার্য পরিচালনা করেন শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীকণিভূষণ রায় তাঁর প্রারম্ভিক উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধ কেবলমাত্র আইনের খসড়া মাত্র। পরবর্তী কোন সময়ে সকলের সম্মতি নিয়ে গঠিত হবে এক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটি। বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়োজন সামগ্রিক শিক্ষার বিস্তার। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করে দেশের শিক্ষা-সহায়ক এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। শ্রীসুধীরকান্তি সান্যাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, বার বার দাবীর কথা জানিয়েও গ্রন্থাগার কর্মিদের বিভিন্ন দাবীর কোন প্রতিকার হয়নি। সামাজিক জীবনধারণে ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দাবী সমূহ উপেক্ষা করা চলে না। গ্রন্থাগার কর্মিদের তাই আজ দিন এসেছে, তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে সকলে সোচ্চার হয়ে উঠুক।

আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ অমলেন্দু বসু বলেন, অন্যান্য রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হউক বা না হউক, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের অতি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের দাবী আমাদের মৌলিক দাবী। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আইনের খসড়ায় এমন সুপারিশ থাকা প্রয়োজন যাতে সরকারী ছাড়াও অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের গ্রন্থাগারেও সরকারী কর্তৃত্ব থাকে। শ্রীসত্যব্রত সেন প্রস্তাব করেন, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি যাতে রাজ্য গ্রন্থাগারের শাখা গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করে আইনে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শ্রীপ্রবীরকুমার রায়চৌধুরী প্রস্তাব করেন, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সব রকমের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তদারকির কাজ করবে। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতা থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তাকের উপর। জেলার সংখ্যানুপাতে জেলা গ্রন্থাগার থাকবে ও প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি থাকবে। প্রত্যেক

কর্মিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীঅমিয় সেন বলেন, বেসরকারী গ্রন্থাগারে সরকারী কর্তৃত্ব থাকা এই জন্য প্রয়োজন যে, যাতে সেই সব গ্রন্থাগারে কোন দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে। সদ্য সাক্ষরদের শিক্ষা চর্চাকে জীবিত রাখতেও প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। সভায় সর্বশ্রী এস. এন. সিনহা, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনপতি সামন্ত, সূর্যচন্দ্র আঢ্য প্রভৃতিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ কোলে প্রস্তাব করেন, কলকাতাকে পৃথক অঞ্চলের মর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সমাজ শিক্ষা আধিকারিককে নেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই আর প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে সমানুপাতিকহারে প্রতিনিধি জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে থাকা প্রয়োজন। শ্রীনিতাই বসু গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভাপতি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরকে করার প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন : আলোচ্য বিষয় মূল প্রবন্ধ

অপরাহ্নে মূল প্রবন্ধ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার প্রস্তাব করেন যে, স্বয়ংভূ গ্রন্থাগার সমূহকে সরকারী আওতায় না এনে তাদের নিজ নিজ পথে চলতে দিয়ে পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়াই ভাল। আর রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সব কাজ এক সাথে করা সম্ভব হবে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার কৃত্যকের জন্য প্রস্তাব করেন। শেষোক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন, শ্রীবরুণ মুখোপাধ্যায়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র উপদেষ্টা সমিতি ও এই কৃত্যকের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের থাকা প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই গ্রন্থাগারকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব রাখেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুণ মিত্র। প্রত্যেক নির্বাচিত আইন সভার সদস্য'র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আইন সভায় আলোচনার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার কৃত্যকে প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখেন যথাক্রমে শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত ও শ্রীনিরঞ্জন অধিকারী। প্রশাসক ও বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কৃত্যকে সচিবের পদ দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আরও নির্দেশ রাখার জন্যও প্রস্তাব রাখেন শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। আইনের খসড়া প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনার ভিত্তিতে উত্থাপিত প্রশ্ন ও প্রস্তাবের জবাব দেন শ্রীকণিভূষণ রায়। দেশের সার্বজনীন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বহু পিরামিডের ধাঁচে গ্রন্থাগার আইন ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন বলে সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু ঐদিনের আলোচনা শেষ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলোচনা শেষে সান্ধ্য চা পানের পর স্থানীয় 'পাঠকচক্র শিল্পী গোষ্ঠী' কর্তৃক এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আনন্দানুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী যোগমায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীর সুললিত কণ্ঠের ঠুংরি ও ভজন প্রত্যেককেই মুগ্ধ করে। সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন অরূপ মুখোপাধ্যায়, রবি দাস, সুজাতা চক্রবর্তী, ও সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকেই শিল্পী মনের ছাপ রেখেছেন শ্রোতাদের উপর। আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছিলেন নির্মলেন্দু যাত্রা, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, ও তপতী চট্টোপাধ্যায়। বাদ্য সহযোগিতায় শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালেই স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি ঘরোয়া অধিবেশন চলে উত্তরপাড়া কলেজের ডেলিগেটস ক্যাম্পে।

তৃতীয় অধিবেশন : দ্বিতীয় প্রবন্ধ আলোচনা

সম্মেলনের শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ উথাপন করেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন। বাঙলা দেশের নির্বাচিত ৪৮ টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সমীক্ষার ভিত্তিতে আলোচনা করে শ্রীসেন বলেন অধিকাংশ বিদ্যালয়েই স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কক্ষ নেই, নেই কোন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক। পুস্তক ক্রয়ের জন্যও কোন নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকে না অধিকাংশ বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ কালে গ্রন্থাগারের অভাবে পরবর্তী শিক্ষায় ফাঁক থেকে যায়। এ সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। শ্রীঅরুণ কুমার রায় তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রীচঞ্চল কুমার সেনের প্রবন্ধের সমর্থন জানান।

কিশোরমতি ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসাকে ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করেন শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। অধিকাংশ বইই শিক্ষক মহাশয়রা নিজেদের কাছে রেখে দেন এবং গ্রন্থাগারিককেই গ্রন্থাগারের সব রকম কাজ করতে হয় বলে গ্রন্থাগার পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হয় না বলে জানান শ্রীঅমিয়ভূষণ মিত্র। আলোচ্য প্রবন্ধের সমালোচনায় শ্রী গুরুশরণ দাশগুপ্ত বলেন, প্রবন্ধে কেবল মাত্র ক্ষোভের সুরই আছে, নেই কোন সমাধানের পথ। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার অন্ততঃ ৫ গুণ পুস্তক গ্রন্থাগারে থাকা আবশ্যক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন শ্রী এস, এম, সিন্‌হা। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগারিক তৎপর হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বই গ্রন্থাগারের জন্য এনেও ছাত্রদের পুস্তকের সমস্যা মেটানো যায়। শ্রীপ্রবীর দে প্রস্তাব করেন, বিদ্যালয়ে নমুনা কপি হিসাবে প্রাপ্ত পুস্তক দিয়েও গ্রন্থাগার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা যায়। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য আলাদা সময় না থাকলে গ্রন্থাগারিক ছুটির পরও বই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য আলাদা সময়, গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক কাউন্সিলের সভ্য

করা, ছাত্রদের নিজের হাতে বই নেওয়ার সুযোগ ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের দাবীতে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন জানা, চারণ দত্ত, পল্লব কুমার সিংহ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী বাণী বসু বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য যে সমীক্ষা শুরু হয়েছে তারই ভিত্তিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন বক্তব্যের উত্তরে শ্রীকপিভূষণ রায় বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে গ্রন্থাগারের অভাব পরবর্তী জীবনে সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে সজাগ হতে হবে। সম্মেলনের সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু বলেন যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য রয়েছে তার প্রতিকারের জন্য এই সম্মেলনে কার্যকরী প্রস্তাব নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, যেসকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বাবদ ভিন্ন অর্থ আদায় করা হয়, সেই সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমস্ত অর্থই কেবলমাত্র পুস্তক ক্রয় ও পুস্তক বাঁধাইয়ের জন্যই ব্যয় করতে হবে। পুস্তক নির্বাচনের সমস্ত ক্ষমতাও থাকবে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে এক সুষম বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে সভাপতি ঐ দিনের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয় ৬ই এপ্রিল, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায়, মূল সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ, "পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা" ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা", তৎসহ গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী সম্মেলনে সর্বসম্মতির জন্য পেশ করেন শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধের উপর বিভিন্ন প্রস্তাব ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলীক লাইব্রেরীর ১১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিবরণ পাঠ ও ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু তাঁর সমাপ্তি ভাষণে এইরূপ মননশীল সম্মেলনের আয়োজনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন বলে জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আরও ব্যাপক যোগাযোগ, আরও প্রতিনিয়ত সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন ও সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবাবলী অন্ততঃ আগে Steering Committee-র কাছে পেশ করার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী, সভাপতি

ডঃ বসু, বিশিষ্ট সুধীবর্গ, অভ্যর্থনা সমিতি, বিভিন্ন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ, স্থানীয়জনসাধারণ ও সর্বোপরি উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী :

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে ৪-৬ ই এপ্রিল, ১৯৬৯ এই তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেছে :—

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে

১। এই সম্মেলন মনে করে যে, এই রাজ্যে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত :

(ক) বিনা চাঁদায় সার্বজনীন আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে—এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনগণের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক অবক্ষয় রোধ, আর্থিক উন্নয়ন এবং পাঠকদের বহুমুখী চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে।

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। বর্তমান খামখেয়ালী বিশৃঙ্খল পরিচালনার হাত হইতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি রেহাই পাইবে।

(গ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আসিবে—আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সম্পদ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইবে—বহুর দ্বিত্ব বন্ধ হইবে।

(ঘ) অর্থ ও শ্রমের অপচয় বন্ধ হইবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিরাপত্তা আসিবে, সুষম বিকাশ ঘটিবে এবং ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

(চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরী জীবনে নিরাপত্তা আসিবে এবং কর্মীগণ প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ছ) বাঙলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থাগার আইন ইতিমধ্যে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কেরল সরকারও গ্রন্থাগার আইন লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে গৃহীত নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করিবেন বলিয়া এই সম্মেলন আশা করে।

২। ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে, যোজনা কমিশনের লাইব্রেরী গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ১·৫ ভাগ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত।

৩। ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈয়ারী করিতে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অভাব ও ত্রুটি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি আজও কার্যকর করা হয় নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ; এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব ও ত্রুটির বিষময় প্রভাব শিক্ষা জীবনে ও পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই অভাব ও ত্রুটি দূরীকরণে ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্য সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ করিতেছে :—

ক) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হউক। বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দানের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে ইহা ঘোষণা করা হউক।

(খ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার কক্ষ ও উপযুক্ত গ্রন্থাগার পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) বিদ্যালয় বাজেটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হউক।

(ঘ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও সর্বসময়ের জন্য নিয়োজিত গ্রন্থাগারিকের উপর। এই গ্রন্থাগারিকের বেতন ও ভাতাদি শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকের অনুরূপ হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাহারই শিক্ষণ প্রাপ্ত নয় অথচ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা ও বেতন দেওয়া উচিত।

(ঙ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সংগৃহীত অর্থ কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় ও বাঁধাইয়ের জন্য ব্যয় করা আবশ্যক।

(চ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কর্তৃক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ রহিয়াছে তাহা কার্যকরী করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেও এই ব্যবস্থা কার্যকর করিতে সরকারকে সাহায্য করিতে আহ্বান জানাইতেছে।

২। ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সর্বসময়ের জন্য একজন করিয়া গ্রন্থাগারিক নিয়োগের দাবী রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিকট উত্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থ নৈতিক দাবীসমূহ

পশ্চিমবঙ্গের বেতন পর্ষদের রায় সাপেক্ষ যে সব আর্থিক দাবী অবিলম্বে রাজ্য সরকারের পূরণ করা উচিত বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে তাহা হইল :—

(ক) স্পনসর্ড, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারীগরি শিক্ষালয়, ডে-ষ্টুডেন্টস হোম এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের অবিলম্বে রাজ্য সরকারের কর্মীদের অনুরূপ মহার্ঘ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া, শীতকালীন ভাতা (দার্জিলিং প্রভৃতি শীতপ্রধান জেলায়) এবং অন্যান্য সুযোগাদি দিতে হইবে।

(খ) স্পনসর্ড প্রথা বাতিল করিয়া রাজ্য সরকারকে স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান গুলির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে অবিলম্বে সার্ভিসরুল প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসের প্রথম দিনেই নিয়মিত বেতন দিতে হইবে।

(ঙ) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ইউ, জি, সি. বেতনক্রম অবিলম্বে কার্যকর করিতে হইবে। কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই সুপারিশ কার্যকর করিতে হইবে।

(চ) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ৩০০-৮০০ টাকা মাসিক বেতনক্রম (কলেজ শিক্ষকদের সর্বশেষ বেতনক্রম) চালু করিতে হইবে।

(ছ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিককে টিচার্স কাউন্সিলের সভ্য করিতে হইবে।

(জ) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে শিক্ষক-তত্ত্বাবধায়ক প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

(ঝ) গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করার প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

(ঞ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিতে গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম. লিব কোর্স প্রবর্তন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবী। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম. লিব ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে উদ্যোগী হইতে ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউ, জি, সি. কে অনুরোধ জানাইতেছে।

ভবিষ্যত কর্মসূচী

(ক) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও বিদ্যালয়সমূহে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে এক সুসংবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে। জেলায় জেলায় জনসভা, বিধান সভার সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সংবাদপত্রে প্রচার, বিধানসভা ও সরকারের নিকট গণডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে উপরিউক্ত দাবী সমূহ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

(খ) গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্য আর্থিক দাবীগুলি লইয়া অবিলম্বে যথোচিত আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থাগারসেবী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে আহ্বান জানাইতেছে। আর্থিক দাবীগুলির ভিত্তিতে আন্দোলনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে।

সভায় গৃহীত সরকারী প্রস্তাবাদি ছাড়াও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বেসরকারী প্রস্তাবগুলিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীসুধীর কান্তি সান্যালের প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও গ্রহণ করিতেছে—

১। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর অনুরূপ কলিকাতায় একটি পাবলিক লাইব্রেরী পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগী হইয়া এই সম্পর্কে সমস্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সকে ডিগ্রী কোর্সে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াসকে এই সম্মেলন সাধুবাদ জানায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন ডিপ্লোমাধারী ছাত্রছাত্রীও যাহাতে ডিগ্রী ব্যবহার করিতে পারেন তাহার আদেশ বলবৎ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ত্বরান্বিত করিতে সমাজশিক্ষাধিকারিকগণ ও জেলা গ্রন্থাগারিকগণকে লইয়া এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

৪। শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ১১০ বৎসরের ঐতিহ্য মণ্ডিত, ঐতিহাসিক গুরুত্ব,

বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ, গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহের পরিমাণ, প্রাচীনত্ব, দুষ্প্রাপ্যতা ও গবেষণাগার হিসাবে ইহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থাগারটিকে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গবেষণা তথা সাধারণ গ্রন্থাগার এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশেষ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হউক। এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে এই গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থরাজি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

৫। শ্রীমতী অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কোন মহিলা কর্মী না থাকার ঘটনা যেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করেন।

৬। মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বেসরকারী গ্রন্থাগারে দেয় সরকারী ও পৌর সাহায্য যেন নিয়মিত ও প্রয়োজনভিত্তিক হয়।

প্রতিবেদক : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

৫৮০ পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮১ না হয়ে ৪৭৯ বলে ছাপা হওয়ায় ৫১২ পৃঃ পর্যন্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা ভুল ছাপা হয়েছে। ৫১২ পৃষ্ঠা হয়েছে ৫১০। ৫১৩ পৃঃ থেকে সঠিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হয়েছে। স. গ্র.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

৩৪শ বার্ষিক সাধারণ সভা—১৯৬৯

পরিষদের ৩৪শ বার্ষিক সাধারণ সভা পরিষদের নিজস্ব ভবনে আগামী ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হবে।

Granthagar

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

IN THIS ISSUE

- Milestones on the way of our progress (Editorial) 463
- Presidential Address at the 23rd Bengal Library Conference Dr. Amalendu Basu 465
- Address by the Chairman of the Reception Committee. Hrishikesh Chattopadhyay 472
- Messages and Greetings 474
- List of Delegates and Observers 475
- Development af Scientific Periodicals in Bengali B. K. Sen 479
- News from Libraries 490
- Notes and News 425
- Around the Conference —Swarna Sen 500
- Proceedings of the 23rd Bengal Library Conference 504

VOLUME 18 : CHAITRA 1375 : NUMBER 12

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

GRANTHAGAR
APRIL. 1969

Licenced to post without prepayment
LICENCE No. CL-24. Calcutta.
Price 50 P. Regd. No. C-3910

Space

donated by

21 MAY 1969

SHANTI BOOK STORES

"EAGLE HOUSE"
4 GOVERNMENT PLACE NORTH,
CALCUTTA-1

PHONE 24-4740